তাফসীরে
ইবনে কাছীর
নবম খণ্ড
আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

# তাফসীরে ইবনে কাছীর

## নবম খণ্ড

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক

অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাফসীরে ইবনে কাছীর (নবম খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত
ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত
ইফা প্রকাশনা : ২০৭২/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0691-3

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০২

তৃতীয় সংস্করণ (উন্নয়ন)
জুন ২০১৪
আষাঢ় ১৪২১
শাবান ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামিক প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
মূল্য : ৫৪০.০০ (পাঁচ শত চল্লিশ) টাকা

---

**TAFSIRE IBNE KASIR** (Commentary on the Holy Quran) (9th Volume): Written by Imam Abul Fidaa Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project. Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
Phone : 8181535 March 2014

E-mail : info @ islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

**Price : Tk 540.00 ; US Dollar : 24.00**

# মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশ প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এসব তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইব্ন উমর ইবনে কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর

গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইব্ন কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন, 'এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।' আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম' বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের সবগুলো খণ্ডের বাংলা অনুবাদের বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। গ্রন্থটির সপ্তম খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

**সামীম মোহাম্মদ আফজাল**
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

# প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়—এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইব্ন কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠক সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির নবমখণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ ইতোমধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ পাঠকদের সুবিধার্থে প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থের নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

Contents

# সূচিপত্র

## সূরা আহ্যাব

## সূরা সাবা

## সূরা ফাতির

## সূরা ইয়াসীন

Contents





## সূরা সাফ্‌ফাত

## সূরা সাদ

## সূরা যুমার

## সূরা মু'মিন

[ পনের ]



## সূরা হা-মীম-আস্‌সাজদা

Contents

Contents

# তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর

## নবম খণ্ড

# সূরা আহ্যাব

৭৩ আয়াত, ৯ রুকূ, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম আহমদ (র) বলেন, খালফ্ ইব্ন হিশাম (র).... যির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উবায় ইব্ন কা'ব (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সূরা 'আহ্যাব'-এর আয়াত কতটি ? আমি বলিলাম, তেহাত্তরটি। তিনি বলিলেন, চুপ কর। ইহা তো সূরা বাকারার সমকক্ষ এবং আমরা ইহার মধ্যে পাঠ করিতাম ঃ

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا اَلْبَتَّةَ نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

—বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যখন ব্যভিচার করে তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিয়া হত্যা কর। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ইহা শাস্তি। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ইমাম নাসায়ী 'আসিম ইব্ন আবুন নজূদ হইতে ভিন্ন এক সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। সূত্রটি 'হাসান'। ইহা দ্বারা বুঝা যায় সূরাটিতে কুরআনের আরো অংশ ছিল। পরে উহা রহিত হইয়াছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

(١) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ

(٢) وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ

(٣) وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

১. হে নবী! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং কাফিরদিগের ও মুনাফিকদিগের আনুগত্য করিও না। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

২. তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা ওহী হয়, তাহার অনুসরণ কর; তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

৩. আর তুমি নির্ভর কর আল্লাহ্‌র উপর এবং কর্ম বিধানে আল্লাহ্-ই যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন দ্বারা অধঃস্তনকে সতর্ক করা হইয়াছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁহার বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ্‌র ভয় করিতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন সেক্ষেত্রে অন্যান্য যাহারা আছে তাহাদের পক্ষে এই নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা যে পালন করা অপরিহার্য তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

তল্‌ক ইব্‌ন হাবীব (র) বলেন, "তাকওয়া হইল, আল্লাহ্‌র নূর লাভ করিয়া সওয়াবের আশায় তাঁহার আনুগত্য করা এবং আল্লাহ্‌র নূর লাভ করিয়া শাস্তির ভয়ে তাঁহার নাফরমানী ত্যাগ করা।"

قوله وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করিও না—অর্থাৎ তাহাদের কোন কথা শ্রবণ করিবে না এবং তাহাদের নিকট হইতে কোন পরামর্শও গ্রহণ করিবে না।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ ও পরম প্রজ্ঞাময়—সর্ব বিষয়ের পরিণতি সম্পর্কে তিনি অবহিত এবং তাঁহার সকল কাজে ও কথায় তিনি যে প্রজ্ঞার অধিকারী ইহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে اِتَّبِعْ مَا اُوْحِىَ

اَلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যেই ওহী আসিয়াছে তুমি উহার অনুসরণ কর। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করিয়া সকল বিষয়ের মীমাংসা কর। اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত। তাঁহার কাছে কোন গোপন বিষয়ই গোপন থাকে না।

وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ আর তুমি সর্ব বিষয়ে ও সর্বাবস্থায় তাঁহার উপর ভরসা কর।

وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا আর যে ব্যক্তি তাঁহার উপর ভরসা করে ও তাঁহার প্রতি নিবিষ্ট হয় আল্লাহ্ কর্ম-বিধায়ক হিসাবে তাহার জন্য যথেষ্ট হন।

(٤) مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ○

(٥) اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৪. আল্লাহ্ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই; তোমাদিগের স্ত্রীগণ, যাহাদিগের সহিত তোমরা যিহার করিয়া থাক, তাহাদিগকে তোমাদিগের জননী করেন নাই এবং তোমাদিগের পোষ্য পুত্র, যাহাদিগকে তোমরা পুত্র বল, তাহাদিগকে তোমাদিগের পুত্র করেন নাই; এইগুলি তোমাদিগের মুখের কথা। আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন।

৫. তোমরা উহাদিগকে ডাক উহাদিগের পিতৃ-পরিচয়ে; আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা অধিক ন্যায়সংগত, যদি তোমরা উহাদিগের পিতৃ-পরিচয় না জান তবে উহারা

তোমাদিগের ধর্মীয় ভ্রাতা এবং বন্ধু; এই ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করিলে তোমাদিগের কোন অপরাধ নাই, কিন্তু তোমাদিগের অন্তরে সংকল্প থাকিলে অপরাধ হইবে, আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা একটি অপ্রকাশ্য বিষয় বুঝাইবার জন্য ভূমিকা হিসাবে একটি প্রকাশ্য বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আর তাহা হইল যেমন ইহা একটি প্রকাশ্য বিষয় যে, কোন মানুষের অভ্যন্তরে দুইটি হৃদয় নাই আর কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে এই কথা বলিল যে, "তুমি আমার জন্য আমার জননীর পিঠের মত" সে তাহার জননী হইয়া যায় না। অনুরূপভাবে কাহারো পোষ্যপুত্র তাহার আসল পুত্র হইয়া যায় না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ اللاَّئِىْ تُظَاهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ -

আল্লাহ্ তা'আলা কাহারও জন্য তাহার অভ্যন্তরে দুইট হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই আর তোমাদের যেই স্ত্রীগণের সহিত তোমরা যিহার কর তাহাদিগকে তিনি তোমাদের জননী করেন নাই।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا هُنَّ اُمَّهَاتُهُمْ اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلاَّ اللاَّئِىْ وَلَدْنَهُمْ

ঐ সকল স্ত্রীলোক যাহাদের সহিত যিহার করা হইয়াছে, তাহারা তাহাদের জননী নহে। তাহাদের জননী কেবল সেই সকল মহিলা, যাহারা তাহাদিগকে জন্ম দিয়াছে।

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পোষ্যপুত্রদিগকে তোমাদের পুত্র করিয়া দেন নাই—ইহাই আসল উদ্দেশ্য।

হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (রা) নবী করীম (সা)-এর একজন আযাদ করা গোলাম ছিলেন। আয়াতটি তাহার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন। তাহাকে যায়েদ ইব্‌ন মুহাম্মদ বলিয়া ডাকা হইত। আল্লাহ্ তা'আলা এই সম্বন্ধ বর্জন করিবার ইচ্ছা করিলেন আর নাযিল করিলেন ঃ

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ আর তিনি তোমাদের পোষ্যপুত্রকে তোমাদের পুত্র করেন নাই। যেমন এই সূরায়ই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمًا -

মুহাম্মদ তোমাদের কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের জনক নহেন; কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ও শেষ নবী। আর আল্লাহ্ সর্ব বিষয় সম্পর্কে অবহিত। এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ইহা তো কেবল তোমাদের মুখের কথা অর্থাৎ মুখে অন্যের পুত্রকে পুত্র বলিলেই সে আসল পুত্র হয় না। কারণ, সে অন্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অতএব তাহার দুইজন জনক হওয়া অসম্ভব, যেমন একই ব্যক্তির অভ্যন্তরে দুইটি হৃদয় হওয়া অসম্ভব।

وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ আর আল্লাহ্ সত্য বলেন এবং তিনিই সঠিক পথের দিক নির্দেশনা করেন। সায়ীদ ইব্‌ন যুবাইর বলেন, يَقُوْلُ الْحَقَّ আল্লাহ্ ইনসাফের কথা বলেন। কাতাদাহ (র) বলেন ঃ يَهْدِى السَّبِيْلَ তিনি সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। এবং একাধিক রাবী হইতে ইহা বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াতটি একজন কুরাইশ বংশীয় লোক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহাকে 'যুলকলবাইন' (দুই অন্তর বিশিষ্ট) বলা হইত। তাহার দাবী ছিল যে, তাহার দুইটি অন্তর আছে এবং প্রত্যেকটি দ্বারা সে পরিপূর্ণভাবে বুঝিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উহার প্রতিবাদে আয়াতটি নাযিল করেন। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান ও কাতাদাহ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র)-ও ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র) .... আবূ যাব্‌য়ান (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِىْ جَوْفِهٖ এর তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই আয়াতের উদ্দেশ্য কি ? তিনি বলিলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হইলে তাহার অন্তরে কিছু ধারণার সৃষ্টি হইল, তখন তাহার সহিত যে সকল মুনাফিক সালাতে শরীক ছিল তাহারা বলিল, দেখ, মুহাম্মদ (সা)-এর দুইটি অন্তর আছে। একটি তোমাদের সহিত আর অপরটি তাহাদের (সাহাবায়ে কিরামের) সহিত নিবদ্ধ। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِىْ جَوْفِهٖ

ইমাম তিরমিযী .... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুর রহমান দারেমী (র) ও যুবাইর ইব্‌ন মুআবিয়াহ (র) হইতে অত্র সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি 'হাসান'। যুবাইর-এর সূত্রে ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার সূত্রে ইমাম যুহরী (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বলেন, আয়াতটি হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা তাহার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন

কোন ব্যক্তির অভ্যন্তরে দুইটি অন্তর থাকে না, অনুরূপ কাহারও দুইজন জনক থাকে না। অনুরূপ মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইব্ন যায়েদ (র) বলেন, আয়াতটি হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসাহ (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। ইহা আমাদের পূর্ববর্তী ব্যাখ্যার মুতাবিক রেওয়ায়েত। والله سبحانه وتعالى اعلم

قوله اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاءِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰه তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাক। ইসলামের শুরুতে অন্যের সন্তানকেও লালন-পালন করিয়া নিজের দিকে সম্বন্ধিত করা জায়েয ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত দ্বারা উহাকে রহিত করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে যাহার সন্তান তাহার প্রতি সম্বন্ধিত করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাই আল্লাহ্র কাছে ইনসাফ ও ন্যায়সংগত।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়া'আলা ইব্ন আসাদ (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা শুরুতে যায়েদ ইব্ন হারিসাহ (রা)-কে যায়েদ ইব্ন মুহাম্মদ বলিয়া ডাকিতাম। اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاءِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰه নাযিল হইলে এইরূপ ডাকা বন্ধ হইল। ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) একাধিক সূত্রে হাদীসটি মূসা ইব্ন উকবাহ (র) হইতে তাহার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পূর্বে পোষ্যপুত্র এবং ঔরসজাত পুত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। ঔরসজাত পুত্রগণ যেমন নির্জনে 'মাহ্রাম' মহিলাদের সহিত সাক্ষাৎ করিত, পোষ্যপুত্রগণও তাহাদের সহিত নির্জনে গমনাগমন করিত ও অন্যান্য আচরণ করিত। আবূ হুযায়ফা (র)-এর স্ত্রী হযরত সাহ্লাহ বিন্তে সুহাইল (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সালিমকে পোষ্যপুত্র বানাইয়াছিলাম; অথচ আল্লাহ্ তা'আলা যে হুকুম নাযিল করিয়াছেন তাহা আপনি জানেন। সে এখনও আমার নিকট আসা যাওয়া করে, অথচ আমার স্বামী আবূ হুযায়ফা ইহা পসন্দ করেন না। এমতাবস্থায় আমি কি করিতে পারি ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ارضعيه تحرمى عليه তাহাকে তুমি তোমার বুকের দুধ পান করাইয়া দাও, তুমি তাহার জন্য মুহাররামাহ হইয়া যাইবে। (প্রকাশ থাকে যে, এই বয়সে দুধ পান করাইবার এই নির্দেশটি কেবল 'সাহলাহ' এর জন্য খাস ছিল। —অনুবাদক)। যেহেতু পোষ্যপুত্র ঔরসজাত পুত্র নহে, এই কারণে তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েয করা হইয়াছে। আর এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার পোষ্যপুত্র হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসাহ'র তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হযরত যায়নব বিনতে জাহ্শ (রা)-কে বিবাহ করিয়াছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لِكَىْ لاَ يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَاءِ هِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

অর্থাৎ এই নির্দেশ এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যেন মু'মিনদের জন্য তাহাদের পোষ্যপুত্রগণের স্ত্রীগণকে বিবাহ করায় কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে না হয় যখন

তাহারা তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া লয়। অপর পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَ حَلَائِلُ اَبْنَاءِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের ঔরসজাত সন্তানগণের স্ত্রীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম। ইহা দ্বারা পোষ্যপুত্রগণের স্ত্রীগণকে বিবাহ করা যে জায়েয, ইহার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে। কারণ পোষ্যপুত্র ঔরসজাত সন্তান নহে। অবশ্য দুগ্ধপুত্রগণ ও শরীয়ত মতে ঔরসজাত পুত্র ভিন্ন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন্ ঃ

يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب অর্থাৎ বংশীয় সম্পর্কের যাহাদের বিবাহ করা হারাম, ঐ একই পর্যায়ের রিযাঈ সন্তানকে বিবাহ করাও হারাম। অবশ্য অন্যের সন্তানকে ভালবাসার সূত্রে কিংবা সম্মান জ্ঞাপনার্থে পুত্র বলা শরীয়তে নিষিদ্ধ নহে। ইহার প্রমাণে ইমাম আহমদ (র) সহ তিরমিযী ব্যতীত অন্যান্য সুনান গ্রন্থকারগণ সুফিয়ান সাওরী (র) ... .... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার মুযদালিফাহ হইতে বনূ আব্দুল মুত্তালিবের কিছু তরুণদিগকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কংকর নিক্ষেপ করিবার জন্য বিদায় করিলেন এবং তিনি আমাদের উরু চাপড়াইয়া বলিলেন, اُبَيْنِىٌّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس আমার পুত্রসকল! তোমরা সূর্য-উদয় হইবার পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করিবে না। আবূ উবাইদাহ বলেন اُبينى শব্দটি بنى শব্দের 'তাছগীর'। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অন্যের পুত্রকেও আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য নিজ পুত্র বলিয়া প্রকাশ করা যায়। দশম হিজরী সনে বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এইরূপ বলিয়াছিলেন।

قوله اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ তাহাদিগকে অর্থাৎ পোষ্যপুত্রদিগকে তাহাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাক। আয়াতাংশ হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসাহ (রা)-এর শানে নাযিল হইয়াছে। অষ্টম হিজরী সনে তিনি মূতা'র যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। মুসলিম শরীফে আবূ আওয়ানাহ (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন, يَا بُنَىَّ আমার পুত্র! আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র)ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পোষ্য পুত্রগণকে তাহাদের পিতৃ পরিচয়েই ডাকিতে বলা হইয়াছে।

قوله فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اٰبَائَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ مَوَالِيْكُمْ যদি তোমরা তাহাদের পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে অবগত না হও তবে তাহারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও তোমাদের বন্ধু। অর্থাৎ পিতৃ পরিচয় জানা থাকিলে তো তাহাদিগকে সেই পরিচয়েই ডাকিতে হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পবিত্র মক্কা হইতে যেদিন উমরাহ করিবার উদ্দেশ্যে

বাহির হইলেন সেদিন হযরত হামযা (রা)-এর কন্যাও তাহার পশ্চাতে চাচা! চাচা! বলিয়া ডাকিতে লাগিল। হযরত আলী (রা) তাহাকে তুলিয়া লইলেন এবং হযরত ফাতিমা (রা)-কে বলিলেন, তোমার চাচাত বোন, তুমি ইহার তত্ত্বাবধান করিবে। হযরত ফাতিমা (রা) তাহাকে তুলিয়া লইলেন; কিন্তু হযরত আলী যায়েদ ও জা'ফর (রা) তিনজনে এই বিতর্কে জড়াইয়া পড়িলেন যে, ইহার লালন-পালনের দায়িত্ব বহন করিবে কে ? অতঃপর প্রত্যেকেই স্বপক্ষের দলীল পেশ করিলেন। হযরত আলী বলিলেন, আমিই ইহার অধিক হকদার। কারণ, মেয়েটি আমার চাচার কন্যা। হযরত যায়েদ বলিলেন, আমি ইহার অধিক হকদার; কারণ, সে আমার ভাইয়ের কন্যা। হযরত জা'ফর বলিলেন, আমিই ইহার অধিক হকদার। কারণ, একদিকে সে আমার চাচাত বোন, অপরদিকে তাহার খালা বিন্‌তে উমাইস আমার স্ত্রী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার খালার পক্ষেই ফয়সালা দিলেন। তিনিই তাহার লালন-পালনের দায়িত্ব বহন করিবেন। তিনি আরো বলিলেন, اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْاُمِّ খালা তো মায়ের মতই। হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন, اَنْتَ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْكَ তুমি আমার ও আমি তোমার। হযরত জা'ফর (রা)-কে বলিলেন اَشْبَهْتَ خَلْقِىْ وَ خُلُقِىْ তোমার আকৃতি ও চরিত্র আমার আকৃতি ও চরিত্রের সদৃশ এবং হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (রা)-কে বলিলেন, اَنْتَ اَخُوْنَا وَ مَوْلاَنَا "তুমি তো আমাদের ভাই ও বন্ধু।" এর দ্বারা শরীয়তের বহু আহকাম উদ্ভাসিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সর্বাপেক্ষা উত্তম বিষয় যাহা জানা গেল তাহা হইল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সত্য বিষয়টি স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন; অথচ কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিলেন না। হযরত যায়েদ (রা)-কে বলিলেন اَنْتَ اَخُوْنَا وَ مَوْلاَنَا তুমি আমাদের ভাই ও বন্ধু। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ পিতৃ পরিচয় পাওয়া না গেলে তাহারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও তোমাদের বন্ধু। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইয়া'কূব ইব্‌ন ইব্রাহীম .... আব্দুর রহমান হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاءِ هِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ الخ এই আয়াত অনুসারে আমি তোমাদের ভাই। আব্দুর রহমান বলেন, আল্লাহ্‌র কসম; যদি তিনি ইহাও জানিতে পারিতেন যে, তাহার আব্বা কোন অতি তুচ্ছ ব্যক্তি, তবুও তিনি তাহার প্রতি সম্বন্ধিত হইতেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ اِدَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ اِلاَّ كَفَرَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাহার পিতাকে বাদ দিয়া অন্যের প্রতি সম্বন্ধিত হইবে, অথচ সে ইহা নিশ্চিত জানে যে, সে তাহার পিতা নহে, তবে সে কুফর করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)

ধমকমূলক এইরূপ ইরশাদ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা স্বীয় বংশ ত্যাগ করিয়া অন্য বংশের প্রতি সম্বন্ধিত হওয়া যে কবিরাহ গুনাহ তাহাও জানা গেল।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاءِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اٰبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ۔

তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাকিবে, আল্লাহ্র কাছে ইহাই ন্যায়সঙ্গত। অবশ্য তাহাদের পিতৃ পরিচয় জানা না থাকিলে তাহারা তোমাদের দ্বীনি ভাই ও তোমাদের অখণ্ড বন্ধু। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করিবার পর ভুলক্রমে যদি কাহাকেও তাহার পিতা ব্যতীত অন্যের প্রতি সম্বন্ধ করিয়া থাক তবে ইহাতে কোন দোষ নাই। আল্লাহ্ তা'আলা ইহা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাগণকে এইরূপ দু'আ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন ঃ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলিয়া যাই কিংবা অপরাধ করি তবে আমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এই দু'আ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ قَدْ فَعَلْتُ হাঁ, আমি দু'আ কবূল করিলাম। বুখারী শরীফে হযরত আমর ইবনুল আস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطاء فله اجر

যখন হাকেম ও শাসক ইজতিহাদ করিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিতে সক্ষম হয় তখন তাহার জন্য দুইটি সওয়াব, আর ভুল করিয়া থাকিলে সওয়াব [illegible]ব একটি। অপর এক হাদীসে বর্ণিত ঃ

ان اللّه تعالى رفع عن امتى الخطأ والنسيان والامر الذى يكرهون عليه

আল্লাহ্ আ'আলা আমার উম্মত হইতে ভুল ও বিস্মৃতি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন আর তাহাদের অপসন্দনীয় যাহা করিবার জন্য জোর প্রয়োগ করা হয় উহা ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

তোমরা ভুলবশত: যে অপরাধ করিয়াছ উহাতে কোন গুনাহ নাই। অবশ্য যেই গুনাহের কাজ করিতে তোমাদের অন্তর ইচ্ছা পোষণ করিয়াছে তাহা গুনাহ হইবে। আর গুনাহ কেবল তখনই হইবে যখন অন্যায়ের ইচ্ছা করা হইবে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অনর্থক কসমে পাকড়াও করিবেন না।

উপরে উল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী যে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া স্বীয় পিতার প্রতি সম্বন্ধিত না হইয়া অন্যের প্রতি সম্বন্ধিত হয় সে কুফর করিল। 'জানিয়া বুঝিয়া' এইরূপ করিবার কথা যেমন এই হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে; অনুরূপ কুরআনের ঐ আয়াতেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে, যাহার তিলাওয়াত মান্‌সূখ হইয়াছে। আর তাহা হইল ঃ

فَاِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَاءِ كُمْ তোমাদের পিতৃপুরুষ হইতে তোমাদের উপেক্ষা করা ইহা তোমাদের কুফর।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রাজ্জাক (র) .... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং একখানি গ্রন্থও নাযিল করিয়াছেন এবং ইহাতে তিনি 'রজ্‌ম' এর আয়াতও নাযিল করিয়াছিলেন এবং সেই আয়াত মুতাবিক তিনি প্রস্তরাঘাত করিয়া শাস্তিদান করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার ইন্তিকালের পরে প্রস্তরাঘাত করিয়াছি। আমরা পূর্বে এইরূপ একটি আয়াত পাঠ করিতাম ঃ

لَا تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَاءِ كُمْ فَاِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَاءِكُمْ

তোমরা স্বীয় পিতৃ পরিচয় উপেক্ষা করিও না, স্বীয় পিতৃ পরিচয়কে উপেক্ষা করা কুফর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لا تطرونى كما أطرى عِيْسى بن مريم عليه السلام فانما انا عبد الله فقولوا عبده و رسوله-

তোমরা হযরত ঈসা (আ)-এর প্রশংসায় যেমন অতিশয় বাড়াবাড়ি করিয়াছিলে, আমার প্রশংসায় তেমন বাড়াবাড়ি করিও না। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রাসূল বলিবে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত ঃ

ثلاث فى الناس كفر الطعن فى النسب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم-

মানুষের মধ্যে তিনটি অভ্যাস (কুফর এর অভ্যাস) ঃ বংশের অপবাদ দেওয়া, মৃত ব্যক্তির উপর চিৎকার করিয়া রোদন করা ও নক্ষত্রের সাহায্যে বৃষ্টি প্রার্থনা করা।

(٦) اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ○

৬. নবী মু'মিনদিগের নিকট তাহাদিগের নিজদিগের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাহার পত্নিগণ তাহাদিগের মাতা। আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যাহারা আত্মীয় তাহারা পরস্পরের নিকটতর। তবে তোমরা যদি তোমাদিগের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিতে চাও তাহা করিতে পার। ইহা কিতাবে লিপিবদ্ধ।

তাফসীর ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে তাঁহার উম্মতের প্রতি অতিশয় স্নেহশীল ও তাহাদের অতিশয় হিতাকাঙ্ক্ষী, আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয়ে অবহিত। অতএব তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহাদের নিজেদের উপরও অধিক ক্ষমতা দান করিয়াছেন। তাহাদের সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেই হুকুম দিবেন উহা তাহারা দ্বিধাহীন চিত্তে শিরোধার্য করিবে। সেক্ষেত্রে তাহাদের নিজস্ব কোন ইখতিয়ার থাকিবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

তোমার প্রতিপালকের কসম, যাবৎ তাহারা তাহাদের পারস্পরিক বিরোধে তোমাকে ফয়সালা হিসাবে গ্রহণ না করিবে অতঃপর তোমার ফয়সালায় তাহারা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করিবে ও আত্মসমর্পণ না করিবে তাহারা মু'মিন হইতে পারিবে না।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهٖ وَمَالِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেহ-ই মু'মিন হইতে পারিবে না যাবৎ আমি তাহার নিজ সত্তা, তাহার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষ হইতে অধিকতর প্রিয় না হইব।

সহীহ্ গ্রন্থে আরো বর্ণিত, হযরত উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আপনি সকল বস্তু অপেক্ষা আমার নিজ সত্তা ব্যতীত আমার নিকট অধিক প্রিয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে উমর (রা)! তুমি যে পর্যন্ত আমাকে তোমার নিজ সত্তা অপেক্ষা অধিক ভালবাসিবে না, মু'মিন হইতে পারিবে না। তখন তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, অবশ্যই আপনি সকল বস্তু অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয়, এমন কি আমার নিজ সত্তা অপেক্ষাও। তখন ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, اَلاٰنَ يَاعُمَرُ। হাঁ, এখন তুমি পূর্ণ মু'মিন, হে উমর!

এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

النَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

ইমাম বুখারী এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইব্রাহীম ইব্নু মুন্যির (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন, مَا مِنْ مُؤْمِنٍ اِلاَّ وَاَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِهٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ الخ অর্থাৎ পৃথিবীর সকল মু'মিনের জন্য আমিই দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ। ইচ্ছা হইলে তোমরা এই আয়াত পাঠ কর النَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ। আর যে মু'মিন ব্যক্তি মাল ছাড়িয়া মৃত্যুবরণ করে উহার মালিক তাহার ওয়ারিশগণ হইবে। আর যদি সে ঋণ কিংবা এতীম সন্তান রাখিয়া মৃত্যু বরণ করে তবে সে যেন আমার নিকট আসে; আমিই তাহার অধিক নিকটবর্তী। রেওয়ায়েতটি কেবল ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ঋণ গ্রহণ অধ্যায়েও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) একাধিক সূত্রে ফুযাইহ (র) হইতে অত্র সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপভাবে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রাজ্জাক (র) ....জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهٖ فَاَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْنًا فَالَىَّ وَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهٖ-

আমি প্রত্যেক মু'মিনের নিজের চাইতেও তাহার অধিক ঘনিষ্ঠ। অতএব যে কোন মু'মিন ঋণ রাখিয়া মৃত্যু বরণ করিবে উহা আমার দায়িত্বে থাকিবে; আর যে ব্যক্তি মাল রাখিয়া যাইবে উহা তাহার ওয়ারিশগণের জন্য। ইমাম আবূ দাউদ (র)ও হাদীসটি ইমাম আহমদ (র) হইতে একই সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهَاتُهُمْ আর নবী করীম (সা)-এর পত্নিগণ মু'মিনদের আম্মা অর্থাৎ নিজ জননীকে বিবাহ করা যেমন হারাম, তাহাদিগকেও বিবাহ করা হারাম এবং নিজ জননীর মতই তাহাদিগকে সম্মান করা, ভক্তি প্রদর্শন করা মু'মিনদের জন্য অপরিহার্য। ইহা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত যে, তাহাদের সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ জায়েয নহে এবং তাহাদের কন্যাগণকেও বিবাহ করা হারাম নহে, যদিও কোন কোন উলামায়ে কিরাম তাহাদিগকে মু'মিনগণের ভগ্নি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কেবল ইমাম শাফেঈ (র) তাহার 'মুখতাসার' গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ইহা দ্বারা শরীয়তের কোন হুকুম সাধিত করা উদ্দেশ্য নহে। হযরত মু'আবিয়াহ এবং আরো যে সকল সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন না কোন পত্নির ভাই তাহাদিগকে মু'মিনগণের মামু বলা যাইবে কি না—এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের দুইটি অভিমত রহিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এমন করা যাইবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণকে মু'মিন নারীগণের আম্মা বলা যাইবে কি না, এই বিষয়েও দুইটি অভিমত রহিয়াছে। হযরত আয়িশা (রা) হইতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত যে, এমন বলা যাইবে না। ইমাম শাফেঈ (র)-এর মায্হাব অনুসারে ইহাই অধিক বিশুদ্ধ। হযরত উবায় ইব্ন কা'ব (রা) ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তাহারা আলোচ্য আয়াত এইরূপ পাঠ করিতেন : اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ اَبٌ لَهُمْ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ মু'মিনগণের আম্মা এবং খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের আব্বা। হযরত মু'আবিয়াহ, মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও হাসান হইতেও অনুরূপ বর্ণিত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মু'মিনগণের আব্বা বলা যাইবে। ইহা ইমাম শাফেঈ (র)-এর একটি অভিমত।

ইমাম বাগভী (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারাও তাহারা এই মতের পক্ষে দলীল পেশ করেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ নুফাইলী (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا وَلَا يَسْتَطِبُّ بِيَمِيْنِهٖ-

আমি তোমাদের জন্য পিতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। পিতার মতই তোমাদিগকে শিক্ষা দেই। অতএব তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যখন মল ত্যাগের জন্য যাইবে তখন সে যেন কিব্লার দিকে মুখ করিয়া না বসে আর না পিঠ করিয়া বসে এবং ডান হাত দ্বারা যেন মল পরিষ্কার না করে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনটি পাথর ব্যবহার

করিবার জন্য নির্দেশ দিতেন এবং গোবর ও হাড় দ্বারা মল পরিষ্কার করিতে নিষেধ করিতেন। ইমাম নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ (র) ইব্ন আজ্লান (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মু'মিনগণের আব্বা বলা যাইবে না তাহারা এই আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন, ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ মুহাম্মদ (সা) তোমাদের মধ্য হইতে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের আব্বা ছিলেন না।

قوله وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ۔

আর আত্মীয়গণ আল্লাহ্র বিধান মুতাবিক পরস্পর মু'মিনগণ ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ। كِتَابُ اللّٰهِ এখানে حُكْمُ اللّٰهِ আল্লাহ্র বিধান এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারগণ অপেক্ষা আত্মীয়-স্বজনগণ তাহাদের ত্যাজ্য বস্তুর ওয়ারিশ হইবার অধিক হকদার। পূর্বে ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া পারস্পরিক ওয়ারিশ হইবার যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, আলোচ্য আয়াত দ্বারা উহা মানসূখ ও রহিত হইয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, পূর্বে মুহাজিরগণ আনসারগণের ওয়ারিশ হইতেন। তাহাদের আত্মীয়গণ ওয়ারিশ হইত না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া শুরুতে এই নিয়ম প্রচলিত হয়। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) ও অন্যান্য সকল তাফসীরকারগণ ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) হইতে এই বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ..... হযরত যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা) হইতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ করিয়া আমাদের কুরাইশ বংশের জন্য এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন, وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ আর ইহার কারণ হইল, আমরা কুরাইশ গোত্রীয় লোকেরা যখন মদীনায় আগমন করিলাম তখন আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ নিঃস্ব। কোন মানই আমাদের ছিল না। আনসারগণ আমাদের জন্য উত্তম ভাই প্রমাণিত হইলেন। অতএব আমরা তাহাদের সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইলাম এবং পরস্পর একে অন্যের ওয়ারিশও হইলাম। হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খারেজাহ ইব্ন যায়েদ (রা) এর সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করিলেন। হযরত ওমর (রা) অমুকের সহিত এবং উসমান (রা) বনূ যুরাইক গোত্রীয় এক ব্যক্তির সহিত এবং আমি নিজে হযরত কা'ব ইব্ন মালিকের সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করিলাম। একবার তিনি অতিশয় যখম হইলেন। আল্লাহ্র কসম যদি তিনি সেই যখমে মৃত্যু বরণ করিতেন তবে আমি ব্যতীত

আর কেহ তাহার ওয়ারিশ হইতে পারিত না। অবশেষে আমাদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং আমরাও মিরাসের সাধারণ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হইলাম।

قوله تعالى إلاّ أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে পারস্পরিক ওয়ারিশ হইবার যে হুকুম প্রচলিত ছিল উহার অবসান ঘটিবার পর যদি তোমরা তোমাদের বন্ধুগণের সহিত সদ্ব্যবহার কর অর্থাৎ তাহাদের সাহায্য কর তাহাদের জন্য অসিয়ত কর তবে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই।

قوله كان ذلك في الكتاب مسطورا অর্থাৎ আত্মীয়গণ পরস্পর একে অন্যের ঘনিষ্ঠতর, এই বিধান কিতাবে লিপিবদ্ধ ও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সুনির্ধারিত। ইহাতে কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। যদিও বিশেষ হিকমতের পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে ভিন্ন বিধান চালু করা হইয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্ এই বিষয়ে পরিজ্ঞাত যে, কিতাবে লিপিবদ্ধ বিধানই প্রচলিত হইবে এবং সাময়িক হুকুম রহিত হইবে।

(٧) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّإِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

(٨) لِيَسْئَلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا أَلِيْمًا ۝

৭. স্মরণ কর, যখন আমি নবীদিগের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমার নিকট হইতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারয়াম তনয় ঈসার নিকট হইতে, তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার—

৮. সত্যবাদীদিগকে তাহাদিগের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য। তিনি কাফিরগণের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে পাঁচজন উলুল আযম ও দৃঢ়চেতা রাসূল ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করেন যে, তিনি তাহাদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাহারা দ্বীন কায়েম করিবেন ও

রিসালাতের যে দায়িত্ব তাহাদের উপর অর্পণ করা হইয়াছে উহা তাহারা যথাযথভাবে পৌছাইয়া দিবেন এবং একে অপরের সাহায্য করিবেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ اَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ۔

অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কিরামের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তোমাদিগকে যে কিতাব ও হিকমত দান করিয়াছি; অতঃপর তোমাদের এই কিতাব ও হিকমতের সমর্থনকারী রাসূলের আগমন ঘটিবে তখন তোমরা অবশ্যই তাহার প্রতি ঈমান আনিবে ও তাহার সাহায্য করিবে। আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে আরো বলিলেন, তোমরা কি ইহা স্বীকার করিয়াছ এবং দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছ ? তাহারা বলিলেন, আমরা স্বীকার করিয়াছি। আল্লাহ্‌ বলিলেন, তবে সাক্ষী থাক, আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী থাকিলাম। এই আয়াতে আম্বিয়ায়ে কিরামগণকে প্রেরণ করিবার পর তাহাদের নিকট হইতে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতেও সেই একই ধরনের অঙ্গীকারের উল্লেখ করা হইয়াছে। আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্য হইতে পাঁচজন উলুল আযম ও দৃঢ়চেতা রাসূলেরও ইহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমে সাধারণভাবে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং পরে বিশেষভাবে ঐ পাঁচজন রাসূলেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নের এই আয়াতেও ঐ পাঁচজন রাসূলের কথা আল্লাহ্‌ তা'আলা উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ۔

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের দ্বীনের ঐ বিষয়ের নির্দেশ দিয়াছেন যাহার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়াছিলেন আর তোমার প্রতিও ওহীর মাধ্যমে উহাই প্রেরণ করিয়াছি এবং ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আ)-কে যাহার নির্দেশ দিয়াছি তাহা এই যে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর, বিচ্ছিন্ন হইও না। এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রথম পয়গম্বর হযরত নূহ ও তাঁহার সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উল্লেখ করিয়াছেন এবং মধ্যবর্তী তিনজন রাসূলকে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে। অত্র আয়াতে যেই অসিয়ত ও নির্দেশের উল্লেখ করা হইয়াছে আলোচ্য আয়াতে ইহার উপর আমল করিবার জন্যই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ۔

এই আয়াতেও আম্বিয়ায়ে কিরাম ও উলুল আযম পয়গম্বরগণ হইতে অঙ্গীকার লওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে আম্বিয়ায়ে কিরামের পরে সর্বপ্রথম হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ তাঁহার মর্যাদা সকলের ঊর্ধ্বে। অত:পর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য রাসূলগণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুরআহ দামেশকী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ النَّبِيِّنَ الخ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ

كُنْتُ اَوَّلَ النَّبِيِّنَ فِى الْخَلْقِ وَاٰخِرَهُمْ فِى الْبَعْثِ فَبَدَاَ بِىْ قَبْلَهُمْ

"সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের পূর্বে আমাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে; কিন্তু সর্বশেষে আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে।" যেহেতু সৃষ্টির দিক হইতে আমি সর্ব প্রথম, এই কারণে আয়াতে আমাকে প্রথম উল্লেখ করা হইয়াছে। সনদে উল্লেখিত রাবী সাঈদ ইব্ন বশীর (র) একজন দুর্বল রাবী। সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবাহ (র) কাতাদাহ (র) হইতে মুরসালরূপে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাই অধিক বিশুদ্ধ। কোন কোন রাবী কাতাদাহ (র) হইতে মওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। والله اعلم

আবূ বকর বায্যার (র) আমর ইব্ন আলী (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

خِيَارُ وُلْدِ اٰدَمَ خَمْسَةٌ نُوْحٌ وَّ اِبْرَاهِيْمُ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَخَيْرُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

আদম সন্তানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম হইলেন পাঁচজন রাসূল— নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মদ (সা)। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা) সর্বাপেক্ষা উত্তম। এই হাদীসটি মওকূফ এবং হামযা যাইয়াত দুর্বল রাবী।

কেহ কেহ বলেন আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) হইতে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল, উহা হইয়াছিল তখন, যখন হযরত আদম (আ)-এর পিঠ হইতে পিপীলিকার ন্যায় তাহার সন্তানদিগকে বাহির করা হইয়াছিল। আবূ জা'ফর রাযী (র) ....উবায় ইব্ন কা'ব হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ হযরত আদম (আ)-'কে উঁচু করিলে তিনি তাহার সন্তানদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহাদের মধ্যে ধনী, দরিদ্র, সুশ্রী, কুৎসিত সর্বপ্রকার লোক দেখিতে পাইলেন। অত:পর তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, যদি আপনি আপনার বান্দাগণকে সমান করিতেন তবে কত ভাল হইত। তখন আল্লাহ্ বলিলেন اَحْبَبْتُ اَنْ اُشْكَرَ আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হউক, আমি ইহা পসন্দ করি। হযরত আদম (আ) তাহার সন্তানগণের মধ্যে আম্বিয়ায়ে কিরামকে প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল দেখিলেন। তাহাদের উপর বিশেষ নূরের ঝলক ছিল। তাহাদের

নিকট হইতে রিসালাত ও নবুওয়তের দায়িত্ব পালনের জন্য এক ভিন্ন অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল, যাহার উল্লেখ এই আয়াতে করা হইয়াছে ঃ وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوْحٍ الخ মুজাহিদ (র)-ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْمِيْثَاقُ الْغَلِيْظ অর্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

قَوْلُهُ لِيَسْئَلَ الصَّادِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ যেন সত্যবাদিগণকে তাহাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে তিনি (আল্লাহ্) জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। মুজাহিদ (র) বলেন الصادقين এর অর্থ হইল ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা রাসূলগণের হাদীসসমূহ অন্যের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

وَاَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا আর তিনি উম্মতের মধ্য হইতে যাহারা অস্বীকারকারী তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা সাক্ষ্য দেই, রাসূলগণ তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তাহাদের উপর রিসালাতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পৌঁছাইয়াছেন। ইহাতে আমরা কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করি না। তবে মূর্খ জাহেল লোকেরা যে তাহাকে অস্বীকার করে ও তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে উহা তাহাদের মূর্খতা ও শত্রুতা পোষণের কারণে। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে রাসূলগণ যাহা কিছু আনিয়াছেন উহা সত্য। যাহারা তাহাদের বিরোধিতা করে তাহারা গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট। বেহেশত্‌বাসিগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবার পর বলিবে ঃ

لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত রাসূলগণ সত্যকে লইয়া আসিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

(৯) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۟

(১০) اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ۟

৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদিগের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল এবং আমি উহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী যাহা তোমরা দেখ নাই। তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

১০. যখন উহারা তোমাদিগের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল উচ্চাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চল হইতে—তোমাদিগের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছিল, তোমাদিগের প্রাণ হইয়াছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে।

তাফসীর ঃ হিজরী পাঁচ সনে শাওয়াল মাসে মক্কার কাফিররা বিপুল সংখ্যক সেনাসহ পূর্ণ রণ সাজে সজ্জিত হইয়া মুসলমানদের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে মদীনা আক্রমণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে সেই শক্তিশালী শত্রু হইতে মুসলমানদিগকে সংরক্ষণ করেন এবং শত্রুর সকল শক্তি খর্ব করিয়া তাহাদিগকে লাঞ্ছিতাবস্থায় মক্কায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করেন। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। খন্দক যুদ্ধ নামে ইহা পরিচিত। প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মতে ইহা পঞ্চম হিজরী সনে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ইহা চতুর্থ হিজরী সনে সংঘটিত হইয়াছিল। মূসা ইব্‌ন উকবাহ ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ এই মত পোষণ করেন।

খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হইবার কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ নযীর গোত্রের যে সকল ইয়াহূদীদিগকে মদীনা ত্যাগ করিয়া খায়বারে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন নেতা যেমন সাল্লাম ইব্‌ন আবুল হুকাইক, সাল্লাম ইব্‌ন মিশকাম, কিনানাহ ইব্‌ন রবী, তাহারা মক্কা গমন করেন এবং মক্কার কুরাইশ সর্দারগণের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন। তাহাদিগকে ইহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর আক্রমণ করিবার পরামর্শ দেয় এবং তাহাদের পক্ষ হইতে সর্ব প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করে। অত:পর কুরাইশ সর্দারগণ ইহাতে সম্মত হয়। ইয়াহুদী সরদারগণ এই সফল বৈঠক শেষে 'গাতফান' গোত্রের সহিত বৈঠকে মিলিত হয় এবং তাহারাও কুরাইশ সর্দারগণের অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দান করে। কুরাইশগণ আরবের চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং তাহাদের অনুসারীদের অন্তরে যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করিয়া দিল। তাহাদের নেতা ছিলেন আবূ সুফিয়ান সখর ইব্‌ন হার্‌ব। গাতফান গোত্রের নেতা ছিলেন উয়াইনা ইব্‌ন হিস্‌ন ইব্‌ন বদর। তাহাদের সম্মিলিত সৈন্য সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য কুরাইশদের রওয়ানা হইবার সংবাদ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানিতে পারিলেন, তখন তিনি মদীনা সংরক্ষণের জন্য হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর পরামর্শে ইহার পূর্বদিকে পরিখা খনন করিবার

জন্য মুসলমানগণকে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ হইতেই মুসলমানগণ খনন কার্য শুরু করেন। আনসার, মুহাজির, এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কাজে শরীক হন। পরিখা খননের জন্য তাহারা অসাধারণ পরিশ্রম করেন এবং এই সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে অনেক মু'জিযাও প্রকাশ পায়। মুশরিক সেনাদল সমাগত হইল এবং মদীনার পূর্ব দিকে উহুদ পাহাড়ের নিকটবর্তী একটি স্থানে তাহারা অবস্থান গ্রহণ করিল। তাহাদের একটি দল মদীনার উচ্চ অঞ্চলে অবতরণ করিল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ যখন তাহারা তোমাদের উচ্চ অঞ্চল হইতে ও নিম্ন অঞ্চল হইতে সমাগত হইল।

রাসূলুল্লাহ্ ও মুসলমানগণও তাহাদের মুকাবিলা করিবার জন্য বাহির হইলেন। মুসলমানের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। কেহ কেহ বলেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল সাত শত। তাহারা সালা' পাহাড়কে পশ্চাতে রাখিয়া শত্রুর মুকাবিলায় অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে পরিখা খনন করিয়াছিলেন, উহাতে পানি ছিল না। শত্রুপক্ষ বাধাহীনভাবে মদীনায় যেন প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য উহা খনন করা হইয়াছিল। মুসলমানদের নারী ও শিশুদিগকে মদীনার একটি মহল্লায় রাখা হইল। ইয়াহুদীদের একটি গোত্র মদীনায়ও বাস করিত। তাহারা হইল, বনূ কুরাইযা গোত্র। এই গোত্রটি মদীনার পূর্ব-প্রান্তে বাস করিত। তাহাদের ছিল একটি অতি মজবুত দুর্গ। সংখ্যাও তাহাদের একেবারে নগণ্য ছিল না। প্রায় আট শত যোদ্ধা। এই গোত্রের সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন—তাহারা শত্রুর আক্রমণকালে মুসলমানদের সাহায্য করিবে। কিন্তু হুআই ইব্‌ন আখতাব নযরী তাহাদের চুক্তি ভঙ্গের জন্য চেষ্টা চালাইয়া গেল। অবশেষে তাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিল এবং তাহারাও শত্রুর সহিত মিলিত হইল এবং তাহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানগণের উপর সম্মিলিতভাবে আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করিল। মুসলমানদের আসন্ন বিপদ অতি ভয়াবহ; প্রশস্ত পৃথিবী তাহাদের জন্য সংকুচিত। এমনি এক পরিস্থিতির কথা আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করিয়া বলেন, هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا মু'মিনদিগকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয় এবং তাহাদিগকে প্রকম্পিত করা হয়। প্রায় এক মাস পর্যন্ত তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামগণকে অবরোধ করিয়া রাখে। অবশ্য মুশ্‌রিক ও ইয়াহুদীরা মুসলমানদের নিকট পৌঁছতে সক্ষম ছিল না। অপর দিকে তাহাদের মাঝে কোন যুদ্ধও সংঘটিত হয় নাই। অবশ্য জাহেলী যুগের প্রখ্যাত যোদ্ধা আমর ইব্‌ন আব্দ ওদ্দ একটি ছোট দল লইয়া পরিখা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইল এবং যেখানে মুসলমানগণ অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন উহার এক প্রান্তে পৌঁছিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলিম যোদ্ধাগণকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু কেহই তাহার মুকাবিলা করিবার জন্য বাহির হইল না। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে তাহার

সহিত মুকাবিলা করিতে নির্দেশ দিলেন, তিনি তাহার সহিত কিছুক্ষণ মুকাবিলা করিলেন এবং তাহাকে হত্যা করিলেন। ইহাতে মুসলমানগণ বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং ইহাকে তাহাদের বিজয়ের আলামত মনে করিলেন।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের উপর ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত করিলেন, যাহার কারণে তাহাদের তাঁবু উড়িয়া গেল। আগুন প্রজ্বলিত করা আর তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। ফলে তাহাদের পক্ষে আর তথায় অবস্থান করাও সম্ভব হইয়া উঠিল না। তাহারা নৈরাশ্যের সহিত ব্যর্থ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল। আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে ইহারই উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ـ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের কাছে শত্রুসেনা সমাগত হইয়াছিল। অত:পর আমি তাহাদের উপর ঝঞ্ঝাবায়ু ও এমন এক বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলাম, যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই। মুজাহিদ (র) বলেন, এখানে رِيْح দ্বারা صَبَا অর্থাৎ পূর্বদিকের বায়ু উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বাণী দ্বারা ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَاُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ আমাকে صَبَا (পূর্বদিক হইতে প্রবাহিত বায়ু) দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে এবং 'আদ জাতিকে دَبُوْر অর্থাৎ পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) .... ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দক্ষিণ দিক হইতে প্রবাহিত বায়ু উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত বায়ুকে বলিল, চল, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্য করি। উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত বায়ু বলিল, গরম বায়ু রাত্রে প্রবাহিত হয় না। হযরত ইকরিমাহ (র) বলেন, অত:পর পূর্বদিক হইতে প্রবাহিত বায়ু তাহাদের উপর প্রবাহিত হইল। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... হযরত ইব্‌ন আব্বাস হইতে ইহা বর্ণনা করেন। ইব্‌ন জারীর (র) আরো বলেন, ইউনুস (র)....আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মামূ উসমান ইব্‌ন মায্‌উন (রা) আমাকে খন্দকের রাত্রে কঠিন শীতেও ঝড়ের মধ্যে মদীনায় প্রেরণ করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, মদীনায় গিয়া তুমি আমাদের জন্য খাবার ও লেপ লইয়া আসিবে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, অত:পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া মদীনায় রওয়ানা হইলাম। যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, مَنْ اَتَيْتَ مِنْ اَصْحَابِىْ فَمُرْهُمْ يَرْجِعُوْا আমার সাহাবীদের মধ্য হইতে যাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ ঘটিবে তাহাকে আমার নিকট প্রত্যাবর্তনের জন্য বলিবে। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন,

আমি মদীনায় রওনা হইলাম এবং ঝড়ো হাওয়া শাঁই শাঁই করিতে লাগিল এবং আমি উহার মধ্য দিয়াই চলিতে লাগিলাম আর যেই সাহাবীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল আমি তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য বলিলাম। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি যাহাকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বার্তা পৌঁছাইলাম সে আর অন্যদিকে তাহার ঘাড় না মুড়িয়া সোজা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পানে রওয়ানা হইল। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমার একটি ঢাল ছিল। ঝড়ো হাওয়া উহাকে উল্টাইয়া আমার উপরে ফেলিয়া দিল। উহাতে একটি লোহাও ছিল। ঝড়ো হাওয়া উহাতে আঘাত হানিয়া আমার হাতে বিঁধিয়া দিল এবং আমি ইহা মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া দিলাম।

قوله وَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্যার্থে অদৃশ্য সেনারাজী অর্থাৎ ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করিলেন, যাহারা কাফিরদের অন্তর প্রকম্পিত করিল এবং তাহাদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। অত:পর প্রত্যেক গোত্রের সর্দার তাহার গোত্রকে বলিল, হে অমুক গোত্র! তোমরা আমার নিকট একত্রিত হও। তাহার আহ্বানে সকলে একত্রিত হইলে গোত্র সর্দার বলিল, তোমরা বাঁচিবার পথ অবলম্বন কর। তোমরা বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার পথ ধর। তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ভয়-ভীতি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ইয়াযীদ ইব্‌ন যিয়াদ এর মাধ্যমে মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার কুফার অধিবাসী একজন যুবক হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-কে বলিল, হে আবূ আব্দুল্লাহ্! আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিয়াছেন এবং তাহার সাহচর্য লাভ করিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! হাঁ, এই সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছি। যুবক জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত কেমন ব্যবহার করিতেন ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তাঁহার জন্য জীবন বিসর্জন দিতে দ্বিধা করিতাম না। আমার জবাব শুনিয়া যুবক বলিল, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাইতাম তবে তাঁহাকে মাটিতে পা-ও রাখিতে দিতাম না। তাঁহাকে আমাদের কাঁধে তুলিয়া লইতাম। যুবকের কথা শুনিয়া হযরত হুযায়ফা (রা) বলিলেন, ভাতিজা! খন্দকের যুদ্ধকালে যদি তুমি আমাদের অবস্থা দেখিতে পাইতে তবে তোমার মন্তব্য ভিন্ন হইত। তবে শুন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) গভীর রাত্র পর্যন্ত সালাত পড়িলেন, অত:পর তিনি একটু তাকাইয়া বলিলেন, কে আছে এমন, যে শত্রুর সংবাদ লইয়া আসিতে পারে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে এই কথাও বলিলেন যে, সে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিবে এবং আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশতে প্রবিষ্ট করিবেন। কিন্তু তাহার এই আহ্বানে কেহ সাড়া দিল না। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সালাত

পড়িলেন এবং সালাত হইতে অবসর হইয়া আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্বের ন্যায় বলিলেন। কিন্তু তখনও কেহ উঠিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় সালাতে মশগুল হইলেন এবং সালাত হইতে অবসর হইয়া পুনরায় বলিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে শত্রুর সংবাদ আনিতে পারে ? সে নিরাপদে ফিরিয়া আসিবে এবং আমি তাহার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করিব, তিনি যেন তাহাকে বেহেশতের মধ্যে আমার সাথী করিয়া দেন। কিন্তু ভয়, কঠিন শীত ও ভীষণ ক্ষুধার যন্ত্রণায় কেহ-ই উঠিতে সক্ষম হইল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বেচ্ছায় কাহাকেও উঠিতে না দেখিয়া তিনি আমাকে ডাকিলেন। আমার নাম লইয়াই যখন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমারও আর তখন না উঠিয়া উপায় রহিল না। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হুযায়ফা! যাও এবং শত্রু দলের মধ্যে ঢুকিয়া দেখ, তাহারা কি করিতেছে। তবে সাবধান! আমার নিকট ফিরিয়া আসিবার পূর্বে তুমি নতুন কিছু করিবে না।

হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর এই নির্দেশ পাইয়া আমি সতর্কতার সহিত শত্রুদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। আল্লাহ্ প্রেরিত ঝঞ্ঝাবায়ু ও তাঁহার প্রেরিত সেনাবাহিনীর কৃত তাণ্ডব লীলাও প্রত্যক্ষ করিলাম। শত্রুদল কোথাও স্থির হইয়া অবস্থান করিতে সক্ষম হইতেছিল না। অগ্নি প্রজ্বলিত করা তাহাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাঁবু খাটাইয়া রাখাও ছিল তাহাদের সাধ্যাতীত। এমন এক পরিস্থিতিতে আবূ সুফিয়ান বলিল, আমার কুরাইশ ভাইসব! প্রত্যেকেই যেন সতর্কতার সহিত তাহার সাথীর প্রতি লক্ষ্য রাখে। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, এমন সময় আমার পাশে বিদ্যমান এক ব্যক্তির হাত ধরিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে ? সে বলিল, আমি অমুকের পুত্র অমুক। অত:পর আবূ সুফিয়ান কুরাইশ গোত্রকে ডাকিয়া বলিল, ভাইসব! আল্লাহ্র কসম, তোমরা এমন স্থানে নহ, যেখানে অবস্থান করা যায়। আমাদের ঘোড়া উট সবই ধ্বংস হইয়াছে। বনূ কুরায়যা আমাদের সহিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে। তাহারা আমাদের সহিত দু:খজনক ব্যবহার করিয়াছে। আমাদিগকে তাহারা বড় কষ্ট দিয়াছে। আর এই ঝঞ্ঝাবায়ু তো আমাদিগকে অস্থির করিয়া ছাড়িয়াছে, যাহা তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ। আমরা নিরাপদে খাবার পাকাইতে সক্ষম নই। আগুন জ্বালানও আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে আর তাঁবু খাটাইয়া রাখাও আমাদের সাধ্যের বাহিরে। এই পরিস্থিতিতে আর এখানে অবস্থান করা যায় না এবং তোমরা রওয়ানা হও আমি তো রওয়ানা হইবার জন্য প্রস্তুত। এই কথা বলিয়া তিনি স্বীয় উটের দিকে ছুটিলেন। উট তাহার বাঁধা ছিল, উহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই তিনি উহার উপরে আরোহণ করিয়া বসিলেন এবং পরপর তিনবার উহাকে ছড়ি দ্বারা আঘাত করিলেন, কিন্তু বাঁধা উট তাহার স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি আমাকে নতুন কোন ঘটনা না ঘটাইবার নির্দেশ করিতেন তবে আমি ইচ্ছা করিলেই তীরের আঘাতে তাহাকে হত্যা

করিতে পারিতাম। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, শত্রুর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি নিরাপদে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁহার কোন পত্নির চাদর জড়াইয়া সালাতে লিপ্ত ছিলেন। সালাত হইতে অবসর হইয়া তিনি যখন আমাকে দেখিলেন, আমাকে তাঁহার দুই পায়ের মাঝে বসাইয়া আমার শরীরও চাদর দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। আমি চাদরের মধ্যেই থাকিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় সালাতে লিপ্ত হইলেন। যখন তিনি সালাত হইতে অবসর হইলেন আমি তাঁহাকে সবিস্তারে শত্রুর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিলাম। কুরাইশ গোত্রের পলায়নের সংবাদ যখন 'গাতফান' গোত্রের লোকেরা জানিতে পারিল, তাহারা দ্রুত পলায়ন করিল।

ইমাম মুসলিম (র), আ'মাশ (র) ইবরাহীম তাইমী (র)-এর সূত্রে তাহার পিতা হইতে হাদীসটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবরাহীম তাইমী'র পিতা বলেন, একবার আমরা হযরত হুযায়ফা ইব্‌নুল ইয়ামান (রা) এর নিকট ছিলাম, এমন সময় একজন যুবক তাহাকে বলিল, لَوْ اَدْرَكْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُ مَعَهُ وَاَبْلَيْتُ। যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাইতাম তবে তাহার সহিত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতাম এবং বড় বড় বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করিতাম। তখন হুযায়ফা (রা) তাহাকে বলিলেন, اَكُنْتَ تَفْعَلُ ذٰلِكَ ؟ সত্যই কি তুমি তেমন করিতে ? তবে শুন আমাদের অবস্থা তখন কেমন ছিল ? খন্দকের যুদ্ধকালে একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) কঠিন শীত ও ভীষণ ঠান্ডা ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, اَلاَ رَجُلٌ يَّاْتِيْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَكُوْنُ مَعِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ। এমন কি কেহ আছ, যে শত্রুর সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিবে এবং কিয়ামত দিবসে সে আমার সহিত অবস্থান করিবে ? কিন্তু কেহই এই আহ্বানে সাড়া দিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এইরূপ তিনবার বলিলেন; কিন্তু সকলেই যখন নীরব রহিল, তখন তিনি আমাকে বলিলেন, يَا حُذَيْفَةُ قُمْ فَاْتِنِيْ بِخَبَرٍ مِنَ الْقَوْمِ। হুযায়ফা! তুমি উঠ এবং শত্রুর সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আমাকে অবহিত কর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আমার নাম ধরিয়াই হুকুম করিলেন তখন কি আমার না উঠিয়া কোন উপায় ছিল ? তিনি আমাকে বলিলেন, দেখ, খবর সংগ্রহ করিবে; কিন্তু আমার পক্ষ হইতে তাহাদিগেকে ভীত করিও না এবং নতুন সমস্যার সৃষ্টি করিও না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ পালন করিতে আমি রওয়ানা হইলাম। কিন্তু এই ভীষণ শীতেও আমার মনে হইল যেন আমি 'হাম্মাম খানা'র মধ্যে চলিতেছি; অর্থাৎ আমার কোন শীতই অনুভূত হইতেছিল না। এমনকি আমি শত্রুদলের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া আমি দেখিলাম, আবূ সুফিয়ান আগুন দ্বারা তাহার পিঠ ছেঁকিতেছে। ইহা দেখিয়া আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমি একটি তীর কামানের মধ্যে ভরিলাম এবং তাহাকে নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছাও করিয়া বসিলাম; কিন্তু

এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ আমার স্মরণ হইল। তিনি বলিয়াছিলেন, দেখ, আমার পক্ষ হইতে তাহাদিগকে ভীত করিও না। অবশ্য তাহাকে তীর নিক্ষেপ করিলে হত্যা করিয়া ফেলিতাম। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, অত:পর আমি ফিরিয়া আসিলাম এবং ফিরিবার পথেও আমার মনে হইল যেন আমি কোন হাম্মামের মধ্যে চলিতেছি। যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম তখন আমি শীত অনুভব করিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শত্রু সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করিলাম। তিনি আমাকে তাহার শরীরে চাদরের একাংশ দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন এবং ফজর পর্যন্ত আমি ঘুমাইয়া রহিলাম। ফজর হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন قُمْ يَا نَوْمَانُ হে ঘুমন্ত ব্যক্তি! এখন উঠিয়া পড়।

ইউনুস ইব্ন বুকাইর (র) ...যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত হুযায়ফা (রা)-কে বলিল, আমরা আল্লাহ্র দরবারে এই অভিযোগ করি যে, আপনারা তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগ পাইয়াছেন ও তাঁহার সাহচর্য গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ইহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আপনারা তাহাকে দেখিয়াছেন, আর আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। তখন হযরত হুযায়ফা তাহাকে বলিলেন, আমরাও আল্লাহ্র কাছে অভিযোগ করি যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে না দেখিয়াও যে ঈমানের মস্তবড় সম্পদ লাভ করিয়াছ। ভাতিজা! আল্লাহ্র কসম, যদি তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিতে পাইতে, তাঁহার যামানা পাইতে, তবে যে কি করিতে তাহা তুমি জান না। অত:পর তিনি খন্দকের যুদ্ধকালে তাহাদের রাত্রের ঘটনা বর্ণনা করেন।

বিলাল ইব্ন ইয়াহয়া আবসী (র) হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম এবং বায়হাকি (র) তাহারা দালায়েল গ্রন্থে....হযরত হুযায়ফা (রা) এর ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুল আজীজ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার হযরত হুযায়ফা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত তাহাদের যুদ্ধের ঘটনাবলীর আলোচনা করিতেছিলেন; তখন তাহার মজলিসে উপস্থিত লোকেরা বলিল, আল্লাহ্র কসম, যদি আমরা তখন বিদ্যমান থাকিতাম তবে আমরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিতাম। তখন হযরত হুযায়ফা (রা) খন্দকের ঘটনা বর্ণনা করিলেন। তিনি বলেন, আমরা সারিবদ্ধ হইয়া বসিয়া ছিলাম। আবূ সুফিয়ান ও তাহার সেনাবাহিনী আমাদের উচ্চ অঞ্চলে অবস্থান করিতেছিল আর বনূ কুরায়যা আমাদের নিম্ন অঞ্চলে আক্রমণের অপেক্ষায় ছিল। আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবারবর্গের উপর তাহাদের পক্ষ হইতে আক্রমণের ভয় ছিল। এত গভীর অন্ধকার, এত কঠিন ঝড় আর কখনও আমরা দেখি নাই।

ঝড়ের মধ্যে বজ্রের কঠোর শব্দ ছিল। অন্ধকার এতই গভীর ছিল যে, কেহই তাহার আঙ্গুলীও দেখিতে পাইত না। এমন মুহূর্তে মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অনুমতি লইয়া যাইতে লাগিল। তাহারা এই অজুহাত পেশ করিতেছিল যে, আমাদের ঘরে পাহারা দেওয়ার কেহই নাই। অথচ, তাহাদের এই অজুহাত বাস্তবসম্মত ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বাধা দিলেন না। যে কেহ অনুমতি প্রার্থনা করিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে অনুমতি দান করিলেন। এইভাবে তাহারা এক একজন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। আমরা প্রায় তিন শত লোক রহিয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে এক একজন করিয়া দেখিলেন। অবশেষে আমার নিকটও তাহার আগমন ঘটিল। আমার অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য না ছিল ঢাল আর না ছিল শীতের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার কোন উপায়। শুধু আমার স্ত্রীর একটি ছোট্ট চাদর ছিল, যাহা কোন প্রকার আমার হাঁটু পর্যন্ত ঢাকিত। হযরত হুযায়ফা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আমার নিকট আগমণ করিলেন, তখন আমি হাঁটুর উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? আমি বলিলাম, আমি হুযায়ফা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি হুযায়ফা ? আমাকে তিনি উঠিতে বলেন– এই ভয়ে তখন যমীন সংকীর্ণ হইয়া গেল। তবুও আমি বলিলাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি আমাকে বলিলেন, শত্রুর মধ্যে একটি নতুন ঘটনা ঘটিতে যাইতেছে, তুমি উঠ এবং শত্রুর সংবাদ সংগ্রহ কর।

হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি সর্বাপেক্ষা অধিক ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম এবং সর্বাপেক্ষা অধিক শীত অনুভব করিতেছিলাম। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, তবুও তাঁহার নির্দেশে আমি যখন বাহির হইলাম তখন তিনি আমার জন্য এই দু'আ করিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ্! আপনি তাহাকে সম্মুখ হইতে, পশ্চাত হইতে, ডাইন হইতে, বাম হইতে এবং ঊর্ধ্ব হইতে ও অধঃ হইতে হিফাযত করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দু'আ করিলে আমার অবস্থা এমন হইল, যেন সকল ভয়-ভীতি আমার অন্তর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে এবং শীতের কোন অনুভূতিই হইতেছিল না। আমি রওয়ানা হইবার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এই নির্দেশও করিলেন, হুযায়ফা! সাবধান! যাবৎ না তুমি আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে শত্রদলের মধ্যে কোন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করিবে না। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, যখন আমি শত্রু দলের নিকটবর্তী হইলাম, তখন প্রজ্বলিত আগুনের আলোকে আমি একজন মোটা মানুষ দেখিতে পাইলাম। সে আগুনে হাত গরম করিয়া স্বীয় কোমর ছেঁকিতেছিল আর বলিতেছিল, রওয়ানা হও! রওয়ানা হও!! আবূ সুফিয়ানকে ইহার পূর্বে আমি চিনিতাম না। এখন তাহাকে দেখিতে পাইয়া একটি তীর টানিয়া বাহির করিলাম, ধনুকে রাখিয়া আগুনের আলোতেই আবূ সুফিয়ানকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথাটি স্মরণ পড়িল, সাবধান! আমার নিকট পৌঁছিবার পূর্বে নতুন কোন সমস্যার সৃষ্টি করিবে না। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, এই কথা মনে পড়িতে আমি বিরত হইলাম এবং তীর উহার স্থানে রাখিয়া দিলাম। অত:পর আমি সাহস সঞ্চয় করিয়া শত্রুদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। হঠাৎ আমার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী বনূ আমেরকে দেখিতে পাইলাম। তাহারা বলিতেছিল— হে আমের গোত্রীয় লোক সকল! তোমরা রওয়ানা হও, তোমরা যাত্রা কর। ইহা অবস্থানযোগ্য স্থান নহে। ইহাও আমি প্রত্যক্ষ করিলাম। ঝঞ্ঝাবায়ু কাফির সেনাদের মধ্যেই ছিল, এক বিঘত পরিমাণও উহা তাহাদিগকে অতিক্রম করিতেছিল না। আল্লাহ্র কসম, আমি তাহাদের হাওদায় ও তাহাদের বিছানায় প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হইবার শব্দ শুনিতেছিলাম। ঝঞ্ঝাবায়ু তাহাদিগকে প্রস্তর দ্বারা আঘাত হানিতেছিল। ইহার পর আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট রওয়ানা হইলাম। যখন আমি অর্ধেক কিংবা অর্ধেকের কাছাকাছি পথ অতিক্রম করিলাম বিশজন অশ্বারোহীকে পাগড়ী বাঁধা অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। তাহারা আমাকে বলিল, তুমি তোমার সাথীকে বলিবে, আল্লাহ্ তা'আলা শত্রু পক্ষের জন্য যথেষ্ট হইয়াছেন।

আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলাম। তিনি তখন একটি চাদর আবৃত হইয়া সালাত পড়িতেছিলেন। আল্লাহ্র কসম আমার প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথেই শীত আমাকে পূর্বাপেক্ষা অধিক পাইয়া বসিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সালাতের মধ্যেই তাহার নিকটবর্তী হইবার জন্য ইশারা করিলেন। আমি তাহার নিকটবর্তী হইলাম। আমাকে তিনি চাদর দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিয়ম ছিল, যখনই তিনি কোন বিষয়ে চিন্তিত হইতেন সালাতে লিপ্ত হইতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি তাঁহাকে শত্রু সংবাদ দিলাম এবং এই সংবাদও দিলাম যে, তাহারা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিতেছে। অত:পর নাযিল হইল ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাহার সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখনই কোন বিষয়ে চিন্তিত হইয়া পড়িতেন, তিনি সালাতে লিপ্ত হইতেন।

قَوْلُهُ اِذْ جَاءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের উচ্চ অঞ্চল হইতে শত্রুর বিভিন্ন গোত্র যখন তোমাদের নিকট সমাগত হইল। وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ আর তোমাদের নিম্ন অঞ্চল হইতে 'বনূ কুরায়যা' ইয়াহুদীরাও যখন সমাগত হইল। হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে এই তাফসীর বর্ণিত।

وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ আর কঠিন ভয়ে যখন চক্ষু বিস্ফরিত হইল এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا আর তোমরা আল্লাহ

সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা করিতেছিলে। ইব্ন জারীর (র) বলেন, যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথী ছিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ ধারণা করিয়াছিলেন যে, মু'মিনদের উপর বিপদ আসন্ন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا এর তাফসীর প্রসংগে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন, মুআত্তিব ইব্ন কুশাইর বিদ্রূপ করিয়া বলিত, মুহাম্মদ (সা) তো আমাদের কাছে কায়সার ও কিসরা এর ধনভান্ডারের প্রতিশ্রুতি দিতেছে; অথচ আমাদের কেহ কেহ তো এমন আছে যে, মলত্যাগ করিতেও সে সাহস পাচ্ছে না। হাসান (রা) وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا -এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, মুনাফিকরা নানা প্রকার ধারণা করিতে লাগিল। এমনকি তাহারা ধারণা করিল, মুহাম্মদ ও তাহার সাথীগণকে নির্মূল করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু মু'মিনগণের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, উহা সত্য। আল্লাহ্ ইসলাম ধর্মকে অন্যান্য সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করিবেন, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ যদিও মুশরিকদের কাছে ইহা ভাল লাগিবার কথা নহে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমদ ইব্ন আসিম আনসারী (র) আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা খন্দক যুদ্ধের দিন বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের প্রাণ তো কণ্ঠাগত হইয়াছে, ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি এমনকি কোন দু'আ আছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, তোমরা এই দু'আ পাঠ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَ اٰمِنْ رَوْعَاتِنَا

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের গোপনীয় বিষয়ের উপর পর্দা ঢালিয়া রাখুন এবং আমাদের ভয়-ভীতি হইতে আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন। এক দিকে সাহাবায়ে কিরাম এই দু'আ করিতে লাগিলেন, অন্য দিকে আল্লাহ তা'আলা ঝঞ্ঝা-বায়ু দ্বারা শত্রুর মুখ ফিরাইয়া দিলেন, তাহারা পরাভূত হইয়া নিরাশ হইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিল। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) আবূ আমের আকদী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(١١) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ○

(١٢) وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا غُرُوْرًا ○

(١٣) وَإِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُوا۟ ۚ وَيَسْتَـْٔذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۖ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ○

১১. তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল।

১২. এবং মুনাফিকরা ও যাহাদিগের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তাহারা বলিতেছিল, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নহে।

১৩. এবং উহাদিগের এক দল বলিয়াছিল, হে ইয়াসরিববাসী ! এখানে তোমাদিগের কোন স্থান নাই, তোমরা ফিরিয়া চল এবং ইহাদিগের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়া বলিতেছিল, আমাদিগের বাড়ীঘর অরক্ষিত; অথচ ঐগুলি অরক্ষিত ছিল না, আসলে পলায়ন করাই ছিল উহাদিগের উদ্দেশ্য।

তাফসীর ঃ কাফিরদের বিভিন্ন দল যখন মদীনার পার্শে অবতীর্ণ হইয়া মদীনাকে ঘেরাও করিল তখন মুসলমানগণ অবরুদ্ধ হইয়া নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-ও তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন এই অবস্থায় যে মুসলামানদের কঠিন পরীক্ষা লওয়া হইয়াছিল। তাহাদের অন্তর ভয়ে প্রকম্পিত হইয়াছিল আর এই সময়ই ঈমান ও নিফাকের প্রকাশ ঘটিয়াছিল। আল্লাহ্ উল্লেখিত আয়াতে ইহার উল্লেখ কয়িাছেন। যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَ اِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَّاوَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ غُرُوْرًا -

আর যখন মুনাফিক আর ঐ সকল লোক যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে অর্থাৎ যাহাদের মনের মধ্যে সন্দেহ আছে, ঈমানে দুর্বলতা রহিয়াছে, তাহারা তাহাদের ঈমানী দুর্বলতা ও কুমন্ত্রণার কারণে এই কথা বলে, আল্লাহ ও তাহার রাসূল আমাদের সহিত শুধু প্রতারণামূলক ওয়াদা করিয়াছেন। অর্থাৎ আজ এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পক্ষে জয় লাভ করা কোন প্রকারে সম্ভব নহে। তাহাদের জন্য পরাজয় অবধারিত। আর একদল মদীনার লোকজনকে ডাকিয়া বলিল, يَا اَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ হে মদীনার

অধিবাসীরা! আজ এই মুহূর্তে আর এখানে তোমাদের পক্ষে অবস্থান করিবার কোন অবকাশ নাই। يَثْرِبَ (ইয়াসরিব) মদীনাকে বলা হয়। যেমন সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত ঃ

أُرِيْتُ فِى الْمَنَامِ دَارُ هِجْرَتِكُمْ اَرْضُ بَيْنَ حَرَّتَيْنِ فَذَهَبَ وَهْلِى اَنَّهَا هِجْرُ فَاِذَا هِيَ يَثْرِبُ-

আমাকে স্বপযোগে ইহা দেখান হইয়াছে, তোমাদের হিজরতের স্থান এমন একটি ভূখন্ড, যাহা দুইটি প্রস্তরময় ভূমির মাঝে অবস্থিত। আমার ধারণা হইল, উহা হিজর নামক স্থান; কিন্তু পরে জানা গেল উহা ইয়াসরিব অর্থাৎ মদীনা।

তবে ইমাম আহমদ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী, হযরত বারা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مِنْ سَمَّى الْمَدِيْنَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ تَعَالىٰ اِنَّمَا هِىَ طَابَةُ هِىَ طَابَةُ-

যে ব্যক্তি মদীনাকে ইয়াসরিব বলে সে যেন আল্লাহর কাছে তওবা করে। ইহা ইয়াসরিব নহে, ইহা 'তাবাহ' ইহা 'তাবাহ'। হাদীসটি কেবল ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, মদীনাকে ইয়াসরিব বলা হয় এই কারণে যে এখানে আমালিকা জাতির মধ্য হইতে ইয়াসরিব নামক এক ব্যক্তি অবতরণ করিয়াছিল, তাহার নাম অনুসারেই ইহার নাম ইয়াসরিব রাখা হইয়াছিল। ইয়াসরিব এর পূর্ণ বংশ পরিচিতি এইরূপ, ইয়াসরিব ইব্‌ন উবাইদ ইব্‌ন মাহ্‌লায়ীল, ইব্‌ন আওস, ইব্‌ন আমলাক, ইব্‌ন লায, ইব্‌ন ইরাম, ইব্‌ন ছাম ইব্‌ন নূহ (আ)। সুহাইলী এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, তাওরাত গ্রন্থে ইহার এগারটি নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নে উহা পেশ করা হইল ঃ

১. আল মদীনাহ্ ২. তা-বাহ ৩. তায়বাহ ৪. আল মিসকীনাহ ৫. আল জাবেরাহ ৬. আল মাহাব্বাহ ৭. আল মাহ্‌বূবাহ ৮. আল কাছিমাহ ৯. আল মাজবূরাহ ১০. আল আযরা ১১. আল মারহুমাহ।

কা'ব আহবার (র) হইতে বর্ণিত। তাওরাত গ্রন্থে আমরা এইরূপ লিখিত পাইয়াছি, আল্লাহ মদীনাকে বলেন ঃ

يَا طَيْبَةُ وَيَاطَابَةُ وَيَا مِسْكِيْنَةُ لاَ تَقْلِى الْكُنُوْزَ اَرْفَعُ اَحَاجِرَكَ عَلىٰ اَحَاجِرِ الْقِرىٰ-

হে তায়বাহ! হে তা-বাহ! হে মিসকীনা! তুমি ধন সম্পদে লিপ্ত হইওনা, আমি সকল জনপদের উপর তোমার মর্যাদা বুলন্দ করিব।

قوله لا مُقَامَ لَكُمْ মুনাফিকদের একদল বলিল, হে মদীনাবাসীরা! এখানে অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট তোমাদের অবস্থান করিবার অবকাশ নাই। فَارْجِعُوْا অতএব তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরিয়া যাও। قوله يَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِىَّ আর তাহাদের মধ্য হইতে একদল নবী করীম (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে। আওফী (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহারা হইল বনূ হারিসাহ। তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমাদের ঘর-বাড়ী রক্ষিত নহে, চুরি হইবার আশংকা রহিয়াছে। অতএব আমাদিগকে ঘরে ফিরিবার অনুমতি দান করুন। আরো অনেকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন ইসহাক (র) বলেন, অনুমতি প্রার্থনাকারী হইল আওস ইবন কয়জী অর্থাৎ তাহারা স্বীয় ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। কারণ তাহাদের ঘর অরক্ষিত, শত্রুর আক্রমণ হইলে তাহাদের রক্ষা করিবার কেহ নাই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ অথচ, তাহাদের ঘর অরক্ষিত নহে। অর্থাৎ তাহারা যাহা বলিতেছে উহা ঠিক নহে। اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا তাহারা কেবল পলায়নের ইচ্ছায় এই অজুহাত খাড়া করিয়াছে।

(١٤) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَا اِلَّا يَسِيْرًا ○

(١٥) وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا ○

(١٦) قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

(١٧) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

১৪. যদি শত্রুগণ নগরীর বিভিন্ন দিক হইতে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করিত, ইহারা অবশ্য তাহাই করিয়া বসিত, উহারা ইহাতে কালবিলম্ব করিত না।

১৫. ইহারা তো পূর্বেই আল্লাহ্র সহিত অংগীকার করিয়াছিল যে, ইহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে না। আল্লাহ্র সহিত কৃত অংগীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হইবে।

১৬. বল, তোমাদিগের কোন লাভ হইবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এবং সেই ক্ষেত্রে তোমাদিগকে সামান্যই ভোগ করিতে দেওয়া হইবে।

১৭. বল, কে তোমাদিগকে আল্লাহ্ হইতে রক্ষা করিবে যদি তিনি তোমাদিগের অমংগলের ইচ্ছা করেন এবং তিনি যদি তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন কে তোমাদিগের ক্ষতি করিবে? উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজদিগের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না।

তাফসীর ঃ যাহারা এই অজুহাত পেশ করিয়া জিহাদ হইতে বিরত থাকিতে চায় যে, আমাদের ঘর অরক্ষিত; অথচ তাহাদের ঘর অরক্ষিত নহে, তাহারা কেবল পলায়নের জন্যই এই অজুহাত খাড়া করিয়াছে। এই সকল লোক সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যদি মদীনার চতুর্দিক হইতে তাহাদের উপর শত্রুরা প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ফিৎনা অর্থাৎ কুফর গ্রহণ করিবার জন্য বলে তবে তাহারা অতিদ্রুত উহা গ্রহণ করিবে, তাহারা ঈমানের উপর কায়েম থাকিবেনা। অথচ, এই মুহূর্তে তাহারা তুলনামূলক অতি অল্প ভয়েই ঈমান হইতে হাত ধুইয়া বসিতেছে। কাতাদাহ, আবদুর রহমান্ ইব্ন যায়দ ও ইব্ন জাবীর (র) এই তাফসীর করিয়াছেন। বস্তুত ইহা দ্বারা ঐ সকল লোকের নিন্দা করা হইয়াছে। অত:পর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ঐ সেই অংগীকারের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, যাহা তাহারা এই ভয়-ভীতির পূর্বে আল্লাহর সহিত করিয়াছিল। তাহারা ইহার পূর্বে এই অংগীকার করিয়াছিল যে, কখনও জিহাদ হইতে তাহারা পলায়ন করিবে না। وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلاً আল্লাহ্র সহিত কৃত অংগীকার সম্বন্ধে অবশ্যই প্রশ্ন করা হইবে। ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন উপায় নাই, ইহা কি তাহারা জানেনা ? অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, জিহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করা রণক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা এবং মৃত্যুর ভয়-ভীতি তাহাদের জীবনকে দীর্ঘ করিবে না, তাহাদের মৃত্যুকে বিলম্বিত করিবেনা; বরং ইহাই সম্ভবত তাহাদের আকস্মিক পাকড়াওয়ের কারণ হইবে। এই কারণে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন وَاِذًا لاَّ تُمَتَّعُوْنَ اِلاَّ قَلِيْلاً আর তখন তোমাদিগকে অতি সামান্যই সুখ ভোগ করিতে দেওয়া হইবে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে : قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى

তুমি বলিয়া দাও, পার্থিব সম্পদ অতি সামান্য; পরকাল তো মুত্তাকীগণের জন্যই কল্যাণকর।

অত:পর আল্লাহ ইরশাদ করেন, قُلْ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً তুমি বলিয়া দাও, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সহিত কোন অকল্যাণের ইচ্ছা করেন, তবে কে আছে, যে উহা ঠেকাইতে পারে? আর তিনি যদি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন তবে কে আছে, যে উহা বাধা দিতে পারে?

وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا আর তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহাকেও অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ না আছে রক্ষাকর্তা আর না আছে ত্রাণকর্তা। তাহাদের জন্যও নাই আর অন্যের জন্যও নাই।

(١٨) قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ

(١٩) اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚۖ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۭ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا

১৮. আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদিগের মধ্যে কাহারা তোমাদিগকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয় এবং তাহাদিগের ভ্রাতৃবর্গকে বলে, আমাদিগের সংগে আইস। উহারা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয়–

১৯. তোমাদিগের ব্যাপারে কৃপণতাবশত যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখিবে, মৃত্যু ভয়ে মূর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উল্টাইয়া উহারা তোমার দিকে তাকাইয়া আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলিয়া যায় তখন উহারা ধনের লালসায় তোমাদিগকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। তাহারা ঈমান আনে নাই, এইজন্য আল্লাহ্ উহাদিগের কার্যাবলী নিষ্ফল করিয়াছেন এবং আল্লাহ্র পক্ষে ইহা সহজ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ ইরশাদ করেন যে, তিনি সে সকল লোকদিগকে জানেন, যাহারা অন্য লোককে জিহাদে অংশগ্রহণ করিতে বাধা দেয় এবং তাহাদের ভাই-বেরাদার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে বলে, তোমরা আমাদের সহিত মিলিত হও ; অর্থাৎ আমরা যেমন বৃক্ষের ছায়ায় ও ফলের বাগানে অবস্থান করিয়া সুখ ভোগ করিতেছি তোমরা ইহাতে আমাদের সংগী হও। আল্লাহ্ বলেন وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا এই সকল লোক অতি অল্পই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ তাহারা তোমাদের ভালবাসা ও সাহায্য-সহায়তা করিতে কৃপণের ভূমিকা পালন করে।

সুদ্দী (র) বলেন أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ অর্থ হইল, গনীমতের মালের ব্যাপারে তাহারা বড় কৃপণ। অর্থাৎ তোমরা গনীমতের মাল লাভ কর, ইহা তাহারা মনে-প্রাণে অপসন্দ করে।

فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ অর্থাৎ মৃত্যুর কঠিন ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তি মূর্চ্ছাতুর ব্যক্তি যেমন চক্ষু উল্টাইয়া তাকাইয়া থাকে, তেমনিভাবে তাহারাও তোমার প্রতি চক্ষু উল্টাইয়া তাকাইয়া থাকে ; এই সকল কাপুরুষরা যুদ্ধের ভয়ে ঐ সকল মূর্চ্ছাতুর লোকদের ন্যায় সন্ত্রস্ত। فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ যখন ভয় চলিয়া যায় এবং তাহারা নিরাপদ হয় তখন তাহারা অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় কথা বলিতে থাকে। বীরত্ব ও মর্যাদার উচ্চ আসনে নিজেদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত বড় বড় মিথ্যা বুলি আওড়াইতে থাকে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন سَلَقُوكُمْ এর অর্থ হইল, তোমাদের অভ্যর্থনা করে। কাতাদাহ (র) বলেন, ঐ সকল গনীমতের মাল বিতরণের সময় সর্বাপেক্ষা অধিক কৃপণ প্রমাণিত হয়। তাহারা তখন এই দাবী করিতে থাকে যে, আমরা তোমাদের সাথেই ছিলাম। আমরাও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। অতএব আমরাও গনীমতের অংশীদার। গনীমতের মাল আমাদিগকেও দাও। অথচ ইহারা যুদ্ধের সময় সর্বাপেক্ষা অধিক কাপুরুষত্বের পরিচয় দেয়। ইহাদের মধ্যে কল্যাণ বলিতে কিছুই নাই। মিথ্যা ও কাপুরুষত্ব দুইটি বস্তুরই সমাবেশ ঘটিয়াছে।

কবি বলেন−

أَفِي السِّلْمِ أَعْيَارُ جُفَاءٍ وَغِلْظَةٍ * وَفِي الْحَرْبِ أَمْثَالُ النِّسَاءِ الْعَوَارِكِ

অর্থাৎ নিরাপদকালে তাহারা গাধার ন্যায় মালের বোঝা বহন করিয়া লইতে চায়, অথচ যুদ্ধ কালে ঋতুমতি মহিলাদের ন্যায় রণক্ষেত্র হইতে দূরে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ বস্তুত তাহারা ঈমান আনে নাই। অতএব তাহাদের আমলসমূহ তিনি বিনষ্ট করিয়াছেন।

وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا আর ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে অতি সহজ।

২০. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا

২০. তাহারা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী চলিয়া যায় নাই। যদি সম্মিলিত বাহিনী আসিয়া পড়ে তখন উহারা কামনা করিবে যে, কত ভাল হইত যদি উহারা যাযাবর মরুবাসীদিগের সহিত থাকিয়া তোমাদিগের সংবাদ লইত। উহারা তোমাদিগের সঙ্গে অবস্থান করিলেও তাহারা যুদ্ধ অল্পই করিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াতেও মুনাফিক দুর্বল ঈমান লোকদের কাপুরুষতা ও ভীতির আলোচনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا তাহারা ধারণা করে যে, সম্মিলিত বাহিনী এখনও চলিয়া যায় নাই; বরং তাহারা নিকটেই কোথাও অবস্থান করিতেছে এবং পুনরায় তাহারা আসিয়া আক্রমণ করিবে।

وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ আর যদি তাহারা পুনরায় আসিয়া পড়ে তবে তাহারা এই কামনা করিবে যে, তাহারা যাযাবর বেদুঈনদের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের সংবাদ লইলেই ভাল হইত। তাহারা মদীনায় তোমাদের সহিত অবস্থান করাকে কল্যাণকর মনে করিবে না, দূরে থাকিয়াই সংবাদ সংগ্রহ করিবে; তোমরা বিজয়ী হইয়াছ না পরাজয় বরণ করিয়াছ।

وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَاقَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا আর তাহারা তোমাদের সহিত থাকিলেও তাহাদের বিশ্বাসের দুর্বলতা ও কাপুরুষতার দরুন অতি সামান্যই যুদ্ধ করিত। পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের সম্বন্ধে খুব ভাল জানেন।

(٢١) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝

(٢٢) وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّ تَسْلِيْمًا ۝

২১. তোমাদিগের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তাহাদিগের জন্য রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ।

২২. মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখিল, উহারা বলিয়া উঠিল, ইহা তো তাহাই, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহার প্রতিশ্রুতি আমাদিগকে দিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল সত্যই বলিয়াছিলেন; আর উহাতে তাহাদিগের ঈমান ও আনুগত্য বৃদ্ধি পাইল।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাক্যাবলীর, তাঁহার কার্যাবলীর ও তাঁহার অবস্থাবলীর অনুকরণের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। আর এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ধৈর্য, ধৈর্যের জন্য তাঁহার তালকীন, তাঁহার সাধনা ও মুজাহাদা এবং বিপদ দূরীভূত হইয়া সুদিনের অপেক্ষার জন্য তাঁহার অনুসরণ করিবার জন্য সকল মু'মিন মুসলমানকে নির্দেশ দিয়াছেন।

খন্দকের যুদ্ধকালে যাহারা অস্থির হইয়াছিল, যাহাদের অন্তরে ভয়-ভীতি ও কম্পনের সৃষ্টি হইয়াছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে হুকুম করেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ। অতএব তাহারা তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনুকরণ করে না কেন ? তবে আদর্শ কার্যকর হইবে কেবল তাহাদের জন্য, যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের ভয় অন্তরে পোষণ করে।

لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ - আর যাহারা আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সেই সকল বান্দাগণের কথা উল্লেখ

করিয়াছেন যাহারা তাহার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল যে তাহাদেরই জন্য সে বিষয়ে আস্থা স্থাপন করে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَاوَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ۔

মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত শত্রু বাহিনী দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিয়া উঠিল ইহা তো তাহাই যাহার ওয়াদা আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল আমাদের সহিত করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল সত্য বলিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ বলেন, সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল (সা)-এর যে সত্য ওয়াদার কথা উল্লেখ করিয়াছেন উহা দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য হইল, সূরা বাকারার মধ্যে উল্লেখিত ওয়াদা। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاۤءُ وَالضَّرَّاۤءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ۔

তোমরা কি ভাবিয়াছ যে, তোমরা কোন প্রকার বিপদের কঠিন পরীক্ষা ছাড়াই বেহেশতে প্রবেশ করিবে, অথচ এখনও তোমাদের পূর্ববর্তিগণের ন্যায় কঠিন পরীক্ষা সমাগত হয় নাই। তাহারা অর্থসংকট ও দুঃখ-ক্লেশের সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রকম্পিত করা হইয়াছিল, এমন কি রাসূল ও তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহারা বলিয়া উঠিল, আল্লাহ্র সাহায্য কবে আসিবে ? জানিয়া রাখ, আল্লাহ্র সাহায্য নিকটবর্তী। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের ওয়াদা ইহাই যে, বিপদ ও কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাহার পক্ষ হইতে সাহায্য অবতীর্ণ হয়। এই কারণে এখানে ইরশাদ হইয়াছে— আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল যে ওয়াদা করিয়াছেন উহা সত্য। অতএব খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর যে বিপদ আসিয়াছিল উহাতে উত্তীর্ণ হইবার পরই আল্লাহ্র সাহায্য নাযিল হইবে।

وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানগণ যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল তাহাতে তাহাদের ঈমান ও আনুগত্য অধিক বৃদ্ধি পাইল। আয়াত দ্বারা বুঝা যায় ঈমানের বৃদ্ধি হয় ও ইহার শক্তিও বর্ধিত হয়। অধিকাংশ ইমামগণের মত ইহাই যে, ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়। বুখারী শরীফের শরাহ গ্রন্থে এই বিষয় আলোচনা করিয়াছি।

وَمَا زَادَهُمْ اِلاَّ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا এর অর্থ হইল, খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানগণের অসহায়াবস্থা ও কঠিন দুঃখ-ক্লেশ তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র বিশ্বাস এবং তাঁহার ও তাঁহার রাসূলের বাধ্যতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

(٢٣) مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۙ ○

(٢٤) لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

২৩. মু'মিনদিগের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সহিত তাহাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছে। উহাদিগের কেহ কেহ শাহাদত বরণ করিয়াছে এবং কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। উহারা তাহাদিগের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করে নাই।

২৪. কারণ আল্লাহ্ সত্যবাদীদিগকে পুরস্কৃত করেন সত্যবাদিতার জন্য এবং তাঁহার ইচ্ছা হইলে মুনাফিকদিগকে শাস্তি দেন অথবা উহাদিগকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কৃত তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে। আল্লাহ্‌র সহিত তাহারা এই অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, কোন পরিস্থিতিতেই রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে না। আলোচ্য আয়াতে তাহাদের বিপরীত মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা আল্লাহর সহিত কৃত অঙ্গীকারের উপর কায়েম রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ শাহাদত বরণ করিয়াছে আর কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, نَحْبَهٗ শব্দের অর্থ মৃত্যু। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইহার অর্থ অঙ্গীকার।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا আর তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে আর তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের সহিত কৃত অঙ্গীকার পরিবর্তন করেন নাই, ভঙ্গও করেন নাই। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবুল ইয়ামান (র) ....যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন কুরআন

Contents



সংকলন করা শুরু করিলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাঠ করিতে শুনিয়াছি। সূরা 'আহ্‌যাব' এর এমন একটি আয়াত হারাইয়া ফেলিলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে খুযায়মাহ ইব্‌ন সাবেত আনসারী (রা)-র নিকট্ আয়াতটি পাইলাম। এই খুযায়মাহ ইব্‌ন সাবিত আনসারীর সাক্ষ্যকে দু'ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর সেই হারান আয়াত যাহা আমি তাহার নিকট পাইলাম তাহা হইল ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ -

হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেন নাই, কেবল ইমাম বুখারী অত্র সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) তাহাদের সুনান গ্রন্থে ইমাম যুহরীর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ইহা হাসান সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) আরো বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্শার (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আনাস ইব্‌ন নযর (র) সম্বন্ধে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

অত্র সূত্রে শুধু ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য অন্যান্য সূত্রে ইহার প্রচুর সমর্থক হাদীস রহিয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাশিম ইব্‌ন কাসিম (র)....হযরত আনাস হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা হযরত আনাস ইব্‌ন নযর সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। আসল ঘটনা ঘটিয়াছিল এইরূপ ঃ

হযরত আনাস ইব্‌ন নযর বদর যুদ্ধে শরীক হইতে পারিয়াছিলেন না। ইহা তাহার পক্ষে ছিল বড়ই কষ্টকর। তিনি বলিলেন, ইসলামের সর্বপ্রথম জিহাদ যাহাতে খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) শরীক হইয়াছেন, আমি উহাতে শরীক হইতে ব্যর্থ হইলাম। তবে আগামীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত শরীক হইয়া যুদ্ধ করিবার যদি সুযোগ না পাই তবে উহাতে আমি যে কি করিতে পারি, উহা অবশ্যই আল্লাহ্ দেখিতে পারিবেন। রাবী বলেন, হযরত আনাস ইব্‌ন নযর ইহা হইতে অধিক কিছু বলিতে ভয় পাইলেন। ইহার পর উহুদ যুদ্ধে শরীক হইলেন। একবার তিনি সম্মুখ দিক দিয়া হযরত সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা)-কে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, হে আবূ আমর! আশ্চর্য! তুমি যাইতেছ কোথায়? আল্লাহ্‌র কসম! আমি উহুদ পাহাড়ের ঐ পার্শ্ব হইতে বেহেশতের সুগন্ধি অনুভব করিতেছি। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে এমন বীরত্বের সহিত ঝাঁপাইয়া পড়িলেন যে, যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি শাহাদত বরণ করিলেন। যুদ্ধ শেষে তাহার শরীরে আশির অধিক ক্ষত দেখা গেল, কোনটি তরবারির আঘাতে, কোনটি বর্শার আর কোনটি তীরের আঘাতের কারণে। যখমের কারণে তাহাকে চিনাও সম্ভব হইতেছিল না। অবশেষে তাহার ভগ্নি তাহার আঙ্গুলের মাথা দেখিয়া তাহাকে চিনিলেন। রাবী বলেন, এই ঘটনার পরে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً-

সাহাবায়ে কিরাম মনে করিতেন আয়াতটি হযরত আনাস ইব্ন নযর (রা) সম্বন্ধেই নাযিল হইয়াছে। ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) হযরত সুলায়মান ইব্ন মুগীরাহ (র) এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) এবং ইমাম নাসায়ী (র), হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ ....হযরত আনাস (রা) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম আহমদ ইব্ন সিনান (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাহার চাচা আনাস ইব্ন নযর (র) বদর যুদ্ধে শরীক হইতে পারেন নাই বলিয়া তিনি বলিলেন, হায়! আমি ইসলামের প্রথম যুদ্ধ যাহাতে খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) শরীক হইয়াছিলেন, শরীক হইতে পারিলাম না। যদি কখনও মুশকিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সুযোগ হয় তবে অবশ্যই আল্লাহ্ দেখিবেন আমি তখন কি করি। কিন্তু যখন উহুদ দিবসে মুসলমান পলায়ন করিতে শুরু করিল, তখন তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্! তাহারা (পলায়নকারী সাহাবা) যাহা কিছু করিয়াছে আমি উহার জন্য আপনার দরবারে ওজর পেশ করিতেছি। আর মুশরিকরা যাহা কিছু করিয়াছে আমি উহা হইতে মুক্ত। ইহা বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন, পথে হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল। হযরত সা'দ (রা) বলিলেন, আমি ও তোমার সহিত কাফিরদের মুকাবিলা করিব। হযরত সা'দ (রা) বলেন, কিন্তু আমি তাহার সাথী হইতে ব্যর্থ হই। তিনি যে বীরত্ব ও কুরবানীর পরিচয় দিয়াছেন, আমার পক্ষে উহা সম্ভব হয় নাই। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তাহার শরীরে তীর, তরবারী ও বর্শার আশিরও অধিক যখম দেখা যায়। সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ আয়াতটি তাহার সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। ইমাম তিরমিযী, তাফসীর অধ্যায়ে আব্দ ইব্ন হুমাইদ হইতে এবং ইমাম নাসায়ী (র) ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) হইতে উভয় শায়খ ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র) হইতে উপরোল্লেখিত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) মাগাযী অধ্যায়ে হাস্সান ইব্ন হাস্সান (র) ....হযরত আনাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি আয়াত নাযিল হইবার কথা উল্লেখ করেন নাই। ইব্ন জারীর (র) ....আনাস হইতে তাহার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমদ ইব্ন ফযল আস্কালানী (র) ....তালহা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'উহুদ' এর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহ্র প্রশংসা করিলেন এবং মুসলমানদের প্রতি যে বিপদ আসিয়াছে উহার জন্য তাহাদিগকে সান্ত্বনা

দিলেন এবং বিপদের কারণে তাহারা যে সওয়াব ও পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছে তাহাও জানাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ ـ

এই আয়াত পাঠ করা হইলে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সেই সকল লোক কাহারা, যাহাদের কথা এই আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে ? হযরত তালহা বলেন, আমি তখন সবুজ বর্ণের দুইটি চাদর পরিধান করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রশ্নকারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, اَيْنَ السَّائِلُ هٰذَا مِنْهُمْ –প্রশ্নকারী কোথায় ? তাহাদের মধ্য হইতে একজন এই। ইব্‌ন জারীর (র) সুলায়মান ইব্‌ন আইয়ূব তালাহী (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) তাফসীর ও মানাকিব অধ্যায়ে এবং ইব্‌ন জারীর (র) ইউনুস ইব্‌ন বুকাইর (র) ....হযরত তালহা (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি গরীব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইউনুস ব্যতীত আর কাহারও নিকট হইতে আমরা ইহা জানি না।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ....আহমদ ইব্‌ন ইসাম আনসারী (র) .... মূসা ইব্‌ন তালহা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত মুআবিয়া (রা) এর নিকট গমন করিলাম। অতঃপর যখন আমি বাহির হইয়া যাইতেছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ভাতিজা! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে একটি হাদীস শুনিয়াছি। ইহা কি তোমাকে শুনাইয়া দিব না ? আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি طلحة ممن قضى نحبه –তালহা (রা) সেই সকল লোকদের একজন, যাহারা তাহাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) .... মূসা ইব্‌ন তালহা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ তালহা সেই সকল লোকদের একজন, যাহারা অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন نَحْبَ শব্দের অর্থ অঙ্গীকার এবং وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ এর অর্থ হইল তাহাদের মধ্যে কিছু এমন লোক আছে যাহারা আর এক যুদ্ধের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। তখন তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে। হাসান (র) বলেন مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ এর অর্থ হইল, যাহারা অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে এবং وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ এর অর্থ হইল যাহারা অনুরূপ অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়া মৃত্যুর অপেক্ষায় রহিয়াছে। কাতাদাহ ও ইব্‌ন যায়েদ (র)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, نحب এর অর্থ মান্নত।

قوله وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً আর তাহারা স্বীয় অঙ্গীকার পরিবর্তন করেন নাই। আর আল্লাহ্ ও রাসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। বরং আল্লাহ্‌র সহিত তাহারা যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিল উহার উপর অটল রহিয়াছে। মুনাফিকদের ন্যায় তাহারা উহা ভংগ করে নাই। মুনাফিকরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবার জন্য খোঁড়া অজুহাত পেশ করিয়া বলিয়াছিল, اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত।

وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلاَّ فِرَارًا অথচ তাহাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত নহে, রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করাই ছিল তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لاَيُوَلُّوْنَ الاَدْبَارَ অথচ পূর্বে তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে না।

قوله لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصَّادِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَاءَ اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দাদিগকে ভয়-ভীতি ও বিপদের মাধ্যমে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। এই পবিত্র ও অপবিত্র, ভাল ও মন্দের মধ্যে যেন পার্থক্য হইয়া যায়। যদিও আল্লাহ্ তা'আলা ইহা জানেন যে, কে ভাল, কে মন্দ, কে সৎ আর কে অসৎ। কিন্তু কেবল তাহার জানা অনুসারে তিনি কাহাকেও শাস্তি দেন না, যাবৎ না সুস্পষ্টভাবে তাহাদের কার্যাবলীর মাধ্যমে সৎ ও অসৎ প্রমাণিত হইবে। সৎ তাহার কার্যাবলীর মাধ্যমে সৎ প্রমাণিত হইবে এবং অসৎও তাহার কার্যাবলীর মাধ্যমে অসৎ প্রমাণিত হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ-

আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব এবং সুস্পষ্টভাবে জানিয়া লইব ও পার্থক্য করিব, তোমাদের মধ্যে কাহারা জিহাদ করে আর কে কে ধৈর্যধারণ করে (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩১)।

যদিও আল্লাহ্ তা'আলা সকলকেই জানেন কিন্তু আয়াতের মধ্যে যে জ্ঞানের উল্লেখ হইয়াছে তাহা হইল কর্মক্ষেত্রে ও জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হইবার পর যে জ্ঞান লাভ হয় এবং ইহার পরই তিনি পুরস্কার কিংবা শাস্তি দান করেন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَاكَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَااَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ-

আল্লাহ্ তা'আলা এমন নহেন যে, যে অবস্থার উপর তোমরা বিদ্যমান, উহার উপর তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন, যাবৎ না ভাল-মন্দ ও সৎ ও অসৎ এর মধ্যে পার্থক্য করিবেন (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৮)। এখানেও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصَّادِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সহিত তাহারা যে অঙ্গীকার করিয়াছে ধৈর্যের সহিত ইহা পূর্ণ করিবার জন্য, তিনি তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিবার

জন্য তাহাদিগকে ভয়ভীতি ও বিপদের সম্মুখীন করিয়াছেন। وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ আর বিপদ দেখিয়াই যে সকল মুনাফিক অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে এবং আল্লাহ্র হুকুমের বিরোধিতা করিয়াছে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু ইহা আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যদি তিনি ইচ্ছা করেন যে, তাহারা স্বীয় নিফাকের উপর অবিচল থাকিয়া জীবন শেষ করিবে তবে তাহাদের কৃতকর্মের দরুন তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন; আর যদি তিনি তাহাদের উপর অধিক সদয় হন এবং তাহাদিগকে নিফাক হইতে মুক্ত করিয়া ঈমান গ্রহণ করিবার তাওফীক দেন এবং তাহারা সৎ কাজ করিতে যত্নবান হয় তবে তাহাদিগকে তাহাদের পূর্বকৃত কর্মের শাস্তি হইতে রক্ষাও করিতে পারেন। যেহেতু আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি তাহার গজবের তুলনায় তাহার রহমত প্রবল। অতএব তাহার পক্ষে ইহা অসম্ভব কিছুই নহে। اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই মেহেরবান।

(٢٥) وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۝

২৫. আল্লাহ্ কাফিরদিগকে ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। যুদ্ধে মু'মিনদিগের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

**তাফসীর ঃ** আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি ঝঞ্ঝাবায়ু ও অদৃশ্য বাহিনী দ্বারা সম্মিলিত বহিনীকে মদীনা হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন এবং তাহারা স্বীয় মিশনে ব্যর্থ হইয়া মদীনা হইতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। যদি আল্লাহ্র রাসূল রাহমাতুল লিল্ আলামীন না হইতেন তবে এই বাহিনীর উপর যে বায়ু প্রবাহিত করিয়াছিলেন উহা 'আদ জাতির প্রতি যে বায়ু তিনি প্রবাহিত করিয়াছিলেন উহা অপেক্ষাও অধিক ভয়াবহ ও বিধ্বংসী হইত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ আর তাহাদের মধ্যে তোমার অবস্থানকালে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ব্যাপক শাস্তি দিবেন না। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে শুধু তাহাদের দুষ্টামীর শাস্তি দিয়াছেন। তাহাদিগকে ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। তাহারা কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়াছিল এবং এক বিরাট বাহিনী গড়িয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই শক্তিকে এক মামূলী হাওয়া ও বায়ু দ্বারা খর্ব করিয়া দেন এবং তাহারা

মক্কা প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। তাহারা বিরাট সাফল্যের আশা লইয়া মদীনায় আগমন করিয়াছিল; কিন্তু ঐ পরিমাণ নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা লইয়াই ফিরিতে বাধ্য হইল। তাহারা পার্থিব ব্যর্থতার গ্লানিও ভোগ করিল, বিজয় ও গনীমতের মাল লাভ করিতে পারিল না। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার ও তাহার সাথী-সঙ্গীদিগকে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিবার জন্য যেই গুনাহ্ ও পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছে, ইহাতে তাহারা পারলৌকিক ব্যর্থতাকে সংরক্ষিত করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাহার সাহাবীগণকে যদিও তাহারা নিশ্চিহ্ন করিতে, হত্যা করিতে সক্ষম হয় নাই, তবুও ইহার জন্য তাহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণই ফলাফলের দিক হইতে ইহার অনুরূপ।

وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ আর যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হইয়া মুশরিকদের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। রণক্ষেত্রে মু'মিনদের অবতরণ ছাড়াই তাহারা যুদ্ধ ময়দান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আল্লাহ্ একাই যথেষ্ট। তিনি তাহার বান্দার সাহায্য করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَاشَيْئَ بَعْدَهُ ـ

এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। তিনি তাহার বান্দাকে সত্য ওয়াদা করিয়াছেন। তিনি তাহার বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাহার সেনাবাহিনীকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং তিনি একা-ই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিয়াছেন। তাহার পরে আর কিছুই নাই। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মিলিত কাফির বাহিনীর উপর বদ দু'আ করিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ مُنَزِّلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ـ

হে কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ্, সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করুন। তাহাদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত করুন।

وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্-ই যথেষ্ট। এই আয়াত দ্বারা এই বিষয়ে এক অতি সূক্ষ্ম ইংগিত রহিয়াছে যে, এখন হইতে কুরাইশরা আর কখনও মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করিতে হিম্মত করিবে না। পরবর্তী ঘটনাবলী দ্বারা ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়। মুশরিকরা আর কখনও মুসলমানদের ওপর আক্রমণ

করে নাই, বরং মুসলমানগণই তাহাদের ওপর আক্রমণ করিয়াছে। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, খন্দকের যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিলেন ঃ

لَنْ تَغْزُوَكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هٰذَا وَلٰكِنَّكُمْ تَغْزُوْنَهُمْ

আজ হইতে কুরাইশরা আর তোমাদের উপর চড়াও হইয়া যুদ্ধ করিবে না; বরং তোমরাই তাহাদের উপর চড়াও হইয়া যুদ্ধ করিবে।

বস্তুত: এই ঘটনার পর কুরাইশরা আর কখনও মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করে নাই, বরং রাসূলুল্লাহ্ খোদ অগ্রসর হইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। অবশেষে মক্কা বিজয় হয়। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) এই যে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ইহা বিশুদ্ধ। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্য়া (র) ....সুলায়মান ইব্ন সুরাদ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلْاٰنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَا এখন হইতে আমরাই তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব, তাহারা আমাদের সহিত আর যুদ্ধ করিতে আসিবে না। ইমাম বুখারীও তাহার সহীহ্ গ্রন্থে সাওরী ও ইস্রায়ীল এর সূত্রে আবূ ইসহাক হইতে অত্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا আল্লাহ্ মহা শক্তিশালী, পরাক্রমশালী। স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতা বলে শত্রুদলকে কামিয়াবে ব্যর্থ করিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম ও মুসলমানগণকে সম্মানিত করিলেন। তাহার ওয়াদা পূর্ণ করিলেন। তাহার রাসূল ও বান্দাকে সাহায্য করিলেন।

(٢٦) وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ۚ

(٢٧) وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ۠

২৬. কিতাবীদের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি তাহাদিগের দুর্গ হইতে অবতরণে বাধ্য করিলেন এবং তাহাদিগের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করিলেন; এখন তোমরা উহাদিগের কতককে হত্যা করিতেছ এবং কতককে করিতেছ বন্দী।

**২৭. এবং তোমাদিগকে অধিকারী করিলেন উহাদিগের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির, যাহা তোমরা এখনও পদানত কর নাই। আল্লাহ্-ই সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।**

তাফসীর ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীর যখন মদীনায় আগমন ঘটিল তখন মদীনায় অবস্থানকারী ইয়াহুদী বনূ কুরায়যা গোত্র যাহাদের সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিল। ইয়াহুদী নেতা হুয়াই ইব্ন আখতাব-এর মাধ্যমে চুক্তি ভঙ্গের দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। হুয়াই ইব্ন আখতব বনূ কুরাইযা নেতা কা'ব ইব্ন আসাদ এর সহিত তাহাদের কিল্লাহর মধ্যে দীর্ঘ সাক্ষাৎ করে এবং তাহাকে চুক্তি ভঙ্গের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। হুয়াই ইব্ন আখতাব কা'ব ইব্ন আসাদকে উত্তেজিত করিবার জন্য বলিল, আমি না তোমাকে ইজ্জতের মুকুট পরাইতে আসিয়াছি আর তুমি উহা অস্বীকার করিতেছ। কুরাইশ ও তাহাদের অনুসারীরা এবং গাতফান গোত্র ও তাহাদের অনুসারী এখানে ততকাল পর্যন্ত অবস্থান করিবে, যাবৎ না তাহারা মুহাম্মদ ও তাহার সাথী সঙ্গীদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিবে। অতএব তুমি মুহাম্মদ (সা) এর সহিত কৃত চুক্তি ভঙ্গ কর। ইহা শুনিয়া কা'ব ইব্ন আসাদ বলিল, আল্লাহ্র কসম, তুমি আমাকে ইজ্জতের মুকুট পরাইতে আস নাই; আসিয়াছ লাঞ্ছনার গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে। হুয়াই! তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাও। তুমি বড় অকল্যাণকর। অকল্যাণই বহন করিয়া আনিয়াছ। কিন্তু হুয়াই কিছুতেই টলিল না। সে তাহাকে বুঝাইতে থাকিল। অবশেষে কা'ব ইব্ন আসাদ এই শর্তে তাহার কথা মানিয়া লইতে রাজী হইল যে, যদি কুরাইশ ও গাতফান গোত্র চলিয়াও যায়, হুয়াই ও তাহার দলবল তাহার নিকট আসিয়া অবস্থান করিবে। কা'ব ইব্ন আসাদ তথা বনূ কুরায়যার যেই অবস্থা হইবে তাহারাও সেই একই অবস্থা বরণ করিবে।

বনূ কুরায়যা চুক্তি ভঙ্গ করিল। রাসূলুল্লাহ্ ও সাহাবায়ে কিরাম ইহা জানিতে পারিয়া বড়ই দুঃখিত ও ব্যথিত হইলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিজয়ী করিলেন, সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হইয়া ব্যর্থতার গ্লানি লইয়া প্রত্যাবর্তন করিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অস্ত্র খুলিয়া ফেলিলেন। রাসূলুল্লাহ্ হযরত উম্মে সালমাহ (র)-এর ঘরে প্রবেশ করিয়া গোসল করিতেছিলেন, এমন সময় হযরত জিবরীল (আ)-এর আগমন ঘটিল। তিনি ইস্তাবরাক (রেশম)-এর পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় একটি খচ্চরের উপর আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং খচ্চরের উপর ছিল রেশমের একটি গদি। তিনি আগমন করিয়াই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি অস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। জিবরীল (আ) বলিলেন, কিন্তু ফেরেশতাগণ এখনও তাহাদের অস্ত্র খুলিয়া ফেলেন নাই। আমি তো এখন কাফিরদিগকে ধাওয়া করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে বনূ

কুরায়যার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে নির্দেশ দান করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে হুকুম দিয়াছেন, আমি যেন তাহাদিগকে উলট-পালট করিয়া দেই।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনই প্রস্তুত হইলেন এবং সাহাবায়ে কিরামকেও বনূ কুরায়যার বিরুদ্ধে অভিযানে শরীক হইতে নির্দেশ দিলেন। বনূ কুরায়যার আবাস মদীনা হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জোহরের পর এই অভিযান শুরু করিলেন। সাহাবায়ে কিরামকে তিনি বলিলেন, لاَيُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمُ الْعَصْرَ اِلاَّ فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ বনূ কুরায়যার আবাসে না গিয়া কেহ যেন আসরের সালাত আদায় না করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ পাইয়া সাহাবায়ে কিরাম বনূ কুরায়যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন, কিন্তু পথেই সালাতের সময় হইয়া গেল। অতএব তাহাদের কেহ কেহ পথেই সালাত আদায় করিলেন। তাহারা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্য হইল, আমরা যেন দ্রুত চলি। পথে সালাতের সময় আগত হইলে সালাত পড়িতে তিনি নিষেধ করেন নাই। অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম যাহারা সালাত পড়িতে বিরত ছিলেন তাহারা বলিলেন, বনূ কুরায়যার বসতিতে না পৌঁছিয়া আমরা সালাত পড়িব না। যাহা হউক যে যাহা করিল উহাতে কেহ আপত্তি করিল না। হযরত নবী করীম (সা) হযরত ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা)-কে মদীনার খলীফা নিযুক্ত করিয়া পরে রওয়ানা হইলেন। পতাকা দিলেন হযরত আলী (রা)-কে। বনূ কুরায়যার বস্তিতে উপস্থিত হইয়া তিনি তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন এবং পঁচিশ দিন পর্যন্ত তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখিলেন। অবরোধ দীর্ঘ হইলে তাহারা অস্থির হইয়া হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-কে বিচারক মানিয়া কিল্লার বাহিরে আসিল। হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) আওস গোত্রের নেতা ছিলেন এবং জাহেলী যুগে তাহাদের সহিত বনূ কুরায়যার মিত্রতা ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) তাহাদের সহিত পূর্ব মিত্রতার কারণে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন ছালূখ 'বনূ কায়নুকা' গোত্রকে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট হইতে মুক্ত করিবার সময় তাহাদের পারস্পরিক মিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিল। অথচ তাহারা ইহা জানিত না যে, হযরত সা'দ (রা) তাহাদের সম্বন্ধে কি শপথ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'দ (রা)-এর এক শিরায় তীরের আঘাতে অসাধারণ ক্ষত হইয়াছিল। অনবরত উহা হইতে রক্ত ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহাতে দাগ দিয়াছিলেন এবং নিকট হইতে তাহাকে দেখা-শুনার জন্য মসজিদে এক তাঁবুতে তাহাকে রাখিয়াছিলেন। হযরত সা'দ এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ্র নিকট এই দু'আ করিয়াছিলেন, "হে আল্লাহ্! কুরাইশদের সহিত যদি আর একটি যুদ্ধ করিতে হয়

তবে আপনি উহার জন্য আমাকে জীবিত রাখুন। আর যদি আমাদের পারস্পরিক যুদ্ধের অবসান ঘটিয়া থাকে তবে ক্ষতের রক্তধারা প্রবাহিত করুন। তবে বনূ কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার পূর্বে আমাকে মৃত্যু দান করিবেন না।" আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এই দু'আ কবুল করিলেন। ইহাও নির্ধারণ করিলেন যে, বনূ কুরায়যা স্বেচ্ছায় হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-কে তাহাদের বিচারক মানিয়া লইবে। কার্যত: হইলও তাহাই। তাহারা হযরত সা'দ (রা)-কে বিচারক মানিয়া তাহাদের কিল্লা হইতে বাহির হইয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন হযরত সা'দ (রা)-কে বিচার করিবার জন্য মদীনা হইতে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নির্দেশ পাইয়া তিনি একটি গাধার উপর আরোহণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। এদিকে আওস গোত্রীয় লোকেরা পথেই হযরত মু'আয (রা)-কে সবিনয় অনুরোধ করিতে লাগিল, বনূ কুরায়যা আপনার পূর্ব বন্ধু, তাহারা সদা সর্বদা আপনার সুখ-দুঃখের সাথী। অতএব তাহাদের সহিত আপনি কোমল ব্যবহার করিবেন। হযরত সা'দ (রা) নীরবে তাহাদের কথা শ্রবণ করিতেছিলেন; কিন্তু যখন তাহারা মাত্রা অতিক্রম করিল তখন তিনি মুখ খুলিলেন। তিনি বলিলেন, সা'দ এর সেই সময় আসন্ন, যখন সে কোন নিন্দুকের নিন্দার কোন পরোয়া করিবে না। তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা বুঝিল, বনূ কুরায়যার প্রতি তিনি কোন অনুগ্রহ করিবেন না। তাহাদিগকে ধরা হইতে নিশ্চিহ্ন করিবেন। চলিতে চলিতে হযরত সা'দ (রা) যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর তাঁবুর নিকটবর্তী হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, قُوْمُوْا لِسَيِّدِكُمْ তোমরা তোমাদের সরদারের জন্য উঠিয়া দাঁড়াও।

ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ দাঁড়াইয়া গেলেন এবং সম্মানের সহিত তাহাকে তাহার বিচারের আসনে বসাইলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কুরায়যার প্রতি ইংগিত করিয়া তাহাকে বলিলেন, ইহারা তোমাকে বিচারক মানিয়া কিল্লা হইতে অবতরণ করিয়াছে। অতএব তুমি যেমন ইচ্ছা তাহাদের বিচার কর। তখন হযরত সা'দ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের মধ্যে কি আমার হুকুম পালিত হইবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এই তাঁবুর মধ্যে যাহারা আছে, তাহাদের মধ্যে কি আমার হুকুম পালিত হইবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হাঁ। অত:পর তিনি ঐ দিকেও ইংগিত করিয়া যেদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদ্যমান, বলিলেন, এই দিকে যাহারা আছেন, তাহাদের উপর কি আমার হুকুম জারী হইবে। অবশ্য এই কথা বলিবার সময় তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত স্বীয় মুখমণ্ডল অন্যদিকে করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনও বলিলেন, হাঁ। ইহাদের উপরও তোমার হুকুম জারী হইবে। এই সকল ভূমিকা শেষ করিবার পর হযরত মু'আয বলিলেন, আমার হুকুম হইল, বনূ কুরায়যার যেই সকল লোক যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত, তাহাদের সকলকে হত্যা করা হইবে। তাহাদের মহিলা ও শিশু

সন্তানদিগকে কয়েদ করা হইবে এবং মালও ছিনাইয়া লওয়া হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللّٰهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ اَرْقِعَةٍ ইহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা সাত আসমানের উপর হইতে যেই হুকুম করিয়াছেন, তুমিও সেই হুকুমই করিয়াছ। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে ঃ

لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ তুমি বিশ্বপতি মহান আল্লাহ্‌র হুকুম মুতাবিক হুকুম করিয়াছ।

হযরত মু'আয (রা)-এর হুকুম সম্পন্ন হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকটি পরিখা খনন করিবার নির্দেশ দিলেন। অতএব পরিখা খনন করা হইল এবং বনূ কুরায়যার লোকদের হাত বাঁধিয়া হত্যা করা হইল এবং উহাতে নিক্ষেপ করা হইল। উহাদের সংখ্যা ছিল সাত-আট শতের মাঝে। আর যাহাদের মুখে দাড়ি-গোঁফ গাজায় নাই এমন শিশু-কিশোরদিগকে মহিলাদের সহিত বন্দী করা হইল। আর তাহাদের মালও ছিনাইয়া লওয়া হইল। 'কিতাবুস সীরাত' গ্রন্থে আমি এ বিষয়ে পূর্ণ দলীল-প্রমাণসহ সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ অর্থাৎ কিতাবীদের মধ্য হইতে যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিরুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীর সাহায্য করিয়াছিল তাহাদিগকে তাহাদের কিল্লা হইতে বাহির করিয়াছিলেন। আর তাহারা হইল বনূ কুরায়যা। তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ তাওরাত ও ইন্‌জীল গ্রন্থে শেষ নবীর কথা লিখিত পাইয়া তাহার অনুসরণের আশায় হিজাযে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ কিন্তু তাহাদের পরিচিত বস্তুর যখন আগমন ঘটিল তখন তাহারা উহা অস্বীকার করিয়া বসিল। আর এই কারণেই তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ অবতীর্ণ হইয়াছে।

قوله مِنْ صَيَاصِيْهِمْ হযরত মুজাহিদ, ইকরিমাহ, আতা-সুদ্দী, কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরামের মতে, صَيَاصِيْ অর্থ কিল্লা। যেহেতু কিল্লা উচ্চ এবং সংরক্ষিত স্থানে অবস্থিত হয়, এই কারণে গরুর শিং-কে صَيَاصِيْ বলা হয়, কারণ ইহাও সর্ব উচ্চ স্থানে থাকে।

وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ আর তিনি (আল্লাহ্) তাহাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিলেন। তাঁহারাই মুশরিকদিগকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল। মুসলমানগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিতে চাহিয়াছিল এবং পৃথিবীতে ইজ্জত, সম্মান

প্রতিষ্ঠিত করিবার কামনা বাসনা করিয়াছিল, কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। মুসলমানদের পরিবর্তে মুশরিকরাই ময়দান শূন্য করিয়া পলায়ন করিল। সাফল্য মুসলমানদের কদম চুম্বন করিল। ইয়াহুদীরা মুসলমানদিগকে হত্যা করিয়া তাহারাই সম্মানের রাজমুকুট পরিধান করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু মুসলমানদের পরিবর্তে তাহারাই ধ্বংস ও বিলুপ্ত হইল। আর পারলৌকিক লাঞ্ছনা তো পৃথক আছেই। ইহা তাহাদের জন্য এক চরম ব্যর্থতা, সন্দেহ নাই। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে, فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا এক দলকে তোমরা হত্যা করিবে আর এক দলকে কয়েদ করিবে। যাহারা যুদ্ধের উপযোগী ছিল তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল এবং শিশু-কিশোর ও মহিলাদিগকে বন্দী করা হইয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুশাইম ইব্ন বশীর (র) ....আতীয়্যাহ কুরাযী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ কুরায়যা এর বিচারের দিনে আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সম্মুখে পেশ করা হইলে আমার সম্বন্ধে তাহারা সন্দেহ করিল, বাস্তবিক আমি যুদ্ধের বয়সে উপনীত হইয়াছি কি না? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার দাড়ি-গোঁফ গজাইয়াছে কি-না, উহা দেখিবার জন্য নির্দেশ দিলেন। অত:পর তাহারা আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিল, কিন্তু আমার দাড়ি-গোঁফ গজাইয়াছে বলিয়া বুঝিল না। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে হত্যা করিলেন না এবং বন্দীদের সহিত আমাকে বন্দী করিলেন। সুনান গ্রন্থকারগণও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং সকলেই আব্দুল মালিক ইব্ন উমাইর এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম নাসায়ী (র) ...আতিয়্যাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

قوله وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ আর তিনি তোমাদিগকে তাহাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধনসম্পদের অধিকারী করিয়াছেন অর্থাৎ তোমরা যে তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছ উহার ফলেই আল্লাহ্ এই সকল বস্তুর অধিকারী করিয়াছেন।

وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا আর এমন ভূমির অধিকারী করিয়াছেন, যাহা এখনও তোমাদের পদানত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, এই ভূমি হইল 'খায়বার' এর ভূমি আর কেহ কেহ বলেন, পবিত্র মক্কার ভূমি। যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে মালেক (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, ঐ ভূমি হইল পারস্য ও রূম এর ভূমি। ইব্ন জারীর (র) বলেন, উল্লেখিত সকল ভূমিই আয়াতের মর্মের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا আর আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র)...আলকামাহ ইব্ন ওয়াক্কাস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়িশা (রা) আমাকে অবহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধকালে একবার আমি খোঁজ-খবর লইবার জন্য বাহিরে আসিলাম।

হঠাৎ আমার পশ্চাতে কোন আগন্তুকের কঠিন পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম। দেখা গেল আগন্তুক হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয এবং তাহার সহিত রহিয়াছেন তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হারিস ইব্ন আওস। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমি তাহাকে দেখিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলাম। হযরত সা'দ বর্ম পরিহিত ছিলেন; কিন্তু তিনি দীর্ঘকায় হইবার কারণে তাহার পূর্ণ শরীর উহা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল না। আর এই কারণে তাহার উপর আমার আশংকা হইতেছিল হয়ত তাহার শরীরের উন্মুক্ত অংশে শত্রু আঘাত হানিতে পারে। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, হযরত সা'দ (রা) হেলিয়া দুলিয়া কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে চলিতেছিলেন।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, অত:পর আমি একটি বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সেখানে কিছু মুসলমান আছেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবও সেখানে ছিলেন এবং লোহার টুপি পরিহিত আরো এক ব্যক্তি ছিলেন। হযরত উমর (রা) আমাকে দেখিয়া তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, তুমি কেন এখানে আসিয়াছ ? আল্লাহ্র কসম, তুমি বড়ই দু:সাহসী। কোন বিপদে যে আক্রান্ত হইতে পার, ইহা হইতে নিজেকে নিরাপদ মনে করিলে কিভাবে ? এইরূপে তিনি আমাকে তিরস্কার করিতে থাকিলেন। ফলে আমি এতই লজ্জিত হইলাম যে, মনে মনে কামনা করিতে লাগিলাম, হায়! যদি এখনই ভূমি ফাটিয়া যাইত তবে উহার মধ্যে আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। এতক্ষণে লোহার টুপি দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত ঐ ব্যক্তি তাহার টুপি সরাইলেন। তাহাকে দেখিয়াই আমি চিনিয়া ফেলিলাম। তিনি হযরত তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্। হযরত উমর (রা)-কে অধিক তিরস্কার করিতে শুনিয়া তিনি তাহাকে বলিলেন, হে উমর! আপনি বহু তিরস্কার করিয়াছেন, আর নহে। পরিণতির এত ভয় কেন ? কেন এত বিব্রত হইয়াছেন। পলায়ন করিয়া আল্লাহ্র আশ্রয় ব্যতীত আর কি আশ্রয়ের কোন স্থান আছে ? এই সকল কথা বলিয়া তিনি হযরত উমর (রা)-কে নীরব করিলেন।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, ইবনুল আরাকাহ নামক জনৈক কুরাইশী হযরত সা'দ (রা)-এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করিল। তীর নিক্ষেপ করিতে সে বলিল, আমি ইবনুল আরাকাহ। আমার পক্ষ হইতে তুমি ইহা গ্রহণ কর। তীরটি হযরত সা'দ এর এক শিরায় লাগিল এবং শিরাটি কাটিয়া গেল। হযরত সা'দ তখন এই দু'আ করিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَاتُمِتْنِى حَتّٰى تُقِرَّعَيْنِى مِنْ بَنِى قُرَيْظَةَ

হে আল্লাহ্! যাবৎ না আমি বনূ কুরায়যা হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া আমার চক্ষু শীতল করিব আপনি আমাকে মৃত্যু দান করিবেন না।

অথচ বনূ কুরায়যা জাহেলী যুগ হইতে হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর মিত্র ছিল। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয এই দু'আ করিতেই

তাহার যখম হইতে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হইয়া গেল। হযরত আয়িশা বলেন, ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের উপর ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করিলেন এবং মুসলমানদের আর যুদ্ধ করিতে হইল না। মুশরিক নেতা আবূ সুফিয়ান তাহার দলবলসহ রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া দ্রুত মক্কা পানে ছুটিল। উয়াইনাহ ইব্‌ন বদর স্বীয় দলবলসহ নজ্‌দ পলায়ন করিল এবং বনূ কুরায়যা যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করিয়া তাহাদের কিল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করিল আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও সাহাবায়ে কিরামকে লইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং হযরত সা'দ (রা)-এর জন্য মসজিদে একটি চামড়ার তাঁবু খাটাইতে নির্দেশ দিলেন এবং তাহার নির্দেশ মুতাবিক তাঁবু খাটানো হইল। এমন সময় হযরত জিবরীল (আ)-এর আগমন ঘটিল। তাহার মুখমণ্ডল ছিল ধূলা আচ্ছাদিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি অস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়াছেন? আল্লাহ্‌র কসম, ফেরেশতাগণ এখনও তাহাদের অস্ত্র খুলেন নাই। আপনি 'বনূ কুরায়যা' এর সহিত মুকাবিলা করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়ুন এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করুন। এই নির্দেশ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনই স্বীয় বর্ম পরিধান করিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হইবার হুকুম দিলেন। মসজিদে নববীর নিকটেই বনূ তামীম গোত্রের আবাস ছিল। যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখান দিয়া কে গমন করিয়াছে জান কি ? তাহারা বলিল, দেহ্‌য়া কালবী। বস্তুত হযরত জিবরীল (আ)-এর মুখমন্ডল, তাহার দাঁত ও দাড়ি হযরত দেহ্‌য়া কালবীর মুখমন্ডল, তাহার দাঁত ও দাড়ির সদৃশ ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কুরায়যার বসতিতে উপস্থিত হইলেন এবং পঁচিশ দিন পর্যন্ত তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখিলেন। অবরোধ ও বিপদ যখন তাহাদের উপর অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িল তখন তাহাদিগকে বলা হইল, তোমরা কিল্লা হইতে বাহির হইয়া আস এবং তোমাদের সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যেই নির্দেশ হয় উহা পালন কর। কিন্তু তাহারা এই বিষয়ে আবূ লুবাবাহ ইব্‌ন আবদুল মুনযির এর সহিত পরামর্শ করিল। তিনি বলিলেন, এই প্রস্তাব মানিয়া লইলে তোমাদিগকে যে হত্যা করা হইবে ইহা অনিবার্য। তখন তাহারা এই প্রস্তাব অস্বীকার করিয়া বলিল, আমরা সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-কে বিচারক মানিয়া কিল্লা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, اَنْزِلُوْا عَلٰى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ তোমরা সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-কে বিচারক মানিয়াই কিল্লা হইতে বাহির হইয়া আস। তাহারা বাহির হইয়া আসিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-কে সেখানে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। অত:পর তাহাকে একটি গাধার উপর আরোহণ করাইয়া তথায় হাজির করা হইল। গাধার উপর খেজুরের সরপার গদী ছিল। হযরত সা'দ (রা)-এর স্বগোত্রীয় লোকজন তাহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া ছিল। তাহারা তাহাকে বুঝাইতেছিল, বনূ

কুরায়যা আমাদের পুরাতন বন্ধু। আমাদের মিত্র, আমাদের সুখ-দুঃখের সাথী। তাহাদের সহিত যে আমাদের কি গভীর সম্পর্ক, তাহা আপনার নিকট গোপন নহে। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, হযরত সা'দ (রা) তাহাদের এই সকল কথা নীরবে শুনিতেছিলেন। তাহাদের কোন কথারই জবাব দিতেছিলেন না। এমন কি চলিতে চলিতে যখন বনূ কুরায়যার আবাসের নিকটবর্তী হইলেন, তখন তিনি স্বীয় কওমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, قَدْ اٰنَ لِىْ اَنْ لاَّاُبَالِىْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ সেই সময়টি আগত হইয়াছে যখন আমি আল্লাহ্‌র রাহে কোন নিন্দুকের নিন্দার কোন পরোয়াই করিব না।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, হযরত আবূ সাঈদ বলেন, যখন সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) আগমন করিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ فَاَنْزِلُوْهُ তোমরা তোমাদের সরদারের জন্য উঠিয়া দাঁড়াও এবং তাহাকে সোয়ারী হইতে নামাও। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন, আমাদের সায়্যেদ ও মাওলা তো কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, اَنْزِلُوْهُ তাহাকে নামাও। অত:পর তাহারা তাহাকে নামাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সা'দ (রা)-কে বলিলেন, اُحْكُمْ فِيْهِمْ হে সা'দ! ইহাদের সম্বন্ধে তুমি বিচার কর। হযরত সা'দ (রা) বলিলেন, আমার বিচার হইল, ইহাদের মধ্য হইতে যাহারা যোদ্ধা তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে। ইহাদের শিশু-কিশোরদিগকে বন্দী করা হইবে ও ইহাদের ধন-সম্পদ বণ্টন করা হইবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ اللّٰهِ وحُكْمِ رَسُوْلِهٖ নি:সন্দেহে তুমি ইহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের যেই বিচার তাহাই করিয়াছ। অত:পর হযরত সা'দ (রা) আল্লাহ্‌র দরবারে এই মুনাজাত করিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ اَبْقَيْتَ عَلٰى نَبِيِّكَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْئًا فَاَبْقِنِىْ لَهَا وَاِنْ كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَاَقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ-

হে আল্লাহ্! কুরাইশদের বিরুদ্ধে যদি আপনার নবীর জন্য আর কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট রাখিয়া থাকেন তবে উহাতে শরীক হইবার জন্য আমাকে জীবিত রাখুন আর যদি তাহারা ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়া থাকে তবে আমাকে মৃত্যু দান করুন। হযরত আবূ সাঈদ বলেন, তাহার এই দু'আর পরে তাহার যখম হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তাহাকে তাহার তাঁবুর মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) তাঁহার তাঁবুতে উপস্থিত হইলেন। সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রাণ। আমি আবূ

বকর ও উমর (রা)-এর ক্রন্দন আমার ঘরে বসেই পৃথক পৃথক বুঝিতেছিলাম। তাহারা পরস্পরে বড়ই আন্তরিক ছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ সাহাবা পরস্পর সদয় ও আন্তরিক। হযরত আলকামাহ (র) হযরত আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আম্মা! রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন মুহূর্তে কি করিতেন ? তিনি বলিলেন, কাহারও উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অশ্রু প্রবাহিত হইত না, তবে তিনি যখন চিন্তিত ও ব্যথিত হইতেন তখন স্বীয় দাড়ি মুবারক মুঠার মধ্যে গ্রহণ করিতেন।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুসাইর ... হযরত আয়িশা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন; তবে তাহাদের বর্ণিত হাদীস ইহা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত।

(٢٨) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ○

(٢٩) وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

২৮. হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদিগকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও উহার ভূষণ কামনা কর, তবে আইস, আমি তোমাদিগের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দিই এবং সৌজন্যের সহিত তোমাদিগকে বিদায় দিই।

২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তবে তোমাদিগের মধ্যে যাহারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাহাদিগের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রাখিয়াছেন।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার রাসূলকে হুকুম করিয়াছেন, তিনি যেন তাহার পত্নিগণকে দুইটি বিষয়ে ক্ষমতা অর্পণ করেন। একটি হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে পৃথক হইয়া তাহাদের পার্থিব সম্পদের ঐশ্বর্যশীল লোকের আশ্রয় গ্রহণ করা । আর দ্বিতীয়টি হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অবস্থান করিয়া দরিদ্র্যের জীবন যাপন ও ধৈর্য ধারণ করা। ইহার বিনিময়ে তাহারা আল্লাহ্র কাছে মহা প্রতিদানের অধিকারী হইবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার পত্নিগণকে আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক এই ক্ষমতা অর্পণ করিলে তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) এবং পার্থিব

ধন-সম্পদের পরিবর্তে পারলৌকিক সুখ-শান্তিকেই গ্রহণ করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইহার ফলে তাহাদিগকে পার্থিব কল্যাণও দান করিলেন এবং পারলৌকিক সৌভাগ্যও দান করিলেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবুল ইয়ামান (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার রাসূল (সা)-কে স্বীয় পত্নিগণকে ইখতিয়ার দানের নির্দেশ দিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্ব প্রথম তাহার নিকট আগমন করিলেন। তিনি বলিলেন, আয়িশা! আমি তোমাকে একটি কথা বলিব; তবে তোমার আব্বা-আম্মার সহিত পরামর্শ করিবার পূর্বে মতামত ব্যক্ত করিবে না। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানিতেন যে, আমার আব্বা-আম্মা কখনও ইহা পছন্দ করিবেন না যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে পৃথক হই। অত:পর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ। হে নবী! তুমি তোমার পত্নিদিগকে বল... আমি তখন বলিলাম, ইহার কোন্ বিষয়ে আমি আব্বা-আম্মার সহিত পরামর্শ করিব? এই বিষয়ে আব্বা আম্মার সহিত পরামর্শ করিবার প্রয়োজন নাই। আমি তো আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল (সা) এবং পরকালকেই কামনা করি।

ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি মুআল্লাক পদ্ধতিতে লাইস (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তবে ইহাতে তিনি কিছু অতিরিক্ত রেওয়ায়েত করিয়াছেন। আর উহা হইল, হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার অন্যান্য পত্নিগণের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা আমার মতই মত প্রকাশ করিলেন; ইমাম বুখারী (র) বলেন, হাদীসটি বর্ণনা করিতে ইমাম মা'মার ইয্তিরাব করিয়াছেন। তিনি কখনও যুহরী ও আবূ সালমা এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কখনও যুহরী, উরওয়া ও হযরত আয়িশা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন, আহমদ ইব্ন আব্দাহ যব্বী (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন 'খিয়ার' সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন انى اريد ان اذكر لك امرا فلا تقضى فيه شيئا حتى تستامرى ابويك আমি তোমার নিকট একটি বিষয় আলোচনা করিতে চাইতেছি, উহা সম্পর্কে তুমি তোমার আব্বা-আম্মার সহিত পরামর্শ করিবার পূর্বে কোন ফায়সালা করিবে না। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! বিষয়টি কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহার পর পুনরায় পূর্বের কথা তাহাকে বলিলেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, বিষয়টি কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবার হযরত আয়িশা (রা)-কে পূর্বের কথা বলিলেন যে, তোমার আব্বা-আম্মার সহিত পরামর্শ করিবার পূর্বে কোন ফয়সালা করিবে না। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমি আবারও যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সা) বিষয়টি কি আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا الاية ـ

হযরত আয়িশা বলেন, আমি আয়াত শ্রবণ করিতেই বলিলাম, আমরা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও পরকালের জীবনকে কামনা করি। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার জবাব শ্রবণ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। ইব্ন জারীর বলেন ইব্ন অকী' (রা) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'খিয়ার' সম্পর্কিত আয়াত যখন নাযিল হইল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–

يَاعَائِشَةُ اِنِّىْ عَارِضٌ عَلَيْكِ اَمْرًا فَلاَ تَفْتَاتِىْ فِيْهِ بِشَيْئٍ حَتّٰى تُعْرِضِيْهِ عَلٰى اَبَوَيْكِ اَبِىْ بَكْرٍ وَاُمِّ رُوْمَانَ رض ـ

হে আয়িশা! আমি তোমার নিকট একটি বিষয় পেশ করিতেছি, উহা সম্পর্কে তুমি তোমার আব্বা আবূ বকর ও আম্মা উম্মে রুমান এর নিকট বিষয়টি পেশ করিবার পূর্বে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিষয়টি কি? তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً ـ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

হে নবী! তুমি তোমার পত্নিগণকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও উহার সজ্জা কামনা কর তবে আইস, আমি তোমাদিগকে ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দেই এবং সৌজন্যের সহিত বিদায় করি। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা সৎকর্ম করিবে তাহাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমি তো আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও আখিরাত কামনা করি আর এই বিষয়ে আমার আব্বা আবূ বকর ও আম্মা উম্মে রুমান এর সহিত পরামর্শ করিবার প্রয়োজন মনে করি না। হযরত আয়িশা (রা) এর জবাব শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসিয়া পড়িলেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্যান্য পত্নিগণের ঘরেও প্রবেশ করিলেন এবং তাহাদিগকে প্রথমেই হযরত আয়িশা (রা)-এর জবাব শুনাইয়া দিলেন। অত:পর তাহারা সকলেই হযরত আয়িশা (রা)-এর জবাব এর অনুরূপ জবাব দিলেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) হাদীসটি মুহাম্মদ ইব্ন সখর হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্য়া উমাভী (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাহার পত্নিগণের নিকট গমন করিলেন তখন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহাকে স্বীয় পত্নিগণকে ইখতিয়ার দেওয়ার হুকুম হইল। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন– سَاَذْكُرُلَكِ اَمْرًا فَلاَ تَعْجَلِىْ حَتّٰى تَسْتَشِيْرِىْ اَبَاكِ আমি তোমার নিকট একটি বিষয় বলিব। কিন্তু তোমার আব্বার সহিত পরামর্শ করিবার পূর্বে ব্যস্ত হইয়া কোন মত ব্যক্ত করিবে না। হযরত আয়িশা বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিষয়টি কি বলুন। তিনি বলিলেন– اُمِرْتُ اَنْ اُخَيِّرَكُنَّ তোমাদিগকে ইখতিয়ার দেওয়ার জন্য আমাকে হুকুম করা হইয়াছে। অত:পর তিনি এই সম্পর্কিত আয়াত পাঠ করিলেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, ইহার পর আমি বলিলাম, আমার আব্বার সহিত পরামর্শ করিবার পূর্বে কোন বিষয় আপনি আমাকে ব্যস্ত হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি তো আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল (সা)-কে-ই গ্রহণ করি। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুশী হইলেন। অত:পর তিনি তাঁহার অন্যান্য পত্নিগণের নিকটেও এই বিষয়টি পেশ করিলেন। তাহারা সকলেই এই জবাব দিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-কে গ্রহণ করিলেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন– হযরত আয়িশা (রা) বলেন, যখন 'খিয়ার' সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হইল, তখন সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন– اِنِّىْ ذَاكِرُلَكِ اَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ اَنْ لاَتَعْجَلِىْ حَتّٰى تَسْتَأْمِرِىْ اَبَوَيْكِ আমি তোমার নিকট একটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি, তোমার আব্বা-আম্মার সহিত পরামর্শ করিবার পূর্বে ব্যস্ত হইয়া কোন মত প্রকাশ না করায় তোমার কোন ক্ষতি নাই। হযরত আয়িশা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহা খুব ভাল জানিতেন যে, আমার আব্বা-আম্মা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে পৃথক হওয়া কখনও পসন্দ করিবেন না। আর ইহার জন্য আমাকে পরামর্শও দিবেন না। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন, يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ হযরত আয়িশা (রা) বলেন, এই বিষয় আমি আব্বা-আম্মার সহিত পরামর্শ করিব? আমি তো আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও আখিরাতকেই কামনা করি। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার অন্যান্য সকল পত্নিগণকেও ইখতিয়ার দিলেন– এবং সকলেই ঐ একই কথা বলিলেন, যাহা আমি বলিয়াছিলাম।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ মু'আবিয়াহ (র), হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদিগকে ইখতিয়ার দান করিলে আমরা তাহাকেই গ্রহণ করিলাম। কিন্তু এই ইখতিয়ার দানকে তিনি কিছুই ধরিলেন না। অর্থাৎ, ইহাকে

'তালাক' মনে করিলেন না। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসটি আ'মাশ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন. আবূ 'আমির আব্দুল মালিক ইব্ন ওমাইর (র) জাবের (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্ষাতের জন্য আগমন করিলেন. তিনি ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইল না। অন্যান্য লোকজন তখন তাহার দরজার কাছে বসা ছিলো এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন ভিতরে বসা-ই ছিলেন। ইহার পর হযরত উমর (রা) আগমন করিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাহাকেও অনুমতি দেওয়া হইল না। কিন্তু অবশেষে হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) কে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইল। তাহারা উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। নবী করীম (সা) তখন বসা ছিলেন এবং তাহার পার্শ্বে তাহার পত্নিগণও বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরব ছিলেন। এমন সময় হযরত উমর (রা) বলিলেন, আমি এমন এক কথা বলিব, যাহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসিয়া উঠিবেন। অত:পর তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি যায়েদের কন্যা (উমর (রা)-এর স্ত্রী)-এর ঐ অবস্থা দেখিতেন সে আমার নিকট এমন খরচ চাহিলে আমি তাহার গলা টিপিয়া ধরিলাম। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

অত:পর তিনি বলিলেন, هُنَّ حَوْلِى يَسْأَلْنِى النَّفْقَةَ। ইহারা আমার পার্শ্বে বিদ্যমান। ইহারা আমার নিকট খরছ চাহিতেছে। ইহা শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট এবং হযরত উমর (রা) হযরত হাফসাহ (রা)-এর নিকট উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহাদিগকে এই বলিয়া মারিতে উদ্যত হইলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট এমন বস্তুর জন্য পিড়াপিড়ি কর, যাহা তিনি দিতে সক্ষম নহেন'? কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে বাধা দিলেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ বলিলেন, আল্লাহর কসম. আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আর কখনও এমন বস্তু চাহিব না, যাহা তিনি দিতে সক্ষম নহেন।

হযরত জাবির (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা 'খিয়ার' সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করিলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিলেন, اِنِّى ذَاكِرٌلَكِ اَمْرًا مَااُحِبُّ اَن لاَتَعْجَلِى فِيْهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِى اَبَوَيْكِ। আমি একটি বিষয় তোমার নিকট বলিব; তোমার আব্বা-আম্মার সহিত পরামর্শ করিবার পূর্বে উহা সম্পর্কে ব্যস্ত হইয়া কোন মতামত প্রকাশ করা আমি পসন্দ করি না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষয়টি কি? তখন তাহার নিকট পাঠ করিলেন, يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, اَفِيْكَ اَسْتَأْمِرُ اَبَوَىَ بَلْ اَخْتَارُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার ব্যাপারে আমি আমার পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ করিব? বরং আমিতো আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকেই কামনা করি। তবে আমার একটা

আবেদন হইল, আপনি আমার মতকে আপনার অন্য কোন পত্নির নিকট উল্লেখ করিবেন না। তখন তিনি বলিলেন, اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْنِىْ مُعَنِّفًا وَلٰكِنْ بَعَثَنِىْ مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে কঠোরতা অবলম্বনকারী হিসাবে প্রেরণ করেন নাই; বরং তিনি আমাকে শিক্ষক ও কোমলতা অবলম্বনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্য হইতে যে কেহ তোমার মত সম্পর্কে আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। আমি তো তাহাকে তোমার মত সম্পর্কে অবহিত করিব। এই ক্ষেত্রে হাদীসটি কেবল ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) ইহা বর্ণনা করেন নাই। অবশ্য ইমাম বুখারী ও নাসায়ী (র) ইহা যাকারিয়া ইব্ন ইসহাক মাক্কীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহমদ (র) বলেন, শুরাইহ্ ইব্ন ইমাম ইউনুস ও হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ خَيَّرَ نِسَائَهُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ وَلَمْ يُخَيِّرْهُنَّ الطَّلَاقَ-

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার পত্নিগণকে দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে ইখতিয়ার দিয়াছেন। তালাক গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে কোন ইখতিয়ার দান করেন নাই। হাদীসটি মুনকাতি। হাসান, কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম হইতেও অনুরূপ বর্ণিত। কিন্তু আয়াতের জাহেরী অর্থের বিরোধী। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا তোমরা আইস, আমি তোমাদিগকে ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করি এবং সৌজন্যের সহিত মুক্ত করিয়া দেই।

উলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে মতবিরোধ করেন যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার কোন পত্নিকে তালাক দেন তবে অন্যের জন্য তাহাকে বিবাহ করা জায়েয আছে কি না? এই ব্যাপারে অধিক বিশুদ্ধ মত হইল, জায়েয আছে। ইহা হইলে তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পার্থিব ভোগ-সামগ্রী লাভ করিতে সফল হইতে পারেন।

واللّٰه اعلم

হযরত ইকরিমাহ (র) বলেন, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নয়জন পত্নি ছিলেন। পাঁচজন কুরাইশ, তাহারা হইলেন হযরত আয়িশা, হযরত হাফসা, হযরত উম্মে হাবীবাহ, হযরত সাওদাহ ও হযরত উম্মে সালমাহ। আর অবশিষ্ট কয়জন হইলেন, বনূ নযীর গোত্রীয়। হযরত সফীয়াহ বিন্তে হুয়াই ইব্ন আখতাব, মায়মূনাহ্ বিনতে হারিস হিলালীয়াহ, যায়নাব বিনতে জাহ্শ আসাদীয়াহ ও বনূল মুস্তালিক গোত্রীয় হযরত জুওয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস।

(٣٠) يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

(٣١) وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ○

৩০. হে নবী-পত্নিগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদিগের মধ্যে কেহ তাহা করিলে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে এবং উহা আল্লাহ্র জন্য সহজ।

৩১. তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি অনুগত হইবে এবং সৎকার্য করিবে তাহাকে আমি পুরস্কার দিব দুইবার এবং তাহার জন্য আমি রাখিয়াছি সম্মানজনক রিয্ক।

তাফসীর ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ যখন পার্থিব ধন-সম্পদ ও সাজ-সজ্জা ত্যাগ করিয়া কেবল আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল (সা)-কে ও আখিরাত গ্রহণ করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অধীনে অবস্থান করাই তাহাদের স্থায়ী ব্যবস্থা হইল তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তাহাদের বিশেষ মর্যাদার প্রেক্ষিতে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে যে কোন অশ্লীল কাজ করিবে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, فَاحِشَةٌ এর অর্থ অবাধ্য হওয়া ও অসৎ চরিত্র হওয়া। অর্থ যাহাই হউক, এই আয়াত দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, বাস্তবিক তাহাদের মধ্য হইতে কেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবাধ্য হইবে না, কিংবা তাহাদের কেহ অসৎ চরিত্রের হইবে না। কারণ مَنْ يَّاْتِ এর মধ্যে শর্তের অর্থ রহিয়াছে এবং 'শর্ত' বাস্তবে ঘটিয়া যাওয়াকে চায় না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ -

তোমার নিকট এবং তোমার পূর্ববর্তীগণের নিকট ওহী প্রেরণ করা হইয়াছে যে, যদি তুমি শিরক কর তবে তোমার আমল অবশ্যই বিনষ্ট করা হইবে।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

আর যদি তাহারা শিরক করে তবে তাহাদের আমল অবশ্যই বিনষ্ট হইবে।

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ

যদি আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান হওয়া সম্ভব হয় তবে আমিই সর্বপ্রথম তাঁহার দাসত্ব গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইব।

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَايَشَاءُ যদি আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিতেন তবে সৃষ্ট হইতে যাহাকে ইচ্ছা নির্ধারণ করিয়া লইতেন। উল্লেখিত আয়াতসমূহে শর্ত ব্যবহৃত হইয়াছে; অর্থাৎ না রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে শিরক সংঘটিত হওয়া সম্ভব, না পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণ হইতে শিরক সম্ভবপর আর আল্লাহর পক্ষেও সন্তান গ্রহণ সম্ভবপর নহে। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ সম্পর্কে যে কথা বলা হইয়াছে, যদি তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কোন অশ্লীল কাজ করিয়া বসে তবে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে। ইহার অর্থ ইহা যে, বাস্তবিক তাহাদের মধ্যে হইতে কেহ ঐ ধরনের কোন কাজ করিয়াছে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ সাধারণ রমণীগণের মত নহেন, তাহাদের মর্যাদা বহু উর্ধ্বের; অত:পর তাহাদের পক্ষ হইতে ঐ ধরনের অপরাধমূলক কোন কাজ যদিও সংঘটিত হইবে না; কিন্তু হইলে উহার বিধান হইল দ্বিগুণ শাস্তি; যেন তাহারা এই শাস্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অপরাধ হইতে বিরত থাকেন। এই জন্য আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ তোমাদের পক্ষ হইতে যেই কোন অশ্লীল কাজ করিবে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে। অর্থাৎ, দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়া হইবে আর পরকালেও শাস্তি দেওয়া হইবে। আবূ নজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন।

وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا আর ইহা অর্থাৎ দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ـ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্য হইতে যে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত হইবে এবং নেক আমল করিবে, আমি তাহাকে দ্বিগুণ বিনিময় দিব এবং আমি তাহার জন্য সম্মানিত রিয্ক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। কারণ বেহেশতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে শ্রেণীতে অবস্থান করিবেন তাহারাও সেই একই শ্রেণীতে অবস্থান করিবেন এবং ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মর্যাদা সর্বাপেক্ষা উচু মর্যাদা

হইবে। আরশের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী বেহেশতের যে অংশটি অসীলাহ নামে প্রসিদ্ধ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই স্থানেই বাস করিবেন।

(٣٢) يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۚ

(٣٣) وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۚ

(٣٤) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۠

৩২. হে নবী-পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নহ; যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে তোমরা পর-পুরুষের সহিত কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলিও না, যাহাতে অন্তরে যাহার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলিবে।

৩৩. এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করিবে; প্রাচীন যুগের মত নিজদিগকে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইও না। তোমরা সালাত কায়েম করিবে ও যাকাত প্রদান করিবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত থাকিবে। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে।

৩৪. আল্লাহ্‌র আয়াত ও জ্ঞানের কথা, যাহা তোমাদিগের গৃহে পঠিত হয়, তাহা তোমরা স্মরণ রাখিবে, আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ব বিষয়ে অবহিত।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী (সা)-এর পত্নিগণকে আদব শিক্ষা দিয়াছেন। যেহেতু উম্মতের পত্নিরা ইহাদের অনুসারী; অতএব তাহাদিগকেও একই আদব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। নবী পত্নিগণকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা যদি তাকওয়া অবলম্বন কর আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে ফযীলত ও মর্যাদার দিক হইতে আর কেহ তোমাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ তোমরা পুরুষদের সহিত কোমল কণ্ঠে কথা বলিও না। কারণ ইহা তাকওয়ার পরিপন্থী। সুদ্দী বলেন- خضوع بالقول এর অর্থ পুরুষের সহিত কোমল কণ্ঠে কথা বলা। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ যেই পুরুষের অন্তরে ব্যাধি আছে, অর্থাৎ অন্য নারীর প্রতি অবৈধ আকর্ষণ রহিয়াছে, সে প্রলুব্ধ হইবে।

وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا আর তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলিবে। ইব্ন যায়েদ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, তোমরা উত্তম ও কল্যাণকর কথা বলিবে। ইহার সার হইল অপর পুরুষদের সহিত এমন ভংগিমায় কথা বলা উচিৎ নহে, যে ভংগিমায় স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত কথা বলে।

قَوْلُهٗ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ তোমরা প্রয়োজন ব্যতীত ঘরের বাহিরে যাইবে না। বরং ঘরেই অবস্থান করিবে। শরয়ী প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাইতে পার। যেমন- মসজিদে সালাত পড়িবার প্রয়োজনে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَاتَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ الْمَسْجِدَ وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفْلَاتٌ

তোমরা আল্লাহর বান্দীগণকে মসজিদে যাইতে বাধা দিবে না। তবে তাহারা যেন সাজ-সজ্জা না করিয়া সাদাসিধেভাবে বাহির হয়। অন্য এক রেওয়াতে রহিয়াছে,

وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ তাহাদের ঘরই তাহাদের পক্ষে উত্তম। হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, হুমাইদ ইব্ন মাসআদ (র), হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একদা কিছু মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরুষগণ তো জিহাদের মর্যাদা লাভ করিল; আমরা এমনকি আমল করিতে পারি, যাহা দ্বারা আল্লাহ্র রাহে জিহাদের মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

مَنْ قَعَدَتْ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا مِنْكُنَّ فِيْ بَيْتِهَا فَاِنَّهَا تُدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

তোমাদের মধ্য হইতে যে নারী ঘরে অবস্থান করিয়া পর্দায় থাকিবে এবং সতীত্ব রক্ষা করিবে সে জিহাদের মর্যাদা লাভ করিবে। হুমাইদ ইব্‌ন মাসআদাহ (র) বলেন, সাবিত হইতে রাওহ ইবনুল মুছাইয়্যেব ব্যতীত আর কেহ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। রাওহ ইবনুল মুছাইয়্যেব বসরার একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। বায্‌যার আরো বলেন, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَاَقْرَبُ مَاتَكُوْنُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِىَ فِىْ قَعْرِبَيْتِهَا ـ

নারী সম্পূর্ণই ঢাকিয়া রাখিবার বস্তু, সে যখন বাহির হয় তখন শয়তান তাহার দিকে মাথা উঁচু করিয়া তাকাইতে থাকে। যখন সে ঘরের অভ্যন্তরে থাকে তখনই সে তাহার প্রতিপালকের সর্বাপেক্ষা নৈকট্য লাভ করিতে সক্ষম। ইমাম তিরমিযী (র) বুন্দার সূত্রে আমর ইব্‌ন আসিম (র) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বায্‌যার (র) তাহার পূর্ব সূত্রে এবং ইমাম আবূ দাউদও একই সূত্রে নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

صَلٰوةُ الْمَرْأَةِ فِىْ مَخْدَعِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهَا فِىْ بَيْتِهَا وَ صَلٰوتُهَا فِىْ بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهَا فِىْ حُجْرَتِهَا ـ

নারীর পক্ষে ঘরের অভ্যন্তরীণ খাস কামরায় সালাত পড়া তাহার ঘরে সালাত পড়া অপেক্ষা উত্তম। আর তাহার পক্ষে ঘরে সালাত পড়া ঘরের আঙ্গিনায় সালাত পড়া অপেক্ষা উত্তম। হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

قَوْلُهُ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى ـ

মুজাহিদ (র) বলেন, পুরুষের সম্মুখে খোলাখুলিভাবে নারীর চলাফেরা করা ইহাই হইল প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় প্রদর্শন করিয়া বেড়ান। কাতাদাহ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, নারীদের ঘর হইতে বাহির হইয়া হেলিয়া দুলিয়া খাস ভংগিমায় চলাচল করাকে বলা হইয়াছে প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় শরীর প্রদর্শন করা। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ইহাকেই নিষেধ করিয়াছেন। মুকাতিল (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম হইল মাথায় উড়না রাখিয়া উহা বাঁধিয়া না রাখা। এইভাবে তাহার হার, কানের অলংকার ও দালা প্রদর্শন করা تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ জাহেলী যুগের ন্যায় অংগ প্রদর্শন করা বলা হইয়াছে। পরবর্তীতে অন্যান্য মহিলাদের মধ্যেও ইহা বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইব্‌ন যুহাইর (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)

হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولٰى পাঠ করিয়া বলিলেন, প্রাচীন জাহেলী যুগ হইল হযরত নূহ ও হযরত ইদ্রীস (আ)-এর মধ্যবর্তী যুগ আর দুইটি বংশধর ছিল, একটি বাস করিত পাহাড়ে আর অন্যটি নরম সমতল ভূমিতে। পাহাড়ে বসবাসকারী পুরুষ হইত সুশ্রী ও মহিলা হইত কুৎসিত। আর নরম সমতল ভূমির মহিলারা হইল সুন্দরী ও পুরুষরা অসুন্দর। একদা ইবলীস নরম সমতলভূমিতে এক ব্যক্তির বাড়ীতে একজন গোলামের বেশে আসিল এবং তাহার নিকট মযদুরীর চাকুরী গ্রহণ করিল এবং তাহার কাজকর্ম করিতে লাগিল। একবার সে একটি বস্তু লইয়া উহা দ্বারা বাঁশীর মত একটি জিনিস তৈয়ার করিল এবং এমন মন মাতান সুরে উহা বাজাইতে লাগিল যে, অমন সুর মানুষ আর কখনও শ্রবণ করে নাই। তাহার বাঁশী বাজাইবার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং দলে দলে লোক আসিয়া তাহার নিকট ভীড় জমাইতে শুরু করিল। এমন কি বৎসরে একদিন মেলার অনুষ্ঠান শুরু করিলে নারী পুরুষ সকলেই একত্রিত হইত। নারীরা পুরুষদের জন্য সাজ-সজ্জা গ্রহণ করিত। পুরুষরাও নারীদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য সজ্জিত হইত। মেলা অনুষ্ঠিত হইবার সংবাদ পাহাড়েও ছড়াইয়া পড়িল এবং তথায় বসবাসকারী একজন পুরুষ একবার ঐ মেলায় আসিয়া পড়িল। সমতল ভূমিতে রূপ ও সাজ-সজ্জা দেখিয়া সে অতিশয় মুগ্ধ হইল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সে তাহার লোকজনের নিকট ঐ সকল রূপসী সুন্দরী মহিলাদের রূপের আলোচনা করিল। ফলে তাহারা সুন্দরী নারীদের আকর্ষণে সমতলভূমিতে অবতরণ করিয়া তাহাদের সঙ্গ লাভ করিল এবং এইভাবে তাহাদের মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করিল। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولٰى এর মধ্যে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

قوله وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণকে প্রথমে অন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন এবং পরে তাহাদিগকে সালাত আদায় করিতে, যাকাত দান করিতে ও আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করিবার ন্যায় সৎকাজের জন্য আদেশ করিয়াছেন। সালাতের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও উপাসনার প্রকাশ ঘটে এবং যাকাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র মাখলুকের প্রতি সদাচরণ ও অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। اَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ প্রথমে আল্লাহ্ বিশেষ কয়েকটি নির্দেশ প্রদান করিবার পর সাধারণভাবে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে।

قوله اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ـ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ আহলে বাইত এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাহারাই আয়াত নাযিল হইবার কারণ। তাহাদের শানেই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। আর যাহাদের শানে আয়াত নাযিল হইয়াছে তাহারা অবশ্যই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তবে আহলে বাইত কি কেবল তাহারাই? না আরো কেহ আহলে বাইতে অর্ন্তভুক্ত আছেন, এই বিষয়ে দুইটি মত বিদ্যমান। অবশ্য যাহারা বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ ছাড়াও আহলে বাইত এর সদস্য আছেন এই মতটি অধিক বিশুদ্ধ। ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন হযরত ইকরিমাহ (র) বাজারে গিয়া উচ্চস্বরে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলী ইব্‌ন হারব মুসেলা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ الخ আয়াতটি কেবল মাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলী ইব্‌ন হারব মুসেলী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الخ আয়াতটি কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণ সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। হযরত ইকরিমাহ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি যে কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে, এই বিষয়ে যদি কেহ মুবাহালা করিতে চায় তবে ইহার জন্য আমি প্রস্তুত। তবে হযরত ইকরিমাহ (র)-এর উদ্দেশ্য যদি কেবল ইহা হয় যে, আয়াতটি নাযিল হইবার কারণ ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ, ইহাতে দ্বিমতের কোন কারণ নাই। আর যদি উদ্দেশ্য হয় যে আয়াতের মর্ম কেবল তাহারাই, তবে ইহা নিশ্চিত বলা যায় না। ইহাতে দ্বিমতের অবকাশ রহিয়াছে। কারণ একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, আহলে বাইত এর সদস্য আরো আছেন।

(১) ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র) আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছয়মাস পর্যন্ত ফজরের সালাতের জন্য যখন বাহির হইতেন তখন হযরত ফাতেমা (রা)-এর দরজার নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেন এবং বলিতেন ঃ

اَلصَّلٰوةُ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ـ

হে আহলে বাইত, সালাতের সময় হইয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অপবিত্রতা দুর করিয়া সর্বাঙ্গীন পবিত্র করিতে চাহেন। ইমাম তিরমিযী (র) আব্দ ইব্‌ন হুমাইদ (র) সূত্রে আফফান হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাকে হাসান গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

(২) ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইব্‌ন অকী' (র) আবুল হামরা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে আমি মদীনায় সাতমাস অবস্থান করিয়াছি।

সেই সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিয়াছি, তিনি ফজর হইলে হযরত আলী ও ফাতেমা (রা)-এর দরজায় আসিয়া বলিতেন ঃ

اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا -

সালাতের সময় হইয়াছে, সালাতের সময় হইয়াছে। হে আহলে বাইত! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অপবিত্রতা দূর করিয়া সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে চাহেন।

সনদে বিদ্যমান আবূ দাঊদ আলআ'মার নাম হইল নুফাই ইবনুল হারেস। তিনি একজন মিথ্যাবাদী।

(৩) হাসান আহমদ (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসআব (র) ইব্ন আম্মার হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ওয়াছিলা ইব্ন আছকা' (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম। তখন তাহার কাছে আরো কিছু লোক ছিল। তাহারা হযরত আলী (রা)-কে গালি দিতেছিল। আমি তাহাদের সহিত উহাতে শরীক হইলাম। অতঃপর তাহারা চলিয়া গেলে হযরত ওয়াছিলা ইব্ন আছকা' আমাকে বলিলেন, তুমিও হযরত আলী (রা)-কে গালি দিলে? আমি বলিলাম, আমি তো তাহারা গালি দিয়াছে বলিয়া গালি দিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যে কি করিতে দেখিয়াছি আমি কি তোমাকে তাহা বলিব না? বলিলাম, অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন একবার আমি হযরত ফাতেমা (রা)-এর নিকট গিয়া হযরত আলী (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোথায়? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা কর। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। অত:পর তিনি যখন আগমন করিলেন তখন তাহার সহিত হযরত আলী, হাসান ও হুসাইন (রা) ছিলেন। তাহাদের উভয়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত ধরিয়া চলিতেছিল। চলিতে চলিতে তাহারা সকলেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী ও ফাতেমা (রা) উভয়কে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন। এবং হাসান ও হুসাইন (রা) উভয়কে তাহার ক্রোড়ে বসাইয়া সকলকে একটি কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا -

আয়াতটি পাঠ করিয়া তিনি এই বলিলেন ঃ

اللهم هؤلاء اهل بيتى واهل بيتى احق -

হে আল্লাহ্! ইহারা আমার পরিবারবর্গ এবং আমার পরিবারবর্গ অধিক হকদার।

আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) আব্দুল করীম ইব্ন আবূ উমাইর (র) স্বীয় সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ আমর আওযাঈ (র) হইতে। তবে তিনি স্বীয় বর্ণনায়

এতটুকু বর্ণনা করিয়াছেন, তখন ওয়াছিলা (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আপনার পরিবারভুক্ত নহি। তিনি বলিলেন, وانت من اهلى —তুমিও আমার পরিবারভুক্ত। হযরত ওয়াছিলা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) এই বাণী আমার জন্য অনেক বড় আশার বাণী। ইব্ন জারীর (র) আরো বলেন, আব্দুল আ'লা ইব্ন ওয়াছিল (র) শাদ্দাদ ইব্ন আবূ আম্মার হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার ওয়াছিলা ইব্ন আছকা' (রা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম। তখন কিছু লোক হযরত আলী (রা)-কে গালি দিতেছিল। তাহারা চলিয়া গেলে তিনি আমাকে বলিলেন, বস। আমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীস তোমাকে বলিব, ইহারা যাহাকে গালি দিল। একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় হযরত আলী, হাসান ও হুসাইন (রা) তাঁহার নিকট আসিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের সকলকে একটি কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্! ইহারা আমার পরিবারবর্গ, হে আল্লাহ! আপনি ইহাদের অপবিত্রতা দুর করিয়া দিন এবং পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করিয়া দিন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিও কি আপনার পরিবারভুক্ত? তিনি বলিলেন وَاَنْتَ তুমিও। হযরত ওয়াছিলা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বাণীই আমার সর্বাধিক ভরসার বস্তু।

(৪) ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন নুমাইর (র) হযরত উম্মে সালমাহ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ তাহার ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন, এ সময় হযরত ফাতেমা একটি পাত্রে হালুয়া লইয়া আসিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে পেশ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন— اُدْعِى زَوْجَكِ وَابْنَيْكِ —তুমি তোমার স্বামী ও দুই পুত্রকে ডাক। হযরত উম্মে সালমাহ্ (রা) বলেন, অত:পর হযরত আলী, হাসান ও হুসাইন আসিলেন, ভিতরে প্রবেশ করিয়া সকলে হালুয়া খাইতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিছানায় ছিলেন। তাহার নিচে ছিল খায়বার এর একটি চাদর। আর আমি তখন সালাত পড়িতেছিলাম, এমন সময় নাযিল হইল ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا -

হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) চাদরের অবশিষ্ট অংশ দ্বারা তাহাদিগেক আবৃত করিয়া হাত বাহির করিয়া আসমানের দিকে উত্তোলন করিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহ্! ইহারা আমার পরিবারবর্গ এবং আপনি তাহাদের অপবিত্রতা দূর করুন এবং পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করুন। হযরত উম্মে সালমাহ্ (রা) বলেন–জিজ্ঞাসা করিলাম ؟ وانا معكم يارسول الله ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিও কি আপনাদের সহিত'? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন اِنَّكِ اِلَى خَيْرٍ اِنَّكِ اِلَى خَيْرٍ নিশ্চয় তুমি কল্যাণের মধ্যে আছ, নিশ্চয় তুমি কল্যাণের মধ্যে আছ। হাদীসের সনদে 'আতা (র)-এর শায়খ এর নাম উল্লেখ করা হয় নাই। তবে অবশিষ্ট রাবী নির্ভরযোগ্য।

(৫) ইব্ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ফাতেমা (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিলেন এবং একটি পেয়ালায় আনীত হালুওয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন– রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন أَيْنَ ابْنُ عَمِّكَ وَابْنَاكَ তোমার চাচার পুত্র ও তোমার পুত্রদ্বয় কোথায়? ফাতেমা (রা) বলিলেন, তাহারা ঘরে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ اُدْعِيهِمْ —তুমি তাহাদিগকে ডাক। ফাতিমা (রা) হযরত আলী (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহবানে সাড়া দিন এবং আপনার দুই সন্তানকেও লইয়া যান। হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন, তিনি বিছানায় পড়িয়া থাকা একটি কাপড়ের প্রতি হাত বাড়াইলেন এবং উহা বিছাইয়া তাহাদিগকে উহার উপর বসিতে বলিলেন। অত:পর তিনি বাম হাত দ্বারা সেই কাপড়টির চারদিক ধরিয়া মাথার উপরে লইয়া একত্রিত করিলেন এবং ডাইন হাত আসমানের দিকে উত্তোলন করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্! ইহারা আমার পরিবারবর্গ, অতএব আপনি ইহাদের যাবতীয় অপবিত্রতা দূর করিয়া ইহাদিগকে পবিত্র করুন।

(৬) ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইব্ন হুমাইদ (র) হাকীম ইব্ন সা'দ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা হযরত উম্মে সালমাহ (রা)-এর নিকট হযরত আলী (রা)-এর আলোচনা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا আমার ঘরেই নাযিল হইয়াছিল। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, দেখ কাউকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিবে না। কিন্তু ফাতেমা (রা) আসিলেন, আর আমি তাহাকে তাহার আব্বার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিলাম না। অত:পর হাসান (রা) আসিলেন, আমি তাহাকেও বাধা দিতে পারিলাম না। তাহার পর আসিলেন হুসাইন (রা) আমি তাহাকে, তাহার নানা ও তাহার আম্মার সহিত সাক্ষাৎ করা হইতে বাধা দিতে পারিলাম না। অবশেষে হযরত আলী (রা) আসিলেন, আমি তাহাকেও বাধা দিতে পারিলাম না। তাহারা একত্রিত হইলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে একটি কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া বলিলেন ঃ

هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِيْ فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا -

যখন তাহারা বিছানার উপর বসিলেন তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল। হযরত উম্মে সালমা (রা) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিও কি আপনার আহ্লে বাইত এর অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলিলেন, اِنَّكِ اِلٰى خَيْرٍ তুমিও কল্যাণের দিকে।

(৭) ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র) ....হযরত উম্মে সাল্মা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার ঘরে ছিলেন, এমন সময় সেবিকা ফাতেমা ও আলীর (রা) আগমনের খবর দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন, তুমি আমার আহ্লে বাইত হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াও। হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, আমি কাছেই একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম। অত:পর আলী ও ফাতেমা এবং তাহাদের সহিত তাহাদের পুত্রদ্বয় হাসান ও হুসাইন (রা) সকলেই ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হাসান হুসাইন (রা) উভয়ই ছিলেন শিশু। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে স্বীয় উরুর উপরে বসাইলেন এবং উভয়কে চুম্বন করিলেন আর হযরত আলী (রা)-কে এক হাত দ্বারা গলায় লাগাইলেন। আর অপর হাত দ্বারা হযরত ফাতেমা (রা)-কেও গলায় লাগাইলেন এবং উভয়কে চুম্বন করিলেন। অত:পর তিনি একটি চাদর দ্বারা সকলকে আবৃত করিয়া বলিলেন, اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ لاَ اِلَى النَّارِ اَنَا وَاَهْلُ بَيْتِىْ হে আল্লাহ্! আমি ও আমার আহলে বাইত আপনার প্রতি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, দোযখের নয়। হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, অত:পর আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমিও কি ? তিনি বলিলেন, তুমিও।

(৮) ইব্ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) ....উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا আমার ঘরে নাযিল হইয়াছে। তিনি বলেন, আমি আমার ঘরের দ্বারে বসিয়াছিলাম। অত:পর আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আহলে বাইত এর অন্তর্ভুক্ত নহি ? তখন তিনি বলিলেন, اِنَّكِ اِلَى خَيْرٍ اَنْتِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صـ তুমি কল্যাণের দিকে এবং নবীর পত্নিগণের একজন। হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, তখন ঘরের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্, আলী, ফাতেমা এবং হাসান ও হুসাইন (রা) ছিলেন।

(৯) ইব্ন জারীর (র) হাদীসটি আবূ কুরাইব (র), শাহর ইব্ন হাওশাব এর সূত্রেও হযরত উম্মে সালমা হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(১০) ইব্ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) ....হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (রা)-কে তাহার কাপড়ের নিচে একত্রিত করিলেন। অত:পর তিনি আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিলেন ঃ هٰؤُلاَءِ اَهْلُ بَيْتِىْ ইহারা হইল আমার আহ্লে বাইত।

হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, অত:পর আমি বলিলাম, يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَدْخِلْنِىْ مَعَهُمْ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকেও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তখন তিনি বলিলেন, اَنْتِ مِنْ اَهْلِىْ —তুমি আমার পরিবারভুক্ত।

(১১) ইব্ন জারীর (র) আহমদ ইব্ন তূসী (র) ....উমর ইব্ন আবূ সালামাহ-এর আম্মা হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(১২) ইব্ন জারীর (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি কালো উলের চাদর পরিধান করিয়া সকাল বেলা বাহির হইলেন। অত:পর তাহার কাছে হাসান (রা) আসিলে তিনি তাহাকে চাদর দ্বারা আবৃত করিলেন। অত:পর হুসাইন (রা) আসিলেন। তিনি তাহাকেও চাদর দ্বারা ঢাকিয়া লইলেন। ইহার পর ফাতিমা (রা) আসিলেন। তিনি তাহাকেও চাদর দ্বারা ঢাকিয়া লইলেন। অবশেষে আলী (রা) আসিলে তিনি তাহাকেও চাদর দ্বারা আবৃত করিলেন এবং এই আয়াত পাঠ করিলেন,

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

ইমাম মুসলিম (র) আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বাহ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন বিশর (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

(১৩) ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... আওয়াম ইব্ন হাওশাব এর একজন চাচাত ভাই হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আমার আব্বার সহিত হযরত আয়িশা (রা)-এর কাছে উপস্থিত হইলাম। অত:পর আমি হযরত আলী (রা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রিয়তম ব্যক্তি ছিলেন এবং তাহার প্রিয়তমা কন্যা যাহার পত্নি ছিলেন। আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (রা)-কে ডাকিয়া তাহাদিগকে একটি কাপড় দ্বারা আবৃত করিতে দেখিলাম। অত:পর তিনি বলিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِىْ فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا ـ

"হে আল্লাহ্! ইহারা আমার আহলে বাইত। ইহাদের অপবিত্রতা দূর করুন এবং সম্পূর্ণরূপে ইহাদিগকে পবিত্র করুন।" হযরত আয়িশা (রা) বলেন, অত:পর আমি তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিও কি আপনার আহ্লে বাইত। তখন তিনি বলিলেন, তুমি সরিয়া যাও, তুমি কল্যাণে আছ।

(১৪) ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইব্ন মুছান্না (র) ....হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইত বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا এই আয়াত আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন (রা) ও আমার সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। পূর্বে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ফুযাইল ইব্ন মারযূক (র) হাদীসটি ..... হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে মওকুফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। والله اعلم

(১৫) ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, মুছান্না (র) ....হযরত সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ওহী নাযিল হইল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী, তাহার দুই পুত্র এবং হযরত ফাতেমা (রা)-কে ধরিয়া একটি কাপড়ের দ্বারা আবৃত করিলেন। অত:পর তিনি বলিলেন ঃ رَبِّ هٰـؤُلَاءِ اَهْلِـى وَاهْـلُ بَـيْـتِـىْ - হে আল্লাহ্! ইহারা আমার পরিবার ও আহ্‌লে বাইত।

(১৬) ইমাম মুসলিম (র) তাহার সহীহ্ গ্রন্থে যুহাইর ইব্‌ন হারব (র) ....ইয়াযীদ ইব্‌ন হাব্বান (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি, হুসাইন ইব্‌ন সাব্বাহ ও উমর ইব্‌ন সালামাহ (র) হযরত যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। আমরা যখন তাহার কাছে বসিলাম তখন হুসাইন (রা) তাহাকে বলিলেন, হে যায়েদ! আপনি বহু কল্যাণ সঞ্চয় করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিয়াছেন। তাহার হাদীস শুনিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত শরীক হইয়া জিহাদ করিয়াছেন আর তাঁহার পিছনে সালাতও পড়িয়াছেন। হে যায়দ! আপনি বহু কল্যাণ লাভ করিয়াছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে যে হাদীস শুনিয়াছেন উহা বর্ণনা করুন। তখন তিনি বলিলেন, হে ভাতিজা! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্যের জামানা প্রাচীন হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যেই হাদীস সংরক্ষণ করিয়াছিলাম উহার কিছু ভুলিয়াও গিয়াছি। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যেই হাদীস নিজেই বর্ণনা করি উহা গ্রহণ কর আর যাহা আমি বর্ণনা করিতে চাই না উহার জন্য কষ্ট করিও না। অত:পর তিনি বলিলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা ও মদীনার মাঝে 'খুম' নামক একটি কূপের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র হামদ করিয়া নসীহতও করিলেন। তিনি বলিলেন, হে লোক সকল! আমিও একজন মানুষ। সম্ভবত সত্ত্বরই আমার কাছে প্রতিপালকের পক্ষ হইতে বার্তাবাহক আসিবেন এবং তোমাদিগকে ছাড়িয়া আমার পরপারে পাড়ি দিতে হইবে। তবে আমি তোমাদের নিকট দুইটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু রাখিয়া যাইব। একটি আল্লাহ্‌র কিতাব। উহাতে হিদায়াত ও নূর রহিয়াছে। তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। অত:পর তিনি আল্লাহ্‌র কিতাব ধারণ করিবার জন্য তাকীদ করিলেন ও উৎসাহিত করিলেন। অত:পর তিনি বলিলেন ঃ

وَاَهْـلُ بَـيْـتِـىْ اُذَكِّرُكُـمُ اللّٰهَ فِـىْ اَهْـلِ بَـيْـتِـىْ اُذَكِّرُكُـمُ اللّٰهَ فِـىْ اَهْـلِ بَـيْـتِـىْ -

আর আমার আহ্‌লে বাইত রাখিয়া যাইব। আমি তোমাদিগকে আমার আহ্‌লে বাইত সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করাইতেছি— এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন। অত:পর হুসাইন (র) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যায়েদ! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহ্‌লে বাইত কে? তাঁহার পত্নিগণ কি আহ্‌লে বাইত নহেন ? তিনি বলিলেন, তাহার পত্নিগণও তাহার আহলে বাইত; তবে তাহারও তাহার আহ্‌লে বাইত, যাহাদের উপর

সদকা গ্রহণ করা হারাম। হুসাইন (র) বলিলেন, তাহারা কে কে, যাহাদের উপর সদকা গ্রহণ করা হারাম ? তিনি বলিলেন, তাহারা হইলেন, আলী (রা)-এর পরিবার,আকীল (র)-এর পরিবার, জা'ফর (রা)-এর পরিবার, আব্বাস (রা)-এর পরিবার। হুসাইন জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে ইহাদের সকলের উপরই কি সদকা হারাম? তিনি বলিলেন, হাঁ।

অত:পর ইমাম মুসলিম (র) মুহাম্মদ ইব্ন রাইয়ান (র) .... যায়েদ ইব্ন আরকাম (র) হইতে পূর্ববর্তী রেওয়ায়েতের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসে ইহাও বর্ণিত, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পত্নিগণও কি আহ্লে বাইত এর অন্তর্ভুক্ত ? তিনি বলিলেন, না। আল্লাহ্র কসম, কোন নারী যুগ যুগ ধরিয়া কোন পুরুষের সহিত অবস্থান করিবার পর পুরুষ তাহাকে তালাক দিলে সে তাহার আব্বা ও খান্দানের নিকট প্রত্যাবর্তন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহলে বাইত হইল ঐ সকল লোক, যাহাদের প্রতি সদকা হারাম করা হইয়াছে। অত্র রেওয়ায়েতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ববর্তী রেওয়ায়েত আধা উত্তম এবং উহাই আধা গ্রহণযোগ্য। তবে দ্বিতীয় প্রকার রেওয়ায়েতে যে আহ্লে বাইত এর উল্লেখ করা হইয়াছে উহা দ্বারা সেই সকল আহ্লে বাইত উদ্দেশ্য, যাহাদের জন্য মাল গ্রহণ করা হারাম। অথবা ইহার অর্থ হইল, আহ্লে বাইত দ্বারা কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণই বুঝান হয় নাই; বরং পত্নিগণ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারের অন্যান্য সদস্য উদ্দেশ্য। এই অর্থ গ্রহণ করা হইলে উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। আর আয়াত এবং হাদীসের মধ্যেও বিরোধের মীমাংসা হইয়া যায়। والله اعلم

পবিত্র কুরআনের আয়াতে যিনি চিন্তা-ভাবনা করিবেন তাহার পক্ষে ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিবে না যে اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ পূর্ববর্তী কালাম তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে এবং পরেও আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ঘরে ওহীর মাধ্যমে তাহার রাসূলের উপর যে কুরআন ও সুন্নাহ নাযিল কয়িাছেন, হে রাসূলুল্লাহ্র পত্নিগণ! তোমরা উহার প্রতি আমল কর। অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির মধ্য হইতে আল্লাহ্ তা'আলা যে নিয়ামত দ্বারা তোমাদিগকে খাস করিয়াছেন, তোমরা উহা স্মরণ কর এবং উহার প্রতি আমল কর। তোমাদের ঘরেই আল্লাহ্ ওহী' নাযিল করিয়াছেন। দুনিয়ার অন্য কোন লোকের ঘরে নহে। বিশেষত হযরত আয়িশা (রা) এই নিয়ামতের অধিক অধিকারী। তাহার প্রতি আল্লাহ্র এই অনুগ্রহ অধিক বর্ষিত হইয়াছে। তিনি সেই ভাগ্যবতী রমণী, যাহার বিছানায় আরামরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে। এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্পষ্টত উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত আয়িশা (রা)-এর এই সৌভাগ্যের কারণ ইহাও হইতে পারে যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন কুমারী মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নি হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। তাহার বিছানা কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যই খাস ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ তাহার সান্নিধ্যে আসেন নাই। আর এই কারণেই তিনি এই বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী হইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহ্লে বাইত এর অন্তর্ভুক্ত, সেক্ষেত্রে তাহার নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন যে 'আহ্লে বাইত' এর অন্তর্ভুক্ত হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। যেমন পূর্বে ইরশাদ হইয়াছে وَاَهْلُ بَيْتِىْ اَحَقُّ অর্থাৎ আমার অন্য সকল আত্মীয়-স্বজন এই নামের অধিক হকদার । রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই হাদীস সহীহ্ মুসলিম এর অন্য এক হাদীসের সদৃশ। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, প্রথম দিনেই তাক্ওয়ার উপর কোন্ মসজিদকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে ? জবাবে তিনি বলিলেন, مَسْجِدِىْ هٰذَا আমার এই মসজিদকে। অথচ আয়াত নাযিল হইয়াছিল মসজিদে কুবা সম্বন্ধে। যেমন অন্যান্য হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা 'মসজিদে কুবা' সম্বন্ধেই যখন এই ঘোষণা করিয়াছেন যে উহা প্রথম দিন হইতেই 'তাক্ওয়া' এর উপর প্রতিষ্ঠিত। সেক্ষেত্রে মসজিদে নববী যে তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অভিহিত হওয়ার অধিক হকদার, ইহা সুস্পষ্ট। والله اعلم

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ...ইব্ন জামীলাহ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা)-কে হত্যা করিয়া শহীদ করিবার পর হযরত হাসান (রা) -কে খলীফা নির্বাচন করা হইল। একদিন তিনি বলিলেন, হযরত আলী (রা) সালাত রত ছিলেন। অকস্মাৎ এক ব্যক্তি তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল এবং খঞ্জর দ্বারা তাহাকে আঘাত করিল। হুসাইন (রা) বলেন, হযরত আলী (রা)-কে খঞ্জর দ্বারা আঘাতকারী ব্যক্তি ছিল বনূ আসাদ গোত্রীয়। হযরত হাসান (রা) তখন সিজদায় অবনত ছিলেন। রাবী বলেন, খঞ্জরের আঘাত হযরত আলী (রা)-এর উরুতে লাগিয়াছিল। ইহার কারণে তিনি কয়েক মাস যাবৎ অসুস্থ হইয়া থাকেন। একবার তিনি কিছু সুস্থতা অনুভব করিলে মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, হে ইরাকবাসীগণ! আমাদের সম্বন্ধে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। আমরা তোমাদের শাসক, তোমাদের অতিথি এবং আহ্লে বাইত। তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ

রাবী বলেন, হযরত আলী (রা) ইহা বারবার বলিতে লাগিলেন। ফলে মসজিদের সকলেই কাঁদিতে লাগিল। সুদ্দী (র) আবূ দায়লাম (র) হইতে বর্ণনা করেন, একবার হযরত আলী ইব্ন হুসাইন একজন শাম অধিবাসীকে বলিলেন, তুমি কি সূরা আহযাব এর এই আয়াত পাঠ কর নাই ?

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا লোকটি বলিল, হাঁ, পাঠ করিয়াছি। তবে তোমরাই কি সেই আহ্লে বাইত ? তিনি বলিলেন, হাঁ।

قوله إِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا নি:সন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহশীল। তাঁহার অনুগ্রহেই তোমরা [ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ ] এই উচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়াছ এবং তোমরাই যে এই মর্যাদার অধিকারী ইহা সম্পর্কে তিনি অবহিত। সুতরাং তিনি তোমাদিগকে এই মর্যাদার জন্য খাস করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) এই আয়াতের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা হইল, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র যে খাস নিয়ামত রহিয়াছে তোমরা উহা স্মরণ কর এবং সেই নিয়ামত হইল যে আল্লাহ্ তোমাদিগকে এমন ঘরে বাস করিবার তাওফিক দান করিয়াছেন যে ঘরে আল্লাহ্র কিতাব ও হিকমত পাঠ করা হয়। অতএব তোমরা এই নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আল্লাহ্র প্রশংসা কর। إِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا নি:সন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান। তিনি অনুগ্রহ করিয়া এমন ঘরে তোমাদিগকে অবস্থান করিবার তাওফীক দান করিয়াছেন, যেখানে আল্লাহ্র আয়াত ও হিকমত অর্থাৎ সুন্নাহ পাঠ করা হয় এবং তোমাদের সম্বন্ধে তিনি অবহিত। এই কারণে তোমাদিগকে তিনি তাহার নবীর পত্নিরূপে মনোনয়ন করিয়াছেন।

হযরত কাতাদাহ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা বর্ণনা করিয়াছেন ইব্ন জারীর (র)।

(٣٥) إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصّٰٓئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ○

৩৫. অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী,

ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌন অংগ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী—ইহাদিগের জন্য আল্লাহ্ রাখিয়াছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) আফফান (র) .... উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলাম, পবিত্র কুরআনে পুরুষদিগকে যেমন উল্লেখ করা হইয়াছে নারীদিগকে তেমন উল্লেখ করা হয় নাই কেন ? হযরত উম্মে সালমা বলেন, একদিন হঠাৎ মিম্বরের উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম। আমি তখন আমার চুল বিন্যাস করিতেছিলাম; কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আওয়াজ শুনিতেই আমি কোন রকম ঠিক করিয়া আমার ঘরের আঙ্গিনায় বাহির হইয়া আসিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথার প্রতি কর্ণপাত করিয়া তাঁহাকে বলিতে শুনিলাম يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ —হে লোক সকল, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী। ইমাম নাসায়ী ও ইব্ন জারীর (র) আব্দুল ওয়াহিদ ইব্ন যিয়াদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) ইমাম নাসায়ী (র), মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র).... হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র নবী! ইহার কারণ কি যে পবিত্র কুরআনে পুরুষের উল্লেখ করা হইয়াছে, অথচ নারীদের উল্লেখ করা হয় নাই ? তাহার এই প্রশ্নের পর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

(৩) ইব্ন জারীর (র), আবূ কুরাইশ (র) .... হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রতি বিষয়ে কেবল পুরুষদিগকে কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে, আমাদিগকে কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার কারণ কি ? অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

(৪) সুফিয়ান সাওরী (র)...হযরত উম্মে সালমাহ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উম্মে সালমা (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! يذكر الرجال ولا نُذكر পবিত্র কুরআনে পুরুষদিগকে তো উল্লেখ করা হইয়াছে, অথচ আমাদিগকে উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার কারণ কি ? অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ নাযিল করিলেন।

(৫) ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) ....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কতিপয় মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, مَالَهُ يَذْكُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَذْكُرُ الْمُؤْمِنَاتِ মু'মিন পুরুষদের কথা তো আল্লাহ্ উল্লেখ করেন; অথচ মু'মিন নারীদের কথা উল্লেখ করেন না। ইহার কারণ কি ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الاية নাযিল করিলেন। ইব্‌ন জারীর (র) আরো বলেন, বিশর (র)... কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত। একদা কতিপয় মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আপনাদের তো উল্লেখ করিয়াছেন; অথচ কোন বিষয়ে আমাদের উল্লেখ করেন নাই; ইহার কারণ কি ? আমাদের বিষয়ে কি উল্লেখ করিবার কিছু নাই ? অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الاية। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমান ও ইসলাম এক নহে। ঈমান ইসলাম হইতে পৃথক।

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا গ্রাম্য লোকেরা বলে আমরা ঈমান আনিয়াছি। হে নবী! তুমি বলিয়া দাও, তোমরা ঈমান আন নাই; বরং তোমরা ইহা বল, আমরা বাহ্যিক আনুগত্য স্বীকার করিয়াছি। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, ঈমান ইসলাম হইতে খাস।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, لَايَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ঈমান বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কোন ব্যভিচারী ব্যভিচার করিতে পারে না। ব্যভিচার ঈমানকে দূরীভূত করিয়া দেয়। কিন্তু সকল মুসলমান ইহাতে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, ব্যভিচার করিয়া কেহ কাফির হইয়া যায় না। অতএব বুঝা গেল যে, ঈমান ইসলাম হইতে খাস। বুখারী শরীফের 'শরাহ' গ্রন্থে আমরা এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি।

قوله وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ শব্দদ্বয় قنوت হইতে নির্গত। ইহার অর্থ শান্ত হইয়া আনুগত্য করা। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ-

নাকি সেই, যে সিজদায় অবনত অবস্থায় ও দণ্ডায়মান হইয়া রাত্রের প্রহরসমূহে আনুগত্যে লিপ্ত থাকে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তাহার প্রতিপালকের রহমতের আশা পোষণ করে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَهُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ আর আসমান ও যমীনে বিদ্যমান সকলেই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন এবং সকলেই তাঁহার অনুগত।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য প্রকাশার্থে দণ্ডায়মান হও।

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ হে মারয়াম! তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর, সিজদা কর ও রুকুকারীদের সহিত রুকু কর। ইসলাম অর্থাৎ প্রকাশ্য আনুগত্যের আরো এক ধাপ উর্ধ্বে আরোহণ করিলে 'ঈমান' এর স্তরে উপনীত হওয়া যায় এবং ইসলাম ও ঈমান উভয়ের মাধ্যমে কুনূত অর্থাৎ ইবাদত ও আনুগত্য লাভ করা যায়।

وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقَاتِ আয়াতাংশে কথাবার্তায় সত্যবাদিতা অবলম্বন করার প্রশংসা করা হইয়াছে। ইহা আল্লাহ্র নিকট অতি পসন্দনীয় গুণ। আর এই কারণেই কোন সাহাবায়ে কিরাম সারা জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন না। জাহেলী যুগেও নহে আর ইসলাম গ্রহণ করিবার পরেও নহে। সত্য বলা ঈমানের আলামত, যখন মিথ্যা বলা নিফাকের আলামত। যে ব্যক্তি সত্য বলিবে সে মুক্তি পাইবে। সত্য বলা অপরিহার্য। কারণ সত্য নেকীর প্রতি দিক নির্দেশ করে আর নেকী জান্নাতের পথ সুগম করে। মিথ্যা হইতে বিরত থাকা অপরিহার্য। কঠিন মিথ্যাও ফিসক ও ফুজুরের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য বলে ও সত্য অন্বেষণ করে, আল্লাহ্র দরবারে তাহাকে সিদ্দীক বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে এবং মিথ্যা অন্বেষণ করে আল্লাহ্র দরবারে 'মিথ্যুক' বলিয়া লেখা হয়। এই বিষয়ে আরো অনেক হাদীস আছে।

وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرَاتِ আর ধৈর্যধারণকারী পুরুষ ও ধৈর্যধারণকারী নারী, ধৈর্য দৃঢ়তার সুফল। যখন কেহ এই বিশ্বাস স্থাপন করে যে, ভাগ্যলিপির লিখন অবশ্যম্ভাবী, তাহার পক্ষে বিপদে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হইয়া পড়ে। অবশ্য বিপদের সম্মুখীন হইলে প্রথম অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা অধিকতর কঠিন হয়। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে উহা সহজ হইয়া পড়ে।

وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ আর বিনম্র পুরুষ ও বিনম্র নারী অর্থ আন্তরিক প্রশান্তি, একাগ্রতা ও বিনম্রতা। কোন ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্র ভয় স্থান পাইলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اُعْبُدِ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ – অন্তরে এমন বিনম্রতা সৃষ্টি করিয়া তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর, যেন তুমি তাহাকে দেখিতেছে– আর তুমি তাঁহাকে না দেখিলেও তিনি তোমাকে দেখিতেছেন। অতএব প্রথম অবস্থার সৃষ্টি না হইলেও এই পরিস্থিতিতে অন্তরে যে অবস্থার সৃষ্টি হওয়া জরুরী উহা অবশ্যই হইতে হইবে।

وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ আর সদকা দানকারী পুরুষ ও নারী আল্লাহ্‌র আনুগত্য লাভ ও তাঁহার বান্দাদিগকে উপকৃত করিবার জন্য দুর্বল ও এমন মুখাপেক্ষীদের প্রতি অনুগ্রহ করা, যাহারা নিজেরাও উপার্জন করিতে সক্ষম নহে আর এমন লোক তাহাদের নাই, যাহারা তাহাদিগকে উপার্জন করিয়া অতিরিক্ত মাল হইতে দান করিতে পারে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِى ظِلِّهٖ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ الحديث۔

আল্লাহ্ তা'আলা সাত প্রকার লোকদিগকে তাঁহার বিশেষ ছায়া দান করিবেন, যে দিনে তাঁহার বিশেষ ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকিবে না। তাহাদের মধ্যে এক প্রকার লোক হইল তাহারাও যাহারা এত গোপনে সদকা দেয় যে, ডান হাত যাহা দান করে বাম হাতও উহা জানিতে পারে না। অপর হাদীসে বর্ণিত, اَلصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ। সদকা পাপকে ঠিক তদ্রূপ মিটাইয়া দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভাইয়া দেয়। وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ আর সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারী নারী। মানব প্রবৃত্তি দমনের জন্য সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় হইল সাওম, যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

হে যুবকদল! তোমাদের মধ্য হইতে যে বিবাহ করিতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে। কারণ ইহা চক্ষুকে অধিক রুদ্ধ রাখে এবং লজ্জাস্থানের অধিক সংরক্ষণ করে আর যে বিবাহ করিতে সক্ষম নহে, তাহার পক্ষে সাওম রাখা জরুরী। ইহা তাহার পক্ষে খাসী হইবার ন্যায় কার্যকরী। আর যেহেতু সাওম প্রবৃত্তি দমনের সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী ব্যবস্থা, এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ এর পরেই وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ আর অবৈধ ও হারাম হইতে স্বীয় লজ্জাস্থানের সংরক্ষণকারী পুরুষ ও সংরক্ষণকারী নারী এর উল্লেখ করা সংগত হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ۔ (المؤمنون : ٧-٥)

আর যাহারা স্বীয় লজ্জাস্থানসমূহ সংরক্ষণ করে কিন্তু স্বীয় স্ত্রী কিংবা বাঁদী (শরীয়ত সম্মত) ব্যবহারকারীগণ নিন্দিত নহে। অতএব যাহারা স্ত্রী ও বাঁদী ব্যতীত অন্য কোন পথ খুঁজিবে তাহারা হইল সীমালংঘনকারী।

قوله اَلذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرَات আর আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী। ইব্ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, আমার পিতা ... .... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِذَا اَيْقَظَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كَانَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِنَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذّٰكِرَات۔

কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে রাত্রিকালে জাগ্রত করিয়া উভয়েই দুই রাকআত সালাত আদায় করিলে তাহারা ঐ রাত্রে আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ (রা) আ'মাশ এর সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র) ....হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ اَىُّ الْعِبَادِ اَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ কিয়ামতে আল্লাহ্র কাছে কোন্ বান্দার মর্যাদা সর্বাপেক্ষা অধিক? তিনি বলিলেন وَالذّٰكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرَات যেই সকল পুরুষ ও নারী আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণ স্মরণ করে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যাহারা আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করে তাহাদের তুলনায়ও কি ইহাদের মর্যাদা বেশী। তিনি বলিলেন ঃ

لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِى الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَنْكَسِرَ يَخْتَضِبَ دَمًا لَكَانَ الذّٰكِرُوْنَ اللّٰهَ اَفْضَلَ مِنْهُ۔

অর্থাৎ কোন মুজাহিদ কাফির ও মুশরিকদের সহিত জিহাদ করিতে করিতে তাহার তরবারী ভাংগিয়া যায় এবং সে যখম হইয়া রক্তাক্তও হইয়া যায় তবুও আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণ স্মরণকারী ইহার তুলনায় অধিক মর্যাদার অধিকারী হইবে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র).... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কার উদ্দেশ্যে চলিতে চলিতে যখন জামদান নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন তিনি বলিলেন ঃ هٰذَا جَمْدَانُ سِيْرُوْا فَقَدْ سَبَقَ الْمُفْرِدُوْنَ ইহা জামদান, তোমরা চল, মুফরিদগণ অগ্রগামী হইয়াছে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, মুফরিদগণ কাহারা? তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণ স্মরণকারী পুরুষ ও নারী।" অত:পর তিনি বলিলেন اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ হে আল্লাহ্! আপনি সেই সকল লোকদিগকে ক্ষমা করুন, যাহারা মাথা মুণ্ডন করে। সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, যাহারা মাথার চুল খাট করিবে তাহাদের

জন্যও দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবারও হজ্ব ও উমরায় যাহারা মাথার চুল মুড়িয়া ফেলিবে তাহাদের জন্য দু'আ করিলেন। সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, যাহারা চুল খাট করিবে তাহাদের জন্যও দু'আ করুন। এবার রাসূলুল্লাহ্ বলিলেন وَالْمُقَصِّرِيْنَ যাহারা চুল খাট করিবে তাহাদিগকেও ক্ষমা করুন। অত্র সূত্রে একমাত্র ইমাম আহমদই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) ভিন্ন সূত্রে এই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র). বলেন, হুজাইন ইব্ন মুছান্না (র) ...হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَاعَمِلَ اٰدَمِيٌّ عَمَلاً قَطُّ اَنْجٰى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

আল্লাহ্র শাস্তি হইতে অধিক মুক্তিদানকারী আল্লাহ্র যিকির অপেক্ষা কোন মানুষের অন্য কোন আমল নাই।

মু'আয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন আমলের কথা বলিব না, যাহা তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম, তোমাদের অধিপতির নিকট উহা সর্বাপেক্ষা পবিত্র, যাহা তোমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা বুলন্দকারী, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করা অপেক্ষাও তোমাদের পক্ষে যাহা উত্তম এবং শত্রুর মুকাবিলা করিয়া পারস্পরিক একে অপরের শিরচ্ছেদ করা অপেক্ষাও উত্তম? সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অবশ্যই বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, উহা হইল, আল্লাহ্র যিকির।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র) .... মু'আয ইব্ন আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কোন্ মুজাহিদের বিনিময় সর্বাপেক্ষা মহান হইবে? তিনি বলিলেন اَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ ذِكْرًا যে মুজাহিদ সর্বাধিক বেশী আল্লাহ্র যিকির করিবে তাহার বিনিময় সর্বাপেক্ষা মহান হইবে। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ রোজাদারের বিনিময় সবচাইতে বেশী মহান হইবে? তিনি বলিলেন, যে রোজাদার সবচাইতে বেশি আল্লাহ্র যিকির করিবে? অত:পর লোকটি সালাত, যাকাত, হজ্জ ও সদকার বিনিময় ও সওয়াবের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক আমল সম্পর্কে বলিলেন, যে ব্যক্তি এই সকল আমলের সহিত আল্লাহ্র অধিক যিকির করিবে তাহার বিনিময় ও সওয়াব অধিক হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত আবু বকর (রা) হযরত উমর (রা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ذَهَبَ الذّٰكِرُوْنَ بِكُلِّ خَيْرٍ আল্লাহ্র যিকিরকারীগণ সকল কল্যাণেরই অধিকারী হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হাঁ নি:সন্দেহে।

যিকিরের মর্যাদা সম্পর্কে অবশিষ্ট হাদীসমূহ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিব ইনশাআল্লাহ্।

قوله أعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহান বিনিময় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে যেই সকল সৎগুণের অধিকারী পুরুষ ও নারীদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের সকলকে আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তাহাদের জন্য মহান বিনিময় অর্থাৎ বেহেশত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

(٣٦) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝

৩৬. আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না। কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অমান্য করিলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হইবে।

তাফসীর ঃ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَامُؤْمِنَةٍ الخ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রা)-এর নিকট হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসাহ (রা)-এর বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিলেন। প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তিনি ইহাতে অমত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় তাহাকে বলিলেন, তুমি বিবাহের এই প্রস্তাবে সম্মত হও। তখন তিনি বলিলেন, আমি একটু চিন্তা করিয়া দেখি। তাহারা পরস্পর কথা বলিতেছিলেন সে অবস্থায়ই এই আয়াত নাযিল হইল وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ الخ অত:পর হযরত যায়নাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি এই বিবাহে সন্তুষ্ট? উত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ। ইহার পর তিনি বলিলেন, তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবাধ্য হইব না। তাহার সহিত আমি স্বীয় সত্তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলাম। ইব্ন লাহীআহ (রা) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়নাব (রা)-এর নিকট হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসাহ (রা)-এর বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিলে তিনি উহাতে এই বলিয়া অসম্মতি জানাইলেন যে, যায়েদ ইব্ন হারিসা (রা) অপেক্ষা আমার বংশীয় মর্যাদা উত্তম। বস্তুত হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রা) কিছুটা কঠিন প্রকৃতির ছিলেন। অত:পর এই আয়াত নাযিল হইল। মুজাহিদ, কাতাদাহ, মুকাতিল ইব্ন হাইয়্যান (রা) বলেন, অনেক আয়াত হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার নিকট হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ এর বিবাহের পয়গাম দিলে তিনি প্রথমে উহা অস্বীকার করেন এবং পরে সম্মত হন।

আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (রা) বলেন, আয়াতটি উম্মে কুলসূম বিনতে উকবাহ ইব্‌ন আবু মুআইত সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। হুদায়বিয়া সন্ধির পর সর্বপ্রথম তিনি হিজরত করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে বিবাহের জন্য স্বীয় সত্তাকে পেশ করেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (রা)-এর সহিত তাহাকে বিবাহ দেন। সম্ভবত হযরত যায়নাব (রা)-এর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবার পরই এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (রা)-এর সহিত হযরত উম্মে কুলসূমের বিবাহে খোদ উম্মে কুলসূম ও তাহার ভাই অসন্তুষ্ট হন। তাহাদের বক্তব্য হইল, আমাদের কামনা হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক হউক; কিন্তু উহা তো করিলেন না; বরং তাহার একজন গোলামের সহিত বিবাহ দিলেন। রাবী বলেন, এই ঘটনার পর নাযিল হইল ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا الاية

এই আয়াত অপেক্ষা ব্যাপক অর্থ-বাহক আয়াত হইল ঃ النَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ নবী (সা) মু'মিনদের খোদ তাহাদের নিজ সত্তা অপেক্ষাও অধিকতর নিকটবর্তী।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রজ্জাক (র)... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন আনসারী সাহাবীর কন্যার সহিত জলবীব নামক একজন সাহাবীর বিবাহের পয়গাম দিলেন। আনসারী বলিলেন, আচ্ছা আমি তাহার আম্মার সহিত পরামর্শ করিয়া বলিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহাতে সম্মত হইলেন। আনসারী তাহার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলে তাহার স্ত্রী বলিলেন, ইহা কখনও হইতে পারে না। আমরা তো অমুক অমুক উচ্চ বংশীয় পাত্রকেও অস্বীকার করিয়াছি। আনসারী কন্যা পর্দার আড়ালে বসিয়া আব্বা আম্মার কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি এই বিবাহে সম্মত হইয়া থাকেন তবে তোমরা কি উহা উপেক্ষা করিবে? কন্যার কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ। অত:পর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহু! যদি আপনি এই বিবাহে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমরাও রাজী। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি ইহাতে রাজী। অত:পর তাহাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল। তাহাদের বিবাহ সম্পাদনের পর একদা মদীনার মুসলমানগণ শত্রুর মুকাবিলা করিবার জন্য বাহির হইলেন। জলবীবও রওনা হইলেন এবং শত্রুর মুকাবিলা করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করিলেন। সাহাবায়ে কিরাম তাহাকে রণক্ষেত্রে মৃতাবস্থায়

পাইলেন। তাহার পাশে অনেক মুশরিকও মৃতাবস্থায় পড়িয়াছিল, যাহাদিগকে তিনি হত্যা করিয়াছিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, সেই আনসারী কন্যার বাড়িতে সবচাইতে অধিক ব্যয় করা হইত। মদীনায় অন্য কোন বাড়িতে এত ব্যয় আর হইত না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র) ... আবূ বারসা আসলামী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জলবীব নামক এক ব্যক্তি মহিলাদের নিকট গমানগমন করিত এবং তাহাদের সহিত কৌতুক করিত। ইহা জানিয়া আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, জলবীব যেন তোমাদের নিকট প্রবেশ করিতে না পারে। যদি এমন হয় তবে আমি কিন্তু তোমাদের সহিত এমন এমন ব্যবহার করিব। আনসারগণের অভ্যাস ছিল তাহাদের কোন অবিবাহিতা কন্যা থাকিলে যাবৎ না তাহারা নিশ্চিত হইতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের কন্যা বিবাহ করিবেন না, তাহাকে অন্যত্র বিবাহ দিতেন না। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন আনসারী সাহাবীকে বলিলেন, তোমার কন্যা আমাকে দান কর। আনসারী বলিলেন, ইহা তো বড়ই খুশী ও সম্মানের বিষয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমার নিজের জন্য তাহাকে চাহি নাই। আনসারী বলিলেন, তবে কাহার জন্য, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জলবীব এর জন্য। আনসারী বলিলেন আমি তাহার আম্মার সহিত একটু পরামর্শ করিয়া বলিব। তিনি স্বীয় স্ত্রীর নিকট আসিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমার কন্যার জন্য বিবাহের পয়গাম দিয়াছেন। স্ত্রী বলিলেন, বড়ই উত্তম প্রস্তাব, বড়ই খুশীর কথা। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজের জন্য নহে। তাহার স্ত্রী বলিলেন, জলবীব কি তাহার পুত্র? জলবীব কি তাহার পুত্র? আল্লাহ্র কসম, তাহার সহিত আমরা বিবাহ দিব না। স্ত্রীর মত শুনিয়া আনসারী যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহাদের মত পেশ করিতে রওয়ানা হইতেছিলেন, সেই মুহূর্তে তাহার কন্যা স্বীয় আম্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কাহার পক্ষ হইতে বিবাহের পয়গাম আসিয়াছে? তিনি সবিস্তারে কন্যাকে জানাইলেন। কন্যা আম্মার কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রস্তাব তোমরা প্রত্যাখ্যান করিতেছ? ইহা সম্ভব নহে। তোমরা আমাকে তাহার হাওলা কর। তিনি কখনও আমার জীবন নষ্ট করিবেন না। অত:পর তাহার আব্বা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনারে প্রস্তাবে আমরা সম্মত। তখন তিনি জলবীব এর সহিত আনসারী কন্যাকে বিবাহ দিলেন।

এই ঘটনার পর একবার রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধে গমন করেন। যুদ্ধে মুসলমানগণ জয় লাভ করে। গনীমতের মাল বিতরণকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, বীর মুজাহিদগণের মধ্য হইতে কেহ কি এমন আছে, যাহাকে তোমরা হারাইয়াছ? তাহারা বলিলেন, অমুক অমুককে আমরা পাইতেছিনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবার জিজ্ঞাসা

করিলেন, আরো কি কেহ আছে. যাহাকে তোমরা পাইতেছ না? তাহারা বলিলেন, আর কেহ নাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি জলবীবকে পাইতেছিনা। তোমরা তাহাকে নিহতদের মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির কর। তাহারা খুঁজিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে তাহাকে সাতটি মৃতদেহের পাশে পড়া পাইলেন, যাহাদিগকে তিনি হত্যা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহারা এ বিষয়ে অবহিত করিলে তিনি তাহার কাছে আসিলেন। তিনি বলিলেন, এই যে মৃতদেহ তোমরা দেখিতেছ; ইহাদিগকে জলবীব হত্যা করিয়াছে। পরে জলবীবকে অন্যান্য মুশরিকরা শহীদ করিয়াছে। هٰذَا مِنِّى وَاَنَا مِنْهُ সে আমার এবং আমি তাহার। এই কথা রাসূলুল্লাহ্ দুই কিংবা তিন বার বলিলেন। অত:পর তাহার জন্য কবর খনন করা হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুই বাহু দ্বারা তাহাকে উঠাইলেন এবং কবরে রাখিলেন। তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) গোসল দিয়াছেন, রাবী ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। সাবিত (রা) বলেন, আনসারী মহিলাদের মধ্যে এই বিধবা মহিলা অপেক্ষা অধিক ব্যয়কারী আর কোন মহিলা ছিল না। অর্থাৎ তিনি বড়ই প্রাচুর্যের অধিকারিণী ছিলেন।

ইসহাক ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তলহা (রা) হযরত সাবিত (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ আনসারী কন্যার জন্য কি দু'আ করিয়াছিলেন, উহা জানেন কি? তিনি বলিলেন, তাহার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) এই দু'আ করিয়াছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَبَّ عَلَيْهَا صَبًّا وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّا ـ

হে আল্লাহ্! আপনি তাহাকে প্রাচুর্যের অধিকারিণী করুন তাহার জীবন দারিদ্র্যক্লিষ্ট করিবেন না। রাসূলুল্লাহ্ তাহার জন্য যেমন দু'আ করিয়াছিলেন, বাস্তবে তেমনই ঘটিয়াছিল। তাহার চাইতে অধিক প্রাচুর্যের অধিকারিণী মহিলা আর কেহ ছিল না। আল্লাহ্র রাহে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতেন। ইমাম আহমদ এইরূপ দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র) ইমাম আহমদ (র) হইতে 'ফাযায়েল' অধ্যায়ে জলবীব এর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফেজ আবূ উমর ইব্ন আব্দুল বারর (র) 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। আনসারী কন্যা পর্দার আড়াল হইতে যখন জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেছ? তখন এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَامُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ـ

আয়াত সকল বিষয়কে শামিল করে। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) কোন বিষয়ে ফয়সালা দিলে উহার বিরোধিতা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। যেমন ইরশাদ হইয়াছে

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

তোমার প্রতিপালকের কসম, তাহারা মু'মিন হইতে পারিবেনা, যাবৎ না তাহারা তোমাকে তাহাদের পারস্পরিক সমস্যার সমাধানকারী হিসেবে মান্য করিবে এবং তোমার ফয়সালায় অন্তরে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব করিবে না এবং উহার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য করিবে। অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ ـ

যাহার হাতে আমার জীবন, সেই মহান সত্তার কসম, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ মু'মিন হইতে পারিবে না, যাবৎ না তাহার প্রবৃত্তি আমার আনীত বিধানের অনুগত হইবে। আর যেহেতু আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর আনুগত্যের গুরুত্ব অত্যধিক এই কারণে ইহার বিরোধিতা করায় কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর নাফরমানী করে সে স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

যাহারা তাঁহার হুকুমের বিরোধিতা করে তাহারা যেন তাহাদের প্রতি কোন আকস্মিক বিপদ পৌঁছিবার কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয় করে।

(٣٧) وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ۭ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَاۗىِٕهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۭ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○

৩৭. স্মরণ কর, আল্লাহ্ যাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তুমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, তুমি তাহাকে বলিতেছিলে, তোমার স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যাহা গোপন করিতেছ আল্লাহ্ তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। তুমি লোক ভয় করিতেছিলে, অথচ আল্লাহ্‌কেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত। অতঃপর যায়দ যখন যয়নবের সহিত বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করিল, তখন আমি তাহাকে তোমার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিলাম, যাহাতে মু'মিনদিগের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সহিত বিবাহসূত্র ছিন্ন করিলে সেইসব রমণীকে বিবাহ করায় মু'মিনদিগের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যকরী হইয়াই থাকে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা) সম্বন্ধে ইরশাদ করেন—তিনি তাহার আযাদ করা গোলাম হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (রা) যাহার প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগ্রহ রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইল, তিনি তাহাকে ইসলাম গ্রহণ করিবার ও রাসূলের অনুসরণ করিবার তাওফীক দান করিয়াছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুগ্রহ হইল তিনি তাহাকে আযাদ করিয়াছিলেন। হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ রাসূলুল্লাহ (সা) এর বড়ই প্রিয় ছিলেন। তাহাকে الحِبُّ। 'প্রিয়জন' বলা হইত এবং তাহার পুত্র হযরত উসামাহ ইব্‌ন যায়েদ (রা)-কে الحب ابن الحب। 'প্রিয়জন এর পুত্র প্রিয়জন' বলা হইত। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাহাকে কোন সেনাদলের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন তাহাকে উহার প্রধান করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিলে তাহাকে নিজের প্রতিনিধিও করিতেন। ইমাম আহমদ (র) ...হযরত আয়িশা (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

বায্‌যার (রা) বলেন, খালিদ ইব্‌ন ইউসূফ (র)... হযরত উসামাহ ইব্‌ন যায়েদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি মসজিদে ছিলাম, এমন সময় আব্বাস এবং আলী ইব্‌ন আবূ তালেব (রা) আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে আমাদের জন্য ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা কর। অত:পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া আলী ও আব্বাস (রা)-এর আগমন বার্তা শুনাইলাম এবং তাহারা যে অনুমতি চাহিতেছে তাহাও জানাইলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের প্রয়োজন কি, উহা কি তুমি জান? আমি বলিলাম, জ্বী না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি কিন্তু জানি। হযরত উসামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে প্রবেশের অনুমতি দান করিবেন। অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার পরিবারের কোন্ ব্যক্তি আপনার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়? তিনি বলিলেন, পরিবারের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার ফাতেমা। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা ফাতেমা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন فَأُسَامَةُ بْنُ

زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الَّذِى اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ সেই যায়েদ ইব্ন হারিসা (রা)-এর পুত্র যাহার প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং আমিও অনুগ্রহ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় ফুফাত ভগ্নি হযরত উমায়মাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রা)-কে যায়েদ ইব্ন হারিসাহ (রা)-এর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। মাহরানা ধার্য করিয়াছিলেন দশ দীনার, ষাট দিরহাম, একটি উড়না, একটি চাদর, একটি বর্ম, পঞ্চাশ মুদ খাবার ও দশ মুদ খেজুর। মুকাতিল (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। বিবাহের পরে হযরত যায়নাব (রা) হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসাহ্র সহিত প্রায় এক বৎসর অবস্থান করেন। অত:পর তাহাদের মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। হযরত যায়েদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হযরত যায়নাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ তুমি তোমার স্ত্রীকে ছাড়িও না এবং আল্লাহ্কে ভয় কর।

وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ তুমি তোমার অন্তরে উহা গোপন করিতেছ, যাহা আল্লাহ্ প্রকাশ করিবেন, আর মানুষকে তুমি ভয় করিতেছ; অথচ আল্লাহ্-ই অধিক ভয়ের যোগ্য। এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (রা) কতিপয় রেওয়ায়েত পেশ করিয়াছেন। বিশুদ্ধ না হইবার কারণে আমরা উহা এখানে উল্লেখ করিতে বিরত থাকিলাম। ইমাম আহমদ (র) হাম্মাদ (র)-এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে এই প্রসংগে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উহাও গরীব। ইমাম বুখারী (র) সংক্ষিপ্তভাবে উহার কিছু অংশ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহীম (র) আনাস ইব্ন মালেক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন تُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ আয়াতটি হযরত যায়নাব বিনতে জাহশ ও যায়েদ ইব্ন হারেসাহ (র) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতেম ...... যায়েদ ইব্ন জু'দআন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হাসান تُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ এর কি তাফসীর বর্ণনা করেন? আমি তাহাকে হযরত হাসান (র) এর কৃত তাফসীর পেশ করিলে তিনি বলিলেন, ইহা নহে, বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নবী (সা)-কে সংবাদ দিয়াছেন যে, অচিরেই যায়নাব (রা) তাহার পত্নিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসাহ (র) যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিতে আসিলেন তখন তিনি বলিলেন, اِتَّقِ اللّٰهَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তোমার স্ত্রীকে ছাড়িও না। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি তোমার সহিত তাহাকে (যায়নাবকে) বিবাহ দিব বলিয়া সংবাদ দিলাম। তুমি মনে মনে ঐ বিষয়টি গোপন

করিতে যাহা আল্লাহ্ প্রকাশ করিবেন। সুদ্দী (রা) হইতে এইরূপ বর্ণিত। ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইসহাক ইব্ন শাহীন (রা) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন বিষয় গোপন করিতেন তবে তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ গোপন করিতেন।

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا অত:পর যায়েদ যখন তাহার প্রয়োজন পূর্ণ করিল, তখন আমি তোমার সহিত তাহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলাম। الوطر শব্দের অর্থ প্রয়োজন। অর্থাৎ যায়েদ যখন যায়নাবকে ত্যাগ করিল তখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত তাহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। হযরত যায়নাবকে (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বিবাহ দানের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব খোদ আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই নির্দেশ দান করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন আক্দ মোহরানা ও কোন মানুষকে সাক্ষী রূপে গ্রহণ করা ছাড়াই হযরত যায়নাব (রা)-কে পত্নিরূপে গ্রহণ করেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাশিম ইব্ন কাসিম (র)... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত যায়নাব (রা)-এর ইদ্দত যখন শেষ হইল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যায়েদ (রা)-কে বলিলেন, তুমি যায়নাব (রা)-এর নিকট যাও এবং তাহার নিকট আমার আলোচনা কর। তিনি হুকুম পালনার্থে চলিলেন, এবং তাহার নিকট আসিয়া দেখিলেন, তিনি আটার খামীর প্রস্তুত করিতেছেন। হযরত যায়েদ (রা) বলেন, আমি তাহাকে দেখিয়াই আমার অন্তরে তাহার অতিশয় মর্যাদা অনুভব করিলাম। এমন কি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সক্ষম হইলাম না। আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো ইহার আলোচনা করিয়াছেন। অতএব তাহার দিকে পিঠ করিয়া আমি উল্টা দিকে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলাম, যায়নাব। তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমার আলোচনা করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত যায়নাব (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র সহিত পরামর্শ করা ব্যতীত আমি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব না। অত:পর তিনি স্বীয় সালাতের স্থানে গিয়া সালাত শুরু করিলেন। ইতিমধ্যে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হইল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিনা অনুমতিতেই তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাংস ও রুটি দ্বারা আহার করিলেন। আহারের পর আমন্ত্রিত লোকজন বাহির হইয়া গেল। কিন্তু কতিপয় লোক আহারের পরেও ঘরে বসিয়া কথাবার্তায় মগ্ন রহিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহির হইয়া গেলেন, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি এক এক করিয়া স্বীয় পত্নিগণের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে সালাম করিতে লাগিলেন। তাহারাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সা) নতুন পত্নিকে কেমন পাইলেন? হযরত আনাস বলেন, ইহা আমি সঠিকভাবে

বলিতে পারি না, আমি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সংবাদ দিয়াছিলাম যে, লোকজন ঘর ত্যাগ করিয়াছে না কি অন্য কেহ তাহাকে এই সংবাদ দিয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমিও প্রবেশ করিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় তিনি পর্দা ফেলিয়া দিলেন এবং পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয় لاَتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ يُؤْذَنَ لَكُمْ। তোমরা নবী (সা)-এর ঘরে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করিও না। সুলায়মান ইব্ন মুগীরা (রা) হইতে ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী একাধিক সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) হযরত আনাস ইব্ন মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত যায়নাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যান্য পত্নিগণের উপর এই কথা বলিয়া গর্ব করিতেন যে, তোমাদিগকে তো তোমাদের পরিবারের লোকজন বিবাহ দিয়াছে; আর আমাকে সাত আসমানের উপর হইতে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বিবাহ দিয়াছেন। সূরা নূর এর তাফসীরে আমরা পূর্বে মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন জাহ্শ এর বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বলেন, একবার যায়নাব ও আয়িশা (রা) পরস্পরে একে অন্যের সাথে এই বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিলেন— যায়নাব বলিলেন, আমি সেই নারী, যাহার বিবাহের ফায়সালা আসমান হইতে নাযিল হইয়াছে। আয়িশা বলিলেন, আমি সেই মহিলা, যাহার ওজর আসমান হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। অত:পর যায়নাব তাহার কথা স্বীকার করিলেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইব্ন হুমাইদ (রা) ও শা'বী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত যায়নাব (রা) নবী করীম (সা)-কে বলিতেন, আপনার অন্যান্য পত্নিগণের তুলনায় আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তিনটি অধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী করিয়াছেন। আমার ও আপনার দাদা একই ব্যক্তি। খোদ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সহিত আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন। বিবাহের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে জিবরীল (আ) মধ্যস্থতা করিয়াছেন।

قوله لِكَىْ لاَ يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا যেন মুমিনদের জন্য কোন ক্ষতি না হয় তাহাদের পালিত পুত্রগণের পত্নিগণের ব্যাপারে যখন তাহারা তাহাদিগকে তালাক দেয়, অর্থাৎ যায়নাব (রা)-কে বিবাহ করা আমরা এই জন্য জায়েয করিয়াছি যে, পোষ্যপুত্রগণের স্ত্রীগণকে তালাক দেওয়ার পর তাহাদিগকে বিবাহ করিবার ব্যাপারে মু'মিনদের জন্য কোন অসুবিধা না হয়।

যেহেতু নবুওয়াতের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসা (রা)-কে পুত্র বানাইয়াছিলেন এবং সাধারণভাবে তাহাকে যায়েদ ইব্ন মুহাম্মদ বলিয়া ডাকা হইত। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই সম্পর্ক ......... وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ اُدْعُوْهُمْ لاَبَاءِ هِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ الخ দ্বারা ছিন্ন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর

সহিত হযরত যায়নাব (রা)-এর বিবাহ সম্পন্ন করিয়া উহাকে অনেক অধিক জোরদার করিলেন। তাহ্রীম আয়াতের وَحَلَائِلُ اَبْنَاءِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ তোমাদের ঔরসজাত সন্তানের বিবিগণও তোমাদের পক্ষে হারাম ইহা দ্বারা মুখবোলা ও পোষ্যপুত্রগণের স্ত্রীকে বিবাহ করা যে হারাম নহে, তাহা প্রমাণিত হয়। এবং তাহার স্বীয় স্ত্রীগণকে ত্যাগ করিবার পর তাহাদের মুখবোলা পিতাগণের পক্ষে তাহাদিগকে বিবাহ করাও হারাম নহে। বরং কেবল ঔরসজাত সন্তানের স্ত্রীগণই হারাম বলিয়া প্রমাণিত।

وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقْدُوْرًا আর আল্লাহ্র নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হয়। অর্থাৎ যায়নাব (রা)-এর বিবাহের এই বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা সংঘটিত না হইয়া পারে না। তিনি অচিরেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(٣٨) مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ۭ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۭ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ۝

**৩৮. আল্লাহ্ নবীর জন্য যাহা বিধিসম্মত করিয়াছেন তাহা করিতে তাহার জন্য কোন বাধা নাই। পূর্বে যে সব নবী অতীত হইয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের ক্ষেত্রেও ইহাই ছিল আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্র বিধান সুনির্ধারিত।**

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন مَاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ নবীর জন্য আল্লাহ্ যাহা বিধি সম্মত করিয়াছেন, উহা করিতে নবীর জন্য কোন বাধা নাই। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পোষ্যপুত্র হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসা (রা)-এর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী হযরত যায়নাব (রা)-কে বিবাহ করায় শরীয়তের বিধান মুতাবিক কোন বাধা নাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পক্ষে ইহা হালাল করিয়াছেন।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ যে সকল নবী অতীত হইয়া গিয়াছেন, তাহাদের ক্ষেত্রেও ইহাই ছিল আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্ তাহাদিগকে এমন কোন হুকুম দিতেন না যাহা পালন করিতে তাহাদের পক্ষে কোন বাধার সৃষ্টি হইত। আল্লাহ্ তা'আলা ইহা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পোষ্যপুত্র হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসা (রা)-এর স্ত্রী বিবাহ করায় মুনাফিকরা যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقْدُوْرًا আল্লাহ্র বিধান সুনির্ধারিত। অর্থাৎ আল্লাহ্ যে বিধান নির্ধারণ করেন, উহা অবশ্যই সংঘটিত হইয়া থাকে। উহা সংঘটিত হইতে বাধা দিতে পারে এমন কেহ নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন উহা অবশ্য সংঘটিত হয় আর যাহা ইচ্ছা করেন না উহা সংঘটিত হইতে পারে না।

(٣٩) الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَ يَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○

(٤٠) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○

৩৯. তাহারা আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করিত এবং তাঁহাকে ভয় করিত, আর আল্লাহ্‌কে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করিত না। হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্-ই যথেষ্ট।

৪০. মুহাম্মাদ তোমাদিগের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে, বরং সে আল্লাহ্‌র রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسَالٰتِ اللّٰه যাহারা আল্লাহ্‌র বিধান প্রচার করে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল বান্দাগণের প্রশংসা করেন। যাহারা তাহার বিধানসমূহ তাহার মাখলুকের কাছে পৌঁছাইয়া দেয় ও প্রচার করে এবং রিসালাতের আমানত সঠিক ভাবে আদায় করে।

وَيَخْشَوْنَهٗ আর তাহাকে ভয় করে অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌কেই ভয় করে; অন্য কাহাকেও ভয় করে না। অতএব কাহারো প্রভাব-প্রতিপত্তি তাহাকে আল্লাহ্‌র বিধান প্রচার করিতে বাধা প্রদান করিতে পারে না।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট অর্থাৎ সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহ্-ই যথেষ্ট ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইলেন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)। মাশরিক হইতে মাগরিব পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির কাছে রিসালাতের পয়গাম পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সফল প্রচেষ্টার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য সকল দ্বীন ও শরীয়তের উপর তাহার দ্বীন ও শরীয়তকে বিজয় করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে যেসকল নবী প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাদিগকে কেবল তাহার নিজস্ব কওমের নিকট দ্বীন প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পৃথিবীর সমগ্র মানুষের কাছে দ্বীন প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। আরব আজম নির্বিশেষে সকলেই তাহার উম্মৎভুক্ত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا তুমি বল, হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালের পরে তাহার উম্মতই তাবলীগ ও প্রচারের এই দায়িত্ব পালনের জন্য ওয়ারিশ ও উত্তরসূরী হিসাবে বিবেচিত। উম্মতের মধ্যে সাহাবায়ে কিরামই এই দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে যেমন হুকুম করিয়াছেন তাহারা কোন প্রকার ব্যতিক্রম ছাড়াই উম্মৎকে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সকল কথাবার্তা তাঁহার সকল কর্মকাণ্ড ও সকল অবস্থা দুনিয়ার সামনে পেশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য দিবা-নৈশ ও সফর-ইকামাহ কোন সময় ও অবস্থার কর্মকাণ্ড, কথাবার্তা ও অবস্থা প্রচার করিতে তাহারা ছাড়েন নাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগ হইতে আমাদের যুগ পর্যন্ত প্রতি যুগেই পরবর্তী যুগের মনীষীগণ পূর্ববর্তীগণের ওয়ারিশ হইয়া তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। যাহারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা ঐ সকল মনীষীগণের নূরের অনুসরণ করিয়াছে আর যাহারা তাওফীকপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা তাহাদের পথেই পরিচালিত হইয়াছে। মহান রব্বুল আলামীনের নিকট আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদিগকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, ইব্ন নুমাইর ... হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَايَحْقِرَنَّ اَحَدُكُمْ نَفْسَهُ اَنْ يَرٰى اَمْرَاللّٰهِ فِيْهِ مَقَالُ ثُمَّ لَايَقُوْلُه - فَيَقُوْلُ اللّٰهُ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَقُوْلَ مِنْهُ فَيَقُوْلُ رَبِّ خَشِيْتُ النَّاسَ فَيَقُوْلُ فَاَنَا اَحَقُّ اَنْ يَخْشٰى -

তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যেন স্বীয় সত্তাকে লাঞ্ছিত না করে অর্থাৎ শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করিতে দেখিয়া নীরবতা অবলম্বন করা ইহাই নিজ সত্তাকে লাঞ্ছিত করিবার শামিল। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, শরীয়ত বিরোধী কাজ করিতে দেখিয়া উহার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইতে বাধা দিয়াছিল কোন্ বস্তু? সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! মানুষের ভয়ে আমি এইরূপ করিয়াছি। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, আমার ভয় করাই তো অধিক সংগত ছিল। ইমাম আহমদ (রা) ..... আমর ইব্ন মুররাহ (রা) হইতেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ইহা আ'মাশ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে। এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর 'যায়েদ ইব্ন মুহাম্মদ' বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। যদিও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন ঔরসজাত পুত্র যৌবনে পদার্পণ করে নাই। হযরত খাদীজা (রা) এর গর্ভে তাহার তিন পুত্র কাসেম, তায়্যিব ও তাহের জন্ম গ্রহণ করেন; কিন্তু

তাহারা সকলেই শৈশবকালে মৃত্যু বরণ করেন। হযরত মারিয়া কিবতিয়্যাহ্ (রা)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ইবরাহীম। তাহার ইন্তেকালও শৈশবকালেই ঘটে। হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হযরত যায়নাব, উম্মে কুলসূম, হযরত ফাতেমা ও রুকাইয়াহ। রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) জীবদ্দশায়ই তাঁহার তিন কন্যা ইন্তেকাল করেন এবং হযরত ফাতেমা (রা) তাঁহার ইন্তেকালের ছয়মাস পরে ইন্তেকাল করেন।

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ও শেষ নবী আর আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ রিসালাতের দায়িত্ব কাহাকে অর্পণ করিতে হইবে আল্লাহ্ তাহা খুব ভাল জানেন।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) এর পরে আর কোন নবীর আবির্ভাব ঘটিবে না। আর যখন কোন নবীর আগমন ঘটিবে না, সে ক্ষেত্রে কোন রাসূলেরও যে আগমন ঘটিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ রিসালাতের মাকাম নবুওতের মাকাম অপেক্ষা খাস। কারণ সকল রাসূল নবী হইয়া থাকেন, কিন্তু সকল নবী রাসূল হন না। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পরে যে কোন নবীর আগমন ঘটিবে না, এই সম্পর্কে একদল সাহাবায়ে কিরাম হইতে মুতাওয়াতির সূত্রে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আমের আযদী (র) ... হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَثَلِيْ فِيْ النَّبِيِّيْنَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَاَحْسَنَهَا وَاَكْمَلَهَا وَتَرَكَ فِيْهَا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ لَمْ يَضَعْهَا فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِالْبُنْيَانِ وَيُعْجِبُوْنَ مِنْهُ وَيَقُوْلُوْنَ لَوْ تَمَّ مَوْضِعُ هٰذِهِ اللَّبْنَةِ فَانَا فِيْ النَّبِيِّيْنَ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبْنَةِ ـ

আমার দৃষ্টান্ত নবীগণের মধ্যে এইরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিল এবং উহার নির্মাণ সম্পন্ন করিল বটে, কিন্তু একটি ইটের স্থান শূন্য থাকিল। মানুষ উহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়াও শূন্য স্থানটির কারণে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল, হায়! যদি এই ইটের স্থানটি পূর্ণ হইত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, নবীগণের মধ্যে আমিই হইলাম সেই ইটের স্থান। ইমাম তিরমিযী (র) বান্দার এর মাধ্যমে আবূ আমের আকদী হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, ইহা হাসান সহীহ।

(২) ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র) ... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ الرِّسَالَةَ وَ النُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلاَ رَسُوْلَ بَعْدِيْ وَلاَ نَبِيَّ -

রিসালাত ও নবুয়াত শেষ হইয়াছে, অতএব আমার পরে কোন রাসূলেরও আগমন ঘটিবে না আর কোন নবীও আসিবেন না। রাবী বলেন, এই কথা শুনিয়া সাহাবীগণ ব্যথিত হইলেন। তখন তিনি বলিলেন وَلٰكِنَّ الْمُبَشِّرَاتُ 'মুবাশ্শিরাত' পরেও অবশিষ্ট থাকিবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মুবাশ্শিরাত' কি? তিনি বলিলেন, رُؤْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ মুসলমানের সত্য স্বপ্ন, ইহা নবুওতের একটি অংশ। ইমাম তিরমিযী (রা) হাসান ইব্ন মুহাম্মদ যাআফরানী (র) এর মাধ্যমে আফফান ইব্ন মুসলিম (রা) হইতে অত্র সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুখতার ইব্ন ফুলফুল হইতে হাদীসটি গরীব।

(৩) আবূ দাঊদ তায়ালেসী (র) বলেন, সুলাইম ইব্ন হাইয়ান (র).. জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَثَلِيْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَاَكْمَلَهَا وَاَحْسَنَهَا اِلاَّ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ فَكَانَ مَنْ دَخَلَهَا فَنَظَرَ اِلَيْهَا قَالَ مَا اَحْسَنَهَا اِلاَّ مَوْضِعَ هٰذِهِ اللَّبْنَةِ فَاَنَا مَوْضِعُ اللَّبْنَةِ خُتِمَ بِيَ الْاَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ -

আমার ও পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণের দৃষ্টান্ত হইল এইরূপ, যেমন কোন এক ব্যক্তি একটি ঘর নির্মাণ করিল এবং উহা সম্পন্ন করিল ও উত্তমরূপে নির্মাণ করিল, কিন্তু একটি ইটের স্থান শূন্য রহিল। অত:পর যে ব্যক্তিই উহার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল সে-ই এই ইটের স্থানটি বাদ দিয়া উহার প্রশংসা করিল। সে বলিল, এই ইটের স্থানটি ব্যতীত কত চমৎকারই না এই ঘরটি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমিই হইলাম সেই ইটের শূন্য স্থানটি পূর্ণকারী। আমি হইলাম সর্বশেষ নবী। ইমাম বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী ইহা সুলাইম ইব্ন হাইয়ান (র) হইতে একাধিক সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি সহীহ; কিন্তু এই সূত্রে ইহা গরীব।

(৪) ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইউনূস ইব্ন মুহাম্মদ (র) ... ও হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَثَلِيْ وَمَثَلُ النَّبِيِّيْنَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَاَتَمَّهَا اِلاَّ لَبْنَةً وَاحِدَةً فَجِئْتُ اَنَا فَاَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبْنَةَ -

আমার ও অন্যান্য নবীগণের দৃষ্টান্ত হইল এইরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি একটি ঘর নির্মাণ করিল, সে উহা সম্পন্ন করিল বটে; কিন্তু একটি ইটের স্থান শূন্য রহিল।

অত:পর আমার আগমন ঘটিল এবং ইটের সেই শূন্য স্থানটি পূর্ণ করিলাম। আ'নাস এর সূত্রে কেবল ইমাম মুসলিমই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫) ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইউনূস ইব্ন মুহাম্মদ (র)... আবূ তুফাইল (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ لَانُبُوَّةَ بَعْدِىْ اِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ - আমার পরে মুবাশিশারাত ব্যতীত কোন নবুওয়াতের কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না। প্রশ্ন করা হইল, মুবাশিশারাত কি ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলিলেন, الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ اَوْ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ উত্তম স্বপ্ন অথবা তিনি বলিলেন, নেক স্বপ্ন।

(৬) ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রজ্জাক (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ مَثَلِىْ وَمَثَلُ الاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِبْتَنٰى بُيُوْتًا فَاَكْمَلَهَا وَاَحْسَنَهَا وَاَجْمَلَهَا اِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ وَيُعْجِبُهُمُ الْبُنْيَانُ وَيَقُوْلُوْنَ اَلاَ وُضِعَتْ هٰهُنَا لَبِنَةٌ فَيَتِمُّ بُنْيَانُكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ اَنَا اللَّبِنَةَ -

আমার ও অন্যান্য নবীগণের দৃষ্টান্ত হইল এইরূপ, যেমন এক ব্যক্তি কতগুলি ঘর নির্মাণ করিল এবং অতি উত্তমরূপে নির্মাণ করিয়া উহা সম্পন্ন করিল; কিন্তু উহার এক কোণে একটি ইটের স্থান শূন্য রহিল। মানুষ ঘরগুলির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিল উহাদের উত্তম নির্মাণ কার্য দেখিয়া চমৎকৃত হইল কিন্তু শূন্যস্থানটি দেখিয়া তাহারা বলিল, এই স্থানে ইট রাখা হইল না কেন? তাহা হইলেই ইহার নির্মাণ কার্য পূর্ণ হইত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি হইলাম শূন্যস্থানের সেই ইটখানি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আব্দুর রাজ্জাক (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭) ইমাম মুসলিম (র) বলেন, ইয়াহ্য়া ইব্ন আইয়ুব, কুতায়বাহ ও আলী ইব্ন হুজ্র (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ اُعْطِيْتُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ اُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا وَاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ -

—ছয়টি বিষয় দ্বারা আমাকে অন্যান্য সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর মর্যাদা দান করা হইয়াছে। আমাকে ব্যাপক অর্থ সম্পন্ন কথার অধিকারী করিয়াছেন। রু'ব ও

ভয়ভীতি দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে, গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে। ভূমণ্ডলীকে আমার জন্য সিজদার স্থান ও পবিত্রতা লাভের উপায় করিয়াছেন। সমগ্র মানবকুলের প্রতি আমাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং আমাকে সর্বশেষ নবী করা হইয়াছে। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) ইসমাইল ইব্ন জা'ফর (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্।

(৮) ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবু মুআবিয়াহ (র) ... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَثَلِىْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَاَتَمَّهَا اِلاَّ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ وَاحِدَةٍ فَجِئْتُ اَنَا فَاَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبْنَةَ ـ

আমার ও আম্বিয়াগণের দৃষ্টান্ত হইল এইরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি একটি ঘর নির্মাণ করিল, অত:পর সে উহা সম্পন্ন করিল; কিন্তু একটি ইটের স্থান শূন্য রহিল। অত:পর আমার আগমন ঘটিল এবং আমি সেই ইটের শূন্য স্থানটি পূর্ণ করিলাম। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) আবূ বকর ইব্ন আবূ শাযবাহ ও আবূ কুরাইব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহারা উভয়ই আবূ মুআবিয়াহ হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৯) ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, আব্দুর রহমান ইব্ন মাহদী (র) ... হযরত ইরবাজ ইব্ন সারিয়াহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন ঃ

اِنِّىْ عِنْدَ اللّٰهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ وَاِنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِىْ طِيْنَتِهٖ ـ

আল্লাহ্র কাছে আমি তখন হইতে সর্বশেষ নবী হিসেবে বিবেচিত যখন আদম (আ) মাটির সহিত মিশ্রিত ছিলেন।

(১০) ইমাম যুহরী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জুবাইর ইব্ন মুত্ইম তাহার পিতা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

اِنَّ لِىْ اَسْمَاءً اَنَا مُحَمَّدٌ اَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِىْ الَّذِىْ يَمْحُوا اللّٰهُ بِىَ الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمِىْ وَاَنَا الْعَاقِبُ الَّذِىْ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِىٌّ ـ

আমার অনেকগুলো নাম আছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি মা-হী (নির্মূলকারী), আল্লাহ্ তা'আলা আমার দ্বারা কুফর মিশাইয়া দিবেন। আমি হাশরে (একত্রকারী), আল্লাহ্ তা'আলা আমার পায়ের উপর সকল মানুষ একত্রিত করিবেন।

আমি আকিব (সর্বশেষ আগমনকারী), আমার পরে আর কোন নবী আগমন করিবেন না। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি তাহাদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করিয়াছেন।

(১১) ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, ইয়াহয়া ইব্ন ইসহাক (র) ... আব্দুর রহমান ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-কে বলিতে শুনিলাম, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় গ্রহণকারী ব্যক্তির মত বাহির হইলেন; তখন তিনি বলিলেন ঃ

اَنَا مُحَمَّدُ النَّبِىُّ الْاُمِّىُّ ثَلاَثًا وَلاَنبِىَّ بَعْدِىْ اُتِيْتُ فَوَاتِحُ الْكَلِمِ وَجَوَامِعُهُ وَخَوَاتِمُهُ وَعُلِّمْتُ كَمْ خَزَنَةُ النَّارِ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ وَتَجُوْبِىْ عُوْفِيْتُ وَعُوْفِيَتْ اُمَّتِىْ فَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا مَا دُمْتُ فِيْكُمْ فَاِذَا ذَهَبَ بِىْ فَعَلَيْكُمْ كِتَابَ اللّٰهِ اَحِلُّوْا حَلاَلَهُ وَحَرِّمُوْا حَرَامَهُ۔

—আমি মুহাম্মদ উম্মী নবী, এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন। আমার পরে কোন নবীর আগমন ঘটিবে না, কালামের প্রারম্ভিক অংশ ও শেষাংশ আমাকে দান করা হইয়াছে এবং ব্যাপক অর্থ সম্পন্ন কালামও আমাকে দান করা হইয়াছে, দোযখের প্রহরী কতজন এবং আরশবহনকারী ফেরেশতার সংখ্যা কত, উহা আমাকে জানান হইয়াছে। আমাকে ক্ষমা করা হইয়াছে এবং আমার উম্মতকেও। যতকাল আমি তোমাদের মাঝে আছি আমার কথা শ্রবণ কর ও আমার অনুসরণ কর। যখন আল্লাহ্ আমাকে পৃথিবী হইতে লইয়া যাইবেন তখন অবশ্যই তোমরা আল্লাহ্র কিতাবকে অনুসরণ করিয়া চলিবে। উহার মধ্যে উল্লেখিত হালালকে তোমরা হালাল জানিবে এবং হারামকে হারাম। কেবল আহমদ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) উল্লেখিত হাদীসটি ইয়াহয়া ইব্ন ইসহাক (র) .... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে আগে বহু হাদীস বর্ণিত আছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ্র বান্দাগণের প্রতি প্রেরণ করা এবং সাথে সাথে তাহাকে সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করা ইহা তাহাদের জন্য আল্লাহ্র বিরাট অনুগ্রহ। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নাযিলকৃত আল-কিতাবের মাধ্যমে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে এই সংবাদ দিয়াছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পরে আর কোন নবী নাই। ইহা দ্বারা তাহাদের বুঝা উচিৎ যে, তাঁহার পরে যে কেহ নবুওয়াতের দাবী করিবে সে একজন মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও ধোকাবাজ। সে যদি নানা প্রকার ভেলিসমতির প্রকাশ ঘটায় তবুও গুমরাহী ব্যতীত অন্য কোন নামে তাহা অভিহিত হইবে না। যেমন পূর্বে ইয়ামান এর আসওয়াদ আনাসী ও ইয়ামাহ এর

মুসায়লামাহ এর হাতে এইরূপ তিলিসমতির প্রকাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহা যে সম্পূর্ণ গুমরাহী ছিল, জ্ঞানীজনের বুঝিতে বাকী ছিল না। আর যাহারা নবুওয়াতের দাবীদার ছিল তাহারাও জ্ঞানীজনের নিকট মিথ্যাবাদী ও গুমরাহ ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। কিয়ামত পর্যন্ত যাহারাই এইরূপ দাবী করিবে তাহারাও মিথ্যাবাদী ও গুমরাহ। এমন কি খাতেমুল কাযযাবীন ও সর্বশেষ মিথ্যাবাদী ও মহা প্রতারক মসীহ দাজ্জাল এর প্রকাশ ঘটিবে। তবে এই সকল প্রতারক ও মিথ্যাবাদীদের কিছু আলামত এমন হইবে, যাহার মাধ্যমে কোন আলেম ও মু'মিনের বুঝিতে বাকী থাকিবে না যে, তাহারা মিথ্যাবাদী। তাহারা না সৎকাজের নির্দেশ করিবে আর না অসৎ কাজ হইতে বাধা দিবে। যদি কখনও এমন হয় তবে তাহা হইবে আকস্মিক, না হয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া। বস্তুত তাহারা তাহাদের কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডে চরম প্রতারণা ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ-

শয়তান যে কাহার নিকট অবতীর্ণ হয়, আমি কি উহা তোমাদিগকে জানাইব? সে প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট অবতীর্ণ হয়। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরামের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা স্বীয় কার্যকলাপে নেকী, সততা, হিদায়েত, ইস্তিকামাত ও আদল-ইনসাফের সর্বশেষ স্তরে আসীন হইয়া থাকেন। সৎকাজে আদেশ করিতেন ও অসৎ কাজ হইতে তাহারা বিরত রাখিতেন এবং সাথে সাথে তাহাদের পক্ষ হইতে নানা প্রকার মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাও সংঘটিত হইত। এবং তাহারা সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণও পেশ করিতেন। চিরকাল তাহাদের প্রতি বর্ষিত হউক আল্লাহ্র রহমত সাথী হইয়া থাকুক অশেষ শান্তি।

(٤١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝

(٤٢) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

(٤٣) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝

(٤٤) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝

**৪১. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করিবে,**

**৪২. এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিবে।**

**৪৩. তিনি তোমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাহার ফেরেশতাগণও তোমাদিগের জন্য অনুগ্রহের প্রার্থনা করেন অন্ধকার হইতে তোমাদিগকে আলোকে আনিবার জন্য এবং তিনি মু'মিনদিগের প্রতি পরম দয়ালু।**

**৪৪. যেদিন তাহারা আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করিবে, সেদিন তাহাদিগের প্রতি অভিবাদন হইবে 'সালাম'। তিনি তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন উত্তম প্রতিদান।**

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে তাহাদের প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন। কারণ তিনিই তাহাদিগের প্রতি নানা প্রকার নিয়ামত দান করিয়াছেন। ইহাতে তাহারা মহান প্রতিদান ও উত্তম পরিণামের অধিকারী হইবে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ (র) .... হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে তোমাদের প্রভুর নিকট উত্তম ও পবিত্রতম আমল কি উহা বলিয়া দিব না, যাহা তোমাদের মর্যাদা অধিক বৃদ্ধি করিবে যাহা স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করা অপেক্ষা উত্তম এবং শত্রুর মুকাবিলা করিয়া তোমরা তাহাদের গর্দান কর্তন করিবে তাহারাও তোমাদের জীবন নাশ করিবে ইহা অপেক্ষাও যাহা অধিক কল্যাণকর? সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহা কি আমাদিগকে বলিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, উহা হইল আল্লাহ্র যিকির। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) ... হযরত আবূদ দারদা (রা) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, কোন কোন মুহাদ্দিস হাদীসটি মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, পূর্বে হাদীসটি وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণিত হইয়াছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে যিয়াদ ইব্ন আবূ যিয়াদ (র) হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। والله اعلم।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, অকী' (র) ... হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি দু'আ করিতে শুনিয়াছি, আমি উহা কখনও ত্যাগ করিব না।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ اُعَظِّمُ شُكْرَكَ وَاَتَّبِعُ نَصِيْحَتَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে অনেক বড় কৃতার্থ করিয়া দিন, আপনার উপদেশের

অনুসরণকারী করিয়া দিন। আপনার অধিক যিকির করনেওয়ালা করিয়া দিন এবং আপনার হুকুমের সংরক্ষণকারী করিয়া দিন। ইমাম তিরমিযী (রা) ইহা ইয়াহয়া ইব্ন মূসা (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি ইহাকে গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) হাদীসটি আবূ নযর হাশিম ইব্ন কাসেম (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রহমান ইব্ন মাহদী (র) .... হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন বিশর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার দুইজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিল। তাহাদের একজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ যাহার জীবন দীর্ঘ ও আমল ভাল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের আহকাম তো অনেক, আমাকে এমন একটি বিষয়ের হুকুম করুন, যাহা আমি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, لاَيَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللّٰهِ তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহ্র যিকির দ্বারা আর্দ্র থাকে। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) হাদীসের দ্বিতীয়াংশ মুআবিয়াহ ইব্ন সালেহ হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (রা) বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, শুরাইহ (র) .... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ তোমরা আল্লাহ্র যিকির এত অধিক করিবে যেন লোকে তোমাদিগকে পাগল বলিতে শুরু করে। তাবারানী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমদ (র) ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, اذكروا الله ذكراً حتى يقول المنافقون انكم تراؤن তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহ্র যিকির কর এমনভাবে যে, মুনাফিকরা যেন বলে তোমরা লৌকিকতাকারী।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ সাঈদ মাওলা বনূ হাশিম (র)... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ما من قوم جلسوا مجلسا لَمْ يذكروا الله فيه الا راوه حسرة يوم القيامة যে সকল লোক মজলিসে বসিল অথচ উহাতে আল্লাহ্র যিকির করিল না, কিয়ামত দিবসে ইহার কারণে তাহারা অনুতপ্ত হইবে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে اُذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যে কোন ফরয নির্ধারণ করিয়াছেন উহার জন্য সীমাও নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং ওজর হইলে উহা ক্ষমাও করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যিকিরের জন্য কোন সীমা নির্ধারণ করা হয় নাই এবং উহা ওজরের জন্য ক্ষমাও হয় না। তবে যদি কেহ পাগল হইয়া যায় তাহার কথা পৃথক। ইরশাদ

হইয়াছে, اُذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ তোমরা দণ্ডায়মান অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির করিতে থাক। দিনে রাত্রে জলে স্থলে হাযরে সফরে, সচ্ছলতায় ও দারিদ্র্যে, সুস্থাবস্থায় ও অসুস্থতায়, গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির করিতে হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। তোমরা এমন করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন এবং তাহার ফেরেশতাগণও রহমত বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করিবে। ইহা ব্যতীত আরো বহু আয়াত ও হাদীস দ্বারা যিকিরের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতেও অধিক যিকির করিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে।

উলামায়ে কিরাম দিবারাত্রের যিকির সম্পর্কিত অনেক কিতাবও সংকলন করিয়াছেন। যেমন ইমাম নাসায়ী ও মামুরী ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম। তবে ইমাম নববী (র)-এর সংকলিত 'কিতাবুল আযকার' এই বিষয়ে একটি উত্তম গ্রন্থ।

قوله وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا আর তোমারা সকালে সন্ধ্যায় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ - وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ -

আর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং অপরাহ্নে ও দ্বিপ্রহরে এবং গগণমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁহারই জন্য।

قوله هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰئِكَتُهٗ তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাহার ফেরেশতাগণও অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করেন। ইহা দ্বারা আল্লাহ্‌র যিকির এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদিগকে স্মরণ করেন, অতএব তোমরা তাহার যিকির কর ও তাঁহাকে স্মরণ কর। যেমন ইরশাদ হইয়াছে, فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْلِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব। তোমরা আমার শুকর কর, না শুকরী করিও না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন,

مَنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِيْ نَفْسِيْ وَمَنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهٗ فِيْ مَلَاءٍ خَيْرٍ مِّنْهُ

যে ব্যক্তি মনে মনে আমাকে স্মরণ করিবে আমিও তাহাকে স্মরণ করিব, আর যে ব্যক্তি কোন সমাবেশে আমাকে স্মরণ করিবে, আমি তাহাকে উহা অপেক্ষা উত্তম সমাজে স্মরণ করিব।

اَلصَّلٰوةُ। শব্দটি আল্লাহ্র প্রতি সম্বন্ধিত হইলে উহার অর্থ হইবে ফেরেশতাগণের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে বান্দার প্রশংসা করা। ইমাম বুখারী (রা) আবুল আলিয়াহ (রা) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, ইহার অর্থ অনুগ্রহ করা। তবে দুই অর্থে কোন বিরোধ নাই। والله اعلم

আর ফেরেশতার প্রতি اَلصَّلٰوةُ। শব্দ সম্বন্ধিত হইলে উহার অর্থ হইবে মানুষের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা। বস্তুত ফেরেশতাগণ মানুষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ - رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

যাহারা আরশ বহন করে আর যাহারা উহার পাশে অবস্থান করে তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সহিত তাহার পবিত্রতা ঘোষণা করে ও তাহার প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করে আর এই বলিয়া তাহারা মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার অনুগ্রহ ও ইল্ম সর্বব্যাপী। অতএব যাহারা তওবা করে ও আপনার পথ অনুসরণ করে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা করুন। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাহাদিগকে স্থায়ী জান্নাতে দাখিল করুন যাহার প্রতিশ্রুতি আপনি তাহাদিগকে দান করিয়াছেন। আর তাহাদের পিতামাতা, পতি-পত্নি ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্য হইতে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকেও। আপনি পরাক্রমশীল ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা মু'মিন ঃ আয়াত-৭-৮)

قوله لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ যেন তিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে আনিতে পারেন। অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি সদয় ও অনুগ্রহশীল এবং তাঁহার ফেরেশতাগণও তোমাদের দু'আ করেন। অতএব তিনি তোমাদিগকে গুমরাহী ও জাহিলিয়াতের অন্ধকার হইতে হিদায়েত ও ইয়াকীন এর আলোর প্রতি লইয়া যা[illegible]রেন।

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا আর তিনি ইহকালে ও পরকালে মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু। ইহকালে তাহাদের প্রতি দয়া হইল তিনি তাহাদিগকে সত্যের প্রতি হিদায়াত দান করিয়াছেন এবং এমন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন যাহা হইতে কুফর ও বিদআতের প্রতি আহ্বানকারী ও তাহাদের অনুসারীরা ভ্রষ্ট হইয়াছে। আর পরকালে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ হইল, তিনি তাহাদিগকে মহাবিপদ হইতে নিরাপদে রাখিবেন। ফেরেশতাগণকে

তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বেহেশতের মহা শান্তি ও দোযখের শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবার সুসংবাদ দান করিবার হুকুম করিবেন। মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহেরই ইহা নিদর্শন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ আদী (র)... আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) কতিপয় সাহাবায়ে কিরামসহ পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। একটি শিশু তখন পথে পড়িয়াছিল। শিশুর আম্মা যখন সাহাবায়ে কিরামকে দেখিল তখন এই আশংকায় যে, সম্ভবত তাহারা শিশুকে না দেখিয়া পদদলিত করিয়া ফেলিবে; সে আমার পুত্র! আমার পুত্র! বলিয়া চিৎকার করিয়া দ্রুত দৌড়াইয়া আসিল এবং হাতে তুলিল। ইহা দেখিয়া সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই মহিলা কখনও তাহার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করিবে না। রাসূলাল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে নীরব করিয়া বলিলেন কখনও না এবং আল্লাহ্ও তাহার প্রিয় বান্দাকে কখনও আগুনে নিক্ষেপ করিবেন না। হাদীসটির সনদ বুখারী ও মুসলিম এর শর্ত মুতাবিক। তবে সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থসমূহের কোন গ্রন্থে ইহা বর্ণিত হয় নাই। তবে ইমাম বুখারী (র) তাহার সহীহ্ গ্রন্থে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন কয়েদী মহিলাকে দেখিলেন, যে তাহার দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে ধরিয়া তাহার বুকের সহিত চাপিয়া তাহাকে দুধ পান করাইতেছে। তখন তিনি বলিলেন, তোমরা কি মনে কর যে, এই মহিলা তাহার এই শিশুকে তাহার শক্তি থাকিতে স্বেচ্ছায় আগুনে নিক্ষেপ করিতে পারে? সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, কখনও না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন فوالله الله ارحم بعباده من هذه। আল্লাহ্র কসম, এই মহিলা ইহার শিশুর প্রতি যত দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দাগণের প্রতি তাহা অপেক্ষাও অধিক দয়ালু।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ আর যে দিনে তাহারা আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করিবে তাহাদের অভিবাদন হইবে 'সালাম'। জাহেরী অর্থ হইল, যেদিনে তাহারা আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করিবে সে দিনে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহাদিগকে সালাম পেশ করা হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيمٍ পরম দয়ালু প্রভুর পক্ষ হইতে পেশ করা হইবে সালাম। কাতাদাহ (র) বলেন, পরকালে মু'মিনগণ যখন আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করিবে তখন তাহারা পরস্পরে একে অন্যকে সালাম পেশ করিবে। ইব্ন জারীর (র) ইহা পছন্দ করিয়াছেন। আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, এই তাফসীরের পক্ষে দলীল হিসাবে এই আয়াত পেশ করা হয়ঃ

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-

বেহেশতের মধ্যে তাহাদের ধ্বনি হইবে, হে আল্লাহ্! আপনি মহা পবিত্র এবং সেথায় তাহাদের অভিবাদন হইবে 'সালাম' এবং তাহাদের বন্দনা হইবে সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের জন্য। قوله وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا আর তিনি তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন সম্মানিত বিনিময়। অর্থাৎ বেহেশত ও বেহেশতের মধ্যে বিদ্যমান নানা প্রকার আহার্য, নানা প্রকার পানীয়, রং বেরংগের পরিধেয়, বাসস্থানসমূহ ও নানা ধরনের দৃশ্যসমূহ যাহা না চক্ষু দর্শন করিয়াছে না কোন কর্ণ শ্রবণ করিয়াছে আর না কোন কাল্পনিক কল্পনা করিয়াছে।

(٤٥) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۙ

(٤٦) وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

(٤٧) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا

(٤٨) وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

৪৫. হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে,

৪৬, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁহার দিকে আহ্বানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে।

৪৭. তুমি মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দান কর যে, তাহাদিগের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে মহা অনুগ্রহ।

৪৮. এবং তুমি কাফির ও মুনাফিকদিগের কথা শুনিও না, উহাদিগের নির্যাতন উপেক্ষা করিও এবং নির্ভর করিও আল্লাহ্‌র উপর। কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, মূসা ইব্‌ন দাউদ (র)... আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, তাওরাত গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে উহা কি, আপনি আমাকে জানাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, পবিত্র কুরআনে যে গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার কোন কোন

গুণাবলীর উল্লেখ তাওরাত গ্রন্থেও করা হইয়াছে। যেমন يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা রূপে ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করিয়াছি এবং উম্মীদের সংরক্ষণকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। তোমার নাম আমি মুতাওয়াক্কিল রাখিয়াছি। সে কর্কশও নহে, কঠোরও নহে এবং বাজারে গিয়া শোর হাংগামাও করিবেনা। মন্দের বদলে মন্দ ব্যবহার করে না। বরং মাফ ও ক্ষমা করিয়া দেয়। বক্র মিল্লাতকে সোজা করিবার পূর্বে আল্লাহ্ তাহাকে মৃত্যু দান করিবেন না। অর্থাৎ তাহার উম্মত এই স্বীকারোক্তি পেশ করিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। ফলে অন্ধ চক্ষু আলোকিত হইবে, বধীর কর্ণ শ্রবণকারী হইবে এবং রুদ্ধ অন্তর উন্মুক্ত হইবে। ইমাম বুখারী (র) ইহা 'ক্রয়বিক্রয়' অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র)... হিলাল ইব্‌ন আলী (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তাফসীর অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাজা .. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালেহ. (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... আব্দুল আজীজ ইব্‌ন আবূ সালামাহ মাজিশূন (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) 'ক্রয় বিক্রয়' অধ্যায়ে বলেন, সাঈদ (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ওহব ইব্‌ন মুনাববাহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইস্রায়ীলের একজন নবী হযরত শা'আইয়াহ (আ)-এর নিকট ওহীর মাধ্যমে হুকুম করিলেন, স্বীয় কওম বনী ইস্রাঈলের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া যাও, আমি তোমার মুখ দ্বারা আমার কথা বাহির করিব। আমি উম্মীদের মধ্যে একজন নবী প্রেরণ করিব। সে কর্কশও হইবে না, কঠোরও হইবে না, বাজারে গিয়া শোর হাঙ্গামাও করিবে না। সে এত নীরব ও শান্তশিষ্ট যে, প্রদীপের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে উহা নিভিবে না। বাঁশের উপর দিয়া চলিলেও পদ শব্দ শ্রুত হইবে না। আমি তাহাকে সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করিব। তিনি অশ্লীল কথা বলিবেন না। তাহার দ্বারা অন্ধ চক্ষুকে আলো দান করিব। বধীর কর্ণকে শ্রবণ শক্তি দান করিয়া মরিচা ধরা অন্তরকে উন্মুক্ত করিব। প্রত্যেক উত্তম বিষয়ের প্রতি আমি তাহাকে দিক নির্দেশ করিব। সর্ব প্রকার উত্তম চরিত্র আমি তাহাকে দান করিব। সাকীনাহ ও গাম্ভীর্য তাহার পরিধেয় করিব। নেকী তাহার শিআর ও বিশেষ আলামত করিব। তাকওয়া দ্বারা তাহার অন্তর পরিপূর্ণ করিব। তাহার বাক্যালাপে হিকমতের প্রকাশ ঘটিবে, তাহার স্বভাবে সততা ও বিশ্বস্ততা বিদ্যমান থাকিবে. তাহার চরিত্রে ক্ষমা ও নেকী পরিলক্ষিত হইবে। হক তাহার শরীয়ত হইবে, ইনসাফ তাহার সীরাত হইবে, হিদায়াত তাহার পেশ্ওয়া হইবে। ইসলাম তাহার মিল্লাত হইবে। আহমদ তাহার নাম হইবে। তাহার দ্বারা আমি গুমরাহকে সঠিক রাহ্ দেখাইব। জাহেলকে তাহার দ্বারা আলেম বানাইব।

অধঃপতিতকে তাহার দ্বারা মর্যাদা দান করিব। অপরিচিতকে পরিচিতি দান করিব। তাহার দ্বারা স্বল্পতাকে আধিক্যে, দারিদ্র্যকে প্রাচুর্যে পরিণত করিব। অনৈক্যকে ঐক্যে রুক্ষতাকে মৈত্রিতে এবং বিভিন্ন মত ও পথকে এক মত ও পথে পরিবর্তন করিয়া দিব।

বিরাট মানবগোষ্ঠিকে তাহার দ্বারা আমি ধ্বংস হইতে রক্ষা করিব। তাহার উম্মতকে আমি সর্বোত্তম উম্মত করিব, মানুষের উপকারের জন্য তাহাদিগকে সৃষ্টি করিব। তাহারা সৎকাজের আদেশ করিবে, মন্দ কাজ হইতে বাধা দিবে। তাহারা তাওহীদবাদী, মু'মিন ও মুখলিস হইবে। আমার রাসূলগণ আনীত বিষয়সমূহ তাহারা সত্য বলিয়া জানিবে। তাহারা স্বীয় মসজিদে, মজলিসে, শয়ন কক্ষে, চলিতে ফিরিতে উঠিতে বসিতে সর্বাবস্থায় তাহলীল ও তাসবীহ করিবে। এবং দাঁড়াইয়া ও বসিয়া তাহারা সালাত পড়িবে। আল্লাহ্র রাহে তাহারা সারিবদ্ধ হইয়া জিহাদ করিবে। আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাহাদের মধ্য হইতে হাজার হাজার লোক স্বীয় ঘরবাড়ি ত্যাগ করিবে। তাহারা অজু করিতে মুখমণ্ডল ও হাত পা ধৌত করিবে। এবং পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত কাপড় পরিধান করিবে। আমার রাহে তাহারা জীবন বিসর্জন দিবে। আমার প্রেরিত কিতাব তাহাদের অন্তরস্থ হইবে। তাহারা রাত্রিকালে রাহেব ও আবেদ হইবে এবং দিবাকালে জিহাদের ময়দানে সিংহের ন্যায় বীরত্বের পরিচয় দিবে।

সে নবীর আহ্লে বাইত ও আওলাদের মধ্যে নেক কাজে অগ্রগামী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ সৃষ্টি করিব। তাহার ইন্তেকালের পরে তাহার উম্মত সত্যের দিকে দিকদর্শন করিবে এবং ইনসাফ করিবে। তাহাদিগকে যাহারা সাহায্য করিবে আমি তাহাদিগকে সম্মান দান করিব। যাহারা তাহাদের জন্য দু'আ করিবে আমি তাহাদের সাহায্য করিব। যাহারা তাহাদের বিরোধিতা করিবে কিংবা জুলুম অথবা তাহাদের নিকট হইতে কিছু ছিনাইয়া লইবে আমি তাহাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিব। তাহাদিগকে আমি তাহাদের নবীর ওয়ারিশ করিব। তাহারা নেক কাজের জন্য আদেশ করিবে, অন্যায় কাজ হইতে বাধা দান করিবে। সালাত কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে। অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে। যেই কল্যাণ তাহাদের অগ্রবর্তীদের দ্বারা শুরু করিয়াছিলাম ইহাদের দ্বারা আমি উহার সমাপ্তি ঘটাইব। ইহা আমার অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা আমি দান করি। আমি বড়ই অনুগ্রহশীল। ইব্ন আবূ হাতিম ওহ্ব ইব্ন মুনাব্বাহ্ (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا নাযিল হইল, তখন হযরত আলী ও মু'আয (রা)-কে ইয়ামান গমন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু আয়াত নাযিল হইবার পর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন ঃ

انطلقا فبشرا وَلاَ تُنفرا ويسرا ولاتُعسرا তোমরা যাও এবং সুসংবাদ দান কর। মানুষকে নফরত দিও না, তাহাদের সহিত কোমল ব্যবহার করিবে, কঠোর ব্যবহার করিও না। আমার প্রতি এই আয়াত নাযিল হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদাতারূপে ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। ইমাম তাবরানী (র) ..... আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ আরযমী (র) হইতে স্বীয় সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই রেওয়াতের শেষে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اِنَّهُ قَدْ اُنْزِلَ عَلَىَّ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا عَلٰى اُمَّتِكَ وَمُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ وَنَذِيْرًا مِنَ النَّارِ وَدَاعِيًا اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا بِالْقُرْاٰنِ -

আমার প্রতি ইহা নাযিল হইয়াছে। হে নবী! আমি তোমাকে তোমার উম্মতের উপর সাক্ষীরূপে, বেহেশতের সুসংবাদাতারূপে, দোযখ হইতে সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহ্র নির্দেশে তাওহীদের প্রতি আহ্বানকারী হিসেবে এবং পবিত্র কুরআনের দ্বারা উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করিয়াছি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'সাক্ষীরূপে প্রেরণ করিয়াছি' এর অর্থ হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাওহীদের সাক্ষ্যদাতা ও কিয়ামত দিবসে মানুষের আমলের সাক্ষ্য প্রদানকারী হিসেবে আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰؤُلاَءِ شَهِيْدًا আর আমি তাহাদের জন্য তোমাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا। যাহাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হইতে পার এবং রাসূলও তোমাদের উপর সাক্ষী হইতে পারেন।

قوله وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا আর সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করিয়াছি। অর্থাৎ মু'মিনগণের জন্য মহান প্রতিদানের সুসংবাদদানকারী ও কাফিরদের শাস্তির ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করিয়াছি।

قوله وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ আল্লাহ্র দিকে তাঁহার নির্দেশে আহ্বানকারী হিসেবে অর্থাৎ সমগ্র মানবকুলকে তাহাদের প্রতিপালকের ইবাদতের দিকে তাঁহার নির্দেশেই আহ্বনকারী হিসেবে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

قوله وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا আর উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র পক্ষ হইতে হিদায়েতের যে বিধান আনিয়াছেন উহা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল। একমাত্র শত্রুতা পোষণাকারী ব্যতীত আর কেহ উহা অস্বীকার করিতে পারে না।

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَدَعْ اَذَاهُمْ আর কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করিও না, আর তাহাদের নির্যাতন উপেক্ষা করিয়া চল। অর্থাৎ তাহারা যে সকল কষ্টদায়ক কথা তোমাকে বলে উহা ক্ষমা করিয়া দাও এবং সকল বিষয় আল্লাহ্র উপর অর্পণ কর। আল্লাহ্-ই উহার জন্য যথেষ্ট। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً -

আর তুমি আল্লাহ্র উপর ভরসা কর; আল্লাহ্-ই কর্মবিধায়ক হিসেবে যথেষ্ট।

(٤٩) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ○

৪৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিন নারীগণকে বিবাহ করিবার পর উহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদিগের জন্য তাহাদিগের পালনীয় কোন ইদ্দত নাই যাহা তোমরা গণনা করিবে। তোমরা উহাদিগকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সহিত তাহাদিগকে বিদায় করিবে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে বহু আহ্কাম নিহিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে কেবল আকদ ও বৈবাহিক বন্ধন এর উপর নিকাহ শব্দের প্রয়োগ করা বিশুদ্ধ। এই বিষয়ে এত সুস্পষ্ট আয়াত পবিত্র কুরআনে আর একটিও নাই।

'নিকাহ' শব্দ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে ইহার কোন্ অর্থ হাকীকী অর্থ— এই বিষয়ে উলমায়ে কিরাম মতপার্থক্য করিয়াছেন। নিকাহ শব্দ আকদ এর উপর অথবা স্ত্রী মিলনের উপর, অথবা উভয়ের উপর প্রযোগ করা ইহা হাকীকী অর্থ— এই বিষয়ে তিনটি মতই বিদ্যমান। পবিত্র কুরআনে সাধারণত আকদ এর উপর এবং পরে স্ত্রী মিলন এই অর্থেই নিকাহ শব্দ ব্যবহৃত। কেবল আলোচ্য আয়াতে ইহা শুধু আকদ এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ ইহার পরেই اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ যখন তোমরা মু'মিন নারীদেরকে নিকাহ করিবে অত:পর তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দিবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় 'নিকাহ' দ্বারা শুধু আকদ বুঝান হইয়াছে। ইহা দ্বারা এ বিষয়টিও বুঝা যায় যে, স্ত্রীর সহিত মিলনের পূর্বে তাহাকে তালাক দেওয়া জায়েয আছে।

قوله الْمُؤْمِنَاتِ মু'মিন নারীগণ। মু'মিন নারী কথাটি এখানে এইজন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, মু'মিন পুরুষগণ সাধারণত মু'মিন নারীগণকে বিবাহ করিয়া থাকে। নচেৎ সকল উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, ঈসায়ী মহিলা ও মু'মিন মহিলা যে কেহ্ কোন মু'মিন পুরুষের স্ত্রী হউক না কেন, তাহাদের সকলের হুকুম একই প্রকার। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব্য, হাসান বসরী, আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন যাইনুল আবেদীন (র) এবং আরো বহু উলামায়ে কিরাম এই আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণ করেন যে, বিবাহের পূর্বে তালাক পতিত হয় না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ মু'মিন নারীদিগকে বিবাহ করিয়া তালাক দিলে। এই আয়াতে তালাক দেওয়ার বিষয়টি বিবাহ এর পরে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব বিবাহের পূর্বে তালাক পতিত হইবে না। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) এবং আরো বহু উলামায়ে কিরাম এইমত পোষণ করেন।

ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র) বলেন, যদি কেহ্ এই কথা বলেন, "যদি আমি অমুক মহিলাকে বিবাহ করি তবে সে তালাক।" তবে বিবাহের পূর্বে এইরূপ তালাক দেওয়া জায়েয। অতএব যখনই সে সেই মহিলাকে বিবাহ করিবে তাহার উপর তালাক পতিত হইবে। অবশ্য যদি কেহ্ বলে, যে মহিলাকে আমি বিবাহ করিব সে তালাক তবে এই ক্ষেত্রে ইমাম মালেক (র) বলেন, যাবৎ না সে কোন নারীকে নির্দিষ্ট করিবে তালাক পতিত হইবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যে কোন মহিলাকে সে বিবাহ করিবে তাহার উপর তালাক পতিত হইবে। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে তালাক পতিত হইবে না। তাহারা এই আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমদ ইব্ন মানসূর মাররূযী (র) ... ইসহাক হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। যদি কেহ্ এই কথা বলে, "যে মহিলাকেই আমি বিবাহ করিব সে তালাক" তবে বিবাহের পর সে তালাক হইবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ইহাতে বিবাহের পর তালাক দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আহমাসী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ইহাতে আল্লাহ্ বিবাহের পরেই তালাক দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তোমরা তাহা লক্ষ্য কর। অতএব বিবাহের পূর্বে তালাক দেওয়া শুদ্ধ হইবে না। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আমর ইব্ন শুআইব (র) তাহার পিতা এবং তিনি তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন لاطلاق لابن ادم فيما لايملك কোন আদম

সন্তান যাহার মালিক নহে, উহাকে তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে না। ইমাম আহমদ তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন হাদীসটি হাসান এবং এই বিষয়ে যত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, উহার মধ্যে উত্তম। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) আলী ও মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন لا طلاق قبل النكاح বিবাহের পূর্বে তালাক হয় না। قوله مَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا তোমাদের জন্য তাহাদের উপর কোন ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। এই বিষয়ে সকল উলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেন যে, যদি স্ত্রীর সহিত মিলনের পূর্বে তাহাকে তালাক দেওয়া হয় তবে তাহার উপর ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। অতএব তালাক হইতেই সে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিবে। অবশ্য কোন স্ত্রী লোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করিলে তাহার উপর চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন করা জরুরী হইবে। যদিও তাহার সহিত মিলন না ঘটিয়া থাকে। উলামায়ে কিরাম সর্বসম্মিতক্রমে এই মত পোষণ করেন।

قوله فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً তোমরা তাহাদিগকে কিছু সামগ্রী দান করিবে এবং সৌজন্যের সহিত তাহাদিগকে বিদায় করিবে। المتعة। শব্দটি এখানে অর্ধেক মোহর কিংবা 'বিশেষ সামগ্রী' এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যদি তাহার জন্য মোহর নির্দিষ্ট করা না হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ۔

আর তাহাদের সহিত মিলন ঘটিবার পূর্বেই যদি তাহাদিগকে তালাক দিয়া থাক তবে তাহাদের মোহর নির্দিষ্ট করিয়া থাকিলে অর্ধেক।

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ۔

যদি তোমরা তোমাদের পত্নিগণের সহিত মিলন ঘটিবার পূর্বেই তাহাদিগকে তালাক দিয়া থাক তবে ইহাতে গুনাহ হইবে না। তাহাদের মোহর নির্দিষ্ট না হইলে তাহাদিগকে নিজ নিজ সামর্থ্য হিসেবে নিয়ম মুতাবিক কিছু সামগ্রী দিয়া দিবে— ধনী তাহার সামর্থ্য অনুসারে, দরিদ্র তাহার সামর্থ্য অনুসারে। সৎ লোকদের পক্ষে ইহা জরুরী।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত। সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ ও আবূ উছাইদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমায়মাহ বিনতে শরাহীল (র)-কে বিবাহ করিবার পর যখন তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রতি হস্ত সম্প্রসারণ করিলেন তখন তিনি যেন ইহা অপছন্দ করিলেন। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ উছাইদ (র)-কে তাহার ছামান প্রস্তুত করিয়া দুইটি দুইটি কাপড় দিতে হুকুম করিলেন।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বলেন, স্ত্রীর জন্য মোহর নির্দিষ্ট করিয়া থাকিলে তালাক দেওয়ার পর তাহাকে কেবল অর্ধেক মোহর দিতে হইবে। আর যদি মোহর নির্দিষ্ট না করিয়া থাকে তবে তাহাকে প্রত্যেকের সামর্থ্য মুতাবিক সামগ্রী দিবে। ইহাকেই سَرَاحًا جَمِيْلًا সৌজন্যমূলক বিদায় বলা হয়।

(৫০) يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا
مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ
وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ○

৫০. হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাহাদিগের মোহর তুমি প্রদান করিয়াছ এবং বৈধ করিয়াছি ফায় হিসাবে আল্লাহ্ তোমাকে যাহা দান করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে যাহারা তোমার মালিকানাধীন হইয়াছে তাহাদিগকে এবং বিবাহের জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যাহারা তোমার সংগে দেশত্যাগ করিয়াছে এবং কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজকে নিবেদন করিলে এবং নবী তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে সেও বৈধ— ইহা বিশেষ করিয়া তোমারই জন্য, অন্য মু'মিনদিগের জন্য নহে; যাহাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। মু'মিনদিগের স্ত্রী এবং তাহাদিগের মালিকানাধীন দাসীগণ সম্বন্ধে যাহা নির্ধারিত করিয়াছি তাহা আমি জানি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন, তোমার জন্য তোমার সকল পত্নিগণকে হালাল করিয়াছি, তুমি যাহাদিগকে মোহর প্রদান করিয়াছ। أُجُوْرٌ দ্বারা এখান মোহর বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। নবী করীম (সা) তাহার স্ত্রীগণের জন্য সাড়ে বারো উকিয়াহ অর্থাৎ পাঁচশত দিরহাম মোহর নির্ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কয়েকজন পত্নির বেলায় এই মোহরের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। হযরত উম্মে হাবীবাহ (র)-এর মোহর ছিল চারশত দীনার। আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হইতে ইহা আদায় করিয়াছিলেন। সফীয়াহ বিনতে হুয়াই (রা)-কে খায়বার যুদ্ধে যাহারা বন্দি হইয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাছাই করিয়া লইয়াছিলেন এবং পরে তাহাকে আযাদ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার আজাদীই তাহার মোহর হিসেবে বিবেচিত হইয়াছিল। অনুরূপভাবে জওয়াইরিয়াহ বিনতে হারিস মুস্তালকিয়াহ এর বদলে কিতাবত শিসামকে, সাবিত ইবন কায়েস বিবাহ করেন এবং এই বদলে কিতাবইত মোহর হিসেবে বিবেচিত হয়।

وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ আর আল্লাহ্ যাহাদিগকে ফায় হিসেবে দান করিয়াছেন তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার মালিকানাধীন হইয়াছে। অর্থাৎ গনীমতের মাল হইতে যে সকল মহিলার তুমি মালিক হইয়াছ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকেও তোমার জন্য হালাল করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সূত্রে হযরত সফীয়্যাহ ও জুওয়ায়রিরাহ (র)-এর মালিক হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তাহাদিগকে আযাদ করিয়া বিবাহ করেন। অনুরূপভাবে তিনি হযরত রায়হানাহ বিনতে সামউন নাযরীয়াহ ও হযরত ইব্রাহীম (র)-এর আম্মা হযরত মারিয়াহ কিবতিয়্যাহ এর মালিক হইয়াছিলেন। উভয়ই যুদ্ধ বন্দিনী ছিলেন।

وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خٰلٰتِكَ আর তোমার চাচার কন্যা, তোমার ফুফুর কন্যা, তোমার মামুর কন্যা ও তোমার খালার কন্যাকেও হালাল করা হইয়াছে। শরীয়তের এই নির্দেশে মধ্য পথ অবলম্বন করা হইয়াছে। নাসারাদের মতে কোন কন্যাকে বিবাহ করিলে পাত্র ও পাত্রীর মাঝে সাত পুরুষের ব্যবধান হইতে হইবে। অপর পক্ষে ইয়াহুদীদের বিবাহের জন্য পাত্রপাত্রীর মাঝে তেমন কোন ব্যবধান হওয়ার বিধান নাই। বরং তাহাদের মতে ভাতিজা ও ভাগ্নীকে বিবাহ করাও জায়েয আছে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত উভয়ের মাঝে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করিয়াছে। এবং চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে বিবাহ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অনুরূপ মামুর কন্যা ও খালার কন্যাকে বিবাহ করাও বৈধ ঘোষণা করা হইয়াছে। অপর পক্ষে ইয়াহুদীরা ভ্রাতার কন্যা ও ভগ্নির কন্যাকে বিবাহের অনুমতি প্রদান করিয়া যে দারুন শৈথিল্য, ঔদাসিন্য ও নষ্টামির পরিচয় দিয়াছে, ইসলাম উহাকে হারাম করিয়াছে।

وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ الخ এর মধ্যে পুংলিঙ্গ বিশিষ্ট পদকে এক বচন এবং স্ত্রীলিঙ্গ বিশিষ্ট পদকে বহুবচন ব্যবহার করিবার কারণ হইল, স্ত্রী লিঙ্গ পুংলিঙ্গ অপেক্ষা দুর্বল। অতএব বহু বচন ব্যবহার করিয়া দুর্বলকে সবল করা হইয়াছে। যেমন عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِل। এখানে يمين (ডাইন) কে এক বচন ব্যবহার করা হইয়াছে এবং شمائل (বাম)-কে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ। এর মধ্যে النور। 'আলো' -কে একবচন এবং الظُّلُمَات 'অন্ধকার'-কে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার আরো বহু উদাহরণ বিদ্যমান قوله اَللاَّتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ। যেই সকল মহিলাগণ তোমার সহিত দেশ ত্যাগ করিয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আম্মার রাজী (র) ... উম্মে হানী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বিবাহের পায়গাম পাঠাইলেন; কিন্তু আমি ওজর পেশ করিলে তিনি আমার ওজর গ্রহণ করিলেন। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّتِى اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ الاية۔

হযরত উম্মে হানী বলেন, আমি তাঁহার জন্য হালাল ছিলাম না আর আমি তাঁহার সহিত দেশ ত্যাগও করি নাই। বরং আমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের পর মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইব্ন জারীর (র) ইহা আবূ কুরাইব (র)-এর মাধ্যমে উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতেম (রা) ইহা ... ইসমাইল ইব্ন আবূ খালেদ এর মাধ্যমে আবূ সালেহ সূত্রে হযরত উম্মে হানী হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (রা) ও ইহা তাহার জামে' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আবূ রযীন ও কাতাদাহ (র) বলেন, হিজরত দ্বারা মদীনায় হিজরত করা বুঝান হইয়াছে। কাতাদাহ (র)-এর অন্য এক রেওয়াতে বর্ণিত, হিজরত দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করা বুঝান হইয়াছে। যাহ্হাক (র) বলেন, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) এখানে وَاللاَّتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ পড়িয়াছেন।

قوله وَامْرَاَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِىُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ۔

আর কোন মু'মিন মহিলা যদি তাহার সত্তাকে নবীর জন্য নিবেদন করে এবং নবী তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন তবে সেও হালাল। ইহা কেবল তোমার জন্য, অন্য কাহারও জন্য নহে। অর্থাৎ যদি কোন মু'মিন নারী নবীর জন্য নিজেকে নিবেদন করে তবে মোহর ছাড়াই ইচ্ছা করিলে নবী তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন। আলোচ্য

আয়াতে পরস্পর দুইটি শর্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন এই আয়াতেও দুইটি শর্তের উল্লেখ হইয়াছে।

وَلَايَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ-

আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিলে উহা কার্যকরী হইবে না যদি আল্লাহ্ তোমাদিগকে গুমরাহ করিতে ইচ্ছা করেন। ইহার মধ্যে اِنْ اَرَدْتُّ ও اِنْ كَانَ اللّٰهُ পরস্পর দুইটি শর্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরো যেমন মূসা (আ) বলিয়াছেন يَاقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ হে আমার কওম! তোমরা মু'মিন হইলে আল্লাহ্র উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলমান হইয়া থাক। আলোচ্য আয়াতেও দুইটি শর্তের উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসহাক (র) ... সাহ্ল ইব্ন সা'দ সায়েদী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলাল্লাহ্! (সা)-এর নিকট এক মহিলা আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার জন্য আমার সত্তাকে নিবেদন করিলাম। ইহা বলিয়া সে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন উত্তর দিতেছেন না দেখিয়া উপস্থিত এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি ইহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা না করেন তবে আমার সহিত বিবাহ দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহাকে মোহর দেওয়ার জন্য তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে বলিল, আমার একটি পরিধান করা কাপড় ব্যতীত আর কিছু নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহাকে তোমার পরিধান করা কাপড়টি মোহর দিলে তো তোমার পরিধান করিবার কিছুই থাকিবে না। সে বলিল, ইহা ছাড়া আমার আর কিছুই নাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, التمس ولوخاتما من حديد লোহার একটি আংটি হইলেও উহা খুঁজিয়া আন। কিন্তু সে খুঁজিয়া কিছুই পাইল না। রাসূলুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিছু কুরআন শিক্ষা করিয়াছ? সে বলিল, জ্বী হাঁ, অমুক অমুক সূরা আমি শিখিয়াছি। এই বলিয়া সূরাগুলোর নাম উল্লেখ করিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন زوجتكها بما معك من القران কুরআনের যতটুকু তুমি শিখিয়াছ উহা তুমি ইহাকে শিক্ষা দিবে এই বিনিময়ে আমি তোমার সহিত ইহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলাম। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) মালেক (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি কি আপনার প্রয়োজনে আসিতে পারি? এতটুকু শুনিয়া আনাস (রা)-এর কন্যা বলিল, মহিলাটি কত নির্লজ্জ! হযরত আনাস (রা) বলিলেন, সে তোমার তুলনায় উত্তম, সে তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী হইবার লোভ করিয়াছিল এবং

এই কারণেই সে নিজকে তাহার কাছে সম্পূর্ণ করিয়াছিল। হাদীসটি মারহুম ইব্ন আব্দুল আজীজ (র)-এর মাধ্যমে সাবেত বুনানী (র)-এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে কেবল ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন বুকাইর (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একজন অতি সুন্দরী কন্যা আছে, আমি তাহাকে কেবল আপনার জন্যই পছন্দ করিয়াছি। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি তাহাকে গ্রহণ করিলাম। সে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল; এমন কি সে বলিল, তাহার কখনও কোন অসুখ হয় নাই, তাহার মাথা ব্যথাও হয় নাই। অত:পর তিনি বলিলেন, তোমার কন্যার আমার কোন প্রয়োজন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেই মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিজ সত্তা নিবেদন করিয়াছিলেন তিনি হইলেন খাওলা বিনতে হাকীম। ইব্ন ওহ্ব (র) বলেন, সাঈদ ইব্ন আব্দুর রহমান ও ইব্ন আবূয্ যিনাদ (র)... উরওয়া (রা) হইতে বর্ণিত। খাওলা বিনতে হাকীম ইব্ন আওকাস সেই সফল মহিলাগণের অন্তর্ভুক্ত, যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট স্বীয় সত্তা নিবেদন করিয়াছিলেন। তাহার অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, সাঈদ ইব্ন আব্দুর রহমান (র) হিশাম এর মাধ্যমে তাহার পিতা উরওয়াহ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এই কথা বলাবলি করিতাম, খাওলাহ বিনতে হাকীম ছিলেন এই সকল নারীদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিজকে নিবেদন করিয়াছিল। তিনি বড় সৎ মহিলা ছিলেন। তবে খাওলা বিনতে হাকীম, তিনি উম্মে সুলাইমও হইতে পারেন অথবা অন্য কোন নারীও হইতে পারেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন উবায়দাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ মোট তেরজন মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন কুরাইশ বংশীয়— হযরত খাদীজাহ (রা), হযরত আয়িশা (রা), হযরত হাফসাহ (রা), হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা), হযরত ছাওদাহ (রা) ও হযরত উম্মে সালমাহ (রা)। আর তিনজন বনূ আমের ইব্ন ছা'ছাআহ গোত্রীয়, দুইজন বনূ হিলাল ইব্ন আমের গোত্রীয়। আর পর্যায়ক্রমে তাহারা হইলেন হযরত মায়মূনাহ বিনতে হারিস। তিনিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে স্বীয় সত্তাকে নিবেদন করিয়াছিলেন। হযরত যায়নাব উম্মুল মাসাকীন। আর বনূ বকর ইব্ন কিলাব এর এক মহিলা, যে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়াছিল এবং আরো একজন মহিলা যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে আশ্রয় চাহিয়াছিল। আর হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্শ আসাদীয়াহ্। ইহা ছাড়া আরো দুইজন ছিলেন যুদ্ধ বন্দিনী মহিলা হযরত সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই ইব্ন আখতাব ও জুওয়াইরিয়াহ বিনতে হারিস ইব্ন আমর ইব্ন মুস্তালিক খুযাঈয়্যাহ।

সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবাহ (র) কাতাদাহ (রা)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ এর মধ্যে যেই মহিলার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি হইলেন মাইমুনাহ বিনতে হারিস। রেওয়াতটি মুরসাল। যায়নাব উম্মুল মাসাকীন যাহাকে বলা হইত, তিনি হইলেন যায়নাব বিনতে খুযায়মাহ আনসারীয়াহ। ইহাই প্রসিদ্ধ। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই ইন্তেকাল করেন। والله اعلم

বস্তুত যেই সকল মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিজকে নিবেদন করিয়াছিলেন তাহাদের সংখ্যা অনেক। যেমন ইমাম বুখারী (র) বলেন, যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেই সকল মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য নিজকে নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি আমার গায়রত হইত। আমি ভাবিতাম, কোন মহিলাও কি নিজকে কোন পুরুষের কাছে এইভাবে নিবেদন করিতে পারে? কিন্তু যখন تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكَ। নাযিল হইল তখন আমি বলিলাম, আমি তো দেখি আপনার প্রতিপালক আপনার মনোবাঞ্ছা দ্রুত পূর্ণ করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (র)..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন لم يكن عند رسول الله امرأة وهبت نفسها له রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এমন কোন মহিলা ছিল না, যে নিজকে নিবেদন করিয়াছিল। ইব্‌ন জারীর (র) আবূ কুরাইব (র)-এর মাধ্যমে ইউনুস ইব্‌ন বুকাইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিজকে নিবেদন করিলে যদিও তাহার পক্ষে তাহাকে গ্রহণ করা জায়েয ছিল, কিন্তু এমন কোন মহিলাকে তিনি গ্রহণ করেন নাই।

قوله خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ কেবলমাত্র তোমার জন্যই ইহা বৈধ, অন্য মু'মিনদের জন্য নহে। ইকরিমাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল মোহর ব্যতীত নিজ সত্তা সমর্পণকারী মহিলা কেবল তোমার (রাসূলুল্লাহ্) জন্যই খাস, অন্য কাহারও জন্য জায়েয নহে। অতএব যদি কোন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট নিজকে সমর্পণ করে তবে তাহার জন্য সে বৈধ হইবে না, যাবৎ না তাহাকে মোহর দিবে। মুজাহিদ শা'বী (র) এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, যদি কোন নারী নিজকে কোন পুরুষের হাতে অর্পণ করে তবে তাহার সহিত ঐ পুরুষ মিলিত হইলে পুরুষের উপর মোহরে মিছিল দেওয়া ওয়াজিব। ওয়াশিক এর কন্যা বিরওয়া' নিজ সত্তা অর্পণ করিয়াছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহার জন্য হুকুম দিয়াছিলেন। যখন তাহার স্বামী মৃত্যুবরণ করিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার জন্য মোহরে মিছিল আদায় করিবার নির্দেশ দিলেন। এ মোহরে মিছিল ছাবেত হইবার জন্য স্বামীর মৃত্যু ও

স্ত্রীমিলন সমভূমিকা পালন করে। তবে কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত অন্যদের বেলায় কার্যকর। যদি কোন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিজকে সমর্পণ করে তবে তাহার সহিত মিলন ঘটিলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মোহর আদায় করা ওয়াজিব ছিল না। কারণ মোহর, সাক্ষী ও অলী ছাড়াই তাহার জন্য বিবাহ করা জায়েয ছিল। হযরত যায়নার (রা)-এর সহিত তাঁহার বিবাহের ঘটনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। হযরত কাতাদা (র) خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছাড়া অন্য কোন পুরুষের জন্য কোন মহিলা নিজকে সমর্পণ করিলেও মোহর ব্যতীত শুদ্ধ হইবে না। ইহা কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য জায়েয। قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىْ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ তাহাদের পত্নিগণের ও তাহাদের বাঁদীগণ সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু নির্ধারণ করিয়াছি উহা আমি জানি। উবাই ইব্ন কা'ব মুজাহিদ, হাসান কাতাদাহ ও ইব্ন জারীর (রা) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল চারজন আযাদ মহিলা পর্যন্ত বিবাহ সীমিত থাকা এবং বাঁদী রাখার ব্যাপারে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট না থাকা, অলী, মোহর ও সাক্ষীর শর্ত হওয়া সম্বন্ধে আল্লাহ্ জানেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য ইহার কোনটাকেই ওয়াজিব করা হয় নাই। لِكَىْ لاَيَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ যাহাতে তোমার উপর [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর] কোন অসুবিধা না হয়। وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(৫১) تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ○

৫১. তুমি তাহাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পার এবং যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার এবং তুমি যাহাকে দূরে রাখিয়াছ তাহাকে কামনা করিলে তোমার কোন অপরাধ নাই। এই বিধান এই জন্য যে, ইহাতে উহাদিগের তুষ্টি সহজতর হইবে এবং উহারা দুঃখ পাইবে না এবং উহাদিগকে তুমি যাহা দিবে তাহাতে উহাদিগের প্রত্যেকেই প্রীত থাকিবে। তোমাদিগের অন্তরে যাহা আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বিশ্র (র)... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। যে সকল মহিলা নিজ সত্তাকে সমর্পণ করিত তাহাদের উপর তাহার গায়রত হইত। তিনি বলিতেন, মোহর ব্যতীত এইভাবে নিজকে সমর্পণ করিতে কি লজ্জা হয় না? তখন নাযিল হইল تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ইহা নাযিল হইবার পর হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলেন, আপনার প্রতিপালক দ্রুত আপনার চাহিদা মুতাবিক হুকুম নাযিল করেন, পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি আবূ উসামাহ হইতে, তিনি হিশাম ইব্ন উরওয়াহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব সত্তা সমর্পণকারিণী মহিলাগণ হইতে যাহাকে ইচ্ছা দূরে রাখিতে পার। وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ এবং তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পার। তবে যাহাকে দূরে রাখিবে উহাতে তোমার ইখতিয়ার থাকিবে ইচ্ছা হইলে পরে তাহাকে গ্রহণও করিতে পারিবে। অতএব ইরশাদ হইয়াছে وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ যাহাকে তুমি দূরে রাখিয়াছ তাহাকে তুমি কামনা করিলে উহাতে তোমার কোন অপরাধ নাই। আমের শাবী تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, কতিপয় মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে আসিয়া নিজকে মোহর ব্যতীত সমর্পণ করিলে তিনি তাহাদের কতকের সহিত মিলিত হইলেন এবং কতককে দূরে রাখিলেন। তাহাদের সহিত তাহার বিবাহ সংঘটিত হয় নাই। উম্মে শরীক তাহাদেরই একজন। অন্যান্য উলমায়ে কিরাম এই আয়াতের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা হইল, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন, তোমার পত্নিগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তাহার জন্য নির্দিষ্ট রাত্রকে বিলম্বিত কর আর যাহাকে ইচ্ছা তাহার জন্য নির্দিষ্ট রাত্রকে অগ্রবর্তী কর। যাহাকে ইচ্ছা তাহার সহিত মিলিত হও আর কাহারও সহিত মিলনের ইচ্ছা না হইলে মিলিও না। ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ, আবূ রযীন, আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে তাহার প্রত্যেক পত্নির শয্যায় সমভাবে রাত্র যাপন করা ওয়াজিব না হইলেও তিনি নিজের পক্ষ হইতে সাম্য রক্ষা করিয়া চলিতেন। এই কারণে এক দল ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর রাত্র বণ্টন ওয়াজিব নহে অর্থাৎ প্রত্যেক পত্নির সহিত সমভাবে রাত্রি যাপন করা জরুরী নহে। এবং আয়াতকে তাহারা দলীল হিসেবে পেশ করেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, হিব্বান ইব্ন মূসা (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের মধ্যে তাহার কোন পত্নির নিকট অনুমতি চাহিতেন। রাবী বলেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

আপনি তখন কি বলিতেন? তিনি বলিলেন, আমি তখন বলিতাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি অন্য পত্নির নিকট যাইতে দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার থাকে তবে আমার উপর অন্য কাহাকেও প্রাধান্য দিব না। হযরত আয়িশার (রা) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর রাত্র বণ্টন ওয়াজিব ছিল না। অপর দিকে হযরত আয়িশা (রা) কর্তৃক প্রথম হাদীস দ্বারা বুঝা যায় আয়াতটি সেই সকল মহিলা সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছিল যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিজকে সমর্পণ করিত। ইহার প্রেক্ষিতে ইব্ন জারীর (র) বলেন, আয়াতটি আম, যে সকল মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিজকে সমর্পণ করিতেন এবং যে সকল মহিলা তাঁহার পত্নি হিসাবে বিদ্যমান ছিলেন, সকলের বেলায় ইহা প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইচ্ছা করিলে তাহাদের মধ্যে রাত্রি যাপনে সাম্য রক্ষা করিবেন আর ইচ্ছা না হইলে নাও করিতে পারিবেন। ইব্ন জারীর (র) যাহা পছন্দ করিয়াছেন ইহাই উত্তম। এবং এই ব্যাখ্যার দ্বারা হাদীসের পারস্পরিক বিরোধও মীমাংসা হইয়া যায়।

এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ

তাহাদের চক্ষু শীতল হইবার জন্য ইহাই সহজতর পন্থা; তাহারা দুঃখিতও হইবে না আর তাহাদিগকে তুমি যাহা দান করিবে উহাতে তাহারা প্রীত হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রাত্র বণ্টন ওয়াজিব করেন নাই। ইহা যখন তোমার পত্নিগণ জানিবে, তোমার ইচ্ছা হইলে কাসাম এর বিধান পালন করিবে আর ইচ্ছা না হইলে পালন না করিলেও অপরাধ হইবে না। কিন্তু যদি তুমি স্বেচ্ছায় তাহাদের জন্য কাসাম এর বিধান পালন কর তবে ইহাতে তাহারা প্রফুল্ল হইবে, আনন্দিত হইবে। এবং তাহাদের জন্য যে তুমি কাসাম এর বিধান পালন কর ও সমতা রক্ষা করিয়া চল ইহাতে তাহারা তোমার অনুগ্রহের কথা স্বীকার করিবে।

قوله وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরস্থ কথা জানেন অর্থাৎ বিশেষ কোন পত্নির প্রতি তোমাদের অন্তরে যে বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে যাহা হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নহে আল্লাহ্ উহা জানেন। ইমাম আহমদ (রা) বলেন, ইয়াযীদ (র) ..... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার পত্নিগণের মধ্যে কাসাম এর বিধান পালন করিতেন ও তাহাদের মধ্যে ইনসাফ করিতেন এবং তিনি বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذَا فِعْلِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِىْ فِيْمَا لَاَاَمْلِكُ

হে আল্লাহ্! যে বিষয়ে আমার ইখতিয়ার রহিয়াছে উহাতে তো আমি এইরূপ ইনসাফ কায়েম করি; অতএব যে বিষয়ে আমার কোন ক্ষমতা নাই, আছে কেবল

আপনারই। আপনি অনুগ্রহপূর্বক উহাতে আমাকে ভর্ৎসনা করিবেন না। হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (র) হইতে চার সুনান গ্রন্থকার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইমাম আবূ দাউদ فلا تلمنى فيما تملك ولا املك এর পরে القلب। অন্তর এর উল্লেখ করিয়াছেন। রেওয়ায়েতটির সনদ বিশুদ্ধ, ইহার সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরস্থ বিষয়সমূহ জানেন। তিনি ধৈর্য ধারণ করেন ও ক্ষমা করিয়া দেন।

(৫২) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا ۟

৫২. ইহার পর তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নহে এবং তোমার স্ত্রীদিগের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নহে। যদিও উহাদিগের সৌন্দর্য তোমাকে বিস্মিত করে; তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদিগের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নহে। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, যাহ্হাক, কাতাদাহ, ইব্ন যায়েদ ও ইব্ন জারীর (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁহার পত্নিগণকে ইখতিয়ার দিয়াছিলেন, তখন তাহারা পার্থিব ধন-সম্পদ গ্রহণের পরিবর্তে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) এবং পরকালকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলোচ্য আয়াতে উহার বিনিময় ঘোষণা করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ পার্থিব ধন-সম্পদের পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গ্রহণ করিলে, উহার বিনিময় হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁহার ঐ সকল পত্নি ছাড়া অতিরিক্ত অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ না করেন এবং তাঁহাদের পরিবর্তে অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ না করেন। যদিও তাঁহাদের সৌন্দর্য তাঁহাকে বিস্মিত করুক না কেন। অবশ্য বাঁদী গ্রহণ করায় কোন আপত্তি নাই। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে এই নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া নিলেও তিনি আর কখনও অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই যেন তাঁহার পত্নিগণের উপর তাহার বিশেষ অনুগ্রহ বিদ্যমান থাকে।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন, সুফিয়ান (র) ....হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احل الله له النساء। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালের পূর্বে তাঁহার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য

মহিলাদিগকে হালাল করিয়াছিলেন। ইমাম আহমদ (র) .... হযরত আয়িশা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন আবূ যুরআহ (র) ....হযরত উম্মে সালমাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمْ يَمُتْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَحَلَّ اللّٰهُ لَهُ اَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَاشَاءَ اِلاَّ ذَاتَ الْحَرَمِ-

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা যে কোন মহিলাকে ইচ্ছা, বিবাহ করা তাঁহার জন্য হালাল করিয়াছিলেন। অবশ্য মহররম মহিলাগণ তাহার জন্য হালাল ছিল না। এই বৈধতা যে আয়াত দ্বারা প্রমাণিত তাহা হইল ঃ

تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُئْوِى اِلَيْكَ الخ-

এই আয়াত তেলাওয়াতের দিক হইতে প্রথম হইলেও নাযিল হইয়াছে পরে। যেমন সূরা বাকারায় 'ইদ্দতে ওফাত' সম্পর্কিত প্রথম আয়াত একই সূরায় বিদ্যমান পরবর্তী আয়াতের জন্য নাসিখ।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ এই আয়াতের অর্থ হইল, উপরে যে সকল মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য হালাল ঘোষণা করা হইয়াছে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাঁদী এবং যেই সকল মহিলাদের তিনি মোহর দান করিবেন। আর চাচার কন্যা, ফুফুর কন্যা, মামুর কন্যা, খালার কন্যা এবং যে মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিজ সত্তাকে সমর্পণ করে ইহারা ব্যতীত অন্য কোন মহিলা তাঁহার জন্য হালাল নহে। হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব , মুজাহিদ ও ইকরিমাহ্, যাহ্হাক, আবূ সালেহ, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী ও অন্যান্য তাফসীরকার হইতে অনুরূপ বর্ণিত।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইয়াকূব (র) ....জনৈক আনসারী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ সকলেই মৃত্যুবরণ করেন, তবে কি তাঁহার জন্য অন্য কোন মহিলা বিবাহ করা জায়িয হইবে না ? জবাবে তিনি বলিলেন, তখন অন্য মহিলা বিবাহ করিতে বাধা কোথায়! আমি বলিলাম, আল্লাহ্ তা'আলা যে ইরশাদ করিয়াছেন, لاَيَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তাঁহার জন্য يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ ........... اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ- এর মাধ্যমে কয়েক প্রকার মহিলা হালাল করিয়াছেন।

অতঃপর তাঁহাকে বলা হইয়াছে لاَيَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ অর্থাৎ এই সকল মহিলা ব্যতীত অন্য কাহাকেও বিবাহ করা তোমার পক্ষে হালাল নহে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন

আহমদ (র) দাউদ (র) হইতে একাধিক সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

نُهِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَصْنَافِ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ -

قوله لَايَحِلُّ لَكَ الخ মু'মিনা মুহাজিরা মহিলা ব্যতীত অন্যান্য মহিলাদিগকে বিবাহ করিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই আয়াতের মাধ্যমে নিষেধ করা হইয়াছে। মু'মিনা যুবতী মহিলাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করিয়াছেন। অনুরূপভাবে যদি কোন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে স্বীয় সত্তা সমর্পণ করে তাহাকেও তাঁহার জন্য হালাল করিয়াছেন এবং অমুসলিম মহিলা হারাম করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِى اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ ..........خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ-

হে নবী! আমি তোমার জন্য তোমার সেই সকল স্ত্রীগণকে হালাল করিয়াছি যাহাদিগকে তুমি মোহর দান করিয়াছ ......ইহা কেবল তোমার জন্য। অন্যান্য মু'মিনদের জন্য নহে। আয়াতে উল্লেখিত মহিলা ব্যতীত অন্যান্য মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যও হারাম করা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত মহিলা ব্যতীত অন্য কোন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হালাল নহে; সে মুসলমান হউক কিংবা ইয়াহুদী-নাসারা কিংবা অন্য কোন কাফির মহিলা। আবূ সালেহ (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি কোন বেদুঈন মহিলা কিংবা আরবীয়ান মহিলা বিবাহ করার নির্দেশ হয় নাই। অবশ্য 'তিহামাহ' এর মহিলা এবং চাচার কন্যা, ফুফুর কন্যা, মামুর কন্যা, খালার কন্যা যদি তিন শতও বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন তবে নবী (সা)-এর জন্য তাহা জায়িয আছে।

ইব্‌ন জারীর (র)-এর মত হইল, যেই সকল মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বৈবাহিক সূত্রে তাহার ঘরে বিদ্যমান ছিলেন এবং যাহাদিগকে পূর্ববর্তী আয়াতে বিবাহ করা হালাল ঘোষণা করা হইয়াছে, আয়াতটি তাহাদের সকলকে শামিল। ইব্‌ন জারীর (র)-এর এই মতটি উত্তম এবং পূর্ববর্তী বহু উলামায়ে কিরাম এই মতই পোষণ করেন। যাহাদের পক্ষ হইতে ইহার বিপরীত মত বর্ণিত, তাহাদের পক্ষ হইতে ইহার অনুরূপ মতও বর্ণিত আছে। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই والله اعلم অবশ্য ইব্‌ন জারীর (র) এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করিবার পর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ইহার জবাবও দিয়াছেন। রেওয়ায়েতটি হইল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হাফসাহ (রা)-কে তালাক দিয়ে

পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হযরত সাওদাহ (রা)-কে তালাক দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তালাক দেন নাই। হযরত সাওদাহ (রা) তাহার জন্য নির্ধারিত দিন হযরত আয়িশা (রা)-কে দান করিয়াছিলেন। রেওয়ায়েতটি বাহ্যত: لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ এর পরিপন্থী। কিন্তু আল্লামা ইব্‌ন জারীর (র) বলেন হযরত হাফসাহ (রা) ও হযরত সাওদা (রা) এর ঘটনা لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ নাযিল হইবার পূর্বের ঘটনা।

তবে আল্লামা ইব্‌ন জারীর (র) এই যে কথা বলিয়াছেন যে উভয় ঘটনা আয়াত নাযিল হইবার পূর্বের ঘটনা এ কথা সত্য; তবে ইহা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, আয়াতের দ্বারা ইহা তো বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে বিদ্যমান পত্নিগণ ছাড়া অন্য কাহাকেও তিনি বিবাহ করিবেন না এবং তাহাদিগকে পরিবর্তনও করিবেন না, কিন্তু আয়াত দ্বারা ইহা বুঝা যায় না যে, তিনি কাহাকেও তালাক দিবেন না। والله اعلم

বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত যে, হযরত সাওদাহ (রা) এর ঘটনার প্রেক্ষিতেই নিম্নের আয়াত নাযিল হইয়াছিল ঃ

وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا -

যদি কোন স্ত্রী তাহার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে তবে তাহারা আপোষ নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে তাহাতে কোন দোষ নাই।

আর হযরত হাফসাহ (রা)-এর ঘটনা সম্পর্কে আবূ দাউদ, ইব্‌ন মাজাহ ও ইব্‌ন হাব্বান (র), ইয়াহয়া ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যায়েদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সালেহ ইব্‌ন সালেহ ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন হুয়াই (র) হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাফসাহ (রা)-কে তালাক দেওয়ার পর পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করেন। হাদীসটির সূত্র মযবুত।

আবূ ইয়ালা (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা) হযরত হাফসাহ (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি কাঁদিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কাঁদিতেছ কেন ? সম্ভবত: রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে তালাক দিয়াছেন,। একবার তো তিনি তোমাকে তালাক দিয়াছিলেন; কিন্তু আমার খাতিরে তিনি তোমাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, আল্লাহ্‌র

কসম, তিনি যদি আবারও তোমাকে তালাক দিয়া থাকেন তবে আর কখনও তোমার সহিত আমি কথা বলিব না। রেওয়ায়েতের সনদ বুখারী ও মুসলিম এর শর্ত মুতাবিক।

قوله وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ আর তাহাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও তোমার পক্ষে জায়িয নহে যদিও তাহাদের সৌন্দর্য তোমাকে বিস্মিত করুক না কেন। অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁহার পত্নিগণের মধ্য হইতে কাহাকেও তালাক দিয়া তাহার পরিবর্তে অন্যকে গ্রহণ করিয়া অবিচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু বাঁদী গ্রহণ করা বৈধ ঘোষণা করিয়াছেন। হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) ....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলী যুগে একটি জঘন্য প্রথা এই ছিল যে, একজন অপর জনের সহিত স্ত্রীর অদল বদল করিত। একজন অন্যজনকে বলিত, তোমার স্ত্রী আমাকে দাও এবং আমার স্ত্রী তুমি গ্রহণ কর। ইসলাম আগমনের পর এই ঘৃণ্য প্রথার অবসান ঘটে এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ

রাবী বলেন, একবার উয়ায়নাহ ইব্ন হিস্ন ফাযারী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিনা অনুমতিতেই তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তাঁহার স্ত্রী হযরত আয়িশা (রা) বসিয়া ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন, তুমি অনুমতি ছাড়াই কেন প্রবেশ করিলে ? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জ্ঞান হইবার পর আজ পর্যন্ত মুসার গোত্রের কাহার নিকট প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি গ্রহণ করি নাই। অত:পর সে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার নিকট এই মহিলা কে ? তিনি বলিলেন, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা)। তখন সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তাহাকে ত্যাগ করুন। আমি তাহার পরিবর্তে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী আমার স্ত্রীকে আপনার জন্য পেশ করিতেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে উয়ায়নাহ! আল্লাহ্ ইহা হারাম করিয়াছেন। অতঃপর সে যখন প্রস্থান করিল, তখন হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে ? তিনি বলিলেন, একজন আহাম্মক সরদার। তাহার এই আহাম্মকী সত্ত্বেও তাহার কওম তাহাকে সরদার বলিয়া মান্য করে।

হাদীসটি বর্ণনা করিয়া ইমাম বায্যার (র) বলেন, ইসহাক ইব্ন আব্দুল্লাহ একজন অনির্ভরযোগ্য রাবী। কিন্তু যেহেতু রেওয়ায়েত আর কেহ বর্ণনা কয়িাছেন বলিয়া আমরা জানি না , অতএব ইহাই আমরা বর্ণনা করিলাম। ইহার দুর্বলতাও প্রকাশ করিয়া দিলাম।

(٥٣) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ
إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنۡ إِذَا دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا
طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ يُؤۡذِي
ٱلنَّبِيَّ فَيَسۡتَحۡيِۦ مِنكُمۡۖ وَٱللَّهُ لَا يَسۡتَحۡيِۦ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ
مَتَٰعٗا فَسۡـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ
وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤۡذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزۡوَٰجَهُۥ مِنۢ
بَعۡدِهِۦٓ أَبَدًاۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ○
(٥٤) إِن تُبۡدُواْ شَيۡـًٔا أَوۡ تُخۡفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ○

৫৩. হে মু'মিনগণ! তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া না হইলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করিও না। তবে তোমাদিগকে আহ্বান করিলে তোমরা প্রবেশ করিও এবং ভোজন শেষে তোমরা চলিয়া যাইও। তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হইয়া পড়িও না। কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদিগকে উঠাইয়া দিতে সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলিতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তাহার পত্নিদিগের নিকট কিছু চাহিলে পর্দার অন্তরাল হইতে চাহিবে। এই বিধান তোমাদিগের ও তাহাদিগের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদিগের কাহারও পক্ষে আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তাহার মৃত্যুর পর তাহার পত্নিদিগকে বিবাহ করা কখনও সঙ্গত নহে। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ইহা গুরুতর অপরাধ।

৫৪. তোমরা কোন বিষয় প্রকাশই কর অথবা গোপনই রাখ, আল্লাহ্ তো সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াত পর্দা সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে ইহাতে শরীয়তের আরো বহু আহকাম ও আদাব লিখিত রহিয়াছে। উল্লেখিত আয়াত হযরত উমর (রা)-এর মত অনুসারেই অবতীর্ণ হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত।

হযরত উমর (রা) বলেন, তিনটি বিষয়ে আমি যেমন মত পোষণ করিয়াছি, আল্লাহ্ তা'আলা সেই মুতাবিক ওহী নাযিল করিয়াছেন। একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনি মাকামে ইবরাহীমকে মুসাল্লাহ বানাইতেন। আমার আকাংখা প্রকাশ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন, وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে মুসাল্লা বানাও। আমি আর একবার বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার পত্নিগণের কাছে সকল প্রকার লোক প্রবেশ করে। ভাল লোক এবং মন্দ লোকও। অতএব, যদি আপনি তাহাদিগকে পর্দার নির্দেশ দান করিতেন। আমার এই আকাংখাও পূর্ণ হইল এবং আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করিলেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ যখন গায়রাতের তাকিদে কিছু অতিরিক্ত বলাবলি করিতে শুরু করিলেন, তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, যদি রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদের এই বাড়াবাড়ির কারণে তোমাদিগকে তালাক প্রদান করেন তাহার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চাইত উত্তম পত্নি তাঁহাকে দান করিবেন। অতঃপর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এই মুতাবিক আয়াত নাযিল হইল। মুসলিম শরীফে বর্ণিত, হযরত উমর (রা) বদর যুদ্ধে বন্দী কাফিরদের হত্যা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিলে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অনুরূপ আয়াত নাযিল হইয়াছিল। তবে ইহা চতুর্থ ঘটনা।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুসাদ্দাদ (র) ....আনাস ইব্ন মালেক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার এখানে ভাল-মন্দ সর্বপ্রকার লোকের আগমন ঘটে; যদি আপনি উম্মাহাতুল মু'মিনীনকে পর্দার নির্দেশ দিতেন। আমার এই আকাংখা প্রকাশের পর আল্লাহ্ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন। হযরত যয়নব (রা)-এর সহিত যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহ সম্পন্ন হয় সেদিন সকালে পর্দার আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সহিত হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহ খোদ আল্লাহ্ তা'আলাই সম্পাদিত করিয়াছিলেন। কাতাদাহ ও ওয়াকেদীর (র) বর্ণনা মতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল যিলকদ মাসে পঞ্চম হিজরী সনে। তবে আবূ উবায়দা মা'মার ইব্ন মুসান্না এবং খলিফা ইব্ন খাইয়াত (র) বলেন, তৃতীয় হিজরী সনে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল। والله اعلم

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ রক্কাশী (র) ....আনাস ইব্ন মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যায়নাব বিনতে জাহশ (রা)-কে বিবাহ করিবার পর অলীমার জন্য দাওয়াত করিলেন। আমন্ত্রিত লোকজন আহারের পরে বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাদের গল্পে লিপ্ত দেখিয়া উঠিবার প্রস্তুতি লইলেও তাহারা কিন্তু উঠিলেন না। ফলে তিনি ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন। তিনি উঠিয়া গেলে কতক লোক তাঁহার সহিত উঠিয়া গেল; কিন্তু ইহার

পরও তিনজন বসিয়াই রহিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুক্ষণ পরে যখন ঘরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন তখনও তাহারা বসিয়াছিল। ইহার পর যখন তাহারা চলিয়া গেল তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহাদের চলিয়া যাইবার সংবাদ দিলাম। তিনি ফিরিয়া আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমিও তাঁহার সহিত প্রবেশ করিতে চাহিলে তিনি পর্দা টানিয়া দিলেন। অত:পর নাযিল হইল ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا ـ

ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, মা'মার (র) ....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) হযরত যায়নব (রা)-কে বিবাহ করিবার পর রুটি ও গোশত দ্বারা অলীমা করিয়াছিলেন। অলীমার দাওয়াতের জন্য তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দলে দলে লোক আসিয়া আহার সম্পন্ন করিয়া চলিয়া যাইত। এক দল আসিয়া আহার করিত এবং চলিয়া যাইত। পুনরায় আর এক দল আসিয়া আহার করিত ও চলিয়া যাইত। অবশেষে যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অলীমায় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য দাওয়াত দেওয়ার জন্য আর কাহাকেও পাইলাম না তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহা জানাইলে তিনি বলিলেন اِرْفَعُوْا طَعَامَكُمْ তোমরা তোমাদের খাবার উঠাইয়া লও। কিন্তু তখনও তিন ব্যক্তি ঘরে গল্প করিতে থাকিল। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘর হইতে বাহির হইয়া হযরত আয়িশা (রা)-এর ঘরে গমন করিলেন এবং তাহাকে সালাম করিলেন। হযরত আয়িশা (রা) তাঁহার সালামের জবাব দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনাকে বরকত দান করুন। আপনার নতুন পত্নিকে আপনি কেমন পাইলেন ? ইহার পর তিনি তাঁহার প্রত্যেক পত্নির নিকট গমন করিয়া সালাম করিলেন এবং যেমন হযরত আয়িশা তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন তাহারা সকলেই তেমন প্রশ্ন করিলেন। এই পর্ব শেষ করিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় তাহার ঘরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, কিন্তু তখনও সেই তিনজন ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন অতিশয় লজ্জাশীল। তিনি তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া পুনরায় হযরত আয়িশা (রা)-এর হুজরার দিকে চলিয়া গেলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, এই কথা সঠিকভাবে বলিতে পারিব না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমিই সংবাদ দিয়াছিলাম; না-কি তিনি সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, ঘর থেকে তাহারা চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন। এক পা তিনি ভিতরে রাখিলেন এবং অপর পা বাহিরে ছিল। এমনি অবস্থায় তিনি পর্দা টানিয়া দিলেন এবং পর্দার আয়াত নাযিল হইল।

ইমাম বুখারী ব্যতীত সিহাহ সিত্তা'র কোন গ্রন্থকার হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন নাই। অবশ্য ইমাম নাসায়ী (র) 'আল ইয়ামু আল্লায়লাহ' গ্রন্থে আব্দুল ওয়ারিস (র)

....হযরত আনাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য তিন ব্যক্তির স্থলে তাঁহারা দুই ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, আমার পিতা ....আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক নতুন বিবাহের পর হযরত উম্মে সুলাইম (রা) কিছু হালুয়া প্রস্তুত করিয়া একটি পাত্রে রাখিয়া বলিলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট লইয়া যাও। আমার পক্ষ হইতে তাহাকে সালাম পৌছাইয়া বলিবে, আমাদের পক্ষ হইতে আপনার খিদমতে অতি সামান্য হাদিয়া। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উহা লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন রাখিয়া দাও। আমি উহা ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলাম। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, اُدْعُ لِىْ فُلَانًا وَفُلَانًا আমাকে অমুক অমুককে ডাকিয়া দাও। এই কথা বলিয়া তিনি অনেকের নাম উল্লেখ করিলেন। অত:পর তিনি বলিলেন, যে কোন মুসলমানের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হউক তাহাকে ডাকিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহাদিগকে এবং যে মুসলমানের সহিতই আমার সাক্ষাৎ হইল আমি তাহাকে ডাকিলাম। আমি যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন ঘর, বারান্দা ও ঘরের আংগিনা সবই মানুষে পরিপূর্ণ ছিল। জা'ফর ইব্ন সুলায়মান (র) বলেন, আমি আমার শায়খ আবূ উসমানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের সংখ্যা কত ছিল ? তিনি বলিলেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল তিন শতের মত। হযরত আনাস (রা) বলেন; অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন, তোমার আম্মার দেওয়া হালুয়া উপস্থিত কর। আমি উহা লইয়া তাহার সম্মুখে রাখিলাম। তিনি উহাতে স্বীয় হাত রাখিয়া দু'আ করিলেন এবং বলিলেন, মাশা-আল্লাহ্ এবং দশ দশ জনের এক একটি চক্র করিয়া বিসমিল্লাহ্ বলিয়া প্রত্যেককে নিজের কোল হইতে আহার করিতে নির্দশ দিলেন। সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ মুতাবিক বিসমিল্লাহ্ বলিয়া আহার করিতে শুরু করিল এবং প্রত্যেকেই তৃপ্ত হইয়া আহার করিল।

আহার শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা উঠাইতে বলিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি হালুয়ার পাত্রটি উঠাইয়া উহার প্রতি তাকাইয়া দেখিলাম, আমি ঠিক বলিতে পারিব না যখন পাত্রটি রাখিয়াছিলাম তখন উহাতে হালুয়ার পরিমাণ বেশী ছিল, নাকি যখন উঠাইলাম তখন বেশী ছিল। হযরত আনাস (রা) বলেন, আহার শেষে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে বসিয়া পারস্পরিক কথায় লিপ্ত হইল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নববধূ দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু তাহারা আলাপ দীর্ঘ করিল। ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে বড় পীড়াদায়ক হইল। তিনি ছিলেন অতিশয় লজ্জাশীল। অতএব কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং অন্যান্য পত্নিগণের হুজরায় গিয়া সালাম করিলেন। অবশেষে তিনি যখন

প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তাহারাও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আসিতে দেখিল তখন তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পীড়া দিয়াছে ধারণা করিয়া দ্রুত বাহির হইয়া পড়িল। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া পর্দা লটকাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ তিনি ঘরে অবস্থান করিলেন। আমি তখন আঙ্গিনায় অবস্থান করিতেছিলাম। এই মুহূর্তে পর্দার আয়াত নাযিল হইলে তিনি ঘর হইতে উহা পাঠ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিলেন। يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ الاٰيَات হে মু'মিনগণ! তোমরা নবী গৃহে প্রবেশ করিও না .....হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম আমাকেই আয়াতটি শুনাইলেন। আমিই সর্বপ্রথম এই আয়াত শ্রবণকারী। কুতায়বাহ (র)-এর সূত্রে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ইহা 'নিকাহ' অধ্যায়ে পরম্পর সূত্র ছাড়াই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইবরাহীম ইব্‌ন তাহ্‌মান (র) হযরত আনাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে (র)-এর সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারাক (র) আনাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ও আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হইত অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র) আমর ইব্‌ন সাঈদ এবং যুহরী (র)-এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, বাহয ও হাশিম ইব্‌ন কাসিম (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। হযরত যায়নাব (রা)-এর ইদ্দত শেষ হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যায়েদ (রা)-কে বলিলেন, اِذْهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَى তুমি 'যায়নাব'-এর নিকট গিয়া আমার আলোচনা কর। রাবী বলেন, যায়েদ রওয়ানা হইয়া যায়নাব (রা)-এর নিকট যখন উপস্থিত হইলেন তখন তিনি খামীর প্রস্তুত করিতেছিলেন। হযরত যায়েদ বলেন, আমি তাহাকে দেখিয়াই আমার অন্তরে তাঁহার মহত্ব অনুভব হইল এবং فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا তাফসীর প্রসঙ্গে পূর্বে বর্ণিত পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করিলেন।

অবশ্য তিনি শেষে ইহাও বলিলেন, আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষকে নসীহতও করিলেন। মুসলিম ও নাসায়ী (র) জা'ফর ইব্‌ন সুলাইমান সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আহমদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ....হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ রাত্রিকালে মাঠে মল ত্যাগ করিতে যাইতেন। হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতেন, আপনার পত্নিগণকে পর্দায় রাখুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহা করিতেন না। একবার রাসূলপত্নি হযরত সাওদাহ (রা) রাত্রিকালে প্রয়োজনে বাহির হইলেন। তিনি ছিলেন একজন লম্বা মহিলা। হযরত উমর (রা) তাহাকে চিনিতে পারিয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া বলিলেন, হে সাওদাহ (রা)! আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি। পর্দার আয়াত যেন নাযিল হয়,

এই লোভেই তিনি এমন করিয়াছিলেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, ইহার পরই পর্দার আয়াত নাযিল হইল। এই রেওয়ায়েত তো এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হযরত সাওদাহ (রা)-এর সহিত এই ঘটনা পর্দার হুকুম নাযিল হইবার পর ঘটিয়াছিল, ইহাই প্রসিদ্ধ। যেমন হযরত ইমাম আহমদ, বুখারী ও মুসলিম (র) বলেন, হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ তাহার পিতা হইতে তিনি হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, পর্দার হুকুম নাযিল হইবার পর হযরত সাওদাহ মল ত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে বাহির হইলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায় মোটা মহিলা। পরিচিত লোকেরা তাহাকে সহজেই চিনিতে পারিত। হযরত উমর (রা) তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, হে সাওদাহ! আপনি তো আমাদের দৃষ্টি হইতে লুকাইতে পারিলেন না। আপনি যে কিভাবে বাহির হইবেন তাহা চিন্তা-ভাবনা করিয়াই বাহির হইবেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, ইহা শুনিয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আমার ঘরে ছিলেন। তিনি রাত্রের খাবার খাইতেছিলেন। তাঁহার হাতে তখন একটি হাড্ডি ছিল। এমন সময় সাওদাহ (রা) ঘরে প্রবেশ করিয়া হযরত উমর (রা) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রয়োজনে ঘরের বাহিরে গেলে উমর (রা) আমাকে এইরূপ এইরূপ বলিলেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, তখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হইল। গোশতের হাড্ডি তাঁহার হাতেই ছিল। ওহী নাযিল হইবার পর তিনি বলিলেন اِنَّهُ قَدْ اُذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ "প্রয়োজনে রাত্রিকালে তোমাদের পক্ষে বাহির হইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।"

আল্লাহ্ তা'আলা لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ এর মাধ্যমে মুসলমানদিগকে নবীর ঘরে পূর্বের ন্যায় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করার ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছিলাম। এই উম্মতের জন্য আল্লাহ্‌র গায়রত হইয়াছে এবং তিনি জাহেলী যুগের এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের ন্যায় অবাধ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিংবা অন্য কাহারো ঘরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ। সাবধান, তোমরা মহিলাদের নিকট প্রবেশ করিবে না। অবশ্য অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রবেশ করিবার অনুমতি আছে। ইরশাদ হইয়াছে, اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ। তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইলে খাবার প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া প্রবেশ করিতে পার। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, খাবার পাক হইবার সময় কাহারও ঘরে প্রবেশ করাই উচিৎ নহে। এই অভ্যাস আল্লাহ্ পসন্দই করেন না। ইহা দ্বারা অনাহুতভাবে তুফাইলী হওয়া যে হারাম তাহাও প্রমাণিত হয়। তুফাইলীদের নিন্দায় আল্লামা খতীব বাগদাদী (র) একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং তাহাদের বহু ঘটনা সন্নিবেশ করিয়াছেন। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا। কিন্তু তোমাদিগকে যখন আহ্বান করা হয় তখন তোমরা প্রবেশ কর এবং আহার শেষে তোমরা চলিয়া যাও।

মুসলিম শরীফে হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ যখন কেহ তাহার ভাইকে দাওয়াত দিবে সে যেন তাহার দাওয়াত গ্রহণ করে। বিবাহের দাওয়াত হউক কিংবা অন্য কোন দাওয়াত। বুখারী শরীফে আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমাকে যদি একটি বকরীর পা-ও আহার করিবার জন্য দাওয়াত করা হয় তবে আমি উহা গ্রহণ করি আর যদি একটি ক্ষুরও আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয় তবে উহাও আমি কবুল করি। তোমরা যখন আহার হইতে অবসর হইয়া যাইবে তখন বাড়ীর লোকদিগকে হালকা করিয়া দিবে এবং বাহিরে চলিয়া যাইবে। ইরশাদ হইয়াছে وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ তোমরা গল্পে নিমগ্ন হইবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে অবস্থানকারী তিন ব্যক্তি গল্পে মশগুল হইয়াছিল যাহা তাঁহার পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ

ইহা নবী (সা)-কে পীড়া দেয়। ফলে তিনি তোমাদের কারণে সংকোচ বোধ করেন। কেহ কেহ বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, বিনা অনুমতিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে প্রবেশ করা হইলে তিনি পীড়িত হন। কিন্তু তাঁহার অতিশয় লজ্জার কারণে তিনি তোমাদিগকে নিষেধ করা পসন্দ করেন না। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলাই নিষেধ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলিতে সংকোচ বোধ করেন না। এই কারণে তিনি তোমাদিগকে উহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ যখন তোমরা তাহাদের নিকট কিছু চাহিবে তখন পর্দার আড়ালে থাকিয়াই চাহিবে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণের কাছে প্রবেশ করা যেমন নিষিদ্ধ, অনুরূপভাবে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও নিষিদ্ধ। তাহাদের কাছে তোমাদের কাহারও কোন প্রয়োজন হইলে পর্দার আড়াল হইতে তাহাদের নিকট চাহিবে, সরাসারি তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত একটি পাত্রে 'হাইস' (হালুয়া বিশেষ) খাইতেছিলাম। এমন সময় হযরত উমর আসিতেছিলেন দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকেও খাবারে শরীক হইবার জন্য ডাকিলেন। কিন্তু খাবার সময় ঘটনাচক্রে তাহার আঙ্গুল আমার আঙ্গুলের সহিত স্পর্শ করিয়া বসিল। তখন তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, আহ্! যদি তোমাদের ব্যাপারে আমার কথা মান্য করা হইত তবে কোন চক্ষু তোমাদিগকে দর্শন করিত না। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হইল।

ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ অর্থাৎ পর্দার এই যে বিধানের আমি নির্দেশ দিয়াছি, ইহা তোমাদের ও তাহাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র।

قوله وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهٖ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ـ

তোমাদের কাহারও পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেওয়া এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহার পত্নিগণকে কখনও বিবাহ করা সঙ্গত নহে। নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্র নিকট গুরুতর অপরাধ। ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন .... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনা করেন।

একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালের পরে তাহার কোন পত্নিকে বিবাহ করিবার আশা ব্যক্ত করিলে আয়াতটি তাহাদের ব্যাপারেই নাযিল হইয়াছিল। হযরত সুফিয়ানকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই পত্নি কি হযরত আয়িশা (রা) ? তিনি বলিলেন, উলামায়ে কিরাম ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ (র) স্বীয় সূত্রে সুদ্দী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালের পর তাহার কোন পত্নিকে যিনি বিবাহ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তিনি হযরত তালহা ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা)। অবশেষে ইহা যে হারাম সেই বিষয়ে সতর্কবাণী বুঝিতে পারিলেন। এই কারণে সমস্ত উলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালের পরে তাঁহার কোন পত্নিকে কাহারও পক্ষে বিবাহ করা জায়িয নহে। কারণ তাহারা ইহকালে যেমন তাঁহার পত্নি, পরকালেও তাঁহার পত্নি এবং মু'মিনদের মহাসম্মানিত আম্মা। পূর্বে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যেই স্ত্রীর সহিত তাঁহার মিলন ঘটিয়াছে এবং তাঁহার জীবদ্দশায়ই তাহাকে তিনি তালাক দিয়াছেন, অন্য কাহারও পক্ষে তাহাকে বিবাহ করা জায়িয কি-না সে বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে দ্বিমত রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই ধরনের কোন স্ত্রী من بعده এর অন্তর্ভুক্ত কি, না ? বস্তুত: তাহাদের এই বিষয়ে মতপার্থক্য রহিয়াছে। অবশ্য মিলন ঘটিবার পূর্বেই যাহাকে তিনি তালাক দিয়াছেন তাহাকে বিবাহ করা যে জায়িয আছে, এই বিষয়ে কাহারও কোন দ্বিমত আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ....আমির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়লাহ বিনতে আশআস এর মালিক হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ইন্তেকালের পরে ইকরিমাহ ইব্ন আবূ জাহ্ল (রা) তাহাকে বিবাহ করেন। হযরত আবূ বকর (রা) ইহাতে অতিশয় পীড়িত হন। হযরত উমর (রা) তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, হে খলীফায়ে রাসূল! 'কায়লা' তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী ছিলেন

না এবং তিনি তাহাকে ইখতিয়ার তো দান করেন নাই। তাহাকে পর্দার হুকুমও দান করেন নাই। 'কায়লা' এর কওম মুরতাদ হইবার সাথে সাথে সেও তাহার কওমের সহিত চলিয়া যায় এবং এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে সরাইয়া রাখেন। রাবী বলেন, হযরত উমর (রা)-এর এই কথার পরে হযরত আবূ বকর সান্ত্বনা লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইন্তেকালের পরে তাঁহার কোন স্ত্রীকে বিবাহ করাকে আল্লাহ্ তা'আলা গুরুতর অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا। আল্লাহ্‌র কাছে ইহা গুরুতর অপরাধ। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

যদি তোমরা কোন বস্তু প্রকাশ কর কিংবা উহা গোপন কর তবে আল্লাহ্ সকল বস্তু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। তোমাদের অন্তরে নিহিত কোন বস্তুই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন নহে।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরের গোপন বিষয়ও জানেন।

(৫৫) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ○

৫৫. নবী-পত্নিদিগের জন্য তাহাদিগের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগ্নীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাহাদিগের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের ব্যাপারে উহা পালন না করা অপরাধ নহে। হে নবী-পত্নিগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মহিলাদিগকে অনাত্মীয় পুরুষ হইতে পর্দার নির্দেশ দানের পর তাহাদের যেই সকল নিকট আত্মীয় হইতে পর্দা করিতে হইবে না, উল্লেখিত আয়াতে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সূরা আন্‌নূর এ-ও তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ الخ

التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُوْلِى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ.

তাহারা যেন তাহাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ, তাহাদের মালিকাধীন দাসী, পুরুষদের যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে নাবালক ব্যতীত কাহারও নিকট তাহাদের সজ্জা প্রকাশ না করে। সূরা 'নূর' এর এই আয়াতে আলোচ্য আয়াত অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত বিষয় রহিয়াছে। পূর্বে ইহার ব্যাখ্যা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। এখানে উহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ...ইকরিমাহ (র) হইতে لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى اٰبَاءِهِنَّ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। রাবী বলেন, আয়াতে চাচা ও মামুর উল্লেখ করা হয় নাই কেন ? জিজ্ঞাসা করা হইলে বলা হইল যেহেতু তাহারা স্বীয় পুত্রগণের নিকট ঐ মহিলাদের বর্ণনা দিতে পারে। ইমাম শা'বী ও ইকরিমা তো ইহাও পসন্দ করিতেন না যে, মামু ও চাচার সম্মুখে উড়না খুলিয়া রাখা হউক।

قوله وَلَانِسَاءِهِنَّ অর্থাৎ মু'মিন মহিলাদের নিকট মু'মিন মহিলাদের পর্দা করা জরুরী নহে।

قوله وَمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ অর্থাৎ গোলাম ও বাঁদীদের সম্মুখেও পর্দার প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (র) বলেন, وَمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ দ্বারা শুধু বাঁদী বুঝান হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

قوله وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا অর্থাৎ প্রকাশ্য ও নির্জনে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। সকল বস্তু তিনি প্রত্যক্ষ করেন। কোন বস্তুই তাঁহার নিকট গোপন থাকে না।

(٥٦) إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

৫৬. আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাহার ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাহাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবুল আলীয়াহ (র) বলিয়াছেন, صلواة الله এর অর্থ হইল ফেরেশতাগণের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার, তাঁহার রাসূলের প্রশংসা করা এবং صلواة الملائكة এর অর্থ হইল প্রার্থনা করা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন يصلون অর্থ يبركون অর্থ বরকতের জন্য দু'আ করে। ইমাম বুখারী (র) ইহা আবুল আলীয়াহ (র) ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বিনা সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ জা'ফর রাজী (র) রাবী' ইব্ন আনাস (র) এর মাধ্যমে হযরত আবুল আলীয়াহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। রবী' হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ও সুফিয়ান সাওরী (র) এবং আরো উলামায়ে কিরাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন صلواة الرب অর্থ অনুগ্রহ, صلواة الملائكة অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমর আওদী (র) ...আতা ইব্ন রবাহ হইতে বর্ণিত صلواة الله এর অর্থ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ سَبَقَتْ رَحْمَتِى غَضَبِى বলা।

আয়াতের উদ্দেশ্য হইল, ঊর্ধ্ব আকাশে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে আল্লাহ্র বান্দাগণকে ইহা জানাইয়া দেওয়া। আল্লাহ্ খোদ ফেরেশতাগণের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসা করেন এবং ফেরেশতাগণও তাহার জন্য প্রার্থনা করেন। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা অধ:জগতে অবস্থানকারীদিগকেও তাঁহার প্রতি সালাত ও সালামের নির্দেশ দিয়াছেন। এইভাবে ঊর্ধ্ব জগৎ ও অধ:জগতে অবস্থানকারী সকলের পক্ষ হইতে যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করা হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (র) ....হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, هَلْ يُصَلِّى رَبُّكَ তোমার প্রতিপালক কি রহমত নাযিল করেন ? তখন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিল হইল। ইহারা তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করে, তোমার প্রতিপালক কি রহমত নাযিল করেন ? তুমি বলিয়া দাও, হাঁ, আমার প্রতিপালক আম্বিয়া ও রাসূলগণের প্রতি রহমত নাযিল করেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিয়া এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔

আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে ইহাও জানাইয়াছেন যে, তিনি তাহার মু'মিন বান্দাগণের প্রতি সালাত অর্থাৎ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছ ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ-

হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিক পরিমাণ আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তাহার পবিত্রতা ঘোষণা কর। তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন এবং তাহার ফেরেশতাগণ অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اُولاَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ-

ধৈর্যশীলদিগকে তুমি সুসংবাদ দান কর যাহারা বিপদগ্রস্ত হইলে যেন বলে, আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাহার প্রতিই আমরা প্রত্যাবর্তন করিব। তাহাদের প্রতিই তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অনুগ্রহ নাযিল হয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف আল্লাহ্ তা'আলা ডান দিকের সারীতে অবস্থানকারী মুসল্লীগণের ওপর অনুগ্রহ করেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণও অনুগ্রহের জন্য দু'আ করেন। অন্য হাদীসে বর্ণিত, اللّٰهُمَّ صل على ال ابى اوفى হে আল্লাহ্! আপনি আবূ আওফা'র পরিবারের প্রতি অনুগ্রহ করুন। হযরত জাবির (রা) এর পত্নি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তাহার ও তাহার স্বামীর প্রতি দু'আ করিতে অনুরোধ জানাইলে তিনি বলিলেন صلى الله عليك وعلى زوجك আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি ও তোমার স্বামীর প্রতি অনুগ্রহ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সালাত ও দরূদ পাঠ করিবার জন্য মুতাওয়াতের সূত্রে বহু হাদীস বর্ণিত। কি পদ্ধতিতে তাহার প্রতি দরূদ ও সালাত পাঠ করিতে হইবে হাদীসে উহাও বর্ণিত আছে। আমরা উহা হইতে কতিপয় হাদীস এখানে উল্লেখ করিব ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকারী।

ইমাম বুখারী (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) ...কা'ব ইব্‌ন উজ্‌রাহ (রা) হইতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাম করিবার পদ্ধতি আমরা শিখিয়াছি, কিন্তু আপনার প্রতি সালাত ও দরূদ কিভাবে করিতে হইবে উহা আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিন। তিনি বলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- —এইরূপভাবে আমার দরূদ পাঠ করিবে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ...আবূ লায়লা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কা'ব ইব্ন উজ্রাহ (রা)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে একটি হাদিয়া পেশ করিব কি ? একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট আগমন করিলে, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি সালাম কিভাবে করিতে হইবে উহা তো আমরা জানিতে পারিয়াছি কিন্তু সালাতের পদ্ধতি আপনি শিখাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, তোমরা সালাত এইভাবে পেশ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

হাদীসটি মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাহাদের সংকলিত গ্রন্থে একাধিক সূত্রে হাকাম ইব্ন উতায়বাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, হুসাইন ইব্ন আরাফাহ (র) ...কা'ব ইব্ন উজ্রাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔ নাযিল হইল, তখন আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি সালাম কিরূপে করিতে হইবে, আমরা উহা তো জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু সালাত করিতে হইবে কিভাবে উহা শিখাইয়া দিন। তখন তিনি বলিলেন, তোমরা বল ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা ইহার সহিত وعلينا معهم যোগ করিতেন। এই অতিরিক্ত শব্দের সহিত ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা আপনার প্রতি সালাম কিভাবে করিতে হইবে উহা জানিতে পারিয়াছি। ইহা দ্বারা 'তাশাহহুদ' এর মধ্যে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাম করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই বুঝান হইয়াছে।

২. ইমাম বুখারী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ....হযরত সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি সালাম করিবার নিয়ম তো হইল এই, যাহা আপনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। আপনার প্রতি সালাত কিভাবে আমরা পেশ করিব?

তিনি বলিলেন, তোমরা বল ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ -

আবূ সালিহ (র) লাইছ (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم

ইমাম বুখারী আরো বলেন, ইবরাহীম ইব্ন হামযা (র) ...ইয়াযীদ ইব্ন হাদ (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم -

ইমাম নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ (র) ইবনুল হাদ এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

৩. ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রহমান (র) ....আবূ হুমাইদ সায়েদী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার প্রতি আমরা দরূদ পেশ করিব কিভাবে ? তিনি বলিলেন, তোমরা বলিবে ঃ

اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد -

৪. ইমাম মুসলিম (র) বলেন, ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া তামীমী (র) ....আবূ মাসউদ আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রা)-এর মজলিসে উপস্থিত থাকাকালীন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। বশীর ইব্ন সা'দ (রা) তাহাকে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন। আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিব ? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার এই প্রশ্নের পর দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন করিলেন। ফলে আমরা মনে মনে বলিলাম, হায়! যদি তাহার নিকট এই প্রশ্নই না করিতাম। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা এইভাবে দরূদ পাঠ করিবে ঃ

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد -

আর সালাম করিবার নিয়ম তো তোমরা পূর্বেই জানিতে পারিয়াছ। ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্ন জারীর (র), মালেক (র)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইব্‌ন খুযায়মাহ, ইব্‌ন হাব্বান ও হাকিম (র), মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ....মাসউদ বদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সালামের নিয়ম তো শিখিয়াছি, তবে সালাতের মধ্যে দরূদের নিয়ম কি উহা জানাইয়া দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা দরূদ এইরূপ পড়িবে ঃ

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد

ইমাম শাফেয়ী (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আর এই হাদীস দ্বারাই তিনি ইহা প্রমাণ করেন যে, 'তাশাহহুদ' এর শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। যদি কেহ ইহা ত্যাগ করে তবে সালাত শুদ্ধ হইবে না। অবশ্য ইমাম মালেক (র)-এর অনুসারীগণ হইতে কেহ কেহ ইমাম শাফেয়ী (র)-এর এই শর্ত আরোপ করিবার জন্য তাহার সমালোচনা করিয়াছেন এবং কেবল ইমাম শাফেয়ী (র) একাই এই মত পোষণ করেন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন এবং কাজী ইয়ায (র)-এর উল্লেখ অনুসারে আবূ জা'ফর রাযী তবারী ও ইমাম তাহাবী (র) ইহার বিপরীত উলামায়ে কিরামের ইজমা ও ঐক্যমত বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিজ ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র)-এর এই মতের সমালোচক তাহার সমালোচনায় ইনসাফ করেন নাই; বরং সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন এবং 'ইজমা' এর দাবীতেও তিনি সঠিক তথ্য তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই। সালাতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব আমরা এই দাবীই করিয়াছি এবং সালাতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ পড়িবার নির্দেশ কুরআনের আয়াতেই রহিয়াছে। সাহাবায়ে কিরামের একটি দল আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যাই দিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, আবূ মসউদ বদরী, জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তাবেঈগণের মধ্যে শা'বী, আবূ জা'ফর বাকির, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র)-ও এই মত পোষণ করেন। আর ইমাম শাফেয়ীও এই মত পোষণ করেন। তাহার অনুসারীগণের মধ্যে এই বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নাই। আবূ যুরআহ দামেশকীর উল্লেখ অনুসারে ইমাম আহমদ (র)ও শেষ জীবনে এই মতের অনুসরণ করেন। ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়ে, ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম মালেকী (র)-ও এই মত পোষণ করেন।

অনুরূপভাবে হাম্বলী মাযহাবের কোন কোন ইমাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করিবার পর তিনি যেমন শিক্ষা দিয়াছিলেন ঠিক তদ্রূপ দরূদ পাঠ করাই ওয়াজিব বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। আল্লামা বন্দনেজী, সালীম রাযী ও তাহার শিষ্য নসর ইব্‌ন ইবরাহীম মাকদেসী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারবর্গের প্রতি সালাতের মধ্যে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ইমামুল হারামাইন (র) ও তাহার শিষ্য

ইমাম গায্যালী (র) ইহার অনুরূপ এক মত উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য এই বিষয়ে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম বিপরীত মত পোষণ করেন। কিন্তু জাহেরী হাদীস দ্বারা ইহা ওয়াজিব বলিয়া প্রমাণিত হয়।

মোট কথা ইমাম শাফেয়ী সালাতের মধ্যে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব বলিয়া মত প্রকাশ করেন, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্বের আলোচনা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত যে, ইহার বিপরীত ইজমা অনুষ্ঠিত হয় নাই। الله اعلم।

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উল্লেখিত মতের সমর্থনে ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্ন খুযায়মাহ ও ইব্ন হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত আরো একটি হাদীস পেশ করা যায়, যাহা হায়ওয়াহ ইব্ন শুরাইহ মিসরী (র)....ফুযালাহ্ ইব্ন উবাইদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে সালাতের মধ্যে দু'আ করিতে শুনিলেন; অথচ সে আল্লাহ্র প্রশংসাও করে নাই আর দরূদ শরীফও পাঠ করে নাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, عجل هذا এই ব্যক্তি বড় ব্যস্ততা করিয়াছে। অত:পর সে পুনরায় দু'আ করিলে তিনি তাহাকে লক্ষ করিয়া বলিলেন ঃ

اِذَا صَلّٰى احدكم فَلْيَبْدأ بتحميد الله عزوجل والثناء عليه ثم ليصل على النبى ثم ليدَعْ بَعْدَ بِماشَاءَ۔

তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যখন সালাত পড়ে তখন প্রথমে যেন আল্লাহ্র প্রশংসা করে, অত:পর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে। ইহার পর সে যাহা ইচ্ছা যেন দু'আ করে। অনুরূপভাবে ইব্ন মাজাহ ধারাবাহিকভাবে আব্দুল মুহাইমিন ইব্ন আব্বাস ইব্ন সাহ্ল ইব্ন সা'দ সায়েদী (র), তাহার পিতা হইতে, তিনি তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

لاصلواة لمن لاوضوء له ولاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولاصلواة لمن لم يصل على ولا صلواة لمن لم يحب الانصار۔

যাহার অজু নাই তাহার সালাত হয় না এবং যে ব্যক্তি অজুর প্রাক্কালে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে না তাহার অজু হয় না। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না, তাহার সালাত হয় না, আর আনসারকে যে ভালবাসে না তাহারও সালাত হয় না। অবশ্য সনদের আব্দুল মুহাইমিন নামক রাবী বিবর্জিত। তবে আল্লামা তাবারানী, তাহার ভাই উবাই ইব্ন আব্বাস (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু ইহাও বিবেচনা সাপেক্ষ। বস্তুত: হাদীসটি আব্দুল মুহাইমিন হইতে বর্ণিত বলিয়া মুহাদ্দিসগণ জানেন। والله اعلم

৫. ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ ইবন হারুন (র) ....বুরায়দা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি সালাম করিতে হইবে উহা তো আমরা জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু দরূদ কিভাবে পাঠ করিতে হইবে বুঝাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, তোমরা বল ঃ

اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى ال محمد كما جعلتها على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ـ

সনদের আবূ দাউদ আ'মা এর আসল নাম হইল নুফাই ইব্‌ন হারিস। তিনি পরিত্যাজ্য।

৬. ইব্‌ন মাজাহ (র) বলেন, যিয়াদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) ....হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ কর তখন উত্তমরূপে পাঠ কর। কারণ তোমরা ইহা জান না যে, ইহা তাহার কাছে পেশ করা হয়। তখন উপস্থিত লোকেরা বলিল, আমাদিগকে শিক্ষা দিন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ বলিলেন, তোমরা এইভাবে দরূদ পাঠ করিবে ঃ

اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبين محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه الاولون والاخرون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حيمد مجيد ـ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد ـ

হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ হইতে মাওকুফ পদ্ধতিতে বর্ণিত। ইসমাঈল আল-কাজী (র), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর কিংবা হযরত উমর (রা) হইতে প্রায় একই রকম বর্ণনা করিয়াছেন।

৭. ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) ....হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সালাম করিবার নিয়ম তো শিখিয়াছি; কিন্তু আপনার প্রতি দরূদ কিভাবে পেশ করিতে হইবে উহা আমাদিগকে শিখাইয়া দিন। তখন তিনি বলিলেন, তোমরা এইভাবে দরূদ পেশ করিবে ঃ

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حيمد مجيد ـ وارحم محمدا وال محمد كما رحمت ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد ـ

যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি অনুগ্রহের দু'আ করা জায়িয আছে বলিয়া মত পোষণ করেন, তাহারা এই হাদীসকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতও ইহাই। অপর একটি হাদীস ইহার সমর্থনে পেশ করা যায়। একবার এক গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া দু'আ করিল ঃ

اللهم ارْحَمْنِي وَمُحَمَّداً وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا -

হে আল্লাহ্! আপনি কেবল আমার ও মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমাদের সহিত কাহাকেও অনুগ্রহ করিবেন না। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেনঃ

لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا "তুমি তো এক প্রশস্ত বস্তুকে সংকীর্ণ করিয়াছ।"

কাজী ইয়ায (র) বলেন, মালেকী মাযহাবের অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এই দু'আ করিতে নিষেধ করেন। তবে আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ যায়েদ ইহা বৈধ বলিয়া মত ব্যক্ত করেন।

৮. ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ....আমির ইবন রবীআহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

من صلى على صلواة لم تزل الملائكة تصلى ماصلى فليقل عبد من ذلك او ليكثر -

যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে, ফেরেশতাগণ তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন যাবৎ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিতে থাকে। অতএব দরূদের এই মর্যাদা শ্রবণ করিবার পর কেহ কম পরিমাণ দরূদ পাঠ করুক কিংবা বেশী, ইহা তাহার ইচ্ছাধীন। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ইহা শু'বা (র) এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

৯. ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, বুন্দার (র) ....আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَوْلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَوٰةً -

যে ব্যক্তি আমার প্রতি বেশী পরিমাণ দরূদ পাঠ করিবে, কিয়ামতের দিবসে সে আমার অধিক নিকটবর্তী হইবে।

হাদীসটি শুধু ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি ইহাকে 'হাসান গরীব' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

১০. ইসমাঈল আল-কাজী (র) বলেন, আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) ...যায়েদ ইব্ন তালহা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একবার এক আগন্তুক আমার নিকট আগমন করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন مَا مِنْ عَبْدٍ يُصلى عليك صلواة الا صلى الله عليه بها

عشرا। যে কোন বান্দা আপনার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আল্লাহ্ তা'আলা উহার বিনিময়ে তাহাকে দশটি রহমত দান করিবেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাহার নিকট দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার দু'আর অর্ধেক সময় কি আপনার জন্য দু'আ করিব ? তিনি বলিলেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয়। সে আবার বলিল, আমার দু'আর দুই-তৃতীয়াংশ সময় কি আপনার জন্য করিব ? তিনি বলিলেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয়। সে আবারও বলিল, সম্পূর্ণ দু'আই কি আপনার জন্য করিব ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, اذنْ يكفيكَ الله هَمٌ الدنيا وهم الاخرة। তাহা হইলে তো আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ইহকাল ও পরকালের সকল দুর্ভাবনা দূর করিবার জন্য যথেষ্ট হইবেন।

১১. ইসমাঈল আল কাজী (র) বলেন, সাঈদ ইব্ন সাল্লাম আল আত্তার (র) ....কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মধ্য রাত্রে বাহির হইতেন এবং বলিতেন جَاء الراجفه تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه প্রকম্পনকারী শিংগা নিশ্চিত আসিবে এবং পরবর্তী আর এক প্রকম্পনকারী শিংগা হইবে মৃত্যু। উহার সকল বিভীষিকাসহ উপস্থিত হইবে। তখন হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি রাত্রিকালে সালাত পড়ি। আমি কি ঐ সময়ের এক তৃতীয়াংশ আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিব। তিনি বলিলেন, অধিক। হযরত উবাই (রা) বলিলেন, তবে কি অর্ধেক করিব। তিনি বলিলেন, দু-তৃতীয়াংশ। হযরত উবাই (রা) বলিলেন, তবে কি পূর্ণ সময়টিই আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, اذنْ يغفر لك ذنبك كله। তাহা হইলে তোমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। ইমাম তিরমিযী (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হান্নাদ (র) ...উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাত্রের দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাগ্রত হইয়া বলিতেন ঃ

يايها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاء الراجفه تتبعها الرادفة جاء الموت بمافيه -

হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ কর, তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ কর প্রকম্পনকারী শিংগার ফুৎকার নিশ্চিত সমাগত হইবে, উহার পর আর একটি সমাগত হইবে। মৃত্যু উহার পূর্ণ বিভীষিকাসহ উপস্থিত হইবে। মৃত্যু উহার পূর্ণ বিভীষিকাসহ উপস্থিত হইবে।

হযরত উবাই (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার প্রতি অনেক দরূদ পেশ করিয়া থাকি। আপনি আমাকে বলিয়া দিন, কি পরিমাণ সময় দরূদ পেশ করিব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যতটুকু সময় তুমি ইচ্ছা কর। আমি বলিলাম, এক চতুর্থাংশ?

Contents



রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ماشئت فان زدت فهو خير لك যত সময় তুমি ইচ্ছা কর। অধিক সময় দরূদ পেশ করিলে উহা তোমার জন্য উত্তম। আমি বলিলাম, অর্ধেক সময়? তিনি বলিলেন, ماشئت فان زدت فهو خير لك যত সময় তুমি ইচ্ছা কর। অধিক সময় দরূদ পাঠ করিলে উহা তোমার পক্ষে উত্তম। আমি বলিলাম, আমার সময়ের দুই তৃতীয়াংশ। তিনি এবারও একই উত্তর করিলেন। এবার আমি বলিলাম তবে আমার পূর্ণ সময়টিই আপনার প্রতি দরূদ পাঠে ব্যয় করিব। তখন তিনি বলিলেন اِذَنْ تَكْفٰى همكَ وَيُغْفَرَلَكَ ذَنْبُكَ তাহা হইলে যাবতীয় দুর্ঘটনা থেকে তোমাকে রক্ষা করা হইবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করা হইবে। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, অকী (র).... উবাই (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি আমার পূর্ণ সময় আপনার প্রতি দরূদ পাঠে ব্যয় করি তবে ইহা কেমন মনে করেন। তিনি বলিলেন, اِذَنْ يَكْفِيْكَ اللّٰهُ مَا اَهَمَّكَ مِنْ دُنْيَاكَ وَاٰخِرَتِكَ তখন তো আল্লাহ্ তা'আলা তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় দুর্ভাবনা থেকে রক্ষা করিবেন।

১২. ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ সালামাহ মানসূর ইব্ন সালাম খুযাঈ (র) ও ইউনুছ (র) .... হযরত আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহির হইলেন, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম, চলিতে চলিতে তিনি একটি বাগানে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি সিজদায় অবনত হইয়া দীর্ঘ সময় পড়িয়া রহিলেন। এমনকি ইহা দেখিয়া আমি তাহার মৃত্যুর আশংকা করিলাম। হযরত আব্দুর রহমান (রা) বলেন, তাহার সঠিক অবস্থা জানিবার জন্য আমি তাহার কাছে আসিলে তিনি মাথা উঠাইলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আব্দুর রহমান। কি ব্যাপার! আমি তখন তাহাকে পূর্ণ অবস্থা সবিস্তারে বলিলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ

ان جبريل عليه السلام قال لى اَلاَ اُبَشِّرُكَ اِنَّ اللّٰهَ عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه ـ

জিবরীল (আ) আসিয়া আমাকে বলিলেন, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আপনাকে এই সুসংবাদ কি দিব না? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করে আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি আর যে ব্যক্তি আপনাকে সালাম করে আমিও তাহাকে সালাম করি।

১৩. ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আবূ সাঈদ মাওলা বনূ হাশিম (র).... হযরত আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঠিয়া সদকার মালের নিকট গমন করিলেন। অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া

সিজদায় অবনত হইলেন। তিনি সিজদা এত দীর্ঘ করিলেন যে, আমার ধারণা হইল, তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন। অতঃপর আমি তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া তাঁহার কাছে বসিয়া পড়িলাম। তখন তিনি সিজদা হইতে মাথা উত্তোলন করিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? বলিলাম, আমি আব্দুর রহমান। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার, এখানে কেন? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এত দীর্ঘ সিজদা করিয়াছেন যে, আমার ধারণা হইয়াছিল আল্লাহ্ আপনার রূহই কবজ করিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, আসল ঘটনা ঘটিয়াছিল এই যে, জিবরীল (আ) আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করে আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি। আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম করে আমি তাহাকে সালাম করি। অতএব আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আমি সিজদায় পড়িয়াছিলাম। ইসমাঈল ইব্ন ইসহাক আলকাজী (র) ... আব্দুর রহমান (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরো একটি সূত্রেও তিনি আব্দুর রহমান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

১৪. আবুল কাসিম তাবরানী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহীম ইব্ন বুজাইর (র) .... হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রয়োজনে বাহির হইলেন; কিন্তু তাঁহার সাথে যাইবার জন্য কাহাকেও পাইলেন না। ইহা দেখিয়া উমর (রা) পানি লইয়া দ্রুত তাহার পশ্চাতে আসিলেন; কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সিজদায় অবনত পাইলেন। অতএব তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথা উত্তোলন করিয়া বলিলেন, তুমি আমাকে সিজদায় দেখিয়া যে সরিয়া দাঁড়াইয়াছ ইহা বড় ভাল কাজ করিয়াছ। এখনই হযরত জিবরীল আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, আপনার উম্মত হইতে যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ্ তাহার প্রতি দশবার অনুগ্রহ করিবেন এবং তাহার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন। হাফেজ জিয়াউদ্দীন মুকদিসী (র) তাহার 'আলমুস্তাখরাজ আলাস্ সহীহাইন' গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইসমাঈল আলকাজী (র) উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ ভাবে তিনি ইয়াকূব ইব্ন য়াযীদ (রা) ... উমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

১৫. ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আবূ কামিল (র).... আবূ তালহা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগমন করিলেন, তখন তাহার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল ছিল। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনাকে যে আনন্দিত মনে হইতেছে? তখন তিনি বলিলেন, জিবরীল (আ) আগমন করিয়া আমাকে বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি কি আপনার প্রতিপালকের এই কথায় সন্তুষ্ট নহেন যে, আপনার উম্মতের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার

দরূদ পাঠ করিবে আমি তাহার প্রতি দশবার অনুগ্রহ করিব। আর যে ব্যক্তি আপনাকে একবার সালাম করিবে আমি তাহাকে দশবার সালাম করিব। তখন আমি বলিলাম, হ্যাঁ অবশ্যই সন্তুষ্ট। ইমাম নাসায়ী হাদীসটি হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (রা) হইতে তাহার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইসমাঈল আল কাজী (র) .... হযরত আবূ তালহা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

১৬. ইমাম আহমদ (রা) বলেন, শুরাইহ (র) ... আবূ তালহা আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন প্রত্যূষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখমণ্ডলীতে খুশীর চিহ্ন দেখা গেল। উহা দেখিয়া সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনাকে উৎফুল্ল দেখা যাইতেছে এবং আপনার মুখমণ্ডলে আনন্দের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ আজ আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একজন আগন্তুক আগমন করিয়া বলিয়াছে, আপনার উম্মতের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য উহার বিনিময়ে দশটি সওয়াব লিপিবদ্ধ করিবেন। দশটি গুনাহ মিটাইয়া দিবেন এবং তাহার জন্য দশটি মর্যাদা বুলন্দ করিবেন। হাদীসের সূত্র মজবুত; কিন্তু সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থকারগণ ইহা বর্ণনা করেন নাই।

১৭. ইমাম মুসলিম আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী (র) ইসমাঈল ইব্ন জা'ফর (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন من صلى على واحدةً صلى الله عليه بها عشراً যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রতি দশবার অনুগ্রহ করিবেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এই বিষয়ে আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ আমির ইব্ন রবীআহ, আম্মার, আবূ তালহা, আনাস ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে হাদীস বর্ণিত। ইমাম আহমদ (রা) বলেন, হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ (রা) ... হযরত আবূ হুরায়রাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

صلوا على فانها زكواة لكم وسلوا الله لى الوسيلة فانها درجة فى اعلى الجنة ولاينالها رجل وارجوان اكون انا هو-

তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর, কারণ উহা তোমাদের জন্য পবিত্রতার কারণ। এবং আমার জন্য তোমরা অছীলা'র দু'আ কর। উহা বেহেশতের উচ্চ স্তরে একটি বিশেষ শ্রেণীকক্ষ, কেবল একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি উহা লাভ করিবার গৌরব অর্জন করিবে এবং আশা করি আমিই সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি হইব। এই সূত্রে কেবল ইমাম আহমদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য বায্যার (র) মুজাহিদ এর সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইহা অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ

ইব্ন ইসহাক বিকালী (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ কর। উহা তোমাদের জন্য পবিত্রতার কারণ। এবং আমার জন্য বেহেশতের বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান অছীলা লাভের জন্য দু'আ কর। অতঃপর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, অছীলা কি? তিনি নিজেই আমাদিগকে বলিলেন, অছীলা বেহেশতের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণী কক্ষ। সেই বিশেষ কক্ষটি এক ব্যক্তিই লাভ করিবে এবং আশা করি আমিই সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি হইবে। এই হাদীসের সূত্রে কতিপয় সমালোচিত রাবী বিদ্যমান।

১৮. ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্ন ইসহাক (র) ... আমর ইবনুল আস এর আযাদকৃত গোলাম আবূ কায়েস হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন ঃ

مَنْ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلواة صلى الله عليه وملَائِكته بها سبعين صلواة فليُقلَّ عَبْد مِنْ ذلِكَ أو ليكثر -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রতি সত্তরবার অনুগ্রহ করিবেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ সত্তরবার দু'আ করিবে। অতএব আল্লাহ্র কোন বান্দা দরূদ শরীফ বেশি পাঠ করুক কিংবা কম, ইহা তাহার ইচ্ছাধীন। রাবী বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট একজন বিদায়ী ব্যক্তির ন্যায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, আমি মুহাম্মদ, আমি লিখিতে পড়িতে জানি না। এ কথা তিনি তিন বার বলিলেন। আমার পরে কোন নবী আসিবে না। আমাকে কালামের প্রারম্ভিক অংশ ও সমাপ্তিক অংশ দান করা হইয়াছে এবং ব্যাপক অর্থবাহক কালাম দান করা হইয়াছে। দোযখের প্রহরী কতজন, আরশের বাহক সংখ্যা কত, তাহা আমি জানি। আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করা হইয়াছে। আমাকে ও আমার উম্মতকে আফিয়াত দান করা হইয়াছে। যতকাল আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিব তোমরা আমার কথা শুনিবে এবং মান্য করিয়া চলিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমাদের মধ্য হইতে লইয়া যাইবেন। তোমরা আল্লাহ্র কিতাব ধারণ করিবে। উহার হালালকে হালাল জানিবে এবং হারামকে হারাম জানিবে।

১৯. আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) বলেন, আবূ সালমাহ খুরাসানী (র)...আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فليصلْ علَى وَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ مَرة واحدة صلى الله عليه عشرا -

যাহার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হইবে সে যেন আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে। আমার প্রতি একবার যে দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রতি দশবার অনুগ্রহ করিবেন।

ইমাম নাসায়ী (র) 'আল ইয়াওম আল্লায়লাহ' গ্রন্থে আবূ দাউদ তায়ালিসীর হাদীসটি আবূ সালমাহ (রা) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

২০. ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ফুজাইল (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ صَلّى عَلى صلواة واحدةً صلى الله عَلَيْهِ عَشْرَصَلَوات وَحط عنه عشر سيئات ـ

যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ্ তাহার প্রতি দশবার অনুগ্রহ করিবেন এবং তাহার দশটি গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

২১. ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুল মালিক ইব্ন আমর ও আবূ সাঈদ (র)... হযরত হুসাইন (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ البَخِيْلُ مَنْ ذُكِرتُ عِنْدَهُ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ। কৃপণ হইল সেই ব্যক্তি যাহার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হইল, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিল না। আবূ সাঈদ ثم لم يصل এর স্থানে فلم يصل বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহা সুলায়মান ইব্ন বিলাল (র) হইতে বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীসটি হাসান, গরীব সহীহ। কেহ কেহ ইহাকে হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

২২. ইসমাইল আল কাজী (র) বলেন, হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র) ... হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ان ابخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل على। সর্বাপেক্ষা বড় কৃপণ হইল সেই ব্যক্তি, যাহার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হইল, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পড়িল না।

২৩. ইসমাঈল (র) বলেন সুলায়মান ইব্ন হাবিব (র) .... হাসান (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

بحسب امرأ من البخل ان اذكر عنده فلا يصل على ـ

একজন মানুষের কৃপণ হইবার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তাহার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হইলে সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না।

২৪. ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আহমদ ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلىَّ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ دخَلَ عليه شَهرُ رَمَضَانَ ثُمَّ انسَلَخَ قَبْلَ اَنْ يُغْفَرَلَهُ وَرَغِمَ اَنُفُ رَجُلٍ اَدْرَكَ عِنْدَه اَبَوَاه الكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الجَنَّةَ ـ

সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত হউক, যাহার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হইল, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিল না, লাঞ্ছিত হউক সেই ব্যক্তি, যাহার জীবনে রমযান

মাস আসিল অথচ তাহার গুনাহর ক্ষমা হইবার পূর্বে বিদায় নিল। লাঞ্ছিত হউক সেই ব্যক্তি যাহার জীবনে তাহার পিতা-মাতা বার্ধক্যে উপনীত হইল, অথচ তাহারা তাহাকে বেহেশতে প্রবিষ্ট করিল না। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়া ইহা হাসান গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) আদব অধ্যায়ে ... ইব্ন উবাইদুল্লাহ (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মারফূ পদ্ধতিতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর এর হাদীস আবূ সালামাহ (র)-এর মাধ্যমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পূর্বেই আমরা বর্ণনা করিয়াছি। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হযরত জাবের ও আনাস (রা) হইতেও বর্ণিত। আল্লামা ইব্ন কাসীর বলেন, অত্র হাদীস ও ইহার পূর্ববর্তী হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রতি দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব, যেমন পূর্বেই বলা হইয়াছে। একদল উলামায়ে কিরাম এই মতই পোষণ করেন। হযরত ইমাম তাহাবী ও হালীমী (র) ও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) কর্তৃক বর্ণিত অন্য একটি হাদীস দ্বারাও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, জুনাদাহ ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন من نسى الصلواة على اخطاء طريق الجنة যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিতে ভুলিয়া যাইবে সে বেহেশতের পথ চলিতে ভুল করিবে। অবশ্যই হাদীসটির রাবী জুনাদাহ একজন দুর্বল রাবী। কিন্তু ইসমাইল আল কাজী (র) একাধিক সূত্রে আবূ জা'ফার মুহাম্মদ ইব্ন আলী আল-বার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিতে ভুলিয়া যাইবে সে বেহেশতের পথ চলিতে ভুল করিবে। তবে ইহা মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত, কিন্তু পূর্বের রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত। والله اعلم

উলামায়ে কিরামের আর একটি জামাআত বলেন, মজলিসে মাত্র একবার দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। মজলিসের অবশিষ্ট সময় পাঠ করা মুস্তাহাব। ইমাম তিরমিযী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّهِمْ الا كان عليهم ترةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُمْ -

যে সকল লোক কোন মজলিস অনুষ্ঠিত করিল অথচ তাহারা সেখানে আল্লাহ্র যিকির করিল না আর তাহাদের নবীর প্রতি দরূদও পাঠ করিল না, কিয়ামত দিবসে তাহাদের জন্য ইহা বিপদের কারণ হইবে; তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে শাস্তি

দিবেন, ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিয়া দিবেন। এই সূত্রে কেবল ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) ইহা হাজ্জাজ ও ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মারফূ পদ্ধতিতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অবশ্য ইহা একাধিক সূত্রে বর্ণিত।

ইসমাঈল আলকাজী (র) শু'বা (র) হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

مَا مِنْ قَوْمٍ يَقْعُدُوْنَ ثُمَّ يَقُوْمُوْنَ وَلاَ يُصَلُّوْنَ عَلىَ النَّبِيِّ اِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةً وَاِنْ دَخَلُوْا الْجَنَّةَ لِمَا يرون مِنَ الثواب۔

যে সকল লোক মজলিস করিয়া নবী (সা)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা ব্যতীত উঠিয়া যায়, কিয়ামত দিবসে তাহাদের জন্য ইহা অনুতাপের কারণ হইবে। যদি ও তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করুক না কেন। কারণ সে দিনে তাহারা ইহার অতিরিক্ত সওয়াব দেখিতে পাইবে। কতিপয় উলামায়ে কিরামের অভিমত হইল আয়াতের নির্দেশ পালনার্থে জীবনে মাত্র একবার দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। আল্লামা তাবারী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়াতে দরূদ পাঠ করিবার নির্দেশ মুস্তাহাবমূলক, এই বিষয়ে তিনি ইজমারও দাবী করিয়াছেন। তবে সম্ভবত তাহার উদ্দেশ্য একবারে অধিক বার দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াতের সাক্ষ্য দান করা একবার ওয়াজিব। ইহার অতিরিক্ত মুস্তাহাব। আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, ঐ সূত্রটি নিতান্তই অখ্যাত। বিভিন্ন সময়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হইতে দরূদ পাঠ করিবার নির্দেশ হইয়াছে উহার মধ্যে কখনও ওয়াজিব আবার কখনও মুস্তাহাব। এই বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

সালাতের জন্য আযানের পর দরূদ পাঠ করা। এই সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আব্দুর রহমান (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوْا اللّٰهَ لِي الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهُ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَيَنْبَغِي اِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَئَلَ لِي الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ۔

তোমরা মুয়ায্‌যিনকে যখন আযান দিতে শুনিবে তখন সে যেমন বলে, তোমরাও তেমন বলিবে। অতঃপর তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে। যে আমার প্রতি

দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ্ তাহার প্রতি দশবার অনুগ্রহ করিবেন। অতঃপর তোমরা আমার জন্য আল্লাহ্র দরবারে 'অছীলা'র জন্য দুআ করিবে। অছীলা বেহেশতের মধ্যে একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান। উহা আল্লাহ্র মাত্র একজন বান্দার জন্য সংগত এবং আশাকরি আমিই সেই ব্যক্তি হইব। আমার জন্য যে-ই অছীলার দু'আ করিবে, তাহার জন্য আমি কিয়ামতে সুপারিশ করিব। ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) কা'ব ইব্ন আলকামাহ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

২৫. ইসমাঈল আলকাজী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ لِى الْوَسِيلَةَ حَقَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি আমার জন্য অছীলার দুআ করিবে কিয়ামত দিবসে আমার সুপারিশ তাহার জন্য অবশ্যই হইবে।

২৬. ইসমাঈল আলকাজী (র) বলেন, সুলাখসান ইব্ন হারব (র) ... ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

صلوا على فان صلواتكم على زكواة لكم وسلوا الله لى الوسيْلَةَ الحديث -

তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর, তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিলে ইহা তোমাদেরই পবিত্রতার উপায় হইবে। এবং তোমরা আল্লাহ্র দরবারে আমার জন্য অছীলার দু'আ কর। অছীলা হইল বেহেশতের একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান। উহা আল্লাহ্র এক ব্যক্তিই লাভ করিবেন এবং আশা করি সেই ব্যক্তি আমিই হইব।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান ইব্ন মূসা (র) ... রুআইফি ইব্ন সাবিত আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَقَالَ اللّٰهُمَّ أَنْزِله الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ -

যেই ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিল এবং আল্লাহ্র দরবারে এই দু'আ করিল, হে আল্লাহ্! আপনি তাঁহাকে কিয়ামত দিবসে আপনার নিকটবর্তী আসনে স্থান দান করুন, তাহার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হইবে। হাদীসের সনদ গ্রহণযোগ্য। অবশ্য সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থকারগণ ইহা বর্ণনা করেন নাই।

২৭. ইসমাঈল আল-কাজী (র) বলেন, আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি এই দু'আ পাঠ করিতেন ঃ

اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفعَ دَرجته العليا واَعْطِهُ سولَهُ فِى الاخرة والاولى كما اتيتَ ابراهيْمَ ومُوسى -

হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মদ (সা)-এর বড় সুপারিশ কবুল করুন তাহার মর্যাদা বুলন্দ করুন। দুনিয়া ও আখিরাতে তাহাকে পার্থিব বস্তু দান করুন যেমন দান করিয়াছিলেন ইবরাহীম ও মূসা (আ)-কে। হাদীসের সনদ সহীহ, মযবুত ও নির্ভরশীল।

মসজিদে প্রবেশ ও মসজিদ হইতে বাহির হইবার সময়ও দরূদ পাঠ করিবার নির্দেশ রহিয়াছে। এই বিষয়ে ইমাম আহমদ (র) ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (র) .... হযরত ফাতেমা আল কুবরা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মসজিদে প্রবেশ করিতেন তখন তিনি মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি দরূদ পাঠ করিতেন এবং সালামও পেশ করিতেন। অতঃপর তিনি বলিতেন اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى ابواب رحمتك হে আল্লাহ্! আপনি আমার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিন এবং আপনার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিন এবং যখন মসজিদ হইতে বাহির হইতেন তখনও তিনি দরূদ পাঠ করিয়া সালাম করিতেন অতঃপর এই দু'আ পড়িতেন اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى ابواب فضلك হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিন এবং আপনার অনুগ্রহের দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিন। সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদে দরূদ পাঠ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি। ইমাম শাফেয়ী (র) দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি ব্যতীত আরো উলামায়ে কিরামও এই মত পোষণ করেন। তবে প্রথম তাশাহ্হুদে দরূদ শরীফ পাঠ করা কেহ ওয়াজিব বলিয়া মন্তব্য করেন নাই। অবশ্য এই ক্ষেত্রে দরূদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব কিনা এই বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র) হইতে দুইটি মত ব্যক্ত হইয়াছে।

জানাযার সালাতে দরূদ শরীফ পাঠ করিতে হয়। তাহার নিয়ম হইল প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পাঠ কর। দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা তৃতীয় তাকবীরের পর মৃতের জন্য দু'আ করা। চতুর্থ তাকবীরের পর এই দু'আ পাঠ করা اللهم لا تحرمنا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بعده - হে আল্লাহ্! তাহাকে তাহার বিনিময় হইতে বঞ্চিত করিও না এবং আমাদেরকে তাদের পরে ফিৎনায় লিপ্ত করিও না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, মুতারবিফ ইব্ন মাযিন (র).... জনৈক সাহাবী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জানাযার সালাতের সুন্নাত হইল, ইমাম প্রথম তাকবীর বলিয়া প্রথমে সূরা ফাতেহা চুপে চুপে পাঠ করিবেন। অতঃপর নবী করীম (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করিবেন। সর্বশেষে মৃতের জন্য একনিষ্ঠ হইয়া দু'আ করিবেন। পরবর্তী তাকবীরসমূহের পর কিছু পড়িবে না। অবশেষে চুপে সালাম করিবেন। ইমাম নাসায়ী ও রেওয়ায়েতটি হযরত আবূ উমামাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরাম হইতে বর্ণিত হাদীসসমূহ বিশুদ্ধ মতে মারফূ হাদীসের মর্যাদা লাভ করে। ইসমাঈল আলকাজী (র) মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়েব (র) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা ইব্ন উমর ও শা'বী (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত।

**ঈদের সালাতেও দরূদ শরীফ পাঠ করিবার নির্দেশ আছে ঃ** ইসমাঈল আলকাজী (র) বলেন, মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আলকামাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত ইব্‌ন মাসউদ আবূ মূসা ও হযরত হুযায়ফা (রা)-এর নিকট অলীদ ইব্‌ন উকবা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈদের সালাত তো নিকটবর্তী, তবে ইহার তাকবীর করিতে হইবে কি পদ্ধতিতে? হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ জবাবে বলিলেন, প্রথম তাকবীরে তাহরীমাহ করিবে। এই তাকবীর দ্বারাই সালাত শুরু করিতে হইবে। তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা করিবে এবং নবী করীম (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করিবে এবং দুআ করিবে। অতঃপর পুনরায় তাকবীর বলিবে এবং পূর্বের মত করিবে। পুনরায় তাকবীর বলিবে এবং পূর্বের মত করিবে অতঃপর আবার তাকবীর বলিবে এবং পূর্বের মত করিবে। ইহার পর কিরাত পাঠ করিয়া তাকবীর বলিবে এবং রুকূ করিবে। ইহার পর দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দণ্ডায়মান হইবে এবং কিরাত পাঠ করিবে। তোমার প্রতিপালকের হাম্‌দ করিবে ও নবী (সা)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিবে এবং দু'আ করিবে। অতঃপর তকবীর বলিবে এবং পূর্বের মত করিবে অতঃপর রুকূ করিবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর এই জবাব শুনিয়া হযরত হুযায়ফা ও হযরত আবূ মূসা (রা) বলিলেন, আবূ আব্দুর রহমান সত্য বলিয়াছেন। হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

**দু'আ শেষে দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব ঃ** ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আবূ দাউদ (র) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

الدُّعَاءُ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لاَيَصْعَدُ مِنْهُ شَئٌ حَتَّى تُصَلِّى عَلَى نَبِيِّكَ

আসমান ও যমীনের মাঝে তোমার দু'আ ঝুলন্ত থাকে, উহার একটুও উপরে আরোহণ করে না; যাবৎ না নবী করীম (সা)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিবে।

আইউব ইব্‌ন মূসা (র) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়েব এর মাধ্যমে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মু'আয ইব্‌ন হারিস (র) .... হযরত উমর (রা) হইতে মারফূ সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মুআবিয়াহ (র) ও তাহার গ্রন্থে মারফূ সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اَلدُّعَاءُ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لاَيَصْعَدُ حَتَّى يُصَلِّى عَلَىَّ فَلاَ تَجْعَلُونِى

كَغُمَرِ الرَّاكِبِ صَلُّوْا عَلَىَّ اَوَّلَ الدُّعَاءِ وَاٰخِرَهُ وَاَوْسَطَهُ-

আসমান ও যমীনের মাঝে দু'আ ঝুলন্ত থাকে, উপরে আরোহণ করে না যাবৎ না আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়। তোমরা আমাকে আরোহীর পেয়ালার মত করিও না। আমার প্রতি দু'আ শুরুতে ও শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করিও।

আব্দ ইব্ন হুমাইদ তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, জা'ফার ইব্ন আওন (র) ... হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা) একবার আমাদিগকে বলিলেন ঃ

لاَتَجعَلُونِىْ كَقِدحِ الرَاكِبِ اِذَا عَلقَ تَعَالِيقَهُ اَخَذَ قِدحَهُ فَملاَءَه مِنَ الْماءِ فَاِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ فِى الوضوءِ تَوضَّاءِ وَاِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ فِى الشُّربِ شَرِبَ وَالاَّ هَرق مَافِيهِ اِجْعَلُونِىْ فِى اَوَّلِ الدُّعَاءِ وَفِىْ اَوْسَطِهِ وَفِىْ اخِرِ الدُّعَاءِ۔

তোমরা আমাকে আরোহীর পেয়ালার মত করিও না; সে তাহার প্রয়োজনীয় যাবতীয় আসবাব সংগ্রহ করিবার পরে তাহার পানির পেয়ালা সংগ্রহ করে উহাতে পানি ভরে। অজু করিবার প্রয়োজন হইলে অজু করে পান করিবার প্রয়োজন দেখা দিলে পান করে নচেৎ উহার পানি নিক্ষেপ করিয়া দেয়। তোমাদের দু'আর শুরুতে মধ্যভাগে এবং শেষ ভাগে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিও। হাদীসটি গরীব এবং মূসা ইব্ন উকবাহ্ একজন দুর্বল রাবী।

**দু'আ কুনূত সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশি তাকীদ করা হইয়াছে।** ইমাম আহমদ (র) সুনান গ্রন্থকারগণ, ইব্ন খুযায়মাহ ইব্ন হাব্বান ও হাকিম (র) আবুল জাওযা (র)-এর সূত্রে হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বিতরের সালাতের জন্য কিছু দু'আ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা হইল ঃ

اللَّهُمَّ اهدنى فيمَن هَدَيتَ وعَافِنى فِيمَنْ عَافَيتَ وَتولَّنِىْ فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِى شَرَّمَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِى وَلاَ يُقْضى عَلَيْكَ اِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَيَعِز مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَاليت۔

ইমাম নাসায়ী (র) ইহার পর এই কথাও অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে এই দু'আ পড়িবার পর وصلى الله على محمد পাঠ করিবে।

**শুক্রবারে ও শুক্রবার রাত্রে অধিক দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব।** এই প্রসংগে ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুসাইন ইব্ন আলী জু'ফী (র).... আওস ইব্ন আওস সাকাফী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ ادمُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَىَّ مِنَ الصلواة فِيْهِ فَاِنَّ صَلَواتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَىَّ۔

সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন শুক্রবার। এই দিনে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে এই দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এই দিনেই শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে এবং এই দিনেই বিকট ধ্বনী হইয়া সকলে জ্ঞান হারাইবে। অতএব এই দিনে তোমরা

আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠ করিবে। তোমাদের দরূদসমূহ আমার নিকট পেশ করা হয়। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মৃত্যুর পর পঁচিয়া গলিয়া যাইবেন, এই অবস্থায় আপনার নিকট দরূদ পেশ করা হইবে কিভাবে? তিনি বলিলেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

আল্লাহ্ তা'আলা যমীনের উপর আম্বিয়ায়ে কিরামের শরীর ভক্ষণ করা হারাম করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ (র) ইহা হুসাইন ইব্‌ন আলী জু'ফী (র) হইতে এই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন খুযায়মাহ, ইব্‌ন হাব্বান দারে কুতনী ও নববী (র) এই হাদীস বিশুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

২৮. আবু আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাজাহ (র) বলেন, আম্‌র ইব্‌ন ছাওয়াদ মিসরী (র) ....... হযরত আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

أَكْثِرُوا الصَّلٰوةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُوْدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ فِيْهِ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَوَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ـ

শুক্রবারে তোমরা আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠ কর। কারণ এই দিনে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন। তোমাদের যে কেহ এই দিনে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিবে, উহা আমার নিকট পেশ করা হইবে। রাবী বলেন, আপনার মৃত্যুর পরে কি উহা আপনার নিকট পেশ করা হইবে ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যমীনের প্রতি আম্বিয়ায়ে কিরামের শরীর ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র নবী জীবিত তাহাকে রিজিক দেওয়া হয়। এই সূত্রে হাদীসটি গরীব। উবাদাহ ইব্‌ন নুসাই (র) ও আবু দ্দারদা (রা) এর মাঝে সাক্ষাৎ ঘটে নাই। বিচ্ছিন্নতা রহিয়াছে। ইমাম বায়হাকী শুক্রবার দিনে ও শুক্রবার রাত্রে অধিক দরূদ শরীফ পাঠ করা সম্পর্কে হযরত আবূ উমামাহ ও হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উহাদের সূত্র দুর্বল। হাসান বসরী (র) হইতে মুরসাল সূত্রেও হাদীস বর্ণিত। ইসমাঈল আলকাজী (র) হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَاتَأْكُلُ الْأَرْضُ جَسَدَ مَنْ كَلَّمَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ ـ

রুহুল কুদ্‌স হযরত জিবরীল (আ) যাহার সহিত কথা বলিয়াছেন, যমীন তাহার শরীর ভক্ষণ করে না। কাজী বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র) বলিয়াছেন, ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) সফ্‌ওয়ান ইব্‌ন সালীম হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, শুক্রবার দিনে ও শুক্রবার রাত্রে আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠ

কর। হাদীসটি মুরসাল। জুমআর দিনে খতীবের উপর উভয় খুতবায় দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব এবং দরূদহীন খুৎবা শুদ্ধও হইবে না। কারণ খুৎবাহ ইবাদত এবং ইবাদতে আল্লাহ্র যিকির করা শর্ত। অতএব ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর যিকির ওয়াজিব হইবে। যেমন আযান ও সালাতের মধ্যে আল্লাহ্র যিকিরের সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যিকির হইয়া থাকে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র) এই মত পোষণ করেন।

**রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কবর যিয়ারতকালেও দরূদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব**

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, ইব্ন আওফ মুহাম্মদ ইবন মুক্রী (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ اِلاَّ رَدَّ اللّٰهُ عَلَىَّ رُوحِى حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ-

তোমাদের মধ্যে যে কেহ আমার প্রতি সালাম করিবে আল্লাহ্ তা'আলা আমার রূহকে ফিরাইয়া দেন। এবং আমিও তাহার সালামের জবাব দেই। হাদীসটি কেবল ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ইমাম নববী (র) আযকার নামক কিতাবে ইহা বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (র) আরো বলেন, আহমদ ইব্ন সালেহ (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لاَتَجْعَلُوْا بُيُوتَكُمْ قُبُوْرًا وَلاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِى عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلٰواتَكُمْ تَبْلُغُنِى حَيْثُ مَا كُنْتُمْ-

তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরের ন্যায় আল্লাহ্র যিকির শূন্য করিও না এবং আমার কবরের নিকট তোমরা ঈদ ও মেলা অনুষ্ঠিত করিও না। তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিও। তোমরা যেখানেই অবস্থান করনা কেন তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। এই হাদীসও কেবল ইমাম আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নববী (র) ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) শুরাইহ (র)-এর সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবন নাফি' হইতে উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। 'ফযলুসসালাত আলাননবী' (সা) নামক গ্রন্থে কাজী ইসমাঈল ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, ইসমাঈল ইব্ন আবূ উওয়াইস (র).... হযরত আলী ইব্ন হুসাইন (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি প্রতি দিন সকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কবর যিযারত করিতে আসিত এবং দরূদ পাঠ করিত। কবরের কাছে আসিয়া দরূদ পাঠ করিবার এই নিয়মে কোন ব্যতিক্রম ঘটিত না। একদিন হযরত আলী ইব্ন হুসাইন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নিয়মিতভাবে দরূদ পাঠ করিতে প্রতিদিন এখানে আস কেন? লোকটি বলিল, নবী করীম (সা)-এর প্রতি সালাত সালাম করা আমি অত্যন্ত পছন্দ

করি। তখন আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) তাহাকে বলিলেন, আমি একটি হাদীস কি তোমাকে শুনাইব? লোকটি বলিল, জ্বী হ্যাঁ, অবশ্যই শুনাইয়া দিন। তখন তিনি বলিলেন, আমার আব্বা আমার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لاَتَجْعَلُوْا قَبرِىْ عِيْدًا وَلاَتَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ وَسَلِّمُوْا حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَتَبْلُغُنِىْ صَلَوَاتُكُمْ وَسَلاَمُكُمْ۔

তোমরা আমার কবরকে ঈদের স্থানে পরিণত করিও না এবং তোমাদের ঘরকে কবরের মত ইবাদত শূন্য করিও না। তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন সেখান হইতে আমার প্রতি দরূদ সালাম পেশ কর। তোমাদের দরূদ ও সালাম আমার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। হাদীসের সনদে এক ব্যক্তি নাম ছাড়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য হাদীসটি মুরসাল সূত্রেও বর্ণিত আছে। আব্দুর রাজ্জাক (র) তাহার 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে বলেন, সাওরী (র).... হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী (রা) হইতে বর্ণিত। একবার তিনি কিছু লোককে কবরের নিকট দেখিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন এবং তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لاَتَتَّخِذُوْا قُبُوْرِىْ عِيْدًا وَلاَ تَتَّخِذُوا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَاِنَّ صَلَوَاتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ۔

তোমরা আমার কবরে ঈদ ও মেলার অনুষ্ঠান করিও না এবং তোমাদের ঘরকে কবরের মত ইবাদত শূন্য করিও না। তোমরা যেখানেই অবস্থান কর সেখানে থেকেই আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। হযরত হাসান (র) যাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন সম্ভবত তাহারা প্রয়োজন অতিরিক্ত উচ্চস্বরে দরূদ পাঠ করিয়া বেআদবী করিয়াছিলেন; এই কারণে তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহাও বর্ণিত। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে বার বার কবর যিয়ারত করিতে দেখিয়া বলিলেন, ওহে! তোমার এবং উন্দুলুসে বসবাসকারী ব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ যেমন তোমার দরূদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় অনুরূপভাবে তাহার দরূদও পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। কিয়ামত পর্যন্ত এই নিয়মে কোন পার্থক্য ঘটিবে না।

আল্লামা তাবরানী (র) তাহার মু'জামে কবীর গ্রন্থে বলেন, আহমদ ইব্‌ন রিশদীন মিসরী (র) .......হাসান ইব্‌ন আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন সেখান হইতে আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। আমার প্রতি তোমাদের দরূদ পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

অতঃপর আল্লামা তাবরানী (র) বলেন, আব্বাস ইব্ন হামদান (র).....হাসান ইব্ন আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ পাঠ করিয়া বলিলেন, ইহা একটি ভেদ। তোমরা কিছু জিজ্ঞাসা না করিলে আমি তোমাদিগকে ইহা সম্বন্ধে কিছুই বলিতাম না। আল্লাহ্ তা'আলা আমার সহিত দুইজন ফেরেশতা নিয়োজিত করিয়াছেন। যখনই কোন মুসলমানের নিকট আমার নাম লওয়া হয় অতঃপর সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে তখনই সেই দুইজন ফেরেশতা বলেন غفرالله لك আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ এবং তাহার ফেরেশতাগণও তখন আমীন বলেন। অনুরূপ যখনই কেহ আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে সেই দুইজন ফেরেশতা বলেন غفرالله لك আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ ও তাঁহার ফেরেশতাগণ তখন বলেন আমীন। হাদীসের সনদ অত্যধিক দুর্বল ও গরীব।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, অকী (র)... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِى عَنْ أُمَّتِى السَّلَامَ আল্লাহ্র এমন কিছু ফেরেশতা আছেন, যাহারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া আমার উম্মতের পক্ষ হইতে আমার নিকট সালাম পৌঁছাইয়া দেন। ইমাম নাসায়ী (র)-ও স্বীয় সূত্রে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত ঃ

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ بَعِيْدٍ بُلِّغْتُهُ

যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে অবস্থান করিয়া আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে উহা আমি শ্রবণ করি আর যে ব্যক্তি দূর হইতে দরূদ পাঠ করে উহা আমার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

এই হাদীসের সনদেও দুর্বলতা রহিয়াছে। কেননা মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান সুদ্দী নামক রাবী, কেবল তিনিই ... আবূ হুরায়রা এর সূত্রে মরফূ' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তিনি হইলেন বিবর্জিত ও প্রত্যাখাত।

আমাদের উলামায়ে কিরামগণ বলেন, মুহরিম যখন তাহার তালবিয়াহ (লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা) হইতে অবসর গ্রহণ করেন তখন তাহার পক্ষে দরূদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব। ইমাম শাফিয়ী ও দারেকুত্নী (র) ... ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন কেহ তাহার তালবিয়াহ বলা হইতে অবসর হইতেন তখন তাহাকে নবী করীম (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করিতে হুকুম করা হইত।

ইসমাঈল আল কাজী (র) বলেন, আরিম ইব্ন ফযল (র) ... ওহ্ব ইব্ন আজ্দা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উমর (রা) কে বলিতে শুনিয়াছি, তোমরা

যখন পবিত্র মক্কায় আগমন কর তখন সাতবার বাইতুল্লাহর তাওয়াফ কর এবং মাকামে ইবরাহীমে দুই রাকাআত সালাত আদায় কর। অতঃপর সাফা পাহাড়ে আরোহণ করিয়া এমন একটি স্থানে দণ্ডায়মান হও, যেখান হইতে বাইতুল্লাহ দেখা সম্ভব হয় এবং সাতবার আল্লাহু আকবর বল, আল্লাহ্‌র প্রশংসা কর এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ কর ও দু'আ কর। অতঃপর মারওয়া পাহাড়েও আরোহণ করিয়া অনুরূপ সাতবার আল্লাহু আকবর বলিবে, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিবে, দরূদ পাঠ করিবে ও দু'আ করিবে। হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

উলামায়ে কিরাম বলেন, যবেহ করিবার সময় আল্লাহ্‌র যিকির করিয়া দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। তাহারা وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ এর দ্বারা দলীল পেশ করেন। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আয়াতের মর্ম হইল যখনই আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হইবে তখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামও লইতে হইবে ও দরূদ পাঠ করিতে হইবে। কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে ইহাদের বিরোধিতা করেন। তাহারা বলেন, যবেহ করিবার সময় এমন একটি সময়, যখন কেবল আল্লাহ্‌র নামই উল্লেখ করিতে হইবে; যেমন পানাহার ও স্ত্রী মিলন কালে আল্লাহ্‌র নাম লইতে হয়। কোন হাদীস দ্বারা এই সকল মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা প্রমাণিত হয় না।

ইসমাঈল আলকাজী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর আল মুকাদ্দাসী (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ صلوا على انبياء الله وَرُسُلِه فان الله بعثهم كما بعثنى

তোমরা আম্বিয়ায়ে কিরাম ও রাসূলগণের প্রতি দরূদ পাঠ কর। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাদিগকেও প্রেরণ করিয়াছেন। হাদীসের সনদে দুইজন দুর্বল রাবী রহিয়াছেন, তাহারা হইলেন আমর ইব্‌ন হারূন ও তাহার শায়েখ। والله اعلم। অবশ্য আব্দুর রজ্জাক (র) সাওরী (র)-এর মাধ্যমে মূসা ইব্‌ন আবীদা যুবায়দী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

**কানে মুনমুন বা খসখস শব্দ হইলেও দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব,** যদিও এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ হয়। এই বিষয়ে ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ (র) তাহার 'সহীহ' গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যিয়াদ ইব্‌ন ইয়াহয়া (র) ... আবূ রাফে' (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِذَا طَنَّتْ اُذُنُ اَحَدِكُمْ فَلْيَذْكُرْنِىْ وَلْيصلّ عَلَىَّ وَلْيَقُلْ ذَكَرَ اللّٰهُ مَنْ ذَكَرَنِىْ بِخَيْرٍ-

যখন তোমাদের কাহারও কানে মুনমুন কিংবা খসখস শব্দ হয় তখন সে যেন আমাকে স্মরণ করিয়া আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে এবং বলে, যে ব্যক্তি আমাকে

কল্যাণের সহিত স্মরণ করিয়াছে আল্লাহ্‌ও যেন তাহাকে কল্যাণের সহিত স্মরণ করেন। হাদীসের সনদ গরীব এবং ইহা সাবিত কিনা ইহাও বিবেচনাধীন।

**লেখক উলামায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাম লিখার সময় তাঁহার প্রতি দরূদ লেখা মুস্তাহাব মনে করেন।** কাদেহ ইব্‌ন রাহ্‌মাহ (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

من صلى على فِىْ كِتَابِ لَمْ تَزَلِ الصلوٰةُ جَارِيَةً لَهُ مَادَامَ اسمى فى ذلك الكتاب-

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ শরীফ লিপিবদ্ধ করে তাহার পক্ষ হইতে আমার জন্য দরূদ জারী থাকিবে, যতকাল ঐ কিতাবে আমার নাম লিপিবদ্ধ থাকিবে। তবে হাদীসটি একাধিক কারণে শুদ্ধ নহে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও ইহা বর্ণিত। কিন্তু উহাও সহীহ নহে। হাফিজ আবূ আব্দুল্লাহ যাহাবী (র) বলেন, আমার ধারণা ইহা মাওযূ ও বানোয়াট। হযরত আবূ বকর ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত। কিন্তু উহাও শুদ্ধ নহে। والله اعلم

খতীব বাগদাদী (র) তাহার 'আল জামে লিআদাবির রাবী ও য়া'সামে' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, আমি ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) কে বহুবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাম লিখিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কখনও তাহাকে দরূদ লিখিতে দেখি নাই। তবে আমি জানিতে পারিলাম, তিনি মৌখিক দরূদ শরীফ পাঠ করিতেন।

আম্বিয়ায়ে কিরাম ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি দরূদ পাঠ করা যায় কিনা এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের ঐক্যমত হইল আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি দরূদ পাঠকালে তাহাদের অধীনস্থ করিয়া তো অন্যের প্রতিও দরূদ পাঠ করা যায়; যেমন এইরূপ বলা–

اللهم صل على محمد واله وازْوَاجِهِ وذُرِّيَّتِهِ-

কিন্তু পৃথক ভাবে অন্যদের প্রতি দরূদ পাঠ করা যায় কিনা এই বিষয়ে মতপার্থক্য রহিয়াছে। কতিপয় উলামায়ে কিরাম বলেন, পৃথক ভাবেও অন্যদের প্রতি দরূদ পাঠ করা যায়। তাহারা নিম্নের আয়াত ও হাদীসসমূহ দলীল হিসাবে পেশ করেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

১. هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ

২. أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ

৩. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) বলেন, যখন কোন কওম তাহাদের সদকার মাল লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইত তখন তিনি বলিতেন,

اللهم صل عليهم। একবার আমার পিতা তাহার সদকার মাল লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিলে তিনি বলিলেন اللهم صَلِّ على ال ابى اوفى। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইহা বর্ণিত।

২. হযরত জাবের (রা) বলেন, একবার তাহার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিল, يارسول الله صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন صلى الله عَلَيْكِ وعلى زَوْجِك জুমহুর উলামা বলেন, আম্বিয়ায়ে কিরাম ছাড়া অন্য কাহারও প্রতি পৃথকভাবে দরূদ ও সালাত পেশ করা জায়েয নহে। কারণ ইহা তাঁহাদের জন্য শিআর ও বিশেষ চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত। অতএব قال ابوبكر صلى الله عليه কিংবা قال على صلى الله عليه বলা যাইবে না। যেমন محمد عز وجل বলা যায় না। কারণ عز وجل ইহা কেবল আল্লাহ্‌র সহিত খাস। যদিও অর্থের দিক হইতে ইহা অশুদ্ধ নহে। তবে উপরোল্লেখিত উলামায়ে কিরাম যেই আয়াত ও হাদীস পেশ করিয়াছেন, উহাতে উল্লেখিত صلوة এর অর্থ দরূদ নহে; বরং উহার অর্থ হইল অনুগ্রহের জন্য দু'আ করা ও অনুগ্রহ করা। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ আওফার পরিবারবর্গ এবং হযরত জাবের ও তাহার স্ত্রীর জন্য আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অবতীর্ণ হইবার দু'আ করিয়াছিলেন, অতএব ইহা তাহাদের শিআরও নহে।

কতিপয় উলামায়ে কিরাম বলেন, আম্বিয়ায়ে কিরাম ব্যতীত অন্যের প্রতি সালাত পেশ করা না জায়িয হইবার কারণ হইল ইহা বিপথগামী ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের শিআর-এ পরিণত হইয়াছে। এই সকল লোক তাহাদের শ্রদ্ধাভাজনদের প্রতি সালাত পেশ করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের অনুকরণ করা যাইবে না।

আম্বিয়ায়ে কিরাম ব্যতীত অন্যের প্রতি দরূদ ও সালাত পেশ করিতে যাহারা নিষেধ করেন, তাহাদের মধ্যে এই বিষয়ে মতপার্থক্য রহিয়াছে যে, ইহা কি মাকরূহ তাহরীমাহ, না মাকরূহ তানযীহী না কি অনুরূপ। আবূ বকর যাকারিয়া নববী (র) ইহা তাহার 'কিতাবুল আযকার' নামক গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। অবশেষে তিনি বলেন, বিশুদ্ধ মত যা অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হইল ইহা মাকরূহ তানযীহী। কারণ ইহা বিদআতীদের শিআর। এবং তাহাদের শিআর গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

আমাদের উলামায়ে কিরাম বলেন, আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কিরামের ভাষায় সালাত আম্বিয়ায়ে কিরামের জন্য খাস। যেমন عز وجل আল্লাহ্‌র জন্য খাস। অতএব যেমন محمد عز وجل বলা যায় না, অনুরূপভাবে আবুবকর সালাল্লাহু আলাইহি ও আলী সাল্লাল্লাহ আলাইহি বলা যাইবে না। তবে আম্বিমায়ে কিরাম ব্যতীত অন্যদের জন্য পৃথকভাবে 'সালাম' ব্যবহার করা যাইবে কিনা এই বিষয়ে আবূ মুহাম্মদ জুওয়াইনী (র) বলেন, ইহাও 'সালাত' এর ন্যায় অন্যদের জন্য পৃথকভাবে ব্যবহার করা যাইবে না

এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করা যাইবে না। অতএব আম্বিয়া ব্যতীত অন্যের জন্য عليه السلام বলা যাইবে না। এই বিষয়ে জীবিত ও মৃত সকলেই সমান। অবশ্য উপস্থিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া سلام عليك - السلام عليك কিংবা السلام عليكم বলা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয।

আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, বহু কিতাবে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেবল হযরত আলী (রা)-এর জন্য আলাইহিস সালাম কিংবা কাররামাল্লাহু আজ্‌হাহু ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থের দিক হইতে যদিও ইহা অশুদ্ধ নহে কিন্তু যেহেতু ইহা সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপার, এই কারণে এইরূপ করা সংগত নহে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এই বিষয়ে সমতা রক্ষা করা উচিৎ। হযরত আলী (রা)-এর জন্য এইরূপ করা হইলে হযরত আবূ বকর উমর ও হযরত উসমান (রা)-এর জন্য এইরূপ শব্দ ব্যবহার করা অধিক সংগত হওয়া উচিৎ।

ইসমাঈল আলকাজী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহিদ (র) ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

لَاتَصِحُّ الصَّلٰوةُ عَلٰى اَحَدٍ اِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صـ وَلٰكِنْ يُدْعٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ بِالْمَغْفِرَةِ۔

নবী করীম (সা) ব্যতীত কাহারও প্রতি সালাত ও দরূদ পেশ করা ঠিক নহে। অবশ্য মুসলমান নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যাইবে। ইসমাঈল আলকাজী (র) আরো বলেন, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত উমর ইব্‌ন আব্দুল আজীজ (র) এক পত্রে লিখিলেন ঃ

কিছু লোক পরকালের আমল দ্বারা পার্থিব সম্পদ লাভ করিতেছে এবং কিছু সংখ্যক ওয়ায়িজ ও বক্তা যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সালাত ও দরূদ পেশ করা হয় অনুরূপভাবে তাহারা খলীফা ও আমীরদের প্রতিও সালাত পেশ করে। আমার এই পত্র যখন তোমার নিকট পৌঁছিবে তখন তুমি তাহাদিগকে এই হুকুম কর, তাহারা যেন নবীগণের প্রতিই কেবল সালাত পেশ করে এবং অন্যান্য মুসলমানদের জন্য দু'আ করে। রেওয়ায়েতটি হাসান।

ইসমাঈল আলকাজী (র) বলেন, মু'আয ইব্‌ন আসাদ (র) ইব্‌ন ওহ্‌ব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত কা'ব (রা) হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আলোচনা করিলেন। হযরত কা'ব বলিলেন, প্রতিদিন প্রত্যুষে সত্তর হাজার ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কবর মুবারকের চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া ডানা মারিয়া মারিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সালাত ও দরূদ পেশ করেন। অনুরূপভাবে রাত্রিকালেও সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার

কবরকে চতুর্দিকে হইতে বেষ্টন করিয়া দরূদ পেশ করেন। কিয়ামত পর্যন্ত ফেরেশতাগণ এইরূপ করিতে থাকিবেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কিয়ামতে কবর হইতে বাহির হইবেন তখন তিনি সত্তর হাজার ফেরেশতার সংগে বাহির হইবেন।

আল্লামা নববী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যখন দরূদ পেশ করিবে তখন কেবল দরূদই নহে বরং সালামও পেশ করিতে হইবে। অতএব শুধু صلى الله عليه বলিবে না। অনুরূপভাবে শুধু সালামও পেশ করিবে না। يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا দ্বারা ইহা প্রমাণিত। অতএব যখন সালাত ও সালাম করিবে তখন صلى الله عليه وسلم تسليما বলাই উত্তম।

(৫৭) اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○

(৫৮) وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○

৫৭. যাহারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে পীড়া দেয় আল্লাহ্ তো তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

৫৮. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী কোন অপরাধ না করিলেও যাহারা তাহাদিগকে পীড়া দেয় তাহারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করিয়া ও তাঁহার নিষিদ্ধ বিষয়ে বারংবার লিপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দোষারোপ করিয়া তাঁহার রাসূল (সা)-কে পীড়া দেয়, উপরোল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধমক দিয়াছেন। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক) হযরত ইকরিমাহ (র) বলেন, اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ সেই সকল লোক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহারা ছবি অংকন করে ও মূর্তি তৈয়ার করে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়নাহ (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِيْنِىْ اِبْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔

আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তান যমানাকে গালি দিয়া আমাকে পীড়া দেয়। অথচ যামানা সৃষ্টিকারী আমি নিজেই, উহার দিবা নৈশ আমি পরিবর্তন করিয়া থাকি।

জাহেলী যুগে মানুষ বলিত يَاخَيْبَةَ الدَّهْرَ فَعَلَ بِنَا كَذَا وَكَذَا হায়! যামানার বঞ্চনা! সে তো আমাদের সহিত এমন এমন করিয়াছে। বস্তুত: তাহারা আল্লাহ্র কাজ যামানার প্রতি সম্বন্ধিত করিত এবং তাহাকে গালি দিত। অথচ, সব কিছু আল্লাহ্ই করেন। ইহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে। ইমাম শাফিয়ী ও আবূ উবাইদ প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম উপরোক্ত মত বর্ণনা করিয়াছেন।

আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াত সেই সকল লোক সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে, যাহারা হযরত সফিয়্যাহ (রা)-কে বিবাহ করিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিন্দা করিয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ্য ইহাই যে, আয়াত কেবল বিশেষ লোক সম্বন্ধে নাযিল হয় নাই, বরং ইহা আম, যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যে কোন ভাবে পীড়া দেয় তাহারা সকলেই ইহার অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পীড়া দেয় সে আল্লাহ্কে পীড়া দেয়। যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্য করে বস্তুত: সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইউনুস (র) ... ইব্ন মুগাফফাল মুযানী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَاتَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ يُوْشِكُ اَنْ يَاْخُذَهُ۔

তোমরা আমার সাহাবা সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় কর, আল্লাহ্কে ভয় কর। আমার পরে তাহাদিগকে তোমরা অপবাদের লক্ষ্যবস্তু বানাইওনা। যাহারা তাহাদিগকে ভালবাসে তাহারা আমাকে ভালবাসার কারণেই তাহাদিগকে ভালবাসে। আর যাহারা তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে বস্তুত তাহারা আমার প্রতি তাহাদের বিদ্বেষের কারণেই তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। যাহারা তাহাদিগকে পীড়া দেয় বস্তুত তাহারা আমাকেই পীড়া দেয়। আর যে ব্যক্তি আমাকে পীড়া দেয় বস্তুত সে আল্লাহ্কেই পীড়া দেয়। আর যে আল্লাহ্কে পীড়া দেয় অচিরেই তিনি তাহাকে পাকড়াও করিবেন। ইমাম তিরমিযী (র) আবীদাহ ইব্ন আবূ রায়েতাহ (র) .... হইতে আব্দুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা) এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ইহাকে গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

قوله وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَااكْتَسَبُوْا আর যাহারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে তাহাদের বিনা অপরাধে পীড়া দেয়। অর্থাৎ যেই অপরাধ

হইতে তাহারা মুক্ত উহা তাহাদের প্রতি যাহারা সম্বন্ধিত করে فَقَدِاحْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا নিঃসন্দেহে তাহারা অপরাধী ও স্পষ্ট পাপ বহন করে। যেই পাপ ও অন্যায়ে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা নারী লিপ্ত হয় নাই কেবল তাহাদিগকে খাস করিবার উদ্দেশ্যে এমন পাপে অভিযুক্ত করা মস্ত বড় অপবাদ। উল্লেখিত ধমকের অন্তর্ভুক্ত বেশীর ভাগ কাফির। অতঃপর রাফেজীরাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাহারা সাহাবায়ে কিরামের দোষ চর্চা করে। আল্লাহ্ তা'আলা যে দোষ হইতে তাহাদিগকে পবিত্র রাখিয়াছেন তাহারা এমন দোষেও তাহাদিগকে অভিযুক্ত করে। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের যে গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং যে বিশেষ মর্যাদায় তাহারা অধিষ্ঠিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন রাফেজীরা তাহাদের সম্পর্কে উহার বিপরীত বলে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ও তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন অথবা এই মূর্খ জাহিলরা তাহাদিগকে গালি দেয় তাহাদিগকে খাট করিতে চেষ্টা করে এবং যে সকল অপরাধে তাহারা কখনও লিপ্ত হয় নাই ইহারা সেই সকল অপরাধেও অভিযুক্ত করে। বস্তুত ইহাদের অন্তরই উল্টা হইয়া গিয়াছে; প্রশংসিতদের ইহারা নিন্দা করে এবং নিন্দিতদের ইহারা প্রশংসা করে।

আবূ দাউদ (র) বলেন, কা'নবী (র) ... হযরত আবূ হুরয়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, গীবত কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

তোমাদের ভাই যাহা পছন্দ করে না তাহার সম্পর্কে এমন কোন আলোচনা করাই গীবত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আমি যে দোষের আলোচনা করিব যদি উহা তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবুও গীবত হইবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

اِنْ كَانَ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ اَغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ -

যে দোষের তুমি আলোচনা করিবে উহা তাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকিলেই উহাকে গীবত বলা হইবে। আর যদি তাহার মধ্যে সেই দোষ বিদ্যমান না থাকে তবে তুমি বুহতান দিলে ও অপবাদ করিলে। ইমাম তিরমিযী (র) কুতায়বাহ (র)-এর সূত্রে দারাওয়ারদী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, আহমদ ইব্ন সালামাহ (র) ... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করলেন ঃ اى الربى اربى عند الله

আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা বড় সুদ কোনটি? তাহারা বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলিলেন اربى الربا عند الله استحلال عرض امرأ مسلم

আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা বড় সুদ হইল কোন মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করাকে হালাল মনে করা। অত:পর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُوْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا -

(٥٩) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

(٦٠) لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَاۤ اِلَّا قَلِيْلًا ○

(٦١) مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْۤا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ○

(٦٢) سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ○

৫৯. হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদিগের নারীগণকে বল, তাহারা যেন তাহাদিগের চাদরের কিয়দংশ নিজেদিগের উপর টানিয়া দেয়। ইহাতে তাহাদিগকে চেনা সহজতর হইবে। ফলে তাহাদিগকে উত্যক্ত করা হইবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

৬০. মুনাফিকগণ এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাহারা নগরে গুজব রটনা করে, তোমরা বিরত না হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করিব। ইহার পর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশী রূপে উহারা স্বল্প সময়ই থাকিবে—

৬১. অভিশপ্ত হইয়া; উহাদিগকে যেখানেই পাওয়া যাইবে সেখানেই ধরা হইবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হইবে।

৬২. পূর্বে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছে তাহাদিগের ব্যাপারে ইহাই ছিল আল্লাহ্‌র বিধান। তুমি কখনও আল্লাহ্‌র বিধানে কোন পরিবর্তন পাইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে তাঁহার রাসূল (সা)-কে মু'মিন নারীদিগকে, বিশেষত: তাহার পত্নি ও কন্যাগণকে জাহেলী যুগের নারীসমূহ হইতে পৃথক চিহ্ন অবলম্বন করিবার নিমিত্ত তাহাদের চাদরের কিছু অংশ শরীরে ঝুলাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দানের হুকুম করিয়াছেন। উড়নার উপরে ব্যবহৃত চাদরকে জিলবাব বলা হয়। হযরত ইব্‌ন মাসঊদ, উবায়দাহ, কাতাদাহ, হাসান বসরী, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, ইবরাহীম, আতা খুরাসানী (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এই অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আল্লামা জাওহারী বলেন اَلْجِلْبَابُ। অর্থ উপরে ব্যবহারযোগ্য চাদর। আরবী কবিতায় এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক নিহত ব্যক্তির প্রতি আর্তনাদ করিয়া জনৈকা হুযাইল গোত্রীয় মহিলা বলেন ঃ

تمشى النسور اليه وهى لاهية * مشى العذارى عليهن الجلابيب

চতুপার্শ্বের অবস্থা হইতে বে-খবর হইয়া চাদর আবৃত কুমারী যুবতীর ন্যায় তাহার (নিহতের) দিকে শকুন চলিতেছে।

আলী ইব্‌ন আবু তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, মু'মিন মহিলারা যখন কোন প্রয়োজনে ঘরের বাহিরে যাইতে চায় সেই সময়ের জন্য আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে মাথার উপর হইতে চাদর দ্বারা মুখমণ্ডল ঢাকিবার নির্দেশ দিয়াছেন। তাহারা কেবল একটি চক্ষু খোলা রাখিতে পারিবে। মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন, একবার আমি আবীদাহ সালামানী কে يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার মাথা ও মুখমণ্ডলী ঢাকিয়া শুধু স্বীয় বাম চক্ষু বাহির করিয়া আয়াতের ব্যাখ্যা দিলেন। হযরত ইকরিমাহ (র) বলেন, নারী স্বীয় চাদর দ্বারা তাহার গলা ঢাকিয়া লইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ জাহ্‌রানী (র) ... হযরত উম্মে সালমাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ নাযিল হইল তখন আনসারী মহিলাগণ কালো চাদরে আবৃত হইয়া অতি গাম্ভীর্যের সহিত বাহির হইত। ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন, আমার পিতা ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা ইমাম যুহ্‌রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম বান্দীর প্রতি কি বিবাহিতা কিংবা অবিবাহিতাবস্থায় চাদর আবৃত হওয়া জরুরী? তিনি বলিলেন, বিবাহিতা হইলে উড়না ব্যবহার করা জরুরী। অবশ্য সে চাদরে আবৃত হইবে না; কারণ আযাদ বিবাহিতা মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা তাহার পক্ষে মাকরূহ।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ-

হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে তোমার কন্যাগণকে এবং মু'মিনদের নারীগণকে তাহাদের উপর তাহাদের চাদরের কিছু অংশ ঝুলাই দেওয়ার জন্য বল।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্থ অমুসলিম নারীদের লজ্জার প্রতি দৃষ্টি দান নাজায়েয নহে। শুধু ফিৎনার আশংকায় ইহা হইতে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহার সম্মানার্থে নহে। তিনি বলেন, আয়াতে وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ। মু'মিনদের নারী এর উল্লেখ করা হইয়াছে। ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ ইহা তাহাদের চিনিবার জন্য সহজতর উপায়। ফলে তাহাদিগকে উত্যক্ত করা হইবে না। অর্থাৎ তাহারা যখন চাদর আবৃত হইবে তখন ইহা বুঝা সহজতর হইবে যে, তাহারা আযাদ মহিলা। বান্দী নহে আর চরিত্রহীনাও নহে।

আল্লামা সুদ্দী (র) বলেন يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ الخ এই আয়াতের শানে নুযুল হইল এই যে, মদীনায় কিছু ফাসেক লোক বাস করিত; রাত্রের অন্ধকার হইতেই তাহারা মদীনার পথে বাহির হইয়া পড়িত এবং মহিলাদের পিছু করিত। মদীনার বাড়ীঘর ছিল সংকীর্ণ, রাত্র হইলেই মহিলারা প্রয়োজন সারিতে পথে বাহির হইত। ফাসিকও স্বীয় কামনা পূর্ণ করিত। কিন্তু যখন তাহারা কোন মহিলাকে চাদর আবৃত দেখিত তাহারা এই কথা মনে করিত সে আযাদ মহিলা তাহার পিছু করিতে বিরত থাকিত। কিন্তু কোন মহিলাকে চাদর আবৃত না দেখিলে তাহারা তাহাকে বান্দী বলিয়া তাহার উপর কুদিয়া পড়িত। قوله وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ জাহেলী যুগে ইলম না থাকিবার দরুণ মহিলাদের পক্ষ হইতে যেই সকল অন্যায় সংঘটিত হইয়াছে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদিগকে ধমক প্রদান করিয়াছেন। মুনাফিক হইল যাহারা প্রকাশ্যে মু'মিন অথচ তাহারা অন্তরে কুফর পোষণ করে। ইরশাদ হইয়াছে وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ আর যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে। হযরত ইকরিমাহ ও অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, ইহারা হইল ব্যভিচারকারী পুরুষ। وَالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ আর যাহারা নগরীতে গুজব রটনা করে। অর্থাৎ যাহারা মিথ্যা মিথ্যা ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে শত্রুর আগমন ঘটিয়াছে যুদ্ধ আসন্ন মিথ্যা গুজব ছড়ায়। যদি এই সকল লোক তাহাদের অপকর্ম ত্যাগ করিয়া সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে তবে لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ অবশ্যই আমি তোমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রবল করিব। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা

করিয়াছেন, আমি অবশ্যই তোমাকে তাহাদের ওপর প্রবল করিব। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, অবশ্যই আমি তোমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিব। ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا অতঃপর তাহারা মদীনায় তোমার প্রতিবেশী হইয়া অবস্থান করিতে পারিবে না। اِلاَّ قَلِيْلاً مَلْعُوْنِيْنَ। কিন্তু অল্পকালই অভিশপ্ত হইয়া। مَلْعُوْنِيْنَ হাল সংঘটিত হইয়াছে। اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اُخِذُوْا যেখানেই তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে। তাহাদিগকে ধরা হইবে এবং তাহাদিগকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ যাহারা পূর্বে অতীত হইয়াছে তাহাদের ব্যাপারে ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান। অর্থাৎ মুনাফিকরা তাহাদের কুফর ও নিফাকের উপর অনড় হইয়া থাকিলে তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিধান ইহাই যে, তাহাদের উপর তিনি মু'মিনদিগকে প্রবল করেন। وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً আর আল্লাহ্‌র বিধানে তুমি কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না।

(٦٣) يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ۝

(٦٤) اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۝

(٦٥) خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

(٦٦) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ۝

(٦٧) وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ۝

(٦٨) رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ۝

৬৩. লোকে তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই আছে। তুমি ইহা কি করিয়া জানিবে। সম্ভবত: কিয়ামত শীঘ্রই হইয়া যাইতে পারে।

৬৪. আল্লাহ্ কাফিরদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন জ্বলন্ত অগ্নি;

৬৫. সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং উহারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না।

৬৬. যেদিন তাহাদিগের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলট পালট করা হইবে সেদিন উহারা বলিবে, হায়, আমরা যদি আল্লাহ্কে মানিতাম ও রাসূলকে মানিতাম।

৬৭. তাহারা আরও বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা আমাদিগের নেতা ও বড় লোকদিগের আনুগত্য করিয়াছিলাম, এবং উহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল।

৬৮. হে আমাদের প্রতিপালক! উহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাহাদিগকে দাও মহা অভিসম্পাত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় নবী (সা)-কে বলেন, কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে, ইহার সঠিক জ্ঞান তোমার নাই। লোকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে ইহাই বলিবে, যে মহান আল্লাহ্ কিয়ামত কায়েম করিবেন, তাহারই আছে ইহার সঠিক জ্ঞান। অবশ্য কিয়ামত কায়েম হইতে বেশী বিলম্ব হইবে না; উহা নিকটবর্তী। ইরশাদ হইয়াছে وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا তুমি কি করিয়া জানিবে, সম্ভবত কিয়ামত শীঘ্রই হইতে পারে। অন্যত্র ইরশাদে হইয়াছে ঃ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে।

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا - يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا - لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِىْ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا -

যালিম ব্যক্তি সেইদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিতে করিতে বলিবে, হায়, আমি যদি রাসূলের সহিত সৎপথ অবলম্বন করিতাম, হায়! দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করিতাম। সে তো আমাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, আমার নিকট উপদেশ পৌঁছিবার পর। শয়তান তো মানুষের জন্য মহা প্রতারক। আরো ইরশাদ হইয়াছে رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ কাফিররা অনেক সময় আকাংখা করিবে, হায়, যদি তাহারা মুসলমান হইত। আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতে কাফিরদের অনুশোচনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শাস্তিকালে তাহারা বলিবে, হায়, যদি তাহারা পৃথিবীতে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত্য করিত ঃ

وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاً আর তাহারা ইহাও বলিবে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের আনুগত্য করিয়াছিলাম ফলে তাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল। তাউস (র) বলেন, سَادَةٌ অর্থ সমাজের আশরাফ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এবং كُبَرَاءُ অর্থ উলামা ও পণ্ডিত লোক। ইবন আবূ হাতিম হইতে বর্ণিত অর্থাৎ আমরা সমাজের আশরাফ, আমীর ও পণ্ডিতদের কথা মানিয়া চলিয়াছিলাম এবং রাসূলগণের অবাধ্য হইয়া তাহাদের বিরোধিতা করিয়াছিলাম। আশরাফ ও পণ্ডিতগণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল, তাহারা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, অথচ ইহা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন। কারণ তাহারা নিজেরাও গুমরাহ ছিল এবং তাহারা আমাদিগকেও বিপথগামী করিয়াছিল।

وَالْعَنْهُمْ আর তাহাদিগকে দান করুন মহা অভিসম্পাত। কোন কোন ক্বারী بَا সহ كَبِيْرًا। পড়িয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ ثَاء সহ كَثِيْرًا পড়েন। অর্থের দিক হইতে উভয়ই কাছাকাছি। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন অমর (র) বর্ণিত হাদীসে আছে, একবার হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে একটি দু'আ শিখাইয়া দিন, উহা দ্বারা সালাতে আমি দু'আ করিব। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি সালাতে এই দু'আ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

হে আল্লাহ্! আমি স্বীয় সত্তার প্রতি বহু যুলুম করিয়াছি। কেবল আপনিই সকল গুনাহ ক্ষমা করিতে পারেন। অতএব আপনার পক্ষ হইতে আমার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি তো বড়ই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। রেওয়ায়েতে كَثِيْرًا। ও كَبِيْرًا। উভয়ই বর্ণিত এবং উভয়ের অর্থ শুদ্ধ। কোন কোন উলামায়ে কিরাম كَثِيْرًا। وَ كَبِيْرًا। দুইটি শব্দই একত্রিত করিয়া দু'আ করা মুস্তাহাব বলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। একই দু'আয় كَثِيْرًا। ও كَبِيْرًا। পড়া উচিৎ নহে; বরং পাঠক ইচ্ছা করিলে কখনও كَبِيْرًا। আবার কখনও كَثِيْرًا। পাঠ করিতে পারে। অনুরূপ ভাবে যে দু'আ করিবে সে কখনও كَبِيْرًا। আবার কখনও كَثِيْرًا। সহ দু'আ করিতে পারে। উভয় শব্দ একত্রিত করিয়া দু'আ করা উচিৎ হইবে না। والله اعلم

আবুল কাসিম তাবরানী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বাহ (র) ... হযরত আবূ রাফে' (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা)-এর সমর্থক হাজ্জাজ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গাজিয়্যাহ তিনি হযরত আলী (রা)-এর

প্রতিপক্ষদিগকে বলিতেন, তোমরা যখন আমাদের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎ করিবে তখন কি ইহা বলিতে ইচ্ছা রাখ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের আনুগত্য করিয়াছিলাম। ফলে তাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল। হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন।

(٦٩) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ۗ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ۝

**৬৯. হে মু'মিনগণ! মূসাকে যাহারা ক্লেশ দিয়াছে তোমরা উহাদিগের ন্যায় হইওনা। উহারা যাহা বর্ণনা করিয়াছিল আল্লাহ্ উহা হইতে তাহাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন। এবং আল্লাহ্র নিকট সে মর্যাদাবান।**

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মূসা (আ) ছিলেন, অতিশয় লাজুক। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) তাফসীর অধ্যায়ে অতি সংক্ষিপ্তভাবে এতটুকু উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরামের আলোচনা প্রসংগে বর্ণিত হাদীসে তিনি একই সনদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মূসা (আ) ছিলেন অতিশয় লাজুক প্রকৃতির। তিনি তাহার সারা শরীর আবৃত করিয়া রাখিতেন আর এই কারণেই বনী ইসরাইলী লোকেরা তাহাকে কষ্ট দিত। তাহারা বলিত, মূসা (আ) তাহার শরীর এত যে ঢাকিয়া রাখে, কখনও তাহার শরীর দেখা যায় না; ইহা নিশ্চয়ই তাহার শরীরের কোন দোষের কারণে হয়। সে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত, না হয় তাহার অন্ডকোষ বড়, আর না হয় সে অন্য কোন শারীরিক রোগে আক্রান্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বনী ইস্রায়ীলীদের এই মিথ্যা অপবাদ হইতে মুক্ত করিবার ইচ্ছা করিলেন। একদা হযরত মূসা (আ) নির্জনে তাঁহার শরীর কাপড় খুলিয়া পাথরের উপর রাখিয়া গোসল করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোসল সারিয়া তিনি যখন কাপড় লইতে গেলেন, তখন অলৌকিক ভাবে পাথরটি তাহার কাপড়সহ দৌড়াইতে শুরু করিল। হযরত মূসা (আ) তাহার লাঠি লইয়া পাথরের পেছনে ধাওয়া করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন– আমার কাপড় পাথর, আমার কাপড় পাথর। কিন্তু পাথর থামিল না এবং মূসা (আ) ও দৌড়াইতে দৌড়াইতে বনী ইস্রায়ীলের লোকদের কাছে পৌঁছিয়া গেলেন। তাহারা তাঁহাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিতে পাইল। তাহার

শারীরিক কোন দোষ নাই। তিনি অতি উত্তম শারীরিক গঠনের অধিকারী। এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দোষমুক্ত করেন। পাথরটি তাহাদের কাছে গিয়া থামিয়া গিয়াছিল। হযরত মূসা (আ) তাহার কাপড় লইয়া পরিধান করিলেন। অবশ্য তিনি স্বীয় লাঠি দ্বারা পাথরে সজোরে প্রহার করিতে শুরু করিলেন। তিন কিংবা চার অথবা পাঁচ বার প্রহার করিলেন। এবং উহাতে দাগ কাটিয়া গেল। আল্লাহ্ তা'আলা يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا الخ আয়াতে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীসটি কেবল ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ইহা বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন। রাওহ (র) হাসান (র) এর মাধ্যমে নবী করীম (সা) হইতে এবং খাল্লাদ ও মুহাম্মদ (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ان موسى كان رجلا حييا ستيرا لايكاد يرى من جلده شئ استحياء منه হযরত মূসা (আ) বড়ই লাজুক মানুষ ছিলেন, লজ্জার কারণে সব শরীর তিনি ঢাকিয়া রাখিতেন। অত:পর ইমাম আহমদ (র) রেওয়ায়েতটি ইমাম বুখারী (র)-এর ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) সাওরী (র) ... হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র) সুলায়মান ইব্‌ন মিহরান, আ'মাশ, (র) ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত মূসা (আ)-এর কওম তাহাকে বলিল, তোমার অন্ডকোষ বড়। একদিন গোসল করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। কাপড় খুলিয়া তিনি একটি পাথরের উপর রাখিলে পাথরটি কাপড় লইয়া দৌড়াইতে লাগিল। হযরত মূসা (আ) বিবস্ত্র অবস্থায় উহার পিছনে ছুটিলেন। পাথরটি দৌড়াইতে দৌড়াইতে বনী ইস্রায়ীলের জনসমাবেশের নিকট পৌঁছিয়া গেল। পাথরের পিছনে মূসা (আ)-কে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিয়া তাহারা বলিল, তুমি তো নির্দোষ, তোমার অন্ডকোষ তো বড় নহে। فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই ঘটনারই উল্লেখ করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ঠিক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, রাওহ ইব্‌ন হাতিম ও আহমদ ইব্‌ন মুআল্লা (র)... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন, মূসা (আ) অতি লাজুক ছিলেন। গোসল করিবার জন্য একবার তিনি আসিলেন। [রাবী বলেন, আমার ধারণা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) "পানির কাছে আসিলেন" বলিয়াছেন।] অত:পর একটি পাথরের উপর তাঁহার কাপড় খুলিয়া রাখিলেন। তিনি তাহার ছতর খুলিতেন না এই কারণে বনী ইস্রায়ীল তাঁহার সম্বন্ধে বলিত, তাহার অন্ডকোষ বড় কিংবা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত বলিয়াই ছতর ঢাকিয়া রাখে। পাথরের উপর কাপড় রাখিতে পাথরটি

কাপড় লইয়া দৌড়াইয়া বনী ইস্রায়ীলের লোকদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন তাহারা মূসা (আ)-এর প্রতি তাকাইয়া দেখিল, তিনি দোষমুক্ত উত্তম গঠনের অধিকারী। আল্লাহ্ তা'আলা فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا এর মধ্যে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, আমার পিতা ... হযরত ইব্ন আব্বাস ও হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, একবার হযরত মূসা ও হারূন (আ) উভয়ই পাহাড়ে আরোহণ করেন। হযরত হারূন (আ) সেখানেই ইন্তেকাল করেন। কিন্তু বনী ইস্রায়ীল হযরত মূসা (আ)-কে দোষারোপ করিয়া বলিল, তুমি তাহাকে হত্যা করিয়াছ। সে তো আমাদের সহিত মিষ্টভাষী ছিল। এইসব বলিয়া তাহারা হযরত মূসা (আ)-কে কষ্ট দিতে লাগিল। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে হযরত হারূন (আ)-এর লাশ উঠাইয়া আনিতে হুমুক দিলেন। তাহারা লাশ উঠাইয়া বনী ইস্রায়ীলের মজলিসের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন এবং তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া খবর দিলেন। অবশ্য হযরত হারূন (আ)-এর কবর যে কোথায় ইহা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নহে। ইব্ন জারীর (র) আলী ইব্ন মূসা তূসী হইতে আব্বাদ ইব্ন আওয়াম এর মাধ্যমে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, হযরত হারূন (আ)-এর মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া বনী ইস্রায়ীল হযরত মূসা (আ)-কে যে কষ্ট দিয়াছিল, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ সে কষ্টের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উহা এই কষ্টও হইতে পারে এবং পূর্বে যে কষ্টের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহাও উদ্দেশ্য হইতে পারে। আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, আয়াতে উভয় কষ্টই উদ্দেশ্য হইতে পারে এবং আরো যে সকল কষ্ট বনী ইস্রায়ীল তাহাকে দিয়াছিল, উহাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ মুআবিয়া (র) হযরত আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছু বিতরণ করিলেন, তখন একজন আনসারী বলিল, এই বিতরণ দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করা হয় নাই। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র শত্রু! তুমি যাহা বলিলে, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বলিয়া দিব। অত:পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উহা জানাইয়া দিলে তাঁহার মুখমণ্ডল লাল হইয়া গেল। তিনি বলিলেন ঃ

رحم الله على موسى لقد اوذى باكثر من هذا فصبر

আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, তাঁহাকে ইহা অপেক্ষাও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি আমশ (র)-এর সূত্রে তাহাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাজ্জাজ (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে বলিলেন ঃ

لايُبَلِّغنى احَدٌ عن احد من اصحابى شيئا فانى احب ان اخرج اِلَيكم وانا سليم الصدر-

তোমাদের মধ্যে কেহ যেন আমার সাহাবী সম্পর্কে আমার নিকট কোন কথা না পৌঁছায়। কারণ, আমি তোমাদের কাছে সুস্থ হৃদয়ে বাহির হইতে পছন্দ করি। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট কিছু মাল জমা হইলে তিনি বণ্টন করিয়া দিলেন। রাবী বলেন, আমি দুই ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে ছিলাম। তখন তাহাদের একজন তাহার সাথীকে বলিল, আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মদ (সা) এই বন্টনের মাধ্যমে না তো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করিয়াছেন আর না পরকাল তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আমি দাঁড়াইয়া তাহাদের উভয়ের কথা শুনিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (সা) আপনিতো আমাদিগকে আপনার কাছে কোন সাহাবীর কোন কথা পৌঁছাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু আমি অমুক অমুক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে তাহাদিগকে এই বলিতে শুনিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখমণ্ডল লাল হইয়া গেল। এবং তিনি পীড়িত হইলেন অত:পর তিনি বলিলেন, তোমরা এই সকল কথা ছাড়। হযরত মূসা (আ)-কে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করিয়াছিলেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) আদব অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহয়া যুহলী (র) অলীদ ইবন হিশাম (র)-এর সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে কেহ যেন আমার সাহাবীর কোন কথা আমার নিকট না পৌঁছায়। আমি তোমাদের কাছে সুস্থ হৃদয়ে বাহির হইতে পছন্দ করি। ইমাম তিরমিযী (র) 'মানাকিব' অধ্যায়ে যুহলী এর সূত্রে ঠিক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তিরমিযী (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) ... অলীদ ইব্ন আবূ হিশাম (রা) হইতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাকে তিনি গরীব বলিয়াছেন। وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا আর তিনি আল্লাহ্র কাছে মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। হাসান (র) বলেন, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র দরবারে 'মুস্তাজাবুদ্দাওয়াত' ছিলেন। অর্থাৎ তাহার দু'আ কবুল করা হইত। অন্যান্য পূর্বসূরী উলামায়ে কিরাম বলেন, তিনি যখনই আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিতেন, আল্লাহ্ তাঁহাকে উহা দান করিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে কেবল নিজের দর্শন দান করেন নাই। কতিপয় উলামায়ে কিরাম বলেন, আল্লাহ্র দরবারে তাঁহার মর্যাদার নিদর্শন হইল, তিনি তাঁহার ভাই হযরত হারূন (আ)-কে নবী করিবার সুপারিশ করিলে আল্লাহ্ উহা কবূল করেন। যেমন ইর্শাদ হইয়াছে : وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُوْنَ نَبِيًّا

আর আমার অনুগ্রহে আমি তাহার ভাই হারূন-কে নবী হিসাবে তাহাকে দান করিয়াছি।

(٧٠) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ

(٧١) يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

৭০. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

৭১. তাহা হইলে তোমাদিগের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করিবেন এবং তোমাদিগের পাপ ক্ষমা করিবেন। যাহারা আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের আনুগত্য করে তাহারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করিবে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাগণকে ভয় করিতে এমনভাবে তাঁহার ইবাদত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন যেন তাহারা আল্লাহ্কে দেখিতেছে। আর ইহারও নির্দেশ দিয়াছেন যেন তাহারা সঠিক কথা বলে। কথায় যেন কোন প্রকার বক্রতা না থাকে। যদি তাহারা এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে তবে ইহার বিনিময়ে তিনি তাহাদের সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে নেক আমলের তাওফীক দান করিবেন এবং বিগত গুনাহ সমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর ভবিষ্যতেও তাহাদের যে গুনাহ হইবে উহা হইতে তাওবা করিবার তাওফীক দান করিবেন। অত:পর ইরশাদ করিয়াছেন وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের আনুগত্য করিবে সে মহা সাফল্য অর্জন করিবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাকে জাহান্নামের অগ্নি হইতে রক্ষা করিয়া চির শান্তি নিকেতন বেহেশতের অধিকারী বানাইবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সহিত যোহরের সালাত পড়িলেন। সালাত শেষে তিনি আমাদিগকে বসিয়া থাকিবার জন্য ইশারা করিলেন। আমরা বসিয়া রহিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই নির্দেশ দিয়াছেন, যেন আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্কে ভয় করিতে এবং সঠিক কথা বলিতে নির্দেশ দেই। অতঃপর তিনি মহিলাদের নিকটও গমন করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই নির্দেশ দিয়াছেন যেন আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্কে ভয় করিতে ও সঠিক কথা বলিতে হুকুম করি।

ইব্ন আবু দ্দুন্য়া (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ইব্ন মূসা (র) ... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মিম্বরে উঠিতেন তখন আমি তাহাকে ইহা বলিতে শুনিতাম ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا ـ

হে মু'মিনগণ। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। রেওয়ায়েতটি অত্যান্ত গরীব ও অখ্যাত।

আব্দুর রহীম ইব্ন যায়েদ (র) তাহার পিতা ও মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস হইতে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّكُوْنَ اَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ

যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত হওয়ায় আনন্দ বোধ করে সে যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে।

ইকরিমাহ (র) বলেন, اَلْقَوْلُ السَّدِيْدُ হইল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, ইহার অর্থ, সত্য কথা। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ সঠিক কথা। যে অর্থই গ্রহণ করা হউক না কেন, উহা ঠিক হইবে।

(৭২) اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً ۙ

(৭৩) لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۟

৭২. আমি তো আসমান যমীন ও পর্বতমালার প্রতি আমানত অর্পণ করিয়াছিলাম। উহারা উহা ইহা বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহাতে শংকিত হইল; কিন্তু মানুষ উহা বহন করিল। সেতো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ।

৭৩. পরিণামে আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, 'আমানত' দ্বারা আনুগত্য বুঝান হইয়াছে। হযরত আদম (আ)-এর প্রতি ইহা পেশ করিবার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা আসমান যমীন ও পর্বতমালার প্রতি পেশ করিয়াছিলেন

কিন্তু তাহারা উহা বহন করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উহা আদম (আ)-কে পেশ করিয়া বলিলেন, হে আদম! আমি তো ইহা আসমান যমীন, পাহাড় পর্বতের প্রতি পেশ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা উহা বহন করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে। আচ্ছা তুমি কি উহা বহন করিতে পারিবে? হযরত আদম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! উহার বিনিময়ে আমি কি লাভ করিব? তিনি বলিলেন, উত্তম কাজের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার। আর মন্দ কাজের বিনিময়ে শাস্তি। ইহা শুনিয়া হযরত আদম উহা বহন করিতে সম্মত হইলেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'আমানত' অর্থ ফরজসমূহ যাহা আল্লাহ্ তা'আলা আসমান যমীন ও পবর্তমালার প্রতি পেশ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, যদি তাহারা তাহাদের প্রতি অর্পিত ফরজসমূহ পালন করে তবে তাহাদিগকে তিনি উত্তম বিনিময় দান করিবেন; আর উহা পালন করিতে ব্যর্থ হইলে শাস্তি দিবেন। কিন্তু তাহারা ইহাতে সম্মত হইল না; তাহারা শংকিত হইল। হয়ত বা তাহাদের দ্বারা এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তাহাদিগকে এই দায়িত্ব শুধু পেশই করিয়াছিলেন, ইহা পালন করিতে নির্দেশ দেন নাই। অতএব ইহা পালনে অমত পোষণ করা গুনাহ্ নহে। বরং তাহাদের পক্ষ হইতে ইহা এক প্রকার সম্মান প্রদর্শন করার নামান্তর। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইহা আদম (আ)-এর প্রতি পেশ করিলেন এবং তিনি গ্রহণ করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াতে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً মানুষ উহা বহন করিল। সে তো বড়ই যালিম বড়ই অজ্ঞ। আল্লাহ্র হুকুম সম্পর্কে ওয়াফিক নহে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইব্ন বাশ্শার (র).... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেন আমি আদম (আ)-এর প্রতি আমানত পেশ করিয়া বলিলাম, তুমি ইহা গ্রহণ কর। যদি ইহার মধ্যে বিদ্যমান নির্দেশ পালন কর তবে তোমাকে ক্ষমা করিব আর পালন না করিলে শাস্তি দিব। আদম (আ) বলিলেন, আমি গ্রহণ করিলাম। কিন্তু সেই দিন আসর হইতে রাত্র পর্যন্ত পরিমাণ সময়ের মধ্যেই ভুল করিয়া বসিলেন। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও প্রায় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত বিশুদ্ধ নহে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও যাহ্হাক (র)-এর মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে নাই। والله اعلم। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, যাহ্হাক, হাসান বসরী (র) এবং আরো অনেকে বলেন, আমানত অর্থ ফরজসমূহ। অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, ইহার অর্থ আনুগত্য।

আ'মাশ (র) আবু যুহা (রা) এর সূত্রে মাস্‌রূক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলিয়াছেন, স্ত্রীর সতীত্ব সংরক্ষণও আমানত এর অন্তর্ভুক্ত। কাতাদাহ (র) বলেন, আমানত হইল, দ্বীন, ফরজসমূহ ও হদ্দসমূহ (দণ্ড বিধান)। কেহ কেহ বলেন, জানাবাত এর গোসলও আমানত এর অন্তর্ভুক্ত। যায়েদ ইব্‌ন আসলাম হইতে মালেক (র) বলেন, আমানত তিনটি, সালাত, সিয়াম ও জানাবাত এর গোসল। তবে উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহে কোন বৈপরিত্য নাই। বরং সকল ব্যাখ্যার মূল আবেদন হইল, শর্ত সাপেক্ষে আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধ পালন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করা। আর শর্ত হইল, পালন করিলে বিনিময় দান করা হইবে এবং পালন না করিলে শাস্তি দেওয়া হইবে। মানুষ তাহার দুর্বলতা সত্ত্বেও উহা গ্রহণ করিল।

ইব্‌ন আবূ হাতেম (র) বলেন. আমার পিতা ... হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত। একবার তিনি اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ الخ পাঠ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নক্ষত্র পুঞ্জে সজ্জিত সাত আসমানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি কি আমানত এবং উহার মধ্যস্থ বস্তু বহন করিতে পারিবে? সে জিজ্ঞাসা করিল, উহার মধ্যে কি আছে? তিনি বলিলেন, ভাল কাজ করিলে উত্তম বিনিময় দান করা হইবে এবং মন্দ কাজ করিলে শাস্তি দেওয়া হইবে। তখন সে অস্বীকার করিল। অতঃপর আল্লাহ্ সাত স্তর মযুবত যমীনকে পেশ করিয়া বলিলেন, তুমি কি ইহা এবং ইহার মধ্যস্থ বস্তু বহন করিবে? জিজ্ঞাসা করিল, ইহার মধ্যে কি আছে? আল্লাহ্ বলিলেন, ভাল কাজ করিলে উত্তম বিনিময়, মন্দ কাজ করিলে শাস্তি। তখন সেও অস্বীকার করিল। অতঃপর আল্লাহ্ এ আমানত উচ্চ কঠিন পর্বতমালার প্রতি পেশ করিলেন। তাহাকে বলা হইল, তুমি কি আমানত বহন করিতে পারিবে? পর্বতমালা জিজ্ঞাসা করিল, আমানত বহন করিলে উহার বিনিময় কি হইবে? আল্লাহ্ বলিলেন, উত্তম কাজের বিনিময় হইবে উত্তম পুরস্কার এবং মন্দ কাজের বিনিময় হইবে শাস্তি। তখন পর্বতমালাও অস্বীকৃতি জানাইল।

মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সকল সৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি করিবার পর মানব দানব, আসমান-যমীন ও পর্বতমালা একত্রিত করিলেন এবং সর্ব প্রথম আসমানসমূহের প্রতি তাহার আমানত পেশ করিলেন। আল্লাহ্ বলিলেন, এই আমানত কি তোমরা বহন করিতে পারিবে? ইহার বিনিময়ে মর্যাদা লাভ করিবে এবং বেহেশতে পুরস্কৃত হইবে। আসমানসমূহ জবাব দিল, এই আমানতের বোঝা বহন করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। অবশ্য আমরা আপনার আনুগত্য করিব। অতঃপর তিনি যমীনসমূহের প্রতি ইহা পেশ করিয়া বলিলেন, তোমরা কি ইহা বহন করিতে পারিবে? আমি তোমাদিগকে পৃথিবীতে মর্যাদা দান করিব। জবাবে বলিল, ইহা বহন করিবার ধৈর্য আমাদের নাই, ক্ষমতাও নাই। অবশ্য হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কোন বিষয়ে আপনার অবাধ্য থাকিব না। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম

(আ)-এর প্রতি ইহা পেশ করিয়া বলিলেন, হে আদম! তুমি কি ইহা বহন করিতে পারিবে? ইহার হক কি তুমি যথাযথ ভাবে আদয় করিতে পারিবে? আদম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিকট আমি ইহার বিনিময় কি পাইব? তিনি বলিলেন, হে আদম, যদি তুমি উত্তম কাজ কর, আনুগত্য কর এবং যথাযথ ভাবে আমানতের সংরক্ষণ কর তবে আমার নিকট তোমার বিশেষ মর্যাদা হইবে এবং বেহেশতে ইহার উত্তম বিনিময় লাভ করিবে। আর যদি তুমি আমার অবাধ্য হও এবং যথাযথ ভাবে ইহার হক আদায় না কর তবে আমি তোমাকে শাস্তি দিব এবং দোযখে নিক্ষেপ করিব। তখন হযরত আদম (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক। আমি ইহাতে রাজী, আমি সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তবে আমি তোমার উপর এই আমানতের বোঝা অর্পণ করিলাম।

আল্লাহ্ তা'আলা ইহা এই আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ

রেওয়ায়েতটি ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলা আসমান সমূহের প্রতি আমানত পেশ করিলে আসমান সমূহ বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমার উপর নক্ষত্রপুঞ্জ ও আসমানে বসবাসকারী ফেরেশতাদের বোঝা চাপাইয়া রাখিয়াছেন। এই সকল বোঝা তো আমি বহন করিতে সক্ষম, কিন্তু 'ফরজ' এর বোঝা বহন করিবার ক্ষমতা আমার নাই। মুজাহিদ (র) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমানত এর বোঝা যমীনের প্রতি পেশ করিলে যমীন বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার উপর বৃক্ষরাজী উৎপন্ন করিয়াছেন, নদী সাগর প্রবাহিত করিয়াছেন এবং আমার উপর বসবাসকারী লোকদের বোঝাও চাপাইয়াছেন; আমি বিনিময় ছাড়াই ইহাদের বোঝা বহন করিতে প্রস্তুত, কিন্তু কোন ফরজ কাজের দায়িত্ব বহন করিবার ক্ষমতা আমার নাই। পর্বত মালার প্রতি এই আমানত পেশ করা হইলে সেও এই একই জবাব দিল। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا কিন্তু মানুষ উহা বহন করিল, সে যালিম এবং পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ।

ইব্ন আশওআ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান-যমীন ও পর্বতমালার প্রতি আমানত পেশ করিলে তিনদিন পর্যন্ত ভয়ে চিৎকার করিতে থাকিল এবং আল্লাহ্র কাছে এই ফরিয়াদ করিল, হে আমাদের প্রতিপালক! এই আমানত বহন করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, আমরা কোন বিনিময় কামনা করি না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... যায়েদ ইব্ন আসলাম হইতে اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমানতের বোঝা মানুষকে পেশ করিলে সে বলিল, আমি মাথা পাতিয়া ইহা গ্রহণ

করিলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আমানতের বোঝা বহন করিতে আমি তোমায় সাহায্য করিব। আমি তোমার চক্ষুদ্বয়ের উপর দুইটি ঢাকনা দিব অর্থাৎ দুইটি পলক দান করিব। যখন চক্ষুদ্বয় আমার অপছন্দ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে চাহিবে তখন তুমি পলকদ্বয়ের দ্বারা চক্ষু ঢাকিবে। তোমার জিহ্বার উপরও আমি তোমাকে দুইটি ঠোঁট দ্বারা সাহায্য করিব। জিহ্বা যখন আমার অপছন্দনীয় কথা বলিতে চাহিবে দুইটি ঠোঁট বন্ধ করিয়া দিবে। তোমার লজ্জাস্থানের উপরও আমি তোমাকে পোষাক অবতীর্ণ করিয়া সাহায্য করিব। আমার অছন্দনীয় বস্তুর জন্য তুমি উহা খুলিও না। অতঃপর আবূ হাতিম হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইউনূস (র) ... বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আসমান-যমীন ও পবর্তমালার প্রতি দ্বীনের আমানত পেশ করিলেন। ইহা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করিলে পুরস্কার দান করিবেন এবং ব্যর্থতায় শাস্তি ভোগ করিতে হইবে ইহা বলিলেন। কিন্তু তাহারা দ্বীনের এই বোঝা বহন করিতে অস্বীকার করিল। তাহারা বলিল, আমরা আপনার আদেশের অধীনস্থ হইয়া থাকিব। কোন পুরষ্কার আমাদের কাম্য নহে। আর শাস্তিও ভোগ করিতে চাই না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ) এর কাছে পেশ করিলে তিনি উহা মাথায় তুলিয়া লইলেন। ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আমানতের এই বোঝা যখন তুমি বহন করিলে তখন আমি তোমার সাহায্য করিব। তোমার চক্ষুর উপর একটি পর্দা সৃষ্টি করিব। অন্যায় কোন বস্তুর প্রতি চক্ষুকে তাকাইতে দেখিলে তুমি উহার উপর পর্দাটি টানিয়া দিবে। তোমার জিহ্বার উপরও একটি দরজা আমি সৃষ্টি করিব। কোন অন্যায় কথা বলিবার আশংকা করিলে দরজা বন্ধ করিয়া দিবে। আর তোমার লজ্জাস্থানের জন্য আমি পোষাক সৃষ্টি করিব। অতএব অবৈধ স্থানে কখনও তোমার পোষাক খুলিবে না।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন আমর ছাকূনী (র) ... হাকাম ইব্‌ন উমাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إِنَّ الْأَمَانَةَ وَالْوَفَاءَ نَزَلَا عَلَى ابْنِ آدَمَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَرْسَلُوْا بِهِ الخ

আমানত ও ওফা বনী আদমের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে। এবং বিভিন্ন যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্ব ভাষাভাষীর কাছে উহা অবতীর্ণ হইয়াছে। আল্লাহ্‌র কিতাবও নাযিল হইয়াছে আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নাতও। এবং আরবী আজমী সকলেই আল্লাহ্‌র ও আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নাতের

মাধ্যমে আল্লাহ্র বিধান সম্পর্কে অবগত হইয়াছে। তাহাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাহার আদেশ নিষেধ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। ভালমন্দ সবই তাহারা জানিতে পারিয়াছে। পরবর্তীতে সর্বপ্রথম আমানত উঠাইয়া লওয়া হইবে। মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে কেবল উহার চিহ্ন থাকিয়া যাইবে। ইহার পর ওফাও উঠাইয়া লওয়া হইবে। অবশিষ্ট থাকিবে শুধু আল্লাহ্র কিতাব। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আলেম, সে তো কিতাবের বিধান মুতাবিক আমল করিয়াছে এবং মূর্খও উহা চিনিতেছে কিন্তু অস্বীকার করিয়াছে অবশেষে উহা আমার ও আমার উম্মতের নিকট পৌঁছিয়াছে, যাহার ভাগ্যে ধ্বংস রহিয়াছে সেই ধ্বংস হইবে। যে ইহা বর্জন করিবে সে ইহা হইতে গাফিল থাকিবে। অতএব হে লোক সকল! তোমরা সাবধান। কুমন্ত্রণাকারীর কুমন্ত্রণা হইতে তোমরা হুশিয়ার থাকিবে। তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলকারী আল্লাহ্ উহা পরীক্ষা করিবেন। হাদীসটি অত্যন্ত গরীব ও অখ্যাত। অবশ্য একাধিক সূত্রে ইহার সমর্থক রেওয়ায়েত বিদ্যমান।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন খলফ্ আসকালানী (র) ... হযরত আবুদ্দারদা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাঁচটি বিষয় ঈমানের সহিত নিয়মিত পালন করিবে, কিয়ামত দিবসে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্তে সঠিকভাবে অজু করিবে, উহার রুকূ সিজদা ঠিক ঠিক মত পালন করিয়া সময় মত নামায পড়িবে, সন্তুষ্ট চিত্তে মালের যাকাত দিবে আল্লাহ্র কসম ইহা কেবল মু'মিন ব্যক্তিই করিতে সক্ষম হইবে। আমানত আদায় করিবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুদ্দরদা! আমানত আদায় করিবার অর্থ কি? তিনি বলিলেন, জানাবাতের গোসল করা। মনে রাখিবে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহা ছাড়া মানুষের কাছে অন্য কিছু আমানত রাখেন নাই। আবূ দাউদ (র) বলেন, ইব্ন আব্দুর রহমান আম্বরী (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্র রাহে নিহত হওয়া গুনাহ বিলুপ্ত করিয়া দেয়। কিন্তু আমানতের খিয়ানত বিলুপ্ত করে না। আমানতে খিয়ানতকারীকে আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলা হইবে, তুমি আমানত আদায় কর। সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! দুনিয়াতো শেষ হইয়া গিয়াছে, আমি আমানত আদায় করিব কিভাবে? আল্লাহ্ তা'আলা এইভাবে তিনবার তাহাকে বলিবেন এবং সে এইরূপ তিনবার জবাব দিবে। অতঃপর তাহাকে 'হাবিয়া' নামক দোযখে নিক্ষেপ করিবার নির্দেশ দিবেন। হুকুম পালন করা হইবে এবং তাহাকে সেই দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। সে উহার তলদেশে

পৌঁছিয়া যাইবে। সে নষ্টকৃত আমানতের আগুনের সদৃশ বস্তু দেখিতে পাইবে। উহা তাহাকে কাঁধে উঠাইয়া দোযখের কিনারায় লইয়া আসিবে। সে তখন ভাবিবে এই তো দোযখ হইতে বাহির হইলাম; কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাহার পাও পিচ্ছল খাইবে এবং চিরকালের জন্য সে উহার গহ্বরে পড়িবে। তিনি বলেন, আমানত সালাতেও রক্ষা করিতে হয়, সিয়ামের মধ্যেও এবং অজুর মধ্যেও আমানত রক্ষা করিতে হয়। এবং কথাবার্তায়ও আমানত রক্ষা করিয়া চলিতে হয়।

আর যে সকল বস্তু গচ্ছিত রাখা হয় উহাতে আমানত রক্ষা করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাবী খাযান (র) বলেন, অতঃপর আমি বারা' এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার ভাই আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) কি বলেন, উহা শুনিয়াছ কি? তিনি বলিলেন, সত্য বলিয়াছেন। শরীক (র) বলেন, আইয়াশ আমেরী (র) যাযান এর সূত্রে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্যই এই সনদে বর্ণিত হাদীসে সালাতের মধ্যে আমানত এর বিষয়টি উল্লেখ নাই। সনদটি বিশুদ্ধ।

আমানত সম্পর্কিত আর একটি হাদীস ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আবূ মুআবিয়াহ (র) হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে দুইটি বিষয় সম্পর্কে হাদীস শুনিয়াছি। একটি তো প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং অপরটির অপেক্ষা করিতেছি। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন, আমানত মানুষের অন্তরে মূলে অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমানত উত্থিত হওয়া সম্পর্কেও হাদীস শুনাইয়াছেন। তিনি বলেন, ঘুমের মধ্যেই অন্তর হইতে আমানত উঠাইয়া লওয়া হইবে এবং পায়ের উপর আগুনের অংগার গড়াইয়া দিলে যেমন পায়ে ফোসকা পড়িয়া যায় আমানত উঠাইয়া লওয়ার পর অন্তরেও অনুরূপ ফোসকার দাগ পড়িয়া যায়। অতঃপর তিনি ইহা বুঝাইবার জন্য একটি কংকর পায়ের উপর দিয়া গড়াইয়া দিলেন। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবার পর লোকজন কারবার করিবে; কিন্তু আমানত আদায় করিতে চাহিবে না। এমনকি বলা হইবে, অমুক গোত্রে একজন আমানতদার লোক আছে। এমনকি বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে ইহাও বলা হইবে, সে কত বড় বীরত্বের অধিকারী, কত বড় হুশিয়ার। কত বড় জ্ঞানী। অথচ তাহার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমানও নাই। রাবী বলেন, আমার নিকট এমন একটি যুগও সমাগত হইয়াছিল, যখন তোমাদের কাহার সহিত আমি বাকী ক্রয় বিক্রয়

করিতেছি, এই বিষয়ে আমার কোন পরোয়া ছিল না। কারণ সে মুসলমান হইলে তো সে ধর্মের তাগিদেই আমার প্রাপ্য আমাকে ফিরাইয়া দিত আর নাসারা কিংবা ইয়াহূদী হইলে ইসলামী হুকুমতের কর্মকর্তা আমার প্রাপ্য আমাকে লইয়া দিত। অথচ আজ কাল তো শুধু অমুক অমুকের সহিত বাকী ক্রয় বিক্রয় করি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাহাদের সহীহ্ গ্রন্থে আ'মাশ (র)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اربَعُ اذاكن فيك فلا عليك مافاتك من الدنيا حفظ امانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة۔

তোমার মধ্যে চারটি-গুণ থাকিলে পৃথিবীর অন্য কোন বস্তু ছুটিয়া গেলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। 'আমানত' সংরক্ষণ, কথার সত্যতা, চরিত্রের উত্তমতা ও আহারের পবিত্রতা। ইমাম আহমদ (রা) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তাবরানী (র) ইহা আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, ইয়াহ্য়া ইব্ন আইয়ূব আল আল্লাফ আল মিসরী (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اربَعُ اذاكن فيك فلا عليك مافاتك من الدنيا حفظ امانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة۔

অত্র হাদীসের সনদে ইমাম তাবরানী (র) ইব্ন হুজায়রাহ (র)-কে অতিরিক্ত আনিয়াছেন এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

'আমানত' এর সহিত শপথ করিতে হাদীসে নিষেধ আসিয়াছে। আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (রা) তাহার 'কিতাবুয্যুহ্দ' নামক গ্রন্থে বলেন, শরীক (র) ... বলেন, একবার আমি যিয়াদ ইব্ন হুদাইর (র) এর সহিত 'জাবিয়াহ' স্থান হইতে আসিতে ছিলাম, তখন আমি কথায় কথায় 'আমানত' এর শপথ করিলাম। অতঃপর তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আমি ধারণা করিলাম, আমি গুরুতর মারাত্মক কাজ করিয়া বসিয়াছি। অতএব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি আমার এইরূপ শপথ করা অপছন্দ করেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব কঠোর ভাবে আমানত এর

শপথ করিতে নিষেধ করিতেন। এই বিষয়ে 'মারফূ' সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ দাউদ (র) বলেন, আহমদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন ইউনুস (র) বুরাইদাহ (র) হাবীব বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন। مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا যে ব্যক্তি আমানত এর শপথ করিবে, সে আমার দলভুক্ত নহে। রেওয়ায়েতটি কেবল আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন।

قوله لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপর আমানত এর বোঝা বহন করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন যাহাতে তিনি মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও নারীকে শাস্তি দিতে পারেন।

মুনাফিক হইল সেই সকল লোক, যাহারা মু'মিনদের ভয়ে ভীত হইয়া নিজদিগকে মু'মিন বলিয়া প্রকাশ করে; অথচ তাহারা কাফিরদের অনুকরণে মনে মনে কুফর পোষণ করে। আর মুশরিক হইল তাহারা, যাহারা প্রকাশ্যেও আল্লাহ্র সহিত শরীক করে এবং তাহারা রাসূল (সা)-এর বিরোধিতা করে এবং তাহারা মনে মনে কুফর-শিরক ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরোধিতা পোষণ করে। وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ আর যাহাতে তিনি মু'মিন পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা করিতে পারেন। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্, ফেরেশতা আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্র আনুগত্য প্রকাশ করে তাহারাই হইল মু'মিন।

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا আল্লাহ্ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

॥ সূরা আহ্যাব-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥

# সূরা সাবা

৫৪ আয়াত, ৬ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِی الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ○

(٢) یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فِی الْاَرْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِیْمُ الْغَفُوْرُ ○

১. প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত কিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাঁহারই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ব বিষয়ে অবহিত।

২. তিনি জানেন যাহা ভূমিতে প্রবেশ করে, যাহা উহা হইতে নির্গত হয় এবং যাহা আকাশ হইতে বর্ষিত ও যাহা কিছু আকাশে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, ইহকাল ও পরকালে সমস্ত প্রশংসার অধিকারী তিনি-ই। কারণ পৃথিবীর জনমানবের ওপর তিনিই অনুগ্রহ করেন এবং পরকালেও তিনিই অনুগ্রহ করিবেন। ইহকাল ও পরকালে তিনিই হুকুমতের অধিকারী।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۔

তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নাই। ইহকাল ও পরকালে তিনিই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। তিনিই হুকুমতের অধিকারী। তাহার নিকট তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করা হইবে। এইজন্যই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهُ مَافِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ-

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আকাশমণ্ডলীতে যাহা কিছু অবস্থিত এবং যাহা কিছু ভূমণ্ডলে বিদ্যমান সব কিছুরই তিনি মালিক। অর্থাৎ সকল বস্তুর মালিক তিনিই, সকলেই তাহার দাস। এবং সকলের ওপর তাহারই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ইহকাল ও পরকালের অধিকারী আমিই।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ আর পরকালেও প্রশংসা তাহারই জন্য। তিনি চির উপাস্য চির প্রশংসিত। وَهُوَ الْحَكِيْمُ আর তিনি প্রজ্ঞাময়। তাহার কথায়, কাজে ও নির্ধারণে তাহার প্রজ্ঞার অন্ত নাই। اَلْخَبِيْرُ তিনি অবহিত, কোন বস্তুই তাহার নিকট গোপন নহে। কোন কিছুই তাহার অদৃশ্যে নহে। ইমাম মালিক (র) ইমাম যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন, حَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -এর এই অর্থ তিনি তাঁহার সৃষ্টি জগত সম্পর্কে অবহিত। বহু নির্দেশে প্রজ্ঞাময়। এ কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَعْلَمُ مَايَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا -

ভূমিতে যাহা কিছু প্রবেশ করে তাহাও তিনি জানেন আর তাহাও তিনি জানেন যাহা ভূমি হইতে নির্গত হয়। অর্থাৎ আসমান হইতে যে কত ফোটা বৃষ্টি ভূমিতে প্রবেশ করে আল্লাহ্ তাহার সংখ্যা জানেন। আর ভূমি হইতে যে শস্য নির্গত হয় তাহার সংখ্যাও তিনি জানেন। উৎপন্ন বস্তুসমূহের গুণাবলীও তাহার অজানা নয়।

وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ আর আসমান হইতে যে রিজিক অবতীর্ণ হয় وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا আর যাহা আসমানে আরোহণ করে। অর্থাৎ মানুষের যে কোন আমল আকাশে উত্থিত হয় এবং আরো যাহা কিছু আছে সবই তিনি জানেন।

وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ আর তিনি পরম দয়ালু, বড়ই ক্ষমাশীল। যেহেতু তিনি তাঁহার বান্দাদিগের প্রতি পরম দয়ালু, অতএব তাহাদের মধ্যে যাহারা অপরাধী তাহাদিগকে শাস্তি দানে তিনি ব্যস্ত হন না। আর যেহেতু তিনি পরম ক্ষমাশীল অতএব যাহারা তাওবা করে আর যাহারা তাঁহার ওপর ভরসা করে তাহাদের গুনাহ তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

(٣) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

(٤) لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

(٥) وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝

(٦) وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝

৩. কাফিররা বলে, আমাদের নিকট কিয়ামত আসিবে না। বল, আসিবেই। শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই তোমাদিগের নিকট উহা আসিবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁহার অগোচর নহে অণু পরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ; বরং ইহার প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

৪. ইহা এইজন্য যে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ, তিনি তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন। ইহাদিগেরই জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক।

৫. যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি।

৬. যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা সত্য। ইহা মানুষকে পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহ্র পথ নির্দেশ করে।

তাফসীর ঃ গোটা কুরআন মজীদে যে তিন স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করিয়া তাহার রাসুল (সা)-কে কিয়ামত সংঘটিত হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াত উহার একটি।

সূরা ইউনূসে একটি আয়াত, তাহা হইল ঃ

وَيَسْتَنْبِؤُنَكَ اَحَقٌّ هُوَ قُلْ اِىْ وَرَبِّىٓ اِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ-

তাহারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে উহা (কিয়ামত) কি সত্য? তুমি বল, হাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম, উহা অবশ্যই সত্য। আর তোমরা এই বিষয়ে আল্লাহ্কে অক্ষম করিতে সক্ষম নহে। আর দ্বিতীয় আয়াত সূরা সাবা এর এই আয়াত ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَتَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ-

কাফিররা বলে, উহা (কিয়ামত) আমাদের কাছে আসিবে না। তুমি বল, হাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম অবশ্যই উহা তোমাদের কাছে আসিবে। তৃতীয় আয়াত সূরা 'আত্তাগাবুন' এ উল্লেখ করা হইয়াছে।

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَنْ يُبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ-

কাফিররা বলে, তাহাদেরকে কখনও উত্থিত করা হইবে না। তুমি বল, হাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম অবশ্যই তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে। তখন তোমাদের কর্মকাণ্ড তোমাদিগকে অবহিত করা হইবে। এবং ইহা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ কাজ। এখানেও আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন, قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ "তুমি বল, আমার প্রতিপালকের কসম অবশ্যই কিয়ামত তোমাদের নিকট সমাগত হইবে। এই বিষয়টিকে অধিক জোরদার করিবার লক্ষ্যে অত:পর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ لاَيَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِىْ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِىْ الْاَرْضِ وَلاَ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَاَكْبَرُ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ-

তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক অবগত, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অবস্থিত অণু পরিমাণ, কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ তাহার অগোচরে নহে। বরং ইহার প্রত্যেকটি স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন لاَيَعْزُبُ অর্থ لاَيَغِيْبُ অদৃশ্য হয় না– অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অবস্থিত সকল বস্তু সম্বন্ধেই আল্লাহ্ অবগত। কোন বস্তুই তাঁহার নিকট গোপন নহে। মৃত্যুর পর মানুষের হাড্ডি গুঁড়ি গুঁড়ি হয়ে অণু পরমাণুতে পরিণত হইলেও আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তিনি ইহাও জানেন যে, সেগুলো কোথায় গিয়াছে ও কোথায় অবস্থান করিতেছে। অতএব তিনি কিয়ামতে সবগুলি একত্রিত করিয়া প্রথম বারের মতই পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করিয়া জীবিত করিবেন।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পুনরায় জীবিত করিবার হিকমত ও কিয়ামত সংঘটিত করিবার ফায়দা কি, উহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ اُوْلٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِىْ اٰيَاتِنَا مُعَاجِزِيْنَ۔

ইহা এইজন্য যে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগকে তিনি পুরস্কৃত করিবেন। আর তাহাদের জন্যই রহিয়াছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক। আর যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে চলিতে বাধা দেয় এবং তাঁহার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে اُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٍ তাহাদের জন্য রহিয়াছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি। অর্থাৎ কিয়ামত কায়েম করিয়া তিনি সৌভাগ্যশালী মু'মিনদিগকে নিয়ামত দান করিবেন এবং হতভাগা কাফিরদিগকে শাস্তি দিবেন। কারণ ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে বিরাট পার্থক্য। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَايَسْتَوِىْ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ۔

দোযখবাসী ও বেহেশতবাসীগণ সমান নহে। বেহেশতকাসীগণই হইল সাফল্যের অধিকারী। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ نَجْعَلِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ۔

যাহারা মু'মিন সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগকে কি আমি সেই সকল লোকের মত করিব যাহারা দেশে ফাসাদ করে? না কি মুত্তাকীগণকে আমি ফাজিরদের মত করিব?

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ الَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ আর যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমার কাছে যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহা সত্য। কিয়ামত কায়েম করিবার জন্য ইহা আর একটি ফায়দা। অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামের কাছে প্রেরিত বিষয় বস্তুর ওপর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল এবং পৃথিবীতেই তাহারা আল্লাহ্র প্রেরিত কিতাবসমূহের মাধ্যমে ইহা জানিতে পারিয়াছিল যে, কিয়ামত কায়েম হইবে এবং সৎ অসৎ লোকদিগকে যথাযথ বিনিময় দেওয়া হইবে। কিয়ামত কায়েম হইবার পর যখন তাহারা স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহাদের নিকট আল্লাহ্র পূর্ব ওয়াদা বস্তুত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। তাহারা তখন বলিবে لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ আমাদের নিকট সত্য পেশ করিয়াছিলেন। আর তাহাদিগকে তখন বলা হইবে هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ۔ ইহা

হইল সেই বস্তু যাহার প্রতিশ্রুতি পরম করুণাময় আল্লাহ্ দিয়াছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য সত্য বলিয়াছেন।

لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ۔

আল্লাহ্‌র লিখিত লিপি মুতাবিক তোমরা কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ আর এইতো কিয়ামত দিবস।

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ الَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ۔

আর যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল তাহারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা সত্য আর তাহা পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র পথের প্রতি নির্দেশ করে। অর্থাৎ তিনি পরম পরাক্রমশালী, যাহাকে জয় করা যায় না ও প্রতিরোধও করা যায় না। বরং তিনিই সকলের ওপর জয় লাভ করেন। তিনি তাঁহার সকল কথায় কাজে ও নির্ধারণে প্রশংসার্হ।

(৭) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝

(৮) اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝

(৯) اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝

৭. কাফিররা বলে, আমরা কি তোমাদিগকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিব, যে তোমাদিগকে বলে, তোমাদিগের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িলেও তোমরা নতুন সৃষ্টি রূপে উত্থিত হইবে ?

৮. সে কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি উম্মাদ? বস্তুত যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

৯. উহারা কি তাহাদিগের সম্মুখে ও পশ্চাতে আসমান ও যমীনে যাহা আছে উহার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করিলে উহাদিগকেসহ ভূমি ধসাইয়া দিব অথবা তাহাদের উপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটাইব। আল্লাহ্‌র অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ কাফিররা যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত তাহা লইয়া বিদ্রূপ করে, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ-

কাফিররা বলে, আমরা তোমাদিগকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিব কি, যে তোমাদিগকে বলে, যখন তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। মৃত্যুর পরে তোমাদের শরীর পঁচিয়া-গলিয়া টুকরা টুকরা হইয়া ভূগর্ভে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে তখন তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হইবে। অর্থাৎ তখন পুনরায় তোমাদিগকে জীবিত করা হইবে এবং তোমাদিগকে রিজিক দেওয়া হইবে। এই ব্যক্তি যে এইরূপ আজগুবি কথা বলে, তাহার সম্পর্কে দুইটি ধারণা হইতে পারে। হয় সে সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে ইচ্ছা করিয়াই আল্লাহ্‌র প্রতি এই অপবাদ আরোপ করিয়াছে যে, তিনি তাহার নিকট এই ওহী প্রেরণ করিয়াছেন, কিংবা তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। ফলে সে অনিচ্ছায়ই এইরূপ কথা বলিয়া বেড়াইতেছে। আল্লাহ্ তা'আলা সেই কাফিরদের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ بَلِ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيْدِ

বস্তুত যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাহারা শাস্তি ও ঘোর গুমরাহীর মধ্যে রহিয়াছে। অর্থাৎ কাফিররা যাহা বলিতেছে উহা ঠিক নহে। বরং মুহাম্মদ (সা)-ই সত্যবাদী, সে যাহা কিছু বলিতেছে উহাই সঠিক। সে সত্যই পেশ করিয়াছে। আর কাফিররা হইল মিথ্যাবাদী ও মূর্খের দল। তাহাদের কুফর তাহাদিগকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করিবে। আর দুনিয়ায় তাহারাই ঘোর গুমরাহীর মধ্যে রহিয়াছে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতা ও সৃষ্টি শক্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া বলেন ঃ اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

তাহারা কি তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমানে ও যমীনে যাহা কিছু আছে উহার প্রতি লক্ষ্য করে না। তাহারা যেদিকেই যাইবে আসমান তাহাদের ওপর ছায়া দিয়া যাইতেছে এবং ভূখণ্ড তাহাদের নীচে তাহাদিগকে আশ্রয় দিতেছে? ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بَاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ-

আসমান তো আমি নিজ হাতেই নির্মাণ করিয়াছি আর প্রশস্তও আমিই করি। আর পৃথিবীকেও আমি বিস্তৃত করিয়াছি, বস্তুত আমি বড় উত্তম বিস্তৃতকারী।

আব্দ ইব্‌ন হুমাইদ (র) কাতাদাহ (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

যদি তুমি, তোমার ডাইনে ও বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত কর তবে আসমান ও যমীন তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে।

اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ-

আমি ইচ্ছা করিলেই তো তাহাদেরসহ ভূমি ধসাইয়া দিব কিংবা তাহাদের উপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটাইব। অর্থাৎ তাহাদের যুল্‌ম ও অবিচারের কারণে তাহাদিগকে সহ ভূমি ধসাইয়া দেওয়ার ও আকাশখন্ডের পতন ঘটাইবার শক্তি আমার আছে, ইহা কেবল আমার ইচ্ছার ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু আমার ধৈর্য অপরিসীম ও আমি বড়ই ক্ষমাশীল; এই কারণে আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিতেছি।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ অবশ্যই ইহাতে আল্লাহ্‌র প্রতি নিবিষ্ট প্রত্যেক বান্দার জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। মা'মার কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন منيب অর্থ তাওবাকারী। সুফিয়ান (র) হযরত কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন منيب অর্থ আল্লাহ্‌র প্রতি নিবিষ্ট ব্যক্তি। অতএব আয়াতের অর্থ হইল আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে জ্ঞানীজন ও আল্লাহ্‌র প্রতি নিবিষ্ট প্রত্যেক বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন। তিনি সকল মৃতদেহ জীবিত করিবার ও কিয়ামত কায়েম করিবার পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। কারণ, যিনি এত সুউচ্চ আকাশমণ্ডলী ও সুবিস্তৃত পৃথিবী সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তিনি অবশ্যই মৃতকে জীবিত করিতে এবং ছিন্নভিন্ন হাড্ডি একত্রিত করিয়া জীবন দান করিতে সক্ষম। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى-

'যে মহান সত্তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি উহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? অবশ্যই। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ-

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা অধিক কঠিন কাজ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বুঝে না।

(١٠) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۙ

(١١) اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۖ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

১০. আমি নিশ্চয় দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং আদেশ করিয়াছিলাম, হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সংগে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর। এবং বিহংগকুলকেও, তাহার জন্য নমনীয় করিয়াছিলাম লৌহ—

১১. যাহাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈয়ার করিতে এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করিতে পার। এবং তোমরা সৎকর্ম কর। তোমরা যাহা কিছু কর আমি উহার সম্যক দ্রষ্টা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ) এর প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে নুবুওত দান করিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যও দিয়াছিলেন এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনীও দান করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাহাকে এত মধুর স্বর দান করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন তাসবীহ করতেন তাহার সুরে আকৃষ্ট হইয়া পর্বতমালাও তাহার সহিত তাসবীহ করিত। উড়ন্ত বিহংগকুলও থামিয়া যাইত এবং তাঁহার সহিত আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করা শুরু করিত।

বুখারী শরীফ বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রিকালে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে কুরআন পাঠ করিতে শুনিয়া তিনি থামিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ لَقَدْ اُوْتِيَ هٰذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوٗدَ

আবূ মূসা (রা)-কে হযরত দাউদ (আ)-এর কণ্ঠস্বরের কিছু অংশ দান করা হইয়াছে।

আবূ উসমান নাহদী (র) বলেন, আমি কখনও আবূ মূসা (রা)-এর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা অধিক মধুর স্বর কোন বাদ্যযন্ত্রেরও শুনি নাই।

اَوِّبِيْ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ (র) ও অন্যান্য তাফসীকারগণ এই শব্দের অর্থ করিয়াছেন, سَبِّحِيْ তাসবীহ কর ও আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর। আবূ মায়সারাহ (র) বলেন, হাবশী ভাষায় শব্দটির অর্থ ইহাই। কিন্তু শব্দটির এই অর্থ গ্রহণ

করিবার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ تاويب এর আভিধানিক অর্থ الترجيع। সুমধুর স্বরে পুনরাবৃত্তি করা। আল্লাহ্ তা'আলা পাহাড় ও পাখীকুলকে হুকুম করিয়াছেন, তাহারা যেন হযরত দাউদ (আ)-এর সহিত সুমধুর কণ্ঠে তাসবীহ্ করে। আবুল কাসিম্ আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইসহাক যুজাজী (র) তাহার 'আলজামাল' গ্রন্থে اوبى معه এর অর্থ করিয়াছেন سيرى معه بالنهارك সারা দিন তাহার সহিত চল। কেননা تاويب এর অর্থ সারা দিন চলা এবং سيرى অর্থ রাত্রিকালে চলা। এই অর্থ বিরল। তিনি ছাড়া অন্য কেহ বলেন নাই। যদিও আয়াতের এই অর্থ হইতে পারে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না। আয়াতের সঠিক অর্থ হইল, হে পর্বতমালা! দাউদ (আ)-এর তাসবীহ এর সহিত সুর মিলাইয়া তোমরাও আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা কর ও তাহার হাম্‌দ ও প্রশংসা কর। والله اعلم

وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ আর আমি তাহার জন্য লৌহ নরম করিয়াছি। হাসান বসরী, কাতাদাহ্, আ'মাশ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, লৌহ নরম করিবার জন্য হযরত দাঊদ (আ) এর না তো আগুনে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, না হাতুড়ী মারিবার দরকার হইত। বরং লৌহ তাহার হাতে আসিতেই নরম হইত, সুতার ন্যায় মুড়াইয়া রশি বানাইতেন।

سَابِغَات - اَنِ اعْمَلْ سَابِغَات অর্থ বর্ম, হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত দাঊদ (আ) সর্ব প্রথম বর্ম তৈয়ার করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হাসান (র) .... ইব্‌ন শাওযাব হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত দাঊদ (আ) প্রতিদিন একটি বর্ম তৈয়ার করিতেন এবং ছয় হাজার দিরহামে উহা বিক্রয় করিতেন। দুই হাজার তিনি তাহার নিজের ও তাহার পরিবারের জন্য ব্যয় করিতেন এবং চার হাজার তিনি বনী ইস্রায়ীলী অতিথিদের জন্য ব্যয় করিতেন।

وَقَدِّرْ فِى السَّرْدِ ইহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী হযরত দাউদ (আ)-কে বর্ম তৈয়ার করিবার নির্দেশ করিয়াছেন।

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, وَقَدِّرْ فِى السَّرْدِ এর অর্থ বর্মের আংটা পরিমাণ মত তৈয়ার করিবে। ছোটও যেন না হয়, আর বড়ও যেন না হয়। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হাফিজ ইব্‌ন আসাকির (র) হযরত দাঊদ (আ)-এর বর্ণনায় ওহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত দাঊদ (আ) ছদ্মবেশে বাহির হইতেন এবং কাফির লোকজনকে হযরত দাউদ (আ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন। তাহারা সকলেই তাঁহার ইবাদাত, চরিত্র ও তাঁহার ইনসাফের প্রশংসা করিত।

একবার আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে একজন মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করিলেন। তিনি হযরত দাউদ (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি উক্ত ফেরেশতাকেও ঠিক তদ্রূপ প্রশ্ন করিলেন। ফেরেশতা তাহার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, তিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে উত্তম। অবশ্য তাঁহার মধ্যে যদি একটি অভ্যাস না থাকিত তবে তিনি বড়ই কামিল লোক হইতেন। হযরত দাউদ (আ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে অভ্যাসটি কি? তিনি বলিলেন, তিনি মুসলমানের মাল অর্থাৎ বাইতুল মাল হইতে নিজের ও পরিবারের আহারের ব্যবস্থা করেন। ফেরেশতার একথা শুনিয়া তিনি তখনই আল্লাহ্র দরবারে হাত উঠাইয়া এই দু'আ করিলেন, তিনি যেন তাহাকে এমন কোন কাজ শিখাইয়া দেন যাহার মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য বাইতুল মালের মুখাপেক্ষী না হন। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য লৌহ নরম করিয়া দিলেন এবং তাহাকে বর্ম তৈয়ার করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বর্ম তৈয়ার করিতে শিখিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِى السَّرْدِ। এই আয়াতে এই বিষয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন।

রাবী বলেন, হযরত দাউদ (রা) বর্ম তৈয়ার করিতে লাগিলেন। যখন একটি বর্ম তৈয়ার করা হইত তিনি উহা বিক্রয় করিয়া উহার মূল্যের এক তৃতীয়াংশ সদকা করিতেন, এক তৃতীয়াংশ নিজের ও নিজের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য ব্যয় করিতেন এবং আর এক অংশ তিনি আর একটি বর্ম প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত কিছু কিছু করিয়া সদকা করিতেন। রাবী আরো বলেন, হযরত দাউদ (আ) এত মধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন যে, যখন তিনি যাবূর গ্রন্থ পাঠ করিতেন তখন সকল প্রকার পশুপক্ষী তাহার কাছে একত্রিত হইয়া তাহার পাঠ শ্রবণে বিমোহিত হইয়া যাইত। পরবর্তীকালে শয়তান সর্বপ্রকার বাঁশি বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া তাঁহার স্বরের নকল করিতে শুরু করিয়াছে। হযরত দাউদ (আ) ছিলেন বড়ই পরিশ্রমী। তিনি যখন যাবূর পাঠ করা শুরু করিতেন তখন মনে হইত তিনি অনেকগুলি বাঁশীতে একই সাথে ফুঁকাইতেছেন। তাহার গলায় যেন সত্তরটি বাঁশী একত্রিত করিয়া জড়াইয়া দেয়া হইয়াছিল।

اعْمَلُوْا صَالِحًا। আল্লাহ্ যে নিয়ামত তোমাদিগকে দান করিয়াছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তোমরা সৎকর্ম কর।

إِنِّى بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ। তোমরা যাহা কিছু কর আমি উহার সম্যক দৃষ্টা। তোমাদের কৃতকর্ম আমি দেখি ও তোমাদের কথাবার্তা আমি শ্রবণ করি। আমার কাছে কিছুই গোপন নহে।

(١٢) وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ○

(١٣) يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ○

১২. আর আমি সুলায়মানের অধীন করিয়াছিলাম বায়ুকে, যাহা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করিত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত। আমি তাহার জন্য গলিত তাম্রের প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছিলাম। আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে জিনদিগের কতেক তাহার সম্মুখে কাজ করিত। তাহাদিগের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাহাকে আমি জলন্ত অগ্নি শাস্তি আস্বাদন করাইব।

১৩. যাহারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, মূর্তি, হাওয়া সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করিত। আমি বলিয়াছিলাম, হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সংগে তোমরা কাজ করিতে থাক। আমার বান্দাদিগের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-কে দেওয়া নিয়ামতসমূহের উল্লেখ করিবার পর, তাঁহার পুত্র হযরত সুলায়মান (আ)-কে দেওয়া নিয়ামতের উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ বায়ুকে তাহার অধীন করিয়াছিলেন যাহা প্রভাতে তাহার সিংহাসনকে উড়াইয়া এক মাসের পথ অতিক্রম করিত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত।

হাসান বসরী (র) বলেন, প্রভাতে দামিশক হইতে বায়ু তাহার সিংহাসন উড়াইয়া ইস্তাখার পৌঁছাইয়া দিত এবং সেখানে তিনি সকালের আহার করিতেন এবং সন্ধ্যায় পুনরায় বায়ু তাহাকে উড়াইয়া কাবুল পৌঁছাইয়া দিত। দামিশ্‌ক ও ইস্তাখার এর মাঝে

দ্রুতগামী সোয়ারীর জন্য এক মাসের দুরত্ব এবং ইস্তাখার ও কাবুলের মাঝেও এক মাসের দুরত্ব বিদ্যমান।

وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ আর আমি তাহার জন্য তামার একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছিলাম। হযরত ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমাহ্, আতা খুরাসানী, কাতাদাহ সুদ্দী ও মালিক (র)– তাহারা যায়েদ ইব্ন আসলাম ও আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ (র) এবং আরো অনেক হইতে বর্ণনা করেন, القطر। অর্থ তাম্র। কাতাদাহ (র) বলেন, তাম্র ইয়ামান-এ বিদ্যমান ছিল। সুলায়মান (আ) -এর যুগ হইতেই মানুষ তাম্র দ্বারা বিভিন্ন বস্তু প্রস্তুত করা আরম্ভ করিয়াছে। সুদ্দী (র) বলেন, তিনদিন পর্যন্ত হযরত সুলায়মান (আ)-এর জন্য তাম্র প্রবাহিত রাখা হয়।

وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ আর জিনদের মধ্য হইতে কতক তাহার প্রতিপালকের অনুমতি ক্রমে তাহার সম্মুখে কাজ করিত। অর্থাৎ জিনকে আমি সুলায়মান (আ)-এর অধীন করিয়া দিয়াছিলাম যাহাদের মধ্যে কতক তাহার প্রতিপালকের ইচ্ছায় তাহার সম্মুখে ঘর নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ করিত।

وَمَن يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا আর তাহাদের মধ্য হইতে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে।

نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ আমি তাহাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাইব।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা) এখানে একটি গরীব হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ... হযরত আবূ সালাবাহ খুশানী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلْجِنُّ عَلٰى ثَلَاثَةِ اَصْنَافٍ صِنْفٌ لَهُمْ اَجْنِحَةٌ يَطِيْرُوْنَ فِى الْهَوَاءِ وَصِنْفٌ حَيَّاتٌ وَكِلَابٌ وَصِنْفٌ يَحُلُّوْنَ وَيَظْعَنُوْنَ -

জিন তিন প্রকার ঃ এক প্রকার জিনের পর আছে, তাহারা উড়িতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার সাপ ও কুকুর এবং তৃতীয় প্রকার যানবাহনে আরোহণ করে ও অবতরণ করে। হাদীসটি অতিশয় গরীব।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ইব্ন আনউম হইতে বর্ণিত ঃ জিন তিন প্রকার, এক প্রকার যাহার শাস্তি হইবে এবং পুরস্কৃত হইবে। দ্বিতীয় প্রকার আসমান ও যমীনের মাঝে উড়িয়া থাকে। এবং তৃতীয় প্রকার কুকুর ও সাপ। বাকর ইব্ন মুযার (র) আরো বলেন, মানুষ তিন প্রকার। এক প্রকার যাহাদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার আরশের ছায়ায় স্থান দান করিবেন। দ্বিতীয় প্রকার হইল

চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং ইহার চেয়ে অধম। তৃতীয় প্রকার হইল শয়তানের অন্তর বিশিষ্ট মানুষ আকৃতির লোক। ইব্‌ন আবূ হাতিম আরো বলেন, আমার পিতা... হাসান হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

اَلْجِنُّ وَلَدُ اِبْلِيْسَ وَالاِنْسُ وَلَدُ اٰدَمَ وَمِنْ هٰؤُلاَءِ مُؤْمِنُوْنَ وَهُمْ شُرَكَاءُهُمْ فِى الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَمَنْ كَانَ مِنْ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ مُؤْمِنًا فَهُوَ وَلِىُّ اللّٰهِ وَمَنْ كَانَ مِنْ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ كَافِرًا فَهُوَ شَيْطَانٌ ـ

জিন ইবলীসের বংশধর এবং মানুষ আদম (আ)-এর বংশধর। উভয় জাতির মধ্যে মু'মিনও আছে আর কাফিরও আছে, উভয় জাতি সওয়াব ও শাস্তিতে সমানভাবে শরীক আছে। উভয় জাতির মধ্যে যে ব্যক্তি মু'মিন সে আল্লাহ্‌র বন্ধু আর উহাদের মধ্যে যে কাফির সে শয়তান।

يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার জন্য প্রাসাদ ও মূর্তি নির্মাণ করে। مَحَارِيْب উত্তম বাসস্থান। মুজাহিদ (র) বলেন, محاريب বলা হয় সেই সকল ঘরকে, যা প্রাসাদ ও মহল হইতে নিম্নতর। যাহ্‌হাক (র) বলেন, محاريب অর্থ মসজিদ। কাতাদাহ (র) বলেন, মসজিদ ও প্রাসাদ অর্থের জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন, ইহার অর্থ বাসস্থান। التماثيل। অর্থ কি এ সম্বন্ধে আতিয়্যাহ, যাহ্‌হাক ও সুদ্দী (র) বলেন, ইহার অর্থ মূর্তি। মুজাহিদ (র) বলেন, তাম্রের মূর্তি, কাতাদাহ (র) বলেন, মাটি ও কাঁচের মূর্তিকে تماثيل বলা হয়।

وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرِ الرَّاسِيَاتِ আর হাউস সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ الجواب। শব্দটি جابة এর বহুবচন অর্থ পানির হাউস। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন الجواب। অর্থ, বড় গর্ত, আওফী (র) বলেন, ইহার অর্থ হাউস, মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ, যাহ্‌হাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। القُدُور। الرَّاسِيَات। অর্থ স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ। যাহা বড় হইবার কারণে স্থানান্তর করা হয় না। মুজাহিদ যাহ্‌হাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوُدَ شُكْرًا হে দাউদ পরিবার! তোমরা কৃতজ্ঞতা পালনার্থে কাজ কর। অর্থাৎ আমি দাউদ পরিবারকে বলিলাম, তোমাদিগকে দ্বীন ও দুনিয়ায় আমি যে বিশেষ নিয়ামত দান করিয়াছি উহার কৃতজ্ঞতা পালনার্থে কাজ কর। শুকর ও কৃতজ্ঞতা যেমন কথার মাধ্যমে হইয়া থাকে অনুরূপভাবে কাজের মাধ্যমে হইয়া থাকে। যেমন কবি বলেন ঃ

اَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّى ثَلاَثَةً * يَدِىْ وَلِسَانِى وَالضَّمِيْرُ الْمُحَجَّبَا

তোমাদের পক্ষ হইতে প্রাপ্ত নিয়ামতের বিনিময়ে আমার তিনটি জিনিস উপকার করিয়াছে ঃ আমার হাত, আমার মুখ ও আমার অন্তর।

আবূ আব্দুর রহমান সুলামী (র) বলেন, সালাত শুকর সিয়ামও শুকর এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কোন ভাল কাজ তুমি করিবে উহা শুকর হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উত্তম শুকর হইল তাহার প্রশংসা করা। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) উভয়ই মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী (র) হইতে বর্ণনা করেন, শুকর হইল তাকওয়া গ্রহণ ও নেক আমল। হযরত দাউদ (আ) এর পরিবার কথায় আল্লাহ্র শুকর করিতেন এবং কাজের মাধ্যমেও আল্লাহ্র প্রতি শুকর জ্ঞাপন করিতেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা সাবিত বুনানী (র) হইতে বর্ণিত ঃ

كَانَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ جَزَّأَ عَلَى اَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَنِسَائِهِ الصَّلَواةَ فَكَانَ تَأْتِى عَلَيْهِمْ سَاعَةٌ مِّنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلاَّ اِنْسَانٌ مِنْ اٰلِ دَاوُدَ قَائِمٌ يُصَلِّى -

হযরত দাউদ (আ) তাহার স্ত্রী পুত্র ও পরিবারের জন্য এমনভাবে সময় ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন যে, যখনই তিনি ঘরে প্রবেশ করিতেন তখন তাহার পরিবারের কেহ না কেহ সালাতে লিপ্ত থাকিতেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ

اِنَّ اَحَبَّ الصَّلَواةِ اِلَى اللّٰهِ صَلَواةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَاَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقَى -

সর্বাপেক্ষা উত্তম সালাত হইল হযরত দাউদ (আ)-এর সালাত; তিনি অর্ধেক রাত্র নিদ্রা যাইতেন, এক তৃতীয়াংশ সালাত পড়িতেন এবং শেষে এক ষষ্ঠাংশ আবার নিদ্রা যাইতেন। আর হযরত দাউদ (আ)-এর সিয়ামও সর্বাপেক্ষা উত্তম সিয়াম। তিনি একদিন সিয়াম পালন করিতেন এবং একদিন সিয়াম ছাড়িতেন আর শত্রুর মুকাবিলা করিলে পলায়ন করিতেন না।

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) সাঈদ ইব্ন দাউদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (র) হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

قَالَتِ اُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ لِسُلَيْمَانَ يَا بُنَىَّ لاَ تُكْثِرِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَاِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَتْرُكُ الرَّجُلَ فَقِيْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

হযরত সুলায়মান (আ)-এর আম্মা একবার হযরত সুলায়মান (আ)-কে বলিলেন, বৎস! রাত্রিকালে অধিক নিদ্রা যাইও না। কারণ, রাত্রিকালের অধিক নিদ্রা কিয়ামত দিবসে মানুষকে দরিদ্র করিয়া ছাড়িবে।

ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ (র) আরো বলেন, আমার পিতা আবূ যায়েদ কবীসাহ ইব্ন ইসহাক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوُدَ شُكْرًا এর তাফসীর প্রসংগে হযরত ফুযাইল (র) বলেন, হযরত দাউদ (আ) আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্! শুকরও তো আপনার নিয়ামত। সে ক্ষেত্রে আপনার নিয়ামতের শুকর করিব কি করিয়া? তখন আল্লাহ্ বলিলেন اَلاٰنَ شَكَرْتَنِىْ حِيْنَ عَلِمْتَ اَنَّ النِّعْمَةَ مِنِّىْ। এখানেই তুমি আমার শুকর করিলে যখন তুমি ইহা বুঝিতে পারিয়াছ যে, সকল নিয়ামত আমার পক্ষ হইতে।

(١٤) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۝

১৪. যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটাইলাম তখন জিন্নদিগকে তাহার মৃত্যু বিষয় জানাইল কেবল মাটির পোকা যাহা সুলায়মানের লাঠি খাইতেছিল। যখন সুলায়মান পড়িয়া গেল তখন জিনেরা বুঝিতে পারিল যে,উহারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকিত তাহা হইলে তাহারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকিত না।

তাফসীর ঃ উপরুল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয়ে ইরশাদ করিয়াছেন যে, হযরত সুলায়মান (আ) কিভাবে ইন্তেকাল করেন। এবং কষ্টদায়ক কাজে নিয়োজিত জিনদের ওপর কিভাবে তাহার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখা হয়। হযরত সুলায়মান (আ) তাহার মৃত্যুর পরও তাহার লাঠির ওপর ভর দিয়া দীর্ঘ দিন অবস্থান করেন। হযরত ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকের মতে তিনি প্রায় এক বৎসর কাল এই অবস্থায় থাকেন। কিন্তু পরবর্তীতে মাটির পোকা তাহার লাঠি খাইয়া ফেলিল তখন তিনি পড়িয়া গেলেন আর তখনই কাজে নিয়োজিত জিন এবং মানুষ জানিতে পারিল যে, তিনি দীর্ঘকাল পূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছেন। এবং তখন না শুধু মানুষ বরং জিনরাও বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের মধ্যে কেহই গায়েব জানে না। অথচ, পূর্বে তাহারা ধারণা করিত এবং মানুষকেও তাহারা ধারণা দিত যে, তাহারা গায়েব জানে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, আহমদ ইব্ন মানসূর (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্র নবী হযরত সুলায়মান (আ) যখন সালাত পড়িতেন তখন তাহার সম্মুখে একটি গাছ দেখিতে পাইতেন। গাছটি দেখিয়া তিনি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিতেন। গাছটি নাম বলিবার পর তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমার উপকার কি? গাছটি তাহার উপকারও বলিয়া দিত। অতঃপর তিনি উহা মাটিতে লাগাইবার প্রয়োজন বোধ করিলে মাটিতে লাগাইয়া রাখিতেন এবং যদি উহা চিকিৎসার কাজে ব্যবহারযোগ্য হইত তবে তিনি উহা লিখিয়া রাখিতেন। একদা তিনি সালাত পড়িতেছিলেন, তখন তিনি একটি গাছ তাহার সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? গাছটি নাম বলিল, 'আলখারূব' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার উপকার কি? গাছটি বলিল, এই ঘর ধ্বংস করা আমার কাজ। তখন হযরত সুলায়মান (আ) আল্লাহ্র দরবারে এই দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ্! আপনি আমার মৃত্যুকে জিনদের উপর গোপন রাখুন। যেন মানুষ বুঝিতে পারে, জিন জাতি গায়েব জানে না। হযরত সুলাইমান অন্য একটি লাঠি বানাইলেন এবং উহার উপর মৃত্যু অবস্থায় এক বৎসর রহিলেন। এবং জিনরা নিয়মিত ভাবে তাহাদের কাজে লিপ্ত রহিল।

যেহেতু মাটির পোকা লাঠিটি খাইতেছিল, ফলে দীর্ঘ এক বৎসর পর উহা মাটির ওপর পড়িয়া গেল। তখন মানুষ বুঝিতে পারিল যে, জিন জাতি গায়েব জানিলে তাহারা এইরূপ কষ্টদায়ক কাজে লিপ্ত থাকিত না। রাবী বলেন, অতঃপর জিনরা উই পোকার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

ইব্ন আবূ হাতিমও হাদীসটি ইবরাহীম ইব্ন তাহমান এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মারফূ হিসেবে হাদীসটি মুনকার ও গরীব। অবশ্য মাওকুফ রূপে বর্ণিত হওয়াই অধিক যুক্তিসংগত। আতা ইব্ন আবূ মুসলিম খুরাসানী (র) বহু গরীব রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। সুদ্দী (র) বলেন, তাঁহার বর্ণিত হাদীস মুনকার।

সুদ্দী (র) বলেন, আবূ মালিক, আবূ সালিহ (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এবং মুররাহ হামদানী এর মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে এবং আরো কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম হইতে বর্ণনা করেন। হযরত সুলায়মান (আ) কখনও এক বৎসর কখনও দুই বৎসর আবার কখন একমাস কিংবা দুই মাস বায়তুল মুকদ্দাস-এ ইতিকাফ করিতেন। অবশ্য ইহার চাইতে কম-বেশিও কোন সময় করিতেন। ইতিকাফের জন্য তিনি খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বস্তু সাথে লইয়া যাইতেন। যে বৎসর তিনি ইন্তেকাল করেন সে বৎসরও তিনি ইতিকাফের জন্য বাইতুল মুকাদ্দাস-এ প্রবেশ করিলেন। প্রতিদিন প্রভাতে তিনি একটি নতুন গাছ দেখিতে পাইতেন এবং তিনি উহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহার নাম কি? গাছটি তাহার নাম বলিয়া দিত। উহা লাগাইয়া রাখা সংগত মনে করিলে তিনি উহা লাগাইয়া রাখিতেন

আর কোন ঔষধের জন্য ব্যবহারযোগ্য হইলে যে সকল রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা যাইত উহার জন্য তিনি ব্যবহার করিতেন।

একবার তিনি প্রভাতে নতুন একটি গাছ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? বলিল, আমার নাম 'খারুবাহ'। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কাজের জন্য তুমি উৎপন্ন হইয়াছ? গাছটি বলিল, মসজিদ ধ্বংসের জন্য। তিনি হযরত সুলায়মান (আ)-কে বলিলেন, আমার জীবিতাবস্থায় তো মসজিদ ধ্বংস হইবে না; অবশ্য তুমি আমার মৃত্যুর জন্য উৎপন্ন হইয়াছ। এই কথা বলিয়া তিনি গাছটি উঠাইয়া তাহার নিজের বাগানে রোপণ করিলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করিয়া তাহার লাঠির ওপর ভর দিয়া সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন এবং সেই অবস্থায়ই তিনি ইন্তিকাল করিলেন। কিন্তু জিনরা কিছু টের পাইল না। তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে লিপ্ত রহিল। তাহাদের ভয় ছিল যদি তাহারা নির্লিপ্ত থাকে তবে তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইয়া শাস্তি দিবেন। জিনরা মিহরাবের চতুর্দিকে একত্রিত হইত। মিহরাবের অগ্রে-পশ্চাতে কয়েকটি জানালা ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ছিল অতিশয় দুষ্ট। একবার সে বলিল, যদি আমি এক জনালা দিয়া প্রবেশ করিয়া অপর জানালা দিয়া বাহির হইতে পারি তবে তোমরা আমার সাহসিকতার স্বীকৃতি দিবে কি? অতঃপর সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া নির্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া গেল। অথচ কোন জিন হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই জ্বলিয়া যাইত। অতঃপর সে পুনরায় মসজিদে প্রবেশ করিয়া উহা অতিক্রম করিল, কিন্তু সে কোন শব্দ শুনিল না। অতএব সে আবারও পুনরায় মসজিদে প্রবেশ করিল এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রতি সাহস করিয়া দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু সে দেখিল, তিনি মৃত পড়িয়া আছেন। অতঃপর সে মানুষকে সংবাদ দিল যে, হযরত সুলায়মান (আ) মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। তখন তাহারা দরজা খুলিয়া তাহাকে বাহির করিল। তাহার লাঠিটি উই পোকা খাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তাহারা জানিত না যে, হযরত সুলায়মান কবে মৃত্যবরণ করিয়াছেন। তাহারা তাঁহার মৃত্যুকাল নির্ণয় করিবার জন্য লাঠির ওপর উই পোকা রাখিয়া দিল। উই পোকা এক দিন ও এক রাত্র লাঠি খাইতে থাকিল। পরে তাহারা এই সময়ে উই পোকা যে পরিমাণ খাইয়াছে উহা দ্বারা হিসাব করিয়া দেখিল যে, তিনি এক বৎসর পূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছেন। এবং মানুষ বিশ্বাস করিল যে, জিনজাতি তাহাদের নিকট মিথ্যা বলিত। বস্তুত তাহারা গায়েব জানে না। যদি তাহারা গায়েব জানিত তবে হযরত সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর বিষয়টি তাহাদের অজানা থাকিত না আর দীর্ঘ এক বৎসর পর্যন্ত কঠিন কাজ আঞ্জাম দেওয়ার শাস্তিও তাহারা ভোগ করিত না। আল্লাহ্ এই আয়াতে এই বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖ اِلاَّ دَابَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَالَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ-

অর্থাৎ সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যু সংবাদ জিনদিগকে মাটির পোকা-ই জানাইয়া দিল যাহারা তাহার লাঠি খাইতেছিল। যখন তিনি পড়িয়া গেলেন তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, জিন জাতি গায়েব জানে না। যদি তাহারা গায়েব জানিত তবে লাঞ্ছনাজনক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকিত না।

এই ঘটনার পর জিনরা উই পোকাকে বলিল, তোমরা যদি খাবার খাইতে তবে আমরা তোমাদের জন্য উত্তম খাবার আনিয়া দিতাম আর পান করিলে আমরা উত্তম পানীয় বস্তুও পেশ করিতাম। কিন্তু তোমরা আর সেই বস্তু পানাহার কর না। অতএব আমরা তোমাদের জন্য নিয়মিত ভাবে পানি ও মাটি আনিয়া দিব। তখন হইতে জিনরা উই পোকার জন্য মাটি ও পানি পৌঁছাইয়া দেয়। লাকড়ির মধ্যে উই পোকার কাছে যে মাটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা জিনদের পেশ করা মাটি, যাহা তাহারা উইপোকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তাহাদের সম্মুখে পেশ করিয়া থাকে। এই সমস্ত বনী ইস্রায়ীল আলিমগণ বলিয়া থাকেন। তাহাদের বক্তব্যের মধ্যে যাহা সত্য উহা গ্রহণযোগ্য আর যাহা অসত্য তাহা পরিত্যাজ্য। আর যাহার সত্য মিথ্যা যাছাই করা সম্ভব নহে উহা সত্যও বলা যাইবে না আর মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানও করা যাইবে না।

ইব্ন ওহ্ব ও আছবুগ ইব্ন ফারজ (র) আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, একবার হযরত সুলায়মান (আ) হযরত আজরায়ীল (আ)-কে বলিলেন, আমার মৃত্যুর সঠিক সময়ের কিছু পূর্বেই তুমি আমাকে জানাইয়া দিবে। হযরত আজরায়ীল আসিয়া তাহাকে বলিলেন অল্পক্ষণ পরেই মৃত্যু ঘটিবে। তখন তিনি জিনদিগকে ডাকিয়া হুকুম করিলেন, তাহারা যেন দরজা ছাড়াই একটি কাঁচের ঘর তাহার জন্য নির্মাণ। হযরত সুলায়মান (আ)-এর নির্দেশ মুতাবিক তাহারা কাঁচের ঘর নির্মাণ করিল। তিনি উহার মধ্যে একটি লাঠিতে হেলান দিয়া সালাতের জন্য দাঁড়াইলেন। এবং হযরত আযরায়ীল (আ) তাহার রূহ কবজ করিলেন। অথচ তিনি তাহার লাঠির উপর হেলান দিয়াই রহিলেন। রাবী বলেন, জিনদিগকে হযরত সুলায়মান (আ) যে কাজে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারা উহা নিয়মিত আনজাম দিতে লাগিল। বস্তুত তাহারা তাঁহাকে জীবিত মনে করিয়াই এই কঠিন কাজ আঞ্জাম দিতেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা মাটির পোকা পাঠাইয়া দিলেন, যাহা তাহার লাঠি খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে যখন লাঠির মধ্য ভাগে পৌঁছাইয়া গেল তখন আর লাঠি তাহার বোঝা বহন করিতে পারিল না। এবং হযরত সুলায়মান (আ) মাটিতে পড়িয়া গেলেন। জিনরা ইহা দেখিতে পাইয়া বুঝিল যে, তিনি ইন্তিকাল করিয়াছেন; তখন তাহারা স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

(١٥) لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ○

(١٦) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ○

(١٧) ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ○

১৫. সাবাবাসীদিগের জন্য তাহাদিগের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন ঃ দুইটি উদ্যান, একটি ডানদিকে, অপরটি বাম দিকে। উহাদিগকে বলা হইয়াছিল, তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালক প্রদত্ত রিয্‌ক ভোগ কর এবং তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এই স্থান এবং ক্ষমাশীল তোমাদিগের প্রতিপালক।

১৬. তাহারা আদেশ অমান্য করিল, ফলে আমি উহাদিগের উপর প্রবাহিত করিলাম বাঁধ ভাংগা বন্যা। এবং উহাদিগের উদ্যান দুইটিকে পরিবর্তন করিয়া দিলাম এমন দুইটি উদ্যানে, যাহাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ ও কিছু কুল।

১৭. আমি উহাদিগকে এই শাস্তি দিয়াছিলাম উহাদিগের কুফরীর জন্যই। আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কাহাকেও এমন শাস্তি দিইনা।

তাফসীর ঃ সাবা গোষ্ঠী ইয়ামান এর অধিবাসী ছিল, 'তুব্বা' ও বিলকীস এই গোষ্ঠীর লোকই ছিলেন। তাহারা ছিল বড় প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের অধিকারী। মহা শান্তিতে তাহারা জীবন যাপন করিত। নানা প্রকার ফসল ও ফলমূলে পরিপূর্ণ ছিল সেই দেশ। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি রসূল প্রেরণ করিলেন। তাহারা উহাদিগকে আল্লাহ্র রিয্‌ক ভোগ করিয়া তাঁহার কৃতার্থ হইবার জন্য হুকুম করিতেন। তাহাকে এক অদ্বিতীয় ইলাহ মানিয়া কেবল তাহারাই ইবাদত করিতে নির্দেশ করিতেন। 'সাবা' গোষ্ঠী কিছুকাল রসূলগণের নির্দেশ পালন করিয়া চলিল। কিন্তু কিছু কাল পরে তাহারা যখন তাহাদিগকে অমান্য করিয়া নিজেদের খেয়াল-খুশীমতে জীবন যাপন করিতে শুরু করিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর বাঁধ ভাংগা ঢল প্রবাহিত করিলেন। ফলে তাহাদের ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা সবই বিনষ্ট ও ধ্বংস হইয়া গেল।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আব্দুর রহমান (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিল, 'সাবা' কি কোন পুরুষ, না স্ত্রী লোক? না কি কোন ভূখণ্ড? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

بَلْ هُوَ رَجُلٌ وُلِدَ لَهُ عَشَرَةٌ فَسَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَالشَّامَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فَأَمَّا الْيَمَانِيُّونَ فَمُذْحَجٌ وَكِنْدَةٌ وَالْأَزْدُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ وَالْأَنْمَارُ وَحِمْيَرُ- وَأَمَّا الشَّامِيَّةُ فَلَخْمٌ وَجُذَامٌ وَعَامِلَةٌ وَغَسَّانُ-

অর্থাৎ 'সাবা' একজন পুরুষ, যাহার দশ সন্তান ছিল। তাহাদের ছয়জন তো 'ইয়ামানে' বসতি স্থাপন করে এবং চারজন বসতি স্থাপন করে 'শাম' দেশে। যাহারা ইয়ামান দেশে বসতি স্থাপন করে তাহারা হইল মুয্হাজ, কিন্দাহ, আয্দ, আশআরী, আনমার ও হিময়ার। আর যাহারা শাম দেশে বসতি স্থাপন করে তাহারা হইল লাখ্ম, জুযাম, আমিলাহ ও গাসসান।

ইমাম আহমদ (র) আব্দ, হাসান ইব্ন মূসা ও ইব্ন লাহীআহ হইতেও এই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিজ ইব্ন আব্দুল বারর পর্যায়ক্রমে ইব্ন লাহীআহ, আলকামাহ ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ও আব্দ ইব্ন হুমাইদ (র) ইয়াযিদ ইব্ন হারূন (র) ফারওয়াহ ইব্ন মিস্সীক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি, আমি কি আমার কওমের অগ্রসারীর লোকদিগকে লইয়া পশ্চাৎমুখী লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করিব? তিনি বলিলেন نَعَمْ فَقَاتِلْ بِمُقْبِلِ قَوْمِكَ مُدْبِرَهُمْ হাঁ, তোমার কওমের অগ্রসারীর লোকদিগকে লইয়া পশ্চাৎমুখীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। কিন্তু আমি যখন ফিরিয়া যাইতে ছিলাম তখন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন لَاتُقَاتِلْهُمْ حَتَّى تَدْعُوَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি না ডাকিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিওনা। তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'সাবা' কি কোন উপতাক্য, না কি কোন পাহাড় না আর কিছু? তিনি বলিলেন, 'সাবা' ইহার কিছু নহে, বরং 'সাবা' আরবের একজন মানুষ। তাহার দশজন সন্তান ছিল; তাহাদের মধ্যে ছয়জন ইয়ামান দেশে অবস্থান গ্রহণ করে এবং চারজন শাম দেশে বসতী স্থাপন করেন। আয্দ, আশআরী, হিময়ার, কিন্দাহ, মুয্হাজ ও আনমার। ইহাদিগকে বজীলাহ ও খাশআমও বলা হয়। আর যাহারা শাম দেশে বসবাস করে তাহারা হইল, লাখ্ম, জুযাম, আমিলাহ ও গাসসান। হাদীসের সনদ হাসান। ইহার সনদে আবূ জুনাব নামক রাবী বিতর্কিত; কিন্তু

...... পিতা হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার ফারওয়াহ ইব

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দরবারে আগমন করিলেন, অতঃপর তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেন। হাদীসটি নিম্নের সূত্রেও বর্ণিত ঃ

১. ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) আব্দুল আজীজ ইব্ন ইয়াহয়া (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা আফ্রিকায় উবায়দাহ ইব্ন আব্দুর রহমান এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, যাহারা এই ভূখণ্ডে বসবাস করে তাহারা সেই ভূখণ্ডের প্রতিই সম্বন্ধিত হয়। তখন আলী ইব্ন রবাহ (র) বলিলেন, এমন নহে। অমুক আমাকে বলিয়াছেন, ফরওয়াহ ইব্ন মিসসীক গুতায়ফী (র) একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহেলী যুগে 'সাবা' সম্প্রদায়ের বড় সম্মান ছিল। আমার আশংকা যে, তাহারা ইসলাম হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে। আপনি কি তাহাদের সহিত আমাকে লড়াই করিবার অনুমতি দিবেন? তিনি বলেন مَا اُمِرْتُ فِيْهِمْ بَعْدُ بِشَيْئٍ তাহাদের সম্পর্কে আমাকে কোন হুকুম দেওয়া হয় নাই। সেই মুহূর্তে নাযিল হইল لَقَدْ كَانَ لِسَبَاءٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'সাবা' কি? তখন তিনি পূর্ব বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করিলে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, 'সাবা' কি কোন ভূখণ্ড? না কোন নারী পুরুষ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'সাবা' কোন ভূখণ্ড নহে; বরং একজন মানুষের নাম। তাহার ছিল দশ সন্তান। তাহাদের ছয়জন ইয়ামানে বাস করিত আর চারজন বাস করিত শাম দেশে। যাহারা ইয়ামানে বাস করিত, তাহারা হইল, মুযহাজ, কিন্দাহ, আযদ, আশআরী, আনমার ও হিময়ার। আর শাম দেশে বাস করিত, লাখম, জুযাম, গাসসান ও আমিলাহ। হাদীসটি গরীব والله اعلم

২. ইব্ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) আবূ উসামাহ, হাসান ইব্ন হাকাম ও আবূ ছাবিরাহ নাখঈ ফরওয়াহ ইব্ন মিসসীক গুতায়ফী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'সাবা' কি কোন ভূখণ্ড, না কি কোন নারী কিংবা পুরুষের নাম? তখন তিনি বলিলেন ঃ

لَيْسَ بِاَرْضٍ وَلَا امْرَاَةٍ وَلٰكِنَّهُ رَجُلٌ وُلِدَ لَهُ عَشَرَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَيَامَنَ سِتَّةٌ وَتَشَائَمَ اَرْبَعَةٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ تَشَاءَمُوْا فَلَخْمٌ وَجُذَامٌ وَعَامِلَةٌ وَغَسَّانُ وَاَمَّا الَّذِيْنَ تَيَامَنُوْا فَكِنْدَةُ وَالْاَشْعَرِيُّوْنَ وَالْاَزْدُ وَمُذْحِجٌ وَحِمْيَرُ وَاَنْمَارٌ۔

সাবা কোন ভুখণ্ডও নহে আর কোন নারীও নহে; বরং একজন পুরুষের নাম। সে দশ সন্তানের জনক ছিল, তাহাদের ছয়জন ইয়ামান দেশে বাস করিত। আর চারজন বাস করিত শাম দেশে। যাহারা শাম দেশে বাস করিত তাহারা হইল, লাখম, জুযাম, আমিলাহ ও গাস্সান। আর যাহারা ইয়ামান দেশে বাস করিত তাহারা হইল, কিন্দাহ,

আশ'আরী, আযদ, মুযহাজ, হিময়ার ও আনমার। একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আনমার কাহারা? তিনি বলিলেন, খাশআম ও বুজায়লাহ গোত্রদ্বয়। ইমাম তিরমিযী তাহার জামে গ্রন্থে আব্দ ইব্ন হুমাইদ এর সূত্রে ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাসান গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) আবূ কুরাইব ও আবদ ইবন হুমাইদ (র) হইতে হাদীসটি দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাকে হাসান বলিয়াছেন।

আবূ আমর ইব্ন আব্দুল বারর (র) বলেন, আব্দুল ওয়ারিস ইব্ন সুফিয়ান (র) তামীমদারী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্ন আব্দুল বারর হাদীসটি নির্ভরযোগ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, 'সাবা' এর আসল নাম হইল আব্দ শম্স ইব্ন ইয়াশজাব ইব্ন ইয়া'রাব ইব্ন কাহ্তান। তাহাকে 'সাবা' বলিয়া নাম করণ করা হইয়াছে এই কারণে যে, আরবে তিনি সর্বপ্রথম শত্রু বন্দি করিবার প্রথা শুরু করিয়াছিলেন। আর যেহেতু তিনি সর্বপ্রথম যোদ্ধাদের মধ্যে মাল বিতরণ করিবার নিয়ম চালু করিয়াছিলাম এই জন্য তাহাকে 'রায়েশ'ও বলা হয়। 'রায়েশ' অর্থ মালদার। আরবী ভাষায় মালকে ريش ও رياش ও বলা হয়। বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণীও দিয়াছিলেন এবং এই বিষয়ে তিনি নিম্নের কবিতাও আবৃত্তি করিয়াছিলেন ঃ

سَيَمْلِكُ بَعْدَنَا مَلِكٌ عَظِيْم * نَبِىٌّ لاَيَرْخُصُ فِىْ الْحَرام
وَيَمْلِكُ بَعْدهُ مِنْهُمْ مُلُوْكٌ * يَدِيْنُوْنَ الْقَيَّادُ بُكُلّ دَامِى
وَيَمْلِكُ بَعْدَهُمْ مِنَّا مُلُوْكٌ * يَصِيْرُ الْمَلِكُ فِينَا بِاقْتِسَامٍ
وَيَمْلِكُ بَعْدَ قُحْطَانَ نَبِىٌّ * تَقِىْ مُخْبِتٌ خَيْرُ الاَنَاَمِ
يُسَمَّى اَحْمَدُ يَالَيْتَ اِنّى * اَعْمُرُ بَعْدَ مَبْعَثِهِ بِعَامٍ
فَاعْضَدهُ وَاحْبُوّهُ بِنَصْرِىَ * بِكُلِّ مُدْحِجٍ وَبِكُلِّ رَامٍ
مَتى يَظْهَرُ فَكُوْنُوْا نَاصِرِيه * وَمَتَى يَلْقاهُ يُبَلّغْهُ سَلاَمِىْ

অর্থাৎ অচিরেই একজন নবী এ বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইবেন, যিনি হারাম-এর কোন প্রকার অসম্মানের অনুমতি দিবেন না। তাহার পর তাহাদের মধ্য হইতে আরো শাসক হইবেন, যাহাদের সম্মুখে দুনিয়ার অধিপতিগণ মাথা অবনত করিবেন। তাহাদের পর আমাদের মধ্য হইতেও বাদশা হইবেন এবং আমাদের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত হইবে। কাহ্তান এর পর একজন শ্রেষ্ঠ মানব (সা) পরহেযগার নবী

নিবিড় সম্রাজ্যের অধিপতি হইবেন। তাহার নাম হইবে আহ্‌মদ। হায়! তাহার অবির্ভাবের পর যদি এক বৎসর জীবিত তাকিতে পারিতাম তবে তাহার সর্বপ্রকার সাহায্য করিতাম। হে লোকসকল! তাহার যখন আবির্ভাব হইবে তখন তোমরা তাহার সাহায্য করিবে। তাহার সহিত যাহার সাক্ষাৎ ঘটিবে সে যেন তাঁহাকে আমার সালাম পৌঁছাইয়া দেয়।

আল্লামা হামদানী (র) ইহা তাহার 'আল-ইকলীল' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

'কাহতান' কে ছিলেন, সে সম্পর্কে তিনটি মত রহিয়াছে। (১) তিনি ইরাম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ (আ) এর বংশধর ছিলেন। (২) তিনি হযরত হুদ (আ) এর বংশধর ছিলেন। (৩) হযরত ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধর ছিলেন। এবং হুদ ও ইসমাঈল (আ) পর্যন্ত তাহার বংশধর তিন প্রকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। হাফিজ ইব্‌ন আব্দুল বারর (রা) তাহার 'আল ইম্‌বাহ আলা যিক্‌রি উসুলিল কাবাইলির রুওয়া' নামক গ্রন্থে সবিস্তারে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাবা একজন আরব ছিলেন; ইহার অর্থ হইল, আরবগণ তাহাদের বংশধর ছিলেন, তিনি তাহাদের একজন ছিলেন। অর্থাৎ ইব্রাহীম (আ)-এর পূর্বে যাহারা সাম ইব্‌ন নূহ (আ)-এর বংশের লোক ছিল, তিনি তাহাদের একজন এবং তিনি যে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধর ছিলেন ইহা নহে। والله اعلم

কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসলাম গোত্রের কিছু লোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাহারা তীর চালনা শিক্ষা করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিলেন ঃ ارْمُوْا بَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا হে ইসমাঈল (আ) এর বংশধরগণ! তোমরা তীর চালনা কর তোমাদের পূর্ব-পুরুষও তীর চালনা করিতেন। আসলাম আনসারদের এক গোত্র ছিল এবং আনসার আওস হউক কিংবা খাজরাজ সকলেই ছিল গাছছান এর বংশধর আর গাছছান ছিল ইয়ামানের অধিবাসী 'সাবা' এর বংশধর। আল্লাহ্ সায়লাব অবতীর্ণ করিলে সাবার বংশধর বিভিন্ন স্থানে যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন তাহাদের একটি দল শাম দেশে অবস্থান করিল আর একটি দল মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদিগকে ইয়ামানে অবস্থিত কিংবা মুশাল্লালে অবস্থিত একটি কূপের নাম অনুসারে গাছছানী বলা হইত। হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত বলেন ঃ اَمَّا سَاَلْتَ فَانَّا مَعْشَرُنَجِبْ ـ اَلْاَزْدُ نِسْبَتُنَا وَالْمَاءُ غَسَّانُ

যদি তুমি আমাদের বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা কর তবে জানিয়া রাখ আমরা সম্ভ্রান্ত বংশের লোক 'আযদ' গোত্রের প্রতি আমাদের সম্বন্ধ এবং আমাদের কূপ হইল 'গাছছান'। তবে রাসূলুল্লাহ্ যে বলিয়াছেন وُلِدَ لَهُ عَشَرَةٌ مِنَ الْعَرَبِ অর্থাৎ 'সাবা' এর দশ সন্তান ছিল, ইহার অর্থ ইহা নহে যে তাহারা 'সাবা' এর ঔরসজাত সন্তান ছিল,

বরং ইহার অর্থ হইল আরবের মূল দশটি গোত্রের পূর্ব পুরুষ ছিলেন 'সাবা' এর বংশধর। এই সকল গোত্রের কোনটির মাঝে দুই পুরুষ আবার কোনটির মাঝে তিন পুরুষ কিংবা কম বেশী মাধ্যম রহিয়াছে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে বলিয়াছেন ঃ

فَتَيَامَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَتَشَاءَمَ مِنْهُمْ اَرْبَعَةٌ۔

ইহার অর্থ হইল আল্লাহ্ তাহাদের ওপর ঢল অবতীর্ণ করিবার পর তাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাদের কিছু সেইখানেই থাকিয়া যায় আর কিছু অন্যত্র চলিয়া যায়।

**প্রাচীর এর ঘটনা এইরূপ ঃ** 'সাবা' সম্প্রদায় যেখানে বসবাস করিত উহার উভয় পার্শ্বে দুই পাহাড় ছিল, যেখান হইতে নদী ও ঝর্ণার মাধ্যমে তাহাদের শহরে পানি প্রবাহিত হইত। তাহাদের পুর্বপুরুষগণ দুই পাহাড়ের মাঝে একটি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিল। ফলে পাহাড় হইতে প্রবাহিত পানি উঁচু হইয়া পাহাড়ে দুই কিনারায় ছড়াইয়া পড়িল। এই পানির দ্বারা এখন তাহারা নানা প্রকার ফসল উৎপন্ন করিতে লাগিল এবং রকমারী ফলমূলের বাগান সাজাইয়া তাহারা প্রাচুর্যের অধিকারী হইল। হযরত কাতাদাহ (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাহাদের বাগানে এত অধিক ফল ধরিত যে কোন মহিলা যদি মাথায় একটি বড় থলে লইয়া বাগানের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিত, তবে গাছ হইতে পড়া ফলেই তাহার থলে ভরিয়া যাইত। গাছ হইতে পাড়িবার প্রয়োজন হইত না। এই বাঁধটি ছিল 'মাআরিব' নামক স্থানে সানআ হইতে তিন মারহালা দুরে। 'মাআরিব বাঁধ' ইহা পরিচিত।

বর্ণিত আছে যে, মনোরম পরিবেশ ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া হওয়ার কারণে সেখানে কোন মশা মাছি ছিল না। তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র এই মহান অনুগ্রহ এই জন্য ছিল যে, তাহারা তাহার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস করে এবং তাহারই ইবাদত করে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ لَقَدْ كَانَ لِسَبَاءٍ فِى مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ

'সাবা' সম্প্রদায়ের জন্য তাহাদের বাসভূমি ছিল একটি নিদর্শন। অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ্ বলেন جَنَّتَانِ عَنْ يَمِيْنٍ وَشِمَالٍ দুইটি উদ্যান-একটি ছিল ডান দিকে অন্যটি ছিল বাম দিকে। অর্থাৎ দুই পাহাড় ও শহরের দুই কিনারায়।

كُلُوْا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُوْرٌ۔

তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিযিক ভোগ কর এবং তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এই স্থান এবং মহান ক্ষমাশীল প্রতিপালক। অর্থাৎ যদি তোমরা তাওহীদ এর আকীদার প্রতি চির বিশ্বাসী থাক তবে তিনি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

فَاَعْرَضُوْا অতঃপর তাহারা মুখ ফিরাইয়া লইল। তাওহীদের আকীদা, আল্লাহ্র ইবাদত ও তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইতে তাহারা মুখ ঘুরাইয়া লইল এবং সূর্য পূজা করিতে লাগিল। হুদহুদ পাখী হযরত সুলায়মান (আ)-কে বলিয়াছিল ঃ

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاءٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ اِنِّىْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَايَهْتَدُوْنَ ـ

আমি ‘সাবা’ সম্প্রদায় হইতে একটি নিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। আমি তাহাদের ওপর একজন মহিলাকে শাসন করিতে পাইয়াছি, যাহাকে সব বস্তুই দান করা হইয়াছে। তাহার রহিয়াছে এক বিরাট সিংহাসন। তাহাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে আমি সূর্যের পূজা করিতে পাইয়াছি। শয়তান তাহাদের আমলসমূহ তাহাদের সম্মুখে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। সে তাহাদিগকে সঠিক পথ হইতে বাধা দিয়া রাখিয়াছে। অতএব তাহার সঠিক পথ পাইতেছে না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ওহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাহাদের নিকট তের জন নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুদ্দী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের নিকট বার হাজার নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

والله اعلم

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ অতঃপর আমি তাহাদের উপর বাঁধ ভাংগা ঢল প্রবাহিত করিলাম। اَلْعَرِمُ অর্থ উপত্যকা। কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ পানি। কেউ বলেন ইঁদুর। আবার কেহ বলেন অধিক পানি। সুহায়ল (র) বলেন তখন مَسْجِدُ الْجَامِعُ। এর ন্যায় سَيْلُ الْعَرِمِ ইযাফাত হইবে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস, ওহব ইব্‌ন মুনাবিবাহ, কাতাদাহ, ও যাহ্হাক (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন সাবা সম্প্রদায়কে বাঁধ ভাংগা পানি দ্বারা শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন তখন উক্ত বাঁধের উপর একটি ইঁদুর প্রেরণ করিলেন। এবং ইঁদুর ভিতর দিয়া উহাকে ছিদ্র করিয়া দিল। ওহ্‌ব ইব্‌ন মুনাবিবহ (র) বলেন, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে, উক্ত বাঁধ ধ্বংস হইবার কারণ হইবে ইঁদুর। অতএব তাহাদের বিড়ালরা দীর্ঘকাল যাবৎ বাধ পাহারা দিতে থাকে। কিন্তু ভাগ্য অপরিবর্তিত, সময় মত ইঁদুর প্রবল হইল এবং বাঁধের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। উহাকে ছিদ্র করিয়া দিল এবং উহা ধসিয়া পড়িল। কাতাদাহ (র) বলেন, ইঁদুর বাঁধটির নীচ দিয়া ছিদ্র করিয়া দিলে উহা দুর্বল হইয়া পড়িল। ঢল আসিবার পর ছিদ্র পথে পানি প্রবেশ করিল। বাঁধটি ভাংগিয়া গেল এবং উপত্যকায় পানি প্রবেশ করিবার ফলে তাহাদের বসতী তাহাদের বাগান ও উদ্যান সমূহ সবই বরবাদ হইয়া গেল। মিষ্ট সুস্বাদু ফলের পরিবর্তে সেখানে কিছু বিস্বাদ ফলমূল উৎপন্ন হইল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ

আর তাহাদের উদ্যান দুইটিকে বিস্বাদ ফলমূল বাবলা গাছ দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছিলাম। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরিমাহ, আতা খুরাসানী,

হাসান কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) বলেন خَمْطٍ অর্থ বাবলাগাছ। والله اعلم – وَاَثْلٍ এবং ঝাউগাছ দ্বারা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হযরত আওফী (র) বলেন, اثل অর্থ ঝাউগাছ। কেহ কেহ বলেন, ঝাউগাছ ঠিক নহে, বরং ঝাউগাছের মত এক প্রকার গাছ।

وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ এবং কিছু কুলগাছ দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিলাম। উল্লেখিত গাছের মধ্যে কুল গাছই যেহেতু তুলনামূলক ভাল ফলের গাছ, এই কারণে আল্লাহ্ شَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সুস্বাদু ফল মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, গভীর ছায়া ও প্রবাহিত নহরের পরিবর্তে তাহাদের ভাগ্যে জুটিল কাঁটা বিশিষ্ট বাবলা গাছ, ঝাউগাছ ও কিছু বকুল গাছ। ইহার কারণ ছিল তাহাদের কুফর, শিরক, সত্য অমান্য ও বাতিলের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ। আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে ইহারই উল্লেখ করিয়াছেন ঃ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَهَلْ نُجَازِىْ اِلاَّ الْكَفُوْرَ

আমি তাহাদের কুফরির জন্যই এই শাস্তি দিয়াছিলাম। আর কেবল অকৃতজ্ঞদিগকেই আমি এমনই শাস্তি দিয়া থাকি। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলিয়াছেন। এই ধরনের কাজের জন্য তিনি কেবল কাফিরদিগকে এমন শাস্তি দিয়া থাকেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (র) ইব্ন খিয়ারা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

جَزَاءُ الْمَعْصِيَةِ الْوَهْنُ فِى الْعِبَادَةِ وَالضَّيْقُ فِى الْمَعِيْشَةِ وَالتَّعَسُّرُ فِى اللَّذَّةِ قِيْلَ وَمَا التَّعَسُّرُ فِى اللَّذَّةِ قَالَ لاَيُصَادِفُ لَذَّةً حَلاَلٍ اِلاَّ جَاءَهُ مَنْ يُنْغِضُهُ اِيَّاهَا ـ

অর্থাৎ গুনাহর ফল এই হয় যে, ইবাদতে অলসতা ঘনীভূত হয়, জীবিকায় অসচ্ছলতা আসে এবং স্বাদ গ্রহণ করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ যখনই কোন হালাল বস্তু দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করিবার সুযোগ হয় তখনই এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, উহাতে সে স্বাদের অবসান ঘটে।

(١٨) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِىَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ○

(١٩) فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

১৮. তাহাদিগের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম সেইগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে আমি দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করিয়াছিলাম এবং ঐ সব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম এবং উহাদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা এই সব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিবস ও রজনীতে।

১৯. কিন্তু উহারা বলিল, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের সফরের মনযিলের ব্যবধান বর্ধিত কর। এই ভাবে উহারা নিজেদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছিল। ফলে আমি উহাদিগকে কাহিনীর বিষয় বস্তুতে পরিণত করিলাম এবং উহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলাম। ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নির্দশন রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ 'সাবা' সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অনাবিল আননন্দময় জীবন দান করিয়াছিলেন। তাহাদের জনপদ ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ। জনবসতী ছিল একটার সহিত অপরটি সম্মিলিত। গাছপালা ও নানা প্রকার ফলমুল ও ফসলে ছিল সমৃদ্ধ। কোন বিদেশী মুসাফিরের তাহার সফরকালে পানি ও খাদ্য সামগ্রী বহন করিবার প্রয়োজন হইত না। মুসাফির যেখানেই অবতরণ করিত সেখানে তাহাদের পানি ও খাদ্য সামগ্রীর অভাব হইত না। জনবসতী সম্মিলিত হইবার কারণে এ স্থানে দ্বি-প্রহরের আরাম করিত তো অন্য স্থানে রাত্র যাপন করিতে পারিত। আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا তাহাদের মধ্যেও যেই যেই সকল জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম সেইগুলির অন্তরবর্তী স্থানে আমি দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করিয়াছিলাম।

ওহব ইব্‌ন মুনাব্বাহ (র) বলেন, জনপদগুলি ছিল 'সানআ' শহরের নিকটবর্তী। আবূ মালিকও এই মন্তব্য করিয়াছেন। মুজাহিদ, হাসান, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও মালিক, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, কাতাদাহ ও যাহ্হক (র) সুদ্দী ও ইবন যায়েদ হইতে বর্ণিত। 'সাবা' সম্প্রদায় ইয়ামান হইতে এই সকল দৃশ্যমান নিরাপদ জনপদ হইয়া শামদেশে যাইত। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এই সকল জনপদ মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে আরবী জনবসতী।

قُرًى ظَاهِرَةً অর্থাৎ দৃশ্যমান জনবসতী যাহা সকল মুসাফির চিনে। এই সকল জনবসর্তীর কোন একটিতে তাহারা দ্বি-প্রহরে আরাম করে এবং অন্যটিতে রাত্র যাপন করে। ইরশাদ হইয়াছে وَقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ উহাতে আমি ভ্রমণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছি। অর্থাৎ মুসাফিরদের প্রয়োজন মুতাবিক আমি মনযিল নির্ধারণ করিয়াছি।

سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ আর আমি বলিয়াছিলাম তোমরা এই সব জনপদে ভ্রমণ কর দিবস ও রজনীতে অর্থাৎ দিবা-রাত্রিতে নিরাপদে ভ্রমণ করিবার তাহাদের সুযোগ রহিয়াছে।

فَقَالُوْا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ তখন তাহারা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মানযিলের ব্যবধান বৃদ্ধি করুন আর তাহারা তাহাদের নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছিল। বস্তুত তাহারা আল্লাহ্‌র দেওয়া এই সকল নিয়ামত প্রাপ্ত হইয়া অহংকারী ও অবাধ্য হইয়া পড়িল। বনী ইস্রায়ীল যেমন মান্ন ও সালওয়ার পরিবর্তে ভূমিতে উৎপন্ন বস্তু যেমন পিয়াজ রসুন ও ডাউলের প্রার্থনা করিয়াছিল; উত্তম বস্তুর পরিবর্তের অনুত্তম বস্তুর জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অনুরূপভাবে এই 'সাবা' সম্প্রদায়ও নিরাপদ ও সুখকর ভ্রমণের পরিবর্তে মানযিলসমূহের মাঝে দীর্ঘ ব্যবধানের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিল। বনী ইস্রায়ীলের প্রার্থনার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন ঃ

اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَاسَاَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ-

তোমরা উত্তম বস্তুর পরিবর্তে নিম্ন বস্তুর প্রার্থনা করিতেছ? যাও তোমরা মিসরে অবতরণ কর; সেখানে তোমাদের প্রার্থিত বস্তু পাইবে। আর তাহাদের উপর লাঞ্ছনা ও অসহায়তার সীল মোহর মারিয়া দেওয়া হইল। আর আল্লাহ্‌র গজবে তাহারা নিপতিত হইল। আরো ইরশাদ হইয়াছে, وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহারা নিজেদের ভোগ সামগ্রীর দম্ভ করিত। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ-

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক জনপদের দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন যাহারা ছিল নিরাপদ সুখী; চতুর্দিক হইতে তাহাদের নিকট প্রচুর জীবিকা আসিত। কিন্তু তাহারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহের না-শুকরী করিল। তখন আল্লাহ্ তাহাদিগণকে তাহাদের কৃতকর্মের দরুণ ক্ষুধা ও ভয়ের পোষাকের স্বাদ আস্বাদন করাইলেন।

فَقَالُوْا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ তখন তাহারা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মানযিলের ব্যবধান বৃদ্ধি করিয়া দিন। আর তাহারা নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহাদের কুফর এর কারণে তাহারা নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছিল। فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيْثَ ফলে আমি তাহাদিগকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করিয়াছিলাম। মানুষ তাহাদের বিষয় আলোচনা করিত। তাহারা ছত্র ভংগ হইয়া নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অথচ, তাহারা সকলে এক স্থানে সম্মিলিত ভাবে পারস্পরিক আন্তরিকতা ও ভালবাসার সহিত বসবাস করিত। আরবে তাহাদের ছত্রভংগ হওয়াটা প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ ইব্ন ইয়াহয়া ইব্ন সায়ীদ কাত্তান (র) ..... ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত । তিনি لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ الاية এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, 'সাবা' সম্প্রদায়ের মধ্যে কতিপয় কাহিন ও জ্যোতিষী ছিল, জিন জাতি আসমান হইতে লুকাইয়া কিছু সংবাদ শ্রবণ করিত এবং তাহাদের শ্রুত বিষয় সেই সকল জ্যোতিষীদের নিকট আসিয়া বলিত। তাহাদের মধ্যে একজন সম্পদশালী ভদ্র জ্যোতিষী ছিল। সে জানিতে পরিয়াছিল, যেন তাহাদের পতনের সময় আসন্ন এবং তাহাদের ওপর শাস্তি অবধারিত। এ সংবাদে সে অস্থির হইয়া পড়িল। কারণ সে ছিল একজন বড় জমিদার এবং বহু বাগ-বাগিচার মালিক। এবং সে তাহার এক পুত্রকে বলিল, আগামীকল্য যখন আমার নিকট লোকজন সমবেত হইবে তখন আমি তোমাকে কোন হুকুম করিলে তুমি উহা অমান্য করিবে। তোমার অমান্য করিবার কারণে আমি তোমাকে ধমক দিলে তুমিও আমাকে ধমক দিবে। তোমাকে আমি চপেটাঘাত করিলে তুমিও আমাকে সজোরে চপেটাঘাত করিবে। তাহার একথা শুনিয়া তাহার পুত্র বলিল, আপনি এমন কাজ করিবেন না। ইহা বড়ই কঠিন কাজ। আমার পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। তাহার পিতা তাহাকে বলিল, বেটা! তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই, এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আমি সম্মুখীন। ইহা না করিয়া কোন উপায় নাই। পুত্র বারবার অস্বীকার করিয়াও ব্যর্থ হইল এবং অবশেষে সে স্বীকার করিল।

পরদিন সকালে যখন লোকজন সমবেত হইল, তখন জ্যোতিষী তাহার পুত্রকে বলিল, অমুক অমুক কাজ কর। সে অস্বীকার করিল এবং তাহার আব্বা তাহাকে ধমক দিল। প্রত্যুত্তরে পুত্রও তাহাকে ধমক দিল। এইভাবে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক তুমুল বাকবিতন্ডা চলিতে লাগিল। এক সময় জ্যোতিষী ক্রোধান্বিত হইয়া পুত্রকে চপেটাঘাত করিল এবং পুত্রও লাফ দিয়া তাহাকে চপেটাঘাত করিল। তখন সে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, আমার পুত্র আমাকে চপেটাঘাত করিয়াছে। তোমরা আমাকে একটি ছুরি আনিয়া দাও। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ছুরি দিয়া তুমি কি করিবে? সে বলিল, আমি তাহাকে যবাই করিব। তাহারা বলিল, তুমি নিজ সন্তানকে যবাই করিবে? তুমিও তাহাকে চপেটাঘাত কর কিংবা অন্য কোন শাস্তি দাও। কিন্তু সে জিদ ধরিল। সমবেত লোকজন নিরূপায় হইয়া পুত্রের মামুদিগকে সংবাদ দিল। তাহারা ছিল বহু জনবলের অধিকারী। সংবাদ পাইয়া জ্যোতিষীর নিকট আসিল এবং তাহাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে পুত্রকে হত্যা করিবে। তখন তাহারা বলিল, তাহাকে হত্যা করিবার পূর্বেই তোমার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। তখন সে বলিল, অবস্থা যদি এই হয় তবে আমি এমন শহরে আর অবস্থান করিব না যেখানে আমার ও আমার পুত্রের মাঝে অন্য কেহ হস্তক্ষেপ করে। তোমরা বরং আমার জমি ও ঘরবাড়ী ক্রয় করিয়া লও। তাহারা তাহাকে বুঝাইতে ব্যর্থ হইল। এবং সে তাহার জমি ও ঘর বাড়ি

সবই বিক্রয় করিল। এবং যখন উহার মূল্য সংরক্ষিত করিয়া লইল তখন সে বলিয়া উঠিল, হে আমার কওম! তোমরা একটি কথা শুন। শাস্তি তোমাদের মাথার উপর ঝুলিতেছে এবং তোমাদের পতনের সময় সমাগত হইয়াছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে নতুন ঘর মজবুত হিফাযত ও দীর্ঘ সফরের প্রত্যাশা করে সে যেন উমান চলিয়া যায়। আর যে ব্যক্তি ফলের রস ও সুস্বাদু খাবারের কামনা করে সে যেন বুসরা গমন করে। আর যাহারা বাগানে বসিয়া স্বাধীনভাবে খেঁজুর খাইবার ইচ্ছা করে সে যেন ইয়াছরিব গমন করে। সমবেত জনগণ তাহার কথা মানিয়া লইল। তাহাদের কিছুসংখ্যক উমান গমন করিল। গাছছানী গমন করিল বসরা এবং আওস, খায়রাজ ও বনু উসমানগণ গমন করিল ইয়াছরিব। বনূ উসমানগণ যখন বাত্নে মুরর নামক স্থানে পৌঁছাইল তখন তাহারা বলিল, ইহাই উত্তম স্থান। আমরা এখানেই বসতী স্থাপন করিব। অতঃপর তাহারা সেখানেই অবস্থান করিল। ইহাদিগকে খুযাআহ বলা হয়। কারণ ইহারা তাহাদের সাথী সংগী হইতে পৃথক হইয়াছিল। আওস ও খাযরাজ তাহারা স্বীয় সংকল্পে অটল রহিল এবং ইয়াসরিব আসিয়া অবস্থান গ্রহণ করিল।

রেওয়ায়েতটি অতিশয় গরীব। জোতিষীর নাম ছিল আমর ইব্ন আমির। সে ইয়ামানের একজন ধনী ও আমীর ছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আমর ইব্ন আমিরই সর্বপ্রথম ইয়ামান হইতে বাহির হয়। সে-ই বাঁধ ভাংগিয়া ঢল নামিবে বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আবূ যায়েদ আনসারী (র) আমাকে জানাইয়াছেন, আমর ইব্ন আমির এর ইয়ামান হইতে বাহির হইবার কারণ ছিল এই ঃ একদিন সে মাআরিব বাঁধে একটি ইঁদুরকে ছিদ্র করিতে দেখিল। এই বাঁধই পানি আটক করিয়া রাখিত এবং স্থানীয় জনগণ তাহাদের ইচ্ছামত যেখানে সেখানে পানি প্রবাহিত করিয়া তাহাদের জমি ও বাগানে সেচ করিত; কিন্তু আমর ইব্ন আমির উক্ত বাঁধে ইঁদুরকে ছিদ্র করিতে দেখিয়া বুঝিল যে, এই বাঁধ আর টিকিয়া থাকিবেনা। অতএব সে ইয়ামন হইতে অন্যত্র সরিয়া যাইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া তাহার কওমকে ধোকা দিল। তাহার ছোট পুত্রকে এই নির্দেশ দিল, যখন ধমক দিয়া, গালাগাল দিয়া তাহাকে চপোটাঘাত করিবে তখন সেও উঠিয়া যেন তাহাকে চপোটাঘাত করে। তাহার পুত্র তাহার আদেশ পালন করিলে আমর বলিল, এমন শহরে আমি আর অবস্থান করিব না, যেখানে আমার ছোট ছেলে আমার মুখে চপোটাঘাত করিতে পারে। সে তাহার যাবতীয় সম্পদ বিক্রয়ের জন্য পেশ করিল। ইয়ামনের সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী তখন বলিল, 'আমর' এর এ গোশ্শার তোমরা সদ্ব্যবহার কর। অতঃপর তাহারা তাহার সকল ধনসম্পদ ক্রয় করিয়া লইল ইহার পর

সে তাহার পুত্র পৌত্র সকলকে লইয়া স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। আসাদ গোত্রীয় লোকরা বলিল, আমরা আমর ইব্ন আমির হইতে পৃথক থাকিব না; আমরাও তাহার সহিত যাইব। অতএব তাহারাও তাহাদের ধনসম্পদ বিক্রয় করিল এবং তাহার সহিত দেশ ত্যাগ করিল। চলিতে চলিতে পথে তাহাদের 'উক্ক' গোত্রের সহিত মুকাবিলা হইল; উভয় দলের কাহারো জয় পরাজয় হইল না। আব্বাস ইব্ন মিরদাস তাহাদের এই মুকাবিলা সম্পর্কেই এ কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন ঃ

وَعَكَ بْنُ عَدْنَانَ الَّذِيْنَ تَغَلَّبُوْا * بِغَسَّانَ حَتَّى طَرَدُوْا كُلَّ مَطْرَدٍ

উক্ক ইব্ন আদনান তাহারা গাস্সানীদের সহিত যুদ্ধে বিজয়ী হইল; অবশেষে তাহারা উহাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইতে বাধ্য করে।

যুদ্ধের পর তাহারা বিভিন্ন শহরে ছড়াইয়া পড়ে—জাফনাহ ইব্ন আমর ইব্ন আমির এর বংশধর শামদেশে অবস্থান গ্রহণ করে। আওস ও খাযরাজ 'ইয়াসরাব'-এ খুযাআহ 'মুররায়' আর ছারাত 'ছারাত'-এ আয্দ্ এবং উমান, উমান-এ অবতরণ করিয়া বসবাস করিতে থাকে। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা মাআরিব উহাদিগকে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয়েই উল্লেখিত আয়াত নাযিল করেন।

সুদ্দী (র) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র)-এর ন্যায় আমর ইব্ন আমির এর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি আমর ইব্ন আমির এর পুত্রের স্থানে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অত:পর সে তাহার মাল বিক্রয় করিল এবং তাহার পরিবারের সদস্যদিগকে লইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। ইব্ন জারীর (র)... ইব্ন ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমর ইব্ন আমির ছিল একজন জ্যোতিষী। একবার সে জানিতে পারিল যে, তাহার কওমকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের সফরের দূরত্ব বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে। অত:পর সে তাহার কওমকে ইহার সংবাদ দিলে বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া গেল।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, কোন কোন আলিমকে আমি বলিতে শুনিয়াছি, আমর ইব্ন আমির এর স্ত্রী 'তারীফা' ছিল জ্যোতিষী। উল্লেখিত বক্তব্য ছিল তাহারই।

সাঈদ (র) কাতাদাহ (র)-এর মাধ্যমে ইমাম শা'বী হইতে বর্ণনা করেন। গাছছান গিয়াছিল উমান-এ। আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। আনসার গমন করিয়াছিলেন ইয়াছরিব-এ আর খুযাআহ গিয়াছিল তিহামায়। এবং আযদ গিয়াছিল উমান-এ। আল্লাহ্ তাহাদিগকেও ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর।

আবূ উবায়দাহ সূত্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, এই সম্প্রদায় সম্পর্কে আ'শা ইব্‌ন কয়েস ইব্‌ন ছালাবাহ বলেন ঃ

وَفِىْ ذٰلِكَ لِلْمُؤْتَسِى اُسْوَةٌ * ومَارِبَ قَفى عَلَيْهَا الْعَرَمُ

رِجَامُ بَنَتْهُ لَهُمْ حَمِيْرُ * اِذَا جَاءَ مَاءُهُمْ لَمْ يَرِمِ

فَاروى الزورع واعنابها * عَلٰى سَعَةٍ مَاءُ هُمْ اِذْ قَسِمَ

فَصَارُوْا اَيَادِى مَايُقدِرُوْ * نَ عَلٰى سُرْبِ طِفْلٍ فطِمَ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে সকল ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য। অর্থাৎ 'সাবা' সম্প্রদায়ের সেই সকল লোকের প্রতি যেই শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদের কুফর ও গুনাহর কারণে সুখ-শান্তির স্থলে তাহারা যে অশান্তি ও অশুভ পরিণতির শিকার হইয়াছিল, ইহাতে সেই সকল লোকের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে, যাহারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং কিয়ামতে শুকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রহমান ও আব্দুর রাজ্জাক (র) ...... হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওক্কাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللّٰهِ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَشَكَرْ وَاِنْ اَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ حَمِدَ وَصَبَرَ يُوْجَرُ الْمُؤْمِنُ فِىْ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى فِى اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا اِلٰى فِىْ اِمْرَاَتِهِ۔

মু'মিনের জন্য আল্লাহ্‌র এই ফয়সালায় বড় আশ্চার্যন্বিত আমি, যে মু'মিন যদি কোন উত্তম বস্তু লাভ করে তবে সে তাহার প্রতিপালকের প্রশংসা করে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর কোন বিপদগ্রস্ত হইলেও সে তাহার প্রশংসা করে ও ধৈর্য ধারণ করে। মু'মিনকে তাহার সকল কাজেই বিনিময় দান করা হয়, এমন কি সে তাহার স্ত্রীর মুখে যে লুক্মা তুলিয়া দেয় উহাতেও তাহাকে বিনিময় ও সওয়াব দান করা হয়।

ইমাম নাসায়ী (র) ও ইহা তাহার 'আল-ইয়ামু ও আল্লায়লাহ্' গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ لَايَقْضِى اللّٰهُ لَهُ قَضَاءَ اِلاَّ كَانَ خَيْرًا لَهُ اِنْ اَصَابَهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ۔

আশ্চার্যের বিষয়, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের জন্য যেই ফায়সালাই করেন, উহা তাহার জন্য হয় কল্যাণকর; যদি সে কোন সুখকর বস্তু লাভ করে তবে সে শুকর করে; অতএব তাহার জন্য কল্যাণ বহন করিয়া আনে। আর যদি কোন বিপদগ্রস্ত হয় উহাও তাহার জন্য হয় কল্যাণকর। এই মর্যাদা কেবল মুমিনের জন্যই। আব্দ (র) বলেন, ইউনুস (র) সুফিয়ানের মাধ্যমে, কাতাদাহ (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলিয়াছেন ঃ

كَانَ مُطَرِّفُ يَقُوْلُ نِعْمَ الْعَبْدُ الصَّبَّارُ الشَّكُوْرُ الَّذِىْ اِذَا اُعْطِىَ شَكَرَ وَاِذَا ابْتُلِىَ صَبَرَ-

মুতাররিফ (র) বলিতেন, উত্তম বান্দা হইল সেই ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তি, যাহাকে দান করা হইলে সে শুকর করে এবং বিপদগ্রস্ত হইলে ধৈর্য ধারণ করে।

(২০) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(২১) وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِىْ شَكٍّ ؕ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ○

২০. উহাদিগের সম্বন্ধে ইবলীস তাহার ধারণা সত্য প্রমাণ করিল, ফলে উহাদিগের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সকলেই তাহার অনুসরণ করিল।

২১. উহাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল না, কাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং কাহারা উহাতে সন্দিহান, তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।

তাফসীর ঃ 'সাবা' কাওমের ঘটনা বর্ণনা করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এবং তাহাদের ন্যায় আর যাহারা শয়তানের অনুসরণ করে, স্বীয় প্রবৃত্তির বশীভূত হয় এবং হিদায়েত ও সত্যের বিরোধিতা করে তাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ ইবলীস তাহাদের উপর স্বীয় ধারণা সত্য প্রমাণ করিল। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন–ইবলীস যখন হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করা হইতে

বিরত রহিল তখন সে যাহা বলিয়াছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

اَرَأَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلاَّ قَلِيْلاً

অর্থাৎ আপনি যাহাকে আমার উপর সম্মানিত করিয়াছেন, যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করেন তবে অল্প কিছু সংখ্যক ব্যতীত তাহার সকল সন্তান-সন্ততিকে আমি গুমরাহ করিয়া ছাড়িব। ইবলীস তখন যে ধারণা পেশ করিয়াছিল তাহা যে সে সত্য প্রমাণিত করিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত আদম (আ) ও হযরত হাওয়া (আ)-কে বেহেশত হইতে ভূমিতে অবতীর্ণ করিলেন তখন ইবলীস আনন্দিত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল। সে বলিল, পিতা-মাতারই যখন এতবড় ক্ষতি আমি করিতে পারিয়াছি সে ক্ষেত্রে তাহাদের সন্তানদের ক্ষতি করা তো সহজতর। তাহারা তো আরো দুর্বল হইবে। ইহা ছিল শয়তানের ধারণা। পরবর্তীতে সে তাহার ধারণা সত্য প্রমাণিত করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهُ الخ আয়াতে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই আয়াত আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিবার পর ইবলীস বলিল, যাবৎ আদম সন্তানের মধ্যে রূহ বিদ্যমান থাকিবে, আমি তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইব না। তাহার সহিত ওয়াদা করিতে থাকিব, তাহাকে আশা দিতে থাকিব এবং তাহার সহিত প্রতারণামূলক আচরণ করিতে থাকিব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ

وَعِزَّتِىْ وَجَلاَلِىْ لاَحْجُبُ عَنْهُ التَّوْبَةَ مَالَمْ يُغَرْغِرْ بِالْمَوْتِ আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, যাবত না সে মৃত্যুর মুখোমুখী হইবে, আমি তাওবার দ্বার রুদ্ধ করিব না। وَلاَيَدْعُوْنِىْ اِلاَّ اَجَبْتُهُ وَلاَيَسْئَلْنِىْ اِلاَّ اَعْطَيْتُهُ وَلاَ يَسْتَغْفِرُنِىْ اِلاَّ غَفَرْتُ لَهُ আর যখনই সে আমাকে ডাকিবে আমি তাহার ডাকে সাড়া দিব, যখনই সে আমার নিকট প্রার্থনা করিবে আমি তাহাকে দান করিব। আর যখনই আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন ইব্ন আবূ হাতিম।

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ আর তাহাদের ওপর শয়তানের কোন প্রভাব ছিল না। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন سُلْطَانٌ অর্থ প্রমাণ। হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ইবলীস না তো তাহাদিগকে লাঠি দ্বারা প্রহার করিয়াছে, না তাহাদিগকে বাধ্য করিয়াছে। সে শুধু ধোঁকা ও প্রতারণা দ্বারা মানুষকে তাহার প্রতি আহ্বান করিয়াছে আর মানুষ তাহার ডাকে সাড়া দিয়াছে।

إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ। আখিরাতের প্রতি কে বিশ্বাস করে এবং কে উহার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে উহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া আমার উদ্দেশ্য অর্থাৎ আমি ইবলীসকে মানুষের উপর কেবল এ উদ্দেশ্যে নিয়োগে করিয়াছি যে, কে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করিয়া হিসাব নিকাশ ও শাস্তি-পুরষ্কারের প্রতি ঈমান রাখিয়া সঠিক ভাবে আল্লাহ্র ইবাদাত করে আর কে উহার প্রতি সন্দেহ পোষণ করিয়া ইবাদত ত্যাগ করে উহা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিতে পারিব।

وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ আর তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। তাহার তত্ত্বাবধান সত্ত্বেও যাহারা ইবলীসের অনুসরণ করিয়া চলে তাহারা গুমরাহ হইয়াছে এবং যাহারা রসূলগণের অনুসরণ করে তাহারা নিরাপদ রহিয়াছে।

(٢٢) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ○

(٢٣) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ○

২২. বল, তোমরা আহ্বান কর উহাদিগকে যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে ইলাহ্ মনে করিতে। তাহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নহে। এবং এতদুভয়ে উহাদিগের কোন অংশও নাই এবং উহাদের কেহ সহায়কও নহে।

২৩. যাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহ্র নিকট কাহারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না। পরে যখন উহাদিগের অন্তর হইতে ভয় বিদূরিত হইবে তখন উহারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে, তোমাদিগের প্রতিপালক কি বলিলেন? তদুত্তরে তাহারা বলিবে, যাহা সত্য, তিনি তাহাই বলিয়াছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। তিনি এক অদ্বিতীয় তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, তাঁহার সমকক্ষ কেই নাই। তাঁহার কোন অংশীদারও নাই। কাহারও কোন সাহায্য-সহায়তা ব্যতীতই তিনি সকল কাজ সম্পন্ন করিতে সক্ষম। তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلِ ادْعُوْا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ হে রাসূল! তুমি বল, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাহাদিগকে ইলাহ মনে করিতে তাহাদিগকে ডাক।

لَايَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمَاوَاتِ وَلَافِى الْاَرْضِ তাহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিকও নহে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগের উপাসনা করে তাহারা একটি খেজুর ছিলকারও মালিক নহে।

وَمَالَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ উভয়ের মধ্যে তাহাদের কোন অংশও নাই। অর্থাৎ তাহারা না তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করিয়াছে আর না তা উহাদের সৃষ্টিতে তাহাদের কোন অংশিদারিত্ব আছে।

وَمَالَهٗ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيْرٍ আর তাহাদের কেহ (আল্লাহ্‌র) কোন সহায়তাকারী নহে। অর্থাৎ মুশরিকরা যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র শরীক বলিয়া ধারণা করে তাহাদের কেহই আল্লাহ্‌র কোন কাজে সহায়ক নহে। বরং সমস্ত সৃষ্টি জগত কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী ও তাহার দাস।

وَلَاتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ আর তাহার নিকট কেবল তাহারই সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে যাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব তাহার প্রতাপ ও বড়ত্বের কারণে কেহই তাহার নিকট কোন বিষয়ে সুপারিশ করিবার সাহস করিবে না। অবশ্য যাহাকে সুপারিশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে কেবল সেই সুপারিশ করিতে পারিবে। ইরশাদ হইয়াছে مَنْ ذَاالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ তাহার অনুমতি ব্যতীত কে আছে, যে তাহার নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে?

وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِى السَّمَاوَاتِ لَاتُغْنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضٰى۔

আকাশমণ্ডলীতে কত ফেরেশতা রহিয়াছে উহাদের কাহারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না। অবশ্য আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করিবেন তাহাকে অনুমতি দান করিবার পরই সে সুপারিশ করিতে পারিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ

তাহারা কেহই সুপারিশ করিতে পারিবে না; অবশ্য যাহার জন্য রাজী হইবেন। তাহারা তো আল্লাহ্‌র ভয়ে সদা ভীত।

একাধিক সূত্রে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সকল মাখলূকের সুপারিশের জন্য মাকামে মাহমুদে দণ্ডায়মান হইবেন, আল্লাহ্ যেন তাহাদের ফয়সালা করিয়া দেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

فَاَسْجُدُ لِلّٰهِ تَعَالٰى فَيَدَعُنِىْ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّدَعَنِىْ وَيُفْتَحُ عَلَىَّ بِمَحَامِدَ لَاُحْصِيْهَا اْلاٰنَ ثُمَّ يُقَالُ يَامُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ

তখন আমি আল্লাহ্র সম্মুখে সিজদায় অবনত হইব। এবং যতকাল ইচ্ছা আল্লাহ্ আমাকে সেই অবস্থায় রাখিবেন। আমার উপর তিনি প্রশংসার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। আমি তাঁহার এতই প্রশংসা করিব, যাহা এখন করিতে সক্ষম নই। অত:পর আমাকে বলা হইবে হে মুহাম্মদ! তোমার মাথা উঠাও। তুমি বল, তোমার বক্তব্য শ্রবণ করা হইবে। দু'আ কর, তোমাকে দান করা হইবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে।

حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقَّ অবশেষে যখন তাহাদের অন্তর হইতে ভয় দূরীভূত হইবে তখন তাহারা বলিবে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিলেন? তাহারা বলিবে, যাহা সত্য তাহাই তিনি বলিয়াছেন। কেহ কেহ فُزِّعَ কে فُرِّغَ পড়িয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদের অন্তর হইতে ভয় দুরীভূত হইবার পর তাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে তখন একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিলেন? তখন আরশ বহনকারী তাহাদের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণকে এই কথা বলিবে, যাহা সত্য আমাদের প্রতিপালক তাহাই বলিয়াছেন। এবং তাহারা তাহাদের নীচে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণকে এই কথা বলিবে। পর্যায়ক্রমে এই ভাবে একে অন্যকে বলিবে; অবশেষে প্রথম আসমানে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণও ইহা জানিতে পারিবে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ এর অর্থ হইল, মৃত্যুকালে ও কিয়ামত দিবসে যখন মুশরিকদের অন্তর হইতে গাফিলতি দূর হইয়া যাইবে এবং বাস্তব অবস্থা যখন তাহাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইবে এবং তাহাদের জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন? তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, সত্য বলিয়াছেন। আর যাহা হইতে তাহারা পৃথিবীতে গাফিল ছিল তাহা তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। ইব্ন নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ এর অর্থ হইল কিয়ামত দিবসে যখন তাহাদের অন্তর হইতে পর্দা ও আবরণ সরাইয়া দেওয়া হইবে। হাসান (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, যখন তাহাদের অন্তর হইতে সন্দেহ দুরীভূত করিয়া দেওয়া হইবে। আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আদম সন্তান তাহাদের মৃত্যুকালে ইহা স্বীকার করিবে, তাহাদের প্রতিপালক যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা সত্যই বলিয়াছেন। কিন্তু সেই সময় তাহাদের

স্বীকারোক্তি ফলপ্রসূ হইবে না। উল্লেখিত তাফসীরসমূহের মধ্য হইতে ইব্ন জারীর (র) প্রথম তাফসীর গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিবে তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন? তখন তাহারা বলিবে, তিনি যাহা বলিয়াছেন, সত্য বলিয়াছেন। এবং এই তাফসীরই নিশ্চিতভাবে সঠিক। একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস ইহার সত্যতা প্রমাণ করে।

ইমাম বুখারী (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, হুমাইদ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানে যখন কোন ফয়সালা করেন, তখন ফেরেশতাগণ বিনম্র হইয়া তাহাদের বাহু ঝুকাইয়া দেন, আল্লাহ্র কালামের ঠিক তদ্রূপ শব্দ হয় যেমন কোন পাথরের উপরে শিকলের শব্দ হয়। তাহাদের অন্তর হইতে যখন ভয় দুরীভূত হয়, তখন তাহারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন? তাহাদের মধ্যে যাহারা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহারা বলেন, তিনি যাহা বলিয়াছেন সত্য বলিয়াছেন। তাহাদের এই আলোচনার সময় জিনদের মধ্যে যাহারা তাহাদের কথা চুরি করিয়া শুনিবার জন্য ওৎ পাতিয়া ছিল এবং উপর নীচে ধাপে ধাপে অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা ফেরেশতাদের আলোচনা হইতে কিছু শুনিয়া নীচে অবস্থান গ্রহণকারীকে জানাইয়া দেয়, সে তাহার নীচে অবস্থানগ্রহণকারীকে জানায়। এমনিভাবে সর্বনিম্ন জিন কোন জাদুকর কিংবা জ্যোতিষীকে জানায় কখনও এমন হয় যে, ফেরেশতা হইতে কথা নীচের জিনকে জানাইবার পূর্বেই কোন আগুনের ফুলকি তাহাকে আঘাত হানে। আবার কখনও পূর্বেই জানাইতে সক্ষম হয় এবং উহার সহিত সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত করিয়া মানুষকে জানায়। উহার একটি যাহা আকাশ হইতে শুনিয়াছে, সত্য প্রমাণিত হইলে বলা হয়, অমুক দিন অমুক কথা কি অমুক বলিয়াছিল না? এইভাবে মানুষ তাহার ভক্ত হইয়া যায়। হাদীসখানা কেবল ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। والله اعلم

২. ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ও আব্দুর রাজ্জাক হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ কতিপয় সাহাবায়ে কিরামের সহিত বসিয়াছিলেন। এমন সময় একটি নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হইলে চতুর্দিক আলোকিত হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলে ঃ

مَاكُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ اِذَا كَانَ مِثْلُ هٰذَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ ـ

জাহেলী যুগে এমন হইলে, তোমরা কি বলিতে? তাহারা বলিলেন, এমন হইলে আমরা বলিতাম, হয় কোন বড় লোকের জন্ম হইবে, কিংবা কোন বড় লোকের মৃত্যু

হইবে। মা'মার বলেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, জাহেলী যুগেও কি নক্ষত্র এইরূপ নিক্ষিপ্ত হইত? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের পর ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাবী' বলেন, নক্ষত্র নিক্ষেপণের ঘটনা না তো কোন বড় লোকের মৃত্যুর কারণে সংঘটিত আর না কোন বড়লোকের জন্মের কারণে।

কিন্তু আমাদের প্রতিপালক যখন কোন বিষয়ের ফয়সালা গ্রহণ করেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করিতে থাকেন। ইহার পর আরশ এর নিকটবর্তী আসমানের ফেরেশতাগণও তাসবীহ পাঠ করেন। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে সকল আসমানের ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করেন। এমনকি পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানের ফেরেশতাগণও তাসবীহ পাঠ করেন। অতঃপর আরকা এর নিকটবর্তী আসমানের ফেরেশতা আরশবহনকারী ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন, তাহারা প্রশ্নকারী ফেরেশতাগণকে তাহা অবগত করেন, অতঃপর প্রত্যেক উর্ধ্ব আসমানের ফেরেশতাগণ অধঃ আসমানের ফেরেশতাগণকে ইহার সংবাদ পৌঁছাইয়া দেন; এমন কি পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানের ফেরেশতাগণকেও উহা জানাইয়া দেওয়া হয়। এই আসমান হইতেই জিনরা চুরি করিয়া কিছু সংবাদ জানিতে পারে এবং এই সময়ই তাহাদের প্রতি নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হয়। যেমন তাহারা শুনিয়াছিল ঠিক তেমনিভাবে পৌঁছাইয়া দিলে তো উহা সত্য হয়; কিন্তু তাহারা উহাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া থাকে। ইমাম আহমদ (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) তাহার 'সহীহ' গ্রন্থে ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর মাধ্যমে জনৈক আনসারী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) ... ইমাম যুহরী সূত্রে অত্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হুসাইন ইব্‌ন হুরাইস .... হযরত ইব্‌ন অব্বাস এর মাধ্যমে জনৈক আনসারী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

৩. ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আওফ ও আহমদ ইব্‌ন মানসূর (র) ..... হযরত নাওয়াস ইব্‌ন সামআন (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বিষয়ের ওহী প্রেরণ করেন তখন সকল আসমান আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হইয়া পড়ে; আসমানের ফেরেশতাগণও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া সিজদায় অবনত হন। সর্বপ্রথম হযরত জিবরীল (আ) মাথা উত্তোলন করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ওহীর বিষয়ে তাহার সহিত কথা বলেন। হযরত জিবরীল ওহী লইয়া ফেরেশতাগণের নিকট দিয়া অতিক্রম করেন। প্রত্যেক আসমানের ফেরেশতাগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন হে জিবরীল? তিনি বলেন, সত্য বলিয়াছেন, অত:পর অন্যান্য সকল ফেরেশতা এই প্রশ্নের তদ্রূপ জবাব দান করেন, যেমন হযরত জিবরীল (আ) জবাব দিয়াছেন। অবশেষে তিনি ওহী লইয়া সেখানে উপস্থিত হন যেখানে তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন খুযায়মাহ (র) যাকারিয়া ইব্‌ন আবান মিসরী এর সূত্রে নুআইম ইব্‌ন হাম্মাদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমি আমার পিতার নিকট শুনিয়াছি, হাদীসটি অলীদ ইব্‌ন মুসলিম হইতে পূর্ণ বর্ণিত নহে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা (আ)-এর পর দীর্ঘকাল ওহী বন্ধ থাকিবার পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি প্রথম ওহী অবতীর্ণ করা হয়। আয়াতে সে ওহী অবতরণের অবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে।

(٢٤) قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

(٢٥) قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّاۤ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

(٢٦) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ○

(٢٧) قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২৪. বল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে কে তোমাদিগকে রিয্‌ক প্রদান করেন? বল, আল্লাহ্। হয় আমরা না হয় তোমরা সৎপথে স্থিত, অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।

২৫. বল, আমাদিগের অপরাধের জন্য তোমাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে না এবং তোমরা যাহা কর সে সম্পর্কে আমাদিগকেও জবাবদিহি করিতে হইবে না।

২৬. আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগের সকলকে একত্র করিবেন, অতঃপর তিনি আমাদিগের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করিয়া দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ ফয়াসালাকারী, সর্বজ্ঞ।

২৭. বল, তোমরা আমাকে দেখাও যাহাদিগকে শরীকরূপে তাহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছ তাহাদিগকে, না কখনও না। বস্তুত তিনিই আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ ইহাই প্রমাণিত করেন যে, সৃষ্টিকর্তা কেবল তিনিই, রিজিকদাতা একমাত্র তিনি এবং উপাস্যও কেবল তিনিই। মুশরিকরা যেমন ইহা স্বীকার করে যে, আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া ভূমি হইতে ফসল উৎপন্ন করিয়া কেবলমাত্র আল্লাহ্ই তাহাদিগকে রিজিক দান করেন, অনুরূপভাবে তাহাদের ইহাও জানা উচিৎ যে, কেবল মাত্র তিনি ইবাদত ও উপাসনার যোগ্য; তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই।

وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ আমরা অথবা তোমরা নিশ্চিতভাবে হয় হেদায়েতপ্রাপ্ত না হয় গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত। অর্থাৎ দুই পক্ষের এক পক্ষ বাতিলপন্থী এবং অপরপক্ষ হকপন্থী। উভয়ে হকপন্থী কিংবা বাতিলপন্থী হইতে পারে না। আমাদের মধ্য হইতে একপক্ষই হকপন্থী ও সঠিক পথ অবলম্বনকারী হইবে। আর যেহেতু আমরা 'তাওহীদ' এর উপর দলীল পেশ করিয়াছি, অতএব তোমরা যে শিরক অবলম্বন করিয়াছ উহা নিশ্চিতভাবে বাতিল। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ আমরা অথবা তোমরা নিশ্চিতভাবে হেদায়েতপ্রাপ্ত অথবা স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত। কাতাদাহ (র) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম মুশরিকদিগকে ইহা বলিয়াছিলেন, আমরা অথবা তোমরা উভয়ের সঠিক পথ অবলম্বনকারী হওয়া সম্ভব নহে। হয় আমরা সঠিক পথের অধিকারী, না হয় তোমরা। দুই পক্ষের এক পক্ষই সঠিক পথ অবলম্বনকারী হইতে পারে। ইকরিমাহ ও যিয়াদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম বলেন, আয়াতের অর্থ হইল কেবলামাত্র আমরাই হেদায়েতপ্রাপ্ত ও সঠিক পথের অধিকারী। আর তোমরাই স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত। قُلْ لاَّ تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا اَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ তুমি বল, আমাদের সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে না, আর তোমাদের কার্যকলাপের জন্যও আমরা জিজ্ঞাসিত হইব না। আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হইল, মুশরিকদের কার্যকলাপ হইতে মু'মিনদের সম্পর্ক শূন্য হইবার ঘোষণা করা। অর্থাৎ আমাদের (মু'মিনদের) সহিত তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই, আর তোমাদের সহিতও আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তো তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাহার একত্ববাদ গ্রহণের প্রতি এবং কেবলমাত্র তাঁহার উপাসনার প্রতি আহ্বান করিতেছি। যদি তোমরা এই আহ্বানে সাড়া দাও তবে তোমাদের ও আমাদের মাঝে কোন পার্থক্য নাই। আর যদি অমান্য কর তবে তোমাদের ও আমাদের মাঝে কোন সম্পর্ক নাই। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّىْ عَمَلِىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ

যদি তাহারা তোমাকে অমান্য করে তবে তুমি বল, আমার আমল আমার জন্য আর তোমাদের কার্যকলাপ তোমাদের জন্য। আমার আমলের সহিত তোমাদের কোন

সম্পর্ক আর তোমাদের কার্যকলাপের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। অন্যত্র আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ لاَاَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَلاَ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ وَلاَ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ وَلاَ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ-

বল, হে কাফিরগণ। তোমরা যাহার উপাসনা কর আমি তাহার উপাসনা করি না। আর আমি যাহার ইবাদত করি তোমরা তাহার উপাসক নহ। আর আমি উহার ইবাদতকারী নহি যাহার তোমরা উপাসনা করিয়া আসিতেছে। আর তোমরা তাহার উপাসক নহ যাহার ইবাদত আমি করি। তোমাদের দীন তোমাদের আর আমার দীন আমার।

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا তুমি বল, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্রিত করিবেন। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে একই মাঠে আমাদের সকলকে একত্রিত করিয়া তিনি ইনসাফের সহিত ফয়সালা করিবেন এবং প্রত্যেকের কার্যকলাপ অনুযায়ী তাহাকে বিনিময় দান করিবেন। কার্যকলাপ ভাল হইলে বিনিময় ভাল হইবে, আর মন্দ হইলে শাস্তি হইবে। আর তখনই তোমরা জানিতে পারিবে মান-সম্ভ্রম ও চির সৌভাগ্যের অধিকারী কে? ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُوْنَ- فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ فَاُوْلاَئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ-

যেদিন কিয়ামত কায়েম হইবে সেদিন তাহারা পৃথক পৃথক হইবে। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে তাহারা বেহেশতের উদ্যানে আনন্দিত হইবে। আর যাহারা কুফ্রী করিয়াছে এবং আমার আয়াত ও পরকালের সাক্ষাত অস্বীকার করিয়াছে তাহারাই শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَهُوَالْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ তিনি শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, প্রজ্ঞাময়। তিনি ইনসাফের সহিত ফয়সালাকারী তিনিই এবং সকল বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি অবগত।

قُلْ اَرُوْنِىَ الَّذِيْنَ الْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَاءَ তুমি বল, তোমরা আমাকে সেই সকল শরীকদিগকে দেখাও যাহাদিগকে তোমরা তাহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছ এবং তাহার সমকক্ষ মনে করিয়াছ। كَلاَّ কখনই নহে অর্থাৎ আল্লাহ্র কোন শরীক নাই, তাঁহার অংশীদার নাই আর তাহার কোন সমকক্ষও নাই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ بَلْ هُوَاللّٰهُ বরং তিনি এক ও অদ্বিতীয়। الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ তিনি পরাক্রমশালী সকল বস্তুর উপর

বিজয়ী; তাঁহার সকল কার্যকলাপ নির্ধারণে তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁহার সম্বন্ধে মুশরিকরা যাহা কিছু বলে, তিনি উহা হইতে ঊর্ধ্বে।

(২৮) وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

(২৯) وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ○

(৩০) قُلْ لَّكُمْ مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُونَ ○

২৮. আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

২৯. তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হইবে?

৩০. বল, তোমাদিগের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিবস, যাহা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করিতে পারিবে না, ত্বরান্বিতও করিতে পারিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার খাস বান্দা ও রাসূল হযরত মুহম্মদ (সা)-কে বলেন وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا হে রাসূল! (সা) তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সু-সংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। যেমন ইরশাদ হইয়াছে قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا বল, হে মানবজাতি, তোমাদের সকলের প্রতি আমি রাসূল হিসাবে প্রেরিত। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا

সে সত্তা বড় বরকতময়, যিনি তাহার খাস বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহাতে সে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হইতে পারে। بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমার অনুকরণ করিবে তাহাকে সুসংবাদ দান করিবে আর যে অমান্য করিবে তাহাকে দোযখের ভীতি প্রদর্শন করিবে। وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ যদিও তুমি তাহাদের ঈমানের জন্য লোভ কর, কিন্তু অধিকাংশ ঈমান আনিবে না।

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰه যদি তুমি পৃথিবীর সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকের অনুসরণ কর তবে তাহারা আল্লাহ্র পথ হইতে তোমাকে বিভ্রান্ত করিবে। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন, كَافَّةً لِّلنَّاس এর অর্থ সমগ্র মানব জাতি। কাতাদাহ (র) এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আরব আজম সকলের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ্র কাছে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি হইল সে-ই, যে তাঁহার সর্বাধিক অনুগত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ জাহরানী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ فَضَّلَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَهْلِ السَّمَاءِ وَعَلَى الْاَنْبِيَاءِ -

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আকাশের অধিবাসী ও আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর মর্যাদাশীল করিয়াছেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর মুহাম্মদ (সা)-এর মর্যাদাশীল হইবার কারণ কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য সকল নবীকে তাহার স্বভাষী লোকদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-কে সমগ্র মানবজাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاس আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে মানুষ ও জিন উভয় জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) যাহা বলিয়াছেন বুখারী ও মুসলিম এর বর্ণনা দ্বারা উহা প্রমাণিত। হযরত জাবির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَّطَهُوْرًا فَاَيُّمَا رَجُلٍ اَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ فَلْيُصَلِّ وَاُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ وَاُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهٖ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً -

আমাকে পাঁচটি এমন বস্তু দান করা হইয়াছে, যাহা আমার পূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। এক মাসের পথ পর্যন্ত আমার ভয় ছড়াইয়া আমার সাহায্য করা হইয়াছে। ভূমিকে আমার জন্য সালাতের স্থান ও পবিত্রকারী করা হইয়াছে। যে কোন স্থানে যাহার সালাতের সময় হইয়া যায় সে যেন সালাত সেখানে আদায় করিয়া নেয়।

আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হইয়াছে, যাহা আমার পূর্বে কাহারও জন্য হালাল করা হয় নাই। আমাকে সুপারিশ করিবার মর্যাদা দান করা হইয়াছে। আমার পূর্বে কোন নবী কেবল তাহার কওমের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে, কিন্তু আমাকে সারা মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত ঃ بُعِثْتُ اِلَى الْاَسْوَدِ وَالْاَحْمَرِ আমাকে লাল-কালো সকলের নিকট নবী হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, মানুষ ও জিন উভয় জাতির প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আরব ও আজম এর প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে। তবে উভয় ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধ।

কাফিররা যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে সেই বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

তাহারা বলে, এই ওয়াদা কবে পালিত হইবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বলিয়া দাও। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ۔

অর্থাৎ যাহারা কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না তাহারা তো উহার জন্য ব্যস্ত হইতেছে। আর যাহারা উহার প্রতি বিশ্বাস করে তাহারা উহা হইতে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং উহাকে সত্য বলিয়াই জানে। অতঃপর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمٍ لَّاتَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَاتَسْتَقْدِمُوْنَ۔

বল, তোমাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন রহিয়াছে উহা হইতে তোমরা এক মুহূর্ত পরেও হাঁটিতে পারিবে না আর এক মুহূর্ত পূর্বেও আসিতে পারিবে না। উহার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় হ্রাসও পাইবে না আর বৃদ্ধিও পাইবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَايُؤَخَّرُ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট সময় যখন সমাগত হইবে তখন উহা পশ্চাতে হটাইয়া দেওয়া হইবে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ يَوْمَ يَاْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ۔

একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই আমি কিয়ামতকে বিলম্বিত করিব। যেই দিনে তাহারা অনুমতি ব্যতীত কেহই কথা বলিতে পারিবে না। তাহাদের মধ্যে কেহ হইবে ভাগ্যবান আর কেহ হইবে হতভাগা।

(٣١) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِىْ بَيْنَ
يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ
اِلٰى بَعْضِ ۨالْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا
لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ○

(٣٢) قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ
عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ○

(٣٣) وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ
وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ۚ وَ اَسَرُّوا
النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِىْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৩১. কাফিরগণ বলে, আমরা এই কুরআনে কখনও বিশ্বাস করিব না; ইহার পূর্ববর্তী কিতাব সমূহেও নহে। হায়! যদি তুমি দেখিতে যালিমদিগকে যখন তাহাদিগের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে তখন উহারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করিতে থাকিবে। যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহারা ক্ষমতাদর্পীদিগকে বলিবে, তোমরা না থাকিলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হইতাম।

৩২. যাহারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তাহারা যাহাদিগকে দুর্বল মনে করিত তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদিগের নিকট সৎপথের দিশা আসিবার পর আমরা কি তোমাদিগকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম? বস্তুত তোমরাইতো ছিলে অপরাধী।

৩৩. যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহারা ক্ষমতাদর্পীদিগকে বলিবে প্রকৃত পক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে। আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলে যেন আমরা আল্লাহ্‌কে অমান্য করি এবং তাঁহার শরীক করি। যখন

**তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা অনুতাপ গোপন রাখিবে এবং আমি কাফিরদিগকে গলদেশে শৃঙ্খল পরাইব। উহাদিগকে উহারা যাহা করিত তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।**

**তাফসীর ঃ** কাফিরদের পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান না আনিবার উপর জিদ ও হঠকারিতা এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিবার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلاَ بِالَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ কাফিররা বলে, আমরাতো কুরআনের প্রতিও ঈমান আনিব না আর ইহার পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করিব না। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধমক প্রদান করিয়া ও তাহাদের লাঞ্ছনাজনক অবস্থার উল্লেখ করিয়া বলেন يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا তাহাদের একে অন্যের প্রতি অভিযোগ করিবে। যাহারা দুর্বল তাহারা বলিবে لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا তাহাদের বড়দিগকে لَوْ لاَ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ তোমরা না হইলে অবশ্যই আমরা ঈমান আনিতাম। অর্থাৎ তোমরা যদি আমাদিগকে বাধা প্রদান না করিতে তবে আমরা রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনিতাম, তাহাদের অনুসরণ করিতাম। তখন তাহাদের নেতাগণ বলিবে اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ তোমাদের কাছে হিদায়েত সমাগত হইবার পর কি আমরা তোমাদিগকে উহা গ্রহণ করিতে বাধা দিয়াছিলাম? অর্থাৎ আমরা তো কেবল তোমাদিগকে আমাদের প্রতি আহ্বান করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই আমাদের অনুসরণ করিয়াছিলে। অথচ, সত্যের জন্য তোমাদের কাছে যেসব দলীল প্রমাণ সমাগত হইয়াছিল, তোমাদের প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া তোমরা উহার বিরোধিতা করিয়াছিলে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে। وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ দুর্বল অনুসারী বড়দিগকে বলিবে, তোমরা আমাদের সহিত দিবারাত্র ধোঁকাবাজী করিতে, আমাদিগকে আশা দিতে যে, আমরা সঠিক পথের অধিকারী। আমাদের আকীদা ও কার্যকলাপ সঠিক; অথচ সবই বাতিল ও মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। কাতাদাহ ও ইব্ন যায়েদ (র) বলেন مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ এর অর্থ হইল مَكْرٌ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ অর্থাৎ দিবাকালে ও রাত্রিকালে তোমাদের ধোঁকাবাজী। মালিক, যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

اِذْ تَاْمُرُوْنَنَا اَنْ نَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا যখন তোমরা আমাদিগকে কুফর করিতে ও তাহার অংশীদার নির্ধারণ করিতে হুকুম করিতে। وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ আর তাহারা অর্থাৎ দুর্বলদের সর্দারগণ যখন শাস্তি দেখিত তখন তাহারা মনে মনে তাহাদের বিগত অপরাধের কারণে লজ্জিত হইবে।

Contents



وَجَعَلْنَا الْاَغْلَالَ فِىْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর কাফিরদের স্কন্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিব। অর্থাৎ তাহাদের হাত তাহাদের গলার সহিত মিলাইয়া শিকল দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاَّ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাহাদের কৃতকর্মের তাহাদিগকে বিনিময় দেওয়া হইবে। অর্থাৎ তাহারা যেমন কাজ করিবে উহারই ফল তাহাদিগকে দান করা হইবে। যাহারা গুমরাহ করিবে তাহাদিগকেও তাহাদের কৃতকর্মের ফল দেওয়া হইবে এবং যাহারা তাহাদের অনুসরণ করিবে তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের ফল দেওয়া হইবে। সকলকেই তাহাদের কৃতকর্মের দরুণ পূর্ণ শাস্তি দেওয়া হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَّا سِيْقَ اِلَيْهَا اَهْلُهَا تَلَقَّاهُمْ لَهَبُهَا ثُمَّ لَقَحَتْهُمْ لَفْحَةً فَلَمْ يَبْقَ لَحْمٌ اِلاَّ سَقَطَ عَلَى الْعُرْقُوْبِ-

জাহান্নামে যখন জাহান্নামের অধিবাসীদিগকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে তখন উহার প্রকাণ্ড কুণ্ডলী তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। ফলে তাহাদের শরীরের মাংস খসিয়া তাহাদের পায়ের উপর পড়িবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... হাসান ইব্ন ইয়াহয়া আবুল খুশানী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহান্নামের প্রতি কয়েদখানায়, প্রতি গর্তে ও প্রতি শিকলে সেই ব্যক্তির নাম লিখিত রহিয়াছে, যাহাকে ইহাতে আবদ্ধ করা হইবে। হযরত সুলায়মান দারানী (র)-এর সম্মুখে ইহা বলা হইল, তখন তিনি অনেক ক্রন্দন করিলেন এবং বলিলেন, হায়, হায়। তখন সেই ব্যক্তির কি অবস্থা হইবে, যাহাকে এই সকল শাস্তি দেওয়া হইবে। পায়ে শৃঙ্খল হইবে, হাতে হাতকড়ি হইবে গলায় তাওক হইবে এবং অবশেষে জাহান্নামে তাহাকে নিক্ষেপ করা হইবে। হে আল্লাহ্! আপনি আমাদিগকে নিরাপদ রাখুন।

(٣٤) وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

(٣٥) وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ○

(٣٦) قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(৩৭) وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰۤى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰۤئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ○

(৩৮) وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِىْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰۤئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ○

(৩৯) قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

৩৪. যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি উহার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলিয়াছে, "তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখান করি"।

৩৫. উহারা আরও বলিত, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধিশালী; সুতরাং আমাদিগকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হইবে না।

৩৬. বল, আমার প্রতিপালক যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার রিয্ক বর্ধিত করেন অথবা ইহাকে সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা জানে না।

৩৭. তোমাদিগের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নহে যাহা তোমাদিগকে আমার নিকটবর্তী করিয়া দিবে। তবে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা তাহাদিগের কর্মের জন্য পাইবে বহুগুণ পুরস্কার। আর তাহারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকিবে।

৩৮. যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিবে তাহারা শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

৩৯. আমার প্রতিপালক তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার রিয্ক বর্ধিত করেন অথবা উহা সীমিত করেন। তোমরা যাহাকিছু ব্যয় করিবে, তিনি উহার প্রতিদান দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে তাঁহার নবী (সা)-কে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে তাহার পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসরণ করিবার নির্দেশ দান

করিয়াছেন যে, তাহার পূর্বে এমন কোন নবী অতীত হন নাই, যাহাকে তাহার জনপদের অবাধ্য লোকেরা মিথ্যাবাদী বলে নাই ও অস্বীকার করে নাই। তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে কেবল দুর্বল লোকেরা। যেমন হযরত নূহ (আ)-কে তাহার কওম বলিয়াছিল اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনিতে পারি ? অথচ নীচু লোকেরা তোমার অনুসরণ করিয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ الاَّ الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّأْىِ আমরা তো দেখিতেছি যে, কেবল যাহারা নিকৃষ্টধরনের লোক তাহারাই তোমার অনুসরণ করিয়াছে। হযরত সালিহ (আ)-এর কওম এর সরদারগণ তাহাদের দুর্বলদিগকে বলিল ঃ

اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا بِالَّذِىْ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كَافِرُوْنَ۔

তোমরা কি ইহা জান যে, সালিহ তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত? তাহারা বলিল, যে বস্তুসহ তাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে আমরা উহার প্রতি বিশ্বাসী। অবাধ্য অহংকারীরা বলিল, তোমরা যাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছ, আমরা উহা বিশ্বাস করি না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْا اَهٰؤُلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ۔

আর এমনিভাবেই আমি কতেককে কতেক লোক দ্বারা ফিৎনায় নিক্ষেপ করি। যেন তাহারা বলে, ইহারাই কি আমাদের মধ্য হইতে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত। যাহারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ্ কি তাহাদিগকে খুব জানেন না ?

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ۔

আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে উহার বড় বড় অপরাধীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি যেন উহাতে তাহারা ষড়যন্ত্র করে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا اَرَدْ نَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيْرًا ۔

যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করি তখন উহার অবাধ্য লোকদিগকে কিছু হুকুম করি, তাহারা উহা অমান্য করে। কথা সত্য প্রমাণিত হয় এবং আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করাইয়া দেই। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيْرٍ যে কোন জনপদে আমি কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি অর্থাৎ

নবী ও রাসূল প্রেরণ করিয়াছি اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا উহার অবাধ্য লোকেরা অর্থাৎ যাহারা ধনসম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী ছিল তাহারা বলিয়াছে। কাতাদাহ (র) বলেন مُتْرَفُوْهَا অর্থ, মন্দ ও খারাপ কাজে নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিবর্গ। اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كَافِرُوْنَ যেই বস্তুসহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ আমরা উহা মানি না। উহার আমরা অনুসরণ করি না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা আবূ রযীন হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুইজন শরীক ব্যক্তির একজন নদীর তীরে গিয়া অবস্থান করিল এবং অপরজন পূর্বের স্থানেই রহিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রেরিত হইবার পর একবার সে তাহার সংগীর নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া জানিতে চাহিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বর্তমান অবস্থা কি? সে তাহাকে জানাইল, সমাজের নীচু লোকেরাই তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে। কুরাইশদের কেহই তাহার অনুসরণ করে নাই। রাবী বলেন, অত:পর এই লোকটি তাহার ব্যবসা ছাড়িয়া তাহার সঙ্গীর নিকট গমন করিল এবং তাহার নিকট পৌঁছবার পথ জানিয়া সোজা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইল। লোকটি পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ কিছু পাঠ করিতে পারিত। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কিসের প্রতি আহ্বান করেন? তিনি বলিলেন ادعو الى كذا وكذا। আমি অমুক অমুক বিষয়ের প্রতি আহ্বান করি। তখন সে বলিল, আমি সাক্ষ্য দেই, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। রাসূলুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা তুমি কিভাবে জানিতে পারিলে? সে বলিল, পূর্বে সকল নবীগণের কেবল নীচু লোকেরাই অনুসরণ করিয়াছিল। রাবী বলেন, ইহার পর এই আয়াত নাযিল হইল।

وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كَافِرُوْنَ

রাবী বলেন, এই আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই লোকটিকে জানাইয়া দিলেন, তুমি যাহা বলিয়াছ, আল্লাহ্ তা'আলা উহার সমর্থনে আয়াত নাযিল করিয়াছেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াস হযরত আবূ সুফিয়ান (রা)-কে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন উহার একটি ইহাও ছিল, দুর্বল নীচু লোকেরা তাহার (রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর) অনুসরণ করিতেছ, নাকি, সম্ভ্রান্ত লোকেরা? তখন হযরত আবূ সুফিয়ান বলিয়াছিলেন, দুর্বল নীচু লোকেরা। তাহার এই জবাবে হিরাক্লিয়াস বলিয়াছিলেন, রাসূলগণের অনুসারীগণ সাধারণত এই দুর্বল লোকজনই হইয়া থাকেন।

قَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالاً وَّاَوْلاَدًاوَّ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ-

তাহারা বলিল, আমরাইতো অধিক ধনসম্পদ ও অধিক সন্তান-সন্ততির অধিকারী। বস্তুত কাফিররা এই কথা বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিয়াছিল। তাহাদের ধারণা ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ভালবাসেন বলিয়াই তো তাহাদিগকে অধিক ধনসম্পদ ও সন্তান

সন্ততির অধিকারী করিয়াছেন। আর পৃথিবীতে যখন তিনি ভালবাসিয়াই তাহাদিগকে এই সব ধনসম্পদ ও জনশক্তির অধিকারী করিয়াছেন, অতএব পরকালে তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারেন না। ইহা সম্ভব নহে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ بَلْ لاَ يَشْعُرُوْنَ-

তাহারা কি ধারণা করিয়াছে যে, অধিক ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমি তাহাদিগকে দান করিয়াছি ইহা তাহাদের দ্রুত কল্যাণের জন্য করিয়াছি? ইহা ঠিক নহে। বরং তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلاَ تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ-

তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে প্ররোচিত না করে। আল্লাহ্ তা'আলা তো তাহাদিগকে পৃথিবীতে শাস্তি দিতে চাহেন। আর মৃত্যু পর্যন্ত তাহারা কাফিরই থাকিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوْدًا وَبَنِيْنَ شُهُوْدًا وَّمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيْدًا ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ كَلاَّ اِنَّهُ كَانَ لِاٰيَاتِنَا عَنِيْدًا سَاُرْهِقُهُ صَعُوْدًا -

তুমি আমাকে ও তাহাকে ছাড়িয়া দাও যাহাকে আমি একা সৃষ্টি করিয়াছি। প্রচুর ধন সম্পদ দিয়াছি। সর্ব সময় কাছে থাকিবার জন্য পুত্র সন্তান দান করিয়াছি। সর্ব রকম সরঞ্জাম প্রাচুর্য দান করিয়াছি। তবুও সে অধিক পাওয়ার লোভ করে। কখনও নহে। সে তো আমার আয়াত সমূহের শত্রু আমি তাহাকে শীঘ্রই দোযখের পাহাড়ে আরোহিত করিব।

আল্লাহ্ তা'আলা দুই বাগানের মালিকের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, যে ধনসম্পদ প্রাচুর্যের অধিকারী ছিল। বাগান ছিল ফুলে ফুলে পরিপূর্ণ। কিন্তু পৃথিবীতেই তাহা সব কিছু কাড়িয়া লওয়া হইল। এবং সে রিক্ত হস্ত হইয়া পড়িল এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ তুমি বল, আমার প্রতিপালক যাহার জন্য ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা সংকুচিত করেন। অর্থাৎ তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দান করেন, যাহাকে ভালবাসেন তাহাকেও দান করেন আর যাহাকে ভালবাসেন না তাহাকেও দান করেন। ফলে কেহ দরিদ্র হয় আর কেহ হয় ধনী।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোক জানেনা, বুঝে না।

وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমার কাছে তোমাদিগের নৈকট্য লাভে সহায়তা করিবে না। এই সকল বস্তু তোমাদিগকে আমার ভালবাসার কোন প্রমাণ নহে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, কাসীর (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَ اَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ-

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আকৃতি ও ধনসম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরসমূহ ও আমলসমুহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। ইমাম মুসলিম ও ইব্ন মাজাহ (র) কাসীর ইব্ন হিশাম এর মাধ্যমে জা'ফর ইব্ন বুরকান (র) হইতে অত্রসূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। এখানেও ইরশাদ হইয়াছে, اِلاَّ مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا অর্থাৎ আমার কাছে কেবল ঈমান ও আমলে সালিহ দ্বারা তোমরা আমার নৈকট্য লাভ করিতে পার।

فَاُوْلٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের আমলের দ্বিগুণ বিনিময়। অর্থাৎ তাহাদের নেক আমলের বিনিময় দশ গুণ হইতে সাতশত গুণ অধিক দান করা হইবে

وَهُمْ فِى الْغُرُفَاتِ اٰمِنُوْنَ আর তাহারা বেহেশতের কক্ষ সমূহে নিরাপদে অবস্থান করিবে। অর্থাৎ বেহেশতের সুউচ্চ কক্ষ সমূহে সর্বপ্রকার অকল্যাণ ও ভয়-ভীতি হইতে নিরাপদে বসবাস করিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ও হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ان فى الجنة لغرفات ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها বেহেশতে এমন কক্ষ রহিয়াছে যে, তাহার অভ্যন্তর হইতে বর্হিভাগ দেখা যাইবে এবং বর্হিভাগ হইতে অভ্যন্তর দেখা যাইবে। তখন একজন গ্রাম্য লোক জিজ্ঞাসা করিল, কে ইহার অধিকারী হইবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

لِمَنْ طَيَّبَ الْكَلَامَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَاَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلّٰى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ-

যে ব্যক্তি উত্তম কথা বলে, অন্ন দান করে, সর্বদা সিয়াম রাখে এবং রাত্রিকালে মানুষ যখন সুখ নিদ্রা যাপন করে তখন সে সালাত আদায় করে।

وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا مُعَاجِزِيْنَ আর যাহারা আমার আয়াতসমূহের মুকাবিলায় লিপ্ত থাকে। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র পথ হইতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অনুসরণ হইতে এবং আমার আয়াত সমূহ বিশ্বাস করিতে বিরত রাখে। اُوْلٰئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ তাহাদিগকে আযাবে উপস্থিত করা হইবে। অর্থাৎ তাহাদের

সকলকে আযাবে নিক্ষেপ করিয়া প্রত্যেকের কর্ম অনুপাতে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ তুমি বল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার জন্য ইচ্ছা রিজিক বৃদ্ধি করেন এবং উহা সংকুচিত করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ স্বীয় হিকমত ও প্রজ্ঞা অনুসারে একজনের রিজিক অনেক বৃদ্ধি করেন তাহাকে ধনসম্পদের প্রাচুর্য্য দান করেন এবং একজনকে তিনি সংকুচিত করেন। ইহার মধ্যে যে কি হিকমত ও নিগূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা কেবল তিনিই জানেন, অন্য কেহ জানে না। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلاً

দেখ, আমি কিরূপে কতেককে কতেকের উপর মর্যাদা দান করিয়াছি। এবং পরকাল অবশ্যই বহুগুণ শেষেও অধিক মর্যাদার অধিকারী। অর্থাৎ মানুষ যেমন পৃথিবীতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত একজন অতি দরিদ্র এবং একজন ধনী ও প্রাচুর্যের অধিকারী। অনুরূপভাবে পরকালেও তাহারা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইবে। কিছু লোক বেহেশতের উচ্চ স্তরে আসীন হইবে আর কিছু লোক দোযখের নিম্নস্তরে নিক্ষিপ্ত হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ ـ

সেই ব্যক্তি সাফল্যের অধিকারী যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহাকে প্রয়োজন মুতাবিক রিজিক দেওয়া হইয়াছে। আর আল্লাহ্ তাহাকে যাহা দান করিয়াছেন উহার মাধ্যমে তাহাকে সন্তুষ্টও করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম হাদীসখানা হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ আর তোমরা যে বস্তুই ব্যয় করিবে আল্লাহ্ উহার বিনিময় দান করিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক ও তাহার অনুমতি সাপেক্ষে যখন তোমরা কোন বস্তু ব্যয় করিবে আল্লাহ্ উহার বিনিময় দান করিবেন। পৃথিবীতেও উহার পরিবর্তে দান করিবেন এবং পরকালেও উহার বিনিময় দান করিবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ তুমি অন্যের জন্য ব্যয় কর তোমার উপরও ব্যয় করা হইবে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত ঃ

اِنَّ مَلَكَيْنِ يَصِيْحَانِ كُلَّ يَوْمٍ يَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا

অর্থাৎ প্রতি দিন প্রত্যূষে দুইজন ফেরেশতার একজন বলে, হে আল্লাহ্! কৃপণের মাল ধ্বংস করুন এবং অপরজন বলে, হে আল্লাহ্! দাতার দানের বিনিময় দান করুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ اَنْفِقْ بِلاَلاً وَلاَ تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ اِقْلاَلاً হে বিলাল! খরচ কর, আরশের অধিপতি হইতে দারিদ্র্যের ভয় করিও না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... হযরত হুযায়ফা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছে ঃ

اَلاَ اِنَّ بَعْدَ زَمَانِكُمْ هٰذَا زَمَانٌ عَضُوْضٌ يَعُضُّ الْمُوْسِرُ عَلٰى مَا فِيْ يَدِهِ حَذْرَ الْاِنْفَاقِ

মনে রাখিও, তোমাদের পরে এমন একটি যুগ আসিতেছে, যাহা হইবে দাঁত দ্বারা কর্তনকারী। ধনীব্যক্তি মাল খরচ হইবার ভয়ে দাঁত দ্বারা তাহার মাল চাপিয়া ধরিবে। অর্থাৎ কৃপণতা অবলম্বন করিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ তোমরা যে বস্তুই খরচ করিবে আল্লাহ্ উহার বিনিময় দান করিবেন। তিনি উত্তম রিজিকদাতা।

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) বলেন, রাওহ ইব্ন হাতিম (র) ... হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মনে রাখিও, তোমাদের পরে দাঁত দ্বারা কর্তনকারী একটি যুগ আসিবে। তখন ধনী ব্যক্তি খরচের ভয়ে তাহার মাল দাঁত দ্বারা চাপিয়া ধরিবে অর্থাৎ কৃপণতা অবলম্বন করিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপরুল্লেখিত আয়াত পাঠ করিলেন।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত ঃ

شِرَارُ النَّاسِ يُبَايِعُوْنَ كُلَّ مُضْطَرٍ اَلاَ اِنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّيْنَ حَرَامٌ اَلاَ اِنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّيْنَ حَرَامٌ اَلْمُسْلِمُ اَخُوْا الْمُسْلِمِ لاَيَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذِلُهُ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَعْرُوْفٌ فَعُدْبِهِ عَلٰى اَخِيْكَ وَاِلاَّ فَلاَ تَزِدْهُ هَلاَكًا اِلٰى هَلاَكِهِ-

তাহারা হইল নিকৃষ্ট লোক, যাহারা অসহায় লোকদের জিনিসপত্র অল্পমূল্যে ক্রয় করে। মনে রাখিবে অসহায় লোকদের জিনিসপত্র অল্পমূল্যে ক্রয় করা হারাম। অসহায় লোকদের জিনিসপত্র অল্পমূল্যে ক্রয় করা হারাম। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। সে না তো তাহার প্রতি যুলুম করে আর না তাহাকে অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দেয়। যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার কর নচেৎ তাহার ধ্বংসে বৃদ্ধি করিবে না। অত্র সুত্রে হাদীসখানা গরীব। ইহার সূত্র দুর্বল। ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র) আবূ ইউনূস হাসান ইব্ন ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, তোমরা কেহ এই আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করিবে না। মাল খরচ করিবার বেলায় তোমরা মধ্যপথ অবলম্বন করিবে। রিজিক বণ্টিত।

(٤٠) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ○

(٤١) قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ○

(٤٢) فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ○

৪০. যেদিন তিনি সকলকে একত্র করিবেন এবং ফেরেশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহারা কি তোমাদিগেরই পূজা করিত ?

৪১. ফেরেশতারা বলিবে, তুমি পবিত্র মহান, আমাদিগের সম্পর্ক তোমারই সহিত, উহাদিগের সহিত নহে। উহারা তো পূজা করিত জিন্নদিগের এবং উহাদিগের অধিকাংশই ছিল উহাদিগের প্রতি বিশ্বাসী।

৪২. আজ তোমাদিগের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করিবার ক্ষমতা নাই। যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে বলিব, তোমরা যে অগ্নিশাস্তি অস্বীকার করিতে তাহা আস্বাদন কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি কিয়ামত দিবসে মুশরিকদিগকে লাঞ্ছিত করিবার উদ্দেশ্যে সকল মাখলুকের সম্মুখে ফেরেশতার নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন। মুশরিকরা ফেরেশতাগণের মূর্তি তৈয়ার করিয়া এই ধারণা করিয়া তাহাদের পূজা করিত যে, তাহারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করিতে সাহায্য করিবেন। আল্লাহ্ ফেরেশতাগণকে কিয়ামত দিবসে জিজ্ঞাসা করিবেন ঃ أَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ইহারা কি তোমাদের উপাসনা করিত? অর্থাৎ তোমরা কি ইহাদিগকে তোমাদের পূজা করিতে হুকুম করিয়াছিলে? যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ তোমরাই কি আমার এই বান্দাদিগকে গুমরাহ করিয়াছিলে, নাকি তাহারা নিজেরাই গুমরাহ হইয়াছিল? হযরত ঈসা (আ)-কেও কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপ প্রশ্ন করিবেন।

اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِى وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَايَكُوْنُ لِى اَنْ اَقُوْلَ مَالَيْسَ لِى بِحَقٍّ-

তুমি কি মানুষকে ইহা বলিয়াছিলে, তোমরা আমাকে ও আমার আম্মাকে ইলাহ বানাইয়া লও। সে বলিবে, সুবহানাল্লাহ। এমন কথা আমি কিছুতেই বলিতে পারি না, যাহার অধিকার আমার নাই। কিয়ামত দিবসে ফেরেশতাগণকেও যখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রশ্ন করিবে তখন তাহারাও বলিবে, সুবহানাল্লাহ, অর্থাৎ আপনি সর্ব প্রকার শরীক হইতে পবিত্র।

اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ আপনিই তো আমাদের তত্ত্বাবধায়ক, তাহারা নহে। আর আমরা আপনার গোলাম ও দাস। উহাদের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই।

بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ তাহারা জিন্ন এর উপাসনা করিত। অর্থাৎ শয়তানের কথা পালন করিত। শয়তানদলই প্রতিমা পূজা করিবার কাজ তাহাদের জন্য সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছিল ও উহাদিগকে গুমরাহ করিয়াছিল।

اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُوْنَ আর উহাদের অধিকাংশই তাহাদের প্রতি বিশ্বাস করিত। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلاَّ اِنَاثًا وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيْدًا لَّعَنَهُ اللّٰهُ-

ইহারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া কেবল স্ত্রীলোকের উপাসনা করিত আর অবাধ্য শয়তানের আনুগত্য করিত। তাহার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত।

فَالْيَوْمَ لاَيَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا-

আজ তোমাদের কেহই কাহারও উপকার-অপকার করিতে সক্ষম হইবে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শরীক মানিয়া যেই সকল প্রতিমার তোমরা উপাসনা করিবে এবং বিপদের সময় যাহাদের উপাসনাকে তোমরা মুক্তির সনদ হিসাবে ধারণা করিয়াছিলে আজ তাহারা তোমাদের কোন উপকার করিবে না আর কোন ক্ষতি করিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই।

وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا আর যালিমদিগকে আমি বলিব অর্থাৎ মুশরিকদিগকে বলিব।

ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ দোযখের শাস্তি তোমরা ভোগ কর যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে। তাহাদিগকে ধমক প্রদানের উদ্দেশে ইহা বলা হইবে।

(٤٣) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ۗ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

(٤٤) وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ۗ ○

(٤٥) وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۧ ○

৪৩. ইহাদিগের নিকট যখন আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন উহারা বলে, তোমাদিগের পূর্ব পুরুষ যাহার ইবাদত করিত এই ব্যক্তি-ই তো তাহার ইবাদতে তোমাদিগকে বাধা দিতে চাহে। উহারা আরও বলে, ইহা তো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নহে এবং কাফিরদের নিকট যখন সত্য আসে তখন উহারা বলে, ইহা তো এক সুস্পষ্ট যাদু।

৪৪. আমি তাহাদিগকে পূর্বে কোন কিতাব দিই নাই যাহা উহারা অধ্যয়ন করিত এবং তোমার পূর্বে উহাদিগের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করি নাই।

৪৫. উহাদিগের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। উহাদিগকে আমি যাহা দিয়াছিলাম ইহারা তাহার এক দশমাংশও পায় নাই। তবুও উহারা আমার রাসূলদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। ফলে কত ভয়ংকর হইয়াছিল আমার শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, কাফিররা কঠিন ও লাঞ্ছনাজনক শাস্তির যোগ্য। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে যখন তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ শ্রবণ করে তখন তাহারা বলে ঃ مَا هٰذَا اِلاَّ رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاءُ كُمْ এই ব্যক্তি কেবল তোমাদের পূর্বপুরুষগণের উপাস্য হইতে তোমাদিগকে ঠেকাইতে চায়। এই বাক্যের উদ্দেশ্য হইল, তাহাদের পূর্ব পুরুষগণের দ্বীন সত্য আর তাহাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল যে দ্বীন পেশ করিয়াছেন উহা মিথ্যা। তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ।

وَقَالُوْا مَاهٰذَا اِلاَّ اِفْكٌ مُّفْتَرًى তাহারা বলে, ইহা কেবল একটি মিথ্যা রচনা। অর্থাৎ কুরআন একটি মিথ্যা রচনা।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ اِنْ هٰذَا اِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে উহা তাহাদের নিকট সমাগত হইবার পর তাহারা বলে, ইহা তো স্পষ্ট যাদু। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اٰتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ -

অর্থাৎ আমি তো মক্কার কাফিরদিগকে তোমার পূর্বে এমন কোন কিতাব দান করি নাই যাহা তাহারা পাঠ করে আর তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী নবীও তাহাদের নিকট প্রেরণ করি নাই। অথচ আকাংখা করিয়া তাহারা বলিত আমাদের কাছে কোন সতর্ককারী আগমন করিলে কিংবা আল্লাহ্‌র কিতাব অবতীর্ণ হইলে আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক হেদায়েত গ্রহণ করিব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন তখন তাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে অস্বীকার করিল ও তাহার প্রতি শত্রুতা করিল।

وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ আর তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও সত্যকে অস্বীকার করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণও সত্যকে অস্বীকার করিয়াছির্ল।

وَمَابَلَغُوْا مِعْشَارَ مَااٰتَيْنَاهُمْ অথচ ইহারা উহার দশমাংশেও পৌঁছাইতে পারে নাই যাহা আমি তাহাদিগকে দান করিয়াছিলাম। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, পূর্ববর্তী উম্মতকে পৃথিবীতে যে শক্তি আল্লাহ্ দান করিয়াছিলেন, মক্কার কাফিররা উহার দশমাংশেও পৌঁছাইতে পারে নাই। কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيْمَا اِنْ مَّكَّنَّاكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَاَبْصَارًا وَاَفْئِدَةً فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ اَبْصَارُهُمْ وَلاَ اَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ - اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً -

আমি তাহাদিগকে এমন শক্তি দান করিয়াছিলাম যাহা তোমাদিগকে দান করি নাই আমি তাহাদের জন্য কর্ণ চক্ষু ও অন্তর দিয়াছিলাম কিন্তু তাহাদের কর্ণ চক্ষু ও অন্তর কোন কাজে আসিল না। কারণ তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করিত এবং

যাহা লইয়া তাহারা বিদ্রূপ করিত উহা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। উহারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করে না তাহা হইলে উহারা তাহাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা দেখিতে পারিত। তাহারা তো ইহাদের তুলনায় সংখ্যায় বেশি এবং অধিক শক্তিশালী ছিল। কিন্তু তাহাদের শক্তি ও সংখ্যা আল্লাহ্র শাস্তি দূর করিতে সক্ষম হয় নাই। বরং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَكَذَّبُوْا رُسُلِىْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ তাহারা আমার রাসূলগণকে অমান্য করিল, ফলে আমার শাস্তি কেমন দাড়াইল? অর্থাৎ আমার রাসূলগণকে অস্বীকার করিবার কারণেই ইহার শাস্তি ও প্রতিশোধ কত ভয়ানক হইল।

(٤٦) قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ○

৪৬. বল, আমি তোমাদিগকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিতেছি ঃ তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে দুই-দুইজন অথবা এক একজন করিয়া দাঁড়াও। অত:পর তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ তোমাদিগের সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নহে। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদিগের সতর্ককারী মাত্র।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা) তোমাকে যাহারা মানসিক বিকারগ্রস্ত মনে করে সেই সকল কাফিরদিগকে বল ঃ اِنَّمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ আমি তোমাদিগকে একটি উপদেশ দিতেছি আর তাহা হইল اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ তোমরা তোমাদের হঠকারিতা ছাড়িয়া কিছুক্ষণের জন্য পূর্ণ ইখলাসের সহিত দাঁড়াইয়া চিন্তা কর এবং একে অন্যকে জিজ্ঞাসা কর, আসলেই কি মুহাম্মদ (সা) মানসিক বিকারগ্রস্ত। প্রত্যেকেই এই বিষয় সম্পর্কে একাকী চিন্তা করিবে এবং একা চিন্তা করিয়া বুঝে না আসিলে অন্যকেও জিজ্ঞাসা করিবে। এইভাবে তোমরা চিন্তা করিলে ইহা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, তোমাদের এই সঙ্গী কোন মানসিক বিকারগ্রস্ত নহে। মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, সুদ্দী, কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

কোন কোন তাফসীরকার এখানে مَثْنٰى وَفُرَادٰى দ্বারা একাকী ও জামাতসহ সালাত পড়া বুঝাইয়াছেন। ইহার সমর্থনে তাহারা এই হাদীসটি পেশ করেন। ইব্ন

আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... হযরত আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

أُعْطِيْتُ ثَلاَثًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِىْ وَلاَ فَخْرَ اُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحِلَّ قَبْلِى كَانُوْا قَبْلِىْ يَجْمَعُوْنَ غَنَاءِ مَهُمْ فَحِرٌ قُوْنَهَا وَبُعِثْتُ اِلٰى كُلِّ اَحْمَرَ وَاَسْوَدَ وَكَانَ كُلُّ نَبِىٍّ يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهٖ خَاصَّةً وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَّطَهُوْرًا اَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيْدِ وَاُصَلِّىْ فِيْهَا حَيْثُ اَدْرَكَتْنِى الصَّلٰوةُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى (اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى) وَاُعِنْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ بَيْنَ يَدَىَّ -

আমাকে তিনটি বিশেষ মর্যাদা দান করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। তবে ইহাতে আমার কোন গর্ব নাই। ইহা আল্লাহ্র দান। গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে। আমার পূর্বে ইহা কাহারো জন্য হালাল করা হয় নাই। পূর্ববর্তী উম্মতগণ গনীমতের মাল একত্রিত করিয়া জ্বালাইয়া দিত। আমি লাল কালো সকল প্রকার লোকের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। অথচ আমার পূর্বে কোন নবী কেবল তাহার আপন কাওমের নিকট প্রেরিত হইত। যমীনকে আমার জন্য সালাতের স্থান ও পবিত্রতা লাভের উপায় করা হইয়াছে। পবিত্র মাটি দ্বারা আমি তাইয়াম্মুম করিতে পারি এবং যেখানেই সালাতের সময় হইবে উহার উপর সালাত পড়িতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্র সম্মুখে তোমরা দুই দুইজন ও এক একজন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া যাও। এক মাসের পথ পর্যন্ত আমার ভয় বিস্তার করিয়া আমার সাহায্য করা হইয়াছে। তবে এই হাদীসের সূত্র দুর্বল। আয়াতে বিদ্যমান مَثْنٰى ও فُرَادٰى দ্বারা "সালাতের মধ্যে দুই দুইজন করিয়া একা একা দণ্ডায়মান হওয়া" এর অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নহে। সম্ভবত: হাদীসের মধ্যে আয়াতাংশটুকুর উল্লেখ কোন রাবীর পক্ষ হইতে করা হইয়াছে। অবশ্য আয়াতাংশ ব্যতীত মূল হাদীসটি হাদীসের সহীহ গ্রন্থসমূহে ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত আছে।

اِنْ هُوَ اِلاَّ نَذِيْرٌلَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ সে তো কেবল এক আসন্ন কঠিন শাস্তির পূর্বে তোমাদের জন্য সতর্ককারী। ইমাম বুখারী (র) ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন يَاصَبَاحَاهُ হে প্রত্যূষ! তাহার এই চিৎকার শুনিয়া কুরাইশগণ একত্রিত হইল এবং তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে? তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা, যদি আমি তোমাদিগকে বলি, এই পাহাড়ের পশ্চাদ্ভাগ হইতে সকালে কিংবা বিকালে শত্রুর আগমনের সংবাদ দেই তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করিবে কি? তাহারা বলিল অবশ্যই! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এক কঠিন শাস্তির জন্য

সতর্ক করিতেছি। ইহা শুনিয়া আবূ লাহাব বলিয়া উঠিল تَبًّالَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ সারা দিন তোমার জন্য ধ্বংস হউক, আমাদিগকে কি তুমি এইজন্যই একত্রিত করিয়াছ? ইহার পর অবতীর্ণ হইল ঃ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ

পূর্বেই وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ এর তাফসীর প্রসংগে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ নুআইম (র) বুরায়দাহ (র) হইতে তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট বাহির হইয়া তিনবার উচ্চস্বরে বলিলেন, হে লোক সকল! তোমরা আমার তোমাদের উপাসনা কি উহা জান কি? তাহারা বলিল, আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমার ও তোমাদের উপাসনা হইল সেই সকল লোকদের ন্যায়, যাহারা শত্রু হইতে ভীত। তাহারা শত্রুর খোঁজ লইবার জন্য এক ব্যক্তি প্রেরণ করিল; অতঃপর সে শত্রুর সন্ধানে বাহির হইয়া আক্রমণ করিবার জন্য শত্রুকে প্রস্তুত পাইল এবং তাহার কাওমকে সংবাদ দেওয়ার জন্য ফিরিল; কিন্তু সে এই আশংকায় যে তাহার কাওমকে সংবাদ পৌঁছাইবার পূর্বেই শত্রু তাহাদের উপর আক্রমণ করিয়া বসিবে, সে তাহার কাপড় নাড়িয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিল যে, হে লোক সকল। তোমরা সাবধান হইয়া যাও, শত্রু তোমাদের সন্নিকটে উপস্থিত। এই সতর্কবাণী সে তিন বার উচ্চারণ করিল। এই সূত্রে বর্ণিত بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ جَمِيْعًا اِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُنِىْ - আমি ও কিয়ামত একই সাথে প্রেরিত হইয়াছি, কিয়ামত তো প্রায় আমার পূর্বেই সংঘটিত হইয়া যায় যায় ভাব। হাদীসখানা শুধু ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন।

(٤٧) قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۝

(٤٨) قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝

(٤٩) قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ۝

(٥٠) قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ ۚ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِىْٓ اِلَىَّ رَبِّىْ ۚ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ۝

৪৭. বল, আমি তোমাদিগের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহিয়া থাকিলে উহা তোমাদিগের। আমার পুরস্কার তো আছে আল্লাহ্‌র নিকট এবং তিনি সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা।

৪৮. বল, আমার প্রতিপালক সত্য নিক্ষেপ করেন। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।

৪৯. বল, সত্য আসিয়াছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু করিতে, না পারে পুনরাবৃত্তি করিতে।

৫০. বল, আমি বিভ্রান্ত হইলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তাহা এই জন্য যে, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকটে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদিগকে বলিবার জন্য তাহার রাসূল (সা) নির্দেশ দিয়াছেন। বল, مَاسَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ তোমাদের নিকট আমি কোন বিনিময় চাহিয়া থাকিলে উহা তোমাদের জন্যই রহিল। অর্থাৎ আমি যে তোমাদের প্রতি হীতাকাঙ্ক্ষা করিতেছি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিতেছি এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্র ইবাদত পালন করিতে হুকুম করিতেছি তোমাদের কাছে উহার কোন বিনিময় আমি কামনা করি না اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ আমার বিনিময় তো কেবল আল্লাহ্র কাছে প্রাপ্য। তাহার কাছেই আমি উহা প্রার্থনা করি। وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ তিনি সকল বস্তু সম্পর্কে অবগত রহিয়াছেন। তোমাদের কাছে যে তিনি আমাকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, ইহার যে সংবাদ আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছি এবং তোমরা উহার যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়াছ, উহাও তিনি জানেন।

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ তুমি বল, আমার প্রতিপালক সত্য অবতরণ করেন এবং সমস্ত অদৃশ্য সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

যেমন তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ঃ يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهِ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

আল্লাহ্ তা'আলা জিব্রীল (আ)-কে স্বীয় নির্দেশে আপন বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহার কাছে ইচ্ছা ওহীসহ প্রেরণ করেন। তিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে মহাজ্ঞানের অধিকারী। অতএব আসমান ও যমীনের কিছুই তাহার নিকট গোপন নহে।

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَايُعِيْدُ বল, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সত্য ও শরীয়ত সমাগত হইয়াছে এবং মিথ্যা ও বাতিল দুর্বল হইয়া ধ্বংস হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ

আমি বাতিলের ওপর সত্যকে নাযিল করিয়া উহাকে টুকরা টুকরা করিয়া দেই অবশেষে উহা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের দিনে মসজিদে হারামে প্রবেশ করিয়া প্রতিমাগুলো দেখিতে পাইলেন। তিনি স্বীয় ধনুক দ্বারা ধাক্কা মারিয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং মুখে বলিতে লাগিলেন جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا। সত্য সমাগত হইয়াছে এবং বাতিল নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। আর বাতিল তো নিশ্চিহ্ন হইবারই ছিল। ইমাম বুখারী মুসলিম তিরমিযী, নাসায়ী ও সুফিয়ান

সাওরী (র)-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) বলেন, বাতিল দ্বারা ইবলীসকে বুঝান হইয়াছে। সে না তো প্রথমবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম আর না দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু কথাটি সত্য হইলেও আলোচ্য আয়াতে এই অর্থ উদ্দেশ্য নহে।

قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِىْٓ اِلَىَّ رَبِّىْ

বল, যদি আমি বিভ্রান্ত হই তবে বিভ্রান্তির ক্ষতি আমার নিজের উপর অবতীর্ণ হইবে। আর যদি সঠিক পথে পরিচালিত হই তবে আমার প্রতিপালক যে আমার নিকট ওহী অবতীর্ণ করিয়াছেন উহার কারণেই। অর্থাৎ সর্বপ্রকার কল্যাণ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতারিত এবং তিনি যে ওহী অবতীর্ণ করিয়াছেন উহাতে নিহিত রহিয়াছে। উহা সম্পূর্ণ সত্য, উহার মধ্যেই রহিয়াছে হেদায়েত ও সঠিক পথের দিশা। যে ব্যক্তি বিভ্রান্তির শিকার হইবে উহার ক্ষতি তাহার নিজেকেই ভোগ করিতে হইবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে একবার مُفَوَّضَةً (স্বামীর পক্ষ হইতে আর্পিত তালাকের অধিকারীণী স্ত্রী) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, এই ব্যাপারে আমার নিকট কোন স্পষ্ট দলিল নাই। আমার জ্ঞান দ্বারাই আমি বলিতেছি, যদি সত্য হয় তবে তো ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আর সত্য না হইলে আমার ও শয়তানের পক্ষ হইতে। আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল (সা)-এর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, তাহার বান্দাদের সকল কথা তিনি শ্রবণ করেন। তিনি নিকটবর্তী, তাহার নিকট যে প্রার্থনা করে তিনি তাহার প্রার্থনা কবুল করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ اِنَّكُمْ لاَتَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا اِنَّمَا تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا

তোমরা তো কোন বধীর ও অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ডাক না, যাহাকে তোমরা ডাকিতেছ তিনি শ্রোতা ও নিকটবর্তী সত্তা।

(৫১) وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝

(৫২) وَّقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ۝

(৫৩) وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ۝

(٥٤) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ○

৫১. তুমি যদি দেখিতে যখন উহারা ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়িবে, ইহারা অব্যাহতি পাইবে না এবং ইহারা নিকটস্থ স্থান হইতে ধৃত হইবে।

৫২. এবং উহারা বলিবে, আমরা তাহাকে বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু এত দূরবর্তীস্থান হইতে উহারা নাগাল পাইবে কি রূপে?

৫৩. উহারা তো পূর্বেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। উহারা দূরবর্তী স্থান হইতে অদৃশ্য বিষয়ে বাক্য ছুঁড়িয়া মারিত।

৫৪. ইহাদিগের ও ইহাদিগের বাসনার মধ্যে অন্তরাল করা হইয়াছে, যেমন পূর্বে করা হইয়াছিল ইহাদিগের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। উহারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! কিয়ামতকে অবিশ্বাসকারী এই সকল কাফিরদের অবস্থা যদি তুমি দেখিতে পাইতে, যখন ইহারা পলায়ন করিবার কোন স্থান পাইবে না, ইহাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না। وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ এবং নিকটবর্তী স্থান হইতে ইহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে। অর্থাৎ ইহারা পালাইবার সুযোগ পাইবে না। প্রথমবারই ইহারা ধৃত হইবে। হাসান বসরী (র) বলেন, যখন তাহারা কবর হইতে বাহির হইবে তখনই তাহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে। মুজাহিদ, আতিয়্যাহ আওফী ও কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা দণ্ডায়মান হইতেই ধৃত হইবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও যাহ্হাক (র) বলেন, পৃথিবীতে তাহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে। আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ (রা) বলেন, বদর যুদ্ধে যে তাহাদিগকে পাকড়াও করা হইয়াছিল, আয়াতে তাহাই বুঝান হইয়াছে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হইল, কিয়ামত দিবসের পাকড়াও বুঝানই আয়াতের উদ্দেশ্য।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, কোন কোন তাফসীকারের মত হইল, আব্বাসী যুগে মক্কা ও মদীনার মাঝে সৈন্য ভূমিতে ধসিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আলোচ্য আয়াতে উহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র) এই বিষয়ে একটি মাওযু হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি ইহা উল্লেখ করেন নাই যে, রেওয়ায়েতটি মাওযূ ও মনগড়া।

وَقَالُوا اٰمَنَّا بِهٖ আর তাহারা কিয়ামত দিবসে বলিবে যে, আমরা আল্লাহ্ ফেরেশ্তা, আল্লাহ্র কিতাব ও তাহার ফেরেশ্তাগণের প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ-

যদি তুমি সেই সময়ের অবস্থা দেখিতে যখন অপরাধীরা তাহাদের প্রতিপালকের দরবারে মাথা নীচু করিয়া বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখিয়াছি ও শ্রবণ করিয়াছি আমাদিগকে আপনি পৃথিবীতে ফিরাইয়া দিন, আমরা সৎকাজ করিব এবং অন্তরে বিশ্বাস করিব। কিন্তু ইহা কি আর সম্ভব হইবে? এই কারণে আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ এত দূর হইতে কিভাবে তাহাদের হাত পৌঁছাইবে? অর্থাৎ ঈমান আনিবার স্থান ছিল পৃথিবী। আর পার্থিব জীবন হইতে তাহারা বহু দূরে গিয়াছে। পারলৌকিক জীবন তো বিনিময় লাভের জীবন। যদি তাহারা পৃথিবীতে ঈমান আনিত তবে সেই ঈমান তাহাদের পক্ষে উপকারী হইত। এখন আর ঈমান আনিবার কোন উপায় নাই। ইহা ঠিক তেমনি অসম্ভব, যেমন হাত বাড়াইয়া বহুদূরের কোন বস্তু লাভ করা অসম্ভব। মুজাহিদ (র) বলেন اَلتَّنَاوُشُ অর্থ التَّنَاوُلُ। হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কাফিররা পরকালে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন ও তওবা করিতে চাহিবে, কিন্তু তখন তাহাদের পক্ষে না প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হইবে আর না তওবা করা সম্ভব হইবে। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী (র) ও অনুরূপ বলিয়াছেন।

وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ তাহাদের পক্ষে পরকালে ঈমান আনা সম্ভব হইবে কি করিয়া অথচ, তাহারা পৃথিবীতে সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে এবং রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ আর তাহারা দূর হইতে না দেখিয়াই ঢিল ছুঁড়িতেছিল। যায়েদ ইব্ন মালিক (রা) হইতে মালিক (র) বর্ণনা করেন وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ এর অর্থ, তাহারা ধারণা করিয়া বলিত। যেমন, কখনও তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবি বলিত, কখনও জ্যোতিষী বলিত, কখনও যাদুকর আবার কখনও পাগল বলিত। কিয়ামত ও পুনরুত্থানকে তাহারা অস্বীকার করিয়া বলিত ঃ

يَقُوْلُوْنَ اِنْ نَظُنُّ اِلاَّ ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ

তাহারা বলে, আমরা তো ধারণা করিয়াই বলিতাম, দলীল প্রমাণ দ্বারা আমাদের কোন স্থির বিশ্বাস ছিল না। কাতাদাহ (র) বলেন, কাফিররা শুধু ধারণা করিয়া বলিত, না কিয়ামত হইবে আর না বেহেশত দোযখ বলিতে কিছু আছে। وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُوْنَ তাহাদের কাম্য ও তাহাদের মাঝে বাধার সৃষ্টি করা হইবে। হাসান বসরী,

যাহ্হাক ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন مَا يَشْتَهُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ঈমান। সুদ্দী (র) বলেন, তাওবা। মুজাহিদ বলেন, ইহার অর্থ হইল, পার্থিব ধনসম্পদ সাজসজ্জা ও পরিবার পরিজন। হযরত ইব্‌ন উমর, ইব্‌ন আব্বাস ও রবী ইব্‌ন আনাস (রা) হইতেও এই অর্থ বর্ণিত। ইমাম বুখারী ও উলামায়ে কিরামের একটি জামাত এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সঠিক কথা হইল উভয় অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ পরকালে কাফিরদের কাংখিত বিষয় চাই উহা পার্থিব হউক কিংবা পারলৌকিক সেই বস্তুর ও তাহাদের নিজেদের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম এখানে একটি অতি আশ্চার্যজনক রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র) ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, বনী ইস্রায়ীলে এক ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। সে বহু মালের মালিক ছিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার এক অসৎপুত্র তাহার মালের উত্তরাধিকারী হইল। সে আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও অন্যায় কাজে মাল ব্যয় করিত। তাহার চাচাগণ তাহার এই অন্যায় কাজ দেখিয়া তাহাকে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিল। তাহাকে তিরস্কার করিল ও শাস্তি দিল, কিন্তু ইহাতে রাগান্বিত হইয়া তাহার যাবতীয় ধন-সম্পদ বিক্রয় করিয়া একটি প্রবাহিত কূপের নিকট আসিয়া অবস্থান গ্রহণ করিল। এখানে সে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া উহাতে বসবাস করিতে লাগিল। একদা সে তাহার প্রাসাদে বসিয়াছিল, এমন সময় ভীষণ ঝড় প্রবাহিত হইল এবং ইহার মধ্যে একজন অতি সুন্দরী রমণী তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সে যুবককে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? সে বলিল, আমি একজন ইস্রায়ীলী যুবক। মহিলা জিজ্ঞাসা করিল, এই প্রসাদ ও এই মাল কি তোমার? সে বলিল, হ্যাঁ। মহিলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তোমার স্ত্রী আছে কি? সে বলিল না। মহিলা বলিল, স্ত্রী ব্যতীত তোমার জীবন সুখকর হয় কি করিয়া? এইবার যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি স্বামী আছে, সে বলিল, না। যুবক বলিল, তবে তুমি কি আমাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করিবে? সে বলিল, আমি এখান হইতে এক মাইল দূরে থাকি, আগামী কল্য তুমি একদিনের খাবার সাথে লইয়া আমার নিকট আসিবে। পথে ভয়ানক কিছু দেখিলে তুমি ভীত হইবে না।

পরদিন যুবকটি একদিনের খাবার সাথে লইয়া রওয়ানা হইল এবং একটি প্রাসাদের কাছে গিয়া থামিল। সে উহার দরজায় আঘাত করিল, একজন অতি সুন্দর যুবক বাহির হইয়া আসিল। যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি কে? সে বলিল, আমি একজন ইস্রায়ীলী যুবক। সে জিজ্ঞাসা করিল, প্রয়োজন? সে বলিল, এই প্রাসাদের মালিক মহিলা আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। সে বলিল, তুমি সত্য বলিয়াছ। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, পথে ভয়ানক কিছু তুমি দেখিয়াছ কি? সে বলিল, হ্যাঁ, অবশ্য সেই মহিলা যদি আমাকে নিরাপদ থাকিবার সংবাদ না দিতেন তবে যা আমি

দেখিয়াছি উহাতে আমি অবশ্যই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতাম। পথ চলিতে চলিতে আমি একটি প্রশস্ত রাস্তায় আসিয়া দেখিলাম একটি নারী কুকুর মুখ হা করিয়া আছে। উহা দেখিয়া আমি বিচলিত হইয়া এক লাফ দিলাম। কিন্তু নারী কুকুরটি পশ্চাতেই রহিল এবং উহার বাচ্চাগুলি তখন উহার পেটের মধ্যে ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। তখন সে যুবক বলিল, তুমি ইহাকে পাইবে না। ইহা শেষ যুগে সংঘটিতব্য একটি বিষয়ের মিছাল তোমার সম্মুখে পেশ করা হইয়াছে। যুবক বৃদ্ধের মজলিসে বসিবে এবং তাহাদের সহিত একান্ত গোপন কথা বলিবে। অতঃপর ইস্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি আবার পথ চলিতে লাগিলাম এবং চলিতে চলিতে একশত বকরীর দেখা পাইলাম। উহাদের স্তন দুধে পরিপূর্ণ ছিল। একটি বকরীর বাচ্চা দুধ পান করিতেছিল। পান করিতে করিতে যখন দুধ শেষ হইয়া যাইত এবং সে বুঝিত স্তনে দুধ আর নাই তখন বাচ্চাটি মুখ খুলিয়া দিত। যাহার অর্থ তাহার আরো দুধের প্রয়োজন। তখন প্রাসাদের যুবক বলিল, তুমি ইহাকেও পাইবে না, ইহাও শেষ যুগের সংঘটিতব্য একটি বিষয়ের মিছাল পেশ করা হইয়াছে। শেষ যুগে এক জালিম বাদশাহ্ হইবে, যে মানুষের সকল স্বর্ণরৌপ্য একত্রিত করিবে। এমন কি সে যখন বুঝিবে যে মানুষের কাছে আর অবশিষ্ট নাই, তখনও সে তাহাদের থেকে অধিক সংগ্রহের জন্য মুখ খুলিয়া থাকিবে। তাহার আরো প্রয়োজন।

ইস্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি পুনরায় পথ চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে একটি গাছের নিকট উপস্থিত হইলাম। উহার একটি ডাল আমার বড় ভাল লাগিল। আমি ডালটি ভাংগিবার ইচ্ছা করিলে অন্য একটি গাছ আমাকে ডাকিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমার ডাল তুমি ভাঙ্গিয়া লও। এমন কি অন্যান্য সকল গাছ আমাকে অনুরূপ আহ্বান করিল। প্রাসাদের যুবক তখনও বলিল, তুমি ইহাও পাইবে না। ইহাও শেষ যুগে ঘটিবে। যখন পুরুষের সংখ্যা কম হইবে স্ত্রী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এমন কি কোন একজন মহিলাকে বিবাহের পয়গাম দিলে দশ হইতে বিশ জন মহিলা তাহাদিগকে বিবাহের পয়গাম দিতে অনুরোধ করিবে।

ইস্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি পুনরায় পথ চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাত ঘটিল যে কূপ হইতে পানি তুলিয়া প্রত্যেক মানুষকে দিতেছে। কিন্তু তাহারা পানি লইয়া চলিয়া যাইবার পর তাহাদের মশকে এক ফোটা পানিও থাকে না। যুবক বলিল, এই যুগও তুমি পাইবে না। ইহা শেষ যুগে সংঘটিত হইবে। যখন আলিম ও ওয়াজ নসীহতকারী মানুষকে নসীহত করিবেন কিন্তু তাহারা নিজেরাই উহার উল্টা চলিয়া আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিবে।

ইস্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি পুনরায় চলিতে চলিতে একটি বকরী দেখিলাম। ইহাও দেখিলাম, কিছু লোক উহার পা ধরিয়া আছে। এক ব্যক্তি উহার শিং ধরিয়া আছে, এক ব্যক্তি উহার লেজ ধরিয়া আছে, এক ব্যক্তি উহার উপর আরোহণ করিয়াছে আর এক ব্যক্তি উহার দুধ দোহন করিতেছে। প্রাসাদের দারোয়ান যুবক তাহাকে বলিল, বকরীটি হইল পৃথিবীর মিছাল। যাহারা উহার পাও ধরিয়া আছে তাহারা হইল সে

সকল লোক, যাহারা পার্থিব জীবনে ব্যর্থ হইয়াছে। যে ব্যক্তি উহার শিং ধরিয়া আছে, সে হইল সেই ব্যক্তি, যে বড় সংকীর্ণ জীবন যাপন করে। যে ব্যক্তি লেজ ধরিয়া আছে, সে হইল এমন ব্যক্তি, যাহার নিকট দুনিয়া পলায়ন করিয়া ছুটিয়াছে। যে ব্যক্তি উহার উপর আরোহণ করিয়াছে সে দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছে। আর যে ব্যক্তি উহার দুধ দোহন করিতেছে তাহার হইল সফল জীবন। তাহার জীবন মুবারক হউক।

ইস্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি পুনরায় চলিতে শুরু করিলাম এবং চলিতে চলিতে এমন এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, যে কূপ হইতে পানি উত্তোলন করিয়া একটি হাউজে ঢালিতেছে; কিন্তু যতবার সে হাউজে পানি ঢালে পানি পুনরায় কূপেই চলিয়া যায়। প্রাসাদের যুবক বলিল,এই লোকটি এমন ব্যক্তি, যে নেক আমল করে, কিন্তু তাহার নেক আমল আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয় না। ইস্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি পুনরায় পথ চলিতে চলিতে এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, যে জমিতে বীজ ছড়াইতেছে এবং সাথে সাথেই উহাতে ফসল তৈয়ার হইতেছে এবং বড় উত্তম গম উৎপন্ন হইতেছে। প্রাসাদের যুবক বলিল, এই ব্যক্তি হইল এমন লোক, যাহার নেক আমল আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়। ইস্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি পুনরায় পথ চলিতে চলিতে এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইলাম, যে চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে, সে আমাকে বলিল, ভাই! তুমি আমাকে সোজা করিয়া বসাইয়া দাও। আল্লাহ্‌র কসম, জন্মের পর আমি কখনও বসি নাই। আমি তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাতেই সে দৌড়ান শুরু করিল। এমন কি আমি তাহাকে আর দেখিলাম না। প্রাসাদের যুবক বলিল, ইহা হইল তোমার জীবন, যাহা শেষ হইয়াছে। আমি হইলাম মালাকুল মাওত। আর যে সুন্দরী রমণী তোমার কাছে উপস্থিত হইয়াছিল সে আমিই ছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার রূহ আমাকে এই স্থানেই কবজ করিবার এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার আদেশ করিয়াছেন।

রাবী বলেন, এই সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হইয়াছে। রেওয়ায়েতটি গরীব ইহার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত নহে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হইবে, কাফিরদের যখন মৃত্যু হয় তখন তাহাদের রূহ পার্থিব জীবনের সুখ শান্তির সহিত সম্পৃক্ত হইয়া যাইবে। যেমন উল্লেখিত নাফরমান অহংকারী যুবকের ঘটনা দ্বারা প্রকাশ। সে তাহার প্রাসাদ হইতে সুন্দরী রমণীর সাক্ষাতের জন্য বাহির হইয়াছিল কিন্তু সাক্ষাৎ ঘটিল তাহার মালাকুল মওতের সহিত। তাহার কাংখিত বস্তু ও তাহার নিজের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইল।

كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ যেমন তাহাদের মতবাদে বিশ্বাসী লোকদের সহিত করা হইয়াছিল। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে যাহারা রসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে শাস্তি আগত হইবার পর তাহারা ঈমানের জন্য আকাংখা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের আকাংখা পূর্ণ হয় নাই। আর তাহাদের ঈমানও কবুল করা হয় নাই।

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُوْنَ-

যখন তাহারা আমার শাস্তি দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিয়া উঠিল, আমরা তো কেবল আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিয়াছি এবং যেই সকল বস্তু আমরা আল্লাহ্র অংশীদার মনে করিতাম উহা অস্বীকার করিলাম। কিন্তু আমার শাস্তি দেখিবার পর তাহাদের ঈমান তাহাদের কোন কাজে আসিল না। তাহাদের পূর্ববর্তীতের মধ্যে আল্লাহ্র এই বিধান জারী ছিল। কাফিররা তখন সকল ফায়দা হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

اِنَّهُمْ كَانُوْا فِىْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ তাহারা সন্দেহের মধ্যে উদ্বেগজনক ছিল। অতএব শাস্তি দেখিবার সময় তাহাদের ঈমান কবুল করা হইল না। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالشَّكَّ وَالرِّيْبَةَ فَاِنَّ مَنْ مَاتَ عَلٰى شَكٍّ بُعِثَ عَلَيْهِ وَمَنْ مَاتَ عَلٰى يَقِيْنٍ بُعِثَ عَلَيْهِ-

সন্দেহ ও সংশয় হইতে তোমাদের বাঁচিয়া থাকা উচিৎ। কারণ, সন্দেহের উপর যাহার মৃত্যু হইবে তাহাকে সেই অবস্থায়ই পুনরায় জীবিত করা হইবে আর যেই ব্যক্তি ইয়াকীন ও বিশ্বাসের উপর মৃত্যু বরণ করিবে তাহাকে সেই অবস্থায় পুনরায় জীবিত করা হইবে।

# সূরা ফাতির

৪৫ আয়াত, ৫ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۭ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

১. প্রশংসা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রই, যিনি বাণীবাহক করেন ফেরেশতাদিগকে, যাহারা দুই দুই তিন তিন অথবা চার চার পক্ষ বিশিষ্ট। তিনি তাঁহার সৃষ্টিতে যাহা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

তাফসীর ঃ যাহ্হাক (র) বলেন ঃ কুরআনের যেখানেই فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ রহিয়াছে উহার অর্থ হইবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا অর্থাৎ তাঁহার ও নবীগণের মধ্যকার বার্তা বহনের জন্য ফিরিশতাগণকে তিনি দূত বানাইয়াছেন। اُوْلِيْ اَجْنِحَةٍ অর্থাৎ এইজন্য তাহাদিগকে পাখা বিশিষ্ট করা হইয়াছে যেন ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার আদিষ্টস্থলে পৌঁছিতে পারে।

مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ অর্থাৎ তাহাদের কাহাকেও দুই পাখা বিশিষ্ট, কাহাকেও তিন পাখা বিশিষ্ট, কাহাকেও চার পাখা বিশিষ্ট করা হইয়াছে। এবং কাহাকেও তদুর্ধ্ব পাখা বিশিষ্ট করা হইয়াছে। যেমন হাদীছে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি মি'রাজের রজনীতে জিব্রাঈল (আ)-কে ছয়শত পাখা বিশিষ্ট দেখিতে পাইয়াছি। উহাদের একটি হইতে অপরটির দূরত্ব ছিল পৃথিবীর পূর্ব দিগন্ত হইতে পশ্চিম দিগন্তের দূরত্বের সমান। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَايَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔

অর্থাৎ তিনি তাঁহার সৃষ্টিতে যাহা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চিয় আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর উপর শক্তিমান।

সুদ্দী (র) বলেন, তিনি যাহাকে ইচ্ছা পাখা সৃষ্টিতে যোগ করেন।

يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَايَشَاءُ ইমাম যুহরী ও ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, অর্থাৎ উত্তম কণ্ঠস্বর দান করেন। ইমাম বুখারী 'আদব' অধ্যায়ে ও ইব্ন আবূ হাতিম তাহার তাফসীরে ইমাম যুহরী হইতে ইহা বর্ণনা করেন।

অখ্যাত কিরাআতে فِى الْخَلْقِ এর মধ্যে ح অক্ষর বিশিষ্ট কিরাআত পড়িয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

(২) مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

**২. আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করিলে কেহ উহা নিবারণ করিতে পারে না। এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করিতে চাহিলে তৎপর কেহ উহার উন্মুক্তকারী নাই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।**

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন, তিনি যাহা চাহেন তাহাই হয় এবং যাহা চাহেন না তাহা হয় না। তিনি কিছু দিতে চাহিলে কেহ ঠেকাইতে পারে না ও তিনি কিছু না দিতে চাহিলে কেহ দিতে পারে না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আলী ইব্ন আসিম (র) মুগীরা ইব্ন শু'বার কাতিব (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) মুগীরা ইব্ন শু'বার (রা)-এর কাছে এই মর্মে পত্র লিখেন যে, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে যে হাদীস শুনিয়াছেন, উহা আমাকে লিখিয়া পাঠন। মুগীরা (রা) তখন আমাকে ডাকিয়া লিখাইলেন।

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাত শেষে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَامُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَايَنْفَعُ ذَالْجِدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তাঁহার কোন শরীক নাই। সকল রাজ্যই তাঁহার এবং সকল প্রশংসাও তাঁহার প্রাপ্য। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! তুমি যাহা দিতে চাও তাহা কেহ ঠেকাইতে পারে না এবং তুমি যাহা ঠেকাও তাহা কেহ দিতে পারে না। তোমার কাছে কাহারো প্রতিপত্তি কোন ফায়দা দেয় না।

আমি আরও শুনিয়াছি, তিনি তর্ক-বিতর্ক ভিক্ষাবৃত্তি এবং সম্পদ অপচয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত গোর দিতে ও মাতাগণের নাফরমানী করিতে এবং কৃপণতা করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ওররাদ (র) হইতে বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন–রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রুকু হইতে মাথা তুলিতেন তখন বলিতেন ঃ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْئٍ بَعْدُ اَللّٰهُمَّ اَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ الْعَبْدُ اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَامُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَايَنْفَعُ ذَالْجِدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রশংসা করিয়াছে, তিনি তাহা শুনিয়াছেন। আল্লাহ্, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমারই প্রশংসায় নভোমণ্ডলী, পৃথিবী ও যাহাকিছু তুমি চাও সকল কিছু পরিপূর্ণ। হে আল্লাহ্! স্তুতি ও মর্যাদার অধিকারী। বান্দা যাহা কিছু বলিয়াছে, তাহার তুমিই একমাত্র অধিকারী, আমরা সবাই তোমার দাস। হে আল্লাহ্! তুমি যাহা দিবে তাহা ফিরাইবার কেহ নাই, আর তুমি যাহা দিবে না তাহা কেহ দিতে পারিবে না। তোমার সামনে কাহারো প্রতিপত্তি কোন কাজে আসবে না।

আলোচ্য আয়াতের সমার্থক আয়াত হইল ঃ

وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ اِلاَّ هُوَ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَارَادَّ لِفَضْلِهِ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি তোমাকে কোন কষ্ট পৌঁছাইতে চাহেন তবে তিনি ছাড়া কেহই উহা দূর করিতে পারিবে না। আর তিনি তোমাকে কোন কল্যাণ দিতে চাহিলে কেহই আল্লাহ্র সেই অনুগ্রহ ঠেকাইতে পারিবে না। এই মর্মের বহু আয়াত রহিয়াছে।

ইমাম মালিক (র) বলেন, যখন বৃষ্টি হইত তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলিতেন ইহাও আল্লাহ্র রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার বারী বর্ষিত হইয়াছে। অত:পর তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করিতেন مَايَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ ...... اَلْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইউনুছ (র)-এর মাধ্যমে ইবন ওহব (র) হইতে উহা বর্ণনা করেন।

(٣) يَاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

৩. হে মানুষ! তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদিগকে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে রিযক দান করে? তিনি ব্যতীত তোমাদের ইলাহ্ নাই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হইতেছ?

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণকে সতর্ক করিতেছেন এবং একত্ববাদের দিকে যুক্তি সহকারে পথ নির্দেশ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, যেহেতু সৃষ্টি তাঁহারই রিয্কও একমাত্র তিনিই সরবরাহ করেন, তাই একমাত্র তাঁহারই ইবাদত করা উচিত। তাই তাঁহার ইবাদতে দেব-দেবী, প্রতিমা কিংবা অন্য কিছুকে শরীক করিবে না। এই কারণে তিনি বলেন ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ

তিনি ছাড়া তো কোন ইলাহ্ নাই। সুতরাং তোমরা কোন্ পথে চলিতেছে? অর্থাৎ এইভাবে দলীল প্রমাণ দিয়া খোলাসা করিয়া বুঝাইবার পরে তোমরা কি করিয়া অন্যদিকে যাইতে পার? আর কিভাবেইবা তোমরা দেব-দেবী, প্রতিমা, ইত্যাদিকে তাঁহার শরীক করিতে পার? আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(٤) وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

(٥) يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ○

(٦) اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۚ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ○

৪. ইহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তোমার পূর্বেও রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হইয়াছিল। আল্লাহ্‌র নিকটই সব কিছু প্রত্যানীত হইবে।

৫. হে মানুষ! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রতারিত না করে, এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ্‌ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে তোমাদিগকে।

৬. শয়তান তোমাদিগের শত্রু; সুতরাং তাহাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে তো তাহার দলবলকে আহ্বান করে কেবল এই জন্য যে, উহারা যেন জাহান্নামী হয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে বলেন ঃ হে মুহাম্মদ (সা)! যদি মুশরিকগণ তোমার উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তুমি যে একত্ববাদের বাণী নিয়া আসিয়াছ উহার যদি বিরোধিতা করে তাহা তোমার ক্ষেত্রে কোন নূতন ব্যাপারে নহে। ইহা তোমার অতীতের নবীদের সুন্নাত ও আদর্শ। তাহারাও এইভাবে মুশরিকগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের প্রতিও উহারা মিথ্যারোপ করিয়াছিল। অথচ তাহারা তোমারই মত দলীল প্রমাণ নিয়া উহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাওহীদের নির্দেশ দিয়াছিলেন।

وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ অর্থাৎ শীঘ্রই আমি তাহাদিগকে যথাবিহিত শাস্তি প্রদান করিব।

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেন অর্থাৎ হে মানুষ! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, নিঃসন্দেহে কিয়ামত ঘটিবে।

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا সুতরাং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে যেন প্রতারিত না করে অর্থাৎ অল্লাহর বন্ধু ও রাসূলের অনুসারীদের জন্য প্রতিশ্রুত পারলৌকিক স্থায়ী শান্তির জীবনের তুলনায় নিকৃষ্ট পার্থিব জীবন যেন স্থায়ী জীবন হইতে বিমুখ করিয়া না রাখে। সুখ-শান্তি ও মহাপুরস্কার না হারাও।

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ধোঁকাবাজ যেন তোমাদিগকে ধোঁকায় না ফেলে। ইহা ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন। ধোঁকাবাজ হইল শয়তান অর্থাৎ শয়তান যেন তোমাদিগকে ফেতনায় জড়াইয়া আল্লাহ্‌র রাসূলের অনুসরণ ও তাঁহার বাণীর সত্যতা মান্য করা হইতে বিরত না রাখে। কারণ, সে অত্যন্ত ঠৈকাবাজ, মিথ্যুক ও মিথ্যা রটনাকারী।

আলোচ্য আয়াতটি সূরা লোকমানের শেষভাগের নিম্ন আয়াতটির অনুরূপ ঃ

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

অর্থাৎ তোমাদেরকে যেন পার্থিব জীবন প্রতারিত না করে এবং আল্লাহ্‌ সম্পর্কে যেন ধোঁকাবাজ ধোঁকা না দেয়।

মালিক (র) যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে উক্ত প্রতারক হইল শয়তান। কিয়ামতের দিনে মু'মিনরাও মুনাফিকদিগকে এই শয়তানের প্রতারণার কথা বলিবে। যখন দেয়াল দ্বারা মু'মিন ও মুনাফিকদিগকে পৃথক করা হইবে এবং উহাতে একটি দরজা থাকিবে, উহার অভ্যন্তর ভাগ রহমতে পূর্ণ থাকিবে ও বহির্ভাগে চলিবে আযাব, তখন মুনাফিকরা মু'মিনগণকে ডাকিয়া বলিবে, আমরা কি তোমাদের সাথী ছিলাম না? মু'মিনরা জবাবে বলিবে, হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই তোমাদিগকে বিষাদগ্রস্ত করিয়াছ। তোমরা দ্বিধান্বিত হইয়া ইতস্তত করিতেছিলে ও সন্দিগ্ধ হইয়া মিথ্যা আশার পিছনে ছুটিতেছিলে। তোমাদের মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্র ব্যাপারে শয়তান তোমাদিগকে এরূপ ধোঁকায় নিমজ্জিত রাখিয়াছিল।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমের সহিত ইবলিসের স্থায়ী শত্রুতার কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا অর্থাৎ সে তোমাদের সাথে যুদ্ধরত প্রতিপক্ষ। তাই তোমাদের চরম শত্রুতা সাধনে তৎপর। তাই তোমরাও তাহার চরম শত্রু হও, প্রচণ্ডভাবে বিরোধীতা কর এবং তোমাদিগকে যে সব ব্যাপারে ধোঁকা দেয়, উহা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যাত কর।

إِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্য হইল তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহার সঙ্গে দলে বলে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করা। ইহাই হইল তাহার প্রকাশ্য শত্রুতার উদ্দেশ্য। আমরা আল্লাহ্র কাছে তাহাকে পরাভূত করার শক্তি কামনা করিতেছি। আমরা যেন তাহার শত্রুতা ও প্রতারণা সত্ত্বেও আল্লাহ্র কিতাব অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি ও তাঁহার রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করিতে পারি ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই করার ক্ষমতা রাখেন এবং বান্দার প্রার্থনা দ্রুত কবূল করিতে পারেন।

আলোচ্য আয়াতটি এই আয়াতের অনুরূপ।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِيْنَ بَدَلًا ـ

যখন আমি ফেরেশতাগণকে বলিলাম, আদমকে সিজদা কর, তখন সকলেই সিজদা করিল ইবলিস ছাড়া। সে ছিল জিন জাতির অন্যতম। তাই সে আল্লাহ্র নাফরমানী করিল। তোমরা তাহাকে ও তাহার সন্তানদিগকে বন্ধু বানাইতেছ আমাকে ছাড়িয়া? অথচ তাহারা তোমাদের দুশমন! যালিমগণের প্রতিফল কতই নিকৃষ্ট।

(٧) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

(٨) اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ۭ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ ڮ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

৭. যাহারা কুফরী করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে তাহাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

৮. কাহাকেও যদি তাহার মন্দকর্ম শোভন করিয়া দেখান হয় এবং সে উহাকে উত্তম মনে করে, সেই ব্যক্তি কি তাহার সমান যে সৎকর্ম করে? আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব উহাদের জন্য আক্ষেপ করিয়া তোমার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়। উহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহা জানেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক পূর্ববর্তী আয়াতে ইবলিসের অনুসরণ জাহান্নামে পৌঁছাইবে বলিয়া উল্লেখ করার পর এখন জানাইতেছেন যে, অতঃপর যাহারা কুফরী করিবে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। কারণ, তাহারা রহমানুর রহীমের না ফরমানী করিয়াছে এবং শয়তানের আনুগত্য করিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর ঈমান আনিয়াছে আর নেক কাজ করিয়াছে لَهُمْ مَغْفِرَةٌ অর্থাৎ তাহাদের যদি কোন গুনাহ হয় তবে তিনি তাহা ক্ষমা করিবেন।

وَاَجْرٌ كَبِيْرٌ যাহা কিছু ভাল কাজ করিয়াছে তাহার জন্য মহাপুরষ্কার দিবেন।

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا অর্থাৎ কাফির ফাজিলরা মন্দ কাজ করিয়া মনে করে যে, তাহারা অত্যন্ত সুনিপুণ ও সুন্দর কাজ করিয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা করে তাহাকে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বিভ্রান্তির শিকার হইতে দিয়াছেন। এই কলা-কৌশল কি তাহাকে বাঁচাইতে পারিবে? না, কখনও ইহা তাহার মুক্তির উপায় হইবে না।

فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ যাহার জন্য যে পথ পূর্ব হইতে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন সেই অনুযায়ী যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন যাহাকে ইচ্ছা হেদায়ত করেন।

فَلَاتَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ সেই জন্য তুমি আক্ষেপ করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্ধারিত বিষয়ে প্রজ্ঞাবান। আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন সেই পথ ভ্রষ্ট হয়। আর যাহাকে হিদায়ত করেন সেই সৎপথে পরিচালিত হয়। আল্লাহ্ যাহা করেন তাহার জন্য তাহার নিকট পরিপূর্ণ জ্ঞান ও দলীল প্রমাণ বিদ্যমান। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ। তাহারা যাহা করে তাহা তিনি ভালভাবেই জানেন।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ আব্দুল্লাহ ইব্ন দায়লামী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন আমরের সহিত দেখা করিলাম। তিনি তখন তায়িফে ওয়াহত নামের একটি বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বলেন–আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টিকার্য অন্ধকারে সম্পন্ন করেন। অতঃপর সৃষ্ট বস্তুর উপর তাহার নূর হইতে আলো বিকিরণ করেন। সেই নূরের আলো যাহার উপর পড়িয়াছে সে এখন হেদায়েতপ্রাপ্ত হইতেছে এবং নূরের আলো যাহাকে এড়াইয়া গিয়াছে সে আজ বিভ্রান্ত হইতেছে। তাই আমি বলিতেছি, আল্লাহ্ যাহা জানেন তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম আরও বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন আবদাহ কায্ওয়েনী (র) যায়েদ ইব্ন আবূ আওফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) বাহির হইয়া আমাদের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন–সেই আল্লাহ্র শোকর যিনি বিভ্রান্তি হইতে হিদায়েত দান করেন এবং যাহাকে ভাল মনে করেন তাহাকে বিভ্রান্তির পোষাকে বিমণ্ডিত করেন। এই হাদীস অত্যন্ত গরীব।

(৯) وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ○

(১০) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۭ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ۭ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۭ وَمَكْرُ اُولٰۗئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ○

(١١) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۚ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

৯. আল্লাহ্ বায়ু প্রেরণ করিয়া উহা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। অতঃপর আমি উহা নির্জীব ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। তারপর আমি উহা দ্বারা পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। পুনরুত্থান এইরূপেই হইবে।

১০. কেহ মর্যাদা চাহিলে সে জানিয়া রাখুক, সকল মর্যাদা তো আল্লাহ্রই। তাঁহারই দিকে পবিত্র বাণী সমূহ আরোহণ করে এবং সৎকর্ম উহাকে উন্নীত করে। আর যাহারা মন্দ কার্যের ফন্দী আঁটে, তাহাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাহাদিগের ফন্দী ব্যর্থ হইবেই।

১১. আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, মৃত্তিকা হইতে। অতঃপর শুক্রবিন্দু হইতে; অতঃপর তোমাদিগকে করিয়াছেন যুগল। আল্লাহ্র অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না অথবা তাহার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তাহাতো রহিয়াছে 'কিতাবে'। ইহা আল্লাহর জন্য সহজ।

তাফসীর ঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ তা'আলা মৃত ধরণীকে তাঁহার পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারটিকে তিনি কিয়ামতের পুনরুত্থানের উদাহরণ হিসাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। সূরা হজ্জেও তিনি বান্দাগণকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা যেন আমার মেঘমালা পাঠাইয়া বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে মৃতবৎ শুষ্ক পৃথিবীকে সজীব করার ঘটনা হইতে মানবমণ্ডলীকে পুনরুত্থিত করার শিক্ষা গ্রহণ করে। সেভাবে আল্লাহ্ মৃত গাছপালা তৃণ গুল্মকে আবার সজীব সতেজ করেন, ঠিক তেমনি যখন তিনি মানবদেহগুলিকে পুনরুত্থানের ইচ্ছা করেন তখন আরশের নিম্নদেশ হইতে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন। সমস্ত যমীনে বর্ষিত হইবে এবং কবর ফুড়িয়া উদ্ভিদের মতই মানুষগুলি সজীব ও সতেজ হইয়া উত্থিত হইবে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর পর শরীরের সকল অংশ মেরুদণ্ডের অগ্রভাগ ছাড়া গলিয়া পঁচিয়া যাইবে। এবং সেই হাড্ডি হইতে তাহাকে পুনরায় সৃষ্টি করা হইবে।

كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ সূরা হজ্জে আর রযীনের হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি প্রশ্ন করেন ইয়া রাসুলাল্লাহ্! মৃতকে কিভাবে আল্লাহ্ জীবিত করিবেন? এবং আল্লাহ্র সৃষ্টির

মধ্যে উহার উপমা কি? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন–হে আবূ রযীন! যাতায়াতে তোমার সম্প্রদায়ের মৃতপ্রান্তর কি জীবিত হইতে দেখ না? তিনি বলিলেন হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এইভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতের প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য লালায়িত তাহার জন্য অপরিহার্য হইল আল্লাহ্র আনুগত্য করা তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক এবং সকল সম্মান প্রতিপত্তির তিনিই অধিকারী। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا۔

অর্থাৎ যাহারা মু'মিনগণকে ছাড়িয়া কাফিরগণকে বন্ধু বানায় তাহারা কি উহাদের নিকট ইজ্জত তালাস করিতেছে? তাহা হইলে জানিয়া রাখ, সকল ক্ষমতা আল্লাহ্রই।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا

অর্থাৎ তাহাদের অবমাননাকর কথাবার্তায় তুমি দুঃখিত হইওনা, নিশ্চয় সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্ই। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ۔

অর্থাৎ প্রভাবপ্রতিপত্তি তো আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদের জন্যই কিন্তু মুনাফিকরা তাহা জানে না।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ যাহারা দেব-দেবীর পূজা করিয়া প্রতিপত্তি পাইতে চায় তাহাদের জানা উচিৎ, নিশ্চয় সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্ই।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ যে প্রতিপত্তি চাহে সে যেন আল্লাহর আনুগতের মাধ্যমে তাহা হাসিল করে।

কেহ কেহ বলেন ঃ যদি কেহ জানিতে চায় ইজ্জত কাহার জন্য, তাহার জানা উচিৎ যে, নিশ্চয় সকল ইজ্জতের মালিক আল্লাহ্। ইব্ন জারীর এই অভিমতটি বর্ণনা করেন।

আল্লাহ্ বলেন ঃ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

অর্থাৎ যিকর, তিলাওয়াত ও দু'আ তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া থাকে। এই ব্যাখ্যাটি একাধিক পূর্বসুরী প্রদান করেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল (র) ..... মুখারিক ইব্ন সলীম (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) আমাদেরকে বলেন,

আমি যখন তোমাদেরকে কোন হাদীস বলিব তখন তাহার সমর্থনে কুরআন হইতে দলীল পেশ করিব। বর্ণিত আছে, যখন কোন মুসলিম বান্দা "সুবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহি ওয়াল হামদুলিল্লাহে ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর তাবারাকাল্লাহ" বলে তখন উহা ফেরেশতা লুফিয়া নিয়া নিজের পাখার নীচে রাখে এবং উহাসহ আকাশে চলিয়া যায়। উহা নিয়া যখন সে অগ্রসর হয় তখন সমবেত ফেরেশতগণ পাঠকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে। এমনকি উহা লইয়া আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে হাজির হয়। এই হাদীছ বর্ণনার পর আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ তিলাওয়াত করেন ঃ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

পবিত্র কালেমাগুলি তাঁহার নিকট উত্থিত হয় এবং নেককারের আমলও তাহার সমীপে পৌঁছিয়া থাকে।

ইব্‌ন জারীর আরও বলেন ঃ ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) .... কা'ব আহবার হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'সুবহানাল্লাহে ওয়াল হামদুলিল্লাহে ওয়ালা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর' বাক্যগুলি আরশের চতুষ্পার্শ্বে গুঞ্জন করিয়া মধুমক্ষিকার ন্যায় যে পাঠ করে তাহার উল্লেখ করিতে থাকে আর নেক কাজগুলি উহার ভাণ্ডারে সন্নিবেশ হয়। কা'ব আল আহবার হইতে ইহা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হইয়াছে। মারফূ' সূত্রেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইব্‌ন নুমাইর (র) .... নূ'মান ইব্‌ন বশীর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য যিক্‌রে মশগুল হইয়া তাঁহার তাছবীহ, তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ করে, উহা ঠিক মধু মক্ষিকার ন্যায় আরশ মুআল্লার চারিপার্শ্বে প্রদক্ষিণ করিয়া পাঠকারীর উল্লেখ করিতে থাকে। তোমাদের কেহ কি ইহা পছন্দ করে না যে, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বদা তাহার উল্লেখ হইতে থাকুক ? অনুরূপ ইবন মাজা (র) নূ'মান ইব্‌ন বশীর হইতে বর্ণনা করেন।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ আর নেক কাজ তাঁহার নিকট নীত হয়।

আলী ইবন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করে বলেন ঃ اَلْكَلِمُ الطَّيِّبُ। অর্থ আল্লাহ্‌র যিক্‌র যাহা আল্লাহ্‌র সমীপে নীত হয় এবং وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ অর্থ ফরজ সমূহ আদায় করা। যে ব্যক্তি ফরজ কাজ আদায় করিতে গিয়া আল্লাহর যিকরে মশগুল হয় উহাই আল্লাহ্‌র সমীপে পেশ করা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ফরজ কাজ বাদ দিয়া আল্লাহ্‌র যিকর করে তাহার যিক্‌র প্রত্যাখ্যান করা হয়। কারণ, কালাম হইতে আমল উত্তম।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ নেক আমলকে পবিত্র কালামই আল্লাহর সমীপে পৌঁছাইয়া থাকে।

আবূল আলীয়া, ইকরিমা, ইবরাহীম নাখঈ, যাহ্হাক, সুদ্দী, রবী' ইব্ন আনাস, শাহর ইব্ন হাওশাব (র) এবং আরো অনেকেই অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

ইয়াস ইবন মুআবিয়া আল কাযী (র) বলেন ঃ নেক আমল ছাড়া পাক কলিমা আল্লাহ্র সমীপে নীত হয় না।

হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ আমল ছাড়া কোন কালাম কবূল হয় না।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ আর যহারা মন্দ কাজের ফন্দী আঁটে।

মুজাহিদ (র) সায়ীদ ইব্ন জুবাইর ও শাহর ইব্ন হাওশাব (র) বলেন ঃ তাহারা হইল রিয়াকার। অর্থাৎ তাহারা লোকজনকে দেখায় যে, তাহারাও নেক আমল করে এবং তাহারা আল্লাহর অনুগত। মূলত তাহারা আল্লাহ্র অবাধ্য নাফরমান। তাহারা আল্লাহ্ ও মানুষকে প্রতারিত করিতে চায়।

وَلاَيَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ قَلِيْلاً আর তাহারা সামান্যই আল্লাহ্কে স্মরণ করে।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ উহারা হইল মুশরিক। সঠিক কথা হইল, মুনাফেক, মুশরিক, কাফির সকলের জন্যই আয়াতটি সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই স্বাভাবতই মুশরিকগণ উহার অর্ন্তগত। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَكْرُ اُوْلٰئِكَ هُوَ يَبُوْرُ অর্থাৎ তাহারা ফাসাদ করে, নষ্ট করে এবং শীঘ্রই তাহাদের নীচতা প্রকাশ পাইবে জ্ঞানীদের সামনে। তাহারা যাহা গোপন করে আল্লাহ তাহা প্রকাশ করিয়া দেন তাহাদের চেহারায় কথায় ও কাজে। আর যদি কেহ কোন কিছু অন্তরে গোপন রাখে আল্লাহ্ সেই অনুযায়ী তাহার বাহ্যিক আমল প্রকাশ করাইয়া দেন। তাহা ভাল হইলে ভাল আর মন্দ হইলে মন্দ। রিয়াকারের কার্যকলাপ নির্বোধ ছাড়া কাহারও উপর প্রভাব ফেলিতে পারে না। অপর দিকে সূক্ষ্মদর্শী মু'মিনগণ উহা গ্রহণ করে না। কারণ, গায়েবের মালিক আল্লাহ্ অচিরেই তাহাদের সামনে তাহাদের প্রতারণা উদঘাটিত করিয়া দেন।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ অর্থাৎ মানরজাতির আদি পুরুষ আদমকে (আ) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা মানব সৃষ্টির যাত্রা শুরু করেন। অতঃপর তিনি তাহার বংশধর সৃষ্টি করেন বীর্য দ্বারা। ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا অর্থাৎ পুরুষ ও নারী রূপে। ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণা যে, তিনি নিঃসঙ্গ পুরুষকে সঙ্গদান ও কর্মক্লান্ত পুরুষের চিত্তবিনোদনের জন্য নারী সৃষ্টি করিয়া বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে জুটি বাঁধার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَاتَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ অর্থাৎ কখন নারী গর্ভবতী হয়, কখন প্রসব করে তাহা সবই আল্লাহ্ জানেন। কোন কিছুই তাহার নিকট গোপন থাকে না। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَّلَارَطْبٍ وَّلَايَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ-

অর্থাৎ এমন কোন পাতা ঝরিয়া পড়ে না যাহা আল্লাহ্ জানেন না। আর না পৃথিবীর আঁধার গর্ভে এমন কোন দানা রহিয়াছে, না কোন সজীব বস্তু, না কোন শুষ্ক বস্তু সুস্পষ্টভাবে কিতাবে লিপিবদ্ধ নহে।

প্রাসংগিক আয়াত اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَاتَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْئٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ- عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ এর সবিস্তার বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ-

কোন দীর্ঘজীবির দীর্ঘজীবন ও স্বল্পায়ু ব্যক্তির আয়ু হ্রাস কিতাবে লিপিবদ্ধতার বাহিরে ঘটে না। অর্থাৎ কাহারও আয়ু দীর্ঘ বা হ্রস্ব হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্ পাকের আদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

وَ لَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ বাক্যাংশের 'হু' সর্বনামটি ব্যক্তি সত্তার স্থলাভিষিক্ত নহে, জাতি সত্তার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। কারণ, আল্লাহ্র আদিগ্রন্থে যাহার দীর্ঘ জীবন লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার আয়ু হ্রাস পাইতে পারে না। ইব্‌ন জারীর (র) ইহার উদাহরণ স্বরূপ বলেন ঃ যেমন কেহ বলিল, আমার কাছে এক গজ কাপড় ও উহার অর্ধেক আছে। এখানে উহার বলিতে অন্য এক গজ কাপড়ের অর্ধেক বুঝানো হইয়াছে।

আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ যাহার জন্য তাঁহার আদি গ্রন্থে দীর্ঘ জীবন নির্ধারণ করিয়াছেন সে উহা পূর্ণ না করিয়া মারা যাইবে না এবং যাহার জন্য তিনি উহার স্বল্পায়ু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সে সেই আয়ু প্রাপ্তির ক্ষণেই মৃত্যুবরণ করিবে। সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র জন্য এই নির্ধারণ অতি সহজ কাজ।

যাহ্হাক ইব্‌ন মুযাহিম (র) এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন (র) আসলাম তাহার পিতা হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ الاَّ فِىْ كِتَابٍ অর্থাৎ নির্ধারিত সময় পূর্ণ না করিয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় যে সন্তান গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হয়। আব্দুর রহমান (র) তাহার তাফসীরে লিখেন ঃ লোকেরা কি দেখিতে পায় না যে, কেহ শতবর্ষ পূর্ণ করিয়া মারা যায় আর কেহ গর্ভ হইতে জন্মলগ্নেই মারা যায়। আলোচ্য আয়াতে এই সব কথাই বলা হইয়াছে।

কাতাদাহ্ বলেন ঃ যাহাদের কম বয়সের কথা বলা হইয়াছে তাহারা হইল ষাটের কম বয়সে মারা যাওয়ার লোক।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ الاَّ فِىْ كِتَابٍ - অর্থাৎ সন্তান গর্ভে আসিতেই তাহার বয়স নির্ধারিত হয়। আল্লাহ্ সকল সৃষ্টিকে একই বয়স দিয়া সৃষ্টি করেন না। এক একজনকে এক এক বয়স দিয়া সৃষ্টি করেন। কাহারও বেশী, কাহারও কম। এই নির্ধারণ কিতাবে প্রত্যেকের জন্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রত্যেকে উহা পূর্ণ করিয়া মারা যায়।

কেহ কেহ বলেন ঃ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ অর্থাৎ লিপিবদ্ধ মৃত্যুক্ষণ এবং وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ অর্থাৎ কিছু কিছু করিয়া ঘন্টায় ঘণ্টায় দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে ও বছরে বছরে আয়ু কমিতে থাকা। পূর্ণ আয়ুর খবর তো কেবল আল্লাহ্রই কাছে লেখা আছে।

এই বর্ণনাটি ইব্ন জারীর (র) আবূ মালিক (র) হইতে উদ্ধৃত করেন। সুদ্দী ও আতা খোরাসানী (র) এই মতই পোষণ করেন। ইব্ন জারীর (র) অবশ্য প্রথমোক্ত মত পছন্দ করিয়াছেন। উহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইমাম নাসায়ী (র) বলেন ঃ আহমদ ইব্ন ইয়াহয়া (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছে, যদি কেহ তাহার রুযী বৃদ্ধি হইলে খুশী হয় ও আয়ু বৃদ্ধি কামনা করে সে যেন আতিথেয়তার হক আদায় করে। বুখারী ও মুসলিমে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। ইউনুস ইব্ন ইয়ালা হইতে আবূ দাউদ (র) ইহা বর্ণনা করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ কাহারও নির্ধারিত মৃত্যুক্ষণ বিলম্বিত করেন না। নেক সন্তান লালন দ্বারা তাদের কৃত দোয়ার যে সুফল সে পায় তাহা কবরের জীবনে পাইয়া থাকে। আয়ু বৃদ্ধির অর্থ ইহাই।

আল্লাহ্ বলেন اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ অর্থাৎ এই কাজ তাহার জন্য খুবই সহজ। কারণ, সমগ্র সৃষ্টির আদি অন্তের সব কিছুর জ্ঞান তাহার সবিস্তারে বিদ্যমান। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারও তাহার জ্ঞানের অগোচরে নহে।

(١٢) وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

১২. দরিয়া দুইটি এক রূপ নহে–একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি হইতে তোমরা তাজা গোশ্‌ত আহার কর। এবং অলংকার যাহা তোমরা পরিধান কর এবং রত্নাবলী আহরণ কর এবং উহার বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে যাহাত তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরতে সৃষ্ট বিচিত্র সৃষ্টির মধ্য হইতে তিনি উদাহরণ স্বরূপ এমন দুইটি জলপথের উল্লেখ করিয়াছেন যাহার একটি হইল ছোট বড় নদী-নালা যাহা জনপদকে সজীব রাখার জন্যে দেশের অভ্যন্তরে প্রবাহিত শহরে, বন্দরে ও গ্রামে-গঞ্জে মানুষের পানাহার ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। এইগুলির পানি হয় সুমিষ্ট সুপেয়। পক্ষান্তরে দেশের বর্হিভাগে রত্নগর্ভ উপসাগর ও মহাসাগর অবস্থান করে যাহার বুকে বড় জাহাজ বিচরণ করিয়া আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করে। উহার পানি থাকে লোনা ও খার।

هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ অর্থাৎ লোনা ও খর।

وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا প্রত্যেকটি হইতে তোমরা তাজা গোশত আহার কর অর্থাৎ মৎস্য ভক্ষণ কর। وَتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا এবং তোমরা আহরণ কর অলংকার রত্নাবলী যাহা তোমরা পরিধান কর।

যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ - فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ -

অর্থাৎ উভয়টি হইতে মণি-মুক্তা ও মারজান পাথর নির্গত হয়। অতএব তোমাদের প্রভুর কোন নি'আমতকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পার?

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ অর্থাৎ জাহাজগুলিকে তোমরা দেখিতে পাও যে, উহার বুক চিরিয়া, পানি কাটিয়া অগ্রসর হয় এবং অগ্রভাগ দ্রুপ্তুর মত ও অবয়ব অনেকটা পাখীর মত।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ হাওয়া জাহাজগুলিকে পরিচালিত করে। এবং বিরাট জাহাজ ছাড়া হাওয়াকে নাড়াইতে পার না।

لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ অর্থাৎ বন্দর হইতে বন্দরে ও একদেশ হইতে অপর দেশে মালামাল আনা নেওয়ার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করিয়া থাক।

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক তোমাদের জন্য তাহার সৃষ্ট সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন। তোমরা উহার ব্যবহার ও যথা ইচ্ছা তথায় গমনাগমন করিতে পার। ইহাতে তোমরা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা আদায় করিবে। ইহা ছাড়াও আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য অসংখ্য নিয়ামতের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন।

(١٣) يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ○

(١٤) إِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ○

১৩. তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে; তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করিয়াছেন নিয়ন্ত্রিত; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তাঁহারই এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা তো খেঁজুরের আঁটির আবরণেরও অধিকারী নহে।

১৪. তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা তোমাদিগের আহ্বান শুনিবে না, শুনিলেও তোমাদিগের আহ্বানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাহাদিগকে যে শরীক করিয়াছ তাহা উহারা কিয়ামতের দিনে অস্বীকার করিবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেহই তোমাকে অবহিত করিতে পারে না।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু আল্লাহ্ পাকের পরিপূর্ণ কুদরত ও বিশাল প্রতিপত্তির নিদর্শন। যথা রাত্রিকে আঁধারপূর্ণ ও দিনকে আলোকিত করা, কখনও রাত্রি ছোট ও দিন বড়, আবার কোন সময় সমান সমান ইত্যাদি।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন অর্থাৎ চলমান নক্ষত্রমণ্ডলী ও স্থায়ী উজ্জ্বল নক্ষত্র তাহাদের কক্ষপথে আলোকময় অবয়ব নিয়া নির্দিষ্ট সময়ে মহাশূন্যে বিচরণ করিতেছে। ইহা সবই ঘটিতেছে একমাত্র মহা প্রতাপান্বিত বিধান দাতা ও নির্ধারণকর্তার নির্ধারিত নিয়ম নীতিতে।

كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى কিয়ামত পর্যন্ত এইভাবে চলিবে। ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ অর্থাৎ এই সব যিনি করিয়াছেন তিনিই তোমাদের শ্রেষ্ঠতম এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক ইলাহ্ নাই, আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে তোমরা ডাক।

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ অর্থাৎ প্রতিমা ও তোমাদের কল্পিত প্রভুত্বের অংশীদারগণ যথা ফেরেশতা, জিন ইত্যাদি।

مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ তাহারা তো খেজুরের বিচির উপর হালকা বাকলটুকুর মত নগণ্যতম বস্তুরও মালিক নহে। এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরিমাহ, আতা, আতিয়া আওফী হাসান ও কাতাদাহ্ (র) প্রমুখ।

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَايَسْمَعُوْا دُعَائَكُمْ আল্লাহ্ ছাড়া যে সব মনগড়া প্রভুকে তোমরা ডাক তাহারা তোমাদের ডাক শোনে না। কারণ, তাহারা নিষ্প্রাণ জড় বস্তু।

وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ যদি তাহারা শুনিতে পাইত, তথাপি তাহারা তোমাদের প্রার্থিত বস্তুর কোন কিছুই দিতে পারিত না।

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদের সহিত তাহারা সম্পর্কই অস্বীকার করিবে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَايَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ - وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য প্রভুকে ডাকিয়া বিভ্রান্ত হইয়াছে, তাহারা কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের ডাকে সাড়া দিবে না। তাহাদের ডাকাডাকি হইতে উহারা উদাসীন। হাশরের দিন যখন সকল মানুষকে সমবেত করা হইবে তখন উহারা উপাসক দের শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে এবং উহারা তাহাদের সকল উপাসনা অস্বীকার করিবে।

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র আরও বলেন ঃ

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا -

অর্থাৎ তাহারা অন্যান্য ইলাহ্ গ্রহণ করে যেন তাহারা তাহাদের জন্য সহায়ক হয়। কখনও নহে; শীঘ্রই উহারা উপাসকদের উপাসনা অস্বীকার করিবে, এবং তাহাদের পরিপন্থী হইবে।

وَلَايُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ অর্থাৎ তোমাকে কার্যসমূহের ভাবী পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে সর্বজ্ঞ সত্তার মত কেহই ওয়াকেবহাল করিতে পারিবে না।

কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ স্বয়ং আল্লাহ্ ব্যতীত সঠিক সংবাদ কাহারও পক্ষে প্রদান করা সম্ভব নহে।

(١٥) يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○

(١٦) اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ○

(١٧) وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ○

(١٨) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۚ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

১৫. হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ্ অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ।

১৬. তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসৃত করিতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন।

১৭. ইহা আল্লাহ্র পক্ষে কঠিন নহে।

১৮. কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করিবে না; কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাহাকেও ভার বহন করিতে আহ্বান করে, তবে উহার কিছুই বহন করা হইবে না। এমনকি নিকটাত্মীয় হইলেও। তুমি কেবল তাহাদিগকেই সতর্ক করিতে

পার যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে না দেখিয়া ভয় করে ও সালাত কায়েম করে। যে ব্যক্তি নিজকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্‌রই নিকট।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার সার্বিক অমুখাপেক্ষিতা ও সৃষ্টির তাঁহার কাছে সার্বিক মুখাপেক্ষিতার দিকটি তুলিয়া ধরিয়াছেন। কারণ, তিনি কাহারও কাছে কিছু চাহেন না। কিন্তু সমগ্র সৃষ্টি তাঁহার সাহায্যের ভিখারী। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاۤءُ اِلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ও কার্যকলাপে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ কোন ব্যাপারেই কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। কারণ, তিনি অভাব মুক্ত।

وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ অর্থাৎ অভাবমুক্ত একমাত্র তিনিই এবং এই ব্যাপারে তাঁহার কোন সমকক্ষ নাই। আর তিনি যাহা কিছু করেন, যাহা কিছু বলেন, যাহা কিছু নির্ধারণ করেন এবং যাহা কিছু বিধি-বিধান দেন, সকল কিছুর জন্যই তিনি প্রশংসনীয়।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ অর্থাৎ হে মানব! যদি তিনি চাহেন তো তোমাদিগকে অপসৃত করিবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন। ইহা তাঁহার জন্য আদৌ কঠিন কাজ নহে।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ অর্থাৎ ইহা তাঁহার জন্য মোটেই বড় কাজ নহে।

لَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কেহ অন্য কাহারও পাপের বোঝা বহন করিবেনা।

وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا অর্থাৎ সেদিন যদি কাহাকেও বোঝা কিংবা উহার অংশ বিশেষ বহন করিবার জন্য ডাকাডাকি কর তাহাতে ফল হইবে না, এবং কেহই আগাইয়া আসিবে না।

لَايُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْكَانَ ذَاقُرْبٰى অর্থাৎ এমনকি নিকটাত্মীয় হইলেও উহা হইতে কিছুমাত্রও বহন করা হইবে না। মা-বাপ, সন্তান-সন্ততিও আগাইবে না। কারণ, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবনায় মশগুল থাকিবে।

وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইকরিমা (র) বলেন ঃ কিয়ামতের দিনেও প্রতিবেশীরা পরস্পরের পাশাপাশি অবস্থান করিবে। তখন কাফির প্রতিবেশী মু'মিন প্রতিবেশীকে বলিবে, হে মু'মিন। আমি তো তোমাকে চিনি। পৃথিবীতে আমি তোমার জন্য কত কিছু করিয়াছি। এখন আমার এই বিপদের দিনে তুমি সাহায্য কর। তাই মু'মিন পরোয়ারদেগারের দরবারে তাহার জন্য সুপারিশ করিবে। কিন্তু পরোয়ারদেগার উহা প্রত্যাখ্যান করিবেন এবং কাফিরকে সেখান হইতে

নিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন। তেমনি সেদিন পিতাও সন্তানদের সাথে অবস্থান করিবে। ফলে পিতা বলিবে, হে আমার পুত্র! আমি তোমার জন্য কত কিছু করিয়াছি। আজ আমি বিপদে পড়িয়াছি। তোমার সামান্য পুণ্য আমাকে দিলে বিপদমুক্ত হইতে পারি। পুত্র জবাব দিবে, হে আমার পিতা! আপনার দাবী অতি নগণ্য এবং উহা দেওয়াও খুব সহজ। কিন্তু আজ আমিও আপনার মত ভয় পাইতেছি। তাই আপনার চাহিদা পূরণের ক্ষমতা আমার নাই। তেমনি স্বামী-স্ত্রীও কাছাকাছি অবস্থান করিবে এবং স্বামী-স্ত্রীকে পার্থিব জীবনের ভালবাসা ও আদর যত্নের কথা স্মরণ করাইয়া শুধু একটি মাত্র পুণ্যের দাবী করিয়া প্রত্যাখাত হইবে। পিতাকে পুত্র যেরূপ জবাব দিবে, সেও স্বামীকে তদ্রূপ জবাব দিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

لَايَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا ـ

অর্থাৎ সেদিন পিতা পুত্র হইতে সাহায্য পাইবে না এবং পুত্র পিতা হইতে কোনই সুফল পাইবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ـ

অর্থাৎ সেইদিন প্রত্যেকে নিজ ভাই, মা, বাপ, কন্যা ও পুত্র হইতে ভাগিয়া যাইবে। তাহাদের প্রত্যেকেই সেদিন নিজ নিজ অবস্থা নিয়া মশগুল থাকিবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... ইকরিমা (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করেন।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنَّمَا تُنْذِرُالَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ـ

অর্থাৎ তুমি যাহা নিয়া আবির্ভূত হইয়াছ উহা হইতে শুধু সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী লোকগণই শিক্ষা গ্রহণ করিবে। কারণ যাহারা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং আল্লাহ্র নির্দেশাবলী মানিয়া চলে।

وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ অর্থাৎ যাহারা নেক কাজ করিল উহার সুফল দ্বারা তাহারা উপকৃত হইবে।

وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন ও আশ্রয়স্থল একমাত্র আল্লাহ্। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। শীঘ্রই তিনি সকল আমলকারীকে নিজ নিজ আমলের প্রতিদান দিবেন। যে ভাল করিবে সে ভাল ফল পাইবে এবং যে মন্দ কাজ করিবে সে মন্দ ফল পাইবে।

(١٩) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۝

(٢٠) وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ۝

(٢١) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ۝

(٢٢) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَآءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝

(٢٣) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ ۝

(٢٤) إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ۝

(٢٥) وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝

(٢٦) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝

১৯. সমান নহে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান,

২০. অন্ধকার ও আলো,

২১. ছায়া ও রৌদ্র,

২২. সমান নহে জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান, তুমি শুনাইতে সমর্থ হইবে না যাহারা কবরে রহিয়াছে, তাহাদিগকে।

২৩. তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র।

২৪. আমি তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছি সু-সংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই।

**২৫. ইহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে ইহাদিগের পূর্ববর্তীগণও তো মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। তাহাদের নিকট আসিয়াছিল তাহাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ।**

**২৬. অতঃপর আমি কাফিরদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। কী ভয়ংকর আমার শাস্তি।**

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরের পার্থক্য সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইবার জন্য পরস্পর বিপরীত অবস্থার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করিয়াছেন। যেমন অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র এবং জীবিত ও মৃত কখনও সমান হইতে পারে না; ঠিক তেমনি মু'মিনরা হইল জীবিত ও কাফিররা হইল মৃত। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃত ছিল, তারপর আমি জীবিত করিয়াছি এবং তাহার জন্য আলো প্রদান করিয়াছি যাহার সাহায্যে সে মানুষের মাঝে বিচরণ করে, সে কি তাহার সমান হইতে পারে, যে ব্যক্তি অন্ধকারে রহিয়াছে; যাহা হইতে সে উদ্ধার হওয়ার নহে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ؟

অর্থাৎ দুই দলের উদাহরণ দেখ; একদল অন্ধ ও বধির, অপর দলটি চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন। দল দুইটি কি সমান?

সুতরাং মু'মিন হইল চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন। সে দুনিয়ার আলোর অধিকারী হইয়া সোজা পথে চলিতে পারে। অত:পর পরকালে জান্নাতেও ছায়াঘেরা নহর বিশিষ্ট শান্তিময় পরিবেশে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। পক্ষান্তরে কাফির হইল অন্ধ ও বধির। অন্ধকারে পথ চলিয়া বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পায় না। সে দুনিয়ায় ভ্রান্ত পথে উদভ্রান্তের মত ছুটিয়া বেড়ায়। ফলে আখেরাতেও উত্তাপ ও আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। শীতলতার শান্তি হইতে সে চিরবঞ্চিত থাকে।

إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে দলীল প্রমাণ শুনার, গ্রহণ করার ও উহা মানিয়া চলার পথ নির্দেশ করেন।

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ মৃত ব্যক্তিরা কবরস্থ হওয়ার পর যেমন তাহার কোন কল্যাণ করার সুযোগ থাকে না, তেমনি কাফিররাও কবরস্থ মৃতের মত কোন কল্যাণ গ্রহণ করিতে পারে না। ঠিক একই অবস্থা মুশরিকগণের। পাপাচার তাহাদের

জন্য নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই। তাই হিদায়েত গ্রহণের ক্ষমতাই তাহারা হারাইয়া বসিয়াছে।

اِنْ اَنْتَ اِلاَّ نَذِيْرٌ অর্থাৎ তোমার কাজ শুধু তাবলীগ করা ও সতর্ক করা। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখাইবেন। আর যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত রাখিবেন।

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا অর্থাৎ তুমি মু'মিনদের জন্য সুসংবাদাতা ও কাফিরদের জন্য সতর্ককারী।

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ অর্থাৎ বনী আদমের এমন কোন জাতি নাই যাহার নিকট আমি সতর্ককারী পাঠাই নাই। এইভাবে আমি তাহাদের অজুহাত পেশ করার পথ বন্ধ করিতেছি।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তুমি সতর্ককারী এবং প্রত্যেক জাতির জন্য পথ নির্দেশক রহিয়াছে। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ-

অর্থাৎ অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মাঝে রাসূল পাঠাইয়াছি (এই বাণী নিয়া যে) আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তাগুত বর্জন কর। তাহাদের একদলকে আল্লাহ্ হেদায়েত দান করিয়াছেন আর অপর দলের জন্য বিভ্রান্তি সাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বহু আয়াত রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ-

অর্থাৎ প্রকাশ্য মু'জিযা ও অখণ্ডনীয় দলীল-প্রমাণসহ ইতিপূর্বে যে সকল রাসূল আসিয়াছিলেন তাহাদিগকেও একদল লোক তোমার মতই মিথ্যাচারী আখ্যা দিয়েছিল।

وَبِالزُّبُرِ অর্থাৎ কিতাবসমূহ সহকারে।

وَالْكِتَابِ الْمُنِيْرِ অর্থাৎ সুস্পষ্ট সমুজ্জ্বল গ্রন্থ সহকারে।

ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও তাহারা রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করিল। ফলে আমি শাস্তি ও লাঞ্ছনাকর জীবন দিয়া তাহাদিগকে পাকড়াও করিলাম।

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ অর্থাৎ দেখিলে তো কত ভয়াবহ আমার শাস্তি!

(২৭) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ؕ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ○

(২৮) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ○

২৭. তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন এবং আমি ইহা দ্বারা বিচিত্র ধরনের ফলমূল উদগত করি? পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ—শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো।

২৮. এইভাবে রঙ বেরঙের মানুষ জন্তু ও আন'আম রহিয়াছে। আল্লাহ্র বান্দাদিগের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী তাহারাই তাঁহাকে ভয় করে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার অসীম কুদরতের কথা স্মরণ করাইয়া বান্দাগণকে সতর্ক করিতেছেন। একই পানি হইতে তিনি বিচিত্র ধরনের নানা রং বেরংয়ের বস্তু ও জীব সৃষ্টি করিতেছেন, যাহা অবশ্যই জ্ঞানীগণকে ভাবাইয়া তুলিবে ও সন্ত্রস্ত করিবে। একই পানি হইতে তিনি সবুজ, হলুদ, লাল ও সাদা ইত্যাকার কত রঙের ফল-ফসল সৃষ্টি করেন এবং উহার স্বাদ, ঘ্রাণ ও কল্যাণকারী বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَّ جَنَّاتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ زَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاءٍ وَّ اَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ۔

অর্থাৎ পাশাপাশি ভূখণ্ডগুলি বিভিন্ন বাগিচা আঙ্গুর, শস্য, খর্জুর বিভিন্ন শ্রেণীর ও একই শ্রেণীর; একই পানি দ্বারা উহা সিঞ্চিত। অথচ আমি একটির উপর অপরটির মর্যাদা দিয়াছি আহার্য হিসেবে; নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا ۔

অর্থাৎ তিনি নানা রংয়ের পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখা যায়, কতক সাদা, কতক লাল, কতক কালো এবং উহার মধ্যকার পথগুলো অনুরূপ বিচিত্র রঙের হইয়া থাকে।

جدد হইল جدة এর বহু বচন। অর্থাৎ বহু বিচিত্র বর্ণের।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এখানে جدد দ্বারা বিচিত্র গিরিপথের কথা বুঝানো হইয়াছে।

আবূ মালিক, আতা খোরাসানী, কাতাদাহ্ এবং সুদ্দী (র) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ইকরিমা (র) বলেন ঃ غرابيب অর্থাৎ ঘনকৃষ্ণ লম্বা পাহাড়। আবূ মালিক (র) আতা খোরাসানী এবং কাতাদাহ (র)·অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ আরবগণ যখন কোন কাল বস্তুকে গাঢ় বুঝাইতে চাহে, তখন বলেন اسود غربيب অত্যধিক কাল বস্তু।

এই জন্যই একদল তাফসীরকার এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ইহাতে শব্দ প্রয়োগ আগ-পিছ করা হইয়াছে। অর্থাৎ سود غرابيب এর স্থলে غرابيب سود বলা হইয়াছে। অবশ্য এই মতটি প্রশ্ন সাপেক্ষ।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَذَالِكَ -

অর্থাৎ এইভাবেই জীব জগতের মানুষ ও জীবজন্তু রং বেরং রহিয়াছে। পৃথিবীর বুকে যাহা বিচরণ করে উহাকেই دواب বলা হয়। انعام শব্দ এর পূর্বে উল্লেখ করায় ইহা খাছকে আম এর উপর আতফ করা হইয়াছে। মোট কথা মানুষ ও এইসব জীব-জন্তু রঙ-বেরঙের নানা শ্রেণীর হইয়া থাকে। মানুষের ভিতর হাবশী ও বার্বার জাতি অত্যন্ত কালো এবং রোমানরা একবারে সাদা। আরবীয়ানরা মধ্যম রংয়ের। আর ভারতীয় ধূসর বর্ণ বিশিষ্ট ইত্যাদি। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِلْعٰلِمِيْنَ -

অর্থাৎ তোমাদের ভাষা ও রঙের বৈচিত্র্যের ভিতর শিক্ষিতদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

এইভাবে জীব-জন্তুর বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন রঙ ছাড়াও একই শ্রেণীর বিভিন্ন রঙ। এমন কি একই জীবের মধ্যেও বিভিন্ন রঙ দেখা যায়। পবিত্র ও মহান সেই সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা।

হাফিজ আবূ বকর আল বাযযার তাঁহার 'মুসনাদে' বলেন ঃ যায়ল ইব্ন যাইল (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী পাক (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করিল—আপনার প্রভু কি রঙ লাগান? রাসূল (সা) জবাব দিলেন—হাঁ, তিনি এমন

লাল, হলুদ ও সাদা রঙ লাগান যাহা হ্রাস করা যায় না। হাদীসটি মুরসাল ও মওকুফ উভয় রূপেই বর্ণিত। (আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।)

এই কারণেই আল্লাহ্ পাক অতঃপর বলেন ঃ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌কে ভয় করার সঠিক হক আদায় করে উলামারা যাহারা আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভ করিয়াছে। কারণ, আলিম ও আবিদগণ আল্লাহ্‌র উত্তম নাম সমূহ ও গুণাবলী এবং অসীম কুদরত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ও উহার সহিত পূর্ণরূপে পরিচিত। তাই তাহাদের খোদাভীতিও তদনুরূপ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ উহা সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক হইয়া দেখা দেয়। আলী ইব্ন আবূ তালহা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا। অর্থাৎ যাহারা জানে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল কিছুর উপর শক্তিমান। ইব্ন লহীআ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ বান্দাগণের ভিতর আল্লাহ্‌র আলিম সেই ব্যক্তি, যে শিরক করে না, হালালকে হালাল জানে, হারামকে হারাম জানে, তাঁহার উপদেশ পালন করে, তাহার সহিত সাক্ষাত হওয়া ও আমলের হিসাব-নিকাশ লওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। সায়ীদ ইব্ন জুবায়ের (র) বলেন ঃ খোদাভীতি তোমার ও আল্লাহর নাফরমানীর মধ্যকার দেওয়াল বা অন্তরায়কে বলা হয়।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আলিম তাহাকে বলা হয়, যে লোক রাহমানুর রাহীমকে না দেখিয়া ভয় করে এবং আল্লাহ্ যাহা পছন্দ করে তাহাই সে পছন্দ করে ও আল্লাহ্ যাহা অপছন্দ করে তাহা সে বর্জন করে। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।

ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ অধিক হাদীস জানার নাম ইলম নহে। ইলম বলে অত্যধিক খোদাভীতিকে। আহমদ ইব্ন সালিহ (র) ইব্ন ওহব (র) সূত্রে মালিক (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ বহু হাদীস বর্ণানকারীকে আলিম বলা হয় না, ইলম হইল নূর যাহা আল্লাহ্ মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন।

আহমদ ইব্ন সালিহ আল মিসরী বলেন, বহু হাদীস বর্ণনা করিলেই খোদাভীতি সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ্ যে ইলম ফরয করিয়াছেন উহা হইল আল্লাহ্ আল্লাহ্‌র কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ সাহাবায়ে কিরামের আছার ও পরবর্তী আয়েম্মায়ে মুসলেমীনের মতামত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, অবশ্য এইগুলি রিওয়ায়েতের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। আর তিনি যে নূর বানাইয়াছেন ইহার তাৎপর্য এই যে, ইলম এমন একটি আলো, যা দ্বারা সেই গুলি জানা ও বুঝা যায়। আবূ হাইয়ান-এর সূত্রে জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আলিম তিন প্রকারের (১) আল্লাহ্‌র বিধি নিষেধসহ আল্লাহ্‌কে জানার আলিম (২) আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান ছাড়া আল্লাহ্‌কে জানার আলিম (৩) আল্লাহ্‌কে জানা ছাড়া আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান জানার আলিম। প্রথম শ্রেণীর আলিমই আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং

সে আল্লাহ্র বিধি-নিষেধের সীমারেখা জানে। দ্বিতীয় শ্রেণীর আলিম আল্লাহ্কে ভয় করে বটে কিন্তু আল্লাহ্র বিধি-নিষেধের সীমারেখা জানে না। তৃতীয় শ্রেণীর আলিম আল্লাহর বিধি-নিষেধের সীমারেখা জানে বটে, কিন্তু আল্লাহ্কে ভয় করে না।

(٢٩) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتٰبَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۝

(٣٠) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝

২৯. যাহারা আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাহাদিগকে যে রিয্ক দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাহারাই আশা করিতে পারে তাহাদিগের এমন ব্যবসায়ের, যাহার ক্ষয় নাই।

৩০. এই জন্য যে, আল্লাহ্ তাহাদিগের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে আরও বেশী দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে তাঁহার মু'মিন বান্দাগণকে এই সংবাদ দিতেছেন, যাহারা আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করে, তাহার উপর ঈমান রাখে, উহার আদেশ নিষেধসমূহ পালন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত রুযী হইতে শরীয়তের নির্দেশিত সময়ে দিনে ও রাতে দান করে তাহারাই يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে অবশ্যই সুফল লাভের নিশ্চিত আশা করিতে পারে।

এই তাফসীরের শুরুতেই আমরা ফাযাইলুল কুরআন আলোচনা প্রসঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করিয়াছি। সেদিন কুরআন তাহার পাঠককে বলিবে, প্রত্যেক ব্যবসায়ী তাহার নিজ নিজ ব্যবসায়ের পেছনে রহিয়াছে এবং তুমি আজ সকল ব্যবসায়ের পেছনে রহিয়াছ।

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ অর্থাৎ তাহাদের নেক আমলের যথাযথ সুফল দেওয়ার পর নিজ অনুগ্রহে বহুগুণ বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

اِنَّهُ غَفُوْرٌ। অর্থাৎ তিনি তাহাদের গোনাহের জন্য ক্ষমাশীল شَكُوْرٌ অল্প আমলেও বিনিময় দানকারী। কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ মুতাররিফ (র) যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেন, তখন বলিতেন—এই আয়াত তিলাওয়াতকারীদের জন্য। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ পাক যখন কোন বান্দার উপর সন্তুষ্ট হন তখন তিনি তাহার জন্য সাত প্রকার কল্যাণপ্রদ আমল সংযোগ করেন, যাহা সে করে নাই। পক্ষান্তরে তিনি যাহার উপর

অসন্তুষ্ট হন তাহার আমলের সহিত সাত প্রকার অকল্যাণকর আমল যোগ করেন যাহা সে করে নাই। হাদীসটি অত্যন্ত গরীব।

(৩১) وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ○

৩১. আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি তাহা সত্য, ইহা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগের সমস্ত কিছু জানেন ও দেখেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ বলেন ঃ وَالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তোমার নিকট যে কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ অর্থাৎ তোমার পূর্বে যে সব কিতাব রহিয়াছে ইহা উহার সত্যতা বর্ণনা করে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, এই গ্রন্থ মহান প্রতিপালকের তরফ হইতে অবতীর্ণ।

اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌ بَصِيْرٌ অর্থাৎ তিনি তাহাদের সকলের খবর রাখেন এবং কাহাকে কাহাদের উপর মর্যাদা দিতে হইবে তাহা তিনি বুঝেন। সুতরাং তিনি নবী ও রাসূলগণকে অন্যান্য সকল মানুষের উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন। তেমনি একদল নবীকেও তিনি অন্য দলের উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন এবং একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। অবশেষে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তাহাদের সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন।

(৩২) ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ؕ○

৩২. অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করিলাম আমার বান্দাদিগের মধ্যে তাহাদিগকে যাহাদিগকে আমি মনোনীত করিয়াছি। তবে তাহাদিগের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্যপন্থী এবং কেহ আল্লাহ্র ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী, ইহাই মহাঅনুগ্রহ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ অতঃপর আমি পূর্ববর্তী গ্রন্থের সমর্থনকারী এই শ্রেষ্ঠ কিতাবের ধারক ও বাহকগণকে আমার বান্দাদের ভিতর হইতে তাহাদিগকে পছন্দ করিয়াছি। তারপর তাহাদিগকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি।

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ অর্থাৎ তাহাদের একদল কোন কোন ফরয কাজে ত্রুটি করিল এবং কোন কোন হারাম কাজে জড়াইয়া পড়িল।

وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ অর্থাৎ অপর দল ফরযগুলি আদায় করিল ও হারামসমূহ বর্জন করিল। কিন্তু তাহারা বেশ কিছু মুস্তাহাব ছাড়িয়া দিল ও বেশ কিছু মাকরূহ কাজ সম্পন্ন করিল।

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ তৃতীয় দলটি ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব আদায় করিল এবং হারাম ও মাকরূহ কার্যাবলী বর্জন করিল। এমন কি অনেক মোবাহ কাজও বর্জন করিল।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ـ

অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীকে তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। এবং তাহাদিগকে পূর্ববর্তী সকল কিতাবের উত্তরাধিকারী বানাইয়াছেন। তাই তাহাদের মধ্যকার অত্যাচারীগণকে তিনি ক্ষমা করিবেন। তেমনি মধ্যপন্থীগণকে তিনি হিসাব-নিকাশ সহজ করিবেন। আর অগ্রগামী দলকে তিনি বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করিবেন।

আবুল কাসিম তিবরানী বলেন ঃ ইয়াহইয়া ইব্‌ন উসমান ও আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়া (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বলেন ঃ আমার শাফাআত আমার উম্মতের কবীরা গুনাহে লিপ্তদের জন্য।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কল্যাণের পথে অগ্রগামীরা বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে। আর মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী আল্লাহ্র রহমতে বেহেশতে যাইবে। তাহা ছাড়া অত্যাচারী দল ও আ'রাফবাসী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর শাফাআতে বেহেশতে যাইবে। পূর্ববর্তীদের একাধিক ব্যক্তি বলিয়াছেন ঃ অত্যাচারী ও পাপাচারী মুসলমানরাও আল্লাহ্র মনোনীত দলের অন্তর্ভুক্ত, যদিও তাহাদের মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি বিদ্যমান। অন্যান্যরা বলেন ঃ পাপাচারী মুসলমান উম্মতে মুহাম্মদী (সা) এর দলভুক্ত নহে। অনুরূপ তাহারা আল্লাহ্র মনোনীত দলের অন্তর্ভুক্ত নহে। সুতরাং তাহারা আল্লাহ্র কিতাবসমূহেরও উত্তরাধিকারী নহে।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন আমার পিতা ..... ইব্ন আব্বাস হইতে বর্ণিত। নিজের উপর অত্যাচারী, পাপাচারীরা হইল কাফির। ইকরিমা (র) হইতে ইহা বর্ণিত এবং ইহা তাহার অভিমতও বটে।

আবূ নজীহ (র) মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন, নিজের উপর অত্যাচারী তাহারা হইল বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তব্য ব্যক্তিগণ।

যায়েদ ইব্ন আসলাম, হাসান ও কাতাদাহ্ (র) হইতে ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেন ঃ উহারা হইল মুনাফিক সম্প্রদায়।

অবশেষে ইব্ন আব্বাস, হাসান ও কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ উপরোক্ত তিন ধরনের উম্মত মূলত: সূরা ওয়াকেয়ার শুরু ও শেষে উল্লেখিত তিন শ্রেণীর লোকজনই। সঠিক কথা এই যে, উক্ত আত্ম অত্যাচারীগণ এই উম্মতেরই অন্তর্ভুক্ত।

ইব্ন জারীর (র) এই মতই পছন্দ করিয়াছেন। আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে উহাই বুঝা যায়। ইহার সমর্থনে বিভিন্ন হাদীস একটি অপরটিকে শক্তিশালী করিয়াছে। আমরা ইনশাআল্লাহ্ সেইগুলি এক্ষণে তুলিয়া ধরিতে সচেষ্ট হইব।

প্রথম হাদীস ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র) ..... আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَّمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ-

আয়াতে উল্লেখিত তিন শ্রেণী মূলত: একই। তাহারা সকলেই জান্নাতী। এই সনদে হাদীসটি গরীব। ইহার সনদে অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রহিয়াছে। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) শু'বা হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূল (সা) যে বলিয়াছেন তাহারা একই, উহার অর্থ তাহারা সকলেই এই উম্মতের লোক এবং তাহারা সকলেই জান্নাতী। যদিও জান্নাতে তাহাদের মর্যাদায় পার্থক্য থাকিবে।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন ইসহাক (র) .... আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি আলোচ্য আয়াতে যাহাদিগকে কল্যাণের পথে অগ্রগামী বলা হইয়াছে, তাহারা বিনা হিসাবে জান্নাতী। যাহারা মাঝামাঝি স্তরের তাহাদের হিসাব-নিকাশ খুব সহজ হইবে। আর যাহারা আত্ম-অত্যাচারী ও পাপাচারী, তাহারা হাশর মাঠের কার্যকাল পর্যন্ত অপেক্ষমান থাকিবে। অবশেষে আল্লাহ্র রহমত লাভ করিবে। উহারাই তখন বলিবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ الَّذِىْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ لاَ يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلاَيَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ-

অর্থাৎ প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিয়াছেন। আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, নেক আমালের উত্তম বিনিময়ে নিজ অনুগ্রহে আমাদিগকে স্থায়ী আবাস দিয়াছেন যেখানে ক্লেশ আমাদিগকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।

অন্য সূত্র ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, উসাইদ ইবন আসিম (র) ..... আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্কে বলিতে শুনিয়াছি, আলোচ্য আয়াতের আত্মপীড়ক পাপীগণ আবদ্ধ থাকিয়া ক্লান্তি ও ক্লেশের শিকার হইবে। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করিবে। ইব্ন জারীর (র) সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মাধ্যমে আসিম (র) হইতে ইহা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আবূ সাবিত বলিয়াছেন যে, তিনি মসজিদে প্রবেশ করিয়া আবূ দারদা (রা)-এর নিকট বসেন এবং বলেন–হে আল্লাহ্! আমার পেরেশানীকে ভালবাসায় পরিণত কর এবং সকলের উপর দয়া কর এবং আমাকে নেক্কারের সাহচর্য দান কর। তখন আবূ দারদা (রা) বলেন, তুমি যদি সত্য বলিয়া থাক তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে সাহচর্য দিব। আমি এক্ষুণি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে শ্রুত একটি হাদীস শুনাইব। আমি এখন পর্যন্ত অন্য কাহাকেও ইহা বলি নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ثُمَّ اَوْرَثْنَا ...... بِالْخَيْرَاتِ - এই আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ আয়াতে বর্ণিত কল্যাণের পথে অগ্রগামী বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে। আর মধ্যপন্থীগণ হইতে সহজতর হিসাব চাওয়া হইবে। আর পাপীগণ দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তির পর জান্নাতে যাইবে। তাই তাহারা বলিবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ অর্থাৎ সেই আল্লাহ্র সকল প্রশংসা, যিনি আমাদের দুশ্চিন্তা ও হয়রানী দূর করিলেন।

তৃতীয় হাদীস ঃ হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাস (র) ... উসামা ইব্ন যায়েদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন–উক্ত তিনদলই এই উম্মতের লোক।

চতুর্থ হাদীস ঃ ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আযীম (র) ..... আউফ ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার উম্মত তিন অংশে বিভক্ত। এক তৃতীয়াংশ বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে। তাহাদের কোনই আজাব হইবে না। অপর তৃতীয়াংশ খুব সহজেই হিসাব গ্রহণ করা হইবে। অতঃপর জান্নাতে যাইবে। আরেক তৃতীয়াংশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিশুদ্ধ করা হইবে। অত:পর ফেরেশতা আসিয়া বলিবে এই লোকগুলিকে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু' পাঠরত অবস্থায় পাইয়াছি। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, তাহারা ঠিকই বলিয়াছে। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। সুতরাং এই কলেমার বরকতে তাহাদিগকে জান্নাতে দাখিল কর। আর তাহাদিগের ভুল-ভ্রান্তি ও পাপ-তাপ যাহা আছে তাহা জাহান্নামীদের ঘাড়ে চাপাও। এই কথাই আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالاً مَّعَ اَثْقَالِهِمْ -

আর তাহারা অবশ্যই তাহাদের বোঝা বহন করিবে এবং বোঝার ওপরে আরও বোঝা তাহাদের ওপরে চাপানো হইবে।

ফেরেশতাদের আলোচনায় এই সত্যই উদ্ভাসিত হইয়াছে। আর আলোচ্য আয়াতে যে তিন শ্রেণীর কথা বলা হইয়াছে, উহার মধ্যকার পাপাচারী দলকে এইভাবেই পরীক্ষা ও পরিশুদ্ধ করা হইবে। হাদীস অত্যন্ত গরীব পর্যায়ের।

ইব্ন মাসউদের আছার ঃ ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইব্ন হুমাইদ (র) .... ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই উম্মত তিন ভাগে বিভক্ত। কিয়ামতের দিন এক তৃতীয়াংশ বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে। এক তৃতীয়াংশের নামমাত্র হিসাব-নিকাশ হইবে। অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ বিপুল পাপের বোঝা নিয়া হাজির হইবে। আল্লাহ্ পাক প্রশ্ন করিবেন, ইহারা কাহারা? অবশ্যই আল্লাহ্ উহা ভালভাবেই অবগত আছেন। ফেরেশতা বলিবেন, ইহারা বিপুল পাপের বোঝা মাথায় নিয়া আসিয়াছে। তবে তাহারা আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, তাহাদিগকে আমার রহমতের ছায়ায় দাখিল কর। এই বর্ণনা শেষে আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।

দ্বিতীয় আছার ঃ আবূ দাউদ তায়ালেসী (র) .... উকবা ইব্ন সাহবান আল হান্নায়ী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আয়িশা (রা)-কে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন– হে বৎস! উহারা সবাই জান্নাতী। তাহাদের মধ্যে কল্যাণের পথে অগ্রগামী দল হইলেন সাহাবাগণ, যাহারা রাসূল (সা)-এর যুগ পার হইয়াছেন এবং যাহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়াছেন। মধ্যম দল হইলেন তাবেঈনগণ, যাহারা সাহাবাদের সাহচর্য ও আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয় যে দলটিকে আত্মপীড়ক পাপাচারী বলা হইয়াছে, তাহারা হইল আমার আর তোমার মত লোকেরা। বর্ণনাকারী বলেন–আয়িশা (রা)-এর নিজকে জড়াইয়া কথা বলার ভিতর বিনয় ও সদাচার প্রকাশ পাইয়াছে। অন্যথায় তিনি তো কল্যাণের পথে অগ্রগামীদের শীর্ষে রহিয়াছেন। কেননা, নারী জগতে তাঁহার মর্যাদা তো হইল সমগ্র খাদ্যের উপরে 'ছারীদ' এর মর্যাদার মতই।

আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) বলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন হযরত উছমান (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, কল্যাণের পথে অগ্রগামী দল হইল মুজাহিদগণ। মধ্যম দল হইল আমাদের সভ্য ও শিক্ষিত নগরবাসীগণ। আত্মপীড়ক দল হইল গ্রাম্য নিরক্ষর বদ্দু বা বেদুঈন সমাজ। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করেন। আওফ আল আরাবী (র) .... কা'ব আল-আহবার হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

আত্মপীড়ক দল এই উম্মতের দল। আর মধ্যমদল ও অগ্রগামী দল সকলেই জান্নাতী। তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ্ বলেন,

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا ........... جَنَّاتُ عَدْنٍ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ-

অতঃপর তিনি বলেন, কাফিররাই জাহান্নামী।

ইব্ন জারীর আওফের সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন হারিছ হইতে বর্ণিত ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) কা'ব আল-আহবারকে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন ঃ কা'বের প্রভুর শপথ, উম্মতের সকলেই এক সাথে থাকিবে; তবে প্রত্যেকের আমল অনুসারে তাহাদিগকে মর্যাদা দেওয়া হইবে। ইব্ন জারীর আরও বলেন ঃ ইব্ন হুমাইদ (র) ... আবূ ইসহাক সুবাইয়ী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ষাট বৎসর পর্যন্ত আমি যাহা শুনিয়া আসিতেছি, তাহা হইল এই যে, তাহারা সকলেই নাজাত পাইবে। অত:পর তিনি ... মুহাম্মদ ইব্ন হানফিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আয়াতে বর্ণিত তিন শ্রেণী হইল উম্মতে মরহুমা। তাহাদের মধ্যে 'যালিম লি নাফসিহী' (আত্মপীড়ক) দল ক্ষমা প্রাপ্ত; 'মুকতাসিদ' (মধ্যম দল) জান্নাতী ও সাবেক বিল খায়রাত (কল্যাণে অগ্রগামী) দল আল্লাহ্র কাছে উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত। ছাওরী (র) .... মুহাম্মদ ইব্ন হানফিয়া (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

আবুল জারূদ (র) বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন আলী অর্থাৎ আলী বাকের (র)-কে আমি 'যালিম লি-নাফসিহী' সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, যাহারা নেক আমল ও বদ আমল মিশ্রিত করিয়াছে, তাহারই সেইদল।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীস ও আয়াতসমূহ যথাসম্ভব এখানে উদ্ধৃত করা হইল। ইহা দ্বারা স্থির করা হইল যে, আয়াতে বর্ণিত তিন শ্রেণীর সকলেই এই উম্মতের লোক। বস্তুত উলামা সম্প্রদায় এই নি'আমতের বদৌলতে মানব জাতির সবচাইতে সৌভাগ্যের অধিকারী এবং আল্লাহ্র এই অনুগ্রহ লাভের ফলেই তাহারা সর্বোত্তম মানব গোষ্ঠী। যেমন ইমাম আহমদ বলেন ঃ

মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ (র) ..... কয়েস ইব্ন কাছীর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন মদীনার এক ব্যক্তি দামেশকে আবূ দারদা (রা)-এর নিকট গেলেন। তাহাকে দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, হে ভাই! তুমি কি জন্য এখানে আসিয়াছ? লোকটি বলিল, আমি এই কথা জানিতে পাইয়াছি যে, আপনি রাসূলুল্লাহ্ হইতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি ব্যবসা উপলক্ষে আস নাই? লোকটি বলিলেন, না। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি অন্য কোন উদ্দেশ্যে আস নাই? লোকটি জবাব

দিলেন–না। তিমি প্রশ্ন করিলেন–শুধু কি আমার বর্ণিত হাদীস শুনার জন্য আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। তখন আবূ দারদা (রা) বলিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য কোন পথ অতিক্রম করে আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাতের পথ তৈরি করেন। আর ফেরেশতাগণ সেই তালেবে ইলমদের চলার পথে পাখা বিছাইয়া দেন এবং আকাশ ও পৃথিবীতে যত কিছু আছে সকলেই আলিমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এমনকি নদীর মাছও। আর আবিদের উপর আলিমের মর্যাদা হইল নক্ষত্রমণ্ডলীর উপর চন্দ্রের মর্যাদার সমান। আলিমগণ নবীদের ওয়ারিছ হন। তাহারা দিরহাম বা দীনারের ওয়ারিছ নহে, তাহারা ইলমের ওয়ারিছ হন। যে ব্যক্তি উহা আহরণ করিল সে প্রাচুর্যের অংশীদার হইল।

আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা কাছীর ইব্ন কায়েস হইতে উহা বর্ণনা করেন। কেহ কেহ কয়েস ইব্ন কাছীরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা উহার বিভিন্ন সূত্র বর্ণনা করিয়াছি। সহীহ বুখারীর কিতাবুল ইলম এ ব্যাখ্যা গ্রন্থে সূত্রগুলি সম্পর্কিত মতভেদ বর্ণনা করিয়াছি। সূরা 'তোয়াহা'র শুরুতে ছা'লাবা ইব্ন হাকাম (র)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন আলিমদিগকে বলিবেন, আমি তোমাদেরকে ইলম ও হিকমত এই জন্যই দিয়াছি যে, আমার ইচ্ছা হইল তোমাদের যাহা কিছু ভুল-ক্রটি হইয়াছে তাহা ক্ষমা করিয়া দিব। আর ইহাতে আমি কাহারও পরওয়া করিব না।

(٣٣) جَنّٰتُ عَدۡنٍ یَّدۡخُلُوۡنَهَا یُحَلَّوۡنَ فِیۡهَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَهَبٍ وَّ لُؤۡلُؤًا ۚ وَ لِبَاسُهُمۡ فِیۡهَا حَرِیۡرٌ ○

(٣٤) وَ قَالُوا الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡۤ اَذۡهَبَ عَنَّا الۡحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوۡرٌ شَكُوۡرُ ۨ ○

(٣٥) الَّذِیۡۤ اَحَلَّنَا دَارَ الۡمُقَامَةِ مِنۡ فَضۡلِهٖ ۚ لَا یَمَسُّنَا فِیۡهَا نَصَبٌ وَّ لَا یَمَسُّنَا فِیۡهَا لُغُوۡبٌ ○

৩৩. তাহারা প্রবেশ করিবে স্থায়ী জান্নাতে, সেখানে তাহাদিগকে স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হইবে এবং সেখানে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের।

৩৪. এবং তাহারা বলিবে, প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করিয়াছেন, আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

৩৫. যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদিগকে স্থায়ী আবাস দিয়াছেন, যেখানে ক্লেশ আমাদিগকে স্পর্শ করে না, এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জানাইয়াছেন, পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত 'মুস্তাফীন' বা মনোনীত উম্মত তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে বাছাইকৃত যাহারা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের তরফ হইতে অবতীর্ণ কিতাব সমূহের উত্তরাধিকারী এবং কিয়ামতের দিন স্থায়ী শান্তিধাম জান্নাতেরও অধিকারী। সেখানে তাহারা আল্লাহ্র সমীপে হাজির হইয়া নির্ধারিত দিনে প্রবেশ করিবে।

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا অর্থাৎ তাহাদিগকে স্বর্ণ ও মণি-মুক্তার তৈরি কাংকনের অলঙ্কার পরিধান করান হইবে। সহীহ হাদীসে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মু'মিনের অযুর স্থানগুলি পর্যন্ত অলঙ্কৃত করা হইবে।

وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ অর্থাৎ তাহাদের পোশাক হইবে রেশমের। কেননা, পৃথিবীতে এই সকল জিনিষ তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। আখেরাতে তাই আল্লাহ্ তা'আলা উহাদের জন্য বৈধ করিবেন।

সহীহ্ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমের কাপড় পরিধান করিবে, সে জান্নাতে উহা পরিধান করিতে পাইবে না। তিনি আরও বলেন–পৃথিবীতে উহা কাফিরদের জন্য, পরকালে উহা তোমাদের জন্য। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমর ইব্ন সওয়াদ সুরুজী (র) ..... আবূ উসামা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) জান্নাতবাসীর সাজ-সজ্জা সম্পর্কে বলেন, তাহারা সোনা-রূপার তৈরি কংকন দ্বারা অলংকৃত হইবে। আর মণি- মুক্তা খচিত থাকিবে। মাথায় তাহাদের শাহীতাজ শোভা পাইবে। কেশহীন দেহ বিশিষ্ট যুবক হইবে, চোখ হইবে সুরমা খচিত।

وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ আর তাহারা বলিবে, সেই আল্লাহ্র সকল প্রশংসা, যিনি আমাদের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করিলেন। অর্থাৎ তিনি আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সুদীর্ঘ দুশ্চিন্তা ও ভীতির অবসান ঘটাইলেন। আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) তাহার পিতার সূত্রে ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমাধারীর জন্য কবরে ও হাশরে কোথাও ভয় নাই। আমি যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, কালেমাধারীগণ মাথা হইতে মাটি ঝাড়িয়া কবর হইতে উঠিতেছে, আর তাহারা বলিতেছে, সেই আল্লাহ্র প্রশংসা,

যিনি আমাদিগকে দুশ্চিন্তা ও ক্লেশ মুক্ত করিলেন। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাবরানী (র) .... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পতাকাবাহীদের জীবন মরণে কবরেও ভয়ের কিছুই নেই। আমি যেন তাহাদিগকে হাশরের শিংগা ফুৎকারের দিনে ধূলিমুক্ত শিরে পাঠ করিতে দেখিতেছি ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّا رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদের অজস্র পাপ মাফ করিবেন এবং তাহাদিগকে অল্প নেকীরও বিনিময় দান করিবেন।

اَلَّذِىْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ অর্থাৎ তাহারা বলিবে, সেই আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের জন্য স্থায়ী শান্তিধাম প্রদান করিলেন। ইহা তাহার খাস রহমত। কারণ, আমাদের আমল বা কার্যকলাপ আদৌ ইহার উপযোগী ছিল না।

সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমাদের আমল কখনও তোমাদের কাহাকেও জান্নাতে দাখিল করিবে না। লোকজন প্রশ্ন করিবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকেও নহে? তিনি জবাবে বলিলেন– না আমাকেও নহে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাহার রহমত ও অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে ধন্য করিবেন।

لَايَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَايَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ অর্থাৎ, দৈহিক ও আত্মিক কোনরূপ কষ্ট ও পেরেশানী আমাদিগকে স্পর্শ করে নাই। 'নসব' ও 'লুগুব' উভয় শব্দই কষ্ট বা যাতনা অর্থে ব্যবহৃত হয়। উহা দৈহিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই হইতে পারে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

যেহেতু তাহারা পার্থিব জীবনে ইবাদতের কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, তাই তাহাদিগকে জান্নাতে দাখিল করিয়া তাহাদের কষ্টহীন জীবনের অধিকারী করিবেন। যেখানে তাহারা স্থায়ী শান্তির নিবাসে অবস্থান করিবে। তখন আল্লাহ্ পাক বলিবেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔

অর্থাৎ নশ্বর জীবনের অতীত দিনগুলিতে তোমরা যে কষ্ট সাধনা করিয়াছ, উহার বিনিময়ে তোমরা এখন সানন্দে খাও এবং পান কর।

(٣٦) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ۝

(৩৭) وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۟

৩৬. কিন্তু যাহারা কুফরী করে তাহাদিগের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। উহাদিগের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হইবে না যে, তাহারা মরিবে। এবং উহাদিগের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হইবে না। এইভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়া থাকি।

৩৭. সেখানে তাহারা আর্তনাদ করিয়া বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে নিষ্কৃতি দাও, আমরা সৎকর্ম করিব, পূর্বে যাহা করিতাম তাহা করিব না। আল্লাহ্ বলিবেন, আমি কি তোমাদিগকে এত দীর্ঘ জীবন দান করি নাই যে, তখন কেহ সতর্ক হইতে চাহিলে সতর্ক হইতে পারিতে? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও আসিয়াছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ভাগ্যবানদের বর্ণনা শেষ করিয়া এখন হতভাগাদের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَايُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا -

অর্থাৎ যাহারা কুফরী করিযাছে তাহাদের জন্য জাহান্নামের আগুন; তাহাদের মৃত্যুরও ফয়সালা হইবে না যে, তাহারা মরিয়া রেহাই পাইবে। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَايَمُوْتُ فِيْهَا وَلَايَحْيٰى অর্থাৎ সেখানে কেহ মরিবেও না, জীবন্তও থাকিবে না। মোট কথা জীবন্ত অবস্থায় দহন জ্বালা ভোগ করিতে থাকিবে। সহীহ্ মুসলীমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ দোযখবাসীরা দোযখে মরিবেও না, বাঁচিবেও না। অর্থাৎ বাঁচা-মরার মাঝা-মাঝি অবস্থায় থাকিবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ -

অর্থাৎ তাহারা ডাকিয়া বলিবে, হে মালিক! তোমার প্রতিপালক আমাদের ব্যাপারে মৃত্যুর ফয়সালা দিন। মালিক বলিবেন, তোমরা তো এখানে অবস্থান করিবে। মোট কথা তাহাদের যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় মৃত্যুই তাহাদের কাছে শান্তি লাভের উপায় বলিয়া মনে হইলেও সেই পথ তাহাদের থাকিবে না।

তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَايُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَايُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ـ

অর্থাৎ তাহাদের মৃত্যুর ফয়সালা না থাকায় তাহারা মরিবে না, এবং তাহাদের শাস্তিও লাঘব করা হইবে না। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ ـ لَايُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ـ

অর্থাৎ অবশ্যই পাপীরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকিবে। তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে না এবং সেখানে তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়িবে। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا

অর্থাৎ যখন আগুন নিস্তেজ হইবে, তখনই উহার আগুন বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। তিনি আরও বলেন ঃ فَذُوْقُوْافَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلاَّ عَذَابًا

অর্থাৎ এখন আস্বাদন কর, অতঃপর তোমাদের শাস্তি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করা হইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ

অর্থাৎ যাহারা নিজ প্রভুর সহিত কুফরী করে ও সত্য অস্বীকার করে তাহাদের শাস্তি এইরূপ হয়। অত:পর আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا অর্থাৎ তাহারা সেখানে চিৎকার করিয়া বলিতে থাকিবে। رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ـ অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে উদ্ধার কর, আমরা নেক কাজ করিব এবং যাহা করিতেছিলাম তাহা আর করিব না। মোট কথা তাহারা নেক কাজ করার জন্য আবার ফিরিয়া যাইবার জন্য আকুতি জানাইবে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক জানেন, যদি তাহাদিগকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হয় তাহা হইলে তাহারা আবার সেই কাজ করিবে। এখন বিপদ মুক্তির জন্য তাহারা মিথ্যা বলিতেছে। এই কারণেই তাহাদের আবেদনে কর্ণপাত করা হইবে না। তাই আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

فَهَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ؟ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِىَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ـ

অর্থাৎ এখন কি আর প্রত্যাবর্তনের পথ রহিয়াছে? ইহা এই জন্য যে, যখন তোমাদিগকে এক আল্লাহ্র দিকে ডাকা হইল তোমরা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছ এবং যেই বস্তুকে শিরকের জন্য নির্ধারিত করিয়াছিলে উহাতেই ঈমান রাখিয়াছ।

মোট কথা এই জন্যই তোমার আবেদন নাকচ করা হইল যে, তোমরা প্রত্যাবর্তন করিয়াও আমার নিষিদ্ধ কাজে আত্মনিয়োগ করিবে। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ অর্থাৎ আমি কি তোমাদিগকে এতটুকু আয়ু দান করি নাই যাহাতে তোমরা সতর্ককারীর সতর্কতায় সাবধান হইতে পারিতে ? অথচ তোমাদের কাছে সতর্ককারী আসিয়াছিল।

এখানে তাফসীরকারগণ আয়ুর পরিমাণ নিয়ে মতভেদ প্রকাশ করিয়াছেন।

আলী ইব্‌ন হুসায়ন ওরফে যয়নুল আবেদীন (র) বলেন ঃ আয়াতে নির্দেশিত আয়ু হইল অন্যূন সতের বছর।

কাতাদা বলেন ঃ জানিয়া রাখ, যতটুকু বয়সে দ্বীন মানার জন্য জবাবদিহী করিতে হইবে, এই আয়াতে সেই হায়াতের কথাই বলা হইয়াছে এবং উহা আঠারো বছর। আবূ গালিব শায়বানীও ইহা বলিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র) ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বাহ হইতে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতে নির্দেশিত আয়ু হল বিশ বছর।

হুশাইম (র) ..... হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। সেই বয়স হইল চল্লিশ বছর।

হুশাইম (র) মাসরূক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেহ চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হইবে তখন যেন সে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চায়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ ইব্‌ন আব্দুল আলা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমকে পাকড়াও করার জন্য আলোচ্য আয়াতে যে বয়সের কথা বলিয়াছেন তাহা হইল চল্লিশ বৎসর। ইব্‌ন জারীর এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি সুফিয়ান ছাওরী ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইদরীস (র) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমকে জবাবদিহী করার জন্য আলোচ্য আয়াতে যে বয়ঃসীমা নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা হইল ষাট বৎসর।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উক্ত হাদীস বিশুদ্ধ। মূলত উহার বক্তব্যও বিশুদ্ধ। অবশ্য ইব্‌ন জারীরের ধারণা যে, হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা ইহার বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে, যাহাদের ব্যাপারে সর্তক থাকা উচিত। আমরা এই বর্ণনার সমর্থনে অন্য বর্ণনার উদ্ধৃত করিতেছি।

আসবাগ ইব্‌ন নাবাতা হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে যে বয়সের দিকে ইংগিত করিযাছেন তাহা হইল ষাট বছর।

ইব্‌ন আবূ হাতিম ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন ডাকা হইবে 'হে ষাট বছরের আদম সন্তানবৃন্দ!' আল্লাহ্ পাক বর্ণিত আয়াতের মধ্যে এই দলের কথাই বলিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর ও তাবরানী (র) .... ইসমাঈল ইব্‌ন আবি ফুদায়েক হইতে বর্ণিত আছে। অবশ্য ইবরাহীম ইব্‌ন ফযলের কারণে হাদীসটির সমালোচনা করা হইয়াছে। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন।)

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক অবশ্যই ষাট সত্তর বৎসর আয়ুপ্রাপ্ত লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন এবং অবশ্যই তাহাদিগকে জবাবদিহী করিবেন।

ইমাম বুখারীও তাঁহার সহীহ গ্রন্থের রিকাক অধ্যায়ে আব্দুস সালাম ইব্‌ন মুতাহ্হির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ ষাট বৎসর আয়ুপ্রাপ্ত লোকদের আখেরাতে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন।

অতঃপর ইমাম বুখারী (র) বলেন, সাঈদ আবূ হাযিম ও ইব্‌ন আজলান সায়ীদ মুকররী (র) এর সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ ইহা বর্ণনা করেন। আবূ হাযিমের সনদটি এই ঃ ইব্‌ন জারীর বলেন, আবূ সালিহ ফাযারী (র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা ষাট বৎসর আয়ু দিয়াছেন, তাহাকে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা আয়ুস্কালের কার্যাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন।

ইমাম আহমদ ও নাসায়ী (র) তাহাদের মুসনাদে ও সহীহ গ্রন্থে .... কুতাইবা (র) হযরত ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন। ইমাম বাযয়ারও উহা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ হিশাম ইব্‌ন ইউনুস (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ বনী আদমকে আল্লাহ্ তা'আলা যে বয়সের জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন তাহা হইল ষাট বৎসর।

ইব্‌ন আজলানের বর্ণনা ঃ ইব্‌ন আবূ হাতিম .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ যাহার ষাট বৎসর হইয়াছে, তাহাকে অবশ্যই তাহার বয়সের কার্যক্রম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন।

ইমাম আহমদ (র) আবূ আব্দুর রহমান আল মুকরী হইতেও উহা বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ আবূ সাঈদ মাকুরী (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করেন। অপর সনদ ঃ ইবন জারীর (র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন ঃ ষাট হইতে সত্তর বছরের লোকদিগকে আল্লাহ্ পাক তাহাদের দীর্ঘ জীবন কি কাজে লাগাইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন।

উপরোক্ত সনদসমূহে বর্ণিত হাদীসগুলো বিশুদ্ধ। যদি আবূ আব্দুল্লাহ আল বুখারীর হাদীসটি ছাড়া আর কোন হাদীস শুদ্ধ নাও হয়, তথাপি একটি বিশুদ্ধ হাদীসই যথেষ্ট। তাই ইব্‌ন জারীরের বর্ণিত হাদীসের একটির জনৈক বর্ণনাকারীর দুর্বলতার জন্য ষাট-সত্তর বয়ঃসীমা নির্ধারণ বাতিল হইতে পারে না। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

কেহ কেহ বলেন যে, চিকিৎসাবিদদের মতে মানুষের স্বাভাবিক বয়স হইল একশত বিশ বৎসর। এই কারণেই মানুষের স্বাস্থ্যের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে ষাট বৎসরে। তারপর স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি শুরু হয়।

যেমন কবি বলেন–

اِذَا بَلَغَ الْفَتٰى سِتِّيْنَ عَامًا * فَقَلْ ذَهَبَ الْمَسَرَّةُ وَالْفَتَاءُ-

যৌবন তরঙ্গ দোলা পৌঁছে যদি ষাটের কোঠায়
যৌবনের সুখলীলা ক্ষীণ হবে নিবেই বিদায়।

এক্ষণে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, ষাটোর্ধ বয়স সম্পর্কেই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতের জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলিয়াছেন। ইহা অপর একটি হাদীস দ্বারাও সমর্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার উম্মতের সাধারণ বয়স স্পর্কে এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করেন। হাসান ইব্‌ন আরাফা বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মুহারিবী আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "আমার উম্মতের বয়স ষাট হইতে সত্তরের মধ্যে থাকিবে। ইহা হইতে অল্প সংখ্যক অতিক্রম করিবে।" ইমাম তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ (রা) কিতাবুয যুহ্‌দে হাসান ইব্‌ন আরফা (রা) হইতে এই হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন–হাদীসটি গরীব এবং এই সনদ ছাড়া অন্য কোন সনদে ইহা বর্ণিত হয় নাই।

অবশ্য তিরমিযীর এই মন্তব্যটি বিস্ময়কর! কারণ, আবূ বকর ইব্‌ন আবূদ দুনিয়া অন্য এক সনদে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে (র) স্বতন্ত্র সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সুলাইমান ইব্‌ন আমর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ আমার উম্মতের বয়স ষাট হইতে সত্তরের মধ্যে থাকিবে এবং ইহা হইতে অল্প সংখ্যক অতিক্রম করিবে।

ইমাম তিরমিযী তাঁহার কিতাবুয্ যুহ্‌দে ইবরাহীম ইব্‌ন সাঈদ আল জাওহারী মুহাম্মাদ ইব্‌ন রবীআর সূত্র হইতে উহা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ সালেহ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান গরীব পর্যায়ের। যাহা হউক, উক্ত হাদীস অন্য সূত্রে দুই স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হাফেজ আবূ ইয়ালা (র) বলেন, আবূ মূসা আনসারী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ তোমাদের মৃত্যুক্ষণ সাধারণত: ষাট হইতে সত্তরের মধ্যে। এই সূত্রের অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার উম্মতের কম সংখ্যকই সত্তর বৎসরের হইবে। অবশ্য এই সূত্র গুলি দুর্বল।

অপর হাদীস ঃ হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন বাযযার তাঁহার মুসনাদে বর্ণনা করেন, হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আমাদিগকে আপনার উম্মতের বয়স সম্পর্কে বলুন। তিনি বলিলেন, পঞ্চাশ হইতে ষাট বছরের মধ্যে থাকিবে। আমি বলিলাম–সত্তর বৎসরের হওয়ার ব্যাপারটি কি হইবে? তিনি বলিলেন–খুব কম সংখ্যক উম্মতই সেই বয়স পাইবে। আল্লাহ্ সেই সত্তর আশি বৎসর বয়সের উম্মতকে রহম করুন।

অত:পর বাযযার (র) বলেন–এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে এই অতিরিক্ত কথাটুকু বর্ণিত হয় নাই। তাহা ছাড়া উছমান ইব্ন মাতার বসরার লোক। তিনি শক্তিশালী বর্ণনাকারী নহেন। হাদীসে ইহা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, রাসূল (সা) তেষট্টি বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। কোন হাদীসে ষাট ও কোন হাদীসে পঁয়ষট্টি বৎসর বলা হইয়াছে। তবে বিখ্যাত মত প্রথমটি (আল্লাহ্ই ভাল জানেন।)

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ অর্থাৎ তোমাদের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল। ইব্ন আব্বাস, ইকরামা, আবূ জা'ফর আলবাকের (রা) কাতাদা, সুফিয়ান, ইব্ন উআইনা, প্রমুখ (র) বলেন ঃ এখানে সতর্ককারী অর্থ বার্ধক্য।

সুদ্দী ও আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ সতর্ককারী হইলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)।

ইব্ন যায়েদের পাঠন হইল ঃ هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى

কাতাদাহ শায়বান হইতে বর্ণনা করেন। তাহাদের বিরুদ্ধে বয়স ও রাসূল দ্বারা প্রমাণ পেশ করিবেন। এবং ইব্ন জারীর এই মত পছন্দ করিয়াছেন। ইহা বিখ্যাত মত।

কারণ, অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ- لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُوْنَ-

উহারা চিৎকার করিয়া বলিবে, হে মালিক! তোমার প্রতিপালক আমাদিগকে মারিয়া ফেলুন। সে বলিবে–তোমরা তো এইভাবেই থাকিবে। আল্লাহ্ বলিবেন, আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌছাইয়া ছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্য বিমুখ। অর্থাৎ আমি তো রাসূলের মাধ্যমে তোমাদের নিকট সত্য পৌছাইয়া ছিলাম, কিন্তু তোমরা উহাদের অস্বীকার ও অমান্য করিয়াছ। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল না পাঠাইব ততক্ষণ কাহাকেও শাস্তি দিব না।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

كُلَّمَا أُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ - قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَائَنَا نَذِيْرٌ - فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَئٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ فِى ضَلاَلٍ كَبِيْرٍ -

যখনই উহাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হইবে, উহাদিগকে রক্ষক ফেরেশ্তা জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসে নাই? উহারা বলিবে, অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল, আমরা উহাদিগকে মিথ্যাবাদী গণ্য করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা মহাভ্রান্তিতে রহিয়াছ।

আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে বলেন ঃ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ অতএব স্বাদ গ্রহণ কর। অনন্তর, যালিমদের জন্য কোন মদদগার নাই। অর্থাৎ তোমাদের কর্মজীবনে তোমরা নবীদের বিরোধিতা করিয়া যেসব অপরাধ করিয়াছ, জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিয়া উহার প্রায়শ্চিত্ত কর। আজ তোমাদিগকে লাঞ্ছনা ও শাস্তি হইতে উদ্ধার করার জন্য কোন মদদগার থাকিবে না।

(٣٨) اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

(٣٩) هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ ؕ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ؕ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ○

৩৮. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ে অবগত আছেন। অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।

৩৯. তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছেন। সুতরাং কেহ কুফরী করিলে তাহার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হইবে। কাফিরদিগের কুফরী কেবল উহাদিগের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী উহাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, আসমান ও যমীনের সকল অদৃশ্য ও লুকানো জিনিসই তাঁহার জ্ঞানের আওতায় রহিয়াছে। যত গোপন রহস্যই হউক

কিংবা যত কথাই অন্তরে লুকানো থাকুক সকল কিছুই তিনি জানেন। সে অনুসারে তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে তাহার আমলের প্রতিফল প্রদান করিবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِى الْاَرْضِ

তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা বানাইয়াছেন। অর্থাৎ এক জাতির স্থলে অপর জাতি, এক গোত্রের স্থলে অপর গোত্র স্থলাভিষিক্ত হইয়া প্রতিনিধিত্ব করিতে থাকিবে।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ

আর তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানাইয়াছেন। অত:পর যে ব্যক্তি কুফরী করিবে, উহার দায়-দায়িত্ব তাহারই উপর বর্তাইবে। অর্থাৎ কুফরীর কুফল সে নিজেই ভোগ করিবে, অন্য কেহ নহে।

وَلَايَزِيْدُ الْكَافِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَرَبِّهِمْ اِلاَّ مَقْتًا -

অর্থাৎ যখন তাহারা স্থায়ী ভাবে কুফরী করিতে থাকিবে, তখন স্বভাবত:ই আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষ বাড়িয়া যাইবে। তাই যত বেশি তাহারা কুফরীতে লিপ্ত থাকিবে ততবেশী তাহাদের ক্ষতি হইতে থাকিবে। কিয়ামতের দিনে তাহার সপরিবারে বিপদগ্রস্ত হইবে। পক্ষান্তরে মু'মিনদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহাদের যে যত দীর্ঘজীবি হইবে তাহারা ভাল কাজও ততবেশী হইবে। ফলে তাহার মর্যাদাও বৃদ্ধি পাইবে এবং জান্নাতের সে উন্নতস্তরের অধিকারী হইবে। তাহার পুরস্কার বহু গুণে গুণান্বিত করা হইবে, এবং সে তাহার মহান সৃষ্টিকর্তার প্রিয়পাত্র হইবে।

(٤٠) قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ○

(٤١) اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○

৪০. বল, তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক সেই সকল দেব-দেবীর কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তাহারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করিয়া থাকিলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে উহাদের কোন অবদান আছে কি? নাকি আমি উহাদিগকে এমন কোন কিতাব দিয়াছি, যাহার প্রমাণের উপর ইহারা নির্ভর করে? বস্তুত যালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে।

৪১. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাহাতে উহারা স্থানচ্যুত না হয়; উহারা কক্ষচ্যুত হইলে তিনি ব্যতীত কে সংরক্ষণ করিবে? তিনি অতিশয় সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূলকে বলিতেছেন যেন তিনি মুশরিকদিগকে জিজ্ঞাসা করেন– তোমরা কি তোমাদের দেব-দেবীদের নিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছ যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়া ডাকিতেছ। তাহা হইলে আমাকে দেখাও, পৃথিবীর কোন্ বস্তু তাহারা সৃষ্টি করিয়াছে? অথবা আকাশমণ্ডলী সৃষ্টির ব্যাপারে তাহাদের কোন অংশ রহিয়াছে? অর্থাৎ এইসব ব্যাপারে তাহাদের কোন ভূমিকাই নাই। তাহারা এই সবের এমনকি একটি খেজুরের বিচির বাকলেরও স্রষ্টা বা মালিক নহে।

অতঃপর আল্লাহ্ প্রশ্ন করেন–কিংবা তাহাদিগকে কি আমি কোন ঐশীগ্রন্থ দান করিয়াছি? যাহার উপর নির্ভর করিয়া কুফর ও শিরকের কাজ করিতেছ? অথচ ব্যাপার এইরূপ নহে।

بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلاَّ غُرُوْرًا অর্থাৎ যালিমরা এই ব্যাপারে তাহাদের খেয়ালখুশী অনুসরণ করিয়া সম্পূর্ণ অনুমানের উপর চলিতেছে। তাহাদের এই কাজ হইল ধোকা, বাতিল ও মিথ্যা।

অত:পর আল্লাহ্ পাক তাহার বিশাল কুদরতের ব্যাপারে খবর দিতেছেন। সেই কুদরতের দ্বারাই তিনি আকাশমণ্ডলী ও ভূ-মণ্ডল স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোন ধারক শক্তি সেইগুলির ভিতরে নাই, যাহা উহা ধারণ করিয়া রাখিবে। তাই তিনি বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلاَ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলাই উহাদিগকে কক্ষচ্যুতি হইতে রক্ষা করিতেছেন। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ

অর্থাৎ তিনি আকাশমণ্ডলীকে তাহার পূর্বানুমতি ছাড়া পৃথিবীর উপর আপতিত হওয়া হইতে ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন ঃ وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ

অর্থাৎ, আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলকে নিজ নির্দেশ বলে (কক্ষপথে) স্থির রাখা (অস্তিত্বে) অন্যতম নিদর্শন।

وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ অর্থাৎ তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও শক্তি নাই উহাদিগকে স্থায়ীভাবে স্থির রাখার। এতদসত্ত্বেও তিনি নাফরমানদের ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল ও ফরমাবরদার গুনাহগারের ক্ষেত্রে ক্ষমাশীল। তিনি নাফরমানগণকে সময় দেন। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি সর্বদাই ধৈর্যশীল ও ক্ষমাপরায়ণ।

এই প্রসঙ্গে ইব্ন আবূ হাতিম একটি গরীব ও মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন জুনাইদ (র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) একদা মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলেন ঃ মূসা (আ) এর মনে এই প্রশ্ন দেখা দিল যে, আল্লাহ্ পাক কি নিদ্রা যান? সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ একজন ফেরেশতা পাঠাইলেন। সে মূসা (আ) এর দুই হাতে দুইটি কাঁচের পাত্র দিয়া বলিল, আপনি ইহা যথা অবস্থায় রাখিয়া সর্বক্ষণ হেফাজত করিবেন। কিন্তু এক সময়ে তাহার ঘুম পাইল। সামান্য তন্দ্রা হওয়ার সাথে সাথে হাতের পাত্র দুইটি পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। কারণ, হাত দুইটি মিলিয়া যাইতেছিল। কাঁচের আওয়াজে তন্দ্রা ভংগ হইলে পাত্র দুইটি সামলাইয়া নিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই গভীর নিদ্রা তাহাকে গ্রাস করিল, অমনি তার হস্তদ্বয় শিথিল হইয়া গেল এবং পাত্র দুইটি ঠেস লাগিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। আল্লাহ্ তা'আলা এই ঘটনা দ্বারা তাহাকে শিক্ষা দেন যে, তিনি যদি নিদ্রা যাইতেন তাহা হইলে আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডল ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না।

সুস্পষ্ট বুঝা যায়, হাদীসটি মারফূ' নহে, বরং ইসরাঈলদের মনগড়া কাহিনী ভিত্তিক মুনকার হাদীস। কারণ, মুসা (আ) এর উচ্চ মর্যাদার বিবেচনায় তাঁহার ব্যাপারে এই ধারণা আদৌ বৈধ হয় না যে, তিনি আল্লাহ্ পাকের নিদ্রা তন্দ্রাহীন হাওয়া সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় পোষণ করিবেন। কারণ, আল্লাহ্ তাঁহার পাক কালামে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থির এবং তন্দ্রা ও নিদ্রা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আকাশমণ্ডলী ও ভূ-মণ্ডলে যাহা কিছু আছে সকলই তাঁহারই। যেমন তিনি বলেন ঃ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لاَتَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَّ لاَنَوْمٌ لَهُ مَافِى السَّمَاوَاتِ وَمَافِى الْاَرْضِ যিনি চিরঞ্জীব, সর্ব সত্তার ধারক তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্ত তাঁহারই।

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিদ্রা যান না এবং নিদ্রা যাওয়া তাঁহার জন্য শোভনীয় নহে। তাঁহার নিকট দিনের বেলা বান্দাগণের রাত্রের

আমল ও রাত্রিবেলা তাহাদের দিনের আমল পর্যায়ক্রমে পৌঁছিতে থাকে। তাঁহার আবরণ হইল আলো কিংবা আগুন। তিনি তাঁহার আলোর পর্দা উম্মোচন করিলে সৃষ্ট জীবের সব কিছুই তাহার নূরের তাজাল্লিতে জ্বলিয়া ছারখার হইয়া যাইত।

ইব্‌ন জারীর আবূ ওয়ায়েল হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর কাছে এক ব্যক্তি আসিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন, কোথা হইতে আসিয়াছ? সে বলিল, সিরিয়া হইতে। তিনি প্রশ্ন করিলেন, কাহার সহিত দেখা করিয়াছ? সে বলিল, কা'বের সহিত দেখা করিয়াছি। তিনি প্রশ্ন করিলেন, সে কি হাদীস বর্ণনা করিয়াছে? সে বলিল, আমাকে এই হাদীস শুনাইয়াছে যে, আকাশমণ্ডলী ফেরেশতাদের কাঁধে পরিক্রমারত রহিয়াছে। তিনি প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি উহা বিশ্বাস করিয়াছ না অবিশ্বাস করিয়াছ? সে বলিল, বিশ্বাস কি অবিশ্বাস কোনটাই করি নাই। তিনি তখন বলিলেন, কা'ব সঠিক বলে নাই। আল্লাহ্ পাক বলেন–নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশগুলী ও ভূমণ্ডল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আমি যদি উহাদিগকে ধারণ না করিতাম তাহা হইলে আমার পরে আর কেহই উহার পতন ঠেকাইতে পারিত না।

কা'ব ও ইব্‌ন মাসউদ (রা) সম্পর্কিত এই বর্ণনাটি বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অত:পর ইব্‌ন জারীর (র) ইব্‌ন হুমায়েদ ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, জুন্দব আল বাজালী সিরিয়ায় কা'বের সাথে দেখা করিয়াছিলেন। অত:পর তিনি অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন।

তিনি আরও বলেন ঃ ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুযাইয়ান তালাইতশী (র) 'সিয়ারুল ফুকাহা' গ্রন্থে উক্ত আছারটি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা ইবন আকী' এর সূত্রে আমাশ (র) হইতে বর্ণিত আছে।

অত:পর তিনি আবদুল মালিক ইবন হাসানাইন ইব্‌ন ওহব (র) সূত্রে মালিক (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আকাশমণ্ডলী পরিক্রমারত নহে; বরং স্থির। তিনি আলোচ্য আয়াতটি দলীল হিসাবে পেশ করেন। তাহা ছাড়া এই হাদীসটিও উল্লেখ করেন–নিশ্চয় পশ্চিম আকাশে একটি তওবার দরজা খোলা রহিয়াছে। উহা সর্বদা খোলা থাকিবে; যতক্ষণ না পশ্চিম দিকে সূর্যের উদয় ঘটিবে।

আমি বলিতেছি হাদীসটি সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। (আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত)।

(٤٢) وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۙ

(٤٣) اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ○

৪২. ইহারা দৃঢ়তার সহিত আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিত যে, ইহাদিগের নিকট কোন সতর্ককারী আসিলে ইহারা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হইবে; কিন্তু ইহাদের নিকট যখন সতর্ককারী আসিল তখন তাহারা কেবল ইহাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করিল—

৪৩. পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট ষড়যন্ত্র উহার উদ্যোক্তাদিগকেই পরিবেষ্টন করে। তবে কি ইহারা প্রতীক্ষা করিতেছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহ্র বিধানের কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না এবং আল্লাহ্র বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক কুরায়েশ ও অন্যান্য গোত্র সম্পর্কে জানাইতেছেন যে, তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণের পূর্বে তাহারা দৃঢ়তার সহিত শপথ করিয়া বলিত, যদি কোন সতর্ককারী রাসূল আমাদের নিকট আসিত তাহা হইলে আমরা অন্যান্য রাসূলের অনুসারী হইতে অবশ্যই অধিকতর হেদায়েতের পথ অনুসরণ করিতাম।

যাহহাক ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকার বলেন, এই আয়াতের অনুরূপ আয়াত হইল ঃ

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ - أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا -

অর্থাৎ পাছে তোমরা বল, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল; আমরা উহাদের পঠন-পাঠন সম্পর্কে উদাসীন ছিলাম। কিংবা তোমরা বল, যদি কিতাব আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইত তবে আমরা তো তাহাদের অপেক্ষা অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত হইতাম। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ আসিয়াছে। অত:পর যে কেহ আল্লাহ্র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিবে ও উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে তাহার হইতে বড় যালেম আর কে?

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ - فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ উহারাই তো বলিয়া আসিয়াছে, পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব থাকিত, আমরা অবশ্যই আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা হইতাম। কিন্তু উহারা কুরআন প্রত্যাখ্যান করিল এবং শীঘ্রই উহারা জানিতে পারিবে।

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ অত:পর যখন তাহাদের নিকট সতর্ককারী আসিল। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) কুরআনুম মুবীন নামক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নিয়া হাজির হইলেন।

مَازَادَهُمْ اِلاَّ نُفُوْرًا অর্থাৎ সতর্ককারী আগমনে তাহাদের কুফরী বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল।

اسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ্র বাণী ও নিদর্শন মান্য ও অনুসরণ না করিয়া তাহারা পৃথিবীতে দম্ভ প্রকাশ করিয়া চলিল।

وَمَكْرَ السَّيِّئِ অর্থাৎ তাহাদের এই চক্রান্তের কুফল তাহাদের উপরেই বর্তাইল, অন্য কাহারও উপর নহে।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ

আলী ইব্ন হুসাইন (র) জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন–তুমি কূট চক্রান্ত হইতে বাঁচিয়া থাক। কারণ, অবশ্যই তাহা চক্রান্তকারীকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল কুরাযী (র) বলেন ঃ তিন ব্যক্তি কখনও মুক্তি পাইবে না। তাহারা হইলঃ কূট চক্রান্তকারী, বিদ্রোহী ও ওয়াদা ভংগকারী, আল্লাহ্র কিতাবে উহার প্রমাণ হইল ঃ

وَلاَيَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلاَّ بِاَهْلِهٖ অর্থাৎ কূট চক্রান্ত তাহার উদ্যোক্তাকেই পরিবেষ্টন করিবে।

فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি ভংগ করিল, সে তাহার নিজের ক্ষতির জন্যই বিশ্বাসঘাতকতা করিল। অত:পর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ سُنَّةَ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ তাহারা পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে যেই শাস্তি অনুসৃত হইয়াছিল উহারই অপেক্ষা করিতেছে? তাহারা তো রাসূলের বিরোধীতা করিয়া কঠোর শাস্তি পাইয়াছিল।

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً অর্থাৎ কখনও আল্লাহ্‌র নীতিতে কোন পরিবর্তন পাইবে না
وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ কোন জাতির অকল্যাণ চাহেন তখন তাহা ঠেকাইবার কেহ থাকিবে না; তাই উহার গ্রাস হইতে তাহারা বাঁচিতে পারিবে না। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

(٤٤) اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَىْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ۝

(٤٥) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ۝

৪৪. ইহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে ইহাদের পূর্বর্তীদের পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা দেখিতে পাইতো। উহারাতো ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আল্লাহ্ এমন নহেন যে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁহাকে অক্ষম করিতে পারে। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

৪৫. আল্লাহ্ মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব জন্তুকেই তিনি রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকেন। অত:পর তাহাদের নির্দিষ্ট কাল আসিয়া গেলে আল্লাহ্তো আছেনই তাঁহার বান্দাগণের সম্যক দ্রষ্টা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে বলেন ঃ হে মোহাম্মদ! রিসালতকে যাহারা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে বল, তোমরা পৃথিবীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখ যাহারা রিসালতকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম কত করুণ হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন। তাহাদের ঘরবাড়ী বিরাণ হইয়াছে। তাহাদের সকল সম্পদরাজী বিলুপ্ত হইয়াছে, অথচ তাহারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী সম্প্রদায়। তাহাদের জনবল ও ধনবল ছিল প্রচুর। অথচ সে সব তাদের কোনই উপকারে আসে নাই। আল্লাহ্‌র আজাব হইতে কোন কিছুই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে

পারে নাই। যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ জারী হইয়াছে, উহা সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবায়িত হইয়াছে। আসমান–যমিনের কোন কিছুই তাঁহার ইচ্ছাকে প্রতিহত করিতে পারে নাই।

اِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا অর্থাৎ তিনি সর্বজ্ঞ, শক্তিমান। তিনি তাঁহার সমগ্র সৃষ্টি জগতের সার্বিক খবরাখবর রাখেন এবং উহার ষোলআনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাঁহার রহিয়াছে।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَاتَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ অর্থাৎ যদি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিটি পাপের জন্য শাস্তি দেওয়া হইতো তাহা হইলে আসমান 'যমিনের সকল বাসিন্দাই ধ্বংস হইতো। কারণ, তাহাদের সঙ্গে পশু সম্পদ সহ সব কিছুই ধ্বংস হইতো।

ইব্‌ন আবূ হাতিম আব্দুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ বলেন, আলোচ্য আয়াতে গর্তের পোকাও বনী আদমের পাপের কারণে গর্তের মধ্যে শাস্তি ভোগ করে। অতঃপর উক্ত আয়াত পাঠ করেন।

অর্থাৎ বনী আদমকে তাহাদের অপরাধে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি প্রদান না করার কথা বলা হইয়াছে।

مَاتَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের ও সুদ্দী (র) বলেন যে, তাহাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করিতেন না যাহার ফলে সকল জীব-জন্তু মারা যাইতো।

وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى অর্থাৎ তাহাদিগকে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে কিয়ামত পর্যন্ত। সেই দিন তাহাদের হিসাব লওয়া হইবে এবং প্রত্যেক আমলকারীকে তাহার আমল অনুসারে পুরস্কৃত অথবা শাস্তি প্রদান করা হইবে। তখন অনুগতরা পুরস্কৃত ও অবাধ্যগণ শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ـ

অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় আসিয়া যাইবে, তখন নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের ব্যাপারে সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

# সূরা ইয়াসীন

৮৩ আয়াত, ৫ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

ইমাম তিরমিযী (রা) বলেন, কুতায়বাহ ও সুফিয়ান ইব্ন অকী' (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْاٰنِ يٰسٓ وَمَنْ قَرَاَ يٰسٓ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِقِرَاَتِهَا قِرَاَةَ الْقُرْاٰنِ عَشَرَ مَرَّاتٍ ـ

প্রত্যেক বস্তুর আত্মা আছে এবং কুরআনের আত্মা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি ইয়াসীন পড়িবে আল্লাহ্ তা'আলা তার আমলনামায় দশবার কুরআন পাঠের সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি গরীব। ইহা কেবল হুমাইদ ইব্ন আব্দুর রহমান হইতে বর্ণিত। হারূন আবূ মুহাম্মদ একজন অপরিচিত রাবী। হযরত আবূ বকর (রা) হইতেও একটি দুর্বল সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত। হাকিম তিরমিযী (র) তার 'নাওয়াদিরুল উসূল' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর বাযযার (র) বলেন, আব্দুর রহমান ইব্ন ফযল (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুর অন্তর আছে এবং কুরআনের অন্তর সূরা ইয়াসীন। আবূ বকর ইব্ন বাযযার (র) বলেন, হাদীসটি শুধু যায়েদ (র) হুমাইদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) বলেন, ইসহাক ইব্ন আবূ ইস্রায়ীল (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ قَرَاَ يٰسٓ لَيْلَةً اَصْبَحَ مَغْفُوْرًا لَهُ وَمَنْ قَرَاَ حٰمٓ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا الدُّخَانُ اَصْبَحَ مَغْفُوْرًا لَهُ

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করিবে প্রত্যুষে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া জাগ্রত হইবে, আর যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা হামীম পাঠ করিবে, যার মধ্যে দুখান এর উল্লেখ রহিয়াছে, সে-ও প্রত্যুষে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া জাগ্রত হইবে। হাদীসের সূত্র উত্তম। ইব্‌ন হাব্বান, (র) তাঁহার সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... জুন্দুব ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে সূরা-ই-ইয়াসীন পাঠ করিবে আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন , আরিম (র) ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, সূরা বাকারাহ কুরআনের কূঁজ ও চূড়া। এই সূরার প্রত্যেক আয়াতের সহিত আশিজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হইয়াছেন। اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ আরশের নীচে হইতে বাহির হইয়া উহার সহিত মিলিত হইয়াছে। সূরা-ই-ইয়াসীন কুরআনের অন্তর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ও পরকালের সাফল্যের আশায় উহা পাঠ করে আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তির কাছে এই সূরা পাঠ করিবে। ইমাম নাসায়ী (র) তাহার 'আল ইয়ামু অল লাইলাহ' গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র)-এর সূত্রে মুহাম্মদ মু'তামির (র) হইতে উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আরিম (র) ..... হযরত মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ اِقْرَأُوْهَا عَلٰى مَوْتَاكُمْ এই সূরা তোমাদের মৃত ব্যক্তির কাছে পাঠ করিবে।

কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, যে কোন কঠিন অবস্থায় কেউ এই সূরা পাঠ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য উহা সহজ করিয়া দেন এবং মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির কাছে ইহা পাঠ করিলে আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হয় এবং সহজেই তাহার রূহ বাহির হয়। والله اعلم

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূল মুগীরাহ (র) মাশায়েখগণ হইতে বর্ণনা করেন, তাহারা বলেন, তুমি যখন মৃত্যু পথযাত্রী বক্তির কাছে এই সূরা পাঠ করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মৃত্যুকে সহজ করিয়া দিবেন। বায্যার (র) বলেন, সালামাহ ইব্‌ন শা'বী (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ لَوَدِدْتُ اَنَّهَا فِىْ قَلْبِ كُلِّ اِنْسَانٍ مِنْ اُمَّتِىْ

আমার বড়ই আকাংখা যে, এই সূরা আমার উম্মতের প্রত্যেকের অন্তরে বিদ্যমান থাকুক।

(১) يٰسٓ ۚ

(২) وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ

(৩) اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ

(৪) عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ؕ

(৫) تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ

(৬) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ

(৭) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰۤى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

১. ইয়াসীন।

২. শপথ জ্ঞান গর্ভ কুরআনের।

৩. তুমি অবশ্যই রাসূলদিগের অন্তর্ভুক্ত।

৪. তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।

৫. কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নিকট হইতে।

৬. যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার এমন এক জাতিকে, যাহাদিগের পিতৃ-পুরুষদিগকে সতর্ক করা হয় নাই, যাহার ফলে উহারা গাফিল।

৭. উহাদিগের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হইয়াছে। সুতরাং উহারা ঈমান আনিবেনা।

তাফসীর ঃ সূরা বাক্বারার শুরুতের মুকাত্তাআত হুরূফ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, যাহ্‌হাক, হাসান ও সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়নাহ (র) হইতে বর্ণিত। তাহারা বলেন, يس অর্থ, হে মানুষ। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, হাবশী ভাষায় يس এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, ইহা আল্লাহ্‌র একটি নাম।

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ কুরআনে হাকীমের কসম অর্থাৎ সংরক্ষিত মযবুত যাহার কাছে বাতিল আসিতে পারে না। সম্মুখ দিক হইতেও না আর পশ্চাত হইতেও না।

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ হে মুহাম্মদ! অবশ্যই তুমি প্রেরিত নবীগণের একজন।

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ সরল সঠিক পথের উপর অর্থাৎ সঠিক ও মযবুত দ্বীন ও শরীয়তের উপর।

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ অর্থাৎ এই দ্বীন ও সরল সঠিক জীবন বিধান যাহা তুমি পেশ করিয়াছ উহা মহা শক্তিশালী আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতারিত, যিনি তাঁহার বান্দাদের উপর বড়ই মেহেরবান। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهُ مَافِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ اَلاَ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ-

অবশ্যই তুমি সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়া থাক, সেই মহান আল্লাহ্‌র পথ, যিনি আসমান ও যমীনের সব কিছুর মালিক। জানিয়া রাখিও, আল্লাহ্‌র প্রতিই সকল বস্তু প্রত্যাবর্তন করিবে।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُوْنَ যাহাতে তুমি এমন সব লোকদিগকে সতর্ক করিতে পার যাহাদের বাপদাদাদিগকে সতর্ক করা হয় নাই বলিয়া তাহারা গাফিল। ইহা দ্বারা আরবদিগকে বুঝান হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূর্বে তাহাদের কাছে কোন নবী-রাসূল প্রেরিত হন নাই। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন। এখানে শুধু আরবদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার অর্থ ইহা নহে যে তাহাকে অন্য সব লোকের প্রতি প্রেরণ করা হয় নাই। পূর্বেই বহু আয়াত ও মুতাওয়াতির হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সারা বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরিত ছিলেন।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى اَكْثَرِهِمْ ইব্ন জারীর (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ এই যে, তাহাদের অধিকাংশের ওপরে শাস্তি অবতীর্ণ হইবার বিষয়াদি স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কারণ উম্মুল কিতাব ও লাওহে মাহফুজেই আল্লাহ্ তা'আলা এই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, তাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিবেনা ও তাহার রাসূলগণকে রাসূল হিসেবে মান্য করিবে না।

(৮) اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ○

(৯) وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ○

(১০) وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

(১১) اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ○

(১২) اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ○

৮. আমি উহাদিগের গলদেশে চিকুব পর্যন্ত বেড়ি পরাইয়াছি, ফলে উহারা উর্ধ্বমুখী হইয়া গিয়াছে।

৯. আমি উহাদিগের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি এবং উহাদিগকে আবৃত করিয়াছি; ফলে উহারা দেখিতে পায় না।

১০. তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না-ই কর উহাদিগের পক্ষে উভয় সমান। তাহারা ঈমান আনিবেনা।

১১. তুমি কেবল তাহাদিগকেই সতর্ক করিতে পার যাহারা উপদেশ মানিয়া চলে এবং না দেখিয়া দয়াময় আল্লাহ্কে ভয় করে। অতএব তাহাদিগকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের সংবাদ দাও।

১২. আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখিয়া রাখি যাহা অগ্রে প্রেরণ করে ও যাহা উহারা পশ্চাতে রাখিয়া যায়। আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রাখিয়াছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, সেই হতভাগ্যদের পক্ষে হিদায়েত লাভ করা সম্ভব নহে। তাহারা সেই সকল লোকদের মত, যাহাদের গর্দানের সহিত তাহাদের হাত বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহাদের মাথা উপরে উঠিয়া রহিয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা এখানে শুধু তাহাদের গর্দানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, হাতের কথা উল্লেখ করেন নাই। তবুও এখানে হাত বাঁধার কথাও বুঝিতে হইবে এবং অনেক সময় এমন হইয়া থাকে যে, বলার সময় একটার উল্লেখ করা হয়, কিন্তু উদ্দেশ্য দুইটাই হয়। আরব কবিদের কবিতায় এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন

فَمَا اَدْرِىْ اِذَا يَمَّمْتُ اَرْضًا * اُرِيْدَ الْخَيْرُ اَيُّهُمَا يَلِيْنِى

ءَالْخَيْرَ الَّذِىْ اَنَا اَبْتَغِيْهِ * اَمِ الشَّرُّ الَّذِىْ لاَيَاتِيْنِى

কবিতার প্রথমাংশে শুধু الخير এর উল্লেখ করিয়া الخير ও اَلشَّرُّ উভয়কে বুঝাইয়াছে। এখানে ও اَلْغَلُّ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল গর্দানের সহিত হাতও বাঁধিয়া রাখা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা শুধু গর্দান বাঁধিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সহিত হাত বাঁধিবার কথা উল্লেখ করেন নাই। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে اِنَّا جَعَلْنَا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلاَلاً فَهِىَ اِلَى الاَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এই আয়াতের অর্থ নিম্নের আয়াতের অর্থের অনুরূপ। আয়াতটি হলো–

وَلاَتَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ -

তোমার হাত তোমার গর্দানের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিও না। আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইয়াছে তাদের হাত তাদের গর্দানের সহিত আবদ্ধ রাখিয়া তাহারা কোন ভাল কাজের জন্য তাহাদের হাত সম্প্রসারিত করিতে সক্ষম হয় না। মুজাহিদ বলেন فَهُمْ مُقْمَحُوْنَ এর অর্থ, তাহাদের মাথা উপরের দিকে উত্তোলিত এবং তাহাদের হাত তাহাদের মুখের ওপর রাখা। ফলে তাহারা কোন ভাল কাজ করিতে অক্ষম। قوله وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا আর আমি তাহাদের সম্মুখে প্রাচীর নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছি। মুজাহিদ (র) বলেন, সত্য গ্রহণ হইতে বিরত রাখিবার জন্য وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا এবং তাহাদের পশ্চাতেও প্রাচীর নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছি, যাহাতে তাহারা সত্য গ্রহণ করিতে না পারে। ফলে তাহারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বগ্রস্ত। কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা গুমরাহীর মধ্যে আবদ্ধ।

فَاَغْشَيْنَاهُمْ আমি তাহাদিগকে ঢাকিয়া দিয়াছি অর্থাৎ সত্য গ্রহণ যাহাতে না করিতে পারে এই জন্য তাহাদের চক্ষুর ওপর পর্দা ঝুলাইয়াছি। فَهُمْ لاَيُبْصِرُوْنَ ফলে তাহারা দেখিতে পারে না অর্থাৎ সত্য ও কল্যাণকর বিষয় দ্বারা উপকৃত হইতে পারে না এবং উহার নিকট পৌঁছাইতে পথও পায় না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এখানে فَاَعْشَيْنَاهُمْ কিরাত বর্ণিত। عشا এক প্রকার চক্ষুরোগ, ইহার কারণে মানুষ অন্ধ

হইয়া পড়ে। অতএব এই কিরাত অনুসারে আয়াতের অর্থ হইবে— আমি তাহাদিগকে বিশেষ চক্ষুরোগে আক্রান্ত করিয়াছি। আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের ঈমান ও ইসলামের মাঝে এইসব প্রাচীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং এই কারণে তাহারা ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে না। অত:পর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ وَلَوْجَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ-

যাহাদের উপর তোমার প্রতিপালকের কালিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহারা সমস্ত নিদর্শন আসিলেও ঈমান আনিবেনা যাবৎ না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিতে পাইবে। অত:পর আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ (র) বলিলেন, যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা বাধা দিয়া রাখেন, সে সেই বাধা অতিক্রম করিতে পারে কিভাবে?

ইকরিমাহ (র) বলেন, একবার আবূ জাহ্ল বলিল, যদি আমি মুহাম্মদ (সা)-এর দেখা পাই তবে আমি তাহাকে এই করিব আর এই করিব। তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ اِنَّا جَعَلْنَا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلاَلاً ..... فَهُمْ لاَيُبْصِرُوْنَ লোকজন তাহাকে বলিত, মুহাম্মদ (সা) এই, কিন্তু সে তাহাকে দেখিতে পাইত না, সে বলিত সে কোথায়? সে কোথায়?

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার লোকজন বসা ছিল, এমন সময় আবূ জাহ্ল বলল, মুহাম্মদ বলে, তোমরা তাঁহার অনুসরণ করিলে তোমরা বাদশা হইতে পারিবে এবং মৃত্যুর পরে তোমাদিগকে জীবিত করিয়া পুনরুত্থিত করা হইবে এবং জর্দানের বাগানসমূহ অপেক্ষা তোমরা উত্তম বাগানের অধিকারী হইবে। আর তাহার বিরোধিতা করিলে এখানে তোমরা লাঞ্ছনার মৃত্যুবরণ করিবে এবং মৃত্যুর পর তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিয়া উত্থিত করা হইবে এবং তোমাদিগকে আগুনের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আজ তাহাকে আসিতে দাও। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের নিকট বাহির হইলেন, তখন তাহার হাতে ছিল এক মুষ্টি মাটি। তিনি সূরা ইয়াসীন এর প্রথম হইতে فَهُمْ لاَيُبْصِرُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করিতে করিতে তাহাদের মাথায় উহা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রয়োজনে চলিয়া গেলেন। অথচ তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহির হইবার অপেক্ষায়ই সারারাত্র তাহার গৃহ দ্বারে পড়িয়া রহিল। অবশেষে এক ব্যক্তি ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কিসের জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছ ? তাহারা বলিল, আমরা তো মুহাম্মদ (সা)-এর অপেক্ষায়

রহিয়াছি। সে বলিল, তিনি তো বাহির হইয়া গিয়াছেন এবং তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রয়োজনে চলিয়া গিয়াছেন। তাহার এই সংবাদের পর প্রত্যেকেই তাহার মাথা হইতে মাটি ঝাড়িয়া ফেলিল। রাবী বলেন, আবূ জাহ্ল রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিল, তিনি উহা জানিতে পারিয়া বলিলেন ঃ

أَنَا أَقُوْلُ ذٰلِكَ اِنَّ لَهُمْ مِنِّى لَذَبْحًا وَاِنَّهُ لَاٰخِذُهُمْ

অর্থাৎ আবূ জাহ্ল ঠিক বলিয়াছে, এখনও আমি সেই কথা বলিতেছি অর্থাৎ আমার অনুসরণ করিলেই কেবল তাহারা উভয় জগতে সম্মানিত হইবে আর আমার বিরোধিতায় তাহারা লাঞ্ছনায় মৃত্যুবরণ করিবে এবং ইহা ঘটিবেই ঘটিবে।

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ আর তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর কিংবা না-ই কর উভয়-ই তাহাদের জন্য সমান। তাহারা ঈমান আনিবেনা অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর গুমরাহীর মোহর লাগাইয়া দিয়াছেন। অতএব তাহাদের জন্য সতর্ক করা কোন কাজে আসিবেনা। আর না তাহারা প্রভাবিত হইবে। সূরা বাকারার শুরুতেও এই ধরনের একটি আয়াত পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَلَوْجَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ-

অর্থাৎ যাহাদের উপর তোমার প্রতিপালকের কালিমা সাব্যস্ত হইয়াছে তাহারা ঈমান আনিবেনা, যদিও তাহাদের নিকট সমস্ত নিদর্শন আসুক না কেন যাবৎ না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিতে পাইবে।

اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ তুমি তো শুধু তাহাকেই সতর্ক করিতে পারিবে, যে উপদেশ অনুসরণ করে। অর্থাৎ তোমার সতর্ক করণের মাধ্যমে কেবল মু'মিনগণই উপকৃত হইবে, যাহারা উপদেশ অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের অনুসরণ করে।

وَخَشِىَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ এবং না দেখিয়া পরম করুণাময়কে ভয় করে অর্থাৎ সে আল্লাহ্কে এমন স্থানে ভয় করে যেখানে তাহাকে কেবলমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহই দেখিতে পারে না। কারণ সে ইহা জানে যে তাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ অবগত আছেন এবং সে যাহা কিছু করিতেছে উহা তিনি জানেন।

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ অতএব তাহাকে তুমি সুসংবাদ দান কর ক্ষমার অর্থাৎ তাহার পাপ মুক্তির। وَاَجْرٍكَرِيْمٍ এবং সম্মানজনক বিনিময়ের অর্থাৎ প্রচুর ও উত্তম বিনিময়ের সুসংবাদও দান কর।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيْرٌ অর্থাৎ যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে না দেখিয়া ভয় করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে সম্মানজনক বিনিময়। অত:পর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى নিঃসন্দেহে আমিই মৃতকে জীবিত করিব। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে। এই আয়াত দ্বারা এই বিষয়ের প্রতি ইংগিত রহিয়াছে যে, কাফিরদের অন্তর গুমরাহী দ্বারা নির্জীব হইয়াছে ও মরিয়া গিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলাই তাহাদের মৃত অন্তরকে জীবিত করিবেন এবং হক ও সত্যের প্রতি দিকদর্শন করেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কঠিন অন্তরের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِى الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ মৃত ভূমিকে সজীব করেন, আমি তোমাদের জন্য নিদর্শন সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিলাম, সম্ভবত তোমরা বুঝিবে।

قوله نَكْتُبُ مَاقَدَّمُوْا এবং লিখিয়া রাখি যাহা তাহারা সম্মুখে পাঠায় অর্থাৎ তাহাদের কর্মকাণ্ড। وَاٰثَارَهُمْ এবং তাহাদের পদচিহ্নসমূহ। আয়াত অংশের দুইটি ব্যাখ্যা আছে ঃ (১) আমি তাহাদের কর্মকাণ্ড ও যাহা তাহারা তাহাদের পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে উহার বিনিময় দান করিব। ভাল হইলে উত্তম বিনিময় এবং মন্দ হইলে মন্দ বিনিময় দান করিব। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ سَنَّ فِيْ الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ فِىْ الاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَن يُنْقَصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ـ

যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম পদ্ধতি প্রচলিত করিল সে উহার বিনিময় লাভ করিবে এবং যে ব্যক্তি সেই পথে আমল করিবে তাহার বিনিময়ও সে লাভ করিবে; তবে তাহার বিনিময় হইতে একটুও কম করা হইবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ পদ্ধতি প্রচলিত করিল উহার গুনাহর বোঝা সেই বহন করিবে এবং তাহার পর যে ব্যক্তি সে পথে আমল করিবে তাহার গুনাহর বোঝাও সে বহন করিবে; তবে তাহার গুনাহ একটুও কম হইবে না। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) .... শু'বা, (র) জারীর ইব্ন আব্দুল্লাহ বাজলী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসের মধ্যে ফল সংগ্রহকারী মুযার গোত্রীয় একদল লোকের উল্লেখ রহিয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ও তাহার পিতা ..... জারীর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি তিনি দীর্ঘ বর্ণনা করিয়া এই আয়াত পাঠ করেন ঃ

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ

ইমাম মুসলিম (র) আবূ আওয়ানাহ ..... উমাইর ইব্‌ন মুনযির (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও মুসলিম শরীফে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ مِنْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ اَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ مِنْ بَعْدِهٖ-

যখন কোন আদম সন্তান মৃত্যুবরণ করে তাহার আমল বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু তিনটি কাজের সওয়াব বন্ধ হয় না (১) ইলম, যাহা দ্বারা সে উপকৃত হয়, (২) নেক সন্তান, যে তাহার জন্য দু'আ করে এবং (৩) সদকায়ে জারিয়া যাহার সওয়াব তাহার মৃত্যুর পরও জারী থাকে।

সুফিয়ান সাওরী (র) আবূ সায়ীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মুজাহিদ (র)-কে اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, اٰثَارَهُمْ এর অর্থ গুমরাহ লোকদের ছেড়ে যাওয়া গুমরাহী। ইব্‌ন লাহীআহ (র) আতা ইব্‌ন সায়ীদ এর মাধ্যমে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করেন وَاٰثَارَهُمْ এর অর্থ হইল, মৃত ব্যক্তিদের রাখিয়া যাওয়া ও তাহাদের পক্ষ হইতে প্রচলিত বিষয়। তিনি বলেন, যে পথ তাহারা চালু করিয়াছে তাহাদের মৃত্যুর পর অন্য লোকেরা সে পথ অবলম্বন করিবে। যদি উহা ভাল হয় তবে যাহারা ভাল করিয়াছে তাহারাও ইহাদের মত বিনিময় লাভ করিবে এবং ইহাদের বিনিময় হইতে একটুও কম করা হইবে না। আর প্রচলিত পথ যদি মন্দ হয় তবে যাহারা এই পথ চালু করিয়াছে তাহারাও ইহাদের গুনাহের বোঝা বহন করিবে; কিন্তু ইহাদের গুনাহ হইতে একটুও কম করা হইবে না। রেওয়ায়েত দুটি ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা বাগভীও এই ব্যাখ্যাই পসন্দ করিয়াছেন।

(২) وَاٰثَارَهُمْ এর দ্বিতীয় অর্থ হইল, ইবাদত ও নাফরমানীর জন্য তাহাদের পদচিহ্ন। ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) ও অন্যান্যরা হযরত মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, مَاقَدَّمُوْا দ্বারা তাহাদের আমল বুঝান হইয়াছে এবং اٰثَارَهُمْ দ্বারা পদচিহ্ন বুঝান হইয়াছে। হাসান ও কাতাদাহ (র) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, হে আদম সন্তান! যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমার কোন কাজ হইতে অবগত হইতেন তবে যাহা কিছু হওয়া শিখাইয়া দেয় উহা হইতে তিনি অনবগত হইতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তোমার কোন কাজ হইতেই অনবগত নহেন। তিনি আদম সন্তানের সমস্ত কর্মকাণ্ডও সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন। এমন কি তাহার পদচিহ্ন পর্যন্ত সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা সে কোন ভাল কাজে কিংবা মন্দ কাজের জন্য চালনা করিয়াছে। অতএব যাহার ইচ্ছা হয় সে যেন তাহার ইবাদতের জন্য পদ চালনা করিয়া উহা লিপিবদ্ধ করে। اثر শব্দের এই অর্থে বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

(১) ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুস সমাদ (র) ...... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মসজিদের পার্শ্ববর্তী এলাকা হইতে কিছু জায়গা ঘর শূন্য হইয়া গেল, তখন বনু সালামা গোত্রীয় লোকেরা মসজিদের নিকটবর্তী হইয়া বসবাস করিবার ইচ্ছা করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কি মসজিদের নিকটে স্থানান্তরিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছ? তাহারা বলিল জি হ্যাঁ, তখন তিনি বলিলেন ঃ

يَا بَنِيْ سَلَمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اٰثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اٰثَارُكُمْ

হে বনু সালামাহ! তোমরা তোমাদের বাড়ীতেই বাস কর, তোমাদের পদচিহ্ন লিপিবদ্ধ করা হইবে। তোমরা তোমাদের বাড়ীতেই অবস্থান কর, তোমাদের পদচিহ্ন লিপিবদ্ধ করা হইবে। ইমাম মুসলিম ও সাঈদ আল জরীরী ও কাহমাস ইব্ন হাসান (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা উভয়ই জাবির (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ওযীর ওয়াসিতী (র) ..... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু সালামাহ গোত্র মদীনার একপ্রান্তে বাস করিত। অতএব তাহারা মসজিদে নব্বীর নিকটে স্থানান্তরিত হইবার ইচ্ছা করিল। তখন এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ-

এই আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে বলিলেন اِنَّ اٰثَارَكُمْ تُكْتَبُ তোমাদের পদচিহ্ন লিপিবদ্ধ করা হইবে। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্ন উযীর এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাদীসটি 'হাসান গরীব' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) ..... আবূ নাযরা (র)-এর সুত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বায্যার (র) বলেন, আব্বাদ

ইব্ন যিয়াদ ছাজী (র) হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (র) হইতে বর্ণির্ত। তিনি বলেন, বনু সালামা গোত্র একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদ হইতে তাহাদের বাড়ী দুরে হইবার অভিযোগ করিল তখন নাযিল হইল, وَنَكْتُبُ مَاقَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ সুতরাং তাহারা তাহাদের বাড়ীতেই অবস্থান করিতে লাগিল। মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু পূর্ণ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ; অথচ এই রেওয়ায়েতে আলোচ্য আয়াতটি উল্লেখিত বণর্নার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই ইহা বোধগম্য নহে।

(৩) ইব্ন জারীর (র) বলেন, নস্‌র ইব্ন আলী আযজাহযামী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের ঘরবাড়ী মসজিদে নববী হইতে দুরে অবস্থিত ছিল, এই কারণে তাহারা মসজিদের নিকটবর্তী হইতে চাহিলে নাযিল হইল, وَنَكْتُبُ مَاقَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ তখন তাহারা বলিল, আমরা আমাদের বাড়ীতেই অবস্থান করিব। হাদীসটি মওকুফ সূত্রে বর্ণিত। ইমাম তাবরানী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আনসারদের বাড়ীঘর মসজিদ হইতে দুরে অবস্থিত ছিল, তাহারা মসজিদের নিকটে স্থানান্তরিত হইতে চাহিলে وَنَكْتُبُ مَاقَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ নাযিল হইল। অতঃপর তাহারা তাহাদের ঘরেই অবস্থান করিলেন।

(৪) ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র).... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার জানাযা পড়াইলেন এবং বলিলেন يَالَيْتَ مَاتَ فِىْ غَيْرِ مَوْلِدِهٖ হায়, সে যদি তাহার জন্মস্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! ইহা কেন বলিলেন? তখন তিনি বলিলেন ঃ

اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا تُوُفِّىَ فِىْ غَيْرِ مَوْلِدِهٖ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهٖ اِلٰى مُنْقَطِعِ اَثَرِهٖ فِى الْجَنَّةِ -

কোন ব্যক্তি তাহার জন্মস্থান ব্যতীত অন্য স্থানে মৃত্যুবরণ করিলে তাহার জন্মস্থান হইতে তাহার শেষ পদচিহ্ন পর্যন্ত পরিমাপ দেওয়া হয় এবং বেহেশ্‌তের মধ্যে তাহাকে ঐ পরিমাণ স্থান দান করা হয়।

ইমাম নাসায়ী (র) ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) হইতে বর্ণিত এবং ইব্ন মাজাহ (র) হারমালাহ (র) হইতে আর উভয়ই ইব্ন ওহ্ব (র)-এর মাধ্যমে হুয়াই ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে অত্র সুত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইব্ন হুমাইদ (র) ..... সাবিত (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আনাস (রা)

এর সহিত চলিতে লাগিলাম এবং আমি অতি দ্রুত চলিলাম; কিন্তু তিনি হাত ধরিয়া বলিলেন, অতএব আমরা স্বাভাবিক ভাবেই চলিতে শুরু করিলাম। অতঃপর আমরা নামায শেষ করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, একবার আমি যায়েদ ইব্‌ন সাবিত এর সহিত চলিতেছিলাম এবং আমি দ্রুত চলিলাম। তখন তিনি বলিলেন, হে আনাস! তুমি কি জাননা যে, পদচিহ্ন লিপিবদ্ধ করা হয়। اٰثَارٌ -এর এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যা প্রথম ব্যাখ্যার বিরোধী নহে, বরং প্রথম অর্থের সমর্থক। কারণ মানুষের পদচিহ্নই যখন লিপিবদ্ধ করা হয় সেক্ষেত্রে তাহার অনুসরণ করিয়া যে ভাল-মন্দ কাজ করা হয় তাহা লিপিবদ্ধ করা অধিক শ্রেয়। والله اعلم

وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ এবং আমি একটি লিখিত কিতাবে (লাওহে মাহফুজে) সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি গোটা সৃষ্টিকুলের বিষয়।

মুজাহিদ, কাতাদাহ ও আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র)-এর মতে اِمَامٍ مُّبِيْنٍ দ্বারা লাওহে মাহফুজ বুঝান হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ যে দিন আমি সমস্ত মানুষকে তাহাদের আমলনামাসহ ডাকিব। যাহা তাহাদের ভালমন্দ কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য দান করিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيْئَ بِالنَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَاءِ এবং তাহাদের কিতাব অর্থাৎ আমলনামা রাখা হইবে এবং নবী ও শহীদগণকে উপস্থিত করা হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِهٰذَا الْكِتَابِ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصَاهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ـ

কিতাব অর্থাৎ আমলনামা রাখা হইবে অতপর অপরাধীরা ভয়ে ভয়ে উহার মধ্যের লিপিবদ্ধ বিষয় দেখিবে এবং তাহারা বলিবে, হায়! এই কিতাবের কি হইয়াছে। ইহা তো ছোট-বড় সবগুনাহ-ই সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে সব উপস্থিত পাইবে। তোমার প্রতিপালক কাহাকেও অবিচার করিবেন না।

(١٣) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۚ ○

(١٤) اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ○

Contents



(১৫) قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ○

(১৬) قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ○

(১৭) وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

১৩. উহাদিগের নিকট উপস্থিত কর এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত তাহাদের নিকট তো আসিয়াছিল নবীগণ।

১৪. যখন তাহাদের নিকট পাঠাইয়াছিলাম দুইজন রাসূল। কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিল। তখন আমি তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম তৃতীয় আর একজন দ্বারা এবং তাহারা বলিয়াছিল আমরা তো তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি।

১৫. তাহারা বলিল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। দয়াময় আল্লাহ্ তো কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলিতেছ।

১৬. তাহারা বলিল, আমাদের প্রতিপালক জানেন আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি।

১৭. স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! তোমার কওম যাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তাহাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর। مَثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ। একটি জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ। যখন তাহাদের নিকট রাসূলগণ আসিয়াছিল। হযরত ইব্‌ন আব্বাস কা'ব আল আহ্‌বার ও ওহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) হইতে ইব্‌ন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন, এই জনপদ হইল আনতাকিয়াহ। ইহার অধিপতি ছিল ইনতিখাছ ইব্‌ন ইনতিখাছ ইব্‌ন ইনতিখাছ। তিনি প্রতিমা উপাসক ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নিকট তিনজন রাসূল প্রেরণ করিলেন। তাহাদের নাম ছিল, সাদিক সাদূক ও শালুম। কিন্তু জনপদের উক্ত অধিপতি তাহাদিগকে অস্বীকার করিল। বুরায়দাহ ইব্‌ন খুছাইফ, ইকরিয়মাহ, কাতাদাহ ও যুহরী (রা) হইতেও ইহা বর্ণিত যে, জনপদের নাম ছিল আনতাকিয়াহ। অবশ্য কোন কোন ইমাম আনতাকিয়াহ নাম অস্বীকার করিয়াছেন। পরে আমরা ইহা আলোচনা করিব।

اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا যখন আমি তাহাদের নিকট দুইজন রাসূল পাঠাইলাম অতঃপর তাহারা তাহাদিগকে মিথ্যা বলিল অর্থাৎ অতিদ্রুত তাহাদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল। فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ অতঃপর আমি তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম তৃতীয় আর একজন দ্বারা। ইব্ন জুরাইজ (র) ..... ওহব ইব্ন সুলায়মান (র)-এর মাধ্যমে শুআইব আল জুবাবী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম দুইজন রাসূলের নাম ছিল শামউন ও ইউহান্না এবং তৃতীয় রসূলের নাম ছিল বূলাছ ও জনপদের নাম ছিল আনতাকিয়া। فَقَالُوْا অতঃপর তাহারা বলিল, অর্থাৎ, জনপদের অধিবাসীদিগকে বলিল, اِنَّا اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কেবল মাত্র তাহারই উপাসনা করিবার জন্য তোমাদিগকে হুকুম করিয়াছেন, তাহার কোন শরীক নাই। আবুল আলিয়া এমত প্রকাশ করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, বস্তুত তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর পক্ষ হইতে আনতাকিয়াবাসীদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। قَالُوْا مَا اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا তাহরা বলিল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। অর্থাৎ তোমাদের নিকট কিভাবে ওহী আসিতে পারে। অথচ তোমরাও মানুষ আমরাও মানুষ। আমদের নিকট তো ওহী আসেনা, তোমাদের নিকট আসে কি রূপে? বস্তুত তোমরা যদি রাসূল হইতে তবে তোমরা ফেরেশতা হইতে। পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্য হইতে যাহারা আম্বিয়ায়ে কিরামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল তাহাদের অনেকেরই এই একই প্রশ্ন ছিল। যেমন– ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ـ

অর্থাৎ ইহা এইজন্য যে, তাহাদের নিকট রাসূলগণ নিদর্শনসমূহ সহ আসিত; তখন তাহারা বলিত, মানুষ-ই কি আমাদিগকে নিদর্শন দিবে? অর্থাৎ মানুষ রাসূল হইয়া আসিয়াছিল বলিয়া তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে অমান্য করিয়াছিল। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا فَأْتُوْنَا بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ ـ

তাহারা বলিল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, তোমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষগণের উপাস্য হইতে আমাদিগকে ফিরাইতে চাহিতেছ; অতএব তোমরা সুষ্ঠু দলীল পেশ কর। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, اِنَّكُمْ اِذًا لَّخَاسِرُوْنَ আর তোমরা যদি তোমাদের মতই মানুষের অনুসরণ করিয়া চল তবে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى اِلاَّ اَنْ قَالُوْا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلاً

মানুষকে ঈমান আনিতে কেবল ইহাই বাধা দিয়াছে, যখন তাহাদের নিকট হেদায়েত আসিয়াছে যে, তাহারা এই কথা বলিয়াছে, আল্লাহ্ কি একজন মানুষকেই রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন? আর এই কারণেই জনপদের লোকেরা বলিয়াছিল ঃ

مَآ اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ تَكْذِبُوْنَ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ-

অর্থাৎ তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, দয়াময় তো কিছুই নাযিল করেন নাই তোমরা তো মিথ্যা বলিতেছ। তাহারা বলিল, আমাদের প্রতিপালক জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত। অর্থাৎ প্রেরিত রাসূলগণ তাহাদিগকে বলিলেন, আমরা যে তোমাদের নিকট প্রেরিত তাহা আমাদের প্রতিপালক অবশ্যই জানেন। আমরা যদি মিথ্যাবাদী হইতাম তবে অবশ্যই তিনি আমাদিগকে শাস্তি দিতেন। কিন্তু তিনি আমাদিগকে সম্মানিত করিলেন ও সাহায্য করিলেন এবং তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, শুভ পরিণতি কাহাদের জন্য। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا يَعْلَمُ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَمَافِي الْاَرْضِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ اُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ-

তুমি বল, আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্র সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে উহা তিনি জানেন। যাহারা বাতিলের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহ্র সহিত কুফরী করে হতারাই হইতেছে ক্ষতিগ্রস্ত।

قوله وَمَا عَلَيْنَا اِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِيْنُ আমাদের দায়িত্ব তো হইতেছে কেবল স্পষ্ট প্রচারই। অর্থাৎ তোমাদের প্রতি যাহা পৌঁছাইবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে, উহা পৌঁছাইয়া দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব। তোমরা উহার অনুসরণ করিলে তোমরা ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্য লাভ করিবে আর উহার অবধ্য হইলে তোমরাই উহার অশুভ পরিণতি ভোগ করিবে।

(١٨) قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(١٩) قَالُوْا طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ○

১৮. উহারা বলিল, আমরা তোমাদিগকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও তবে তোমাদিগকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিব। এবং আমাদের পক্ষ হইতে তোমাদিগের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি অবশ্যই আপতিত হইবে।

১৯. তাহারা বলিল, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে। ইহা কি এই জন্য যে, আমরা তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি। বস্তুত তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

তাফসীর ঃ জনপদের অধিবাসীরা তখন বলিল, اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। অর্থাৎ তোমাদের চেহারায় আমাদের জীবনে কোন কল্যাণই আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা বলিতেছিল, আমাদের যদি কোন অকল্যাণ আসে তবে তাহা তোমাদের কারণেই আসিবে।

মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা বলিত, তোমাদের মত লোক যে জনপদেই প্রবেশ করে উহার অধিবাসিদের ওপর শাস্তিই নামিয়া আসে। لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ যদি তোমরা বিরত না হও তবে অবশ্যই আমরা তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিব। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ আমরা তোমদিগকে গালি দিব। وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ এবং আমাদের পক্ষ হইতে তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হইবে। তখন রাসূলগণ বলিলেন, طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সহিত। অর্থাৎ তোমাদের উপর তোমাদের অপকর্মের অমঙ্গলই অবধারিত। যেমন ফিরাউনের সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ اَلَا اِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ ـ

যখন তাহাদের নিকট ভাল কিছু আসিত তখন তো তাহারা বলিত, ইহা আমাদেরই জন্য; আমরাই ইহার যথাযোগ্য। আর কোন বিপদ ঘটিলে তাহারা মূসা ও তাহার সম্প্রদায়ের অমঙ্গল বলিয়া দাবী করিত। আল্লাহ্ বলেন ; তাহাদের অপকর্মের অমঙ্গলই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহাদের ওপর অবতীর্ণ হইয়াছে। সালিহ (আ)-এর সম্প্রদায় বলিয়াছিল ঃ اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীদিগকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। সে বলিল, তোমাদের শুভাশুভ

আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে এবং তাহার পক্ষ হইতে তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হইয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَمَا لِهٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَايَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ـ

যদি তাহারা ভাল কিছু লাভ করে তবে তো তাহারা বলে, ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আর মন্দ কিছু হইলে বলে, ইহা তোমার [মুহাম্মদ (সা)]-এর পক্ষ হইতে। তুমি [মুহাম্মদ (সা)] বল, সবই আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতারিত। এই সব লোকদের হইল কি যে, তাহারা কথাই বুঝিতেই চাহে না।

قوله اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ইহা কি এই জন্য যে, তোমাদিগকে উপদেশ দান করা হইয়াছে বরং তোমরা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। অর্থাৎ যেহেতু আমরা তোমাদিগকে উপদেশ দান করিয়াছি, তাওহীদ ও খালিস আল্লাহ্‌র ইবাদাত করিবার জন্য তোমাদিগকে আহবান জানাইয়াছি; এই কারণেই তোমরা আমাদের সম্বন্ধে এই ধরনের মন্তব্য করিয়াছ এবং আমাদিগকে ধমক দিতেছ। বস্তুত তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।

(٢٠) وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۝

(٢١) اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

(٢٢) وَمَالِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

(٢٣) ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ۝

(٢٤) اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

(٢٥) اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ۝

২০. নগরীর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল; সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলদিগের অনুসরণ কর।

২১. অনুসরণ কর তাহাদিগের, যাহারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহে না এবং যাহারা সৎপথপ্রাপ্ত।

২২. আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাহার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইব, আমি তাহার ইবাদত করিব না?

২৩. আমি কি তাহার পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করিব ? দয়াময় আল্লাহ্ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চাহিলেও উহাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসিবে না এবং উহারা আমাকে উদ্ধার করিতেও পারিবে না।

২৪. এই রূপ করিলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়িব।

২৫. আমি তো তোমাদিগের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিয়াছি, অতএব তোমরা আমার কথা শুন।

তাফসীর ঃ ইব্ন ইসহাক সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (র), কা'ব আহ্বার ও ওহব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, উল্লেখিত জনপদের লোকেরা তাহাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলগণকে হত্যা করিবার সংকল্প গ্রহণ করিলে নগরীর এক প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি তাহাদের সাহায্যে ছুটিয়া আসিল। এই ব্যক্তি ছিলেন 'হাবীব'। তিনি তাঁতী ছিলেন, রেশমের কাজ করিতেন। আর তিনি ছিলেন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত । কিন্তু তাহার স্বভাব ছিল অতি চমৎকার। তাহার আয়ের অর্ধেক তিনি দান করিতেন। ইব্ন ইসহাক (র) ..... জনৈক রাবী হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সূরা ইয়াসীন-এ যেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার নাম 'হাবীব'। তিনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। ইমাম সওরী (র) .... আসিম আহওয়াল এর মাধ্যমে আবূ মিজলায (র) হইতে বর্ণনা করেন, ঐ লোকটির নাম ছিল হাবীব ইব্ন মরী। শবীব ইব্ন বিশর (র) ইকরমাহ এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন 'ইয়াসীন'-এ উল্লেখিত লোকটির নাম ছিল হাবীব নাজ্জার। তাহার সম্প্রদায় তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। সুদ্দী (র) বলেন, তিনি ছিলেন একজন ধোপা। উমর ইব্ন হাকাম (র) বলেন, তিনি ছিলেন একজন মুচি। কতাদাহ (র) বলেন, তিনি একটি গুহায় ইবাদত করিতেন।

قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوْا الْمُرْسَلِيْنَ সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ কর। ইহা বলিয়া তিনি তাহার সম্প্রদায়কে তাহাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলগণের অনুসরণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। اتَّبِعُوْا مَنْ لاَيَسْأَلُكُمْ اَجْرًا তোমরা তাহাদের অনুসরণ কর যাহারা তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাহে না ।

অর্থাৎ রিসালাতের দায়িত্ব পৌঁছাইবার বিনিময় । وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ আর তাহারা সৎপথ প্রাপ্ত আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবার আহবান করিবার বেলায় । وَمَالِىْ لاَ اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ইবাদত করিব না অর্থাৎ যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন কেবল মাত্র তাহারই ইবাদাত করিবার জন্য আমার কোনই বাধা নাই وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ এবং তাহার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে তাহার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে এবং তখন তিনি তোমাদিগকে প্রতিদান দান করিবেন। তোমাদের কাজ ভাল হইলে ভাল প্রতিদান দিবেন, মন্দ হইলে মন্দ প্রতিদান ও শাস্তি দিবেন।

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهِ اٰلِهَةً আমি কি তাহার পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্য গ্রহণ করিব? অর্থাৎ নিশ্চয় নহে। ইহা একটি ধমক সুচক বাক্য। اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لاَّتُغْنِ عَنِّىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلاَيُنْقِذُوْنِ পরম দয়াময় যদি ক্ষতি করিবার ইচ্ছা করেন তবে তাহাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসিবে না এবং তাহারা আমাকে উদ্ধারও করিতে পারিবে না। অর্থাৎ যে উপাস্যদের তোমরা উপসনা করিতেছ ইহারা ভাল মন্দ কোন কাজেরই ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্ আমার ক্ষতি করিবার ইচ্ছা করিলে তাহা দুর করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এইসব প্রতিমা উহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা রাখে না এবং আমাকে উদ্ধার করিবারও ক্ষমতা রাখে না। اِنِّىْ اِذًا لَّفِىْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ এইরূপ করিলে তো আমি স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে পড়িব। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া এইসব প্রতিমার উপাসনা করিলে।

اِنِّىْ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি। অতএব তোমরা আমার কথা শুন। ইব্ন ইসহাক (র) .... হযরত ইব্ন আব্বাস, কা'ব আহবার ও ওহব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাহার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি যাহার প্রতি তোমরা কুফরী করিয়াছ। তবে এখানে এই সম্ভাবনা আছে যে, তিনি রাসূলগণকে সম্বোধন করিয়া ইহা বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমি আপনাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, যিনি আপনাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আপনারা ইহা শুনিয়া রাখুন এবং তাহার নিকট আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাহার ব্যাখ্যায় বলেন, "অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ইহা দ্বারা তিনি রাসূলগণকে সম্বোধন করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, আপনারা কথা শুনিয়া রাখুন যেন আমার প্রতিপালকের নিকট ইহার সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, আমি আপনাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং আপনাদের অনুসরণ করিয়াছি।" অর্থের দিক হইতে এই ব্যাখ্যাটি অধিক স্পষ্ট। والله اعلم

ইব্ন ইসহাক (র) তাহার সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) .... কা'ব আহবার ও ওহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, "তাহারা বলেন, হাবীব এই কথা বলিবার সাথে সাথেই তাহার সম্প্রদায় তাহার উপর এক সাথেই ঝাপাইয়া পড়িল এবং তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। তাহাকে রক্ষা করিবার মত সেখানে কেহই ছিল না। কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিল এবং তিনি তখন এই দু'আ করিলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِى فَاِنَّهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ

হে আল্লাহ্! আমার সম্প্রদায়কে আপনি হেদায়েত দান করুন। তাহারা জানে না, বুঝে না। কিন্তু তাহারা তাহাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করিয়া ফেলিল।

(٢٦) قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ○

(٢٧) بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ○

(٢٨) وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ○

(٢٩) اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ○

২৬. তাহাকে বলা হইল, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলিয়া উঠিল, হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানিতে পারিত—

২৭. কী কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।

২৮. আমি তাহার মৃত্যুর পরে আকাশ হইতে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনাই। এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিলনা ।

২৯. উহা ছিল কেবলমাত্র এক মহানাদ। ফলে তাহারা নিথর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

তাফসীর ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ..... তাহার জনৈক সাথীর মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কাফির সম্প্রদায় সেই মু'মিন ব্যক্তিকে এমনভাবে পদদলিত করিয়াছিল যে, তাহার নাড়ী তাহার মলদ্বার হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। এইভাবে তাহার মৃত্যুর পর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নির্দেশ হইল اُدْخُلِ الْجَنَّةَ বেহেশতে প্রবেশ কর। তিনি বেহেশতে প্রবেশ করিলেন এবং

সেখানেই তাহাকে রিজিক দেওয়া হইতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সমস্ত পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করিয়া দেন। মুজাহিদ (র) বলেন, হাবীব নাজ্জারকে বলা হইল, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। তাহাকে হত্যা করিবার সাথে সাথেই তাহার জন্য বেহেশত নিশ্চিত হইল। তিনি তখন তাহার ত্যাগের বিনিময় দেখিতে পাইলেন।

قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُوْنَ বলিয়া উঠিল, হায়! আমার সম্প্রদায় যদি ইহা জানিতে পাইত। কাতাদাহ (র) বলেন, মু'মিন হিতাকাংখী হইয়া থাকে, সে ধোকাবাজ হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ মু'মিন ব্যক্তিকে তাহার মৃত্যুর পর যেই সম্মান দিয়াছিলেন তাহা যখন তিনি দেখিতে পাইলেন তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَلِي رَبِّي وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ইহা বলিয়া তিনি এই আকাংখা প্রকাশ করিলেন যে, তাহার সম্প্রদায় যদি ইহা জানিতে পারিত যে, কি কারণে আল্লাহ আমাকে এই সম্মান দান করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহারাও ঈমান আনিত ও রাসূলগণের অনুসরণ করিত। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মু'মিন ব্যক্তি, তাহার জীবদ্দশায় তো এই কথা বলিয়া হিতাকাংখা প্রকাশ করিয়াছিল।

يَاقَوْمِ اتَّبِعُوْا الْمُرْسَلِيْنَ হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলগণের অনুসরণ কর। এবং তাহার মৃত্যুর পরে হিতাকাংখা প্রকাশ করিয়াছিল এই কথা বলিয়া يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّي وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ হাদীসটি ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান সাওরী আসিম আল আহওয়াল এর মাধ্যমে আবূ যিনাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّي وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ এর অর্থ হইল আমার প্রতিপালকের প্রতি আমার ঈমান ও রাসূলগণের প্রতি আমার যে বিশ্বাস রহিয়াছে উহার কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। ইহা বলিয়া তাহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি তাহার সম্প্রদায় এই সম্মান ও এই বিরাট বিনিময় সম্পর্কে জানিতে পারিত তবে তাহার সম্প্রদায়ও রসূলগণের অনুসরণ করিত।

আল্লাহ্ তাহার প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি তাহার কওমের হিদায়েতের বড়ই লোভী ছিলেন। ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, আমার পিতা উরওয়াহ ইবেন মাসউদ সাকফী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিলেন, আমাকে আমার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করুন; আমি তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করিব। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوْكَ আমার আশংকা, তাহারা তোমাকে হত্যা করিবে। তখন তিনি বলিলেন, তাহারা যদি আমাকে নিদ্রিত পায় তবে তাহারা আমাকে জাগ্রত করিবেনা। অর্থাৎ তাহারা আমাকে সম্মান করিবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, اِنْطَلِقْ যাও। তখন তিনি চলিয়া গেলেন এবং লাত ও উজ্জা এর নিকট দিয়া অতিক্রমকালে বলিলেন, প্রত্যুষে আমি তোমাদের সহিত

এমন ব্যবহার করিব, যাহা তোমাদের ভাল লাগিবেনা। ইহা শুনিয়া সাকীফ গোত্রীয় লোকেরা রাগান্বিত হইল। তখন তিনি বলিলেন, হে সাকীফ গোত্রীয় লোকেরা! এই লাত ও উজ্জা কোন কাজেরই নহে। তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদে থাকিবে। হে আহনাফ গোত্রীয় লোকেরা! এই লাত ও উজ্জা কোন কাজের নহে। তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদে থাকিবে। ইহা তিনি তিনবার বলিলেন। ইহা শুনিয়া এক ব্যক্তি তাহাকে তীর নিক্ষেপ করিল, যাহা তাহার শরীরে আঘাত করিল এবং এইভাবে তিনি নিহত হইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট এই সংবাদ পৌছাইলে তিনি বলিলেন। هٰذَا مَثَلُهُ كَمَثَلِ صَاحِبِ يٰسٓ قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَلِى وَجَعَلَنِى مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ। অর্থাৎ ইহার উপমা হইল, সূরা-ই ইয়াসীন-এ যে মু'মিনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মত। যে এই কথা বলিয়াছিল, হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানিতে পারিত, কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন ও সম্মানিত করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (রা) আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন মা'মার ইব্ন হারম্ এর মাধ্যমে কা'ব ইব্ন আহবার বর্ণনা করিয়াছেন। একবার তাহার নিকট বলা হইল, মুছায়লামাতুল কাযযাব হাবীব ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসিম রাসূলুল্লাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল, তখন সে বলিল, হ্যাঁ। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও, আমি আল্লাহ্র রাসূল? তখন সে বলিল, তুমি কি বলিতেছ আমি শুনিতে পাইতেছি না। তখন মুছায়লামাহ বলিল, তোমার প্রতি আল্লাহ্র লানত। তুমি ইহা শুনিতে পাইতেছ এবং উহা শুনিতে পাওনা? ইহার জবাবে সে বলিল; হ্যাঁ, তখন মুছায়লামাহ তাহার এক একটি অংগ কাটিতে লাগিল। সে তাহাকে একই প্রশ্ন করিত এবং হাবীব তাহাকে একই জওয়াব দিত। এইভাবে তাহার মৃত্য ঘটিল। কা'ব যখন শুনিলেন যে, তাহার নাম হাবীব, তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, সূরা-ই ইয়াসীন-এ যে মাজলুম মু'মিনের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার নামও ছিল হাবীব।

قوله وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ আমি তাহার মৃত্যুর পর আকাশ হইতে কোন বাহিনী প্রেরণ করি নাই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হাবীবকে হত্যা করিবার পর তিনি তাহার সম্প্রদায় হইতে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ তাহারা আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূলগণকে অমান্য করিয়াছিল এবং তাহার অলীকে হত্যা করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাও জানাইতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য আকাশ হইতে কোন ফেরেশতা প্রেরণ করেন নাই এবং ইহার প্রয়োজনও ছিলনা। বরং তাহাদিগকে ধ্বংস করা ছিল তাহার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার। ইসহাক তাহার জনৈক সাথীর মাধ্যমে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে এই তাফসীরে তিনি আলোচ্য আয়াতের অর্থ করিয়াছেন, আমি তাহাদিগকে

কোন সেনা বাহিনী প্রেরণ করিয়া ধ্বংস করি নাই, বরং বিষয়টি ছিল ইহা অপেক্ষা সহজতর। اِنْ كَانَتْ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خَامِدُوْنَ। উহা ছিল কেবলমাত্র একটি শব্দ, ফলে তাহারা নিথর নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বাদশা ও আনতাকিয়া অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলেন এবং ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাহারা নাস্তানাবুদ হইয়া গেল। তাহাদের একজনও অবশিষ্ট রহিল না। কোন কোন তাফসীরকার وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ অর্থ করিয়াছেন, পূর্বপবর্তী উম্মতগণকে ধ্বংস করিবার জন্য আমি তাহাদের নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করিতাম না, বরং তাহাদের ওপর শাস্তি প্রেরণ করিতাম, উহা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিত। কেহ কেহ বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, ইহার পর আমি তাহাদের প্রতি অন্য কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই। কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্ তা'আলা হাবীবকে হত্যা করিবার পর তাহার সম্প্রদায়কে শাস্তির কোন ব্যবস্থা করেন নাই। اِنْ كَانَتْ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خَامِدُوْنَ ইহা তো কেবল মাত্র একটি বিকট শব্দ ছিল, ফলে তাহারা নিথর নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, প্রথম ব্যাখ্যা অধিক বিশুদ্ধ। কারণ রিসালাতকে جُنْدٌ বা সেনাবাহিনী বলা হয় না। অথচ আয়াতে جُنْدٌ শব্দ রহিয়াছে। তাফসীরকারগণ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরীল (আ)-কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি নগরীর ফটকের দুইটি চৌকাঠ ধরিয়া বিকট শব্দে চিৎকার করিতেই তাহারা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তাহাদের কাহারও মধ্যে আর প্রাণশক্তি অবশিষ্ট রহিল না। পূর্ববর্তী বহু তাফসীরকার হইতে বর্ণিত, শহরটির নাম আনতাকিয়াহ এবং শহরবাসীদের নিকট প্রেরীত তিন ব্যক্তি ছিলেন হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতিনিধি। কাতাদাহ হইতে ইহা বর্ণিত। কিন্তু পরবর্তী তাফসীরকারদের মধ্য হইতে কেহই ইহা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত নাই। একাধিক কারণে ইহার বিশুদ্ধতা বিবেচনা সাপেক্ষ।

(১) পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত ঘটনা দ্বারা প্রকাশ যে, উক্ত জনপদে প্রেরিত তিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরিত ছিলেন। হযরত ঈসা (আ)-এর পক্ষ হইতে নহে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُوْنَ
...... رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ وَمَا عَلَيْنَا اِلاَّ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ-

যখন আমি তাহাদের নিকট দুইজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম, অতঃপর তাহারা তাহাদিগকে অমান্য করিল, অতঃপর তৃতীয় একজন দ্বারা তাহাদিগকে সম্মানিত করিলাম। তখন তাহারা বলিল, আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। আমাদের প্রতিপালক জানেন, অবশ্যই আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত। আমাদের দায়িত্ব তো

কেবল প্রচার করাই। বস্তুত: এই তিনজন যদি হযরত ঈসা (আ)-এর সাথীগণের মধ্য হইতে হইতেন তবে তাহারা তাহাদের বক্তব্যে এমন কথা বলিতেন, যাহা দ্বারা বুঝা যাইত যে, তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর পক্ষ হইতে প্রেরিত ছিলেন। والله اعلم ইহা ছাড়া তাহারা যদি হযরত ঈসা (আ)-এর পক্ষ হইতেই প্রেরিত হইতেন, তবে জনপদের লোকেরা অবশ্য ইহা বলিত না اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا। তোমরা আমাদের মতই মানুষ। তোমরা কিভাবে প্রেরিত হইবে?

(২) দ্বিতীয়ত আনতাকিয়ার অধিবাসীরা হযরত ঈসা (আ)-এর প্রেরিত প্রতিনিধিগণের কথায় ঈমান আনিয়াছিল এবং এই শহরের লোকই সর্ব প্রথম সকলেই ঈমান আনিয়াছিল এবং এই কারণেই নাসারাদের নিকট যেই চারটি শহর পবিত্র উহাদের একটি এই আনতাকিয়া। বাইতুল মুকাদ্দাস তাহাদের নিকট পবিত্র এই কারণে যে, এখানে হযরত ঈসা (আ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় শহর আন্তাকিয়া উহা পবিত্র এই কারণে যে, উহাই প্রথম শহর যাহার অধিবাসীরা সকলেই হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল। তৃতীয় শহর ইসকান্দারিয়া উহা পবিত্র এই কারণে যে, ঐ শহরেই তাহারা তাহাদের ধর্মীয় পদস্থদের নিয়োগের উপর ঐক্যমত পোষণ করিয়াছিল। চতুর্থ শহর হইল রূম, উহা তাহাদের নিকট পবিত্র এই কারণে যে, উহা সম্রাট কনস্টান্টিনোপলের শহর এবং তিনিই তাহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন সর্বাধিক এবং এই শহরেই তাহাদের বড় পাদরী ছিল। পরবর্তীতে তিনি যখন কুসতুনতুনীয়া শহর নির্মাণ করেন তখন তিনি সেখান হইতে পাদরীকে এই রূম শহরে স্থানান্তরিত করেন। সাঈদ ইব্‌ন বিতরীক ও অন্যান্য খৃস্টান ঐতিহাসিকগণ এই বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলিম ঐতিহাসিকগণও ইহাতে দ্বিতমত পোষণ করেন নাই। যখন ইহা প্রমাণিত হইল আনতাকিয়া শহরের সকল অধিবাসী সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল, অথচ আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে জনপদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন উহার অধিবাসীরা তাহাদের রসূলগণকে অমান্য করিয়াছিল যাহার ফলে তাহাদিগকে তিনি এক বিকট শব্দের মাধ্যমে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ঘটনা পৃথক পৃথক এবং উক্ত জনপদে হযরত ঈসা (আ)-এর পক্ষের প্রতিনিধি প্রেরিত ছিলেন না, বরং তাহারা স্বতন্ত্র রাসূল ছিলেন যাহাদিকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(৩) হযরত ঈসা (আ)-এর হাওয়ারীদের সহিত আনতাকীয়াবাসীদের যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, উহা ছিল তাওরাত অবতীর্ণ হইবার পর। অথচ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) এবং পূর্ববর্তী আরো বহু উলামায়ে কিরামের বর্ণনা মতে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র তাওরাত নাযিল করিবার পর কোন জনপদের অধিবাসীদিগকে সমূলে ধ্বংস করেন নাই। বরং উহার পর তিনি মু'মিনদিগকে মুশরিকদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য

হুকুম করিয়াছেন। وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِمَا اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى পূর্বর্তবর্তী উম্মতদিগকে ধ্বংস করিবার পর আমি মূসা (আ)-কে কিতাব দান করিয়াছি। এই আয়াতের তাফসীরে প্রসংগে উলামায়ে কিরাম উল্লেখিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কুরআনে যে জনপদের ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা আনতাকিয়া ব্যতীত অন্য কোন জনপদ। যেমন, এই ঘটনা যে আনতাকিয়ার ঘটনা, এই কথা উল্লেখ করা ছাড়াই পূর্ববর্তী অনেক উলামায়ে কিরাম ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। অথবা আনতাকিয়া নামেই অন্য কোন শহর ছিল। প্রসিদ্ধ আনতাকিয়া এখানে উদ্দেশ্য নহে। কারণ, যে আনতাকিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, উহার জনগণকে খৃস্টযুগে না উহার পূর্বে কখনও ধ্বংস করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই।

হাফিজ আবূল কাসিম তাবরানী (র) বর্ণনা করেন, হুছাইন ইবন ইসহাক তছতরী (র) .... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, অগ্রে গমনকারী তিনজন, মূসা (আ)-এর নিকট হযরত ইউশা ইব্ন নূন। হযরত ঈসা (আ) এর নিকট সূরা ইয়াসীন-এ উল্লেখিত মু'মিন ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট আলী ইব্ন আবূ তালিব (র)। ইমাম তাবরানী কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসটি মুনকার। রেওয়ায়েতটি কেবল হুসাইন আল আশকর বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি একজন শিয়া রাবী। তাহার রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য নহে।

(٣٠) يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(٣١) اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○

(٣٢) وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ○

৩০. পরিতাপ বান্দাদিগের জন্য, উহাদিগের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে তখনই তাহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে।

৩১. তাহারা কি লক্ষ্য করে না, তাহাদিগের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করিয়াছি, তাহারা তাহাদিগের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেনা।

৩২. এবং অবশ্যই তাহাদিগের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হইবে।

তাফসীর ঃ আলী ইব্ন আবূ তালহা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ এর অর্থ يَاوَيْلَ الْعِبَادِ অর্থাৎ বান্দাদের

পরিতাপ। কাতাদাহ (রা) ইহার তাফসীর করিয়াছেন, বান্দারা এই বলিয়া অনুতাপ করিবে, হায়! আল্লাহ্র হুকুম আমি নষ্ট করিয়াছি এবং সীমা লংঘন করিয়াছি। এক কিরাতে يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ اَنْفُسِهَا অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে যখন অপরাধীগণ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা নিজেদের উপর অনুতাপ করিয়া বলিবে, তাহারা কি করিয়া রাসূলগণেকে অমান্য করিয়াছিল এবং কেনই বা তাহারা তাহাদের বিরোধিতা করিয়াছিল। বস্তুত: তাহারা পৃথিবীতে রাসূলগণকে অস্বীকার করিত। مَايَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যখনই তাহাদের নিকট কোন রাসূল আসিয়াছে তখনই তাহারা তাহার সহিত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে। এবং যে সত্যসহ তিনি তাহাদের নিকট প্রেরিত হইতেন তাহারা উহা অস্বীকার করিত। অতঃপর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন اَلَمْ يَرَوْكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لاَيَرْجِعُوْنَ তাহারা কি লক্ষ্য করেনা যে, তাহাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করিয়াছি, যাহারা তাহাদের নিকট আর ফিরিয়া আসিবেনা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের যাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন তাহাদের দ্বারা এই সকল লোক কোন উপদেশ গ্রহণ করে না। যাহারা ধ্বংস হইয়াছে তাহারা তো আর পুনরায় এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে না। কোন কোন মূর্খ নাস্তিক যে এই কথা বলে اِنْ هِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيٰى আমাদের তো এই পার্থিব জীবনই সবকিছু, আমাদের মৃত্যু হইবে ও জীবিত হইব। ইহা কেবল তাহাদের ধারণা ও অবাস্তব। বস্তুত এই সব লোক হইল নাস্তিক; তাহাদের মূর্খতার দরুনই তাহারা বলে যে, তাহারা মৃত্যুর পর পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবে এবং এখন যেমন তাহারা পৃথিবীতে জীবন যাপন করিতেছে তখনও এইরূপ জীবন যাপন করিবে। আল্লাহ্ তাহাদের এই ধারণার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لاَيَرْجِعُوْنَ তাহারা কি লক্ষ্য করে না যে, তাহাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহারা আর ফিরিয়া আসিবেনা।

وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ এবং অবশ্যই তাহাদের সকলকে আমার নিকট একত্রে উপস্থিত করা হইবে। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে বিচারের জন্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উম্মতকে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত করা হইবে এবং তাহাদের ভাল মন্দ আমলের পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়া হইবে। আলোচ্য আয়াতের অর্থ ঠিক এই আয়াতের অনুরূপ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ

তোমাদের প্রতিপালক সকলকেই তাহাদের আমলের প্রতিদান দান করিবেন। কোন কোন ক্বারী لَمَّا শব্দটিকে তাশদীদ সহ পাঠ করেন এবং কেহ কেহ বিনা তাশদীদে পাঠ করেন। বিনা তাশদীদে হইলে اِنْ অব্যয়টি হ্যাঁ বাচক হইবে। এবং তাশদীদসহ হইলে

إِنْ না বাচক হইবে। এবং لَمَّا শব্দটি إِلَّا এর অর্থে ব্যবহৃত হইবে। অবশ্য কিরাতের পার্থক্যে এখানে অর্থে কোন পার্থক্য হইবে না।

(৩৩) وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

(৩৪) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ

(৩৫) لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

(৩৬) سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

৩৩. তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাহাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যাহা হইতে উৎপন্ন করি শস্য যাহা উহারা ভক্ষণ করে।

৩৪. উহাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উহাতে প্রসবণ উৎসারিত করি।

৩৫. যাহাতে তাহারা ভক্ষণ করিতে পারে ইহার ফলমূল হইতে, অথচ তাহাদিগের হস্ত উহা সৃষ্টি করে নাই, তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেনা?

৩৬. পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তাহারা যাহাদিগকে জানেনা তাহাদিগের প্রত্যেককে সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়া জোড়া করিয়া।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَآيَةٌ لَّهُمْ আর তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন হইল আল্লাহ্র অস্তিত্বপূর্ণ ক্ষমতা ও মৃতকে জীবিত করিবার জন্য নিদর্শন হইল الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ মৃত ভূমি যে ভূমি তাহার সমস্ত উর্বরতা ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে, যাহাতে কোন উদ্ভিদ নাই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উহাতে বৃষ্টি বর্ষণ করিবার পর উহা উর্বর হইয়া পড়ে এবং উৎপাদন ক্ষমতা ফিরিয়া আসে, উহাতে সর্ব প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ এবং যাহা আমি সঞ্জীবিত করি, যাহা হইতে আমি শস্য উৎপন্ন করি এবং যাহা হইতে

তাহারা আহার করে। অর্থাৎ তাহাদের ও তাহাদের পশুর রিজিকের ব্যবস্থা। وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ উহাতে আমি খেজুর ও আঙ্গুর উদ্যান সৃষ্টি করি এবং প্রস্রবণ উৎসারিত করি। অর্থাৎ যেসব স্থানে প্রয়োজন, আমি সেখানে নহর সৃষ্টি করিয়া দেই এবং উহার মাধ্যমে উদ্যান সৃষ্টি করি। আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে ভূমি হইতে ফসল উৎপন্ন করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরে নানা প্রকার ফলমূল সৃষ্টি করিবার কথাও উল্লেখ করিয়া বান্দাগণের প্রতি তাহার অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ অথচ তাহাদের হাত ইহা সৃষ্টি করে নাই অর্থাৎ এই সব কিছুই কেবল আল্লাহ্র অনুগ্রহ; মানুষের শ্রমের কোন অংশ ইহাতে নাই, না আছে তাহাদের প্রচেষ্টার কোন ভূমিকা এবং না আছে এই বিষয়ে তাহাদের কোন ক্ষমতা। হযরত ইব্ন আব্বাস ও কাতাদাহ (র) এই তাফসীর করিয়াছেন। আর যেহেতু উল্লেখিত বিষয়ে কেবল মাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহ কাজ করিয়াছে, এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেনা? অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে তাহাদিগকে অগণিত নিয়ামত দান করিয়াছেন তাহারা কি উহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেনা। ইব্ন জারীর (র) নিশ্চয়তার সহিত বলেন, وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ -এর শব্দটি এখানে اَلَّذِىْ অর্থে ব্যবহৃত। ইবারত এইরূপ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ তাহারা যেন উহার ফল হইতে এবং যাহা তাহাদের হাত অর্জন করে উহা হইতে আহার করে। অর্থাৎ যে সব গাছপালা তাহারা তাহাদের হাতে লাগাইয়াছে এবং উহার জন্য শ্রম ব্যয় করিয়াছে তাহারা যেন উহার ফলমূল আহার করে। ইব্ন জারীর (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (র)-এর কিরাআতে এইরূপ রহিয়াছে। অর্থাৎ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ পবিত্র তিনি, যিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন, উদ্ভিদ অর্থাৎ ফসল, ফলমূল ও গাছপালা। وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ এবং মানুষ। অত:পর তাহাদিগকে পুরুষ নারী দুই প্রকার সৃষ্টি করিয়াছেন। وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ এবং তাহারা যাহাদিগকে জানেনা অর্থাৎ এমন বহু সৃষ্ট জীব রহিয়াছে, যাহাদিগকে তাহারা জানেনা। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمِنْ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ আমি প্রত্যেক জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছে। সম্ভবত: তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে।

(৩৭) وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۝

(৩৮) وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

(٣٩) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ○

(٤٠) لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○.

৩৭. তাহাদিগের জন্য একটি নিদর্শন রাত্রি। তাহা হইতে আমি দিবালোক অপসারিত করি। সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

৩৮. এবং সূর্য ভ্রমণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।

৩৯. এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি বিভিন্ন মনযিল; অবশেষে উহা শুষ্ক বক্র খেজুর শাখার আকার ধারণ করে।

৪০. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা। এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাহার কুদরত ও মহত্ত্বের একটি নিদর্শন এটাই যে, তিনি দিবারাত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। রাত্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন অন্ধকার এবং দিনকে সৃষ্টি করিয়ছেন আলোকময় করিয়া এবং পর্যায়ক্রমে একটির পর একটির আগমন ঘটে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا রাত্র দিনকে ঢাকিয়া ফেলে এবং রাত্রি দিবসকে দ্রুত তলব করে। এখানে ইরশাদ হইয়াছে, وَاٰيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন হইল রাত্র উহা হইতে আমি দিনকে অপসারিত করি। দিন চলিয়া গেলে রাত্র আগমন করে। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে فَاِذَا هُمْ مُظْلِمُوْنَ তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَاَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ যখন এই দিক হইতে রাত্রি আগমন করে এবং এই দিক হইতে দিন পশ্চাৎমুখী হয় এবং সূর্য অস্ত যায় তখন নিঃসন্দেহে সিয়ামপালনকারীর ইফতারের সময় হইয়া যায়। আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যাই জাহির ও স্পষ্ট। কিন্তু কাতাদাহ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ يُوْلِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ তিনি রাত্রকে দিবসে দাখিল করেন এবং দিবসকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করেন। -এর অর্থে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু ইব্‌ন জারীর এখানে কাতাদাহ (র)-এর মত দুর্বল মত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি বলেন الايلاج অর্থ একটি কম করিয়া অন্যটির মধ্যে দাখিল করা। কিন্তু এখানে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না। ইব্‌ন জারীর যাহা বলিয়াছেন উহাই সত্য।

قَوْلُه وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا আর সূর্য উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ভ্রমণ করে। এর দুইটি অর্থ করা হইয়াছে। একটি অর্থ হইল আরশের নীচে যেই অংশটি উহার নিকটবর্তী উহাই হইল সূর্যের অবস্থানের স্থান। এই অর্থে কেবল সূর্যই নয় বরং সারা মাখলুকই আরশের নীচে অবস্থিত। কারণ আরশ সকল মাখলুকের উপরে অবস্থিত এবং ইহা গোলাকার নয় যেমন বহু বিজ্ঞানীদের ধারণা ইহাই। বরং আরশ গম্বুজের ন্যায় স্তম্ভ বিশিষ্ট। ফিরিস্তাগণ উহাকে বহন করিয়া আছেন। মানুষের মাথার উপরে যেই জগৎ উহার উপরে আরশ অবস্থিত। কুববাতুল ফালাক-এ সূর্য দ্বিপ্রহরে অবস্থান করে তখন উহা সেখান হইতে আরশের অধিক নিকটবর্তী হয়। আবার যখন প্রদক্ষিণ করিতে করিতে চতুর্থ ফালাকের ঐ স্থানের বিপরীত স্থানে অবস্থান করে তখন অর্ধরাত্র হয় এবং তখন উহা আরশ হইতে সর্বাধিক দূরে অবস্থান করে। এবং তখনই সে উহাকে সিজদা করে এবং পুনরায় উদয় হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। যেমন এই বিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবূ নুআইম (র) হযরত আবূ যর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি সূর্য অস্ত যাইবার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত মসজিদে ছিলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ যর! তুমি জান কি, সূর্য কোথায় অস্ত যায়? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলিলেন ঃ

فَاِنَّهَا تَذْهَبُ حَتّٰى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَذٰلِكَ وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -

অর্থাৎ সূর্য চলিতে থাকে, এমনকি উহা আরশের নীচে গিয়া সিজদা দেয়। উল্লেখিত আয়াতে ইহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। আব্দুল্লাহ যুবাইর হুমাইদী (র) হযরত আবূযর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا এর তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, সূর্যের অবস্থানের স্থান হইল আরশের নীচে। ইমাম বুখারী (র) এখানে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি একাধিক স্থানে হাদীসটি বর্ণনা করিয়ছেন। ইমাম ইব্ন মাজাহ ব্যতীত অন্যান্য ইমামগণ আ'মাশের বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন উবাইদ (র) হযরত আবূ যর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার আমি সূর্য অস্ত যাইবার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত মসজিদে ছিলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন يَا اَبَاذَرْ تَدْرِىْ اَيْنَ تَذْهَبُ الشَّمْسُ হে আবূ যর! তুমি জান কি, সূর্য কোথায় যাইতেছে? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

فَاِنَّهَا تَذْهَبُ حَتّٰى تَسْجُدَ بَيْنَ يَدَىْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ فَتَسْتَأْذِنُ فِى الرُّجُوْعِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَاَنَّهَا قَدْ قِيْلَ لَهَا اِرْجِعِىْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ اِلٰى مَطْلَعِهَا وَذٰلِكَ مُسْتَقَرُّهَا ثُمَّ قَرَأَ وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا -

অর্থাৎ, তিনি বলিলেন, সূর্য চলিতে থাকে, এমন কি তাহার প্রতিপালকের সম্মুখে সিজদা দেয়। অত:পর পুনরায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রর্থনা করে। তাহাকে অনুমতি দান করা হয়। যেন তাহাকে বলা হইল, যেখান হইতে তুমি আসিয়াছ সেখানে তুমি প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর সে তাহার উদয়ের স্থানে প্রত্যাবর্তন করে এবং উহাই হইল তাহার অবস্থানের স্থান। অত:পর তিনি উল্লেখিত আয়াত পাঠ করিলেন। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আ'মাশ (র) হযরত আবূযর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূর্য অস্ত যাইবার সময় আবূযর (র)-কে বলিলেন, তুমি জান কি সূর্য কোথায় যাইতেছে? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, সূর্য চলিতে চলিতে আরশের নীচে গিয়া সিজদা দেয়, অত:পর অনুমতি প্রার্থনা করে। তাহাকে অনুমতি দান করা হয়। সম্ভবত: এক সময় সে সিজদা করিবে; কিন্তু তাহার সিজদা গ্রহণ করা হইবে না এবং প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিবে কিন্তু তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবেনা এবং তাহাকে বলা হইবে, যেখান হইত তুমি আসিয়াছ সেখানেই তুমি ফিরিয়া যাও। অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইবে। وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -এ এই বিস্ময় সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আব্দুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার (র) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (র) হতে বর্ণিত তিনি وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সূর্য উদয় হয়, অত:পর আদম সন্তানের পাপ উহাকে ফিরাইয়া দেয়, এমনকি যখন উহা অস্ত যায় তখন সালাম করে সিজদা করে। পুনরায় উদয় হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে, উহাকে অনুমতি দান করা হয়। এইভাবে একদিন উহা অস্ত যাইবে, এবং সালাম করিরে ও সিজদা দিবে এবং পুনরায় উদয় হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিবে; কিন্তু অনুমতি দেয়া হইবেন না। তখন সূর্য বলিবে, সফর দীর্গ এবং আমাকে অনুমতি দেওয়া না হইলে আমি পৌছাইতে পারিব না। তখন সূর্য কিছুক্ষণ সেখানেই অবস্থান করিবার পর উহাকে বলা হইবে, তুমি যেখানে অস্ত গিয়াছ সেখান হইতে উদয় হও। রাবী বলেন, তখন হইতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে কাহারও ঈমান কোন কাজে আসিবেনা, যে ইহার পূর্বে ঈমান আনে নাই। কেহ কেহ বলে مُسْتَقَرُّهَا দ্বারা সূর্যের সফরের সর্বশেষ স্থান বুঝান হইয়াছে। আর তাহা হইল গ্রীষ্মকালে আসমানের সর্ব উচ্চস্থান এবং শীতকালে সর্বনিম্নস্থান।

مُسْتَقَرٌ এর দ্বিতীয় অর্থ হইল সূর্যের প্রদক্ষিণের সর্বশেষ সময়, অর্থাৎ কিয়ামত দিবস। কিয়ামত সংঘটিত হইবার পর সূর্য আর প্রদক্ষিণ করিবে না। তখন উহার আলোও নির্বাপিত হইবে। ইহজগৎও ইহার শেষ প্রান্তে উপনীত হইবে। তখনই হইবে সূর্যের প্রদক্ষিণ ক্ষান্ত হইবার সময়। কাতাদাহ (র) বলেন مُسْتَقَرِّلَّهَا এর অর্থ لِوَقْتِهَا وَلِاَجَلٍ لاَتَعْدُوْهُ অর্থাৎ যে সময়ের পর সূর্য আর প্রদক্ষিণ করিবে না।

কেহ কেহ বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, সূর্য উহার গ্রীষ্মকালীন কক্ষসমূহে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। ঐ সময়ে সূর্য উহার নির্ধারিত কক্ষসমূহ অতিক্রম করে না। অত:পর শীতকালীন কক্ষসমূহ প্রদক্ষিণ করে; ঐ সময়েও সূর্য উহার নির্ধারিত কক্ষসমূহ অতিক্রম করে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতেও ইহা বর্ণিত। হযরত ইব্ন মাসউদ ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لاَمُسْتَقَرَّلَّهَا পাঠ করেন। অর্থ হইল, সূর্য প্রদক্ষিণ করে, উহা স্থির হয় না, বরং দিবা রাত ভ্রমণ করিতে থাকে। উহা কখনও থামে না, উহার ক্লান্তিও আসে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে- وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কল্যাণে চন্দ্র সূর্যকে নিয়োজিত করিয়াছেন, যাহা অবিরাম চলিতে থাকে। ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ইহা পরাক্রম শালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। যাহার হুকুমকে কেহ বাধা দিতে পারে না। কেহ তাহার বিরোধিতা করিবার ক্ষমতা রাখে না। যিনি সমস্ত বস্তুর নড়াচড়া থামিয়া যাওয়া সম্পর্কে অবগত আছেন। সূর্যের প্রতি মুহূর্তের প্রদক্ষিণ ও উহার স্থিরতা সম্পর্কেও তিনি জানেন। তিনি উহার একটি নির্দিষ্ট গতি নির্ধারণ করিয়াছেন, যাহার বিপরীত হইতে পারে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ-

তিনি উষার উন্মেষ ঘটান। তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণণার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন এই সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ। সূরা হা-মীম সিজদার শেষেও ইহা ইরশাদ হইয়াছে ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ইহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ আর চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি এবং উহা একটি বিশেষ গতিতে ঘুরিতে থাকে। যার মাধ্যমে মাস জানিতে পারা যায়। যেমন সূর্যের মাধ্যমে দিবা রাত্র জানা যায়। ইরশাদ হইয়াছে يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ তাহারা তোমার নিকট চন্দ্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, উহা মানুষের জন্য সময় ও হজ্জের মাওসূম জানিবার উপায়।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُورًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ۔

তিনিই সূর্যকে তেজস্কর এবং চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার মানযিল নির্দিষ্ট করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা বৎসর গণণা ও সময়ের হিসাব জানিতে পার। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلاً

আমি রাত্রি ও দিবসকে দুইটি নিদর্শন করিয়াছি। রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত করিয়াছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করিয়াছি, যাহাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা সব সংখ্যা ও হিসাব স্থির করিতে পার এবং আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

আয়াতে আল্লাহ্ সূর্যের জন্য তেজস্ক্রিয়তা খাস করিয়াছেন এবং চন্দ্রের জন্য জ্যোতি নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এবং চন্দ্র ও সূর্যের গতির মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছে। সূর্য প্রতিদিন উদয় হয় এব দিনের শেষে অস্ত যায় এবং উহার তেজস্ক্রীয়তায় কোন পার্থক্য হয় না। অবশ্য উহার শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন উদয় ও অস্তস্থলে পার্থক্য হইয়া থাকে এবং এ কারণেই এক সময় দিন বড় এবং রাত্র ছোট এবং আর এক সময় দিন ছোট ও রাত্র বড় হইয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা দিবাভাগে সূর্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উহা দিবা নক্ষত্র এবং চন্দ্রের জন্য বিভিন্ন মানযিল নির্ধারিত করিয়াছেন। উহা মাসের প্রথমভাগে অল্প আলোসহ উদয় হয়, অত:পর দ্বিতীয় রাত্রে উহার আলো বৃদ্ধি পায় এবং এক মানযিল ঊর্ধে আরোহণ করে অতঃপর উহা যতই ঊর্ধ মানযিলে আরোহণ করে উহার আলো বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যদিও উহা সূর্য হইতে আলো গ্রহণ করে কিন্তু মাসের চতুর্দশ তারিখে চন্দ্র পূর্ণ জ্যোতির্ময় হইয়া যায়। উহার পর হইতে মাসের শেষ পর্যন্ত চন্দ্র আকারে হ্রাস পাইতে থাকে, এমন কি উহা এক সময় শুষ্ক বক্র খেজুর শাখার আকার ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নতুনভাবে পরবর্তী মাসে চন্দ্রকে উদিত করেন।

আরবের লোকেরা চন্দ্র মাসের প্রতি তিন রাত্রের একটি নাম রাখিয়াছে। প্রথম তিন রাত্রের নাম গুরার, পরবর্তী তিন রাত্রের নাম নুফাল, পরবর্তী তিন রাত্রের নাম তুছা' (নয়)। কারণ ইহার শেষ রাত্র নবম রাত্র। উহার পরবর্তী তিন রাত্রের নাম উশার (দশ)। কারণ উহার প্রথম রাত্র দশম রাত্র। এবং উহার পরবর্তী তিন রাত্রের নাম বীয (আলোকময়)। কারণ ঐ তিন রাত্রে সারারাত্রেই চন্দ্রের আলো থাকে। উহার পরবর্তী

তিন রাত্রের নাম দুরা। উহার পরবর্তী তিন রাত্রের নাম জুলাম, উহার পরবর্তী তিন রাত্রের নাম হানাদিস, উহার পরবর্তীর নাম দা'দীর এবং সর্বশেষ তিন রাত্রের নাম 'মিহাক'। কারণ, এই সময় চন্দ্রের আলো নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। হযরত আবূ উবায়দাহ (র) এই সব নামের মধ্যে তুছা ও উশার অস্বীকার করিতেন। 'গরীবুল মুসান্নিফ' নামক গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে।

قوله لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَا اَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ সূর্যের পক্ষে চন্দ্রের নাগাল পাওয়া সম্ভব নহে। মুজাহিদ (র) বলেন, চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট রহিয়াছে যাহা কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। এবং নির্দিষ্ট সীমা ভ্রমণ না করিয়াও উপায় নাই। যখন উহাদের একটির পালা আসে তখন অন্যটি অদৃশ্য এবং যখন অপরটির পালা আসে তখন অন্যটি অদৃশ্য। আব্দুর রাজ্জাক (র) মায়'মার (র)-এর মাধ্যমে হাসান (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, লাইলাতুল হিলালেই সূর্যের পক্ষে চন্দ্রের নাগাল পাওয়া সম্ভব নহে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) এখানে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র) হইতে বর্ণনা করে বলেন اِنَّ لِلرِّيْحِ جَنَاحًا وَاِنَّ الْقَمَرَ يَأْوِىْ اِلَى غِلاَفٍ مِنْ مَاءٍ অর্থাৎ বায়ুর বাহু আছে এবং চন্দ্র পানির গিলাফে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইমাম সাওরী (র) ইসামাইল ইবন আবূ খালিদ (র)-এর মাধ্যমে আবূ সালিহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ لاَيُدْرِكُ هٰذَا ضَوْءَ هٰذَا وَلاَ يُدْرِكُ هٰذَا ضَوْءَ هٰذَا অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য একটি অন্যটির আলোর নাগাল পায় না।

ইকরিমাহ (র) لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَا اَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ এর তাফসীরে বলেন, চন্দ্র ও সূর্যের প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব সাম্রাজ্য আছে। অতএব সূর্যের পক্ষে রাত্রে উদয় হওয়া সম্ভব নহে। وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ এর অর্থ হইল একটি রাত্রের পরেই আর একটি রাত্রের আগমন ঘটিতে পারে না, যাবৎ না মাঝে একটি দিনের আগমন ঘটিবে। সূর্যের সাম্রাজ্য দিনের বেলায় এবং চন্দ্রের সাম্রাজ্য রাত্রে। যাহ্‌হাক (র) বলেন, রাত্রের প্রত্যাগমন ঘটেনা যাবৎ না এই দিক হইতে দিনের আগমন ঘটে। ইহা বলিয়া তিনি পূর্ব দিকে ইংগিত করিলেন। মুজাহিদ (র) বলেন وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ এর অর্থ হইল, দিবা-রাত্র একটি অন্যটির পশ্চাতে থাকে। একটিকে অপরটি হইতে অপসারিত করা হয়। উভয়ের মাঝে যেন সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় না। একটি গমনের পর অবিলম্বে অন্যটির আগমন ঘটে। উভয়ই আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অব্যাহতভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত।

قوله وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সাতার কাটে। অর্থাৎ দিবা-রাত্র চন্দ্র সূর্য সকলেই আকাশে কক্ষপথে ভ্রমণ করে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, যাহ্‌হাক, হাসান, কাতাদাহ ও আতা খুরাসামী (র) এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (রা) বলেন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে

তাহাদের কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করে। রেওয়ায়েতটি ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা একটি মুনকার রেওয়ায়েত। হযরত ইব্ন আব্বাস (র) এবং উলামায়ে সালাফ এর আরো অনেকে বলেন, চন্দ্র সূর্যের কক্ষ পথ, সুতা কাটা চর্খার ন্যায় গোলাকার। কেহ কেহ বলেন, আটা পেশাইদা করার চাক্কির ন্যায় গোল।

(٤١) وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ○

(٤٢) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ○

(٤٣) وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ○

(٤٤) اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○

৪১. তাহাদিগের জন্য একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাহাদিগের বংশধরদিগকে বোঝাই নৌ যানে আরোহণ করাইয়াছিলাম।

৪২. এবং তাহাদিগের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে তাহারা আরোহণ করে।

৪৩. আমি ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে নিমজ্জিত করিতে পারি। সে অবস্থায় তাহারা কোন সাহায্যকারী পাইবে না এবং তাহারা পরিত্রাণও পাইবে না–

৪৪. আমার অনুগ্রহ না হইলে এবং কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে না দিলে।

**তাফসীর** ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাহাদের জন্য আল্লাহ্র কুদরতের একটি নিদর্শ হইল সমুদ্রকে তাহাদের কল্যাণে নিয়োজিত করা, যেখানে নৌকা চলাচল করে। এবং সর্ব প্রথম নৌকা হইল হযরত নূহ (আ)-এর নৌকা যাহাতে তখনকার যুগের সমস্ত মু'মিন মুসলমানকে আরোহণ করান হইয়াছিল এবং মহাপ্লাবনে আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ আর তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন হইল, তাহাদের বংশধরদিগকে আরোহণ করাইয়াছি অর্থাৎ তাহাদের পূর্বপুরুষদিগকে فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ 'বোঝাই নৌকা' অর্থাৎ যে নৌকা মাল আসবাব ও পশুপক্ষী দ্বারা বোঝাই ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে উহাতে সর্ব পশুপক্ষীর জোড়া জোড়া উঠাইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (র) বলেন اَلْمَشْحُوْنِ অর্থ বোঝাইকৃত। সাঈদ ইব্ন জুবাইর, শা'বী, কাতাদাহ ও সুদ্দীও এই অর্থ করিয়াছেন। যাহ্হাক, কাতাদাহ ও

ইব্ন যায়েদ বলেন اَلْفُلْكُ الْمَشْحُوْنُ দ্বারা এখানে হযরত নূহ (আ)-এর নৌকা বুঝান হইয়াছে।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِّثْلِهِ مَايَرْكَبُوْنَ এবং তাহাদের জন্য আমি অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করিয়াছি। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন, অনুরূপ যানবাহন দ্বারা উট বুঝান হইয়াছে। কারণ উহা স্থলের যানবাহন, উহাতে বোঝা বহন করা এবং আরোহণ করা হয়। ইকরিমাহ, মুজাহিদ, হাসান ও আব্দুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এক বর্ণনা অনুসারে কাতাদাহ (র) ও এইমত প্রকাশ করিয়াছেন। এক বর্ণনা অনুসারে সুদ্দী (র) বলেন, অনুরূপ যানবাহন দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু বুঝান হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র) বলেন ফযল ইব্ন সাব্বাহ (র) ..... ইব্ন আব্বাস হইতে বর্ণিত। একদা তিনি বলিলেন, তোমরা জান وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِّثْلِهِ مَايَرْكَبُوْنَ এর অর্থ কি? আমরা বলিলাম, জিনা। তিনি বলিলেন هِىَ السُّفُنُ جُعِلَتْ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ سَفِيْنَةً عَلٰى مِثْلِهَا উহা হইল নৌকা ও জাহাজ, যাহা হযরত নূহ (আ)-এর নৌকার পরে উহার অনুসরণে নির্মাণ করা হইতেছে। আবূ মালিক, যাহ্হাক, কাতাদাহ, আবূ সালিহ ও সুদ্দী অনুরূপ বলেন, আলোচ্য আয়াতে নৌকা ও জাহাজ বুঝান হইয়াছে। নিম্নের আয়াত এই মতের সমর্থন করে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِى الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ـ

যখন পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করিল আমি তোমাদিগকে নৌকায় আরোহণ করাইলাম। যাহাতে আমি উহাকে তোমাদের জন্য একটি স্মৃতি করি এবং সংরক্ষণকারী উহাকে সংরক্ষণ করে। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَاِنْ نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلاَ صَرِيْخَ لَهُمْ وَلاَهُمْ يُنْقَذُوْنَ অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিতে পারি তখন তাহাদের কোন সাহায্যকারী হইবেনা এবং তাহারা পরিত্রাণও পাইবেনা। অর্থাৎ যাহারা নৌকায় আরোহণ করে তাহাদিগকে পানিতে ডুবাইয়া দিতে পারি এবং তখন বিপদ হইতে কেউ তাহাদিগকে সাহায্যকারী হইবে না এবং উহা হইতে তাহারা পরিত্রাণও পাইবে না। اِلاَّ رَحْمَةً مِّنَّا। কিন্তু আমি অনুগ্রহ করি অর্থাৎ আমার রহমত ও অনুগ্রহে আমি তোমাদিগকে নিরাপদে পৌছাইয়া দেই। এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদিগকে নিরাপদেই রাখি। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ। এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে থাকি। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

(٤٥) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

(٤٦) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ○

(٤٧) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ○

৪৫. যখন তাহাদিগকে বলা হয়; যাহা তোমাদের সম্মুখে ও তোমাদের পশ্চাতে আছে সে সম্বন্ধে সাবধান হও, যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হইতে পার।

৪৬. আর যখনই তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট আসে তখনই তাহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

৪৭. যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে জীপনোপকরণ দিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর তখন কাফিরগণ মু'মিন দিগকে বলে, যাহাকে ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ খাওয়াইতে পারিতেন আমরা কেন তাহাকে খাওয়াইব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছ।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের অহংকার, বিরতিহীন বিভ্রান্তির বিষয় এবং তাহাদিগকে তাহাদের পূর্ববর্তী অপকর্ম হইতে অনুতপ্ত হইয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইবার জন্য বলা হইলে উহার প্রতি তাহাদের কর্ণপাত না করা ও চরম হঠকারিতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ۔

আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়, যাহা তোমাদের সম্মুখে আছে এবং যাহা তোমাদের পশ্চাতে উহা সম্বন্ধে তোমরা সাবধান হও। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহা দ্বারা তাহাদের অগ্রপশ্চাতের পাপকার্য বুঝান হইয়াছে। لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হইতে পার। অর্থাৎ তোমাদের সাবধানতার কারণে সম্ভবত: আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলে হুবহু শাস্তি হইতে নিরাপদ রাখিবেন। কিন্তু তাহারা ইহার প্রতি কর্ণপাত করেনা; বরং তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়। ইরশাদ হইয়াছে وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ اٰيَةٍ مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِمْ যখনই তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট আসে অর্থাৎ তাওহীদ ও রিসালাতের সত্যতার নিদর্শন اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ তখনই তাহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। অর্থাৎ উহাতে তাহারা চিন্তা ভাবনা করে না, উহা গ্রহণ করে না এবং উহা দ্বারা উপকৃতও হয় না। وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ্

তোমাদিগকে যে রিজিক দান করিয়াছেন উহা হইতে ব্যয় কর। অর্থাৎ দরিদ্র ও মুখাপেক্ষীদিগকে দান করিবার ও সাহায্য করিবার জন্য যখন তাহাদিগকে বলা হয় قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا। তখন কাফিররা মু'মিনদিগকে বলে, অর্থাৎ তাহাদিগকে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে উহা যাহাতে পালন না করিতে হয়, সেজন্য তাহারা মু'মিনদিগকে বলে اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করিলে খাওয়াইতে পারেন, আমরা কেন তাহাদিগকে অন্ন দান করিব? অর্থাৎ তোমরা যাহাদিগকে দান করিবার আমাদিগকে উপদেশ দিতেছ, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে দান করিয়া ধনী করিতে পারিতেন। তিনিই যখন তাহা ইচ্ছা করেন নাই, আমরা কেন তাহা করিব। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করে আমরাও তাহাই চাই। اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ। তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে আমাদিগকে দান করিবার জন্য উপদেশ দানের বেলায়। ইব্ন জারীর (র) বলেন, হইতে পারে কাফিররা যখন মু'মিনদের সহিত ঝগড়া করিতেছিল এবং তাহাদের কথা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন ঃ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ। তোমরা তো প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে। তবে এই ব্যাখ্যাটি নিশ্চিত সঠিক নয়।

(٤٨) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٤٩) مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ○

(٥٠) فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ○

৪৮. তাহারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে?

৪৯. তাহারা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের, যাহা তাহাদিগকে আঘাত করিবে ইহাদিগের বাক-বিতন্ডা কালে।

৫০. তখন তাহারা অসিয়ত করিতে সমর্থ হইবেনা এবং নিজেদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিতেও পারিবেনা।

তাফসীর ঃ কাফিররা যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে তাহা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ তাহারা বলে, কখন এই প্রতিশ্রুতি পুর্ণ হইবে? يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হইবার জন্য তাহারাই ব্যস্ত হইা পড়ে, যাহারা উহার প্রতি বিশ্বাস রাখে না।

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ তাহারা তো এক বিকট শব্দের অপেক্ষায় আছে যাহা তাহাদিগকে আঘাত করিবে; যখন তাহারা বিতণ্ডায় লিপ্ত থাকিবে। এই বিকট শব্দ আকস্মিক ভাবেই হইবে। মানুষ বাজারে ক্রয় বিক্রয়ে লিপ্ত থাকিবে। তাহাদের অভ্যাস অনুসারে তাহারা ঝগড়া বিবাদ করিতে থাকিবে এমনি এক অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইস্রাফীল (আ)-কে শিংগায় ফুকিবার হুকুম করিবেন। তিনি শিংগায় এক দীর্ঘ ফুঁক দিবেন। ফুঁক শুনে ভূ-পৃষ্ঠের সকলেই একবার আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করিবে তো আর একবার মাথা নীচু করিবে। আকাশের দিক হইতে বিকল্প শব্দ শ্রুত হইবে এবং এক আগুনের তাড়ায় সকলে কিয়ামতের মাঠে একত্রিত হইবে, যাহা তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া রাখিবে।

فَلاَيَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً তখন তাহারা কেহই অসিয়াত করিতে সমর্থ হইবে না। অর্থাৎ তাহাদের মালের উপর অসিয়াত করিতে পারিবেনা। কারণ তখন তাহরা যেই অবস্থায় আক্রান্ত উহা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। وَلاَ اِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ এবং তাহারা তাহাদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিতেও সক্ষম হইবে না। এই প্রসঙ্গে আরো বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। আমরা উহা অন্যত্র উল্লেখ করিব প্রথম ফুৎকারের পর দ্বিতীয় আর একটি ফুৎকার হইবে, যাহার কারণে সকল জীবিত লোক মৃত্যু বরণ করিবে; থাকিবেন কেবল চিরঞ্জীব মহান আল্লাহ্। ইহার পর তৃতীয় ফুৎকার হইবে যাহার কারণে সমস্ত মৃত পুনর্জীবিত হইবে।

(٥١) وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ○

(٥٢) قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ○

(٥٣) اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ○

(٥٤) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৫১. যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে তখনই তাহারা কবর হইতে ছুটিয়া আসিবে তাহাদের প্রতিপালকের দিকে।

**৫২. তাহারা বলিবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থান হইতে উঠাইল? আল্লাহ্ তো ইহারই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলিয়াছিলেন।**

**৫৩. ইহা হইবে কেবল এক মহানাদ; তখনই ইহাদিগের সকলকে উপস্থিত করা হইবে আমার সম্মুখে।**

**৫৪. আজ কাহারও প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না এবং তোমরা যাহা করিতে কেবল তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।**

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে যে ফুৎকারের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা তৃতীয় ফুৎকার। এই ফুৎকারের পরেই সকল মৃত কবর হইতে বাহির হইবে। ইরশাদ হইয়াছে فَاِذَاهُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ তখনই তাহারা তাহাদের কবর হইতে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট ছুটিয়া আসিবে। النسلان শব্দের অর্থ দ্রুত চলা। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدٰثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ সেদিন তাহারা তাহাদের কবর হইতে এতই দ্রুত বাহির হইয়া আসিবে যেন তাহারা কোন লক্ষবস্তুর প্রতি দৌড়াইতেছে قَالُوْا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا তখন তাহারা বলিবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের, কে আমাদিগকে আমাদের নিদ্রাস্থান হইতে উঠাইল। নিদ্রাস্থল দ্বারা এখানে কবর বুঝান হইয়াছে। এই কবর সম্পর্কে পৃথিবীতে তাহারা ধারণা করিত যে, উহা হইতে আর কখন তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া উত্থিত করা হইবেনা। কিন্তু যখন তাহারা উহার বাস্তবতা দেখিতে পাইল, তখন আর উহাকে অস্বীকার করিতে পারিল না। قَالُوْا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদিগকে আমাদের নিদ্রাস্থল হইতে উঠাইল। তবে ইহার অর্থ ইহা নয় যে, তাহারা তাহাদের কবরে নিরাপদে ছিল। বরং কবরে তাহাদের যে শাস্তি হইয়াছে উহা যেন পরবর্তী কঠিন অবস্থার তুলনায় নিদ্রাতুল্য। হযরত উবাই ইব্ন কাব (র) মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, কবর হইতে উত্থিত হইবার পূর্বে কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রা যাইবে। কাতাদাহ (র) বলেন, দুই ফুৎকারের মধ্য ভাগে তাহারা নিদ্রা যাইবে এবং এই কারণেই তাহারা বলিবে কে আমাদিগকে নিদ্রাস্থল হইতে উঠাইল? পূর্ববর্তী একাধিক উলামায়ে কিরাম বলেন, তাহাদের এই প্রশ্নের জবাবে মু'মিনগণ বলিবে هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ পরম দয়াময় আল্লাহ্ যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলিয়াছিলেন উহা তো ইহাই। হাসান (র) বলেন, এই জবাব হইবে ফেরেশতাগণের পক্ষ হইতে। তবে এই মন্তব্যের মধ্যে কোন নিরোধ নাই, উভয়ই সম্ভব। والله اعلم

আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন, দুইটি উক্তিই কাফির করিবে। অর্থাৎ হায় আমাদের দুর্ভোগ, কে আমাদিগকে উঠাইল? তাহারাই বলিবে هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ ইব্‌ন জারীর (র) ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমটি গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাই অধিক বিশুদ্ধ। যেমন সূরা-ই আস্ সাফ্‌ফাত-এ ইরশাদ হইয়াছে ঃ يَاوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ হায়! আমাদের দুর্ভোগ, ইহা প্রতিদান দিবস। ইহা ফায়সালা দিবস যাহা তোমরা অমান্য করিতে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَالَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ۔

যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে অপরাধীরা কসম খাইয়া বলিবে, তাহারা তো মাত্র এক ঘন্টা অবস্থান করিয়াছিল। তাহারা সর্বদাই হক হইতে এইরূপ উল্টা দিকেই চলিতে রহিয়াছে। তখন ঈমানদার উলামাগণ বলিবে, আল্লাহ্‌র লিখিত কিতাব অনুসারে তোমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ। কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করিতে না।

قوله اِنْ كَانَتْ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ইহা হইল কেবল একটি বিকট শব্দ তখন তাহাদের সকলকে আমার সম্মুখে একত্রিত করা হইবে। এই আয়াতের বিষয়বস্তু নিম্নের আয়াতের অনুরূপ। ইরশাদ হইয়ছে ঃ

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ

ইহা কেবল একটি বিকট আওয়াজ, তখনই তাহারা ময়দানে উপস্থিত হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ

বিষয়টি তো পলক মারিবার মুহূর্ত বরং উহা অপেক্ষাও অধিকতর অল্প সময়ের ব্যাপার। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً۔

যেই দিন তিনি তোমাদিগকে ডাকিবেন এবং তোমরা তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে জবাব দিবে এবং তোমরা ধারণা করিবে যে, অতি অল্প সময় তোমরা অবস্থান করিয়াছ। মোট কথা কিয়ামত দিবসে নির্দেশ হইতে সকলে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হইবে فَالْيَوْمَ لَاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا আজ কাহারও প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না। অর্থাৎ তাহার আমলের বিনিময় কম করা হইবে না এবং অপরাধ অপেক্ষা অধিক শাস্তিও

দেওয়া হইবে না। وَلَاتُجْزَوْنَ اِلَّا مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ এবং তোমরা যাহা করিতে কেবল উহারই প্রতিদান দেওয়া হইবে।

(৫৫) اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ۝

(৫৬) هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ۝

(৫৭) لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ۝

(৫৮) سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ۝

৫৫. এই দিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকিবে।

৫৬. তাহারা ও তাহাদের সঙ্গিনীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়া বসিবে।

৫৭. সেথায় থাকিবে তাহাদিগের জন্য ফলমূল এবং তাহাদিগের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু।

৫৮. পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে বলা হইবে সালাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, জান্নাতবাসীগণ যখন কিয়ামতের ময়দান হইতে অবসর হইবে আর বেহেশতের সুসজ্জিত বাগানে অবস্থান করিবে এবং সবকিছু হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া মহা সুখ শান্তিতে নিমগ্ন থাকিবে। হযরত হাসান বসরী ও ইসমাইল ইব্ন আবূ খালিদ (র) বলেন, জাহান্নাম বাসীরা যে শাস্তি ও অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইবে বেহেশতবাসীরা উহা হইতে চিন্তামুক্ত হইয়া মহা আনন্দ উল্লাসে নিমগ্ন হইবে। মুজাহিদ (র) فِىْ شُغُلٍ فَاكِهُوْنَ এর অর্থ করিয়াছে তাহারা মহাসুখে বিস্ময়ে অবিভূত হইবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন فَاكِهُوْنَ অর্থ আনন্দিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব, ইকরিমাহ, হাসান ও কাতাদাহ, আ'মাশ সুলায়মান তাইমী ও আওযাঈ (র) اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فَاكِهُوْنَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন বেহেশতবাসীগণ কুমারী নারীদের আমোদ আহলাদে নিমগ্ন থাকিবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে فِىْ شُغُلٍ فَاكِهُوْنَ এর এক অর্থ ইহা বর্ণিত, জান্নাতবাসীগণ বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে আনন্দ উৎসবে মাতিয়া থাকিবে। কিন্তু ইব্ন আবূ হাতিম হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, সম্ভবত ইহা ভুল। বস্তুত কুমারী

নারীদের সহিত আনন্দ উৎসবেই তাহারা নিমগ্ন থাকিবে। هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلَالٍ عَلَى الْاَرَائِكِ مُتَّكِئُوْنَ তাহারা ও তাহাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়া বসিবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (র), মুজাহিদ, ইকরিমাহ, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী ও খুসাইফ (র) বলেন الْاَرَائِكِ অর্থ সুসজ্জিত খাট।

قوله لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ তাহাদের জন্য সেখানে ফলমূল হইবে অর্থাৎ সর্বপ্রকার ফলমূল হইবে। وَلَهُمْ مَايَدَّعُوْنَ এবং তাহারা যাহা কিছু চাহিবে উহাও তাহাদের জন্য থাকিবে। অর্থাৎ সর্বপ্রকার সুস্বাদু বস্তু। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আওফ হিমসী (র) ও উমামাহ ইব্ন যায়েদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

الا هَلْ مُشْمِرٌ اِلَى الْجَنَّةِ فَاِنَّ الْجَنَّةَ لَاخَطَرَلَهَا هِىَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُوْرٌ كُلُّهَا يَتَلَالَأُوَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّوَقَصْرٌ مَشِيْدٌوَنَهْرٌ مُطَّرِدٌ وَثَمَرَةٌ نَضِيْجَةٌ وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيْلَةٌ الخ-

কেহ কি বেহেশতে যাইবার জন্য প্রস্তুত আছে, যাহাতে কোন ভয়-ভীতি নাই? কাবাগৃহের প্রতিপালকের কসম, উহা সম্পূর্ণরূপে আলোকজ্জ্বল সবুজ শ্যামল, উহার প্রাসাদসমূহ মযবুত। উহাতে রহিয়াছে ভরা প্রবাহিত নহর। সুস্বাদু ফলমূল ও সুন্দরী যুবতী নারী যাহাদের জন্য অসংখ্য পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। শান্তি নিকেতনে তাহাদের আবাস। উত্তম ও তাজা ফলমূল রহিয়াছে এবং সুউচ্চ উজ্জ্বল প্রসাদে অফুরন্ত নেয়ামতে বসবাস করিবে। ইহা শুনিয়া সাহাবায়ে কিরাম বলিয়া উঠিলেন, জী হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা উহার জন্য প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা ইনশাআল্লাহ্ বল, তাহারা বলিলেন, ইনশাআল্লাহ্। ইব্ন মাজাহও তাহার সুনান গ্রন্থে আয্যুহ্দ অধ্যায়ে আলী ইব্ন মুসলিম এর বর্ণনায় অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

سَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ মেহেরবান প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে সালাম বলা হইবে। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বেহেশতবাসীদের প্রতি সালাম করিবেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ যেদিন বেহেশতবাসীগণ আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করিবেন সেই দিন তাহাদের অভিবাদন হইবে সালাম। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মূসা ইব্ন ইউসুফ (র)-এর মাধ্যমে হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতবাসী ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন থাকিবে এমন সময় তাহাদের উপর একটি আলো উজ্জ্বল হইবে, তাহারা মাথা উঠাইবে তখন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদেরকে দর্শন দান করিবেন। আর তিনি তাহাদিগকে

আস্সালামু আলাইকুম বলিবেন। سَلَامٌ قَوْلاً مِنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ এর অর্থ ইহাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তাহারা তাহাকে দেখিতে থাকিবে, তাঁহারা যতক্ষণ দেখিতে থাকিবে বেহেশতের অন্য কোন নিয়ামতের প্রতি তাহাদের কোন লক্ষ্যই থাকিবেনা। অবশেষে তিনি আড়ালে যাইবেন । কিন্তু তাহার নূর ও বরকত তাহাদের উপর ও তাহাদের বাসস্থানে থাকিয়া যাইবে। হাদীসের সনদ সমালোচিত।

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) তাহার সুনাম গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল মালিক ইব্ন আবূ শাওয়ারিব এর সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণান করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) হযরত উমর ইব্ন আব্দুল আজীজ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন বেহেশতবাসী ও দোযখবাসীদের ফায়সালা সমাপ্ত করিবেন তখন তিনি ফেরেশতাগণসহ মেঘের ছায়ায় বেহেশতবাসীগণের প্রতি সালাম করিবেন। তাহারাও সালামের জওয়াব দিবেন। কুরাজী (র) বলেন, سَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ অর্থ ইহাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বলিবেন, তোমরা আমার নিকট চাও। তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কি চাহিব? তখন আবারও তিনি বলিবেন, তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা কর। তখন তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার সন্তুষ্টি প্রর্থনা করি। তিনি বলিবেন, উহা তো তোমাদিগকে আমি দান করিয়াছি। এবং সেই কারণেই তোমরা আমার সম্মানিত স্থানে অবতরণ করিয়াছ। তখন তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তবে আমরা আর আপনার নিকট কি প্রর্থনা করিব। আপনি তো আমাদিগকে এতই দান করিয়াছেন, আপনার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, আপনার উচ্চ মর্যাদার কসম, আপনার নির্দেশ হইলে সমস্ত মানুষ ও জ্বিন জাতিকে আমরা খাওয়াইতে, পান করাইতে ও পরিধান করাইতে পারি; তবু আপনার দেওয়া দান হইতে কিছুই কম হইবে না। তখন আল্লাহ্ বলিবেন إِنَّ لَدَيَّ مَزِيْدٌ আমার নিকট আরো অতিরিক্ত আছে। অতঃপর ফেরেশতাগণ তাহাদের নিকট নতুন নতুন আরো বহুপ্রকার উপঢৌকন নিয়া আসিবেন। হাদীসটি গরীব, কিন্তু ইব্ন জারীর একাধিক সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(٥٩) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ○

(٦٠) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

(٦١) وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

(٦٢) وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۚ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ○

৫৯. আর হে অপরাধীগণ! তোমরা আজ পৃথক হইয়া যাও।

৬০. হে বনী আদম! আমি কি তোমাদিগকে নির্দেশ দেই নাই যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করিও না? কারণ সে তোমাদিগের প্রকাশ্য শত্রু।

৬১. আর আমার ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ।

৬২. শয়তান তো তোমাদিগের বহু দলকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, তবুও কি তোমরা বুঝ নাই?

**তাফসীর ঃ** কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদিগকে মু'মিনদের নিকট হইতে পৃথক হইবার যে নির্দেশ দিবেন তখন তাহাদের যে অবস্থা হইবে, উল্লেখিত আয়াতে উহার উল্লেখ করা হইয়াছ। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ-

এবং যেদিন আমি তাহাদিগকে একত্রিত করিব এবং মুশরিকদিগকে বলিব, তোমরা এবং যাহাদিগকে তোমরা শরীক করিতে, সকলেই নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর। অতঃপর আমি তাহাদের মধ্যে ...... আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُوْنَ-

আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেইদিন তাহারা পৃথক হইয়া যাইবে।

اُحْشُرُوْا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوٰجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ-

অর্থাৎ যালিম ও তাহাদের অনুরূপ অন্য সকলকে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের অন্যান্য উপাস্যদিগকে একত্রিত কর, অতঃপর তাহাদিগকে জাহান্নামের পথে চালিত কর।

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْ اٰدَمَ اَلَّا تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ-

হে আদম সন্তান! অমি কি তোমাদিগকে নির্দেশ দেই নাই যে, তোমরা শয়তানের অনুসরণ করিও না; সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আদম সন্তানের মধ্যে যাহারা কাফির

যাহারা তাহাদের চরম শত্রু শয়তানের অনুসরণ করে এবং পরম দয়াময় আল্লাহ্র অবাধ্য হয়; অথচ তিনিই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও রিজিক দান করিয়াছেন। সেই সকল আদম সন্তানকে ধমক সূচক সম্বোধন করিয়াই আল্লাহ্ উল্লেখিত কথা বলিলেন।

وَاَنِ اعْبُدُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ এবং তোমরা আমারই ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে পৃথিবীতে শয়তানের অবাধ্য হইয়া আমার ইবাদত করিতে নির্দেশ দিয়াছিলাম এবং ইহাও বলিয়াছিলাম যে, ইহাই এক মাত্র সরল পথ। অথচ তোমরা ইহার বিপরীত করিয়াছ– শয়তানের অনুসরণ করিয়াছ ও আমার অবাধ্য রহিয়াছ।

وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيْرًا আর সে তোমাদের বহুজনকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। الجبل শব্দটির جيم কে যের ও لا কে তাশদীদ সহ পড়া হয়। আবার جيم ও باء কে পেশ দিয়া এবং لام কে সাকিন করিয়াও পড়া হইয়া থাকে। অর্থ, বহু লোক। মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদ্দী ও সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ (র) এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ তবুও কি তোমরা বুঝ না? অর্থাৎ তোমাদের এই জ্ঞানটুকু হয় নাই যে, যিনি তোমাদের প্রতিপালক কেবল মাত্র তাহারই ইবাদত করিতে হইবে এবং তোমাদের পরম শত্রু শয়তানের অনুসরণ করা যাইবে না। তাঁহার এই নির্দেশের বিরোধিতা করা যাইবে না।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইশ (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَمَرَ اللّٰهُ جَهَنَّمَ فَيَخْرُجُ مِنْهَا عُنُقٌ سَاطِعٌ مُظْلِمٌ ـ

কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্র নির্দেশে জাহান্নামও উহার অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্দান বাহির করিবে, আল্লাহ্ বলিবেন ঃ

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَابَنِىْ اٰدَمَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ وَاَنِ اعْبُدُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيْرًا اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ـ

হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদিগকে এই নির্দেশ দেই নাই যে, তোমরা শয়তানের অসুনরণ করিওনা, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। এবং আমারই ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ। সে তোমাদের বহুজনকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল; তুবও কি তোমরা বুঝ নাই? ইহাই সে-ই জাহান্নাম, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ হে অপরাধীগণ! তোমরা পৃথক হইয়া যাও। তখন সৎ অসৎ পৃথক হইয়া যাইবে এবং হাটুর ওপর লুটিয়া পড়িবে। ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتَابِهَا اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

প্রত্যেক উম্মতকে উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিবে। সকলকে তাহার আমলনামার প্রতি ডাকা হইবে। আজ তোমাদিগকে তোমাদের কর্মকাণ্ডের বিনিময় দান করা হইবে।

(٦٣) هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

(٦٤) اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

(٦٥) اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

(٦٦) وَلَوْ نَشَاۤءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ○

(٦٧) وَلَوْ نَشَاۤءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ○

৬৩. ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

৬৪. আজ তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর। কারণ তোমরা ইহাকে অবিশ্বাস করিয়াছিলে।

৬৫. আজ আমি ইহাদের মুখে মোহর করিয়া দিব। ইহাদের হস্ত কথা বলিবে ইহাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ইহাদের চরণ সাক্ষ্য দিবে।

৬৬. আমি ইচ্ছা করিলে ইহাদিগের চক্ষুগুলিকে লোপ করিয়া দিতে পরিতাম। তখন ইহারা পথ চলিতে চাহিলে কি করিয়া দেখিতে পাইত!

**৬৭. এবং আমি ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে বিকৃত করিয়া দিতে পারিতাম। ফলে ইহারা চলিতে পরিতনা এবং ফিরিয়াও আসিতে পারিত না।**

তাফসীর ঃ কিয়ামত দিবসে যখন জাহান্নাম সম্মুখে আসিয়া পড়িবে তখন কাফিরদিগকে ধমক প্রদান করিয়া বলা হইবে ঃ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। তোমাদের রাসূলগণ তোমাদিগকে ইহারই ভয় দেখাইয়াছিল; কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করিতে। اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ যাহা তোমরা অবিশ্বাস করিতে আজ উহার মধ্যেই প্রবেশ কর। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لاَ تُبْصِرُوْنَ-

যে দিবসে তাহাদিগকে জাহান্নামের দিকে ধাক্কাইয়া দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে ইহাই সেই জাহান্নাম যাহা তোমরা অবিশ্বাস করিতে। বলতো, ইহা কি যাদু, না কি তোমরা দেখিতে পাইতেছ না।

قوله اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

আজ আমি ইহাদের মুখে মোহর লাগাইব এবং ইহাদের হাত আমার সহিত কথা বলিবে এবং ইহাদের চরণ ইহাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে। কিয়ামত দিবসে কাফির ও মুনাফিকরা তাহাদের পৃথিবীতে কৃত অন্যায় অপরাধ অস্বীকার করিবে এবং তাহারা ইহার জন্য শপথও করিবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মুখে মোহার লাগাইয়া দিবেন এবং তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কথা বলিবার শক্তি দান করিবেন। আলোচ্য আয়াতে উহারই উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, আবূ শায়বাহ ইব্রাহীম ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ শায়বাহ (র) .... হযরত আনাস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, তখন এক সময় তিনি এমনভাবে হাসিয়া পড়িলেন যে, তাহার দাঁত বাহির হইয়া পড়িল। অত:পর তিনি বলিলেন, তোমরা জান কি? কেন আমি হাসিলাম, আমরা বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র সহিত তাহার বান্দা কেয়ামত দিবসে যে ঝগড়া করিবে, উহার কথা ভাবিয়াই হাসিলাম। বান্দা বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে জুলুম হইতে রক্ষা করেন নাই কি? তিনি বলিবেন, হ্যাঁ, তখন বান্দা বলিবে, তাহা হইলে আমার সম্বন্ধে আমি ব্যতীত কাহাকেও সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করিব না। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, তোমার সত্তাই তোমার সাক্ষী হিসাবে আজ

যথেষ্ট। এবং আমলনামা লেখক আমার সম্মানিত ফেরেশতাগণ। অতঃপর তাহার মুখে মোহার লাগাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার অংগগুলকে বলা হইবে, তোমরা ইহার আমল সম্পর্কে বল। তখন তাহার অংগসমূহ তাহার সমস্ত কর্মকাণ্ড খুলিয়া খুলিয়া বলিবে। তখন সে তাহার মুখকে বলিবে, তোমাদের ধ্বংস হউক, তোমাদের সর্বনাশ হউক, তোমাদের পক্ষ হইতেই তো আমি প্রতিবাদ করিতেছিলাম। ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী উভয়ই হাদীসটি আবূবকর ইব্ন আবূ নযর (র) সুফিয়ান সওরী (র) হইতে অত্র সুত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, সুফিয়ান হইতে আশজাঈ ব্যতীত অন্য কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমি জানিনা। বস্তুত: হাদীসটি গরীব। والله اعلم

আব্দুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার (র) বাহয ইব্ন হাকীমের দাদা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ مُقَدِّمًا عَلٰى اَفْوَاهِكُمْ بِالْفِدَامِ فَاَوَّلُ مَا يُسْئَلُ عَنْ اَحَدِكُمْ فَخِذُهُ وَكَتِفُهُ۔

তোমাদিগকে মুখ বন্ধ করিয়া ডাকা হইবে, অত:পর সর্ব প্রথম তোমাদের সম্পর্কে উরু ও হাতকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। ইমাম নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইব্ন রাফে (র) এর মাধ্যমে সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ (র) সুহাইল (র) হইতে তাহার পিতার মাধ্যমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে কিয়ামত সম্পর্কীয় একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে রহিয়াছে, তৃতীয় এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি কে? সে বলিবে, আমি আপনার বান্দা। আপনার প্রতি, আপনার নবীর প্রতি ও আপনার কিতাবের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, সাওম রাখিয়াছি সালাত পড়িয়াছি, সদকা করিয়াছি। ইহা ছাড়া আরো অনেক সৎ কাজের কথা সে উল্লেখ করিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তখন তাহাকে বলা হইবে, আচ্ছা, আমি তোমার কার্য কলাপের উপর সাক্ষী পেশ করিবে না। তখন সে কিছুক্ষণ চিন্তা করিবে, কে সাক্ষী হইবে? ইহার পরই তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। তাহার উরুকে বলা হইবে তুমি কথা বল। তখন তাহার উরু, তাহার মাংশ ও তাহার হাড্ডিসমূহ তাহার কৃত কর্মের সাক্ষ্য দিবে। বস্তুত সে একজন মুনাফিক, যাহার উপর আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট। ইমাম মুসলিম ও আবূ দাউদ সুফিয়ান এর সূত্রে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ওকবাহ ইব্ন আমির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ عَظْمٍ مِّنَ الْاِنْسَانِ يَتَكَلَّمُ يَوْمَ يُخْتَمُ عَلَى الْاَفْوَاهِ فَخِذُهُ مِنَ الرِّجْلِ الْيُسْرٰى۔

যেদিন মানুষের মুখে মোহর মারিয়া দেওয়া হইবে সেদিন সর্ব প্রথম মানুষের বাঁম পায়ের উরু কথা বলিবে। ইব্ন জারীর (র) ইসমাইল ইব্ন আইয়াশ এর সুত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাকাম ইব্ন নাফে (র) হযরত উকবাহ ইব্ন আমির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ

إِنَّ أَوَّلَ عَظْمٍ مِنَ الْإِنْسَانِ يَتَكَلَّمُ يَوْمَ يُخْتَمُ عَلَى الْأَفْوَاهِ فَخِذُهُ مِنَ الرِّجْلِ الشِّمَالِ۔

যেদিন মানুষের মুখে মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইবে সেদিন সর্ব প্রথম তাহার বাম পায়ের উরু কথা বলিবে। ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... হযরত আবূ বুরদাহ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মূসা (সা) বলিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে মু'মিনকে হিসাব নিকাশের জন্য ডাকা হইবে এবং তাহার প্রতিপালক তাহার সম্মুখে তাহার পাপ কার্যকে পেশ করিবেন, সে উহা স্বীকার করিয়া বলিবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! আমি এই সমস্ত কাজ করিয়াছি। হযরত আবূ মূসা (র) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। এবং পৃথিবী কোন একটি মাখলুক ও উহা জানিতে পারিবেনা। অত:পর তাহার সৎকর্মসমূহ প্রকাশ করা হইবে এবং সমস্ত লোক উহা দেখিতে পারিবে। কাফির ও মুনাফিককেও হিসাবের জন্য ডাকা হইবে এবং তাহাদের গুনাহসমূহ তাহাদের সম্মুখে পেশ করা হইলে তাহারা উহা অস্বীকার করিবে। কাফির ও মুনাফিক বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! এই আমলনামায় এমন গুনাহর কথাও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, যাহা আমি করি নাই। তিনি বলিবেন, তুমি কি অমুক কাজ অমুক দিনে অমুক স্থানে কর নাই? সে কসম খাইয়া উহা অস্বীকার করিবে। তখন আল্লাহ্ তাহার মুখে মোহর মারিয়া দিবেন। হযরত আবূ মূসা (র) বলেন أَحْسِبُ أَوَّلُ مَا يَنْطِقُ مِنْهُ الْفَخِذُ الْيُمْنَى আমার ধারণা সর্ব প্রথম তাহার ডান উরু কথা বলিবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন ঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔

قوله وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ

আর আমি ইচ্ছা করিলে ইহাদের চক্ষুগুলিকে লোপ করিয়া দিতে পারিতাম,তখন ইহারা পথ চলিতে চাহিলে কি করিয়া দেখিত? হযরত আলী ইব্ন আবূ তালহা (রা) হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে ইহার তাফসীর করিয়াছেন, আমি ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে সঠিক পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতাম, তখন কিভাবে ইহারা সঠিকপথে চলিত? আবার কখনও لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ এর অর্থ করিয়াছেন, আমি ইহাদিগকে অন্ধ করিয়া

দিতাম। হাসান বসরী ও সুদ্দী (র) অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। মুজাহিদ, আবূ সালিহ ও সুদ্দী ও (র) বলেন الصراط অর্থ পথ ও রাস্তা। ইব্‌ন যায়েদ বলেন صراط অর্থ এখানে সত্যপথ। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ এর অর্থ لَايُبْصِرُوْنَ الْحَقَّ ইহারা সত্য পথ দেখিতে পাইত না।

وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ আর আমি ইচ্ছা করিলে স্ব স্ব স্থানে ইহাদিগকে বিকৃত করিয়া দিতে পারিতাম। আওফী (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতাম। সুদ্দী (র) বলেন আমি ইহাদের আকৃতি পাল্টাইয়া দিতাম। আবূ সালিহ (র) বলেন, আমি ইহাদিগকে পাথরে রূপান্তরিত করিতাম্। হাসান বসরী ও কাতাদাহ (র) বলেন, আমি ইহাদিগকে খোড়া করিয়া দিতাম। فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا ফলে ইহারা সামনের দিকে চলিতে সক্ষম হইত না وَّلَايَرْجِعُوْنَ আর না পিছনে ফিরিয়া আসিতে পারিত। এক স্থানেই ইহাদের পড়িয়া থাকিতে হইত। অগ্রসর হওয়া ও পিছাইয়া আসা ইহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না।

(٦٨) وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ۚ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ○

(٦٩) وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ○

(٧٠) لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

৬৮. আমি যাহাকে দীর্ঘ জীবন দান করি. তাহার স্বাভাবিক গঠনে অবনতি ঘটাই। তবুও কি ইহারা বুঝে না?

৬৯. আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করিতে শিখাই নাই এবং ইহা তাহার পক্ষে শোভনীয়ও নহে। ইহা তো কেবল এক উপদেশ ও সুস্পষ্ট কুরআন।

৭০. যাহাতে সে সতর্ক করিতে পারে জীবিতগণকে এবং যাহাতে কাফিরদিগের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হইতে পারে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আদম সন্তান তাহার বার্ধক্যের সাথে সাথে ক্রমশই তাহার দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং মনের আনন্দ হ্রাস পায়।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ۔

আল্লাহ্ তিনি, যিনি তোমাদিগকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করিয়াছেন, অত:পর দুর্বলতার পর শক্তি দান করিয়াছেন এবং শক্তি ও ক্ষমতার পর তিনি পুনরায় দুর্বল ও বৃদ্ধ করেন। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

আরো ইরশাদ হইয়াছে وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لَايَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا তোমাদের মধ্যে হইতে কতেককে তো অনেক বৃদ্ধ করা হয়, যাহাতে সে জানিবার পর অজ্ঞ হইয়া যায়। পার্থিব জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, এখানে কেউ চিরদিন অবস্থান করিবেন না, স্থানান্তর করিতেই হইবে, আল্লাহ্ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ইহাই জানাইয়াছেন। والله اعلم

اَفَلَايَعْقِلُوْنَ তবুও কি তাহারা বুঝিবেনা? অর্থাৎ তাহাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিৎ যে, সৃষ্টির প্রথম দিকে তাহাদের অবস্থা কি ছিল, অবশেষে তাহার বয়স বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বার্ধক্যের শেষ পর্যায়ে পৌছায়াছে। যেন তাহারা বুঝিতে পারে যে, মূলত: তাহাদিগকে অন্য এক জগতের জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহা চিরস্থায়ী। যেখান হইতে আর স্থানান্তর ঘটিবে না, আর তাহা হইল পরকাল।

قوله وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِىْ لَهُ আর আমি তাহাকে কাব্য শিখাই নাই আর উহা তাহার জন্য শোভনীয়ও নহে। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) কে কাব্য শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। তিনি কবি ছিলেন না। কাব্য তাহার স্বভাবগতও নহে। অতএব তিনি উহা পসন্দ করেন না এবং ভাল কোন কবিতা রচনাও করিতে পারিতেন না। বর্ণিত আছে, তিনি অন্যের কোন কবিতা ভালভাবে মুখস্থ করিতে পারিতেন না কিংবা পূর্ণ করিতে পারিতেন না। আবূ যুরআ রাজী (র) বলেন, ইসমাঈল ইব্ন মুজাহিদ (র) তাহার পিতার মাধ্যমে হযরত শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আব্দুল মুত্তালিবের কোন সন্তান নারী হউক কিংবা পুরুষ, কাব্য রচনা করিতে পারিতনা– এমন ছিলনা। কেবল মাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম। ইব্ন আসাকির (র) উৎবাহ ইব্ন আবূ লাহব এর জীবনীতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কবিতাংশ আবৃত্তি করিতেন ঃ

كَفٰى بِالْاِسْلَامِ وَالشَّيْبِ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, কবিতাটি এইরূপ নহে, বরং এইরূপ

كَفٰى الشَّيْبُ وَالْاِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا অত:পর হযরত আবূ বকর কিংবা হযরত উমর (রা) বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

ইমাম বায়হাকী (র) 'দালাইল' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস (র) কে বলিলেন, তুমিই তো বল أَتَجْعَلُ نَهْبِى وَنَهْبَ الْعَبِيْدِ بَيْنَ الْأَقْرَعِ وَعُيَيْنَةَ বিন । তখন তিনি বলিলেন এইরূপ নহে, বরং এই بين عيينه واقرع রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, অর্থের দিক হইতে উভয়ই সমান। 'আররাওযুল উনুফ' গ্রন্থে সুহাইলী (র) বলেন, উক্ত কবিতায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে একটি শব্দকে অগ্রে অপরটিকে পরে উল্লেখ করিয়াছেন, উহাতে একটি আশ্চর্য সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আর উহা হইল উয়াইনাহ ইব্‌ন বাদর ফাযায়ীর ওপর আকরা ইব্‌ন হাবিস-এর মর্যাদা প্রকাশ। কারণ উয়াইনা ইব্‌ন বাদর হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে মুরতাদ হইয়াছিল আকরা' নহে। উমাভী তাহার 'মাগাযী' গ্রন্থে উল্লেখ করেন: একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদরে নিহতের মাঝে চলিতে চলিতে তাহার মুখে দিয়া تفلق ها ما বাহির হইল, তখন হযরত আবূ বকর (রা) কবিতাটি পূর্ণ পড়িয়া দিলেন—

مِنْ رِجَالٍ اَعِزَّةٍ عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوْا اَعَقَّ وَاَظْلَمَا

দীওয়ানে হামাসা গ্রন্থে ইহা জনৈক আরব কবির কবিতা, যাহা রাসূলুল্লাহ্ আবৃত্তি করিতে চাহিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুশাইম (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও কখনও তুরফা কবির এই কবিতা আবৃত্তি করিতেন وَيَاْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ ইমাম নাসায়ী (র) তাহার 'আল-ইয়াওম আল্লায়ালাহ' গ্রন্থে ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাজির (র) এর সূত্রে শা'বী (র) এর মাধ্যমে হযরত আয়িশা (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ও নাসায়ী (র) মিকদাম ইব্‌ন শুরাইহ ইব্‌ন হানী (র) এর সূত্রে তাহার পিতার মাধ্যমে হযরত আয়িশা (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তিনি হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার (র) বলেন, ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কবিতা আবৃত্তি করিতেন وَيَاْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ যায়েদা ব্যতীত অন্য রাবী সিমাক (র)-এর সূত্রে আতিয়্যা (র)-এর মাধ্যমে হযরত আয়িশা (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত কবিতাটি তুরফা ইব্‌ন লাবীদ এর। পূর্ণ কবিতা নিম্নে পেশ করা হইল ঃ

سَتُبْدِى لَكَ الْاَيَّامُ مَاكُنْتَ جَاهِلاً * وَيَاْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ

وَيَاْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُ * بَتَاتًا وَلَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدِ

অর্থাৎ যমানা তোমার নিকট এমন বিষয় প্রকাশ করিবে যাহা তুমি জাননা এবং তোমাকে এমন ব্যক্তির সংবাদ পরিবেশন করিবে, যাহাকে তুমি পথ খরচ দান কর নাই এবং তোমাকে সংবাদ পরিবেশন করিবে এমন ব্যক্তি যাহাকে তুমি কখনও তালাশ কর নাই এবং তাহার জন্য কোন প্রতিশ্রুতিও দাও নাই।

সাঈদ ইব্ন উরওয়াহ (র) কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার হযরত আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি কোন কবিতা রচনা করিতেন? তিনি বলিলেন, কবিতা রচনা করা তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা অপসন্দনীয় ছিল। কিন্তু কোন কোন সময় তিনি বনু কয়েসের জনৈক ব্যক্তির কবিতা আবৃত্তি করিতেন। তবে উহাতে তিনি উলট পালট করিয়া ফেলিতেন। এবং হযরত আবূ বকর (রা) উহা সংশোধন করিয়া বলিতেন, ইহা এইরূপ নহে, এইরূপ । তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন اِنِّى وَاللّٰهِ مَا اَنَا بِشَاعِرٍ وَمَا يَنْبَغِىْ لِىْ আল্লাহ্র কসম, আমি কবি নহি এবং কবিতা আমার জন্য শোভনীয়ও নহে। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মা'মার (র) কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

بَلَغَنِىْ اَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَتَمَثَّلُ بِشَىْءٍ مِّنَ الشِّعْرِ فَقَالَ رض لَا اِلاَّ بَيْتَ طَرْفَةَ ـ

আমার নিকট ইহা পৌছাইয়াছে যে, একবার হযরত আয়িশা (র) কে জিজ্ঞাসা করা হইল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি কবিতা আবৃত্তি করিতেন? তিনি বলিলেন, শুধু তুরফার এই কবিতা ব্যতীত অন্য কোন কবিতা তিনি আবৃত্তি করিতেন না–

سَتُبْدِى لَكَ الاَيَّامُ مَاكُنْتَ جَاهِلاً * وَيَاتِيْكَ بِالاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزَوَّدَ

কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবৃত্তি করিতে مَن لم تزود بِالاَخْبَارِ আবৃত্তি করিতেন। ইহা শুনিয়া আবূ বকর (র) বলিতেন. ইহা এইরূপ নহে, এইরূপ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন, আমি কবি নহি এবং ইহা আমার পক্ষে শোভনীয়ও নহে। হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ হাফিজ (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কবিতা ব্যতীত কখনও কোন কবিতার দুটি অংশ একত্রিত করিয়া পাঠ করেন নাই ঃ

تَفَاوَلُ بِمَا تَهْوِى يَكُنْ فَلَقَلَّمَا * يُقَالُ لِشَىْءٍ كَانَ الا تحققًا

আমি আমার শায়েখ আবূল হাজ্জাজ মুযযীকে এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহা মুনকার। এবং তিনি হাকিমের শায়েখ ও যরীরকেও চিনিলেন না। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খন্দক যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ

রাওয়াহা এর কয়েকটি বয়েত আবৃত্তি করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি সাহাবায়ে কিরাম যাহারা পরিখা খননকালে এক সুরে উহা আবৃত্তি করিতেছিলেন, তাহাদের অনুসরণেই আবৃত্তি করিয়াছিলেন। তাহারা এই বয়েত আবৃত্তি করিতেছিলেন—

لَاهُمْ لَو لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَاتَصَدَّقْنَا وَلَاصَلَّيْنَا

فَانْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتِ الْاَقْدَامِ اِن لَاقَيْنَا

اِنَّ الاولى قَدْ بَغى عَلَيْنَا * اِذَا اَرَادُوا فِتْنَةً اَبَيْنَا

বয়েতগুলি আবৃত্তি করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ابينا শব্দটি উচ্চারণকালে উচ্চস্বরে টানিয়া আবৃত্তি করিলেন। বয়েতের অর্থ হইল ঃ হে আল্লাহ্! যদি তুমি না হইতে তবে আমরা না হেদায়েত পাইতাম না সদকা করিতে পারিতাম আর না সালাত পড়িতে পারিতাম। অতএব এখন তুমি আমাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ কর। শত্রু মুকাবিলায় অবতীর্ণ হইলে আমাদের পাও মযবুত রাখ। ইহারাই আমাদের ওপর আবিচার করিয়াছে। ইহারা যখন আমাদের প্রতি ফিৎনা করিতে ইচ্ছা করে আমরা উহা অস্বীকার করি। বিশুদ্ধ সূত্রে ইহাও বর্ণিত যে, হুনাইন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি খচ্চরের উপর আরোহণ করিয়া শত্রু সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইতে এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন ঃ

اَنَا النَّبِيُّ لَاكَذِبْ * انَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

আমি নবী, মিথ্যাবাদী নহি। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।

তবে ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ হইতে অনিচ্ছাকৃতভাবে বাহির হইয়াছিল। তিনি কোন কবিতার ছন্দে কবিতা রচনার ইচ্ছায় ইহা বলেন নাই।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জুন্দব ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি আঙ্গুলী হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ

هَلْ اَنْتَ اِلاَّ اِصْبَعُ دَمَيْتِ * وَفِى سَبِيْلِ اللّٰهِ مَالَقِيْتِ

তুমি তো একটি আঙ্গুল মাত্র, আল্লাহ্র রাহে-ই তো তোমার রক্তপাত ঘটিয়াছে। অনুরূপভাবে الا اللمم এর ব্যাখ্যা প্রসংগে একটি বয়েত বর্ণিত হইয়াছে।

اِنْ تَغْفِرِ اللّٰهُمَّ تَغْفِرْجَمًّا * وَاَىُّ عَبْدٍ مَا لَكَ اَلَمَا

হে আল্লাহ্! আপনি যখন ক্ষমা করিবেন সকল গুনাহ-ই ক্ষমা করিয়া দিন। অন্যথায় আপনার তো এমন কোন বান্দা নাই, যে ছোট ছোট গুনাহ করে নাই।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে উল্লেখিত এই সব কবিতা আবৃত্তির ঘটনা আলোচ্য আয়াতের বিরোধী নহে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে কাব্য রচনা শিক্ষা দেন নাই। বরং তিনি তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন পবিত্র কুরআন–

اَلَّذِىْ لَايَاتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ

যাহার নিকট না সম্মুখ দিয়া আর না পশ্চাৎ দিয়া বাতিল আসিতে পারে। উহা পরম প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত মহান সত্তার পক্ষ হইতে অবতারিত।

পবিত্র কুরআন কবিতা নহে, স্বরচিত গ্রন্থও নহে, আর ইহা যাদুও নহে, যেমন মূর্খ কুরাইশ কাফির ভ্রান্তলোকেরা ইহার সম্পর্কে মন্তব্য করিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বভাব যেমন ইহার বিরোধী ছিল, শরীয়তও তাহাদের এই মন্তব্যকে অস্বীকার করে। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইব্ন আমর আব্দুল্লাহ ইব্ন সুওয়াইদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

مَاأُبَالِىْ مَاأُوتِيْتُ اِنْ اَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا اَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيْمَةً اَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِىْ -

যদি আমি মদ পান করি, কিংবা তাবীজ লটকাই অথবা কাব্য রচনা করি তবে আমাকে যে পবিত্র কুরআন দান করা হইয়াছে ইহার তুলনায় আমি পরোয়াই করি না। রেওয়ায়েতটি কেবল ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রহমান ইব্ন মাহদী (র) আবূ নাওফিয (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (স) কি নিজের পক্ষ হইতে কাব্য রচনা করিতেন? তিনি বলিলেন, কাব্য রচনা করা তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত বিষয় ছিল। হযরত আয়িশা (র) হইতে আরো বর্ণিত ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْجَوَامِعُ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ -

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যাপক অর্থ বিশিষ্ট দু'আ পসন্দ করিতেন, ইহা ব্যতীত আর যাহা কিছু উহা ত্যাগ করিতেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রা) বলেন, আবুল অলীদ তায়ালিসী (রা) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ لَاَنْ يُّمْتَلَاَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّمْتَلِاَ شِعْرًا

অর্থাৎ কবিতা দ্বারা তোমাদের কাহারও পেট ভর্তি হইবার পরিবর্তে পূঁজ দ্বারা ভর্তি হওয়া উত্তম। অন্য সূত্রে কেবল আবূ দাউদই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সূত্রটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম এর শর্ত মুতাবিক। কিন্তু তাহারা হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র) শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلٰوةُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ـ

যে ব্যক্তি ইশার সালাত বাদ কবিতা রচনা করবে, তাহার সেই রাত্রের সালাত আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হইবে না। এই সূত্রে হাদীসটি গরীব। সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থকারদের কেহই ইহা বর্ণনা করেন নাই।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, কাফির-মুশরিকদের নিন্দামূলক কবিতা আবৃত্তি করা বা রচনা করা জায়েয। হযরত হাসসান ইব্‌ন সাবিত, কা'ব ইব্‌ন মালিক, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (র) ও উহাদের অনুরূপ সাহাবায়ে কিরাম এই প্রকার আবৃত্তি ও রচনা করিতেন। ইহা ব্যতীত যেই সকল কবিতা উপদেশমূলক, জ্ঞানসমৃদ্ধ ও আদব শিক্ষামূলক, উহা আবৃত্তি করাও শরীয়ত সম্মত। জাহেলী যুগের কোন কবির কবিতা এই সব বিষয়ে সমৃদ্ধ। তাহাদের মধ্যে একজন উমাইয়া ইব্‌ন আবূস্ সালত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, أَمَنَ شِعْرُهُ وَكَفَرَ قَلْبُهُ তাহার কবিতা তো ঈমান আনিয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তর কুফরী করিয়াছে। জনৈক সাহাবী একবার উমাইয়া ইব্‌ন আবূস্ সালতের একশত বয়েত শুনাইলেন, রাসূলুল্লাহ্ প্রত্যেক বয়েতের শেষে বলিলেন, আরো বল। ইমাম আবূ দাঊদ (র) হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব, বুরাইদাহ ইব্‌ন খুসাইফ ও হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمًا কোন কোন বক্তৃতা যাদুতুল্য প্রভাব সৃষ্টিকারী এবং কোন কোন কবিতা জ্ঞানে পরিপূর্ণ। এখানে ইরশাদ হইয়াছে وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ। অর্থাৎ আমি মুহাম্মদ (সা)-কে কাব্য রচনা শিখাই নাই وَمَا يَنْبَغِي لَهُ এবং তাহার জন্য ইহা শোভনীয়ও নহে إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ইহা একমাত্র উপদেশ ও স্পষ্ট কুরআন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি চিন্তা ফিকির করে উহার জন্য ইহাতে উপদেশ ও সুস্পষ্ট হিদায়েত রহিয়াছে। لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا যাহাতে সে জীবিতকে সতর্ক করিতে পারে। অর্থাৎ সুস্পষ্ট কুরআন যাহাতে ভূপৃষ্ঠের সকল জীবিত লোককে সতর্ক করিতে পারে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ যাহাতে ইহা দ্বারা আমি তোমাদিগকে এবং যাহার নিকট ইহা পৌঁছাইবে সকলকে সতর্ক করিতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ গোত্রসমূহের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি এই কুরআনের প্রতি অবিশ্বাস করিবে, অগ্নিই তাহার জন্য প্রতিশ্রুত। হ্যাঁ, যাহার অন্তর সজীব ও যাহার দৃষ্টিতে আলো রহিয়াছে ইহার সতর্কের দ্বারা সেই উপকৃত হইবে। কাতাদাহ (রা) বলেন حي অর্থ, সজীব

অন্তর ও সজীব দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন। যাহ্হাক (র) বলেন, حى অর্থ জ্ঞানী وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ এবং যাহাতে কাফিরদের উপর শাস্তির কথা সত্য হইবে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন মু'মিনগণের জন্য তো রহমত এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে ইহা হুজ্জাত ও দলীল।

(৭১) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ○

(৭২) وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ ○

(৭৩) وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ط أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ○

৭১. তাহারা কি লক্ষ্য করে না যে, নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুদিগের মধ্যে তাহাদিগের জন্য আমি সৃষ্টি করিয়াছি আন'আম এবং তাহারাই এইগুলির অধিকারী।

৭২. এবং আমি এইগুলিকে তাহাদিগের বশীভূত করিয়া দিয়াছি; এইগুলির কতক তাহাদের বাহন এবং উহাদিগের কতক তাহারা আহার করে।

৭৩. তাহাদের জন্য এইগুলিতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞ হইবে না ?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাহার মাখলুককে কি কি নিয়ামত দান করিয়াছেন উল্লেখিত আয়াতে উহার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাহাদের জন্য চতুষ্পদ পশু সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে উহার অধিকারী করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ এর অর্থ তাহারা উহার উপর ক্ষমতার অধিকারী। শক্তিশালী পশুগুলোকে তিনি তাহাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন। একটি ছোট শিশুও যদি একটি উটের নিকট আসিয়া উহাকে বসাইতে চায় তবে উহাকে বসাইতে পারে। আবার উহাকে উঠাইয়া হাঁকিয়ে লইতেও সে সক্ষম। ইহাই উহার বশীভূত হইবার প্রমাণ। অনুরূপভাবে একশত কিংবা শতাধিক উটের এক দীর্ঘ সারীকেও একটি ছোট শিশু হাঁকাইয়া যাইতে পারে।

فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ উহার কিছু তো তাহাদের বাহন অর্থাৎ উহার উপর আরোহণ করিয়া তাহারা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করে এবং উহাতে তাহারা বোঝা বহন করে।

وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ এবং উহার কিছু তাহারা আহার করে, যখনই ইচ্ছা তাহারা যবাই করিয়া মাংস ভক্ষণ করে।

وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ এবং উহাতে তাহাদের জন্য বহু উপকারিতা রহিয়াছে। অর্থাৎ উহার উল, লোম ও চামড়া ব্যবহার করিয়া তাহারা আরো অনেক উপকৃত হয়।

وَمَشَارِبُ এবং পানীয় রহিয়াছে। অর্থাৎ উহার দুধ পান করিয়া এবং উহার পেশাবকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করিয়া উপকৃত হয়।

اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ তবুও কি তাহারা শোকর করিবে না? অর্থাৎ যে মহান সত্তা উহা সৃষ্টি করিয়াছেন ও বশীভূত করিয়া দিয়াছেন, তাহারা কি কেবল তাহারই ইবাদত করিবে, না তাহার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিবে ?

(٧٤) وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

(٧٥) لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ۝

(٧٦) فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝

৭৪. তাহারা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করিয়াছে এই আশায় যে, তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে।

৭৫. কিন্তু এইসব ইলাহ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম নহে। তাহাদিগকে উহাদিগের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হইবে।

৭৬. অতএব তাহাদিগের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়, আমি তো জানি যাহা তাহারা গোপন করে এবং যাহা তাহারা ব্যক্ত করে।

তাফসীর ঃ মুশরিকরা যে আল্লাহ্‌র সহিত অন্যকে শরীক করে এবং তাহাদের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্তির আশা পোষণ করে তাহাদের উপাস্যগণ তাহাদিগকে রিজিক দিয়ে ও তাহাদের উপাসনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিবে বলিয়া ধারণা করে, আল্লাহ্ তাহাদের এই বাতিল আকীদার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বস্তুত: তাহাদের উপাস্যগণ তাহাদের কোনই সাহায্য করিতে সক্ষম নহে। ইরশাদ হইয়াছে لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ তাহাদের সাহায্য করিতে তাহারা সক্ষম হইবেনা। বরং তাহারা এতই দুর্বল তুচ্ছ ও অসহায় যে, তাহারা নিজেদের সাহায্য করিতেও সক্ষম নহে। কেহ তাহাদের ক্ষতি করিতে চাহিলে তাহারা তাহাদের প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে সক্ষম নহে। কারণ তাহারা জড় পদার্থ, শ্রবণ শক্তি ও জ্ঞান হইতে তাহারা বঞ্চিত।

وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ তাহাদিগকে উহাদের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন, হিসাবের সময় এই সকল প্রতিমাসমূহকে ইহাদের উপাসকদের নিকট [illegible]

পড়িবে এবং তাহাদের উপাস্যরা যে অসহায়, ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবে। হযরত কতাদাহ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ-হইল, প্রতিমা তো তাহাদের কোনই সাহায্য করিতে পারে না। অথচ তাহারা উহাদের নিকট সেনাবাহিনীরূপে একত্রি হয়। এজন্য মুশরিকরা তাহাদের উপাস্যদের উপর ভীষণ রাগ করিবে। উহারা তো তাহাদের উপকার করিতে বা ক্ষতি প্রতিরোধ করিতে পারে না, উহারা মূর্তি নিষ্প্রাণ। হাসান বসরী (র) ও এই অর্থ করিয়াছেন এবং ইহাকে উত্তম ব্যাখ্যা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা পসন্দ করিয়াছেন। فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ তাহাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। অর্থাৎ তাহাদের কুফরী ও তাহাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ আমি তো জানি, যাহা তাহারা গোপন করিতেছে ও প্রকাশ করিতেছে। অতএব যেদিন তাহাদের ছোট বড় তুচ্ছ ও মহান আমল হইতে কোন একটিও হারাইবে না; বরং সকল আমলই তাহাদের নিকট পেশ করা হইবে। সে দিন আমি তাহাদের কর্মকাণ্ডের বিনিময় দিব।

(৭৭) أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ○

(৭৮) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ○

(৭৯) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ○

(৮০) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ○

৭৭. মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি শুক্রবিন্দু হইতে, অথচ পরে সে হইয়া পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।

৭৮. এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়। বলে, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে কে, যখন উহা পঁচিয়া যাইবে?

৭৯. বল, উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই, যিনি উহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তিনিই প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।

৮০. তিনি তোমাদিগের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা উহা দ্বারা প্রজ্বলিত কর।

তাফসীর ঃ মুজাহিদ, ইকরিমাহ, উরওয়াহ ইব্‌ন যুবাইর, সুদ্দী ও কাতাদাহ (র) বলেন, একবার অভিশপ্ত উবাই ইব্‌ন খালফ জনাব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসিল। তাহার হাতে তখন একটি পচা হাড় ছিল, সে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া বাতাসে উড়াইয়া দিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি বল যে, আল্লাহ্ ইহা পুনর্জীবিত করিয়া উঠাইবেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

نَعَمْ يُمِيْتُكَ اللّٰهُ ثُمَّ يَحْشُرُكَ اِلَى النَّارِ হ্যাঁ, আল্লাহ্ তোমাকে মৃত্যু দিয়া পরে পুনরুত্থিত করিবেন এবং আগুনে নিক্ষেপ করিবেন। সুরা ইয়াসীন এর উপরুল্লেখিত আয়াত শেষ পর্যন্ত তখন অবতীর্ণ হয়। ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন জুনাইদ (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আসী ইব্‌ন ওয়াল একটি হাড় লইয়া গুড়ি করিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল এই হাড়টি আমি যে অবস্থায় দেখিতেছি, ইহার পরও কি আল্লাহ্ ইহা জীবিত করিবেন? তখন রসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন نَعَمْ يُمِيْتُكَ اللّٰهُ ثُمَّ يُحْيِيْكَ ثُمَّ يُدْخِلُكَ جَهَنَّمَ হ্যাঁ, আল্লাহ্ তোমাকে মৃত্যু দান করিয়া পুনরায় জীবিত করিবেন এবং জাহান্নামে দাখিল করিবেন। রাবী বলেন, তখন আলোচ্য আয়াতসহ সূরা-ই ইয়াসীন এর শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়। ইব্‌ন জারীর (র) ও সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ করেন নাই। অবশ্য আওফী (র)-এর সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই একটি হাড় লইয়া আসিল এবং উহা চূর্ণ করিল। অত:পর পূর্ববর্তী বর্ণনার ন্যায় তিনি বর্ণনা করেন। তবে এই রেওয়ায়েতটি মুনকার। কারণ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালুল মদীনার অধিবাসী। তবে আয়াত যাহার সম্পর্কেই অবতীর্ণ হউক, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই কিংবা আসী ইব্‌ন ওয়াল অথবা উভয় সম্পর্কে, আয়াতটি যে কেহ কিয়ামত অস্বীকার করে তাহার ওপর প্রযোজ্য। الف لام জিনস এর জন্য ব্যবহৃত সকল কিয়ামত অস্বীকারকারীকে ইহার শামিল।

اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ আমি তাহাকে শুক্রবিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, অথচ সে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিয়ামত অস্বীকার করে সে কি ইহা চিন্তা করিয়াছে যে, মহান সৃষ্টিকর্তা তাহাকে সর্ব প্রথম অতি তুচ্ছ ঘৃণিত বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি কি পুনরায় তাহাকে সৃষ্টি করিতে পারিবেন না?

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ

আমি কি তোমাদিগকে নিকৃষ্ট পানি দ্বারা সৃষ্টি করি নাই? অতঃপর আমি স্থাপন করিয়াছি নিরাপদ আধারে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ إِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মিলিত শুক্রবিন্দু হইতে।

অতএব যে মহান সত্তা এই দুর্বল ও নিকৃষ্ট পানি দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি তাহার মৃত্যুর পর পুনরায় তাহাকে সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবেন না?

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আবূল মুগীরাহ (রা) বিশর ইব্ন জাহাশ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার হাতের তালুতে থু থু ফেলিলেন, অত:পর উহার উপর আঙ্গুলি রাখিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমাকে অক্ষম মনে করিতেছ; অথচ আমি তোমাকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। তোমাকে যখন আমি পূর্ণ মানুষ করিয়াছি। এখন দুটি চাদর পরিধান করিয়া অহংকার করিতেছ। তুমি শক্তির অধিকারী হইয়াছ ও মাল জমা করিয়াছ এখন তুমি দান করিতে বিরত রহিয়াছ। কিন্তু যখন তোমার অন্তিম সময় আসিয়াছে তখন তুমি বলিয়াছ, আমি সদকা করিতেছি। অথচ তখন আর সদকা করিবার সময় কোথায়? ইমাম ইব্ন মাজা (র) আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বাহ জারীর ইব্ন উসমান হইতে অত্র সূত্রে রেওয়াতেটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِى الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ

এবং সে আমার জন্য উপমা রচনা করে, অথচ সে তাহার নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়। কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে, যখন উহা পঁচিয়া যাইবে?

যে মহান সত্তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার পক্ষে পঁচা হাড়ের মধ্যে পুনরায় জীবন সঞ্চার করিবার শক্তিকে অস্বীকার করিয়াছে। অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা যে তাহাকে সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীনতা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহাকে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন ইহা সে ভুলিয়া গিয়াছে। ইহা স্মরণ করিলে সে যাহা অস্বীকার করিয়াছে ও অসম্ভব মনে করিয়াছে উহা অপেক্ষা অধিক কঠিন কাজের সন্ধান সে নিজের মধ্যেই লাভ করিত, যাহা মহান আল্লাহ্ অনুসন্ধান দিয়াছেন।

তাহার এই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ্ বলেন ঃ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ - বল, উহাকে তিনিই জীবিত করিবেন যিনি উহাকে প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পরিচিত। অর্থাৎ অস্থিসমূহ চূর্ণ হইয়া পৃথিবীর যে প্রান্তেই অবস্থান করুক, তিনি উহা জানেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র) উকবাহ ইব্ন আমর হযরত হুযায়ফা (র)-কে বলিলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাহা শুনিয়াছেন, উহা কি আমাদিগকে বলিবেন না? তখন তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, একদা এক ব্যক্তি মৃত্যুর সম্মুখীন হইল। জীবন হইতে নিরাশ হইয়া সে তাহার পরিবারবর্গকে অসিয়ত করিল, আমার

মৃত্যু হইবার পর তোমরা অনেক লাকড়ী একত্রিত করিয়া উহাতে আগুন প্রজ্বলিত করিবে এবং উহাতে আমাকে নিক্ষেপ করিবে। আগুন যখন আমার মাংস খাইয়া আমার অস্থি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া যাইবে এবং আমি কয়লায় পরিণত হইব, তখন তোমরা উহা লইয়া পিশিয়া গুঁড়ি করিবে এবং সমুদ্রে ছড়াইয়া দিবে।

তাহার পরিবার তাহার অসিয়ত মুতাবিক কাজ করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাহার বিক্ষিপ্ত সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্রিত করিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমনটি করিয়াছ কেন? সে বলিল, আপনার ভয়ে। তখন আল্লাহ্ তাহার সকল গুণাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। উকবাহ ইব্‌ন আমির বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহাও বলিতে শুনিয়াছি যে, সে লোকটি ছিল কাফন চোর। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রেওয়ায়েতটি আব্দুল মালিক ইব্‌ন জরীর (র)-এর সূত্রে অনেক শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন। এক বর্ণনায় রহিয়াছে, উক্ত লোকটি তাহার সন্তানদিগকে বলিল, উহাকে জ্বালাইবার পর উহাকে পিশিয়া অর্ধেক যেদিন তীব্র হাওয়া প্রবাহিত হইবে সেদনি উহার অর্ধেক সমুদ্রে এবং অর্ধেক স্থলে ছড়াইয়া দিবে। মৃত্যুর পর উহারা তাহার আদেশ পালন করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উহার যে অংশ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল উহা একত্রি করিবার জন্য সমুদ্রকে আদেশ করিলেন, সমুদ্র ইহা একত্রিত করিল এবং যে অংশ স্থলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে উহা একত্রি করিবার জন্য স্থলকে নির্দেশ করিলে স্থল উহা একত্রি করিল। অত:পর তিনি 'হইয়া যা' বলিলে একজন মানুষ রূপ ধারণ করিয়া দন্ডায়মান হইল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যাহা করিয়াছ উহা কি কারণে করিয়াছ? সে বলিল, আপনার ভয়ে। আপনি তো উহা ভালই জানেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা উহা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কর। কাতাদাহ (রা) বলেন, যিনি এইরূপ বৃক্ষ হইতে আগুন উৎপাদন করেন তিনি তোমাদিগকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম। কেহ কেহ বলেন, উল্লেখিত বৃক্ষ দ্বারা হিজাযে উৎপাদিত দুই প্রকার বৃক্ষ উদ্দেশ্য। একটি 'মারখ' অপরটি 'ইফার'। কাহারও আগুনের প্রয়োজন হইলে ঐ বৃক্ষের দুটি ডাল একত্রিত করিয়া একটির সহিত অপরটি সংঘর্ষ ঘটাইয়া আগুন লাভ করিত। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণিত। কথিত আছে, لِكُلِّ شَجَرٍ نَارٌ وَاسْتَمْجَدَ الْمَرْخُ وَالْعِفَارُ অর্থাৎ প্রত্যেক বৃক্ষেই আগুন আছে, কিন্তু মারখ ও ইফার বৃক্ষ এই বিষয়ে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী। জ্ঞানীগণ বলেন ঃ فِىْ كُلِّ شَجَرٍ نَارٌ اِلاَّ الْعِنَابُ আঙ্গুর গাছ ব্যতীত প্রত্যেক গাছেই আগুন রহিয়াছে।

(٨١) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلٰى ۚ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○

(٨٢) إِنَّمَآ أَمْرُهٗٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

(٨٣) فَسُبْحٰنَ الَّذِي بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৮১. যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তাহাদিগের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহা স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

৮২. তাঁহার ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি উহাকে বলেন, 'হও' ফলে উহা হইয়া যায়।

৮৩. অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাহার হস্তে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মহা শক্তির উল্লেখ করিয়া বলেন, তিনি সাত আসমান ও উহার চলমান ও স্থির নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়াছেন সাত পৃথিবী এবং উহাতে অবস্থিত পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, সমুদ্র ও বনভূমি। যিনি এতসব সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা রাখেন, তিনি কি পুনরায় ইহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা তো মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা বড় কাজ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ যিনি আকাশ মণ্ডলীও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি উহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? অর্থাৎ মানুষের অনুরূপ মানুষ পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারিবেন না?

ইব্ন জারীর (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি এই আয়াতের অনুরূপ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰى أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى بَلٰى إِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

তাহারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আল্লাহ্ সেই মহান আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সব সৃষ্টি করিয়া তিনি ক্লান্ত হন নাই, তিনি কি মৃতদিগকে জীবিত করিতে সক্ষম নহেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, তিনি প্রত্যেক বিষয়ে শক্তিমান।

এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

بَلٰى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيْمُ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ۔

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁহার ব্যাপার তো শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তিনি উহাকে বলেন 'হও' ফলে উহা হইয়া যায়। অর্থাৎ আল্লাহ্ একবার নির্দেশ করেন, একাধিকবার নির্দেশ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

اِذَا مَا اَرَادَ اللّٰهُ اَمْرًا فَاِنَّمَا * يَقُوْلُ لَهُ كُنْ قوله فَيَكُوْنُ

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন নুমাইর (র) হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ يَاعِبَادِىْ كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ اِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ فَاسْتَغْفِرُوْنِى اَغْفِرْ لَكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيْرٌ اِلاَّ مَنْ اَغْنَيْتُ اِنِّى جَوَّادٌ مَاجِدٌ وَاحِدٌ اَفْعَلُ مَا اَشَاءُ عَطَائِىْ كَلاَمٌ وَعَذَابِىْ كَلاَمٌ اِذَا اَرَدتُّ شَيْئًا فَاِنَّمَا اَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ۔

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দা! তোমাদের সকলেই গুনাহগার; কিন্তু যাহাকে আমি ক্ষমা করিয়া দেই, অতএব তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব। তোমাদের প্রত্যেকেই দরিদ্র; কিন্তু যাহাকে আমি ধনী করি। আমি বড় দানশীল, মহত্বের অধিকারী, আমি যাহা ইচ্ছা উহা করি। আমার দান একটি কালাম ও শাস্তিও কালাম। যখন আমি কিছু করিতে ইচ্ছা করি তখন শুধু বলি, হও; ফলে উহা হইয়া যায়।

قوله فَسُبْحَانَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۔

অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাহার হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা রহিয়াছে এবং তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে। আয়াতের মাধ্যমে মহান রব্বুল আলামীনের পবিত্রতা এবং সর্ব প্রকার দোষ হতেই মুক্ত ঘোষণা করা হইয়াছে যাহার হাতে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সর্বভাণ্ডারের চাবী। প্রত্যেক বিষয় পূর্ণ কর্তৃত্ব তাহারই। সৃষ্টিকর্তা তিনিই এবং সার্বভৌমত্ব তাহারই। কিয়ামত দিবসে সকল বান্দা তাহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। তখন তিনি সকলকে তাহার কৃতকর্মের বিনিময় দান করিবেন। বস্তুতঃ তিনি ন্যায় বিচারক ও দানশীল। فَسُبْحَانَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ এর অর্থ قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ বল কাহার হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌমত্ব? এবং تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ মুবারক সেই মহান সত্তা, যাহার হাতে সার্বভৌমত্ব এর অর্থের অনুরূপ। ملك ও ملكوت -এর একই অর্থ, যেমন رحمة

ও رحموت উভয় শব্দের অর্থে কোন পার্থক্য নাই। رهبة ও رهبوت এর অর্থেও কোন পার্থক্য নাই। অনুরূপভাবে جبر ও جبروت এরও একই অর্থ। অবশ্য কেহ কেহ বলেন الملك। অর্থ এই জড় জগৎ এবং ملكوت অর্থ রূহানী জগত। কিন্তু প্রথম অর্থই বিশুদ্ধ অধিকাংশ তাফসীরকারগণের মত ইহাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, শুরাইহ ইব্‌ন নুমান (র) ..... হযরত হুযায়ফা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাত্রে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সালাত পড়িবার জন্য দণ্ডায়মান হইলাম। তিনি কয়েক রাকাতের মধ্যেই কুরআনের সাতটি দীর্ঘ সূরা পাঠ করিলেন। তিনি যখন রুকূ হইতে মাথা উঠাইলেন তখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলিলেন অত:পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ ذِى الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ পাঠ করিলেন যত সময় তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন, রুকূও তত সময় যাবৎ করিলেন, সিজদাও রুকুর ন্যায় দীর্ঘ করিলেন। অতঃপর তিনি যখন সালাত শেষ করিলেন তখন আমার উভয় পা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী (র) শু'বা গোত্রীয় হযরত হুযায়ফা (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি একবার রাত্রিকালে সালাত পড়িতে দেখিলেন, তখন তিনি বলিতেছিলেন اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ذِى الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ অত:পর তিনি সূরা-ই ফাতেহা পাঠ করিয়া সূরা-ই বাকারাহ পাঠ করিলেন এবং রুকূ করিলেন। যতক্ষণ তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন ততক্ষণই তিনি রুকূ করিলেন। রুকুর মধ্যে তিনি বলিতেন سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمُ। অত:পর তিনি রুকূ হইতে মাথা উঠাইলেন এবং ততক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন যতক্ষণ তিনি রূকুর মধ্যে ছিলেন। দাঁড়াইয়া তিনি বলিতেন لربى الحمد অত:পর তিনি সিজদা করিলেন। তিনি সিজদায় তত সময় কাটাইলেন যতক্ষণ তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। সিজদায় তিনি سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى পড়িলেন। সিজদাহ হইতে তিনি মাথা উঠাইয়া দুই সিজদার মাঝে ততসময় বসিলেন, যতসময় তিনি সিজদায় কাটাইয়াছিলেন। এবং মধ্যবর্তী সময়ে তিনি رَبِّ اغْفِرْلِىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ বলিলেন। এইভাবে তিনি চার রাকাত সালাত পড়িলেন। ইহাতে তিনি সূরা-ই বাকারাহ, আলে ইমরান, নিসা এবং মায়েদা কিংবা আনআম পাঠ করিলেন। শু'বা (র) ইহাতে সন্দেহ করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, আমাদের মতে আবূ হামযা হইলেন তালহা ইব্‌ন ইয়াযীদ। এবং রাবী দ্বারা হুযায়ফা (র)-এর শিষ্য তাহার চাচাত ভাই হইবেন বলিয়াই অধিক বদ্ধমূল ধারণা, যেমন ইমাম আহমদ বলিয়াছেন। والله اعلم

অবশ্য হযরত হুযায়ফা হইতে সিলা ইব্‌ন যুফার যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন উহা ইমাম মুসলিম এর সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে বটে কিন্তু উহাতে اَلْمَلَكُوْتُ।

وَالْجَبَرُوْتُ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظْمَةُ এর উল্লেখ নাই। ইমাম আবূ দাউদ (রা) বলেন, আহমদ ইব্‌ন সালিহ হযরত আওফ ইব্‌ন মালিক আশজাঈ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একরাত্রে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সালাতে দাড়াইলাম। সালাতে দাড়াইয়া তিনি সূরা বাকারা পাঠ করিলেন। কোন রহমতের আয়াত পাঠ করিতেই তিনি থামিয়া রহমতের জন্য দু'আ করিতেন এবং আযাবের কোন আয়াত পাঠ করিতেই তিনি থামিয়া আযাব হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। রাবী বলেন, অত:পর তিনি রুকুতে গিয়া ততক্ষণ দেরী করিলেন যতক্ষণ তিনি দাড়াইয়াছিলেন, রুকুর মধ্যে তিনি এই দু'আ পড়িলেন سُبْحَانَ ذِيْ الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ অত:পর তিনি সিজদা করিলেন এবং সিজদায়ও তিনি ততক্ষণ কাটাইলেন, যতক্ষণ তিনি দাড়াইয়াছিলেন। এবং সিজদায়ও তিনি উল্লেখিত দু'আ করিলেন। অতঃপর তিনি দাড়াইয়া সূরা আলে-ইমরান পাঠ করিলেন। তারপর এক এক রাকাতে এক এক সূরা পাঠ করিলেন। মুআবিয়াহ ইব্‌ন সালিহ এর সুত্রে ইমাম নাসাঈ (র) ও 'শামায়েল' গ্রন্থে ইমাম তিরমিযী (র) রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

॥ আল্-হামদুলিল্লাহ্, সূরা ইয়াসীন-এর তাফসীর শেষ হইল ॥

# সূরা সাফ্‌ফাত

১৮২ আয়াত, ৫ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, ইসমাঈল ইবন খালিদ (র) ....বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) আমাদিগকে 'তাখফীফ' (সংক্ষিপ্ত কেরাআতে সালাত আদায়) করার আদেশ করিতেন এবং সূরা সাফ্‌ফাতের দ্বারা ইমামতী করিতেন। এই হাদীসটি একমাত্র ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করিয়াছেন।

(١) وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ

(٢) فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ

(٣) فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ

(٤) اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۗ

(٥) رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۗ

১. শপথ তাহাদিগের যাহারা সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান।

২. ও যাহারা কঠোর পরিচালক

৩. এবং যাহারা যিক্‌র আবৃত্তিতে রত—

৪. নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ এক,

৫. যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রভু এবং প্রভু সকল উদয়স্থল সমূহের।

তাফসীর ঃ সুফিয়ান সাওরী ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا - فَالزّٰجِرَاتِ زَجْرًا - فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا এই আয়াতের মধ্যে ফেরেশতাগণকে বুঝানো হইয়াছে।

উল্লেখিত অভিমত ইব্‌ন আব্বাস (রা), মাসরূক, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, ইকরিমা, মুজাহিদ, সুদ্দী, কাতাদাহ, রবী' ইব্‌ন আনাস (র)ও ব্যক্ত করিয়াছেন।

কাতাদাহ (র) বলেন ঃ ফেরেশতাগণ আকাশে সারিবদ্ধভাবে আছেন।

ইমাম মুসলিম (র) বলেন, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বাহ ....হুযাইফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমাদিগকে মানব জাতির মধ্যে তিনটি অতিরিক্ত মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে ঃ

(১) ফেরেশতাগণের কাতারের ন্যায় আমাদের জন্য কাতার নির্ণয় করা হইয়াছে। (২) সমগ্র পৃথিবী আমাদের জন্য মসজিদের ন্যায় (সালাতের স্থান) করা হইয়াছে। (৩) পানির অবর্তমানে (বা পানি ব্যবহারে অক্ষম হইলে) মাটি আমাদের জন্য পবিত্রতা লাভের উপায় করা হইয়াছে।

ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ (র) আ'মাশ (র) .... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, যেভাবে ফেরেশতাগণ তাঁহাদের প্রভুর সম্মুখে সারিবদ্ধ হইয়া থাকেন, তোমরা কি সেইভাবে সারিবদ্ধ হইবে না ? আমরা আরয করিলাম— ফেরেশতাগণ কিভাবে তাঁহাদের প্রভুর সম্মুখে সারিবদ্ধ হন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাঁহারা সম্মুখস্থ কাতারসমূহ পূরণ করেন এবং কাতারে পরস্পরে মিলিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন।

সুদ্দী (র) প্রমুখ فَالزّٰجِرَاتِ زَجْرًا এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ফেরেশতাগণ মেঘমালাকে পরিচালনা (স্থানান্তরিত) করিয়া থাকেন।

রবী' ইব্‌ন আনাস (র) বলেন ঃ فَالزّٰجِرَاتِ زَجْرًا বলিতে ঐ সকল বিষয় বুঝানো হইয়াছে, যে সকল বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কঠোরভাবে সতর্ক করিয়াছেন। এই অভিমতটি যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে ইমাম মালেক (র) উল্লেখ করিয়াছেন।

فَالزّٰجِرَاتِ زَجْرًا সুদ্দী (র) বলেন ঃ সেই সকল ফেরেশতাগণ আসমানী কিতাবসমূহ ও কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট হইতে মানুষের কাছে লইয়া আসেন।

এই আয়াতটির অনুরূপ আয়াত হইল ঃ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا اَوْ نُذْرًا

উহার শপথ, যাহা মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র স্মরণ বা উপদেশ পৌছাইয়া দেয়; তওবা (অনুশোচনা) অথবা সতর্কতা স্বরূপ।

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করিয়া বলিতেছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবী وَمَا بَيْنَهُمَا এবং উহাদের মধ্যবর্তী সকল সৃষ্টির প্রভু।

وَرَبُّ الْمَشَارِقِ অর্থাৎ তিনিই পূর্ব-পশ্চিমে উদয়-অস্তগামী চলমান তারকারাজি এবং স্থির নক্ষত্র মালার উপর হস্তক্ষেপের একমাত্র অধিকারী।

উপরোক্ত আয়াতে مَغَارِبُ (অস্তমিত হওয়ার স্থলসমূহ) এর উল্লেখ না করিয়া কেবল مَشَارِقُ (উদয়স্থলসমূহ) এর উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে। কেননা উদয়ই অস্তের প্রমাণ এবং স্পষ্টভাবে ইহার উল্লেখ পবিত্র কুরআনের নিম্নবর্তী আয়াতে রহিয়াছে ঃ فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ط اِنَّا لَقَادِرُوْنَ

উদয়স্থলসমূহ ও অস্তস্থলসমূহের প্রভুর শপথ করিয়া বলিতেছি ঃ নিশ্চয় আমি ক্ষমতাবান। (মা'আরেজ ঃ আয়াত ৪০)।

অন্যত্র আছে ঃ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ উভয় উদয়স্থল ও উভয় অস্তস্থলের প্রভু অর্থাৎ শীত গ্রীষ্মে চন্দ্র-সূর্যের উদয়াস্তের পরিবর্তিত স্থলসমূহের প্রভু। (আর রহমান ঃ আয়াত ১৭)।

(٦) اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِ ۙ○

(٧) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ○

(٨) لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ○

(٩) دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ○

(١٠) اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ○

৬. আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজীর সুষমা দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি,

৭. এবং রক্ষা করিয়াছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হইতে।

৮. ফলে উহারা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করিতে পারে না এবং উহাদিগের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হইতে–

৯. বিতাড়নের জন্য এবং উহাদিগের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি।

১০. তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনিয়া ফেলিলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞাত করিতেছেন যে, তিনি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে বিশ্ববাসী দর্শকদের জন্য তারকারাজী দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছেন।

بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ নক্ষত্রমালার সৌরভে। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী اِضَافَة ও بَدْلُ উভয়ভাবেই সমার্থক অর্থে পড়া যায়।

স্থির ও চলমান নক্ষত্রসমূহের আলো আকাশের স্বচ্ছ তলদেশকে উজ্জ্বল করিয়া রাখে বলিয়াই বিশ্ববাসী (রাতের বেলা) আলো পায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ-

(আর ইহা) সুনিশ্চিত যে, আমি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি এবং ঐগুলিকে শয়তান বিতাড়িত করিবার উপকরণও করিয়াছি। উপরন্তু তাহাদের জন্য দোযখের শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِيْنَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ اِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ-

আর নিঃসন্দেহে আমি আকাশে কক্ষপথসমূহ তৈরী করিয়াছি এবং উহাকে (আকাশকে) দর্শকদের জন্য সুশোভিত করিয়াছি। আর প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান (সংবাদ শ্রবণ) হইতে সুরক্ষিতও করিয়াছি। কিন্তু (এতদ্‌সত্ত্বেও) যে শয়তান কোন কথা লুক্কায়িতভাবে শুনিয়া পলায়ন করে, এক উজ্জ্বল শিখা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে।

وَحِفْظًا আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী حِفْظًا وَحَفِظْنَاهَا এর স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ আমি উহাকে যথাযথভাবে সুরক্ষিত করিয়াছি।

مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ অর্থাৎ যখন কোন দুষ্ট শয়তান সহসা অবৈধভাবে ছোঁ মারিয়া কোন সংবাদ শুনিয়া পলায়ন করিতে চায়, তখন একটি জ্বলন্ত শিখা আসিয়া তাহাকে জ্বালাইয়া দেয়।

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى অর্থাৎ যাহাতে তাহারা সংবাদ সংগ্রহের জন্য ঊর্ধ্ব জগতে পৌছিতে না পারে। ঊর্ধ্ব জগত বলিতে আকাশসমূহ ও সেখানে অবস্থানকারী ফেরেশতাদিগকে বুঝানো হইয়াছে। তাহারা সেখানে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ শরীয়ত ও তাকদীর সম্পর্কিত বিষয়াবলী লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন। আমি (ইব্‌ন কাছির) ইতিপূর্বে নিম্নবর্ণিত আয়াতের তাফসীরে এই সম্পর্কে উল্লেখিত হাদীস আলোচনা করিয়াছি।

حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ۔

এমন কি যখন তাহাদের অন্তর হইতে আতঙ্ক বিদূরিত করা হয়, তখন একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমাদের প্রভু কি আদেশ করিয়াছেন ? তাহারা বলে, সত্য বিষয়ের আদেশ করিয়াছেন। আর তিনি সুউচ্চ, সুমহান।

وَيُقْذَفُوْنَ অর্থাৎ বিতাড়িত ও নিক্ষিপ্ত হয়। مِنْ كُلِّ جَانِبٍ প্রত্যেক দিক হইতে, আকাশের যে দিকেই গমনের ইচ্ছা করুক না কেন।

دُحُوْرًا প্রহৃত হইয়া অর্থাৎ তাহারা সংবাদ সংগ্রহের অপচেষ্টায় লিপ্ত হইয়া যখনই আকাশের দিকে গমন করে, তখনই নক্ষত্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বাধা সৃষ্টি করা হয়।

وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ পরকালে তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক, চিরস্থায়ী, অবিরাম শাস্তি রহিয়াছে। অপর আয়াতে আছে ঃ

وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ আমি তাহাদের জন্য দোযখের শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ কখনও কোন কোন শয়তান কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দ্রুত পলায়ন করিয়া তাহার নিম্নবর্তী শয়তানের নিকট পৌছাইয়া দিতে সক্ষম হয় এবং দ্বিতীয়টি তৎনিম্নবর্তী শয়তানের নিকট পৌছাইয়া দেয়। অতএব নিক্ষিপ্ত শিখাটি কখনও সংবাদ পাচার করিবার পূর্বেই প্রথমটিকে ধরিয়া ফেলে এবং জ্বালাইয়া দেয়। আবার কখনও দ্বিতীয়টির নিকট সংবাদ পৌছানোর পর উজ্জ্বল শিখাটি তাহার উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে জ্বালাইয়া দেয়। ইহাতে অপর শয়তানগণ ঐ সংবাদ লইয়া গণকদের কাছে যায়। (পূর্বে হাদীসের মধ্যে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।)

شِهَابٌ ثَاقِبٌ উজ্জ্বল শিখা।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) ....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (পূর্বে) শয়তানগণের জন্য শূন্য আকাশে বসার স্থান ছিল এবং তাহারা

ওহী শুনিতে পাইত। তখন নক্ষত্রসমূহ স্থানান্তর করা হইত না এবং শয়তানগণের প্রতিও নিক্ষেপ করা হইত না। তাই তাহারা ওহী শুনামাত্র পৃথিবীতে চলিয়া আসিত এবং মূল কথার সহিত অসংখ্য কথা বাড়াইয়া লইত। আর যখন রাসূলে করীম (সা) নবী হিসাবে প্রেরিত হইলেন, তখন হইতে তাহারা কোথাও বসিলেই জ্বলন্ত শিখা আসিয়া তাহাদিগকে জ্বালাইয়া দেয়। ইহাতে তাহারা সংবাদ সংগ্রহে বাধাপ্রাপ্ত হইল। এই অভিযোগ তাহারা (স্বীয় দলপতি) ইবলীসের নিকট উত্থাপন করিলে সে মন্তব্য করিল, "নিশ্চয় কোন নতুন বিষয় ঘটিয়াছে।" সুতরাং (এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য) সে তাহার (তদন্তকারী) দল প্রেরণ করিল। তাহারা (তদন্তকার্যের এক পর্যায়ে) গিয়া দেখে নবী করীম (সা) দুইটি খেজুর পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিতেছেন। ওকী' বলেন, ইহার অর্থ খেজুর বাগানের অভ্যন্তরে। ইহার পর তাহারা ইবলীসের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া সংবাদ দিলে সে বলিল, ইহাই মূল রহস্য। সূরা জিন্নের নিম্নবর্তী আয়াতসমূহের তাফসীরে এই সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহে বিস্তারিত আলোচনা আসিতেছে। জিন জাতি বলিল ঃ

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا - وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا - وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا -

আর আমরা আকাশের (সংবাদসমূহ) অনুসন্ধান করিতে চাহিয়াছিলাম, তখন উহাকে শক্ত প্রহরী ও শিখাতে পরিপূর্ণ পাইলাম। আর (পূর্বে) আমরা শ্রবণযোগ্য স্থানসমূহে (সংবাদ) শুনিবার জন্য বসিয়া থাকিতাম। কিন্তু বর্তমানে যে কেহ শুনিতে চায়, সে নিজের জন্য একটি শিখা প্রস্তুত পায়। আর আমরা জানি না যে, বিশ্ববাসীকে কষ্ট দেওয়াই উদ্দেশ্য, নাকি তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে হেদায়েত করিতে চাহিয়াছেন।

(١١) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ○

(١٢) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ○

(١٣) وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ○

(١٤) وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ○

(১০) وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۚ

(١٦) ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۙ

(١٧) اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ

(١٨) قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ۚ

(١٩) فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ

১১. উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, উহাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যাহা সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার সৃষ্টি কঠিনতর ? উহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি আঠাল মৃত্তিকা হইতে।

১২. তুমি তো বিস্ময় বোধ করিতেছ, আর উহারা করিতেছে বিদ্রূপ।

১৩. এবং যখন উহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হয় উহারা তাহা গ্রহণ করে না।

১৪. উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে উপহাস করে

১৫. এবং বলে, ইহা তো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে।

১৬. আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব, তখনও কি আমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে ?

১৭. এবং আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকেও ?

১৮. বল, হ্যাঁ, এবং তোমরা হইবে লাঞ্ছিত।

১৯. ইহা একটি মাত্র প্রচন্ড শব্দ–আর তখনই উহারা প্রত্যক্ষ করিবে।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী, এই লোকদিগকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সৃষ্টিগত দিক দিয়া কাহারা শক্তিশালী ? তাহারা ? নাকি আকাশ-পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যস্থিত ফেরেশতা, শয়তান ও অন্যান্য বৃহৎ সৃষ্টিসমূহ ?

ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত ক্বেরাআত মতে اَمْ مَنْ خَلَقْنَا এর স্থলে اَمْ مَنْ عَدَدْنَا হইবে। (অর্থ একই)।

প্রকৃতপক্ষে তাহারাই স্বীকার করে যে, এই সকল সৃষ্টি তাহাদের চেয়ে অধিক মজবুত। বাস্তবে যদি উহাই হইয়া থাকে, তবে পুনরুত্থানকে তাহারা অস্বীকার করে

কেন ? অথচ তাহারা যে বিষয় অস্বীকার করিতেছে, ইহা হইতে কত বৃহৎ সৃষ্টিসমূহ তাহারা স্বচক্ষে দেখিতেছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ۔

নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানব সৃষ্টি করা হইতেও অধিকতর কঠিন ব্যাপার; কিন্তু অধিকাংশ লোকই উহা বুঝে না।

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِيْنٍ لَازِبٍ। অত:পর বর্ণনা করেন যে, আমি তাহাদিগকে অতি আঠালো মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। আর উহা হইল আঠাল মাটি।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও যাহ্হাক (র) বলেন, উহা ঐ উত্তম মাটি, যাহার একটি অংশকে অপর অংশের সহিত ভালভাবে মিশানো হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইকরিমা (র) বলেন ঃ পানি ও কাদা মাটি একত্রে মন্থনকৃত। কাতাদাহ (র) বলেন ঃ যে মাটিকে হাত দিয়া মিশানো হইয়াছে।

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি তো বরং ধ্বংসের পর দেহকে পুনরায় জীবিত করার মত আশ্চর্যজনক বিষয়াবলী সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে সংবাদ পাওয়ার পর ইহাতে পুর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন এবং এই অবিশ্বাসী লোকদের মিথ্যাচারে বিস্মিত হন আর তাহারা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আপনি এই সম্পর্কে যাহা বলিতেছেন, তাহারা উহাকে ডাহা মিথ্যা মনে করিয়া উপহাস করে।

কাতাদাহ (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ (সা) আশ্চর্য বোধ করেন, আর আদম সন্তানের ভ্রান্ত লোকগণ উপহাস করে।

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً আর যখন তাহারা ঐ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন দলীল নিদর্শন দেখে তখন يَسْتَسْخِرُوْنَ মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন ঃ অর্থাৎ ঠাট্টা বিদ্রূপ করে।

وَقَالُوْا إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ আর বলে, আপনি যাহা লইয়া আগমন করিয়াছেন উহা পরিষ্কার যাদু বৈ কিছুই নহে।

أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُوْنَ মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অসম্ভব ও মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়া বলিত, মৃত্যুর পর মাটি ও অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও কি পুনরুত্থান ঘটিবে ? আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষগণ যাহাদের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নাই, তাহদেরও কি একই অবস্থা হইবে ?

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি বলুন, হাঁ। মৃত্তিকা এবং অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও কিয়ামত দিবসে তোমাদের পুনরুত্থান ঘটিবে। তখন আল্লাহ্র ক্ষমতার নিকট তোমরা অত্যন্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইবে।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دَاخِرِيْنَ
প্রত্যেকেই তাহার নিকট অত্যন্ত নগণ্য হিসাবে উপস্থিত হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ-

যাহারা অহংকার করিয়া আমার এবাদত হইতে বিরত থাকিবে, অচিরেই তাহারা লাঞ্ছিত হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ অর্থাৎ উহা তো আল্লাহ্‌র একটি আদেশ মাত্র। পৃথিবী হইতে নির্গত হইয়া আসার জন্য একটি মাত্র ডাক দিবেন। আর সাথে সাথে সকলেই তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়া কিয়ামতের ভয়ংকর দৃশ্য দেখিতে পাইবে। والله اعلم

(٢٠) وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝

(٢١) هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝

(٢٢) اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۝

(٢٣) مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ۝

(٢٤) وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ ۝

(٢٥) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ۝

(٢٦) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ۝

২০. এবং উহারা বলিবে, দুর্ভোগ আমাদিগের! ইহাই তো কর্মফল দিবস।
২১. ইহাই ফয়সালার দিন, যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।
২২. ফেরেশতাদিগকে বলা হইবে, একত্রিত কর যালিম ও উহাদিগের সহচরগণকে এবং উহাদিগকে যাহাদিগের ইবাদত করিত তাহারা—
২৩. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এবং উহাদিগকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে,
২৪. অত:পর উহাদিগকে থামাও, কারণ উহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে :

**২৫. তোমাদিগের কী হইল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করিতেছ না?**
**২৬. বস্তুত সেইদিন উহারা আত্মসমর্পণ করিবে,**

তাফসীর ঃ কিয়ামতের দিন কাফিরগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিবে। তাহারা পরস্পর ধিক্কার দিতে থাকিবে এবং স্বীকার করিবে যে, তাহারা পৃথিবীতে স্বীয় আত্মার প্রতি অবিচার করিয়াছে। তাই যখন তাহারা কিয়ামতের বিভীষিকা স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে তখন চূড়ান্তভাবে লজ্জিত হইবে আর বলিবে ঃ

يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ অথচ ঐ লজ্জা কোনই উপকারে আসিবে না। তখন ফেরেশতা ও মু'মিনগণ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে ঃ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ইহাতো সেই ফায়সালার দিনক্ষণ, যাহাকে তোমরা মিথ্যা ও অসম্ভব মনে করিতে। উহা তাহাদিগকে ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্য বলা হইবে। আর মু'মিনগণ হইতে কাফেরগণের অবস্থান পৃথক করিয়া লইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদিগকে আদেশ করিবেন। তাহাদের পুনরুত্থান ও সমাবেশ যাহাতে একই স্থানে না হয় সেই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ

নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) বলেন ঃ اَزْوَاجَهُمْ অর্থ কাজে-কর্মে তাহাদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ লোকজন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, ইকরিমা, মুজাহিদ, সুদ্দী, আবূ সালিহ, আবুল আলিয়া এবং যায়েদ ইব্‌ন আসলামও উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

সুফয়ান সাওরী (র) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ اَزْوَاجَهُمْ অর্থ সহকর্মীগণ। উমর (রা) হইতে উপরোক্ত সূত্রে শারীক (র) বর্ণনা করেন যে, اَزْوَاجَهُمْ অর্থ اَشْبَاهَهُمْ অর্থাৎ সমচরিত্রের অধিকারী। তিনি আরও বলেন ঃ কিয়ামতের দিন ব্যভিচারীগণ ব্যভিচারীদের সহিত সূদখোরগণ সূদখোরগণের সহিত ও মদ্যপানকারীগণ মদ্যপানকারীদের সহিত আসিয়া একত্রিত হইবে।

খুশাইফ (র) মিকসাম (র)-এর মাধ্যমে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ اَزْوَاجَهُمْ অর্থ نِسَائَهُمْ (স্ত্রীগণ)। তবে এই বর্ণনাটি অপ্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রসিদ্ধ বর্ণনা প্রথমটিই। যেমন তাঁহার উদ্ধৃতিতে মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর উল্লেখ করিয়াছেন যে, اَزْوَاجَهُمْ অর্থ قُرَنَائَهُمْ অর্থাৎ সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবগণ।

وَمَاكَانُوْا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ মূর্তি-দেবতা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য যাহাদিগকে তাহারা ইলাহ সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিল, তাহাদের সকলকেই একত্রে উঠানো হইবে।

فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ তাহাদিগকে দোযখের পথ প্রদর্শন কর।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا مَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا۔

আমি কিয়ামত দিবসে তাহাদিগকে অন্ধ, বোবা ও বধির করিয়া মুখের উপর ভর দেওয়াইয়া উঠাইব। তাহাদের বাসস্থান হইবে দোযখ। উহা যখনই কিছু নিস্তেজ হইতে থাকিবে, তখনই তাহাদের জন্য আরও সতেজ করিয়া দিব।

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ অর্থাৎ তাহাদিগকে যথাস্থানে দণ্ডায়মান রাখ, যতক্ষণ না তাহারা ইহলৌকিক কৃতকর্ম ও কথাবার্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে। যাহ্হাক ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইহার মর্ম হইল, ইহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখ। কেননা, তাহাদের নিকট হইতে হিসাব লওয়া হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, আমার পিতা আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কেহ কাহাকেও কোন কিছুর প্রতি আহ্বান করিলে, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত উহা তাহার সহিত অবিচ্ছেদ্য হইয়া থাকিবে। পা তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, পা তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। যদিও একজন পুরুষ অপর একজন পুরুষকে আহ্বান করিবে। অতঃপর আবৃত্তি করিলেন ঃ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ

লইস ইব্ন আবূ সুলাইম হইতে ইমাম তিরমিযী(র)ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্ন জারীর (র) .....আনাস (রা) হইতেও 'মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) বলেন ঃ আমি উসমান ইব্ন যায়েদকে বলিতে শুনিয়াছি, সর্বপ্রথম মানুষকে তাহার সঙ্গী-সাথীগণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তাহারা কেমন লোক ছিল।

অত:পর ভয়-ভীতি ও ধমকি স্বরূপ তাহাদিগকে বলা হইবে, مَالَكُمْ لاَ تَنَاصَرُوْنَ তোমাদের কী হইল যে, একজন অপরজনকে সাহায্য করিতেছ না ? তোমরা মনে করিতে যে, সকলেই পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারিবে।

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ অর্থাৎ ঐ দিন তাহারা আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য করিতে বাধ্য থাকিবে। তাহাদের বিরোধিতা করিবার কোনই ক্ষমতা থাকিবে না। পারিবে না কোথাও আত্মগোপন করিতে। والله اعلم

(٢٧) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ○

(٢٨) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ○

(٢٩) قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ○

(٣٠) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ۚ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ○

(٣١) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَائِقُونَ ○

(٣٢) فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ○

(٣٣) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ○

(٣٤) إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ○

(٣٥) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ○

(٣٦) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ○

(٣٧) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ○

২৭. এবং উহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে—

২৮. উহারা বলিবে, তোমরা তো তোমাদিগের শক্তি লইয়া আমাদিগের নিকট আসিতে।

২৯. তাহারা বলিবে, তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না,

৩০. এবং তোমাদিগের উপর আমাদিগের কোন কর্তৃত্ব ছিল না; বস্তুত তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

৩১. আমাদিগের বিরুদ্ধে আমাদিগের প্রতিপালকের কথা সত্য হইয়াছে; আমাদিগকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করিতে হইবে।

৩২. আমরা তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত।

৩৩. উহারা সকলেই সেইদিন শাস্তির শরীক হইবে।

৩৪. অপরাধীদিগের প্রতি আমি এইরূপই করিয়া থাকি।

৩৫. উহাদিগের নিকট 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই' বলা হইলে উহারা অহংকার করিত

৩৬. এবং বলিত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদিগের ইলাহ্‌গণকে বর্জন করিব?

৩৭. বরং সে তো সত্য লইয়া আসিয়াছে এবং সে সমস্ত রাসূলদিগকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, কাফেরগণ কিয়ামতের মাঠে একজন অপরজনকে ধিক্কার দিতে থাকিবে; যেমন দোযখের মধ্যেও তাহারা বাদ-বিসম্বাদ করিতে থাকিবে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আছে ঃ

فَيَقُوْلُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ـ

দুর্বলগণ (অনুগতগণ) সবলদিগকে (মাতব্বরদিগকে) বলিবে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুগত ছিলাম। এখন তোমরা আমাদের উপর হইতে দোযখের কিছু কষ্ট লাঘব করিতে পারিবে? মাতব্বরগণ (উত্তরে) বলিবে, আমরা সকলেই তো ইহাতে (নিক্ষিপ্ত হইয়া) আছি। আল্লাহ্ তো বান্দাগণের ব্যাপারে ফায়সালা করিয়া ফেলিয়াছেন।

অন্যত্র আছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْۤا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ـ وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗ اَنْدَادًا وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِىْۤ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

আর যদি আপনি ঐ সময়ের অবস্থা দেখেন, (তখন এক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হইবে) যখন অনাচারীগণকে তাহাদের প্রভুর সম্মুখে দাঁড় করানো হইবে। তখন একজন অপর জনের উপর কথা চাপাইবে। (পৃথিবীতে) যাহাদিগকে দুর্বল (অনুগত) মনে করা হইত, তাহারা মাতব্বরদিগকে বলিবে যে, তোমরা না হইলে (বাধা না দিলে) আমরা

অবশ্যই মু'মিন হইয়া যাইতাম। (ইহাতে) মাতব্বরগণ অনুগতদিগকে বলিবে; সঠিক পথের সন্ধান আসিবার পরও কি আমরা তোমাদিগকে উহা হইতে বারণ করিয়াছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী। অত:পর অনুগতগণ মাতব্বরগণকে বলিবে, বরং তোমাদের রাত দিনের প্রচেষ্টাই (আমাদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিল)। তোমরা আদেশ করিতে যেন আমরা আল্লাহ্র সহিত কুফ্রি করি এবং তাঁহার সহিত অপরকে অংশীদার সাব্যস্ত করি। আর যখন তাহারা আযাব দেখিতে পাইবে, তখন লজ্জা এ গোপন রাখিবে। আর আমি কাফেরগণের গর্দানে বেড়ি লাগাইয়া দিব। তাহারা যেমন করিয়াছিল তেমনি বিনিময় দেওয়া হইবে।

اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ। এখানেও অনুরূপ বাক-বিতন্ডার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার অর্থে যাহ্হাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, অনুগতগণ মাতব্বরগণকে বলিবে, আমরা তো পৃথিবীতে দুর্বল ছিলাম, আর তোমরা সবল। তাই তোমরা আমাদের উপর বল প্রয়োগ করিতে।

মুজাহিদ (র) বলেন, عَنِ الْيَمِيْنِ। অর্থ عَنِ الْحَقِّ। অর্থাৎ সত্য পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতে। ইহা কাফেরগণ শয়তানদিগকে বলিবে।

আর কাতাদাহ (র) বলেন ঃ মানব জাতি জীনদিগকে বলিবে, اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ। অর্থাৎ তোমরা আমাদের কল্যাণের পথে বাধা হইয়া আসিতে এবং আমাদিগকে উহা হইতে বিরত রাখিতে।

সুদ্দী (র) ইহার মর্ম সম্বন্ধে বলেন ঃ তোমরা সত্যের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইতে এবং বাতেল ও মিথ্যাকে সাজাইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে আর সত্য হইতে বিরত রাখিতে।

হাসান (র) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! কাফেরগণ কোন কল্যাণকর কাজ করিতে উদ্যত হইলেই শয়তানগণ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাধা সৃষ্টি করিত।

ইব্ন যায়েদ (র) বলিয়াছেন ঃ ইহার মর্ম হইল, তোমরা আমাদের এবং কল্যাণের মধ্যে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকিতে এবং ঈমান, ইসলাম ও সৎকর্ম হইতে আমাদিগকে বারণ করিতে।

ইয়াযীদ রিশ্ক (র) বলিয়াছেন ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর পথে বাধা হইয়া থাকিতে।

খুসাইফ (র) বলেন ঃ শয়তান ডান দিক দিয়া আসিত।

ইকরিমা (র) বলিয়াছেন ঃ যেদিকেই আমরা নিরাপদ মনে করিতাম সেদিক দিয়াই আসিতে।

قَالُوْا بَلْ لَمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ মানব-দানবের পথ-ভ্রষ্ট নেতাগণ অনুগতদিগকে বলিবে, তোমাদের ধারণা সঠিক নহে; বরং তোমাদের অন্তরই ঈমান গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল এবং গুনাহ ও কুফরী গ্রহণের উপযুক্ত ছিল।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ অর্থাৎ আমরা যে তোমাদিগকে কুফরীর দিকে আহ্বান করিয়াছি, উহার সত্যতার পক্ষে তোমাদের নিকট কোন প্রমাণ নাই।

بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَغِيْنَ বরং তোমাদের মধ্যে নাফরমানী এবং সত্য লংঘন করার প্রবণতা ছিল; তাই আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়াছ এবং নবীগণ যথেষ্ট দলীল নিদর্শনসহ যে সকল সত্য বিষয় নিয়া তোমাদের নিকট উস্থিত হইয়াছিলেন তোমরা উহা পরিত্যাগ করিয়াছ ও তাঁহাদের বিরোধিতা করিয়াছ।

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّا لَذَائِقُوْنَ ক্ষমতাধর মাতব্বরগণ অনুগতদিগকে বলিবে, আল্লাহ্র ঘোষণা আমাদের ব্যাপারে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। নিশ্চয় আমরা হতভাগা, কিয়ামত দিবসের শাস্তি ভোগকারী।

فَاَغْوَيْنَاكُمْ তোমাদিগকে ভ্রান্ত পথে আহ্বান করিয়াছি।

اِنَّا كُنَّا غَوِيْنَ অর্থাৎ আমরা নিজেরাও ভ্রান্ত ছিলাম। আর উহার প্রতি তোমাদিগকেও আহ্বান করিলে তোমরা উহা গ্রহণ করিয়াছ।

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ অর্থাৎ তাহারা সকলেই কর্ম অনুযায়ী দোযখের শাস্তি ভোগ করিবে।

اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ অর্থাৎ পৃথিবীতে যখন তাহাদিগকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কালিমা পড়ার কথা বলা হইত, তখন অভিমান করিয়া অস্বীকৃতি জানাইত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন আখি ইব্ন ওহব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যতক্ষণ না মানুষ 'লা ইলাহা ইল্লল্লাহ' পড়িবে ততক্ষণ আমি লড়াই চালাইয়া যাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। সুতরাং যে কেহ এই কালিমা পড়িবে, সে আমার পক্ষ হইতে জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করিবে। তবে এমন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে যাহার উপর ইসলামের কোন বিধান রহিয়াছে তাহা হইলে ভিন্ন কথা এবং তাহার হিসাব আল্লাহ্র নিকট।

উপরোক্ত আয়াতে একটি জাতির দিকেও ইঙ্গিত করা হইয়াছে; যাহারা দাম্ভিকতা দেখাইয়া কালিমা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... আবুল আ'লা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন ইয়াহুদীগণকে উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে,

“তোমরা কাহার ইবাদত করিতে ?” তাহারা বলিবে “আল্লাহ্‌র এবং উযাইর (আ)-এর ইবাদত করিতাম।” তখন বলা হইবে, “ইহাদিগকে বাম দিকে লইয়া যাও।” ইহার পর নাসারা (খৃস্টান)গণকে হাজির করিয়া প্রশ্ন করা হইবে, “তোমরা কাহার বন্দেগী করিতে ?” উহারা বলিবে, “আল্লাহ্ এবং মসীহ্ (আ)-এর বন্দেগী করিতাম।” বলা হইবে “ইহাদিগকেও বাম দিকে লইয়া যাও।” অত:পর মুশ্‌রিকদিগকে (অংশীবাদী) উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অর্থাৎ এই কলিমা পড়। তখন তাহারা দাম্ভিকতার সহিত উহা প্রত্যাখ্যান করিবে। এইভাবে তিনবার উপস্থাপন ও প্রতিবারই প্রত্যাখ্যাত হইবে। তখন আদেশ হইবে, ইহাদিগকে বাম দিকে লইয়া যাও। আবূ নায্‌রা বলেন ঃ তখন তাহারা পাখি হইতেও অধিক গতিতে চলিতে থাকিবে। আবুল আলা’ বলেন, অত:পর সর্বশেষে মুসলমানগণকে উপস্থিত করা হইবে এবং তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে, “তোমরা কাহার ইবাদত করিতে”? তাহারা বলিবে, “আমরা আল্লাহ্ তা‘আলার ইবাদত করিতাম।” বলা হইবে, তাঁহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে কি ? উত্তর আসিবে, হ্যাঁ! পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইবে, “তোমরা তাহাকে কি করিয়া চিনিবে ? অথচ ইতিপূর্বেং আর কখনও প্রত্যক্ষ কর নাই। উত্তর হইবে, “অবশ্যই চিনিব। কেননা তাঁহার মত দ্বিতীয় কেহ নাই।” তখন মহান ও মেহেরবান আল্লাহ্ তা‘আলা নিজকে প্রকাশ করিবেন এবং মু’মিনগণকে মুক্তি দিবেন।

وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ রাসূলে করীম (সা)-এর দিকে ইঙ্গিত করিয়া তাহারা বলিত, এই উন্মাদ কবির কথায় কি আমরা নিজেদের এবং পূর্ব পুরুষগণের মাবুদের পূজা পরিত্যাগ করিব ? আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের এই উক্তিকে মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়া প্রতিদান স্বরূপ বলিতেছেন ঃ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ তিনি যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত লইয়া আসিয়াছেন, উহা যথাযথই সঠিক।

وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলার পবিত্র গুণাবলী ও সরল-সঠিক পথ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ যে সংবাদ দিয়াছেন, তিনি উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন এবং তাহাদের মত তিনিও শরীয়তের যাবতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন। অন্যত্র আছে ঃ مَا يُقَالُ لَكَ اِلاَّ مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ
আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণকে যাহা বলা হইত আপনাকেও উহাই বলা হইতেছে।

(٣٨) اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ۝

(٣٩) وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

(٤٠) إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ ○

(٤١) أُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ○

(٤٢) فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ ○

(٤٣) فِي جَنّٰتِ النَّعِيمِ ○

(٤٤) عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِينَ ○

(٤٥) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ○

(٤٦) بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِينَ ○

(٤٧) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ○

(٤٨) وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِينٌ ○

(٤٩) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ○

৩৮. তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিবে।

৩৯. এবং তোমরা যাহা করিতে তাহারই প্রতিফল পাইবে—

৪০. তবে তাহারা নয় যাহারা আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা।

৪১. তাহাদিগের জন্য আছে নির্ধারিত রিয্‌ক—

৪২. ফলমূল; এবং তাহারা হইবে সম্মানিত,

৪৩. সুখদ-কাননে

৪৪. তাহারা মুখামুখি হইয়া আসনে আসীন হইবে।

৪৫. তাহাদিগকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিবেশন করা হইবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্রে।

৪৬. শুভ্র উজ্জ্বল, যাহা হইবে পানকারীদিগের জন্য সুস্বাদু।

৪৭. উহাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকিবে না এবং উহাতে তাহারা মাতালও হইবে না।

৪৮. তাহাদিগের সঙ্গে থাকিবে আনতনয়না, আয়ত লোচনা হূরীগণ।

৪৯. তাহারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব।

তাফসীর ঃ اِنَّكُمْ لَذَائِقُوْا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ـ وَمَا تُجْزَوْنَ اِلاَّ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে প্রথমে গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা অতি পীড়াদায়ক শাস্তি ভোগ করিবে। আর ইহা হইবে প্রত্যেকের কৃতকর্ম অনুযায়ী। অত:পর اِلاَّ عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ বলিয়া তাঁহার প্রকৃত বান্দাগণের কথা পৃথক করিয়া লইয়াছেন। অর্থাৎ বান্দাগণ না কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে, না হিসাব লওয়া হইবে তাহাদের নিকট হইতে তন্ন তন্ন করিয়া। বরং কিছু ছোট ছোট গুনাহ থাকিলে উহা মার্জনা করা হইবে এবং বর্ধিত করা হইবে তাহাদের সৎ ও ভাল কর্মসমূহকে দশ হইতে সাতাশ গুণ, বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মাফিক বহু গুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। অন্যত্র আছে ঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ـ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ ـ

সময়ের শপথ! নিশ্চয় মানবমণ্ডলী ক্ষতির সম্মুখীন। তবে যাহারা ঈমান আনিবে এবং ভাল কাজ করিবে (তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না)। সূরা আছর

সূরা আত্‌ত্বীনে আছে ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ ـ

নি:শ্চিয় আমি মানব জাতিকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছি। অত:পর আমি তাহাকে অধ:পতিত হীন অবস্থার লোকগণ হইতে হীনতম করিয়া দেই। কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে (তাহাদের জন্য অফুরন্ত পুরস্কার রহিয়াছে)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًا ـ

তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যে ইহা অতিক্রম করিবে না। ইহা আপনার প্রভুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। অনন্তর আমি খোদভীরুদিগকে নাজাত দিব এবং অনাচারী লোকদিগকে নতজানু করিয়া উহাতে ছাড়িয়া দিব।

অপর আয়াতে আছে ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ اِلاَّ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ-

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কার্যাবলীর বিনিময়ে আবদ্ধ হইবে। তবে ডান পার্শ্বওয়ালাগণ [জান্নাতে থাকিবে]।

اُلٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ কাতাদাহ্ এবং সুদ্দী (র) বলেন ঃ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ অর্থ জান্নাত। অত:পর ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে فَوَاكِهُ বিভিন্ন রকমের ফল।

وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ আর তাহাদের সেবা করা হইবে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে এবং আল্লাহ্র অসংখ্য দানে পরিপূর্ণ থাকিবে।

فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ অর্থাৎ একজন অপর জনের মুখামুখী হইয়া চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকিবে। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ একজনের দৃষ্টি অপর জনের পিছন দিকে পড়িবে না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন আব্‌দক্ কাযওয়েনী (র).... যায়েদ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলে করীম (সা) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন ঃ একজন অন্য জনের প্রতি দৃষ্টি করিবে। এই হাদীসটি প্রসিদ্ধ।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ- بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ لاَ فِيْهَا غَوْلٌ وَّلاَهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ-

উপরোক্ত আয়াতসমূহ নিম্নবর্তী আয়াতসমূহের সমার্থক ঃ

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ- بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَعِيْنٍ - لاَيُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلاَيُنْزَفُوْنَ-

তাহাদের চতুর্পার্শ্বে শিশুরা সুরা ভর্তি গ্লাস, জগ ও পেয়ালা হাতে করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে। ইহাতে তাহাদের মাথা ব্যথাও হইবে না, হুঁশও নষ্ট হইবে না।

পৃথিবীর সুরায় সাধারণত মাথা ধরা, পেট ব্যথা—যাহার ফলশ্রুতিতে মাতলামি বা সম্পূর্ণ বুদ্ধি বিলোপ হওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। জান্নাতের সুরাকে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল উপসর্গ হইতে পবিত্র রাখিয়াছেন।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ অর্থাৎ বন্ধ বা নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার আশংকামুক্ত প্রবাহমান নদী হইতে সুরা সরবরাহ করা হইবে।

ইমাম মালিক (র) যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ প্রবাহমান শুভ্র সুরা অর্থাৎ উহার বর্ণ স্বচ্ছ, সুন্দর ও আকর্ষণীয় হইবে। দুনিয়ার শরাবের মত দেখিতে

লাল, কাল, হলুদ বা ঘোলা হইবে না। কেননা, এই জাতীয় সুরা একটি সুরুচি সম্পন্ন অন্তরের নিকট ঘৃণ্য হইয়া থাকে। আর জান্নাতের সুরা হইবে চিত্তাকর্ষক।

لَذَّةٍ لِّلشَّرِبِيْنَ উহা সুস্বাদু হইবে। আর সুস্বাদু হওয়া মানেই সুগন্ধী হওয়া। অথচ দুনিয়ার সুরা ইহার বিপরীত। لَا فِيْهَا غَوْلٌ ঐ শরাব তাঁহাদের উপর غَوْلٌ এর প্রভাব (অর্থাৎ পেট ব্যথা) ফেলিতে পারিবে না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, কাতাদাহ্ ও ইব্‌ন যায়েদ বলেন, غَوْلٌ এর অর্থ পেট ব্যথা। যেমনটি জলীয় মাদকতার কারণে দুনিয়ার সুরায় হইয়া থাকে।

কেহ বলিয়াছেন ঃ এখানে غَوْلٌ অর্থ মাথা ধরা। ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা আছে। কাতাদাহ্ (র) মাথা ধরা ও পেট ব্যথা উভয় অর্থই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এবং সুদ্দী (র) لَا فِيْهَا غَوْلٌ তাঁহাদের বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট হইবে না এই মর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কবির ভাষায়

فَمَا زَالَتِ الْكَاسُ تَغْتَالُنَا * وَتَذْهَبُ بِالْاَوَّلِ الْاَوَّلَ

মদের বোতল আমাদের বুদ্ধিমত্তা নষ্ট করিতে লাগিল, এমনকি প্রথম বোতলটি প্রথম ব্যক্তিকেই মাতাল করিয়া দিল।

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন ঃ বেহেশতী সূরায় অরুচিকর বা কষ্টদায়ক কিছুই থাকিবে না।

আর মুজাহিদের মতটিই সঠিক। অর্থাৎ পেট ব্যথা।

وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ মুজাহিদ (র) বলেন ঃ তাঁহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হইবে না। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, হাসান, আতা ইব্‌ন আবূ মুসলিম খুরাসানী এবং সুদ্দী (র) প্রমুখও উক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহ্হাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সুরার মধ্যে চারটি উপসর্গ আছে ঃ নেশা, ব্যথা, বমি ও প্রস্রাব। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতী সুরাকে ঐ সকল উপসর্গ হইতে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ সেখানকার মহিলাগণ এমন পবিত্র হইবে যে, তাহারা আপন স্বামী ব্যতীত অন্যের প্রতি কখনও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, কাতাদাহ্, সুদ্দী (র) প্রমুখ এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

عِيْنٌ সুন্দর চোখবিশিষ্ট। কেহ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ মোটা চক্ষু। আসলে উভয়ের মর্ম একই। কেননা মোটা ভাসা ভাসা চোখই সুন্দর ও নিষ্কলুষ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

যখন যুলাইখা ইউসুফ (আ)-কে জেলখানা হইতে আনিয়া নিজ সমালোচনা-কারীণীগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং ইউসুফ (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের স্বীকৃতি তাহাদের নিকট হইতে আদায় করিলেন, আর তাঁহার রূপ সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা ভাবিতে লাগিল যে, ইনি ফেরেশতাকুলেরই একজন হইবেন, তখন যুলাইখা ইহাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন ঃ

فَذَالِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِىْ فِيْهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهُ عَنْ نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ-

ইনিই ঐ ব্যক্তি, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া তোমরা আমার নিন্দা চর্চা করিতে। আমি তাঁহাকে ফুসলাইয়াছিলাম। অথচ তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইলেন।

অর্থাৎ এত রূপ সৌন্দর্যের অধিকারী হইয়াও তিনি নিষ্কলুষ ও পূত-পবিত্র এবং খোদাভীরু। কুরআনে বর্ণিত حُوْرٌ عِيْنٌ এবং خَيْرَاتٌ حِسَانٌ এর একই অর্থ। অর্থাৎ সুন্দর চোখের অধিকারীণি। তাই আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতী মহিলাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা উজ্জ্বল বর্ণের সহিত 'আকর্ষণীয় দেহের অধিকারীণি' আখ্যায়িত করিয়া হূরগণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তাল্হা বর্ণনা করিয়াছেন كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ অর্থাৎ আবৃত মুতি।

কবি আবূ দাহবাল বলেন ঃ

وَهِىَ زَهْرَاءُ مِثْلَ لُؤْلُؤَةِ الْغَوَّ- اصِ مِيْزَتْ مِنْ جَوْهَرٍ مَّكْنُوْنٍ-

ডুবুরীগণ সাগর তলার খনিজ ধাতব হইতে যে স্বচ্ছ সুন্দর মুতি আহরণ করে, ইহারা এমনই ধরনের ফুলের কলি।

হাসান (র) বলেন ঃ ইহারা এমন স্থানে সংরক্ষিত যে, তাহাদিগকে কোন হস্ত স্পর্শ করে নাই। সুদ্দী (র) বলেন, যেমন ডিম্ব নিজ বাসায় আবৃত থাকে।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলিয়াছেন, ডিমের ভিতরাংশ।

আতা খুরাসানী বলিয়াছেন, ডিমের যে হালকা আবরণটি উপরের খোসা এবং ভিতরের কুসুমের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে, ইহার মতই স্বচ্ছ ও নরম এই হূরগণ।

(৫০) فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ۝

(৫১) قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ ۝

(٥٢) يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ○

(٥٣) اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ○

(٥٤) قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ○

(٥٥) فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ○

(٥٦) قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ○

(٥٧) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ○

(٥٨) اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ○

(٥٩) اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ○

(٦٠) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

(٦١) لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ○

৫০. তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

৫১. তাহাদিগের কেহ বলিবে, আমার ছিল এক সংগী;

৫২. সে বলিত, তুমি কি ইহাতে বিশ্বাসী যে,

৫৩. আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব তখনও কি আমাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে?

৫৪. আল্লাহ্ বলিবেন, তোমরা কি তাহাকে দেখিতে চাও?

৫৫. অত:পর সে ঝুঁকিয়া দেখিবে এবং উহাকে দেখিতে পাইবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে;

৫৬. বলিবে, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করিয়াছিলে।

৫৭. আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকিলে আমিও তো আটক ব্যক্তিদিগের মধ্যে শামিল হইতাম।

৫৮. আমাদিগের তো আর মৃত্যু হইবে না,

৫৯. প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদিগকে শাস্তিও দেওয়া হইবে না।

৬০. ইহাতো মহা সাফল্য।

৬১. এইরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসী সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, তাহারা সেখানে সুরা পানের অনুষ্ঠানে শয়ন শয্যায় ও পারস্পরিক মিলামেশা বৈঠকাদিতে অত্যন্ত জাঁক-জমকপূর্ণ খাটে একে অপরের মুখামুখি উপবিষ্ট হইয়া তাহাদের অতীত বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা গল্প-সল্প করিতে থাকিবে এবং সেবকদল তাহাদের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিবে এবং এমন উন্নত মানের খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী আর পরিধান বস্ত্র নিয়া উপস্থিত হইবে যাহা কেহ কোন দিন দেখাতো দূরের কথা, ইতিপূর্বে কেহ শুনেও নাই। এমন কি কোন দিন কল্পনাও করে নাই।

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ তাঁহাদের একজন বলিবে, পৃথিবীতে আমার একজন সাথী ছিল। মুজাহিদ (র) বলেন– قَرِيْنٌ (সাথী) অর্থাৎ শয়তান। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, قَرِيْنٌ অর্থাৎ, এমন একজন মুশরিক লোক যাহার একজন মু'মিন অনুসঙ্গী পৃথিবীতে ছিল। মুজাহিদ ও ইবনে আব্বাস (রা) উভয়ের উক্তিদ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কেননা শয়তান দুই প্রকারের হইয়া থাকে। জিন শয়তান মানুষের মনে ধোকা দেয়। আর মানুষ শয়তান বাহ্যিকভাবে লোকজনের কানে কথা পৌঁছায়। এইভাবে তাহারা একে অপরের সাহায্য করিয়া থাকে।

অন্যত্র আছে– يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا তাহারা কথাকে সাজাইয়া একে অপরের প্রতি অবতীর্ণ করিয়া ধোকা দেয়। উভয় প্রকার শয়তানই ধোকা দিয়া থাকে।

যেমন কুরআনে আছে ঃ

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ -

তাহার কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হইতে, যে সুযোগ মত আসে ও সরিয়া পড়ে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের হৃদয়ে, জিন অথবা, মানুষের মধ্য হইতে।

এই জন্যই বেহেশ্তবাসীদের একজন বলিবে, পৃথিবীতে আমার একজন সাথী ছিল।

يَقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ সে বিস্ময়ের সহিত মিথ্যা ও অসম্ভব মনে করিয়া বলিত, তুমি কি পুনরুজ্জীবন হিসাবে নিকাস ও বিচারের প্রতি বিশ্বাস রাখ।

أَئِذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) বলেন– لَمَدِيْنُوْنَ অর্থ لَمُحَاسَبُوْنَ হিসাব নেওয়া হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী لَمَدِيْنُوْنَ এর অর্থ বলিয়াছেন ঃ আমাদের বিনিময় দেওয়া হইবে। উভয় অর্থই বিশুদ্ধ।

قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ মু'মিন ব্যক্তি তাহার জান্নাতবাসী সাথীদেরকে বলিবে তোমরা তাহাকে দেখিতে চাও?

فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ইব্ন আব্বাস (রা) সাইদ ইব্ন জুবায়ের, খালিদ আসরী, কাতাদা, সুদ্দী ও আতা খুরাসানী (র) প্রমুখ বলিয়াছেন فِىْ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ। অর্থ দোযখের মধ্যভাগে। হাসান বস্‌রী ইহার অর্থে বলেন ঃ দোযখের অভ্যন্তরে যেন একটি জ্বলন্ত শিখা।

কাতাদা (র) বলিয়াছেন ঃ আমার নিকট ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, সে যখন ঝাঁকি দিয়া তাহাকে দেখিবে তখন দেখিতে পাইবে, জাহান্নামবাসীর মস্তিষ্কের খুলি ফ্যানের ন্যায় লাফাইতেছে। আর উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কা'ব আহবার (র) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে জানালা থাকিবে, যখন কোন জান্নাতবাসী তাহার কোন দোযখবাসীকে দেখিতে চাহিবে তখন ঐ জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে পারিবে। ইহাতে তাহার অন্তরে আল্লাহর শুকর বাড়িতে থাকিবে। قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ মু'মিন কাফিরকে সম্বোধন করিয়া বলিবে ঃ আল্লাহর কসম! তোমার অনুসরণ করিলে তো আমাকে ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়া যাইতে وَلَوْ لاَ نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ। যদি আমার প্রভু দয়া করিয়া আমাকে ঈমান ও তাওহীদের পথে পরিচালনা না করিতেন তাহা হইলে আমি জাহান্নামবাসী হইয়া আযাব ভোগ করিতাম।

কুরআনে আছে ঃ وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلاَ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ। আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত না করিলে আমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হইতাম না।

اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ـ اِلاَّ مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ـ

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মৃত্যুহীন ও শাস্তি মুক্ত চিরস্থায়ী জান্নাত বসবাস ও সম্মানজনক স্থানে অবস্থানের সুযোগ পাওয়ার কারণে আত্ম তৃপ্তির উদ্দেশ্যে মু'মিন ব্যক্তি বলিবে, আমাদের তো আর মৃত্যু হইবে না প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদিগকে শাস্তিও দেওয়া হইবে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنَّ هٰذَالَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত বাসীদিগকে বলিবেন_ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কর্মফল

হিসাবে তৃপ্তি সহকারে পানাহার কর। এখানে هَنِيْئًا এর অর্থ তাহারা সেখানে মৃত্যুবরণ করিবে না। এই ঘোষণা পাওয়ার পর তাহারা বলিবে ঃ

اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ - اِلاَّ مَوْتَتَنَا الاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ -

হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন, সকলেই জানে যে, মৃত্যু সুখ-শান্তি হইতে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়, ইহা ভাবিয়া তাহারা উপরোক্ত বক্তব্য রাখিবে। তখন বলা হইবে, না; তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। তখন তাহারা বলিবে ঃ

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ -

কাতাদা (র) বলেন ঃ ইহা জান্নাতবাসীর কথা। আর ইব্ন জারীর বলেন ঃ ইহা আল্লাহর বক্তব্য। ইহার মর্ম হইল মানুষ যেন এই জাতীয় কর্মই করে, যাহা দ্বারা পরকালে অনুরূপ সুখ শান্তি ও সফলতা লাভ করিতে পারে।

মুফাস্‌সিরগণ এই আয়াতের অধীনে বনী ইসরাঈলের দুই জন লোকের একটি যৌথ সম্পত্তি সংক্রান্ত ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন– ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন জারীর ইব্ন শহীদ (র) ফুরাত ইব্ন সালাবা নাহরানী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন– দুইজন লোকের একটি যৌথ মালিকানা ছিল। এক সময় এই সম্পত্তির মূল্যমান আট হাজার দিনারে দাঁড়াইল। তাহাদের এক জনের পৃথকভাবে অন্য ব্যবসা ছিল এবং অপর ব্যক্তির আর কোন ব্যবসা ছিল না। একদিন ব্যবসায়ী ব্যক্তি তাহার সহযোগীকে বলিল, যেহেতু তোমার কোন ব্যবসা নাই, তাই ঐ সম্পত্তি তোমাকে ভাগ করিয়া দিয়া দিব। সুতরাং উহাকে ভাগ করিয়া চার হাজার দিনার করিয়া নিজ নিজ অংশ নিয়া নিল।

ইহার পর ব্যবসায়ী লোকটি একজন মৃত ব্যক্তির একটি পরিত্যক্ত বাড়ী এক হাজার দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করিয়া তাহার সাবেক সহযোগীকে আনিয়া দেখাইয়া বলিল, বাড়ীটি কেমন হইল? উত্তরে সে বলিল, অতি উত্তম?

সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া লোকটি বলিল, হে আল্লাহ্! আমার সহযোগী ভাই এই বাড়ীটি এক হাজার দিনার দ্বারা ক্রয় করিয়াছে আর আমি তোমার নিকট জান্নাতে একটি বাড়ী প্রত্যাশা করিতেছি। এই বলিয়া সে এক হাজার দিনার সদ্‌কা করিয়া দিল।

ইহার পর কিছু দিন অতিবাহিত হইলে তাহার সহযোগী ব্যবসায়ী লোকটি এক হাজার দিনার ব্যয় করিয়া একজন মহিলাকে বিবাহ করিল এবং উত্তম আপ্যায়নের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিল। আর বলিল, কাজটি কেমন হইল? সে জবাব দিল, ভাল কাজই করিয়াছেন। স্বগৃহে ফিরিয়া গিয়া বলিল, ওহে প্রভু! আমার সাথী ভাই এক হাজার দিনারের বিনিময়ে একজন মহিলাকে বিবাহ করিয়াছে। আর

আমি তোমার নিকট জান্নাতে একজন সুন্দরী হুর কামনা করিতেছি। এই বলিয়া আরও এক হাজার দিনার দান করিয়া দিল।

অত:পর আরও কিছু দিন অতিক্রম হইলে ব্যবসায়ী ব্যক্তি অবশিষ্ট দুই হাজার দিনার দিয়া দুইটি বাগান ক্রয় করিল এবং সহযোগীকে নিয়া বাগান দুইটি দেখাইল। সে মন্তব্য করিল, বাগানগুলি ভালই ক্রয় করিয়াছেন। সেখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া সে বলিল, হে পালনকর্তা! আমার সাথী ভাইটি দুই হাজার দিনারের বিনিময়ে দুইটি বাগান ক্রয় করিয়াছে আর আমি তোমার নিকট জান্নাতে দুইটি বাগান প্রার্থনা করিতেছি। এই বলিয়া সে বাকী দুই হাজার দিনারও খরচ করিয়া দিল।

ইহা হইতে কিছু দিন অতিক্রম হইতে না হইতেই উভয়ের মৃত্যু হইল। সদকাকারী ব্যক্তিকে এমন একটি বাড়ীতে প্রবেশ করানো হইল যাহা দেখিয়া সে আশ্চর্যান্বিত হইল। আর অমনীতে সারা এলাকা আলোকিত করিয়া একজন সুন্দরী রূপসী রমণী আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইহার পর তাহাকে অসংখ্য নেয়ামত পরিপূর্ণ দুইটি বাগানে নিয়া যাওয়া হইল। এই সব দেখিয়া সে বলিতে লাগিল, আমার মত নগণ্য ব্যক্তির এই সকল বিষয়াদির সহিত কি সম্পর্ক থাকিতে পারে? উত্তর হইল, এই বাড়ী, এই রমণী, এই বাগানদ্বয়, সবকিছুই তোমার জন্য। তখন সে আনন্দিত হইয়া বলিল, আমার একজন সাথী ছিল, সে বলিয়াছিল, তুমি কি সব কিছুই দান করিলে? বলা হইল, সে তো জাহান্নামে। সে বলিল, তোমরা কি উহাকে দেখাইবে? তখন সে উঁকি মারিয়া তাহাকে জাহান্নামের অভ্যন্তরে দেখিতে পাইল এবং বলিল–

تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَ لَتُرْدِيْنِ- وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ-

ইব্ন জারীর (র) বলেন– যে সকল ক্বেরাত বিশেষজ্ঞদের মতে مُصَّدِّقِيْنَ 'সাদ' হরফে তাশদীদ হইবে, তাহাদের পক্ষে এই ঘটনাটি অতি শক্তিশালী প্রমাণ। ইব্ন আবূ হাতিম (র) আবূ হাফ্স (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইসমাইল সুদ্দীকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ يَقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ তিনি বলিলেন ঃ এই বিষয়ে তোমার মনে প্রশ্ন জাগ্রত হইল কেন? আমি বলিলাম, আমি সবে মাত্র এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করিলাম। তাই মনে হইল যে, আপনার নিকট হইতে এই আয়াতগুলো সম্বন্ধে কিছু জানিয়া নেই। তখন তিনি বলিলেন, গুরুত্ব সহকারে ইহা সংরক্ষণ করিও। এই বলিয়া তিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

বনী ইসরাইলের মধ্যে একজন মু'মিন ও একজন কাফিরের যৌথ সম্পত্তি ছিল। ইহার মূল্যমান ছয় হাজার দিনার ধার্য করিয়া উভয়েরর মধ্যে তিন হাজার দিনার করিয়া ভাগ করিয়া লইল। ইহার কিছু দিন অতিবাহিত হইয়া গেলে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ

হইল। কাফির ব্যক্তি মু'মিন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সম্পত্তি কি বৃদ্ধি পাইয়াছে? ইহা দ্বারা কি কোন ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াছ? সে বলিল 'না'। তবে তুমি কি করিয়াছ? কাফির লোকটি বলিল, আমি একহাজার দিনার দ্বারা নদী-নালা ও ফল-মূলে পরিপূর্ণ একটি বাগান ক্রয় করিয়াছি। মু'মিন ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল যে, সত্যই কি তুমি এইরূপ করিয়াছ? সে বলিল 'হ্যাঁ'। ইহার পর মু'মিন ব্যক্তি বাড়ীতে ফিরিয়া রাত্রিকালে সাধ্যানুসারে সালাত-বন্দেগী করিল। প্রভাত হইলে এক হাজার দিনার হাতে লইয়া বলিতে লাগিল, হে আল্লাহ! আমার সাথী কাফির লোকটি এক হাজার দিনারের বিনিময়ে নদী-নালা প্রবাহিত ও ফল-মূলে সজ্জিত একটি বাগান ক্রয় করিয়াছে। অথচ সে কিছু দিনের মধ্যে উহা পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে। প্রভু হে! আমি আপনার নিকট হইতে এক হাজার দিনারের বিনিময়ে জান্নাতে অনুরূপ একটি বাগান ক্রয় করিতেছি। এই বলিয়া সে ঐ দিনারগুলি মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিল।

আরও কিছু দিন পর আবার উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটিল। কাফির লোকটি পূর্বের মত এবারও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল? তুমি ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছ কি? সে বলিল 'না' তবে তুমি কি করিয়াছ? উত্তরে বলিল, আমার এক খণ্ড জমি ছিল, উহাতে চাষাবাদ করা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়িল। তাই আমি এক হাজার দীনার দ্বারা কয়েকজন দাস ক্রয় করিলাম। তাহারা পরিশ্রম করিয়া উহাতে আমার জন্য ফসল উৎপাদন করে। মু'মিন লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, বাস্তবিকই তুমি এমনটি করিয়াছ কি? সে উত্তরে বলিল, 'হ্যাঁ'। রাত্রি হইলে মু'মিন লোকটি সাধ্যানুসারে সালাত পড়িল এবং ভোর বেলা আরও এক হাজার দীনার হাতে নিয়া বলিল ঃ

হে আল্লাহ! আমার সাথী কাফির লোকটি এক হাজার দীনারের বিনিময়ে কয়েকজন গোলাম ক্রয় করিয়াছে। অথচ কিছু দিনের মধ্যে তাহাদিগকে ছাড়িয়া সে মরিয়া যাইবে অথবা তাহাকে রাখিয়া গোলামগণ মরিয়া যাইবে। ওহে প্রভু! আমি এক হাজার দীনারের বিনিময়ে তোমার নিকট হইতে জান্নাতে একদল গোলাম ক্রয় করিলাম। অত:পর সকালেই ঐ দীনারগুলো মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিল।

এইভাবে আরও কিছু দিন অতিক্রান্ত হইয়া গেল। তারপর আবার দুইজনের সাক্ষাৎ হইল, কাফির লোকটি পূর্বেকার মত এইবারও জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি কাজ-কারবার করিয়া মাল সম্পদ বর্ধিত করিতে সক্ষম হইয়াছ? মু'মিন উত্তর করিল, 'না'। তবে তোমার খবর কি? সে বলিল, একটি কাজ ব্যতীত আমার বাকী সব কাজই পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেই কাজটি এইভাবে পূর্ণ হইল যে, অমুক মহিলার স্বামী মারা গেল। আমি এক হাজার দীনার মোহরের বিনিময়ে তাহাকে বিবাহ করিলাম। উহা এমন লাভজনক

হইল যে, ঐ মোহরের এক হাজার দীনারসহ আরও এক হাজার দীনার নিয়া আমার ঘরে আসিল। মু'মিন জিজ্ঞাসা করিল, সত্যই কি তুমি অনুরূপ করিয়াছ? সে উত্তরে বলিল, 'হ্যাঁ'। ঠিক পূর্ববর্তী নিয়মে রাত্রি বেলা মু'মিন লোকটি সাধ্যমত সালাত আদায় করিল এবং প্রভাতকালে তাহার অবশিষ্ট এক হাজার দীনার হাতে নিয়া বলিতে লাগিল, হে আল্লাহ! আমার সাথীটি এক হাজার দীনারের বিনিময়ে পৃথিবীর একজন মহিলাকে বিবাহ করিয়াছে। অথচ কিছুদিন পরে সে মহিলাকে রাখিয়া মরিয়া যাইবে, অথবা মহিলাটি তাহাকে ফেলিয়া মরিয়া যাইবে। হে আমার মাবুদ! আমি তোমার নিকট আমার এই এক হাজারের বিনিময়ে জান্নাতে একজন সুন্দরী সুশ্রী রমণী প্রার্থনা করিতেছি। এইবারও ঐ দীনারগুলো মিসকীনদের মধ্যে দান করিয়া দিল। এইবার লোকটির নিকট আর কিছুই থাকিল না। সে একটি সুতী জামা ও পশমী চাদর পরিধান করিল এবং শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল।

একদা একটি লোক আসিয়া তাহাকে বলিল, তুমি কি মাসোহারা হিসাবে আমার জন্তুদিগকে ঘাস খাওয়াইবে? এবং তাহাদের আবাসস্থলকে ঝাড় দিয়া পরিষ্কার রাখিবার চাকুরী করিবে? সে ইহাতে রাজী হইয়া চাকুরী করিতে লাগিল। জন্তুগুলির মালিক প্রত্যহ সকালবেলা জীবগুলি দেখিত এবং কোন একটি জীবকে শুষ্ক দুর্বল দেখিলে তাহার মাথা টানিয়া ধরিত এবং ঘাড়ে কিল-থাপ্পড় দিয়া বলিত, গতকল্য এই জীবটির যব (খাদ্য) তুই চুরি করিয়াছিস। মু'মিন লোকটি তাহার মহাজনের পক্ষ হইতে এইরূপ কঠোর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, তাহার সাথী কাফির লোকটির নিকট চলিয়া যাইবে ও তাহার জমিতে মজুরের কাজ করিবে এবং ইহার বিনিময়ে তাহার দৈনন্দিন অন্ন ও প্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। এই মনোভাব নিয়া লোকটি সাথীর বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল এবং সন্ধ্যা বেলা তাহার বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া দেখিতে পাইল, আকাশচুম্বী দালান ও গেইটে দারোয়ান। দারোয়ানদিগকে বলিল যে, এই বাড়ীর মালিকের নিকট আমার পরিচয় দিয়া প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর। তিনি আমার আগমন সংবাদ শুনিলে অত্যন্ত খুশী হইবেন। তাহারা বলিল, আপনি সত্যই তাহার পরিচিত লোক হইলে এখন বাড়ীর কোন কিনারায় শুইয়া থাকুন এবং সকাল বেলা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করুন। (রাত্রি বেলা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা যাইবেনা।) লোকটি তাহার চাদরের একাংশ নিচে ও একাংশ উপরে টানিয়া শুইয়া পড়িল এবং সকাল বেলা মালিকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। বাড়ীর মালিক তখন আরোহী ছিল; পুরাতন সাথীকে তাহার বাড়ীতে আগন্তুক দেখিয়া চিনিয়া লইল এবং বাহন থামাইয়া সালাম মুসাফাহা করিল। ইহার পর বলিল, তোমার এইরূপ অবস্থা কেন? তুমি কি আমার সমান অর্থ গ্রহণ করনি? তোমার অর্থ সম্পদ কি করিয়াছে? লোকটি উত্তরে বলিল, ঘটনা তো

সত্যই বটে; তবে এই ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। সাথী বলিল, তবে এখানে তোমার আগমনের হেতু কি? উত্তরে বলিল, আমি তোমার জমিতে মজুরের কাজ করার জন্য আসিয়াছি। বিনিময়ে তুমি আমার প্রয়োজনীয় অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করিবে। সাথী বলিল, ততক্ষণ না আমি তোমার কোন কল্যাণ করিব, যতক্ষণ না "তোমার অর্থ সম্পদ কি করিয়াছ" এই বর্ণনা আমার নিকট পেশ করিবে। লোকটি বলিল, আমি উহা ধার দিয়াছি। প্রশ্ন করিল, কাহাকে? উত্তরে বলিল, প্রতিজ্ঞা পালনকারী সত্তাকে। আবার প্রশ্ন করিল, তিনি কে? উত্তরে সে বলিল, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। কাফির লোকটি তখন মুসাফাহার অবস্থা হইতে হাত টানিয়া লইল এবং (কুরআনে বর্ণিত আয়াত) বলিল ঃ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ - اَئِذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا اَئِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ সুদ্দী (র) বলেন, لَمَدِيْنُوْنَ অর্থ হিসাব লওয়া হইবে।

ইহার পর কাফির লোকটি তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মু'মিন ব্যক্তি যখন দেখিল যে, তাহার সাথী তাহাকে কোন প্রকার সহযোগিতা বা আশ্রয় দান করিল না তখন চলিয়া গেল এবং দুঃখে-কষ্টে জীবন কাটাইয়া দিল। আর কাফির লোকটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করিল।

যখন কিয়ামত হইবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন, তখন সে নদী-নালা ও ফল-মূলে সজ্জিত একখণ্ড জমি দিয়া অতিক্রম করিবে। ইহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, এই বাগান কাহার ? উত্তর হইবে, ইহা তোমার। সে বিস্মিত হইয়া বলিবে, সুব্হানাল্লাহ্! আমার কৃত কর্মের পুরস্কার এত অধিক। অত:পর অসংখ্য সেবকের পাশ দিয়া তাহার গমন হইবে। সে জিজ্ঞাসা করিবে; এই সেবক দলটি কাহার জন্য ? উত্তর দেওয়া হইবে, তোমার জন্য। সে বলিবে, সুবহানাল্লাহ্! আমার আমলের বিনিময় এত বেশী ? ইহার পর অগণিত সুন্দরী-সুশ্রী রণনীতে পরিপূর্ণ লাল ইয়াকূত পাথরে নির্মিত একটি গম্বুজের নিকট পৌছিলে সে জিজ্ঞাসা করিবে, ইহার মালিক কে ? উত্তরে বলা হইবে, ইহার মালিক আপনি। সে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিবে, আমার আমল কি এতই বর্ধিত হইয়া গিয়াছে ? তখন সে তাহার কাফির সাথীর কথা স্মরণ করিবে, বলিবে ঃ

اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ - يَقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ - اَئِذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا اَئِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ -

বর্ণনাকারী বলেন, জান্নাত উঁচু হইবে এবং দোযখ গর্তাকারে হইবে। আর তাহার কাফির সাথীকে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের মধ্যভাগে দেখাইবেন। তখন মু'মিন ব্যক্তি তাহার সাথীকে চিনিতে পারিবে এবং বলিবে ঃ

تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَ لَتُرْدِيْنِ ـ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ـ اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ـ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ـ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ـ

لِمِثْلِ هٰذَا অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ পুরস্কার দান করিয়াছেন, অনুরূপ পুরস্কারের জন্য।

বর্ণনাকারী বলেন, মু'মিন ব্যক্তি তাহার ইহজগতের দুঃখ-দুর্দশার কথা স্মরণ করিবে। মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে অধিকতর কষ্টকর আর কোন কষ্টই অনুভূত হইবে না।

(٦٢) اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ○

(٦٣) اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ○

(٦٤) اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ○

(٦٥) طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ○

(٦٦) فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ○

(٦٧) ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ○

(٦٨) ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ ○

(٦٩) اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ○

(٧٠) فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ○

৬২. আপ্যায়নের জন্য কি ইহাই শ্রেয়, না যাক্কুম বৃক্ষ ?

৬৩. যালিমদিগের জন্য আমি ইহা সৃষ্টি করিয়াছি পরীক্ষাস্বরূপ,

৬৪. এই বৃক্ষ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হইতে,

৬৫. ইহার মোচা যেন শয়তানের মাথা।

৬৬. উহারা ইহা হইতে ভক্ষণ করিবে, এবং উদর পূর্ণ করিবে ইহা দ্বারা।

৬৭. তদুপরি উহাদিগের জন্য থাকিবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।

৬৮. আর উহাদিগের গন্তব্য হইবে অবশ্যই প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে।

৬৯. উহারা উহাদিগের পিতৃপুরুষগণকে পাইয়াছিল বিপথগামী,

৭০. এবং তাহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হইয়াছিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, জান্নাতের নেয়ামতসমূহ ও উহাতে মওজুদ সুস্বাদু খাদ্য-পানীয় এবং আনন্দদায়ক স্বামী-স্ত্রীর মিলন ইত্যাদি পুরস্কারসমূহ উত্তম ? اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ না জাহান্নামে অবস্থিত যাক্কূম গাছ খাদ্য হিসাবে উত্তম ?

যাক্কূম গাছ বলিতে একটা নির্দিষ্ট গাছও হইতে পারে। যেমন কেহ বলিয়াছেন, ইহা এমন একটি গাছ, যাহার ডাল-পালাসমূহ পূর্ণ জাহান্নাম বিস্তৃত। যেমন জান্নাতের প্রতিটি ঘরে তূবা নামক গাছের একটি করিয়া ডাল পোঁতা থাকিবে।

অথবা যাক্কূম গাছ দ্বারা গাছের একটি প্রকারও বুঝা যাইতে পারে, যাহার নাম হইল যাক্কূম।

যেমন কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ -

এবং এক প্রকার বৃক্ষ যাহা সাইনা পর্বতে প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, যাহাতে উৎপন্ন হয় তৈল এবং ভক্ষণকারীদের জন্য তরকারী। অর্থাৎ এখানে গাছ বলিতে গাছের একটি প্রকার বুঝানো হইয়াছে, যাহার নাম যায়তুন।

ঠিক তেমনিভাবে যাক্কূম বলিতে একটি প্রকার বুঝিতে কুরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াতটি সহযোগিতা করে ঃ

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ - لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ -

অত:পর হে মিথ্যাবদী পথ ভ্রষ্টরা! তোমরা যাক্কূম জাতীয় গাছ ভক্ষণ করিবে।

اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِيْنَ কাতাদাহ্ (র) বলেন; যাক্কূম গাছ সম্বলিত আয়াত যখন নাযিল হইল, তখন পথভ্রষ্ট লোকদের বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা বলিতে লাগিল, তোমাদের নবী বলিতেছেন যে, অগ্নি প্রজ্বলিত দোযখে গাছ আছে, ইহা কি করিয়া হইতে পারে; আগুন গাছকে জ্বালাইয়া দেয়। তাহাদের বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেন اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ যেহেতু এই গাছের জন্মই আগুনে, তাই ইহার খাদ্যও আগুন হইতেই সরবরাহ করা হয়।

মুজাহিদ (র) اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِيْنَ এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, অভিশপ্ত আবূ জেহেল বলিল, যাক্কূম তো এক প্রকারের গাছ ও শুক্‌না জাতীয় ঘাস, যাহা ভক্ষণ করিলে মাথায় ঘুর্ণন আসে। এই যাক্কূমও কি খাদ্য হইতে পারে ?

আমার মতে এই আয়াতের মর্ম হইল, হে মুহাম্মদ (সা)! আমি পরীক্ষাস্বরূপ যাক্কূম গাছের উল্লেখ করিয়াছি। ইহাকে কে সত্য মনে করে, আর কে অসত্য মনে করে, ইহার বাছাই হইয়া যাইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَاالَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيْرًا ـ

আর আমি (জাগ্রতাবস্থায়) আপনাকে (মেরাজের) যে দৃশ্য দেখাইয়াছি, উহা কেবল মানবমণ্ডলীর জন্য একটি পরীক্ষাস্বরূপ, আর কুরআনে নিন্দিত (যাক্কূম) বৃক্ষটিও। আর আমি তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছি, কিন্তু তাহাদের গুরুতর অবাধ্যতা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ অর্থাৎ এই গাছের উৎপত্তিস্থল হইল, দোযখের অভ্যন্তর।

طَلْعُهَا كَاَنَّهُ رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ এই আয়াতে উক্ত গাছের বিদ্রূপাত্মক আকৃতি ও জঘন্য রূপের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বাহ (র) বলিয়াছেন, শয়তানের চুলসমূহ আকাশমুখী দণ্ডায়মান। যদিও শয়তানের আকৃতির সহিত মানুষ পরিচিত নয়, তবুও যেহেতু মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল ধারণা যে, ইহার আকৃতি জঘন্য ধরনের হইবে। এই জন্যই এই গাছের গুচ্ছকে শয়তানের মাথার সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন, ইহার মর্ম হইল, বিদ্রূপ আকৃতির মস্তিষ্ক সম্পন্ন সাপের সহিত দৃষ্টান্ত পেশ করা।

আবার কেহ বলিয়াছেন, رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ বলিতে এক প্রকারের গাছ আছে, যাহার গুচ্ছ অত্যন্ত বিদ্রূপ।

ইব্‌ন জারীর (র) শেষোক্ত দুইটি মতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উভয়টির ব্যাপারেই কিছু চিন্তা-ভাবনার বিষয় আছে। প্রথম মতটিই শক্তিশালী ও উত্তম। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিতেছেন যে, বিশ্রী-আকৃতি, স্বাদহীন দুর্গন্ধযুক্ত ও অরুচিকর হওয়া সত্ত্বেও এই গাছটিকে খাদ্য

হিসাবে ব্যবহার করিতে তাহারা বাধ্য হইবে। কেননা, তাহারা যাক্কূম বা অনুরূপ খাদ্য ব্যতীত বিকল্প কিছুই আহারের জন্য পাইবে না। যেমন অন্যত্র রহিয়াছে ঃ

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ - لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِى مِنْ جُوْعٍ -

তাহাদের জন্য 'যারী' নামক বিষাক্ত গাছ ব্যতীত অন্য কোন আহার্য থাকিবে না। ইহাতে তাহাদের না স্বাস্থের উন্নতি হইবে, না হইবে ক্ষুধা নিবৃত্তি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্কে যথাযথভাবে ভয় কর। যদি যাক্কূমের একটি ফোটাও পৃথিবীর সমুদ্র মালায় পতিত হইত, তবে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস করা বিশ্ববাসীর জন্য অসম্ভব হইয়া পড়িত। অনন্তর যাহাদের খাদ্য হইবে এই যাক্কূম, তাহাদের অবস্থা কেমন হইবে ?

উপরোক্ত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ (র) শু'বার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে হাসান ও সহীহ্ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যাক্কূম ভক্ষণের পর গরম পানীয় দেওয়া হইবে। তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত অংশ বর্ণনায় রহিয়াছে, لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ অর্থ গরম পানীয় ঢালা হইবে।

অন্যান্যদের মতে দোযখবাসীদের লজ্জাস্থান ও চক্ষু দিয়া নির্গত গরম পূঁজ ও পঁচা দুর্গন্ধময় রক্ত ঢালা হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, হায়ওয়াত ইব্ন শুরাইহ আল হয্রমী (র) ....আবূ উমামা বাহেলী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিতেন ঃ এমন পানি দোযখবাসীদের নিকটবর্তী করা হইবে, যাহাকে তাহারা অপছন্দ করে। যখন উহাকে অতি নিকটে আনয়ন করা হইবে, তখন তাহার মুখমণ্ডল ঝলসিয়া যাইবে এবং মাথার চামড়া খসিয়া পড়িবে। আর পান করা মাত্র আঁতড়ি টুকরা টুকরা হইয়া মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... সাঈদ ইব্ন জুবায়ের (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দোযখবাসী ক্ষুধার্ত হইলে যাক্কূম গাছ দ্বারা তাহাদের ক্ষুধা নিবারণের আব্দার রক্ষা করা হইবে। আর যখনই তাহারা উহা ভক্ষণ করিবে, মুখমণ্ডলের চামড়া খসিয়া যাইবে। তবে যদি কোন পরিচিত ব্যক্তি তাহার পাশ দিয়া অতিক্রম করে তাহা হইলে চেহারার আকৃতি দ্বারা তাহাকে চিনিতে পারিবে। অত:পর তাহারা তৃষ্ণার্ত হইয়া পিপাসা নিবারণের আব্দার করিতে থাকিবে। তখন ফুটন্ত গরম পানি পান করানো হইবে। এই পানি মুখমণ্ডলের কাছাকাছি করার সাথে সাথেই ইহার

গরমে চামড়াবিহীন চেহারার মাংস ভুনা হইয়া যাইবে এবং উদরস্থ সব কিছু গলিয়া যাইবে। তখন চামড়া খসিয়া যাওয়া ও গলিত আঁতড়ি নির্গত অবস্থায় তাহারা চলিয়া যাইবে। উপরন্তু লোহার ডান্ডা দ্বারা পিটাইয়া তাহাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলির সংযোগ খসাইয়া ফেলা হইবে। এমতাবস্থায় তাহারা নিজেদের ধ্বংস কামনা করিবে।

ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ অর্থাৎ অত:পর তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর জাহীম ও সাঈর নামক অতি তেজোদীপ্ত অগ্নিকুণ্ড সম্বলিত দোযখ হইবে তাহাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। একবার একটি আরেকবার অপরটিতে এইভাবে পালাক্রমে নিক্ষেপ করা হইবে। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ-

উহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে।

কাতাদাহ্ (র) আয়াতটির সহিত ব্যাখ্যা স্বরূপ এই আয়াতটিও তেলাওয়াত করিতেন। এই ব্যাখ্যাটি উত্তম ও শক্তিশালী।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ এর স্থলে আব্দুল্লাহ্ (রা)-এর কেরাত মুতাবেক হইবে ثُمَّ اِنَّ مَقِيْلَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ

আর আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিতেন, যে মহাপরাক্রমশালীর নিয়ন্ত্রণে আমার আত্মা, তাঁহার শপথ! কিয়ামতের দিন ততক্ষণ দ্বিপ্রহর হইবে না, যতক্ষণ না জান্নাতবাসী জান্নাতে ও দোযখবাসী দোযখে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম গ্রহণ করিবে। অত:পর তিনি আবৃত্তি করিলেন ঃ

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلاً-

জান্নাতবাসী ঐ দিন ভাল অবস্থানে ও উত্তম বিশ্রামাগারে থাকিবেন।

সাওরী (র) .... আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ কিয়ামতের দিন ততক্ষণ না দ্বিপ্রহর হইবে যতক্ষণ না ইহারা দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম গ্রহণ করিবে ও তাহারা দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের রূপ ধারণ করিবে। সুফিয়ান (র) বলেন ঃ অত:পর আমি তাহাকে (মাইসারাহকে) আবৃত্তি করিতে দেখিয়াছি ঃ

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلاً-

আমার মতে উরোক্ত তাফসীর মোতাবেক আরবী ব্যাকরণে একটি বিধেয়কে অপর বিধেয় এর সহিত সংযোগের উদ্দেশ্যে ثُمَّ অব্যয়টি ব্যবহার করা হইয়াছে।

اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَاءَهُمْ ضَالِّيْنَ অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে অনুরূপ শাস্তি এই জন্য দিয়াছি যে, তাহারা কোন প্রকার দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে নিজেদের পূর্ব পুরুষদিগকে

বিপথে পাইয়াছে, কেবল ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে। ইহাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَهُمْ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ يُهْرَعُوْنَ

মুজাহিদ (র) বলেন, يُهْرَعُوْنَ অর্থ ঘূর্ণিবার্তার মত পাক খাইতে থাকে এবং সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলিয়াছেন, তাহারা নির্বোধের মত পদাংক অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে।

(٧١) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

(٧٢) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۝

(٧٣) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝

(٧٤) اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

৭১. উহাদিগের পূর্বেও পূর্ববর্তীদিগের অধিকাংশ বিপথগামী হইয়াছিল,

৭২. এবং আমি উহাদিগের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছিলাম।

৭৩. সুতরাং লক্ষ্য কর যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল, তাহাদিগের পরিণাম কী হইয়াছিল!

৭৪. তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদিগের কথা স্বতন্ত্র।

তাফসীর ঃ অতীত সম্প্রদায়সমূহ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা দিতেছেন যে, তাহাদের অধিকাংশই ছিল বিপথগামী। তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত আরও উপাস্য স্থির করিত। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি ভীতি প্রদর্শনকারীগণকে পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা অবাধ্য ও গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদতকারীদিগকে আল্লাহ্‌র আধিপত্য ও শাস্তি প্রদানের ক্ষমতার উল্লেখ করিয়া ভীতি প্রদর্শন করিতেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাহারা রাসূলগণের বিরোধিতায় ও তাঁহাদিগকে মিথ্যাচারী আখ্যায়িত করার মত জঘন্য কাজে প্রতিনিয়ত লাগিয়া থাকিত। ইহার প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস ও নির্মূল করিয়া দিয়াছেন এবং মু'মিনদিগকে সাহায্য ও সাফল্য দান করিয়াছেন। এই অর্থেই আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ـ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ـ

(٧٥) وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۝

(٧٦) وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝

(٧٧) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ۝

(٧٨) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝

(٧٩) سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ۝

(٨٠) اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(٨١) اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(٨٢) ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝

৭৫. নূহ্ আমাকে আহ্বান করিয়াছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়াদানকারী।

৭৬. তাহাকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম মহা সঙ্কট হইতে।

৭৭. তাহার বংশধরদিগকেই আমি বিদ্যমান রাখিয়াছি বংশ পরম্পরায়,

৭৮. আমি ইহা পরবর্তীদিগের স্মরণে রাখিয়াছি।

৭৯. সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।

৮০. এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

৮১. সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদিগের অন্যতম।

৮২. অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

তাফসীর ঃ পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী লোকদের অধিকাংশই বিপথগামী ছিল। এখন ঈষৎ বিস্তারিত বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন।

সর্বপ্রথম নূহ (আ) এবং তাঁহার সময়কার লোকদের নিকট হইতে তিনি কিরূপ ব্যবহার পাইয়াছিলেন, সে সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বৎসর তাহাদের মধ্যে অবস্থান করেন এবং তাহাদিগকে দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেন। অথচ অল্প কিছু সংখ্যক লোকই ঈমান আনিয়াছিল। এইভাবে সময় যতই দীর্ঘ হইতে চলিল, তাহাদের বিরোধিতাও শক্ত হইতে লাগিল এবং তিনি যতই তাহাদিগকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান করিতেছিলেন, তাহারা ততই দূরে

সরিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত তাহাদের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভু! আমি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে সাহায্য কর। আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ) এর আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাহাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হইলেন। এই অর্থেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ

অর্থাৎ নূহ (আ) আমার নিকট প্রার্থনা করিলেন। আমি তাঁহার প্রার্থনায় অতি উত্তম সাড়া দানকারী।

وَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ এখানে الْكَرْبُ। অর্থ তাহাকে মিথ্যাচারী বলা ও কষ্ট দেওয়া।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ এই আয়াত সম্পর্কে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নূহ (আ) এর বংশধর ব্যতীত আর কেহই জীবিত ছিল না।

সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরুবা কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ পরবর্তী মানব জাতির সকলই নূহ (আ) এর বংশধর।

ইমাম তিরমিযী, ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইব্‌ন বশীর ....হযরত সামুরা (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী (সা) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ নূহ (আ) এর তিন পুত্র ছিল সাম, হাম ও ইয়াফিস।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুল ওয়াহহাব ..... সামুরা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, সাম আরববাসীদের পিতা, হাম হাবশীদের আদি পিতা ও ইয়াফিস রোমবাসীদের পিতা। উল্লেখিত সনদে তিরমিযী (র), কাতাদাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিজ আবূ উমর ইব্‌ন আব্দুল বার (র) বলিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) হইতে ইমরান ইব্‌ন হুসাইনের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে।

রোমী বলিতে প্রথম রোমীদিগকে বুঝানো হইয়াছে। যাহারা হইল ইউনানী। তাহাদের বংশ পরিচয় হইল, রুমী ইব্‌ন লীতী ইব্‌ন ইউনান ইব্‌ন ইয়াফিস ইব্‌ন নূহ (আ)।

অত:পর তিনি (হাফিজ আবূ উমর) ইসমাঈল (র) .... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রা) হইতে ....বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নূহ (আ) এর পুত্র ছিল তিনজন। সাম, ইয়াফিস ও হাম। আর তাহাদের প্রত্যেক হইতে তিনটি জাতি জন্ম নিয়াছে। সাম হইতে আরব, ফারাসা ও রোম জন্মাল এবং ইয়াফিস হইতে তুট, সাকালিয়া ও ইয়াজুজ মাজুজ জন্ম নিল। আর হাম হইতে কিব্‌ত, সুদান ও বার্বার জন্ম নিল।

ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বাহ (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। আর আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, পরবর্তীগণ তাহাকে কল্যাণের সহিত স্মরণ করিবে। মুজাহিদ (র) বলেন, সকল নবীর জন্য সত্য আলোচনা বিদ্যমান থাকিবে।

কাতাদাহ্ , সুদ্দী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তীদের মধ্যে তাঁহার উত্তম প্রশংসা চালু করিয়া দিলেন। যাহ্‌হাক (র) বলেন ঃ সালাম ও সু-প্রশংসা করা।

سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ সকল জাতি ও গোত্র তাঁহার প্রতি সালাম প্রেরণ করিবে এবং তাঁহার সুপ্রশংসা ও কল্যাণের সহিত স্মরণ করার প্রথা চালু রাখিবে। (ইহা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে নির্ধারিত করা হইয়াছে)। এই কথাই আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে বুঝাইয়াছেন।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ বান্দাদের মধ্যে যাহারা ভালভাবে আমার আনুগত্য করিবে, আমি তাহাদিগকে এমনি ধরনের প্রতিদান দিয়া থাকি এবং তাঁহাদের মৃত্যুর পর আনুগত্যের স্তরভেদে স্মরণ করার মত সুভাষাসম্পন্ন লোক সৃষ্টি করি।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তিনি আমার সত্যবাদী, একত্ববাদী ও বিশ্বাসী বান্দাদের একজন ছিলেন।

ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ অর্থাৎ তাহাদিগকে এমনভাবে ধ্বংস করিলাম যে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার মত কেহ থাকিল না। না থাকিল তাহাদের কোন আলোচনা না থাকিল তাহাদের কোন চিহ্ন। লোকজন কেবল এই নিন্দনীয় চরিত্র দ্বারাই তাহাদিগকে পরিচয় করিয়া থাকে।

(٨٣) وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ۘ

(٨٤) اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ○

(٨٥) اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ۚ

(٨٦) اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ؕ

(٨٧) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৮৩. ইব্‌রাহীম তো তাহার অনুগামীদিগের অন্তর্ভুক্ত।

৮৪. স্মরণ কর, সে তাহার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল বিশুদ্ধচিত্তে।

৮৫. যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তোমরা কিসের পূজা করিতেছ ?

৮৬. তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অলীক ইলাহ্‌গুলিকে চাও ?

৮৭. জগতসমূহের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদিগের ধারণা কী ?

তাফসীর ঃ وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرَاهِيْمَ আলী ইব্‌ন আবূ তালহা, ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, مِنْ شِيْعَتِهٖ অর্থ مِنْ اَهْلِ دِيْنِهٖ অর্থাৎ তাঁহার দ্বীন গ্রহণকারীগণ হইতে। মুজাহিদ বলেন, তাঁহার নিয়ম ও পদ্ধতি হইতে।

اِذْ جَاءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, قَلْبٌ سَلِيْمٌ অর্থ কালিমার সাক্ষ্য দানকারী অন্তর। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, ইহার সাক্ষ্য দান করা।

ইব্‌ন হাতিম বলেন, ...আউফ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কালবে সালীম (বিশুদ্ধ চিত্ত) কি ? উত্তরে বলিলেন, যে বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য, কিয়ামতের আগমন সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই এবং আল্লাহ্ তা'আলা সকল কবরবাসীকে পুনরায় জীবিত করিবেন।

হাসান (র) ইহার অর্থ করেন ঃ শির্‌ক হইতে পবিত্র হওয়া। উরওয়াহ্ (রা) বলেন, গালিগালাজকারী হইবে না।

اِذْقَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ। ইবরাহীম (আ) স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট মূর্তি পূজা ও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ নির্ণয় করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। এই জন্যই এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ

কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত অন্যেরও ইবাদত করিতেছ। কাজেই যখন তোমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে তখন তিনি তোমাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন বলিয়া ধারণা রাখ ?

(٨٨) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ۝

(٨٩) فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ۝

(৯০) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ○

(৯১) فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ○

(৯২) مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ○

(৯৩) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ○

(৯৪) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ○

(৯৫) قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ○

(৯৬) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ○

(৯৭) قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ○

(৯৮) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ○

৮৮. অত:পর সে তারকারাজির দিকে একবার তাকাইল,

৮৯. এবং বলিল, আমি অসুস্থ।

৯০. অত:পর উহারা তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া গেল।

৯১. পরে সে সন্তর্পণে উহাদিগের দেবতাগুলির নিকট গেল এবং বলিল, তোমরা খাদ্য গ্রহণ করিতেছ না কেন?

৯২. তোমাদিগের কি হইয়াছে যে, তোমরা কথা বল না ?

৯৩. অত:পর সে উহাদিগের উপর সবলে আঘাত হানিল।

৯৪. তখন ঐ লোকগুলি তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল।

৯৫. সে বলিল, তোমরা নিজেরা যাহাদিগকে খোদাই করিয়া নির্মাণ কর তোমরা কি তাহাদিগের পূজা কর?

৯৬. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকে এবং তোমরা যাহা তৈরী কর তাহাও।

৯৭. উহারা বলিল, ইহার জন্য এক ইমারত তৈরী কর, অত:পর ইহাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।

৯৮. উহারা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সঙ্কল্প করিয়াছিল; কিন্তু আমি উহাদিগকে অতিশয় হেয় করিয়া দিলাম।

তাফসীর ঃ ইবরাহীম (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা একটি ঈদ (পর্ব) উপলক্ষে দলবদ্ধভাবে শহরের বাহিরে চলিয়া যাইত। তাহাদের উপাস্য মূর্তিগুলিকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য এই নির্জনতাকে অপূর্ব সুযোগ মনে করিয়া তিনি শহরে অবস্থান করার মানসে বলিলেন, (আমি অসুস্থ)। তাঁহার এই কথাটি প্রকৃতপক্ষে সত্য। (অর্থাৎ তোমাদের 'শিরক' ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে আমি আন্তরিকভাবে ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছি)। আর তাহারা সাধারণ ধারণা মোতাবেক শারীরিক অসুস্থ বলিয়া বুঝিয়া লইল। فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ অত:পর উহারা তাঁহাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া গেল।

কাতাদাহ (র) বলেন ঃ আরবের লোকেরা যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে চিন্তা করে তাহাকে বলে যে, সে ব্যক্তি নক্ষত্রমালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে। কাতাদাহ্ (র) এই কথা দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, ইবরাহীম (আ) আকাশের দিকে একজন চিন্তাবিদের ন্যায় নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, যাহাতে তাঁহার প্রতি লোকদের অন্য কোন ধারণা জান্মিতে না পারে।

অত:পর তিনি বলিলেন, فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ অর্থাৎ আমি দুর্বল, রোগা।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, ইবরাহীম (আ) তিনটি ব্যতীত অন্য কোন সত্য গোপন রাখিয়া কথা বলেন নাই; দুইটি আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পর্কে اِنِّىْ سَقِيْمٌ আমি অসুস্থ ও بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا বরং তাহাদের বড়টিই এই কাজ করিয়াছে আর সারাহ (আ) সম্বন্ধে যে, ইনি আমার বোন। এই হাদীসটি সিহাহ্ ও সুনান এর কিতাবসমূহে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে।

তবে প্রকৃতপক্ষে ইহা কোন মিথ্যা ছিল না যে, ইহার প্রবক্তাকে মন্দ বলা বা সমালোচনা করা যাইবে। কখনও না, কস্মিন কালেও না। বরং ইহা রূপক অর্থে মিথ্যা শব্দ যোগ করা হইয়াছে; যাহা প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় দ্বীন সংক্রান্ত ব্যাপারে সত্য গোপন রাখিয়া রূপক শব্দ বলা হইয়া থাকে, যেমন হাদীসে আছে ঃ নিশ্চয় প্রতিপক্ষের মোকাবেলা বা বিতর্কে (দ্বীনি ব্যাপারে বিশেষ ক্ষেত্রে) রূপক অর্থে অস্পষ্ট কথা বলার সুযোগ আছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ....আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইবরাহীম (আ)-এর তিনটি উক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,

তিনি প্রতিটি উক্তি দ্বারা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। বলিয়াছেন ঃ আমি অসুস্থ, বরং তাহাদের বড়টিই এই কাজ করিয়াছে আর পাপিষ্ঠ বাদশাহ্‌র কু-কর্মের লালসা হইতে আপন স্ত্রীর পবিত্রতা রক্ষা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, সে আমার বোন।

সুফিয়ান (র) বলেন ঃ اِنِّىْ سَقِيْمٌ অর্থাৎ আমি প্লেগে আক্রান্ত। তাহারা ঐ জাতীয় রোগ হইতে দূরে থাকিত। আর তিনি এই সুযোগে তাহাদের উপাস্যদের সহিত একাকী থাকিতে মনস্থ করিলেন।

আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ এই আয়াত সম্বন্ধে অনুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। (ইহাতে আরও বর্ণিত আছে যে,) তিনি যখন তাহাদের উপাস্যগণের ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাহারা ইবরাহীম (আ)-কে বলিল, "বাহির হইয়া আস।" তিনি বলিলেন, আমি তো প্লেগ রোগে আক্রান্ত। ইহাতে তাহারা এই সংক্রামক ব্যাধির ভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

কাতাদাহ (র) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আ) একটি নক্ষত্রকে উদিত হইতে দেখিলেন আর বলিলেন, আমি অসুস্থ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবী দ্বীনের ব্যাপারে ব্যথিত হইয়া বলিলেন, اِنِّىْ سَقِيْمٌ অন্যান্যরা বলিয়াছেন ঃ ভবিষ্যৎ মৃত্যু রোগের চিন্তায় চিন্তিত হইয়া তিনি এই উক্তি করিয়াছিলেন। কেহ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের গায়রুল্লাহ্‌র পূজা-অর্চনা দেখিয়া আমার অন্তর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকগণ তাহাদের একটি ঈদ উপলক্ষে শহরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল এবং তাঁহাকেও সঙ্গে নিতে চাহিল। ইহাতে তিনি চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, اِنِّىْ سَقِيْمٌ আর আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহারা সকলেই শহরের বাহিরে চলিয়া গেলে তিনি মূর্তিগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিলেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম এই বর্ণনা দিয়াছেন। উপরে বর্ণিত মর্মেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ তাহারা সৌভাগ্য ও নৈকট্য লাভের আশায় খানা তৈরী করিয়া দেবতাদের সম্মুখে রাখিয়া দিত। ইবরাহীম (আ) চুপিসারে অতিদ্রুত ঐগুলির সামনে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, اَلاَ تَأْكُلُوْنَ ?

সুদ্দী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইবরাহীম (আ) উপাস্য মূর্তিদের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটি বিরাটকায় কক্ষে মূর্তিগুলি রাখা হইয়াছে। কক্ষটির ফটকে একটি বড় আকারের মূর্তি। ইহার পার্শ্বে একটু ছোট, তারপর আরেকটু ছোট, এইভাবে ধারাবাহিকতার সহিত ঐগুলিকে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। আর তাহাদের সম্মুখে খাবার রাখা আছে। মুশরিকগণ বলিত, আমাদের দেবতাগণ খাদ্যে বরকত দিয়া রাখিলে আমরা ফেরত আসিয়া উহা ভক্ষণ করিব। ইবরাহীম (আ) তাহাদের সম্মুখে খাদ্য

দেখিয়া বলিলেন, أَلَا تَأْكُلُوْنَ مَالَكُمْ لَاتَنْطِقُوْنَ? তোমরা কেন ভক্ষণ করিতেছ না ? তোমাদের কি হইল যে, কথাও বলিতেছ না ?

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ফাররা বলেন, ইহার অর্থ হইল, ডান হাত দিয়া ঐগুলিতে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। কাতাদাহ ও জাওহারী বলেন ঃ ডান হাত দিয়া আঘাত হানিবার জন্য উহাদের সামনে উপস্থিত হইলেন।

যেহেতু ডান হাত শক্ত ও উহা দ্বারা আঘাত করা সুবিধা। এই জন্যই ইহাদিগকে ডান হাত দিয়া আঘাত করিলেন এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে সক্ষম হইলেন। আর যাহাতে তাহারা বড়টির কাছে গিয়া হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এইজন্যই ইহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিলেন না। (সূরা আম্বিয়ায় ইহার ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হইয়াছে)।

فَاَقْبَلُوْا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ মুজাহিদ (র) সহ অনেকেই বলিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল লোকজন তাঁহার নিকট তাড়াতাড়ি গেল। (এই ঘটনাটি এখানে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিস্তারিত বর্ণনা সূরা আম্বিয়ায় আছে)।

লোকজন মেলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের দেবতাদের এই দুরবস্থা দেখিয়া প্রাথমিকভাবে এই ঘটনার নায়ক কে, ইহা বুঝিতে পারে নাই। পরে অনুসন্ধান করিয়া যখন জানিতে পারিল যে, ইবরাহীম (আ) এই কার্য করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে তিরস্কার করিবার জন্য তাহারা আসিল। ইহাতে তিনিও তাহাদিগকে দোষারোপ ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন। বলিলেন, اَتَعْبُدُوْنَ مَاتَنْحِتُوْنَ ? অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন সব দেবতার পূজা করিবে, যাহাদিগকে তোমরা নিজ হাতে তৈরী করিয়াছ ?

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ অথচ তোমাদিগকে এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ উহাকে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী ما পদটি দুইটি অর্থ লওয়া যাইতে পারে। مَصْدَرِيَّةٌ অর্থ লওয়া হইলে ইহার ভাষার রূপ হইবে وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وعَمَلَكُمْ। আর ইহার অর্থ اَلَّذِىْ গ্রহণ করা হইলে ভাষার রূপ হইবে خَلَقَكُمْ وَالَّذِى تَعْمَلُوْنَهُ। উভয় মতই পরস্পরের কাছাকাছি। তবে প্রথমটি সুস্পষ্ট।

ইমাম বুখারী 'আফআলুল ইবাদ' (বান্দার কর্ম) নামক অধ্যায়ে 'মারফূ' রূপে আলী ইব্ন মদীনী ...... হুযাইফ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নির্মাতা ও তাহার নির্মিত বস্তুকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

এইবার যখন তাহাদের নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল যে, ইবরাহীম (আ)ই এই কাজ করিয়াছেন, তখন তাহারা ক্রোধান্বিত হইল এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইহার প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হইল। আর বলিল ঃ اِبْنُوْا لَهُ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ ইহার অবশিষ্ট বর্ণনা সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে

অগ্নি হইতে মুক্তি দিলেন ও বিজয়ী করিলেন এবং তাঁহার দলীল প্রমাণকে সত্যে রূপান্তরিত করিলেন ও সাহায্য করিলেন। এই অর্থেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَأَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ۔

(৯৯) وَقَالَ اِنِّیْ ذَاهِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَیَهْدِیْنِ ۝

(১০০) رَبِّ هَبْ لِیْ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝

(১০১) فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِیْمٍ ۝

(১০২) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ قَالَ یٰبُنَیَّ اِنِّیْۤ اَرٰی فِی الْمَنَامِ اَنِّیْۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰی ؕ قَالَ یٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِیْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِیْنَ ۝

(১০৩) فَلَمَّاۤ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِیْنِ ۝

(১০৪) وَنَادَیْنٰهُ اَنْ یّٰۤاِبْرٰهِیْمُ ۝

(১০৫) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْیَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ۝

(১০৬) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِیْنُ ۝

(১০৭) وَفَدَیْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِیْمٍ ۝

(১০৮) وَتَرَكْنَا عَلَیْهِ فِی الْاٰخِرِیْنَ ۝

(১০৯) سَلٰمٌ عَلٰۤی اِبْرٰهِیْمَ ۝

(১১০) كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ۝

(١١١) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

(١١٢) وَبَشَّرْنَٰهُ بِإِسْحَٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّٰلِحِينَ ۝

(١١٣) وَبَٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَٰقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ مُبِينٌ ۝

৯৯. এবং সে বলিল, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চলিলাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করিবেন।

১০০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর।

১০১. অত:পর আমি তাহাকে এক স্থির-বুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

১০২. অত:পর সে যখন তাহার পিতার সঙ্গে কাজ করিবার মত বয়সে উপনীত হইল তখন ইবরাহীম বলিল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাহ্ করিতেছি, এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বলিল, হে আমার পিতা! আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন তাহাই করুন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন।

১০৩. যখন তাহারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করিল এবং ইবরাহীম তাহার পুত্রকে কাত করিয়া শায়িত করিল

১০৪. তখন আমি তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিলাম, হে ইবরাহীম!

১০৫. তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করিলে! এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

১০৬. নিশ্চয়ই ইহা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

১০৭. আমি তাহাকে মুক্ত করিলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে।

১০৮. আমি ইহা পরবর্তীদিগের স্মরণে রাখিয়াছি।

১০৯. ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

১১০. এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

১১১. সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদিগের অন্যতম।

১১২. আমি তাহাকে সুসংবাদ দিয়াছিলাম ইসহাকের, সে ছিল এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্যতম।

**১১৩. আমি তাহাকে বরকত দান করিয়াছিলাম এবং ইসহাককেও; তাহাদিগের বংশধরদিগের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজদিগের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।**

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইবরাহীম (আ)-কে তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিলেন এবং তাহাদিগকে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করার পরও তাহাদের ঈমান গ্রহণ করা হইতে নিরাশ হইলেন, তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে হিজরত করিলেন এবং বলিলেন, اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ আর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিলেন رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ অর্থাৎ হে প্রভু! আমার জাতি এবং আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছেদ হওয়ার বিনিময় স্বরূপ আমাকে অনুগত সন্তান দান করুন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এই প্রার্থনার ফলস্বরূপ বলিতেছেন, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ আমি তাহাকে ধৈর্যশীল এক সন্তানের সুসংবাদ দিলাম।

মুসলমানদের সম্মিলিত অভিমত এমনকি কিতাবীগণের মতেও উপরোক্ত আয়াতে, সুসংবাদ প্রদত্ত ধৈর্যশীল সন্তান ছিলেন ইসমাঈল (আ)। তিনিই তাঁহার প্রথম সন্তান। বরং কিতাবীগণের গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইসমাঈল (আ)-এর জন্মকালে ইবরাহীম (আ)-এর বয়স ছিল ছিয়াশি বৎসর। আর ইসহাক (আ) যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইবরাহীম (আ)-এর বয়স নিরানব্বই বৎসর ছিল। তাহাদের মতে আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে তাঁহার একমাত্র পুত্র সন্তানকে যবেহ করার জন্য নির্দেশ দান করিয়াছিলেন। তাহাদের অপর একটি সংস্করণে وَحِيْدَهٗ (একমাত্র) এর স্থলে بِكْرَهٗ শব্দ রহিয়াছে। অর্থাৎ সন্তানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলপূর্বক যবেহ করুন। এই মতটি তাহাদের কোন অংশের পরিবর্তনকে 'তাহ্রীফ' বলে। ইহা সম্পূর্ণ হারাম। এতদ্সত্ত্বেও তাহারা শত্রুতা বশত: এই পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। কেননা ইসমাঈল (আ) ছিলেন আরববাসীর পিতা আর তাহাদের পিতা ছিলেন ইসহাক (আ)। আরবগণের প্রতি শত্রুতা বশত: ইসমাঈল (আ)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিতে গিয়া তাহারা প্রকৃতপক্ষে ইসহাক (আ)-এর উপরই এই অপবাদ অর্পণ করিল। কেননা, ইসমাঈল (আ) তদীয় মাতাসহ মক্কা শরীফে অবস্থান করিতেন। আর ইসহাক (আ) পিতার সঙ্গে কেনানে বাস করিতেন। যদি وَحِيْدَهٗ শব্দটি গ্রহণ করা না হয়, তবে বুঝা যাইবে যে, আপনার কাছে যে সন্তানটি আছে, তাহাকেই বলপূর্বক যবেহ করুন। আর وَحِيْدَهٗ শব্দ হইলে বুঝা যাইবে যে, তখনও ইসহাক (আ)-এর জন্ম হয় নাই। কাজেই ইসমাঈল (আ)-কেই যবেহ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কেননা তিনিই ছিলেন وَحِيْدَهٗ (তাঁহার

একমাত্র সন্তান)। ইহার সপক্ষে একটি যুক্তিও আছে যে, অন্যান্য সন্তানগণের তুলনায় প্রথম সন্তানটি অধিক প্রিয় হইয়া থাকে। কাজেই পরীক্ষা ক্ষেত্রে তাহাকে যবেহ করাই যুক্তিযুক্ত।

ইসহাক (আ)-কে যবেহ করিবার পক্ষেও আলিমগণের একটি দলের মত রহিয়াছে। পূর্ববর্তীগণের একটি জামাত এমন কি কোন কোন সাহাবা হইতে অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কুরআন-সুন্নায় ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। আমার মতে কোন প্রকার দলীল-প্রমাণ ছাড়া এই উক্তিটি সংগ্রহ করা হইয়াছে। কুরআন মজীদ প্রত্যক্ষ সাক্ষী যে, ইনি ইসমাঈল (আ)। بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ (ধৈর্যশীল ছেলে) দ্বারা তাহার সম্পর্কেই সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে এবং এই সুসংবাদ প্রদত্ত সন্তানকে যবেহ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই বর্ণনায় পবিত্র কুরআনের উক্ত স্থানে وَبَشَّرْنَاهُ بِاسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ দ্বারা ইসহাক (আ) এর জন্মের সুসংবাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আর ইসহাক (আ) সম্বন্ধে ইবরাহীম (আ)-কে ফিরিশতাগণ কর্তৃক সুসংবাদ প্রদানের ভাষা ছিল ঃ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ আমরা একজন জ্ঞানী সন্তানের সুসংবাদ দিতেছি।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ فَبَشَّرْنَاهَا بِاسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اسْحَاقَ يَعْقُوْبُ আমি তাঁহাকে (সারাকে) ইসহাক সম্বন্ধে সুসংবাদ দিলাম। আর ইসহাকের পর ইয়াকূব। অর্থাৎ পিতা-পুত্রের জীদ্দশায়ই ইসহাক (আ)-এর একটি পুত্রে সন্তান জন্মিবে, যাহার নাম হইবে ইয়াকূব। ইনি ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণকারী তাঁহার বংশের শেষ সন্তান। يَعْقُوْبُ শব্দটি عَقِبٌ হইতে উৎপন্ন। অর্থ হইল শেষ।

যেহেতু ইসহাক (আ) এর ঔরসে ইয়াকূব নামক সন্তান জন্ম লাভ করিবার সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে, কাজেই তাঁহাকে যবেহ করিবার আদেশ দান করা হইয়াছিল, ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ইহা পরস্পর বিরোধী। সুতরাং ইসমাঈল (আ) যাবীহ ছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ সঠিক।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ অর্থাৎ যখন তিনি এতটুকু বড় ও শক্তিশালী হইলেন যে, পিতার সহিত চলাফেরা করিতে পারেন। ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল (আ)-কে সঙ্গে নিয়া চলাফেরা করিতেন এবং মাঝে মধ্যে তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিতেন আর মাতা শহরে অবস্থান করিয়া তাহাদের হাল-অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতেন। ইহাও বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম (আ) বুরাকে চড়িয়া অতি দ্রুত এখানে চলিয়া আসিতেন। (বুরাক বৈদ্যুতিক গতি সম্পন্ন বাহন)। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আতা খুরাসানী ও যায়দ ইব্ন আসলাম (র) প্রমুখ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ এর অর্থ বলিয়াছেন ঃ যখন তিনি যুবক হইলেন ও ভ্রমণ করিতে পারেন এবং পিতার মত চলাফেরা ও কাজ কর্ম করিতে পারেন।

قَالَ يَابُنَيَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ـ

উবাইদ ইব্ন উমাইর (র) বলিয়াছেন ঃ নবীগণের স্বপ্ন ওহী। ইহার পর তিনি উপরোক্ত আয়াত আবৃত্তি করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন জুনাইদ (র) ...ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ ঘুমন্ত অবস্থায় নবীগণের স্বপ্ন ওহী স্বরূপ। এই সূত্রে কোন হাদীস সিহাহ এর কোন কিতাবে নাই।

যবেহ্ সংক্রান্ত বিষয়টি ছেলেকে এইজন্যই জ্ঞাত করিলেন, যাহাতে উভয়ের সন্তুষ্টিতে কাজটি সহজ হইয়া যায়। আর ইহাতে পুত্রের ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচয় এবং বাল্যকালেই আল্লাহ্র অনুগত ও পিতার বাধ্য থাকার দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়া যায়।

قَالَ يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যবেহ সংক্রান্ত যে আদেশটি প্রদান করিয়াছেন আপনি উহা যথাযথভাবে পালন করুন।

سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ অর্থাৎ, আমি ধৈর্য ধারণ করিব এবং আল্লাহর নিকট ইহার পুরস্কার লাভ করিব। আল্লাহর এই নবী স্বীয় প্রতিজ্ঞা সত্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। এই জন্য আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمَاعِيْلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلاً نَّبِيًّا وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ـ

আপনি কুরআনের মধ্যে ইসমাঈলের কথা জানিয়া লউন। ইনি ছিলেন প্রতিজ্ঞা পালনকারী এবং নবী ও রাসূল। তিনি তাঁহার পরিবার-পরিজনকে সালাত ও যাকাতের আদেশ করিতেন আর স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ছিলেন প্রিয়।

فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ـ অর্থাৎ, যখন তাঁহারা উভয়ই অনুগত হইয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া গেলেন এবং ইবরাহীম (আ) যবেহ শুরু করার জন্য বিস্মিল্লাহ পড়িয়া লইলেন পুত্র ইসমাঈলও মৃত্যুর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন اَسْلَمَا অর্থ তাঁহারা নিজদিগকে আল্লাহর নিকট সম্পর্ণ করিয়া দিলেন। ইবরাহীম (আ) আল্লাহর আদেশের সামনে নিজেকে অনুগত করিয়া

দিলেন আর ইসমাঈল (আ) আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় পিতার নিকট নিজেকে বিলাইয়া দিলেন। মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদাহ্, সুদ্দী ও ইব্ন ইসহাক (র) প্রমুখ উপরোক্ত মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

تَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ অর্থাৎ, তাঁহাকে অর্ধঃমুখী করিয়া শোয়াইলেন, যাহাতে ঘাড়ের দিক দিয়া যবেহ করা যায় এবং যবেহ করিতে মুখমন্ডল দৃষ্টিতে না পড়ে। ইহাতে কাজটি অতি সহজ হইয়া যাইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, যাহহাক ও কাতাদাহ (র) বলেন, تَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ অর্থ তাঁহাকে মূখমণ্ডলের উপর উপুর করিয়া শোয়াইলেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন– শুরাইহ্ ও ইউনুস (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র আদেশ প্রাপ্ত হইয়া হজ্জ করিতে গেলে 'সায়ী' পালন করিবার সময় তাঁহার সম্মুখে শয়তান উপস্থিত হইল। সে তাঁহার অগ্রে অগ্রে প্রতিযোগিতামূলকভাবে চলিতে চাহিলে তিনিই তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া সম্মুখপানে চলিতে থাকেন। অত:পর জিব্রাইল (আ) ইবরাহীম (আ)-কে জামরাতুল আকাবায় লইয়া গেলেন। সেখানেও শয়তান উপস্থিত হইল। তিনি তাহার উপর সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিলে সে চলিয়া গেল। অত:পর পুনরায় জামরাতুল উস্তায় উপস্থিত হইলে সেখান হইতেও সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন এবং সেখানেই ইসমাঈল (আ)-কে নিচুমুখী করিয়া শোয়াইলেন। তখন ইসমাঈল (আ)-এর পরিধানে একটি সাদা জামা ছিল; তিনি বলিলেন, আব্বা! আমাকে কাফন দিবার মত অন্য কোন কাপড় নাই। তাই জামাটি আমার পরিধান হুইতে খুলিয়া নিন, ইহা দ্বারাই কাফনের কাজ সমাধা করিয়া লইতে পারিবেন। তখন তিনি উহা খুলিলেন, এমন সময় স্বর্গীয় ধ্বনি আসিল اَنْ يَّاِبْرَاهِيْمُ قَدْصَدَّقْتَ الرُّؤْيَا এই ঘোষণা শ্রবণ মাত্রই তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, শিং ও মোটা চক্ষু বিশিষ্ট একটি সাদা ভেড়া। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমরা এই জাতীয় ভেড়া অনেক খোঁজাখোজি করিয়াছি (তথাপী পাওয়া যায় নাই)। হিশাম এই হাদীসটি 'মানাসিক' নামক অধ্যায়ে দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইসহাক (আ) এর নাম বলিয়াছেন। অতএব ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যবেহকৃত ব্যক্তির নাম সম্পর্কে দুইটি বর্ণনা আছে। তবে তাঁহার নিকট হইতে বর্ণিত উভয় মতের প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে ইনি ইসমাইল (আ) ছিলেন। কিছু পরেই ইহার উপর আলোচনা আসিতেছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, হাসান ইবন দীনার (রা) ..... ইবরাহীম (আ)-এর নিকট জান্নাত হইতে একটি ভেড়া আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাকে চল্লিশ খারীফ বৎসর যাবত লালন-পালন করা হইয়াছিল। তিনি স্বীয় পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া ভেড়ার পিছু ধাওয়া করিলেন এবং জামরাতুল উলার নিকট পাইলেন। সেখানে

শয়তানকে লক্ষ্য করিয়া সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে ভেড়াটি হাতছাড়া হইয়া গেল। পুনরায় জামরাতুল উস্তায় পাইলেন এবং সাতবার কংকর মারিলেন। এইবারও উহা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেল। আবার জামরাতুল কুবরায় গিয়া পাইলেন এবং সাতবার কংকর নিক্ষেপের কাজ শেষ করিয়া উহাকে ধরিলেন ও মিনায় নিয়া যবেহ করিলেন। ইব্‌ন আব্বাসের প্রাণ যে মহাশক্তির নিয়ন্ত্রণে তাহার শপথ, ইসলামের প্রথম যুগে এই ভেড়ার মাথাটি শিংসহকারে কা'বার ছাদের পানি নিষ্কাশন চোঙ্গায় লটকানো ছিল এবং সেখানে থাকিয়াই উহা শুকাইয়াছে।

আব্দুর রায্‌যাক (র) মা'মারের মাধ্যমে যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাসিম বলিয়াছেনঃ একদা আবূ হুরায়রা (রা) ও কা'ব (রা) একত্রিত হইলেন। আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে আর কা'ব (রা) পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব হইতে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন- প্রত্যেক নবীর জন্যই একটি নির্দিষ্ট মকবুল দু'আ আছে। আমি আমার দু'আ কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে গোপন রাখিয়াছি। কা'ব (র) বলিলেন, আপনি কি ইহা রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট হইতে শুনিয়াছেন? বলিলেন, হাঁ! ইহাতে তিনি বলিলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গকৃত অথবা তাহার প্রতি উৎসর্গকৃত, আমি কি ইব্রাহীম (আ) সম্বন্ধে আপনাকে কিছু সংবাদ দিব না? তাহাকে যখন তদীয় পুত্র ইসহাককে (আ) যবেহ করার কথা স্বপ্নে দেখানো হইল, শয়তান বলিল, যদি এই সুযোগে আমি তাঁহাদিগকে বিভ্রান্তিতে ফেলিতে না পারি তবে আর কখনও বিভ্রান্ত করিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং তিনি যখন পুত্রকে লইয়া যবেহ করিবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, শয়তান 'সারা' (আ)-এর কাছে উপস্থিত হইয়া বলিল, ইব্রাহীম তাহার পুত্রকে লইয়া কোথায় গমন করিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, কোন কাজে গিয়াছেন। সে বলিল, না! কোন কাজের জন্য লইয়া যান নাই, বরং তাঁহাকে যবেহ করিবেন। সে জবাব দিল, তিনি ধারণা করিয়াছেন যে, তাহার প্রতিপালক তাঁহাকে এই নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাতে 'সারা' বলিলেন, তাঁহার প্রভুর আনুগত্য করিয়া ভালই করিয়াছেন। এইবার শয়তান পিতা পুত্রের পিছনে লাগিয়া গেল। পুত্রকে বলিল, তোমার পিতা তোমাকে লইয়া কোথায় যাইতেছেন? তিনি বলিলেন, কোন কাজে যাইতেছেন। সে বলিল, না! অন্য কোন কাজে যাইতেছেন না। বরং তোমাকে যবেহ করার জন্য লইয়া যাইতেছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, আমাকে কেন যবেহ করিবেন? সে উত্তর দিল, তাহার ধারণা যে, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে এই কাজের নির্দেশ দিয়াছেন।

তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আল্লাহ্ তা'আলা এই কাজের জন্য আদেশ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি যেন অবশ্যই ইহা বাস্তবায়ন করেন। ইহাতে সে

নিরাশ হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল এবং স্বয়ং নবী ইবরাহীম (আ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, স্বীয় পুত্রসহ কোথায় চলিলেন? তিনি বলিলেন, কোন একটি কাজে যাইতেছি। সে বলিল, অন্য কোন কাজেতো নয়, বরং আপন পুত্রকে যবেহ করিবার জন্যই যাইতেছেন।" তিনি বলিলেন, তাহাকে কেন যবেহ করিবে? বলিল, আপনি মনে করিয়াছেন যে, আপনার প্রভু আপনাকে এই কাজের আদেশ করিয়াছেন। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, আল্লাহ্র শপথ! যদি আমার প্রতিপালক আমাকে এইরূপ কাজের আদেশ করিয়া থাকেন তবে আমি ইহা নিশ্চয়ই যথাযথ বাস্তবায়ন করিব। ইহাতে সে বিমুখ হইয়া চলিয়া গেল।

ইব্ন জারীর (র) ..... আমর ইব্ন আবূ সুফিয়ান ইব্ন সাঈদ ইব্ন হাফিয সাকাফী হইতে বর্ণিত যে, কা'ব (র) আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট এই হাদীসটি দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার শেষাংশে আছে, কা'ব (র) আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইসহাক (আ)-কে বলিলেন, "আমি তোমাকে এমন প্রার্থনা দান করিলাম, ইহাতে তুমি যাহা কামনা করিবে উহাই মঞ্জুর হইবে।" তখন ইসহাক (আ) বলিলেন, "হে মহান আল্লাহ্! আমি আপনার দরবারে প্রার্থনা করিতেছি যে, পূর্বাপর আপনার যে কোন বান্দা শিরকমুক্ত হইয়া আপনার নিকট আগমন করিবে, আপনি তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন।" ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দুইটির একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দান করিলেন ঃ "আমার উম্মতের অধিকাংশকে ক্ষমা করিয়া দিবেন অথবা আমার উম্মতের পক্ষে আমার সুপারিশ মঞ্জুর করিবেন।" ইহাতে আমি সুপারিশ দিকটাই গ্রহণ করিলাম। আমি আশা রাখি, ইহাতে জাহান্নামের জন্য লাগামকৃত আমার উম্মতগণকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। যদি পুণ্যবান বান্দাগণ আমার সুপারিশের পূর্বেই আল্লাহ্র নিকট (জান্নাতে) পৌঁছিয়া না যাইতেন তাহা হইলে তাহাদের জন্যও আমি সুপারিশ করিতাম। আল্লাহ্ যখন ইসহাক (আ)-কে যবেহ সংক্রান্ত সংকট হইতে উত্তরণ করিলেন, তখন তাঁহাকে বলা হইল, তুমি প্রার্থনা কর! মঞ্জুর করা হইবে। তিনি বলিলেন, যাহার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, তাঁহার শপথ! শয়তানের কুমন্ত্রণা পাওয়ার পূর্বেই আমি প্রার্থনা করিতেছি; হে দয়াময় আল্লাহ্! যে ব্যক্তি শিরকমুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে তাহাকে ক্ষমা কর এবং জান্নাতে দাখিল কর।

উপরোক্ত হাদীসটি অপ্রসিদ্ধ ও অগ্রহণযোগ্য। উহাতে আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। আমার আশংকা হইতেছে যে, উহাতে কিছু অংশ অতিরিক্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা হইল– "আল্লাহ্ যখন ইস্হাক (আ)-কে সংকট হইতে উত্তরণ করিলেন" এখান হইতে শেষাংশটুকু। والله اعلم আর যদি পূর্ণ অংশটুকু মানিয়া লওয়াও যায়, তবুও ভাষার বর্ণনা ভঙ্গিতে বুঝা যায়, এই স্থলে ইসমাঈল (আ)-এর নামই ছিল। আহলে কিতাবীগণ শত্রুতাবশত: ইহাতে পরিবর্তন

ঘটাইয়াছে। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা; কুরবানী ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াবলী ঘটিয়াছে মক্কার অধীনস্থ মিনায়। আর সেখানে ইসমাঈল (আ)ই বসবাস করিতেন এবং ইসহাক (আ) বসবাস করিতেন সিরিয়ার কেনান নগরীতে।

وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّا اِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا অর্থাৎ আপনার পুত্রকে যবেহ করার উদ্দেশ্যে শায়িত করিয়া লওয়ায়ই স্বপ্নের লক্ষ্য পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সুদ্দী (র) প্রমুখ উল্লেখ করিয়াছেন ঃ ইবরাহীম (আ) ছুরিকে পুত্রের গলা কাটার জন্য গর্দানে চালনা করিলেন, কিন্তু ছুরি কিছুই কাটিল না। বরং গর্দান এবং ছুরির মাঝামাঝি একটি তামা জাতীয় পাত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিল। তখন ইবরাহীম (আ)-কে ধ্বনি দেওয়া হইল قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا তুমি স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিয়াছ।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ, যাহারা আমার আনুগত্য করিবে, আমি তাহাদিগকে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ হইতে অনুরূপভাবে মুক্তি এবং তাহার সমস্যাবলীর সমাধান দিয়া থাকি। যেমন– কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبْ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا -

যে আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে, তিনি তাহার জন্য নিষ্কৃতির পথ বাহির করিয়া দিবেন ও তাহাকে ধারণাতীত ব্যবস্থায় রিয্‌ক দান করিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিবে, তিনিই তাহার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বিষয়াদি পরিপূর্ণকারী। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

উপরোক্ত ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহকে উসূলে তাফসীরের (তাফসীরের মূলনীতি) একদল বিজ্ঞ লোক দলীল স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন যে, "কোন কার্য সংঘটিত হওয়ার পূর্বে 'নাস্‌খ' (আদেশ প্রত্যাহার) করা সঠিক।" মু'তাযেলা সম্প্রদায়ের একদল লোক ইহার বিরোধী। 'নাসখ' এর বৈধতার ব্যাপারটি এই আয়াতসমূহে অতি পরিষ্কার। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বন্ধু ইবরাহীম (আ)-কে তাহার পুত্র কুরবানী করার জন্য আদেশ করিলেন। অত:পর উহা প্রত্যাহার করিয়া ইহাকে একটি বিনিময়ের মাধ্যমে পরিবর্তন সাধন করিলেন। প্রথমে এইরূপ আদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল, পুত্র যবেহ করার উপর ধৈর্য ধারণ ও উহাতে দৃঢ় থাকার কারণে স্বীয় বন্ধুকে পুরস্কৃত করা। এই জন্যই ইরশাদ করিয়াছেন– اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِيْنُ অর্থাৎ ইহা একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা যে, সন্তান যবেহ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হওয়া মাত্র আল্লাহ্‌র আদেশের সম্মুখে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিলেন ও তাঁহার আনুগত্যে শির ঝুকাইয়া দিলেন। এই মর্মেই অন্যত্র বলা হইয়াছে– وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى ইবরাহীম যিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পুরাপুরী পালন করিয়াছিলেন।

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ সুফিয়ান সাওরী .... আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন ঃ পাহাড়ী সাদা ভেড়া বাবুলগাছে বাঁধা ছিল। আবূ তোফায়েল বলেন, উহাকে সাবীর নামক স্থানে বাবুল বৃক্ষে বাঁধা অবস্থায় পাইয়াছিলেন। সাওরী (র), ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ভোড়াটি চল্লিশ বৎসর যাবত জান্নাতে চরিয়া খাইয়াছিল। ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাবীরের গোড়ায় মিনা নামক স্থানে যে পাথরটি রহিয়াছে, উহাতেই ইবরাহীম (আ) তদীয় পুত্র ইসহাক (আ) এর বিনিময়টিকে যবেহ করিয়াছিলেন। সাবীর হইতে শিং বিশিষ্ট পাহাড়ী একটি ভেড়া শব্দ করিতে করিতে তাহার নিকট নামিয়া আসিয়াছিল। আর তিনি ইহাকে যবেহ করিয়াছিলেন এবং উহা কবুল হইয়াছিল ও সংরক্ষিত ছিল। পরিশেষে উহাকে ইস্হাক (আ)-এর বিনিময় স্বরূপ যবেহ করা হইয়াছিল।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতেও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছিলেন ভেড়াটি জান্নাতে বিচরণ করিতেছিল, এমন সময় সাবীরের নিকট পড়িয়া গেল। তখন উহার গায়ে লাল লোম ছিল। হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর ভেড়ার নাম ছিল জারীর।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলিয়াছেন যে, উবাইদ ইব্ন উমাইর বলিয়াছেন ঃ মাকামে (ইবরাহীমে) যবেহ করিয়াছিলেন। মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন ঃ মিনার মান্হারে (কুরবানী স্থল) যবেহ করিয়াছিলেন।

হুশাইম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে। তিনি ফতওয়া দিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে কুরবানী করার 'মানত' করিবে, সে উহার বিনিময় স্বরূপ একশত উট কুরবানী করিবে। অত:পর তিনি বলেন, আমি যদি একটি ভেড়া কুরবানী করিবার জন্য ফতওয়া দিতাম তাহা হইলে ইহাতেই যথেষ্ট হইয়া যাইত। কেননা আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ তবে অধিকাংশের মতে ইহার বিনিময়ে একটি ভেড়াই কুরবানী করিবে। আর ইহাই বিশুদ্ধ মত। সাওরী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ অর্থ পাহাড়ী ছাগল।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) আমর ইব্ন উবাইদের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলিতেন ঃ ইসমাঈল (আ)-এর বিনিময় ছিল পাহাড়ী ছাগল, যাহা সাবীর হইতে তাহার নিকট অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। ইমাম আহমদ (র) বলেন– সুফিয়ান (র) সাফিয়া বিনতে শায়বাহ্ বলিয়াছেন ঃ আমাকে বনী সালীমের জনৈক মহিলা (যাহার গোত্র হইতেই আমাদের এলাকার প্রায় সবলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন) সংবাদ দিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) উস্মান ইব্ন তালহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। (একবার তিনি ইহাও বলিলেন যে, তিনি উসমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী করীম (সা) আপনাকে কেন আহবান করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন ঃ রাসূলে করীম (সা) আমাকে বলিলেন,

আমি যখন কাবা ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, দেখিয়াছিলাম ভেড়াটির শিংদুইটি সেখানে রহিয়া গিয়াছে। ঐ গুলিকে সেখানে ঢাকিয়া রাখার জন্য আদেশ করিতে আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কা'বা গৃহে এমন কিছু থাকা উচিত নহে, যাহা মুসুল্লিদের অসুবিধা সৃষ্টি করে। সুফিয়ান বলেন ঃ যতদিন না কাবাগৃহ জ্বলিয়া গিয়াছিল ততদিন শিংদ্বয় সেখানেই লটকানো ছিল। অবশেষে গৃহের সহিত ইহাও পুড়িয়া গিয়াছিল। ইহাও একটি প্রমাণ যে, যবেহকৃত ব্যক্তি ইসমাঈল (আ)ই ছিলেন। কেননা; ইবরাহীম (আ) বিনিময় স্বরূপ যে ভেড়াটি যবেহ করিয়াছিলেন রাসূলে করীম (সা) প্রেরিত হওয়া পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় কুরাইশগণই উহার শিং এর উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। والله اعلم (আল্লাহ্ ভাল জানেন)।

## যবেহকৃত ব্যক্তি কে ছিলেন ?
### পূর্ববর্তীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বর্ণনাসমূহ

যাহারা ইসহাক (আ) যবেহ হওয়া সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ হামযা যাইয়াত, আবূ মাইসারা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইউসুফ (আ) বাদশাহর মুখোমুখি বলিলেন ঃ তুমি কি আমার সহিত আহার করিতে চাও? অথচ আমি ইউসুফ ইবন ইয়াকূব নবী উল্লাহ ইব্ন ইসহাক যাবীহুল্লাহ ইব্ন ইব্রাহীম খালীলুল্লাহ।

সাওরী আবূ সানানের মাধ্যমে আবূ হুযাইল বর্ণনা করিয়াছেন, ইউসুফ (আ) বাদশাহকে অনুরূপ বলিয়াছিলেন। সুফিয়ান সাওরী (র) উবাইদ ইব্ন উমাইর হইতে বর্ণনা করেন– মূসা (আ) আরজ করিলেন, হে প্রতিপালক! লোকজন বলেন, ইবরাহীম ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-এর সাথে তাহারা কি কারণে এত গুরুত্ব দিয়া বলে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন– ইব্রাহমীকে কখনো আমার সমকক্ষ কোন কিছু মনে করো না। তবে তিনি সর্বদাই আমাকেই গ্রহণ করে থাকেন। ইসহাক এমনিভাবে একজন ভাল লোক ছিলেন। যাবীহ (যবেহকৃত) হইয়া আরও একটি উত্তম গুণ লাভ করিলেন। আর ইয়াকূবের উপর আমি যতই বিপদাপদ বৃদ্ধি করিয়াছি, আমার প্রতি তাঁহার সৎধারণা ততই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শু'বা (র) আবূ ইসহাকের মাধ্যমে–আবুল আহ্ওয়াস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর সম্মুখে এক ব্যক্তি এই বলিয়া গৌরব করিতেছিল যে, আমি অমুকের পুত্র অমুক! আমার পিতা সম্মানিত ও মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের সন্তান। ইহাতে আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলিলেন– ইহার অর্থ হইল তাহার পূর্ব পুরুষগণ হইলেন ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক যাবীহুল্লাহ ইব্ন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)। ইব্ন মাসঊদ হইতে বর্ণিত এই হাদীসটি বর্ণনার দিক দিয়া বিশুদ্ধ।

ইকরিমা ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন যে, ইনি ইসহাক (আ)। তিনি তাঁহার পিতা আব্বাস (রা) এবং আলী (রা) ইব্‌ন আবূ তালিব হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। একই বর্ণনা দিয়াছেন ইকরিমা সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, মুজাহিদ, শা'বী, উবাইদ ইব্‌ন উমাইর, আবূ মাইসারা, যায়েদ ইব্‌ন আস্‌লাম, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক, যুহরী, কাসিম ইব্‌ন আবূ বরযাহ, মাকহুল, উসমান ইব্‌ন আবূ হাযির, সুদ্দী, হাসান, কাতাদাহ, আবুল হুযাইল ও ইব্‌ন সাবিত প্রমুখ। ইব্‌ন জারীরও ইহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কা'ব আহ্‌বার হইতে তাহার বর্ণনায় পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইনি ইসহাক (আ) ছিলেন। তেমনিভাবে ইব্‌ন ইসহাক (র) ..... কা'ব আহবার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যাবীহ হইলেন ইসহাক (আ)। এই সব বক্তব্য কা'ব আহবার (রা) হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। والله اعلم

কা'ব আহ্‌বার (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পর উমর (রা)-এর শাসনামলে তাঁহার নিকট পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব হইতে বর্ণনা করিতেন। উমর (রা) অনেক সময় তাঁহার নিকট হইতে বর্ণনা শুনিতেন এবং লোকজনকেও শ্রবণ করিতে অনুমতি দিতেন। ইহাতে লোকজন তাঁহার নিকট হইতে নকল-আসল, ভোজাল-নির্ভেজাল সবধরনের বর্ণনাই শ্রবণ করিতেন এবং অপরের নিকট বর্ণনা করিতেন। তবে এই উম্মতের জন্য তাঁহার নিকট ঐ সকল কিতাবের যাহা কিছু আছে, উহার একটি অক্ষরেরও প্রয়োজন নাই। والله اعلم (আল্লাহ্ ভাল জানেন)।

উমর (রা), আলী (রা), ইব্‌ন মাসউদ (রা) ও আব্বাস, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর , কাতাদাহ, মাসরূক, ইকরিমা, আতা, মুকাতিল, যুহ্‌রী ও সুদ্দী প্রমুখ হইতে বাগাভী বর্ণনা করেন যে, যাবীহ ইসহাক (আ)। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে দুইটি বর্ণনার একটি অনুরূপ। তাহার নিকট হইতে ঐ জাতীয় হাদীস প্রমাণিত হইলে তো আমরা উহাকে মাথা ও চোখে রাখিতে প্রস্তুত; কিন্তু তাঁহার হাদীসের সূত্র বিশুদ্ধ নয়। ইব্‌ন জারীর ---- আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, যাবীহ্ ইসহাক (আ)। উপরোক্ত হাদীসের সনদে দুইজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন, একজন হইলেন– হাসান ইব্‌ন দীনার বাসারী مَتْرُوْكٌ অর্থাৎ তাঁহার বর্ণনা পরিত্যক্ত। অপরজন হইলেন আলী ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন জাদআন مُنْكَرٌ অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী। ইবন আবূ হাতিম (র) ---- আলী ইব্‌ন যায়েদ ইবন জাদআন হইতে মারফূ হিসাবে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অত:পর বলিয়াছেন, আব্বাস (রা) ফুজালাহ ঐ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহা বিশুদ্ধ। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

যাঁহারা ইসমাইল (আ) যবীহ হওয়া সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, আর ইহাই বিশুদ্ধ ও সঠিক।

ইসহাক (আ) যাবীহ ছিলেন, এই মর্মে ইব্ন আব্বাস হইতে বর্ণিত বর্ণনাসমূহ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন জুবাইর আমির, শা'বী, ইউসুফ ইব্ন মেহরান, মুজাহিদ ও আতাসহ অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যাবীহ হইলেন ইসমাঈল (আ)। ইব্ন জারীর (র) ইব্ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যাহার বিনিময় দেওয়া হইয়াছিল ইনি ছিলেন ইসমাঈল (আ) এবং ইহুদীগণের ধারণা যে, ইনি ইসহাক (আ), ইহা মিথ্যা। ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যাবীহ ছিলেন ইসমাঈল (আ)।

ইব্ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইনি ইসমাঈল (আ)। ইউসুফ ইব্ন মেহ্‌রানও অনুরূপ বলিয়াছেন।

শা'বী (র) বলেন, ইনি ছিলেন ইসমাঈল (আ) এবং ভেড়ার শিংদ্বয় কা'বায় দেখিয়াছি।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক হাসান বসরী (র) হইতে বলিয়াছেন, ইবরাহীম (আ)-এর ছেলেদের মধ্যে যাহাকে কুরবানী করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, ইনি যে ইসমাঈল (আ) ছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজীকে বলিতে শুনিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে তাঁহার ছেলেদের মধ্যে ইসমাঈল (আ) সম্বন্ধে কুরবানীর আদেশ দিয়াছিলেন। আমরা উহা আল্লাহ্‌র কিতাবে পাইয়াছি। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের এইস্থানে ইবরাহীম (আ)-এর যাবীহ সন্তানের ঘটনা বর্ণনার পরই ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ

অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحَاقَ يَعْقُوْبَ আমি 'সারা' (আ)-কে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবেরও। এখানে পুত্র এবং পুত্রের পুত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন। কাজেই কি করিয়া হইতে পারে যে, ইসহাক (আ)-কে যবেহ করিবার আদেশ করিবেন। অথচ তিনি প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ় ইসমাঈল (আ) সম্বন্ধেই নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজীকে উহা অধিকবার বলিতে শুনিয়াছি।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী হইতে ইব্ন ইসহাক (র) বুরাইদা ইব্ন সুফিয়ান আসলামীর মাধ্যমে বলেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) উমর ইব্ন আব্দুল আজীজকে তাঁহার খেলাফতের যুগে সিরিয়ায় সহাবস্থানকালে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। উমর (র) বলিলেন , তুমি যেমন বলিতেছ, আমিও এই রকমই মনে করিতেছি। এই ব্যাপারে আমি খুব একটা চিন্তা করিতে পারিতেছি না। অত:পর তিনি সিরিয়ায় বসবাসকারী একজন মুসলমানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, যিনি ইহুদীগণের একজন বড়

পণ্ডিত ছিলেন। উমর ইব্ন আব্দুল আজীজ তাহাকে এই বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমিও তাঁহার পাশে তখন বসা ছিলাম। উমর (র) বলিলেন, ইবরাহীম (আ)-এর দুই পুত্রের কাহাকে যবেহ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, ইসমাঈল (আ)। হে আমীরুল মুমেনীন! আল্লাহ্র শপথ; ইহুদীগণ ইহা ভালভাবেই জানে। কিন্তু এমন ব্যক্তি আপনারা আবরগণের পিতা হইবেন, ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া কিতাবীগণ নাম পরিবর্তন করিয়া ইসহাক (আ)-এর নাম প্রকাশ করে। কেননা; ইনি তাহাদের পিতা। আল্লাহ্ই ভাল জানেন, ইনি কে ছিলেন। আর তাঁহাদের প্রত্যেকেই পাক-পবিত্র ও আল্লাহ্র অনুগত ছিলেন।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের পুত্র আব্দুল্লাহ (র) বলেন– আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, যাবীহ কে ছিলেন? ইসমাঈল (আ) না ইসহাক (আ)? তিনি বলিলেন, ইসামাঈল (আ)। (কিতাবুয্ যুহদে উহা উল্লেখ করিয়াছেন)।

ইব্ন আবূ হাতিম উল্লেখ করিয়াছেন, আমি আমার পিতাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যাবীহ ছিলেন ইসমাঈল (আ)। তিনি আরও বলেন, আলী (রা), ইব্ন উমর (রা), আবূ হুরায়রা (রা), আবূত তোফাইল, আবূ সালিহ, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী (রা) প্রমুখ হইতে আমার পিতা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা বলিয়াছেন, যাবীহ ছিলেন ইসমাঈল (আ)।

বাগাভী (র) স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঐ মত পোষণ করিয়াছেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, সুদ্দী, হাসান বাসরী, রাবী ইব্ন আনাস, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী ও কালবী (র) প্রমুখ। ইহা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনা। আবূ আমর ইব্ন আলা' হইতেও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আম্মার রাযী (রা) .... সুনাবিহী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমরা একদা মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানের কাছে ছিলাম; লোকজন আলোচনা করিতেছিল যে,যাবীহ ইসাহক (আ) না ইসমাঈল (আ)? ইহাতে তিনি একজন বিজ্ঞলোকের ন্যায় বলিলেন, তোমরা মতবিরোধে লিপ্ত হইয়াছ? আমরা একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ছিলাম, একজন লোক আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ আপনাকে গনীমতের যে মাল দান করিয়াছেন, উহা হইতে আমাকে কিছু দান করুন হে ইবনুয যাবীহাইন (দুই যাবীহের পুত্র)। ইহাতে আল্লাহ্র রাসূল (সা) হাসিয়া ছিলেন। এই বর্ণনা শ্রবণ করিয়া লোকজন জিজ্ঞাসা করিল, হে আমীরুল মুমেনীন! দুই যাবীহ কাহারা ছিলেন? তিনি বলিলেন, যখন যমযমের কূপ পুনঃখননের জন্য আব্দুল মুত্তালিবকে নির্দেশ দেওয়া হইল, তখন তিনি মানত করিলেন যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর এই মহান কাজটি সহজ করিয়া দেন, তবে নিজের একটি ছেলে যবেহ করিবেন। পরে লটারীতে ছেলেদের মধ্যে আব্দুল্লাহর নাম আসিল। তখন আব্দুল্লাহর

মাতৃকুলের লোকজন বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন, ইহার বিনিময়ে একশতটি উট যবেহ করিয়া দিন। সুতরাং তিনি বিনিময় স্বরূপ একশতটি উট যবেহ করিলেন। আর অপর যাবীহ হইলেন ইসমাঈল (আ)। ইহা একটি চমকপ্রদ হাদীস।

উপরোক্ত হাদীসটি উমাভী তাঁহার 'মাগাজী' কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, জনৈক সহচর বর্ণনা করিয়াছে যে, আমরা মুয়াবিয়া (রা)-এর মজলিসে উপস্থিত হইলাম। যাবীহ ইস্হাক না ইসমাঈল?এই লইয়া লোকজন আলোচনা করিতেছিল এবং বাকী হাদীসটুকু উল্লেখ করেন। আমি ইহা একটি ভুল সংস্করণ হইতে অনুরূপ লিখিয়াছি।

ইসহাক (আ) যাবীহ হওয়ার ব্যাপারটি গ্রহণ করার পিছনে ইব্ন জারীর নির্ভর করিয়াছেন কুরআনের নিম্নবর্তী আয়াতের উপর فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ আমি তাহাকে একটি ধৈর্যশীল ছেলের সুসংবাদ দিলাম। তিনি (ইব্ন জারীর) এই সুসংবাদটি ইসহাক (আ) এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং وَبَشَّرُوْهُ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ তাহাকে একজন জ্ঞানী ছেলের সুসংবাদ দিলেন আয়াতটি প্রয়োগ করিয়াছেন ইয়াকূব (আ)-এর ক্ষেত্রে। তিনি বলেন, ইয়াকূব (আ)-ই কাজ-কর্ম করার বয়সে উপনীত হওয়ার পর ইসহাক (আ)কে যবেহ করিবার আদেশ প্রদান করা হয়। ইহাও হইতে পারে যে, ইয়াকূবসহ ইসহাক (আ)-এর আরও সন্তানাদি ছিল। আর যে শিংদুইটি কা'বায় লটকানো ছিল, উহা কেনান হইতে স্থানান্তরিত হইয়া আসা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। এবং পূর্বে অতিবাহিত হইয়াছে যে, কাহারও মতে ইসহাক (আ)-কে সেখানে যবেহ করা হইয়াছে। ইহা তাহার তাফসীরের নির্ভরযোগ্য দলীল। অথচ তিনি যে মত পোষণ করিয়াছেন, ইহা কোন মযাহাবও নয় এবং উহা গ্রহণ করা আবশ্যকীয়ও নয়। বরং উহা অসম্ভব। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী ইসমাঈল (আ) যবাহ হওয়ার পক্ষে যে সকল প্রমাণ পেশ করিয়াছেন উহাই সঠিক ও সবল। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ পূর্ববর্তী আয়াতে যাবীহ সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। আর ইনি হইলেন ইসমাঈল (আ)। এখন তাঁহার ভ্রাতা ইসহাক (আ) সম্বন্ধে সুসংবাদ দিতেছেন। সূরা হুদ ও হিজরে এই সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আয়াতে বর্ণিত نَبِيًّا আরবী ব্যাকরণ মতে উহ্য ক্রিয়াপদ হইতে حَالُ (অবস্থা) হইয়াছে। অর্থাৎ, سَيَصِيْرُ مِنْهُ نَبِيٌّ صَالِحٌ তাহার ঔরসে একজন নবী অচিরেই জন্মগ্রহণ করিবেন।

ইবন জারীর ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, যাবীহ হইলেন- ইসহাক (আ)। তিনি বলেন, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ। এই আয়াতে ইসহাক (আ) নবী হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। অন্যত্র

আছে– وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُوْنَ نَبِيًّا আমি আমার দয়াগুণে তাঁহার ভাই হারূনকে নবী বানাইয়া প্রেরণ করিলাম। তিনি বলেন, হারূন (আ) মূসা (আ) হইতে বড় ছিলেন। এতদসত্ত্বেও মূসা (আ) তাঁহার ভাইকে নবী হিসাবে প্রেরণের আকাংখা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা উহাই করিলেন।

ইব্ন আব্দুল আ'লা .... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণিত। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইসহাক (আ) জন্মকাল হইতে নবী ছিলেন না। যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার যবেহের বিনিময় দিয়া দিলেন তখন যে নবুওয়াতের সুসংবাদ প্রদান করা হয় উহাই উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)..ইকরামা হইতে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, একবার জন্মলগ্নে ও একবার নবুওত প্রদান করার সময় সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন আবূ আরুবা, কাতাদাহ্ হইতে উপরোক্ত আয়াত সম্বন্ধে বলেন ঃ ইসহাক (আ) স্বীয় আত্মাকে আল্লাহ্র নির্দেশে উৎসর্গ করিয়া দেওয়ার পর এই সুসংবাদ আসে।

وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰى اِسْحٰقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ۔

উপরোক্ত আয়াতটি কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতের মত–

قِيْلَ يَانُوْحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمَمٍ مِمَّنْ مَّعَكَ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔

বলা হইল, হে নূহ! আমার পক্ষ হইতে সালাম ও বরকতসমূহ লইয়া অবতরণ কর, যাহা তোমার উপর এবং যে সকল দল তোমার সঙ্গে রহিয়াছে তাহাদের উপর নাযিল হইবে। আর অনেক দল এমনও হইবে, যাহাদিগকে আমি কিছুকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করিব। অত:পর পতিত হইবে তাহাদের উপর আমার পক্ষ হইতে কঠোর শাস্তি।

(١١٤) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝

(١١٥) وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝

(١١٦) وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۝

(١١٧) وَ اٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ۝

(١١٨) وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝

(١١٩) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ۝

(١٢٠) سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝

(١٢١) إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

(١٢٢) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

১১৪. আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি।

১১৫. এবং তাহাদিগকে এবং তাহাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম মহা সংকট হইতে।

১১৬. আমি সাহায্য করিয়াছিলাম তাহাদিগকে, ফলে তাহারা হইয়াছিলেন বিজয়ী।

১১৭. আমি উভয়কে দিয়াছিলাম বিশদ কিতাব।

১১৮. এবং তাহাদিগকে আমি পরিচালিত করিয়াছিলাম সরল পথে।

১১৯. আমি তাহাদিগের উভয়কে পরবর্তীদিগের স্মরণে রাখিয়াছি।

১২০. মূসা ও হারূনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।

১২১. এইভাবে আমি সৎকর্ম পরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

১২২. তাহারা উভয়ে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কিছু অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন– মূসা (আ) ও হারূন (আ)-কে নবুওয়াত প্রদান এবং উহাদিগকে ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায় কর্তৃক যুলুম-নির্যাতন, বড় বড় ঘৃণ্য কাজসমূহ, ছেলে সন্তান হত্যা ও কন্যা জীবিত রাখা এবং তাহাদিগকে নিকৃষ্ট কার্যসমূহে ব্যবহার ইত্যাদি হইতে মুক্তি দান করা। অত:পর তাহাদিগকে ফেরাউন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাহায্য ও সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। ইহাতে তাহারা বিজয়ী হইল ও নিজেদের ঘরবাড়ী জমিজমা, ধনদৌলত সবকিছুই ফিরিয়া পাইল। এসবকিছু প্রাপ্তির পর বেশী দিন অতিক্রান্ত না হইতেই আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর উপর এক মহান সুস্পষ্ট ও বিশদ গ্রন্থ অবতীর্ণ করিলেন, যাহার নাম তাওরাত। অন্যত্র আছে– وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً আমি মূসা ও হারূনকে ফুরকান (সত্য-অসত্য পার্থক্যকারী) এবং আলো দান করিয়াছি।

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে কথাবার্তা ও কাজে কর্মে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছি।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ অর্থাৎ, আমি তাহাদের পরেও তাহাদিগকে সম্মানের সহিত স্মরণ করা এবং সুপ্রশংসা চালু রাখিয়াছি। অত:পর উহার ব্যাখ্যা স্বরূপ বলিয়াছেন : سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

(١٢٣) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

(١٢٤) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

(١٢٥) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝

(١٢٦) اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝

(١٢٧) فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۝

(١٢٨) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

(١٢٩) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝

(١٣٠) سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ۝

(١٣١) إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

(١٣٢) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

১২৩. ইলইয়াসও ছিল রাসূলদিগের একজন।

১২৪. স্মরণ কর, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না?

১২৫. তোমরা কি বা'আলকে ডাকিবে এবং পরিত্যাগ করিবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা–

১২৬. আল্লাহ্কে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের, প্রতিপালক তোমাদিগের প্রাক্তন পূর্ব পুরুষদিগের?

১২৭. কিন্তু উহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। কাজেই উহাদিগকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হইবে।

১২৮. তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাগণের কথা স্বতন্ত্র।

১২৯. আমি ইহা পরবর্তীদিগের স্মরণে রাখিয়াছি।

১৩০. ইলইয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

১৩১. এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

১৩২. সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদিগের অন্যতম।

তাফসীর ঃ কাতাদাহ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলিয়াছেন ঃ ইলইয়াস (আ)-ই ইদ্রিস (আ)। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা... আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইলইয়াস-ই ইদ্রীস। যাহ্হাক (র)ও অনুরূপ বলিয়াছেন।

ওহাব ইবন মুনাব্বেহ্ (র) বলিয়াছেন ঃ ইনি ইলইয়াস ইব্‌ন নুসাইব ইব্‌ন ফিনহাস ইব্‌ন ঈসার ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন ইমরান। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে হিযকীল (আ)-এর পর বনী ইসরাইলের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা بَعْلٌ (বা'ল) নামক এক মূর্তির পূজা করিত। তিনি তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে আহবান করিলেন এবং গায়রুল্লাহর পূজা করিতে নিষেধ করিলেন। তাহাদের রাজা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছিল। পরে আবার মূর্তাদ (ধর্মত্যাগী) হইয়া গেল। তাহারা আজীবন বিপথে থাকিল, একজনও ঈমান আনিল না। শেষ পর্যন্ত তিনি উহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করিলেন। ইহাতে একাধারে তিনবছর পর্যন্ত বৃষ্টি বন্ধ থাকিল। অত:পর এই অবস্থা হইতে উত্তরণ ও বৃষ্টি চালু করিবার জন্য উহারা তাহার নিকট অনুরোধ জানাইল এবং বৃষ্টি হইলে তাহার প্রতি ঈমান আনিবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল। তিনি তাহাদের জন্য দু'আ করিলে বৃষ্টি আসিল। কিন্তু ইহার পর তাহারা পূর্বাপেক্ষা আরও অধিকতর নিকৃষ্টভাবে কুফরী করিতে লাগিল। ইহাতে তিনি অতিষ্ঠ হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, যেন তাঁহাকে পৃথিবী হইতে উঠাইয়া লওয়া হয়। তাঁহার অবস্থান কালেই ইয়াসা ইব্‌ন উখতূব (আ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইলইয়াসকে (আ) আদেশ করিলেন যে, অমুক গৃহে প্রবেশ করুন। সেখানে গিয়া যখনই কোন বাহনে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি একটি অগ্নিঘোড়া তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাতে তিনি আরোহণ করিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জ্যোতির্ময় ও পাখাবিশিষ্ট পোশাক পরিধান করাইয়া দিলেন। তিনি ফেরেশতাগণের সহিত একজন মানবরূপী ফেরেশতা হইয়া আকাশ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন। ওহাব ইবন মুনাব্বাহ কিতাবীগণের নিকট হইতে অনুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। আল্লাহ্ই উহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে ভাল জানেন।

اِذْقَالَ لِقَوْمِهٖ اَلَا تَتَّقُوْنَ অর্থাৎ, তোমরা গায়রুল্লাহর পূজা করিতে কি আল্লাহ্কে ভয় কর না?

اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদাহ, সুদ্দী (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ بعل অর্থ তাহাদের رَبٌّ (প্রভু)। ইকরিমা ও কাতাদাহ (র) বলিয়াছেন ঃ ইহা ইয়েমানী ভাষার শব্দ। কাতাদাহ (র) হইতে অপর বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, ইহা আযদে শানুআর ভাষা। ইব্ন ইসহাক (র) বলিয়াছেন ঃ কোন কোন আলেম আমাকে বলিয়াছেন যে, তাহারা بعل নামক একজন মহিলার পূজা করিত।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পশ্চিম দামেশকের 'বাআলাবাক্কা' নামক শহরের বাসিন্দাগণ একটি মূর্তির পূজা করিত; উহার নাম ছিল بعل ।

যাহ্হাক (র) বলিয়াছেন ঃ ইহা একটি মূর্তি, তাহারা উহার পূজা করিত।

اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا তোমরা কি মূর্তির পূজা কর?

وَتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ـ اَللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ, যিনি এক ও যাহার কোন অংশীদার নাই, তিনিই ইবাদত পাওয়ার একমাত্র উপযোগী।

فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ অর্থাৎ, হিসাব-নিকাশের দিন শাস্তির জন্য তাহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে।

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ অর্থাৎ তবে তাহাদের মধ্যে এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণের কথা স্বতন্ত্র। ইহা আরবী ব্যাকরণে 'মুসবাত' হইতে মুসতাস্না মুনাকাতে'। وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ অর্থাৎ, সুপ্রশংসা।

سَلَامٌ عَلٰى اٰلْيَاسِيْنَ যেমন– ইসলাঈলকে 'ইসমাঈন' বলা হয়, তেমনি ইলইয়াসকে 'ইলইয়াসীন' বলা হইয়াছে। উহা বনী আসাদ গোত্রের ব্যবহৃত ভাষা অনুযায়ী।

'যব্বে সাদা'র উপর বনী তামীম গোত্রের কোন কবি কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন, ইহাতে ইসরাঈলকে 'ইসরাঈন' বলা হইয়াছে ঃ

يَقُوْلُ رَبُّ السُّوْقِ لِمَاجِيْنَا * هٰذَا وَرَبِّ الْبَيْتِ اِسْرَائِيْنَا

বলা হয় মীকাল, মীকাঈল, মীকাঈন। ইব্রাহাম ও ইব্রাহীম, ইসরাঈল ও ইসরাঈন। তূরে সাইনা ও তূরে সিনীন। অথচ ইহা একই স্থান। এই সবগুলিই বৈধ। কেহ পড়িয়াছেন। سَلَامٌ عَلٰى اِدْرَاسِيْنَ (ইদরাসীন)। উহা ইবন মাসউদের (রা)

কেরাত। কেহ পড়িয়াছেন سَلَامٌ عَلَىٰ اٰلْ يَاسِيْنَ (আল ইয়াসীন) অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবার পরিজন।

اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতদ্বয়ের তাফসীর উপরে অতিবাহিত হইয়াছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

(١٣٣) وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

(١٣٤) إِذْ نَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ۝

(١٣٥) إِلَّا عَجُوزًا فِى الْغَٰبِرِينَ ۝

(١٣٦) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْءَاخَرِينَ ۝

(١٣٧) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ۝

(١٣٨) وَبِالَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

১৩৩. লূতও ছিল রাসূলদিগের একজন।

১৩৪. আমি তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলাম–

১৩৫. এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

১৩৬. অত:পর অবশিষ্টদিগকে আমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়াছিলাম।

১৩৭. তোমরা তো উহাদিগের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করিয়া থাক সকালে

১৩৮. ও সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করিবে না ?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল লূত (আ)-কে স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাচারী আখ্যায়িত করিল। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকদিগকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি প্রদানসহ সমূলে ধ্বংস করিয়া দিলেন। ইহাদের সহিত তাঁহার স্ত্রীকেও ধ্বংস করিলেন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারে অন্যান্য লোকদিগকে মুক্তি দিলেন। এই সকল অবাধ্য লোকদের ধ্বংসপ্রাপ্ত মহল্লাকে একটি ঝিলে পরিণত করিলেন। যাহা দেখিতে অতি দৃষ্টি কঠোর ও স্বাদে-গন্ধে অতি ঘৃণ্য। অধিকন্তু উহাকে চলাচলের পথরূপে নির্ধারণ করিয়াছেন। এই পথ দিয়া পর্যটকগণ রাতদিন যাতায়াত করিয়া থাকে। এতদর্থেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِيْنَ وَبِاللَّيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

অর্থাৎ তাহাদের এই ধ্বংসলীলা দেখিয়াও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর না ? আল্লাহ্ কেমনভাবে তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিলেন। আর এই শিক্ষাও গ্রহণ কর যে, কাফেরগণের জন্য এমনই হইয়া থাকে।

(١٣٩) وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

(١٤٠) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ○

(١٤١) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ○

(١٤٢) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ○

(١٤٣) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ○

(١٤٤) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○

(١٤٥) فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ○

(١٤٦) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ○

(١٤٧) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ○

(١٤٨) فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ○

১৩৯. য়ূনুসও ছিল রাসূলদিগের একজন।

১৪০. স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করিয়া বোঝাই নৌযানে পৌঁছিল।

১৪১. অত:পর সে লটারীতে যোগদান করিল এবং পরাভূত হইল।

১৪২. পরে এক বৃহদাকার মৎস তাহাকে গিলিয়া ফেলিল; তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

১৪৩. সে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করিত,

১৪৪. তাহা হইলে তাহাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাকিতে হইত উহার উদরে।

১৪৫. অত:পর য়ূনুসকে আমি নিক্ষেপ করিলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন।

**১৪৬. পরে আমি তাহার উপর এক লাউগাছ উদ্‌গত করিলাম।**

**১৪৭. তাহাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম।**

**১৪৮. এবং তাহারা ঈমান আনিয়াছিল; ফলে আমি তাহাদিগকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিলাম।**

তাফসীর ঃ ইতিপূর্বে সূরা আম্বিয়ায় য়ূনুস (আ)-এর ঘটনা অতিবাহিত হইয়াছে। সহীহাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমে আছে ঃ রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, "কোন বান্দার পক্ষে উচিত নয় যে, সে বলিবে, আমি য়ূনুস ইব্‌ন মাত্তা হইতে উত্তম।" এখানে তাঁহার মাতার সহিত সম্বন্ধ উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর বর্ণনায় তাঁহার পিতার সহিত সম্বন্ধ উল্লেখ করা হইয়াছে।

اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْمَشْحُوْنُ অর্থ اَلْمُوْقَرُ অর্থাৎ আস্‌বাবপত্রে বোঝাইকৃত।

فَسَاهَمَ অর্থ লটারীতে যোগদান করিলেন। اَلْمُدْحَضِيْنَ অর্থ বিজিত।

উহার বিবরণ এই যে, ঢেউয়ের কারণে নৌকা দোল খাইতেছিল এবং আরোহীগণসহ সকলে মিলিয়া স্থির করিল যে, এমন কোন দোষী ব্যক্তি নৌকায় রহিয়াছে, যাহার কারণে এই বিপদ নামিয়া আসিয়াছে। কাজেই লটারী দিয়া যাহার নাম বাহির হইবে, তাহাকেই দোষী মনে করিয়া নৌকা হইতে নিক্ষেপ করিয়া দিব। ইহাতে নৌকা হাল্‌কা হইয়া যাইবে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। লটারী দেওয়া হইল। একে একে তিনবার। প্রতিবারই আল্লাহ্‌র নবী য়ূনুস (আ)-এর নাম বাহির হইল। অথচ তাহাদের ধারণা ছিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে একজনের নাম উঠিবে। য়ূনুস (আ) নিজেকে পানিতে নিক্ষেপ করিবার জন্য পরিধানের বস্ত্র খুলিলেন। লোকজন তাঁহাকে নিক্ষেপ করিতে অস্বীকৃতি জানাইল। কিন্তু তিনি অগ্রাহ্য করিয়া নামিয়া পড়িলেন। অপর দিকে লোহিত সাগর হইতে সমুদ্রসমূহ অতিক্রম করিয়া একটি মৎস্য আগমন করত: তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিল। আল্লাহ্ তা'আলা মৎসটিকে নির্দেশ দিলেন; যেন তাঁহার হাড়-মাংসে কোন প্রকারের চাপ না পড়ে। মৎস্যটি তাঁহাকে উদরে লইয়া সাগর-মহসাগরময় পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। য়ূনুস (আ) মাছের পেটে অবস্থান করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। অত:পর হাত-পা, মাথা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ নাড়া চাড়া দিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি জীবিত আছেন। সুতরাং মাছের উদরেই সালাতে দাঁড়াইয়া গেলেন। তিনি সেখানে যে সকল দোয়া করিয়াছিলেন, উহার মধ্যে ইহাও ছিল যে, হে প্রতিপালক! তোমার ইবাদত করিবার জন্য এমন একটি স্থানকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি, যেখানে কোন লোকই পৌঁছিতে পারে না।

তিনি কতদিন মাছের পেটে অবস্থান করিয়াছিলেন, ইহা নিয়া মতবিরোধ রহিয়াছে। কাতাদাহ (র) বলিয়াছেন, সাতদিন। কেহ বলিয়াছেন চল্লিশ দিন। ইহা আবূ মালিকের অভিমত। আর শা'বী (র) হইতে কাতাদাহ্ বর্ণনা করিয়াছেন যে, দুপুরে গিলিয়াছে এবং রাত্রের প্রথম ভাগেই ছাড়িয়াছে। উহার সঠিক মেয়াদ আল্লাহ্ই জানেন।

উমাইয়া ইব্ন আবুস্ সাল্তের কবিতায় আছে ঃ

وَأَنْتَ بِفَضْلٍ مِّنْكَ نَجَّيْتَ يُوْنُسَا * وَقَدْ بَاتَ فِىْ أَجْوَافِ حُوْتٍ لَيَالِيًا

তুমি দয়া করিয়া য়ূনুস (আ)-কে মুক্তি দিয়াছ। তিনি মাছের উদরে কয়েকটি রাত যাপন করিয়াছেন। فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহার মর্ম হইল, যদি সুসময়ে সৎকর্ম না করিতেন, তাহা হইলে لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মাছের উদরেই থাকিতেন। আবুল আলিয়া, ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বেহ ও কাতাদাহ (র) প্রমুখ এ কথা বলেন। ইব্ন জারীরও উহাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিছু পরেই ইহার স্বপক্ষে একটি হাদীসও আসিতেছে, ইনশাআল্লাহ্। হাদীসটি সঠিক হইলেই হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে ঃ সুসময়ে আল্লাহ্র সহিত সম্পর্ক স্থাপন কর, তাহা হইলে দুঃসময়ে তিনি তোমার সহিত সুসম্পর্কের পরিচয় দিবেন।

ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন জুবাইর, যাহ্হাক, আতা ইব্ন সায়িব, সুদ্দী, হাসান ও কাতাদাহ (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ اَلْمُسَبِّحِيْنَ অর্থ اَلْمُصَلِّيْنَ। সালাত আদায়কারী। কেহ বলিয়াছেন, তিনি পূর্ব হইতেই মুসাল্লী ছিলেন। আবার কেহ বলিয়াছেন, তিনি মাতৃগর্ভেই তাসবীহ পাঠকারী ছিলেন। কাহারও মতে নিম্নবর্তী আয়াত হইল ইহার মর্ম ঃ

فَنَادٰى فِى الظُّلُمَاتِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ -

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ -

অবশেষে তিনি অন্ধকার পুঞ্জের মধ্যে ডাকিলেন যে, আপনি ব্যতীত আর কেহ মা'বূদ নাই। আপনি পবিত্র। আমি নি:সন্দেহে অপরাধী। অতএব আমি তাহার দু'আ কবুল করিলাম এবং তাহাকে উদ্বিগ্নতা হইতে মুক্ত করিলাম। আর আমি এইভাবেই মু'মিনদিগকে মুক্তি দিয়া থাকি। উপরোক্ত মত সাঈদ ইব্ন জুবাইর প্রমুখ ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....ইয়াযীদ রাক্কাশী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, (অথচ আনাস প্রতিটি হাদীস নবী

করীম (সা) এর দিকে 'রফা' করিতেন) ঃ য়ূনুস নবী (আ) মাছের উদরে থাকাকালে যখন বুঝিতে পারিলেন যে, এই সকল শব্দ দ্বারা দু'আ করিতে হইবে, তখন বলিলেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

ইহার পর যখন তাঁহার দু'আ কবূল হয়, তখন আমি আরশে ছিলাম। ফিরিশতাগণ বলিলেন, হে প্রভু! ইহা তো একজন পরিচিত দুর্বল লোকের শব্দ, দূরবর্তী অচেনা শহর হইতে শুনা যাইতেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তোমরা কি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছ ? তাঁহারা আরয করিলেন, হে প্রভু, ইনি কে ? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আমার বান্দা য়ূনুস। তাঁহারা আবার আরয করিলেন, আপনার সেই য়ূনুস বান্দা, যাহার মকবুল কর্ম ও দু'আ সর্বদা পৌছানো হইত ? হে প্রভু! যিনি সুদিনে সৎকর্ম করিতেন, আজ দুর্দিনে কি উহার বিনিময়ে তাঁহাকে দয়া করিয়া মুক্তি দিবেন না ? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, 'হাঁ। অত:পর মৎস্যটি নির্দেশ পাইয়া একটি মরু ময়দানে তাহাকে নিক্ষেপ করিল। ইব্ন জারীর য়ূনুসের মাধ্যমে ইব্ন ওয়াহাব হইতে উল্লিখিত সূত্রে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মৎসটি য়ূনুস (আ)-কে একটি ময়দানে নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপরে (ছায়ার জন্য) একটি 'ইয়াক্‌তীনা' উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ইব্ন কাসীত বলেন, আমি বলিলাম, হে আবূ হুরায়রা! ইয়ক্‌তীনা কি ? তিনি বলিলেন, কদুগাছ। আবূ হুরায়রা আরও বলিলেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁহার সাহায্যে একটি ভেড়া সৃষ্টি করিলেন, সে ভূমিতে উদ্‌গত নরম ঘাসপালা খাইয়া ফেলিত। এইভাবে তাঁহাকে ঘাসের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিত। আর সে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা দুগ্ধ পান করাইয়া তাহাকে তৃপ্ত করিত। ইহাতে তিনি সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

উমাইয়া ইব্ন আবুস্ সাল্‌ত এই মর্মে একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন ঃ

فَاَنْبَتَ يَقْطِيْنًا عَلَيْهِ بِرَحْمَةٍ * مِنَ اللّٰهِ لَوْلَا اللّٰهُ الْقى ضَاحِيًا

আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া তাঁহার উপর ইয়ক্‌তীন জন্মাইয়াছিলেন। তাঁহার দয়া না থাকিলে কতই না কষ্ট হইত। কেননা; তাহাকে তো সূর্যের খোলা তাপে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

আবূ হুরায়রার (রা) 'মারফূ' হাদীসটি সনদসহ সূরা আম্বিয়ার তাফ্‌সীরে অতিবাহিত হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَنَبَذْنَاهُ আমি নিক্ষেপ করিলাম بِالْعَرَاءِ ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, উহা এমন ভূমি, যেখানে কোন গাছ-পালা, লতা-পাতা ও বাড়ীঘর কিছুই নাই। কেহ বলিয়াছেন, ইয়ামেনের ভূমিতে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

وَهُوَ سَقِيْمٌ অর্থাৎ তাঁহার দেহ তখন দুর্বল ছিল।

ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ ডিম হইতে সদ্য প্রস্ফুটিত লোমহীন পাখী ছানার মত। সুদ্দী (র) বলেন ঃ সবেমাত্র জন্মগ্রহণকারী প্রাণবন্ত শিশু। ইব্ন আব্বাস (রা) এবং ইব্ন যায়েদও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِيْنٍ ইব্ন মাস্উদ (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বেহ, হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন তাউস, সুদ্দী, কাতাদাহ, যাহ্হাক ও আতা খুরাসানী (র) প্রমুখ সকলেই বলিয়াছেন, ইয়াক্তীন হইল ঘন ছায়াদার বৃক্ষ। হুশাইম (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর হইতে বর্ণনা করেন, কাণ্ডবিহীন লতা জাতীয় গাছকে ইয়াক্তীন বলে। তাহার অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে, যে সকল বৃক্ষ প্রতি বছরই ধ্বংস হইয়া যায়, উহাই ইয়াক্তীন। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ইয়াক্তীন বা কারা' (قَرْعٌ) বৃক্ষের মধ্যে কয়েকটি গুণ আছে; তন্মধ্যে দ্রুত বর্ধিত হওয়া, পাতাগুলি বড় ও নরম হওয়ার কারণে ঘন-ছায়া হওয়া, মাছি বসিতে না পারা, ফল সু-স্বাদু হওয়া এবং কাঁচা ও পাক করিয়া উভয় প্রকারেই শাঁস ও ছালসহ ভক্ষণ করার উপযোগী হওয়া। ইহাও প্রমাণিত আছে যে, রাসূলে করীম (সা) লাউ ভালবাসিতেন এবং ছাল হইতে শাঁস পৃথক করিয়া লইতেন।

وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ

শাহ্র ইব্ন হাওশাব ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ য়ূনুস (আ) মাছের উদর হইতে মুক্তি পাওয়ার পর 'রিসালাত' পাইয়াছিলেন। এই হাদীসটি ইব্ন জারীর (র) ....শাহর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, মৎস্য ভক্ষণ করিবার পূর্বেই তাঁহাকে রিসালাত প্রদান করা হইয়াছিল।

আমার মতে, হইতে পারে যে, প্রথম যাহাদের নিকট তাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল, মাছের উদর হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় তাহাদের নিকটই গেলেন। আর ইহাতে তাহারা সকলেই তাঁহাকে সত্য বলিয়া মান্য করিল এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনিল। বাগাভী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, মাছের উদর হইতে বাহির হইয়া অন্য জাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন, যাহাদের সংখ্যা এক লক্ষ বা ততোধিক ছিল।

اَوْ يَزِيْدُوْنَ ইহাদের সংখ্যার ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেই বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রহিয়াছে; উনচল্লিশ হাজার, এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার। আল্লাহ্ ভাল জানেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন ঃ এক লক্ষের উপরে সত্তর হাজার ছিলেন। মাকহুল (র) বলিয়াছেন, উহাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ঐ বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহীম আল-বার্কী (র) ..... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলে করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,

وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ এর মর্ম কি ? হুজুর (সা) বলিলেন ঃ (লক্ষের) উপরে তাহাদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। উপরোক্ত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ...উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিমও উহা উল্লেখিত সূত্রে যুহাইর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন ঃ বসরার অধিবাসীগণের মধ্যে কোন কোন আরববাসী ইহার অর্থ বলিতেন, তাঁহাদের সংখ্যা এক লক্ষ পর্যন্ত ছিল। এই অর্থের উপর ভিত্তি করিয়া ইব্ন জারীর (র) পবিত্র কুরআনের নিম্নবর্তী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাও এইভাবে প্রদান করিয়াছেন।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً-

অত:পর এমন এমন ঘটনার পরও তোমাদের অন্তর পাথর বা (তোমাদের ধারণা মতে) ততোধিক শক্ত রহিয়া গেল।

اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً-

তাহাদের মধ্যে একদল মানুষকে ভয় করিতে লাগিল আল্লাহ্কে ভয় করিবার মত বা (তোমাদের ধারণা মতে) ইহা হইতেও অধিক ভয়।

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى দুই ধনুকের পরিমাণ বা (তোমাদের ধারণা মতে) আরও অল্প দূরত্ব রহিল।

এইসবের সারমর্ম হইল, ইহা হইতে কম নহে; বরং অধিক।

فَاٰمَنُوْا অর্থাৎ য়ূনুস (আ)-কে যাহাদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহারা সকলেই ঈমান আনিল।

فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত সুখ-সম্পদ দান করিলাম।

অন্যত্র আছে ঃ

فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلاَّ قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ-

এমন কোন জনপদই ঈমান আনে নাই যে, আযাব আসিবার পর তাহাদের ঈমান আনয়ন উপকারী হইয়াছে, য়ূনুসের কওম ব্যতীত; যখন তাহারা ঈমান আনিল, তখন আমি তাহাদিগ হইতে পার্থিব জীবনে অপমানজনক শাস্তি বিদূরিত করিয়া দিলাম এবং তাহাদিগকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত।

(١٤٩) فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ۝

(١٥٠) اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ۝

(١٥١) اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ۝

(١٥٢) وَلَدَ اللّٰهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

(١٥٣) اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ۝

(١٥٤) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝

(١٥٥) اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

(١٥٦) اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ۝

(١٥٧) فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(١٥٨) وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ۝

(١٥٩) سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

(١٦٠) اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

১৪৯. এখন উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার প্রতিপালকের জন্যই রহিয়াছে কন্যা সন্তান এবং উহাদিগের জন্য পুত্র-সন্তান ?

১৫০. অথবা আমি কি ফেরেশতাদিগকে নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলাম আর উহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল ?

১৫১. দেখ, উহারা তো মনগড়া কথা বলে যে,

১৫২. আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়াছেন। উহারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

১৫৩. তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পসন্দ করিতেন ?

১৫৪. তোমাদিগের কী হইয়াছে; তোমরা কিরূপ বিচার কর।

১৫৫. তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

১৫৬. তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে ?

১৫৭. তোমরা সত্যবাদী হইলে তোমাদিগের কিতাব উপস্থিত কর।

১৫৮. উহারা আল্লাহ্ ও জিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করিয়াছে, অথচ জিনরা জানে, তাহাদিগকেও উপস্থিত করা হইবে শাস্তির জন্য।

১৫৯. উহারা যাহা বলে, তাহা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান—

১৬০. আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাগণ ব্যতীত,

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে মুশ্‌রিকগণের একটি জঘন্য ধারণা ও অপবাদ খণ্ডন করিতেছেন। তাহারা আল্লাহ্র জন্য কন্যা সন্তান ও নিজেদের জন্য যাহা পসন্দ অর্থাৎ পুত্র সন্তান নির্ধারণ করিত। যেমন অন্যত্র আছে ঃ

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ -

যখন তাহাদের কাহাকেও কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাহার মুখমণ্ডল মলিন হইয়া যায় এবং সে মর্মাহত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ ইহা তাহার নিকট খুবই খারাপ মনে হয় এবং নিজের জন্য কেবল পুত্র সন্তানই কামনা করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তাহারা নিজেদের জন্য যাহা গ্রহণ করিতে রাজী নয় উহার সম্বোধন আল্লাহ্র দিকে কি করিয়া করে ? তাহাদের এই ভাগ-বণ্টন খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন ঃ

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ অর্থাৎ আপনি ঐ সকল মুশরিককে জিজ্ঞাসা করুন, আপনার প্রভুর জন্যই রহিয়াছে কন্যা সন্তান আর তাহারা নিজেদের জন্য বাছিয়া লইয়াছে পুত্র সন্তান ?

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আছে ঃ

اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ط تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى -

তোমাদের জন্য ছেলে আর তাঁহার জন্য কি মেয়ে ? এই ভাগ-বণ্টনটি বড়ই অশোভনীয় হইল।

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شَاهِدُوْنَ অর্থাৎ তাহারা কি করিয়া রায় দিতেছে যে, ফিরিশতাগণ নারী জাতীয়। আমি ফেরেশ্‌তাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলাম— তাহারা কি উস্থিত থাকিয়া উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল ? না কখনোও না।

কুরআন মজীদে আরও আছে ঃ

وَجَعَلُوا الْمَلٰئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا - اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ -

ফেরেশতাকুল; যাহারা রাহ্মানের বান্দা, তাহাদিগকে উহারা নারী বলিয়া নির্ধারণ করিতেছে। তাহাদের আকৃতি কখনও উহারা দেখিয়াছে কি ? তাহাদের এই মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান লিপিবদ্ধ করা হইবে।

اَلَا اِنَّهُمْ مِنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ وَلَدَ اللّٰهُ তাহাদের মিথ্যা কথাবার্তার মধ্যে বলিতেছে যে, আল্লাহ্ সন্তান জন্মাইয়াছেন।

وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুশ্রিকগণ কর্তৃক ফেরেশ্তাগণের ব্যাপারে আরোপিত তিনটি জঘন্য মিথ্যা ও নির্লজ্জ কুফরীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এক ঃ তাহারা আল্লাহ্র জন্য কন্যা নির্ধারণ করিয়া প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কে সন্তানের জনক সাব্যস্ত করিয়াছে। দুই ঃ এই সন্তানগুলিকে মেয়ে বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছে। তিন ঃ আল্লাহ্র পরিবর্তে এই সকল মেয়ের পূজা করিতে শুরু করিয়াছে। আর ইহার প্রত্যেকটি জাহান্নামে থাকার জন্য যথেষ্ট।

اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ মুশরিকগণ কর্তৃক এই ভাগ-বণ্টনের সমালোচনা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, কোন্ বিষয়টি আল্লাহ্কে উদ্বুদ্ধ করিল যে, তিনি পুত্র সন্তানগণের ভাগ পরিত্যাগ করিয়া শুধু কন্যা সন্তানের অংশ গ্রহণ করিলেন ? যেমন অন্যত্র আছে ঃ

اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ اِنَاثًا ؕ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلاً عَظِيْمًا -

তবুও কি (এই বলিতেছ যে,) তোমাদের প্রভু তোমাদেরই জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারণ করিয়াছেন এবং নিজের জন্য ফেরেশতাগণকে আপন কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন ? নিশ্চয় তোমরা বড় (জঘন্য) কথা বলিতেছ।

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ؕ অর্থাৎ তোমাদের কি এতটুকু বিবেক-বুদ্ধি নাই যে, তোমরা যাহা বলিতেছ উহার জন্য একটু চিন্তা-ভাবনা করিবে ?

اَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِيْنٌ তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে কি ?

فَاْتُوْا بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ অর্থাৎ তোমাদের দাবী যদি সত্যই হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার সমর্থনে এমন প্রমাণ পেশ কর, যাহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের মোকাবেলায় শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য হইবে। ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য বরং বিবেক আদৌ ইহার স্বীকৃতি দেয় না।

وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا মুজাহিদ (র) বলেন, মুশরিকগণ বলিল, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র কন্যা সন্তান। তখন আবূ বকর (রা) বলিলেন, তাহা হইলে তাহাদের মাতা কে ? তাহারা বলিল, প্রধান প্রধান জিনগণের কন্যাগণ। কাতাদাহ্ এবং ইব্‌ন যায়েদও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ অথচ জিনগণ জানে যে, তাহাদিগকেও বিচারের জন্য উপস্থিত করা হইবে। অথবা জিনগণ জানে যে, মুশরিকগণ জিন ও আল্লাহ্‌র মধ্যে যে আত্মীয়তা স্থির করিয়াছে উহার ফল স্বরূপ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ঐ মুশরিকদিগকে বিচার দিবসে শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হইবে। কেননা, তাহাদের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন, মিথ্যা ও মনগড়া।

وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র শত্রুগণ ধারণা করিত যে, আল্লাহ্ আর ইবলিস পরস্পর ভাই ভাই। আল্লাহ্ ইহা হইতে সম্পূর্ণ পাক, পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। ইব্‌ন জারীর উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ সন্তান গ্রহণ এবং এই অনাচারী খোদাদ্রোহীগণ কর্তৃক তাহার প্রতি আরোপিত অপবাদসমূহ হইতে আল্লাহ্ উর্ধে ও সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র।

اِلاَّ عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাগণ ইহা হইতে পৃথক। (তাহারা অনুরূপ অপবাদও দেয় না, শাস্তিও ভোগ করিবে না)।

আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এই বাক্যটি পূর্ববর্তী مُثْبَتُ (হাঁ বাচক) বাক্য হইতে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعُ বা পৃথক। তবে عَمَّا يَصِفُوْنَ -এ যে সর্বনাম রহিয়াছে , উহা সকল মানবজাতি বুঝায়।

অত:পর উহা হইতে اَلْمُخْلَصِيْنَ কে اِسْتِثْنَاء করা হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাগণ তাঁহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ উত্থাপন করেন না। যাহারা নবী রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ সবকিছুকে সত্য মনে করিয়া উহার অনুসরণ করেন, তাহারা হইলেন مُخْلَصِيْنَ

ইব্‌ন জারীর اِلاَّ عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ এর اِسْتِثْنَاء টি اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ হইতে নির্ণয় করিয়াছেন। তাহার এই বক্তব্যে কিছু প্রশ্ন আছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

(١٦١) فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ۙ

(١٦٢) مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ۙ

(١٦٣) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ۝

(١٦٤) وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ۝

(١٦٥) وَّإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ۝

(١٦٦) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ۝

(١٦٧) وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ۝

(١٦٨) لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۝

(١٦٩) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

(١٧٠) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

১৬১. তোমরা এবং তোমরা যাহাদিগের ইবাদত কর উহারা–

১৬২. তোমরা কেহই কাহাকেও আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না–

১৬৩. কেবল প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশকারীকে ব্যতীত।

১৬৪. আমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত স্থান রহিয়াছে।

১৬৫. আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান

১৬৬, এবং আমরা অবশ্যই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।

১৬৭. উহারাতো বলিয়া আসিয়াছে,

১৬৮. পূর্ববর্তীদিগের কিতাবের মত যদি আমাদিগের কোন কিতাব থাকিত,

১৬৯. অবশ্যই আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা হইতাম।

১৭০. কিন্তু উহারা কুরআন প্রত্যাখ্যান করিল এবং শীঘ্রই উহারা জানিতে পারিবে।

তাফসীর ঃ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ - إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ। আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা এবং তোমাদের উপাস্যগণ মিলিয়া তোমাদের বক্তব্য ও তোমরা যে ভ্রষ্টতা আর বাতেল

পূজায় লিপ্ত রহিয়াছ, উহার প্রতি কেবল ঐ সকল লোককেই আকৃষ্ট করিতে পারিবে, যাহাদিগকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।

পবিত্র কুরআনে আছে ঃ

لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّيَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لاَّيُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لاَّيَسْمَعُوْنَ بِهَا - اُولٰئِكَ كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ - اُلٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ -

তাহাদের অন্তর আছে কিন্তু উহা দ্বারা তাহারা (হক) বুঝে না, চক্ষু আছে কিন্তু উহা দ্বারা (হক) দর্শন করে না, কর্ণ আছে কিন্তু উহা দ্বারা (হক) শ্রবণ করে না; এই সকল লোকই চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং ইহারা তদপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ট; ইহারাই হইতেছে গাফেল।

ঐ ধরনের লোক উহারাই যাহারা শির্‌ক, কুফরী এবং ভ্রষ্টতার অনুসরণ করে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ -

(তোমরা কিয়ামত সম্বন্ধে) বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাক, উহা (র-সমর্থক) হইতে সেই ব্যক্তিই নিরস্ত থাকে, যে (সম্পূর্ণরূপে মঙ্গল হইতে) বিরত থাকিতে চায়। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিই পথভ্রষ্ট হইবে, যে মিথ্যা এবং বাতেল কাজে লিপ্ত।

অবাধ্য মুশরিকগণ ফিরিশতাগণের উপর যে মিথ্যা অপবাদ রটাইতেছে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র কন্যা সন্তান, উহা হইতে নিজেদের পবিত্রতা ঘোষণা স্বরূপ ফিরিশতাগণ বলিবে ঃ وَمَامِنَّا اِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوْمٌ অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের জন্যই আকাশে এবং ইবাদতগাহসমূহে এক একটি নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে। কেহই উহা লংঘন বা অতিক্রম করে না।

ইব্ন আসাকির (র) তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন খালিদের জীবনীতে সূত্রসহ মক্কা বিজয়ের দিন বয়াতকারী আলা ইব্ন সা'দ (রা) হইতে আবদুর রহমান ইব্ন আলা ইব্ন সা'দের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা তাঁহার বৈঠকে উপস্থিত লোকদিগকে বলিলেন ঃ আকাশ চড় চড় করিতেছে, আর উহা করাই তাহার উচিত। কেননা উহাতে একটি পা রাখার স্থানও এমন নাই যেখানে একজন ফেরেশতা রুকু' অথবা সিজদায়রত নহেন। অত:পর আবৃত্তি করিলেন ঃ

وَمَا مِنَّا اِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ - وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ - وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ -

যাহ্হাক (র) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ মাস্‌রূক (র) মা আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ বরিয়াছেন , আকাশে এমন কোন স্থান নাই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা সিজদায়রত অথবা দণ্ডায়মান নহেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে মাসরূক, ইব্ন ইসহাকের সূত্রে আ'মাশ বলিয়াছেন , নিশ্চয় আকাশমণ্ডলীর মধ্যে একটি আকাশ এমন আছে যে, ইহার মধ্যে এক বিঘত স্থান এমন নাই যেখানে একজন ফেরেশতার ললাট অথবা পা নাই। অত:পর তিনি পাঠ করিলেন ঃ وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ সাঈদ ইব্ন জুবাইরও অনুরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন।

কাতাদাহ্ বলেন ঃ নারী-পুরুষ একত্রে মিলিয়া সালাত আদায় করিতেছিল। এমতাবস্থায় অবতীর্ণ হইল— وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ইহাতে পুরুষগণ সম্মুখপানে আগাইয়া গেলেন এবং মহিলাগণ পিছনের দিকে নামিয়া গেলেন।

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ অর্থাৎ ইবাদতের মধ্যে আমরা সারিদ্ধ হইয়া দাঁড়াই। যেমন وَالصَّافَّاتِ صَفًّا এর মধ্যে ইহার বিবরণ অতিবাহিত হইয়াছে।

ইব্ন জুরাইজ ওলীদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মুগীস হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, মুসলমানগণ সালাতে কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইতেন না। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সারিবদ্ধ হইলেন।

আবূ নায্রাহ বলেন, উমর (রা) সালাতের একামত বলিবার সময় হইলে মুসল্লীগণের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতেন আর বলিতেন, কাতার ঠিক করিয়া লও, সোজা হইয়া দাঁড়াও। আল্লাহ্ তোমাদের পক্ষ হইতে ফেরেশতাগণের পন্থা অবলম্বন কামনা করেন। অত:পর তিনি বলিতেন, وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ হে অমুক! তুমি সামনে অগ্রসর হও, হে অমুক! পিছনে যাও। ইহার পর সামনে বাড়িয়া সালাতের তকবীর বলিতেন। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ মুসলিমে হুযাইফা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, আমাদিগকে (অন্যান্য) মানবজাতির উপর তিনটি বিষয়ে অতিরিক্ত মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে ঃ ফেরেশতাগণের ন্যায় আমাদের জন্য কাতার নির্ণয় করা হইয়াছে; পৃথিবীর ভূমি আমাদের জন্য মসজিদ ধার্য করা হইয়াছে এবং উহার মাটিকে পবিত্রতা লাভের উপযোগী করা হইয়াছে। আল হাদীস।

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ অর্থাৎ আমরা সারিদ্ধ হইয়া প্রতিপালকের প্রবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বর্ণনা করিব। আমরা তাঁহার দাস ও মুখাপেক্ষী এবং বিনয়ী।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ বলেন ঃ উপরোক্ত আয়াতত্রয়ে ফেরেশতাগণের বক্তব্য বুঝানো হইয়াছে।

কাতাদাহ (র) বলেন ঃ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ অর্থ তাহারা ইবাদতগাহে সালাত আদায়ের জন্য যথাযথভাবে অবস্থান করেন।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আছে ঃ

وَقَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ـ سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُوْنَ ـ لاَيَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُوْنَ ـ يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلاَيَشْفَعُوْنَ اِلاَّ لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُوْنَ ـ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهِ فَذَالِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجْزِى الظَّالِمِيْنَ ـ

আর এই (মুশরিকগণ) বলে যে, আল্লাহ্ (ফেরেশতাগণকে) সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, (ইহা হইতে) তিনি পবিত্র; বরং (তাহারা) সম্মানিত বান্দা, তাঁহারা আল্লাহ্র আগে বাড়িয়া কথা বলিতে পারে না এবং তাঁহারই আদেশানুযায়ী কাজ করিয়া থাকে। তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্ তা'আলা সব অবগত আছেন। আর তাহারা ঐ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও জন্য সুপারিশ করিতে পারে না, যাহার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি হয়; আর তাহারা আল্লাহ্র ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। আর তাহাদের মধ্যকার যেই ব্যক্তি এইরূপ বলে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আমিও একজন উপাস্য তবে আমি তাহাকে দোযখের শাস্তি প্রদান করিব। আমি অনাচারীদিগকে এমনিভাবে শাস্তি প্রদান করিয়া থাকি। (আম্বিয়া ঃ আয়াত ঃ ১৬)

وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ لَكُنَّا عِبَادَاللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ـ

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার আগমনের পূর্বে তাহারা আকাংখা করিত যে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাব লইয়া তাহাদের নিকট আসিত এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী ও পূর্ববর্তীগণের ইতিহাস শুনাইত।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِّنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ـ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيْرمًا زَادَهُمْ اِلاَّ نُفُوْرًا ـ

আর সেই কাফেরগণ দৃঢ় শপথ করিয়াছিল যে, যদি তাহাদের নিকট কোন ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করে, তবে তাহারা প্রত্যেক উম্মত অপেক্ষা অধিক হেদায়াত গ্রহণকারী হইবে। অত:পর যখন তাহাদের নিকট সেই ভয় প্রদর্শক আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন কেবল তাহাদের বৈরীভাবই বৃদ্ধি পাইল।

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اَنْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلٰى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِيْنَ ـ اَوْتَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا اَهْدٰى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ

مَنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ - فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيَاتِنَا سُوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ -

তোমরা হয়ত বলিতে পার যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে যে দুই সম্প্রদায় ছিল, তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল, আর আমরা তো ইহার পঠন ও পাঠন হইতে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম। অথবা এইরূপ বলিতে পার যে, যদি আমাদের প্রতি কোন কিতাব অবতীর্ণ হইত, তবে আমরা তাহাদের অপেক্ষাও অধিক সুপথে থাকিতাম। অতএব এখন তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হইতে একটি সুস্পষ্ট কিতাব এবং হেদায়াতের উপকরণ ও রহমত সমাগত হইয়াছে। সুতরাং সে ব্যক্তি হইতে অধিক যালিম কে হইবে; যে আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং উহা হইতে (অন্যকেও) প্রতিরোধ করে ? আমি শীঘ্রই উহাদিগকে—যাহারা আমার আয়াতসমূহ হইতে অন্যকে প্রতিরোধ করে তাহাদের এই প্রতিরোধের কারণে কঠোর শাস্তি প্রদান করিব। উপরোক্ত মর্মেই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বলিয়াছেন ঃ فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ তাহাদের প্রতিপালকের বিরোধিতা ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে এই আয়াতে তাহাদিগকে কঠোর শাস্তির দুঃসংবাদ এবং শক্ত ধমক দেওয়া হইয়াছে।

(١٧١) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ۝

(١٧٢) اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ۝

(١٧٣) وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

(١٧٤) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۝

(١٧٥) وَّ اَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ۝

(١٧٦) اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ۝

(١٧٧) فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝

(١٧٨) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۝

(١٧٩) وَّاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ۝

১৭১. আমার প্রেরিত বান্দাদিগের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হইয়াছে যে,

১৭২. অবশ্যই তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে.

১৭৩. এবং আমার বাহিনীই হইবে বিজয়ী।

১৭৪. অতএব কিছু কালের জন্য তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর।

১৭৫. তুমি উহাদিগকে পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই উহারা প্রত্যক্ষ করিবে।

১৭৬. উহারা কি তবে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে চাহে ?

১৭৭. তাহাদিগের আঙিনায় যখন শাস্তি নামিয়া আসিবে তখন সতর্কীকৃতদিগের প্রভাত হইবে কত মন্দ!

১৭৮. অতএব কিছু কালের জন্য তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর।

১৭৯. তুমি উহাদিগকে পর্যবেক্ষণ কর। শীঘ্রই উহারা প্রত্যক্ষ করিবে।

তাফসীর ঃ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহ ও পরকালের শেষ বিজয় নবী-রাসূল ও তাঁহাদের অনুসারীগণেরই হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ

আল্লাহ্ নির্ধারণ করিয়াছেন যে, আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হইব। আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী।

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ـ

আমার রাসূলগণ এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহাদিগকে ইহ জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হইবে সেদিন আমি অবশ্যই সাহায্য করিব এই অর্থেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا الاية অর্থাৎ ইহ ও পরকালে তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কাফিরগণকে আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে ধ্বংস করিয়াছেন এবং নবী-রাসূল ও তাঁহাদের অনুসারীগণকে সাহায্য করিয়াছেন এবং তাহাদের অনাচার হইতে মুক্তি দিয়াছেন।

وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তাঁহারাই বিজয়ী হইবে।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ অর্থাৎ তাহাদের পক্ষ হইতে আগত দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করুন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আমি শীঘ্রই উহার প্রতিফল দান করিব। এই জন্যই কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, বদর দিবস এবং উহার পরবর্তী মুসলমানগণের প্রতি আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় এবং কাফিরগণের পরাজয় ও শাস্তির দিনগুলিও এই নির্দিষ্ট সময়ের অন্তর্ভুক্ত।

وَاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ আপনি কিছুদিন অপেক্ষা করুন এবং তাহাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করুন; আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও আপনার বিরোধিতা করার শাস্তি কিভাবে তাহাদের উপর পতিত হয়।

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ অর্থাৎ তাহারা আপনার বিরোধিতা এবং আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শাস্তির তড়িৎ আগমন কামনা করে। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা ক্রোধান্বিত হন। আর ইহার শাস্তি অচিরেই প্রদান করিবেন।

فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ অর্থাৎ যেদিন তাহাদের মহল্লায় (অবস্থানস্থলে) শাস্তি অবতীর্ণ হইবে, সেদিনটি তাহাদের ধ্বংসলীলা ও নিশ্চিহ্ন করণের এক করুণ দৃশ্যে পরিণত হইবে। সুদ্দি (র) বলেন, فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ অর্থাৎ যেদিন তাহাদের বাড়ীঘরে শাস্তি অবতীর্ণ হইবে।

فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ অর্থাৎ তাহাদের এ দিবস অতি করুণ ও অকল্যাণকর প্রতিভাত হইবে।

সাহীহাইনে বর্ণিত আছে, ইসমাঈল ইব্ন উলাইয়া (র) ....আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম (সা) খাইবারে (রাত্রি যাপন করিয়া) যখন প্রভাত করিলেন আর খাইবারবাসীগণ তাহাদের কুড়াল, বেলচা (ইত্যাদি) লইয়া (কাজে যাইবার উদ্দেশ্যে বাড়ীঘর হইতে) বাহির হইয়া সৈন্য সামন্ত দেখিল, ইহাতে তাহারা (ভীত হইয়া) বাড়ীর দিকে প্রত্যাবর্তন করিল আর বলিতে লাগিল "(এই যে) মুহাম্মদ (সা)। আল্লাহ্র শপথ! (এই যে) মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সৈন্য সামন্তগণ।" তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ - اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ -

আল্লাহ্ সবচেয়ে মহান। খাইবার ধ্বংস হউক। আমরা যদি কোন জনপদে (আক্রমণের জন্য) অবতীর্ণ হই তাহা হইলে (পূর্ব) সতর্কীকৃত লোকগণের প্রভাত অতি শোচনীয় হইয়া যায়।

ইমাম বুখারী (র) উপরোক্ত হাদীসটি মালিক... (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, রওহ (র) .... আবূ তালহা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম (সা) খাইবারে প্রভাত করিলেন। তখন খাইবারবাসীগণ তাহাদের বেলচা ইত্যাদি লইয়া ক্ষেতে খামারে যাইতেছিল। তাহারা নবী করীম (সা)-কে দেখিয়া পিছনের দিকে ফিরিয়া গেল। ইহাতে আল্লাহ্র নবী (সা) বলিলেন ঃ

اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ

উপরোল্লিখিত সূত্র অন্যান্য হাদীস বিশারদগণ বর্ণনা করেন নাই। তবে ঐ সূত্রটি শাইখাইনের (বুখারী, মুসলিম) এর শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ।

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ আয়াত উল্লিখিত বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করিবার উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে।

(١٨٠) سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۚ

(١٨١) وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۚ

(١٨٢) وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ

১৮০. উহারা যাহা আরোপ করে তাহা হইতে পবিত্র ও মহান তোমার প্রতিপালক, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী।

১৮১. শান্তি বর্ষিত হউক রাসূলদিগের প্রতি।

১৮২. প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

তাফসীর ঃ অনাচারী ও মিথ্যাচারী কাফির এবং মুশরিকগণের বক্তব্য ও উক্তিসমূহ হইতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সত্তার পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বর্ণনা স্বরূপ বলিতেছেন ঃ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ অর্থাৎ আপনার প্রভু অতি পবিত্র, অকল্পনীয় পরাক্রমশালী। عَمَّا يَصِفُوْنَ ঐ সমস্ত মনগড়া উক্তির প্রবক্তা ও সীমালংঘনকারীগণের কথা হইতে।

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ নবীগণ তাহাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে যে বক্তব্য রাখিয়াছেন, উহা সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়ার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ তাঁহার জন্য সর্বাবস্থায় পূর্বাপর সকল প্রশংসা।

যেহেতু تَسْبِيْحٌ এর মধ্যে সরাসরি পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা পাওয়া যায় এবং ইহা গুণাবলীর পূর্ণতা প্রমাণ করে যেভাবে হামদ শব্দ সরাসরি আল্লাহ্‌র গুণাবলীর উপর প্রমাণ করে এবং সমস্ত ক্রটি হইতে পবিত্র উপলব্ধি হয়; সেহেতু এখানে তাছবীহ ও তাহমীদকে একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একত্রে উভয় শব্দকে উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে ঃ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

সাঈদ ইব্ন আবূ আরুবা কাতাদাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, যখন তোমরা আমার প্রতি সালাম প্রেরণ কর, তখন সকল রাসূলের

প্রতি সালাম প্রেরণ করিও। কেননা; আমিও রাসূলগণের মধ্য হইতেই একজন রাসূল। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম এই হাদীসটি রাসূলে করীম (সা) হইতে সাঈদের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম এই হাদীসটির সূত্র এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলী ইব্ন হুসাইন (রা) ....আবূ তালহা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা আমার প্রতি সালাম প্রেরণ কর তখন রাসূলগণের প্রতিও সালাম প্রেরণ করিও।

হাফিজ আবূ ইয়া'লা (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (র) ....আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) যখন সালাম ফিরাইতে চাহিতেন, তখন বলিতেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

অতঃপর সালাম ফিরাইতেন। এই হাদীসের সূত্রটি দুর্বল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আম্মার ইব্ন খালিদ ওয়াছিতী (র).... হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ইহাতে সন্তুষ্ট যে, কিয়ামতের দিন তাহার পুরস্কার পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে। সে যেন বৈঠক শেষে প্রস্থান করিবার প্রাক্কালে বলে ঃ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

অন্য সূত্রে ধারাবাহিকতার সহিত আলী (রা) পর্যন্ত মাওকূফরূপে বর্ণনা রহিয়াছে। আবূ মুহাম্মদ বাগাভী তাহার তাফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ আবূ সাঈদ আহমদ ইব্ন ইবরাহীম শুরাইহী (র) .... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইহা ভালবাসে যে, কিয়ামত দিবসে তাহার পুরস্কার পরিপূর্ণভাবে মাপিয়া দেওয়া হউক, সে যেন বৈঠক শেষে উল্লেখিত আয়াতত্রয় পড়ে।

তাবরানী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সাখর (র) ....যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতি সালাতের পর তিনবার করিয়া উপরোক্ত আয়াতসমূহ বলিবে, তাহার পুরস্কার পরিপূর্ণ পাত্র দ্বারা দেওয়া হইবে। মজলিসের (বিবিধ আলোচনার) কাফ্ফারা হিসাবে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন ঃ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

এই বিষয়ে আমি স্বতন্ত্র একটি পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উহাতে এই সব লিখা আছে ইন্শাআল্লাহ্।

# সূরা সাদ

৮৮ আয়াত, ৫ রুকূ, মক্কী

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ○

(٢) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ○

(٣) كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ○

১. সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের। তুমি অবশ্যই সত্যবাদী।

২. কিন্তু কাফিরগণ ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবিয়া আছে।

৩. ইহাদিগের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি; তখন তাহারা আর্ত চীৎকার করিয়াছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না।

তাফ্সীর ঃ ص হরূফে মুকাত্তায়া বা খণ্ড অক্ষর যাহার আলোচনা ইতিপূর্বে সূরা বাকারায় অতিবাহিত হইয়াছে। এখানে ইহার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নাই।

وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ অর্থাৎ বান্দাদের জন্য উপদেশ ও ইহ-পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ সম্বলিত কুরআনের শপথ!

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ ذِى الذِّكْرِ এর মর্ম নিম্নবর্তী আয়াতের অনুরূপ لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ - আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি এমন একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তোমাদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে। কাতাদাহ্ ও ইব্ন জারীর (র) উহা গ্রহণ করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা), সায়ীদ ইব্ন জুবাইর, ইসমাইল ইব্ন আবূ খালিদ, ইব্ন উয়াইনা, আবূ হুসাইন, আবূ সালেহ ও সুদ্দী (র) বলেন ذِى الذِّكْرِ অর্থাৎ 'সম্মানিত', 'মর্যাদা সম্পন্ন'। উভয় অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কেননা; উহা সম্মানিত কিতাব যাহার মধ্যে উপদেশ, ত্রুটি মার্জনা ও সতর্কীকরণের সন্নিবেশ ঘটেছে।

এখানে উল্লিখিত শপথের উত্তরের ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন ইহার উত্তর হইল : اِنْ كُلٌّ اِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ তাহারা সকলেই রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। সুতরাং আমার শাস্তি (তাহাদের উপর) সাব্যস্ত হইল। আর কেহ বলিয়াছেন – اِنَّ ذَالِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ। আর উহা অর্থাৎ দোযখবাসীগণের পারস্পরিক বাকবিতণ্ডা হওয়া সম্পূর্ণ সত্য। উপরোক্ত উভয় মতই ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় মতটিতে অনেক দূরের সম্ভাবনা এবং ইহাকে ইব্ন জারীর (র) দুর্বল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আর কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, শপথের উত্তর হইল সমস্ত সূরায় উল্লেখিত বিষয়াদী। কাতাদাহ (র) বলিয়াছেন ঃ উহার জবাব হইল, بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ বরং এই কাফেরগণ বিদ্বেষ ও (সত্যের) বিরোধিতায় (লিপ্ত) রহিয়াছে। উক্ত অভিমতটি ইব্ন জারীর (র) গ্রহণ করিয়াছেন। অত:পর তিনি কোন কোন আরববাসী মুফাস্সির হইতে উহার জবাব ص যাহার অর্থ صَدَقَ (সত্য) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ উপদেশ পরিপূর্ণ কুরআনের শপথ যে উহা নিতান্ত সত্য।

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ অর্থাৎ এই কুরআনে উপদেশ গ্রহণকারীর জন্য উদেশ রহিয়াছে। তবে কাফিরগণ উহা হইতে উপকৃত হইতে পারিবেনা। কেননা তাহারা فِىْ عِزَّةٍ অর্থাৎ অহংকার ও আভিজাত্য এবং وَشِقَاقٍ অর্থাৎ বিরোধিতা, শত্রুতা বিভক্তি সৃষ্টিতে লিপ্ত।

অত:পর পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে যাহারা রাসূলগণের বিরোধিতা ও আসমানী কিতাবসমূহ মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়াছিল, তাহাদিগকে ধ্বংস করণের কথা উল্লেখ করিয়া ইহাদিগকে (কাফিরগণকে) ভীতি প্রদর্শন করত: ইরশাদ করিতেছেন ঃ

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ অর্থাৎ পূর্ববর্তী মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কত জাতিকে আমি নিশ্চিহ্ন করিয়াছি।

فَنَادَوْا অর্থাৎ যখন তাহাদের উপর আমার শাস্তি নামিয়া আসিল, তখন তাহারা মুক্তি কামনা করিল এবং আল্লাহর স্মরণাপন্ন হইল। তখন তাহাদের প্রতি কোন দয়া প্রদর্শন করা হয় নাই।

যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র রহিয়াছে ঃ

فَلَمَّا أَحَسُّوْا بَأْسَنَا اِذَاهُمْ مِنْهَا يَرْكُضُوْنَ - لاَ تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْا اِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ -

অনন্তর যখন তাহারা আমার শাস্তি নামিয়া আসিতে দেখিল, তখন তাহারা ঐ জনপদ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। (আল্লাহ্ তা'আলা বলেন) পালাইওনা, আর তোমরা তোমাদের সুখ-সম্পদ ও বাসস্থানের দিকে ফিরিয়া চল, হয়ত তোমাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) বলেন, শু'বা (র) ...... আবূ ইসহাক তামীমী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্বাস (রা)-কে فَنَادَوْا وَّلاَتَ حِيْنَ مَنَاصٍ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ইহার মর্ম হইল, তাহারা এমন সময় আমাকে আহ্বান করিল, যখন আহ্বানের উপযুক্ত সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং পালাইবার সময়ও অবশিষ্ট ছিল না। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, তখন আর আহ্বান কবুলের সময় অবশিষ্ট ছিল না। শাবীব ইব্ন বিশ্র ইকরামার মাধ্যমে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এমন সময় তাহারা আহ্বান করিল, যখন তাহাদের কোন কল্যাণে আসিল না।

পংক্তি تَذَكَّرَ لَيْلَى لاَتَ حِيْنَ تَذَكُّرُ অর্থাৎ লাইলা এমন সময় স্মরণ করিল, যখন উহা কোন কাজে আসিল না

এই আয়াতাংশ সম্পর্কে মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, তাহারা তখনই তাওহীদের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি করিল এবং অনুশোচনার মাধ্যমে মুক্তি কামনা করিল, যখন পৃথিবী তাহাদিগকে বিমুখ করিয়াছে।

কাতাদাহ্ (র) বলেন, তাহারা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করিল, তখন তাওবা করিতে মনস্থ করিল। অথচ ইহা তাওবার প্রকৃত সময় নহে। মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, ইহা পলায়ন করা অথবা দু'আ কবুল করার প্রকৃত সময় নহে। অনুরূপ বর্ণনা ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আবূ মালিক, যাহহাক, যায়েদ ইব্ন আসলাম, হাসান ও কাতাদাহ (র) হইতে ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করিয়াছেন, وَّلاَتَ حِيْنَ مَنَاصٍ অর্থ আহ্বান করার অনুপযুক্ত সময়ে কোন আহ্বান নাই। (গ্রহণ যোগ্য নহে)।

لاَتَ অব্যয়টিতে আরবী لاَ (না বাচক) অব্যয়ের শেষে تَ (তা) যোগ করা হইয়াছে। যেমন আরবী ثُمَّ ও رُبَّ এর শেষে تَ যোগ করিয়া ثُمَّتَ ও رُبَّتَ বলা হয়। এই تَ বর্ণটি لاَ হইতে স্বতন্ত্র। এইজন্য ইহাতে ওয়াক্ফ করা যাইবে।

ক্বেরাতের ইমামের মাছ্হাফুল কুরআন হইতে যে বর্ণনাটি ইব্ন জারীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইল تَ অব্যয়টি حِيْنَ এর সহিত সংযুক্ত, যেমন وَلاَ تَحِيْنَ مِنَاصٍ তবে অপ্রসিদ্ধ। বরং প্রথমটি অর্থাৎ لاَ সংযুক্ত , ইহাই প্রসিদ্ধ।

অধিক সংখ্যক (জামহুর) ক্বারী حِيْنَ এর ن (নূন) অক্ষরে যবর দিয়া পড়িয়াছেন যাহার মূল পঠন হইল لَيْسَ الْحِيْنُ حِيْنَ مَنَاصٍ। حِيْنَ -এর নূনে যবর ব্যবহারকারী কবির কবিতা ঃ

تَذَكَّرُ حُبُّ لَيْلَى لَاتَ حِيْنَا * وَأَضْحَى الشَّيْبُ قَدْ قَطَعَ الْقَرِيْنَا

অসময় লায়লার প্রেম জাগ্রত হইল, যখন বার্ধক্য সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিল।

এবং যের ব্যবহারকারী কবির কবিতা ঃ

طَلَبُوْا صُلْحَنَا وَلَاتَ أَوَانٍ * فَأَجَبْنَا أَنْ لَيْسَ حِيْنَ بَقَاءٍ

তাহারা অসময়ে আমার সহিত আপোষ (সংশোধন) কামনা করিল। আমি উত্তর দিলাম, এখন আর বাঁচিয়া থাকার সময় নাই। যের ব্যবহারকারী অন্য কবির পংক্তির অংশ বিশেষ ঃ لَاتَ سَاعَةَ مَنْدَمٍ লজ্জাবোধ করিবার সময় নহে। سَاعَةَ শব্দটির ة অক্ষরে যের।

আরবী ভাষাবিদগণ বলেন, نَوص অর্থ পশ্চাৎ গমন আর بُوص অর্থ সম্মুখ গমন। এই জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ অর্থাৎ পশ্চাৎ গমন বা পলায়নের সময় নহে। (আল্লাহ্ পাকই সত্যে উপনীত হইতে শক্তি প্রদানকারী।)

(٤) وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ز وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝

(٥) اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝

(٦) وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ ۝

(٧) مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝

(٨) ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ۭ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِيْ ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ۝

(٩) اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ۝

(١٠) أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ○

(١١) جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ○

৪. ইহারা বিস্ময়বোধ করিতেছে যে, ইহাদিগের নিকট ইহাদিগের মধ্যে হইতে একজন সতর্ককারী আসিল এবং কাফিররা বলেন এতো এক জাদুকর, মিথ্যাবাদী।

৫. সে কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ বানাইয়া লইয়াছে? ইহাতো এক আশ্চর্য ব্যাপার।

৬. উহাদিগের প্রধানেরা সরিয়া পড়ে এই বলিয়া, তোমরা চলিয়া যাও এবং তোমাদিগের দেবতাগুলির পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এ ব্যাপরটি উদ্দেশ্যমূলক।

৭. আমরাতো অন্য ধর্মাদর্শে এইরূপ কথা শুনি নাই, ইহা এক মনগড়া উক্তিমাত্র।

৮. আমাদের মধ্য হইতে কি তাহারই উপর কুরআন অবতীর্ণ হইল? প্রকৃতপক্ষে উহারাতো আমার কুরআনে সন্দিহান, উহারা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করে নাই।

৯. উহাদিগের নিকট কি আছে অনুগ্রহের ভাণ্ডার, তোমার প্রতিপালকের, যিনি পারাক্রমশালী, মহান দাতা?

১০. উহাদিগের কি সার্বভৌমত্ব আছে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছুর উপর? থাকিলে উহারা সিঁড়ি বাহিয়া আরোহণ করুক।

১১. বহুদলের এই বাহিনীও সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হইবে।

তাফসীর ঃ সুসংবাদদাতা ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে রাসূলে করীম (সা) প্রেরিত হওয়ায় মুশরিকগণ আশ্চর্যবোধ করিত। যেমন কুরআনে অন্যত্র আছে ঃ

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِيْنٌ ـ

এই লোকদের জন্য কি ইহা বিস্ময়কর হইয়াছে যে, আমি তাহাদের মধ্য হইতে একজনের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছি যে, আপনি মানবমণ্ডলীকে ভয় প্রদর্শন করুন এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে এই সুসংবাদ প্রদান করুন যে, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট পূর্ণ মর্যাদা লাভ করিবে। কাফিরগণ বলিতে লাগিল যে, এই ব্যক্তি তো নিঃসন্দেহে স্পষ্ট জাদুকর।

وَعَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ অর্থাৎ এই লোকগুলি বিস্মিত হইল যে, তাহাদের মধ্য হইতেই একজন ভয়প্রদর্শনকারী রূপে আগমন করিল, তেমনি সুসংবাদদাতাও।

وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ অর্থাৎ কাফিরগণ বলিতে লাগিল, ইনি জাদুকর ও মিথ্যুক।

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ـ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ অর্থাৎ মুশরিকগণ পৈতৃক সূত্রে মুর্তিপূজা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং উহা তাহাদের অন্তরে মিশিয়া বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। কাজেই যখন রাসূলে করীম (সা) তাহাদিগকে প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ এবং এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করিতে আহ্বান করিলেন, তখন উহা তাহাদের নিকট আশ্চর্য ও অতি ভারী মনে হইল। আর উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতে লাগিল, এই লোকটি কি এতগুলি মা'বুদের স্থলে এক মা'বুদ সাব্যস্ত করিল? ইহাতো বাস্তবিকই বিস্ময়কর ব্যাপার।

وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ অর্থাৎ তাহাদের সরদার প্রধান ও নেতাগণ এই বলিয়া চলিয়া গেল যে, اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰى اٰلِهَتِكُمْ অর্থাৎ নিজেদের উপাস্যগণের প্রতি স্থায়ীভাবে অটল থাক এবং মুহাম্মদ কর্তৃক এক উপাস্যের প্রতি আহ্বানে সাড়া দিও না।

اِنَّ هٰذَالَشَىْءٌ يُّرَادُ ইব্ন জারীর (র) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, মুহাম্মদ (সা) আমাদিগকে যে এক উপাস্যের প্রতি আহ্বান করিতেছে , ইহা নিতান্তই উদ্দেশ্যমূলক। সে ইহা দ্বারা তোমাদের উপর সম্মান ও মর্যাদা প্রত্যাশা করিতেছে এবং তোমাদের মধ্য হইতে কিছু অনুসারী কামনা করিতেছে। আমরা কখনও তাহার আহ্বানে সাড়া দিতে পারি না।

## উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ

সুদ্দী (র) বলেন ঃ কুরাইশদের একদল লোক একত্রিত হইল। তাহাদের মধ্যে আবূ জেহেল ইব্ন হিশাম, 'আস ইব্ন ওয়াইল, আস্ওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ও আস্ওয়াদ ইব্ন আবদু ইয়াগুস প্রমুখ কুরাইশ বংশের একদল নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, চল! আমরা এই লোকটি সম্পর্কে আবূ তালিবের সহিত আলাপ-আলোচনা করি। তিনি যেন এই লোকটির ব্যাপারে আমাদের প্রতি সুবিচার স্বরূপ তাহাকে আমাদের মা'বুদগণকে গাল-মন্দ করা হইতে বিরত রাখেন এবং আমরাও সকলে তাহার এবং সে যে মা'বুদের এবাদত করে উহার পিছু ধাওয়া করা পরিত্যাগ করিব। আমাদের আশংকা হইতেছে যে, যদি এই বৃদ্ধ এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহা হইলে তাঁহার ব্যাপারে আমাদের কিছু দুর্নাম হইয়া যাইবে। আরবের অন্যান্য গোত্রের জনগণ আমাদিগকে লজ্জা দিবে যে, তাহারা আবূ তালিবের জীবদ্দশায় মুহাম্মদকে কিছুই করিতে পারে নাই। এখন তাঁহার পর তাহারা এই লোকটির পিছনে লাগিয়া গিয়াছে। অত:পর তাহারা পরামর্শ ক্রমে মুত্তালিব নামক এক

ব্যক্তিকে আবূ তালিবের নিকট প্রেরণ করিল। সে গিয়া বলিল যে, আপনার গোত্রের মুরুব্বী ও নেতাগণ আপনার সহিত কথা বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, তাহাদিগকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া আস।

তাহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, হে আবূ তালিব! আপনি আমাদের মুরুব্বী ও নেতা। আপনার ভ্রাতৃষ্পুত্রের ব্যাপারে আমাদের প্রতি একটু সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। আমাদের উপাস্যগণের সমালোচনা ও গালমন্দ করা হইতে তাহাকে বারণ করুন এবং আমরাও তাহার এবং তাহার মা'বুদের সমালোচনা পরিহার করিয় চলিব। ইহাতে আবূ তালিব ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রাসূলে করীম (সা) তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন ঃ

"ভাতিজা! ইহারা তোমার গোত্রের মুরুব্বী ও নেতা-মাতব্বর। তাহারা তোমার নিকট প্রত্যাশা করিতেছেন যে, তুমি তাহাদের উপাস্যগণের সমালোচনা ও দোষারোপ করা হইতে বিরত থাকিবে এবং তাহারাও তোমার এবং তোমার মা'বুদের বিরোধিতা পরিহার করিয়া চলিবে।"

রাসূলে করীম (সা) বলিলেন, "চাচাজান! আমি কি তাহাদিগকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করিব না?" তিনি বলিলেন, "কিসের প্রতি তাহাদিগকে তুমি আহ্বান জানাও?" নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ "আমি তাহাদিগকে এমন একটি কালেমার (বাক্যের) প্রতি আহ্বান জানাইতেছি, যাহা গ্রহণ করিলে উহার বিনিময়ে সারা আরববাসী তাহাদের করতলগত হইয়া যাইবে এবং অনারবগণ তাহাদের অধীন হইয়া পড়িবে"। অভিশপ্ত আবূ জেহেল বলিয়া উঠিল, উহা কি? জাতির সামনে প্রকাশ কর। তোমার পিতার শপথ! তোমার বক্তব্যের মর্ম এবং উহার দশগুণ দান করিব। আল্লাহর রাসূল (সা) বলিলেন ঃ "তোমরা বলিবে, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই।" ইহাতে তাহারা বিরক্ত হইল এবং বলিল, উহা ব্যতীত অন্যকিছু আব্দার কর। তিনি বলিলেন, তোমরা যদি আকাশের সূর্যও আমার হস্তে অর্পণ কর, তবুও আমি উহা ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করিব না। অতঃপর তাহরা ক্রোধান্বিত হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া পড়িল আর বলিয়া চলিল যে, আল্লাহর শপথ! আমরা তোমাকে এবং তোমার যে মা'বুদ অনুরূপ কাজের জন্য নির্দেশ দিয়াছে, তাহাকে অবশ্যই গাল-মন্দ করিব। তাহাদের এই বক্তব্যের সারমর্মই পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে–

وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰى اٰلِهَتِكُمْ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ ـ

উপরোক্ত শানে নুযূল ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীরের বর্ণনায় ইহাও রহিয়াছে যে, যখন নেতাগণ চলিয়া গেল, তখন রাসূলে করীম (সা) আপন চাচাকে কালেমার প্রতি আহ্বান করিলেন; কিন্তু তিনি উহাকে

প্রত্যাখান করিয়া বলিলেন, আমার মুরুব্বীদের ধর্মের উপরই ঠিক থাকিলাম। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হইল ঃ إِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ তুমি যাহাকে ভালবাস তাহাকেই সত্যপথের অনুসারী করিতে পারিবে না।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব ও ইবন অকী' (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালিব অসুস্থ হইয়া পড়িলে আবূ জেহেলসহ কুরাইশের একদল নেতৃস্থানীয় লোক তাহার নিকট আসিল আর বলিল, আপনার ভাতিজা আমাদিগকে গালমন্দ করিয়া থাকে এবং এমন এমন কাজ ও এই এই কথা বলিয়া থাকে। আপনি তাহাকে ডাকাইয়া উহা হইতে নিষেধ করিলে ভাল হইত। সুতরাং আবূ তালিব রাসূলে করীম (সা)-কে ডাকাইয়া আনিলেন। রাসূলে করীম (সা) যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহাদের এবং আবূ তালিবের মাঝখানে কেবল একজন লোক বসার মত স্থান খালি ছিল। আবূ জেহেলের আশংকা হইল যে, যদি রাসূলুল্লাহ (সা) এই শূন্যস্থানে আবূ তালিবের নিকট গিয়া বসিয়া পড়েন, তাহা হইতে তাঁহার প্রতি আবূ তালিবের হৃদয় নম্র হইয়া পড়িবে। তাই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া উক্ত শূন্যস্থানে বসিয়া পড়িল। কাজেই আল্লাহর রাসূল (সা) চাচার নিকটবর্তী হইয়া বসিবার স্থান না পাইয়া দরজার পাশে বসিয়া পড়িলেন। আবূ তালিব তাঁহাকে বলিলেন, "ভাতিজা! তোমার গোত্রের লোকদের কথা শুনিয়াছ কি? তাহারা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন এবং মনে করিতেছেন যে, তুমি তাহাদের উপাস্যগণের সমালোচনা করিয়া থাক আর এই-সেই কথা বলিয়া থাক"। তাহারা নিজেরাও কিছু বক্তব্য রাখিল।

অত:পর রাসূলে করীম (সা) বলিলেন ঃ "চাচাজান! আমি তাহাদিগকে একটি মাত্র কালিমার প্রতি আহ্বান করিতেছি, উঁহা বলিলে তাহার বিনিময়ে সমগ্র আরববাসী তাহাদের অধীন হইয়া যাইবে এবং অনারবগণ কর প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।" তাঁহার বক্তব্য শুনিয়া তাহারা ঘাবড়াইয়া গেল এবং বলিল, একটিমাত্র কালিমা! হ্যাঁ তোমার আব্বার শপথ! দশবার মানিয়া লইব। এই কালেমাটি কি? আবূ তালিবও বলিলেন, এই কালেমাটি কি? ভাতিজা! তিনি বলিলেন, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ। ইহাতে তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া কাপড় ঝারিতে ঝারিতে উঠিয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلٰهًا وَّاحِدًا ؕ إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ এই ঘটনা উল্লেখপূর্বক এখান হইতে بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ পর্যন্ত অবতীর্ণ হইল। উপরোক্ত বর্ণনার শাব্দিক দিকটা আবূ কুরাইব (র) হইতে বর্ণিত। অনুরূপ ইমাম আহমদ ও নাসায়ী ..... আব্বাদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী, নাসায়ী ইবন আবূ হাতিম ও ইবন জারীর (র) প্রমুখ সকলেই তাহাদের তাফসীর গ্রন্থসমূহে সুফিয়ান সওরী (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিরমিযী উহাকে 'হাসান' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

مَاسَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) আমাদিগকে যে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করিতেছেন, এইরূপ আহ্বান আমরা পূর্ববর্তী মিল্লাতে শুনি নাই।

মুজাহিদ, কাতাদাহ, আবূ যায়দ (র) বলেন, পূর্ববর্তী মিল্লাত বলিতে তাহারা কুরাইশগণের ধর্ম বুঝাইত। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব ও সুদ্দী (র) প্রমুখ ইহার অর্থ খৃস্টান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার অর্থ খৃস্টানগণ। তাহারা বলিত, যদি এই কুরআন সত্য হইত, তবে উহা সম্বন্ধে আমাদিগকে খৃস্টানগণ সংবাদ দিত।

اِنْ هٰذَا اِلاَّ اخْتِلاَقٌ মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ বলেন, অর্থৎ ইহা মিথ্যা বৈ কিছুই নহে। ইব্ন আব্বাস (রা) اخْتِلاَقٌ। অর্থ 'মনগড়া' বলিয়াছেন।

ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا অর্থাৎ তাহাদের সকলের মধ্য হইতে নবী করীম (সা)-কে কুরআন অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করিয়া লওয়াকে তাহারা অসম্ভব মনে করিত।

যেমন অন্যত্র আছে, তাহারা বলিত ঃ

لَوْ لاَ نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ-

দুইটি বৃহৎ জনপদ হইতে কোন একজনের উপর এই কুরআন কেন অবতীর্ণ করা হইল না? অপর আয়াতে আছে ঃ

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ؟ نَحْنُ قَسَمْنَابَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ-

ইহারা কি আপনার প্রতিপালকের রহমতকে (স্বীয় মতানুযায়ী) বন্টন করিতে চাহিতেছে? পার্থিব জীবনে তো তাহাদের জীবিকা আমিই বন্টন করিয়া রাখিয়াছি। অথচ (সেই বন্টনের ব্যাপারে) আমি তাহাদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া রাখিয়াছি।

যখন তাহারা মূর্খতা ও স্বল্পবুদ্ধিমত্তার কারণে তাহাদের মধ্য হইতে একজনের উপর কুরআন অবতীর্ণ করাকে অসম্ভব বলিয়া মন্তব্য করিতে লাগিল, তখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ

بَلْ لَمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ অর্থাৎ যেহেতু তাহাদের এই উক্তির সময় পর্যন্ত শাস্তির স্বাদ ভোগ করে নাই, এই জন্যই অনুরূপ বক্তব্য রাখিতেছে। তাহাদের এই বক্তব্য ও মিথ্যা প্রতিপাদন করার ফল অচিরেই জানিতে পারিবে; যেদিন তাহাদিগকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে নির্দয়ভাবে লইয়া যাওয়া হইবে।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিতেছেন যে, তিনি সকল সৃষ্টির উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন যে বিষয়ে ইচ্ছা করেন, তখনই উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। যাহাকে ইচ্ছা দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা সম্মান প্রদান ও যাহাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। সৎপথ প্রদর্শন ও পথভ্রষ্ট করা, যাহার অন্তরে ইচ্ছা রূহ সঞ্চালন করা তাঁহারই ক্ষমতাধীন। তিনি যাহার অন্তরে কুফরীর মোহর অংকন করিয়াছেন, তাহাকে হেদায়েত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তাহার কাজে বিন্দুমাত্রও হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি কাহারও নাই। নবী-রাসূল হওয়ার জন্য কে যোগ্য, কে অযোগ্য, এই ব্যাপার নিয়া কাফেরগণের অনধিকার চর্চার প্রতিবাদে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ অর্থাৎ আপনার প্রতিপালক; যাহার কোন কর্মে কাহারও কোন হস্তক্ষেপ চলেনা, যিনি যাহাকে যাহা ইচ্ছা দান করেন,তাহার রহমতের (দয়ার) ভাণ্ডার কি তাহাদের নিকট রহিয়াছে? উক্ত আয়াতটি নিম্নবর্তী আয়াতসমূহের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ–

أَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لاَّيُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَاأٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرَاهِيْمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنَاهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا - فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّعَنْهُ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا -

তবে কি তাহাদের নিকট রাজত্বের কিছু অংশ রহিয়াছে? এইরূপ হইলে তো তাহারা লোকদিগকে সামান্য বস্তুও দিত না। নাকি তাহারা অন্য লোকদের (যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি হিংসায় জ্বলিয়া মরিতেছে ঐ সমস্ত বস্তুর দরুন, যাহা আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। আমিতো (ইতিপূর্বে) ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাব ও জ্ঞান দান করিয়াছি, আর আমি ইহাদিগকে সুবিশাল রাজ্যও প্রদান করিয়াছি। অনন্তর তাহাদের কেহ কেহ তো উহার প্রতি ঈমান আনিল, আর কেহ কেহ এমনও ছিল যে, উহা হইতে বিমুখ রহিল এবং দোযখের জলন্ত অগ্নি (-র শাস্তি তাহাদের জন্য) যথেষ্ট।

অপর আয়াতে আছে ঃ

قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا -

আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডারসমূহের অধিকারী হইতে, তবে তোমরা খরচের ভয়ে অবশ্যই হাত গুটাইয়া রাখিতে। বস্তুত: মানুষ হইতেছে বড়ই সংকীর্ণমনা।

মানুষের মধ্য হইতে রাসূল প্রেরণকে যখন তাহারা প্রত্যাখ্যান করিল, তখনই উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। যেমন সালেহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপরে বলা হইয়াছে যে, তাহারা বলিত ঃ

أَأُلْقِيَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ۔

আমাদের মধ্য হইতেই কি একজনের প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হইল? বরং সে দুর্দান্ত মিথ্যাবাদী। (আল্লাহ্ বলিতেছেন) অতি নিকটবর্তী আগামী দিনগুলিতেই তাহারা জানিতে পারিবে, কে দুর্দান্ত, মিথ্যাবাদী।

أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوْا فِي الْأَسْبَابِ۔ অর্থাৎ যদি আকাশ পৃথিবী ও উহাদের মধ্যবর্তী সবকিছুর সার্বভৌম ক্ষমতা তাহাদের হস্তে হইয়া থাকে, তবে যেন তাহারা সিঁড়ি লাগাইয়া আকাশে উঠিয়া যায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, কাতাদাহ (র) প্রমুখ فَلْيَرْتَقُوْا فِي الْأَسْبَابِ এর অর্থ বলেন, আকাশের পথসমূহ। যাহ্হাক (র) বলেন, ইহার অর্থ তাহারা যেন সপ্তম আকাশে আরোহণ করে।

جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ অর্থাৎ এই সকল মিথ্যা প্রতিপাদনকারী লোকজন, যাহারা দাম্ভিকতা ও শত্রুতায় লিপ্ত, তাহারা অতি সত্বর পরাজিত হইবে এবং তাহাদের পূর্ববর্তী মিথ্যা প্রতিপাদনকারীগণের মতই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। যেমন কুরআনের অন্যত্র আছে ঃ

أَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ۔

তাহারা বলিতেছে যে, আমরা সকলেই সাহায্যপ্রাপ্ত হইব। অচিরেই দলটি পরাজিত হইবে এবং পিছনের দিকে পলায়ন করিবে। বদরের দিন উহা বাস্তবায়িত হইয়াছিল।

কুরআনে আছে ঃ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ

বরং কিয়ামত তাহাদের জন্য প্রতিশ্রুত রহিয়াছে, আর কিয়ামত বড় কঠোর ও তিক্তকর।

(١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ۝

(١٣) وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّأَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ ۚ أُولٰٓئِكَ الْأَحْزَابُ ۝

(١٤) إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝

(১৫) وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝

(১৬) وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝

(১৭) اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝

১২. ইহাদিগের পূর্বেও রাসূলদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল; নূহের সম্প্রদায়, আ'দ ও বহু শিবিরের অধিপতি ফিরআওন;

১৩. ছামূদ, লূত সম্প্রদায় ও আইকার অধিবাসী; উহারা ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী।

১৪. উহাদিগের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে। ফলে উহাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি হইয়াছে বাস্তব।

১৫. ইহারা তো অপেক্ষা করিতেছে একটিমাত্র প্রচন্ড নিনাদের, যাহাতে কোন বিরাম থাকিবে না।

১৬. ইহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! বিচার দিবসের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদিগকে শীঘ্রই দিয়া দাওনা।

১৭. ইহারা যাহা বলে তাহাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং স্মরণ করুন,আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা, সে ছিলো অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী।

তাফসীর ঃ নবী-রাসূলদিগকে মিথ্যা প্রতিপাদন ও তাঁহাদের বিরোধিতার প্রতিফল স্বরূপ পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে শাস্তিদান সম্বলিত সংবাদ ইতিপূর্বে বিভিন্নস্থানে অতিবাহিত হইয়াছে। এখানে তাহাদের নাম উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, اُولٰئِكَ الْاَحْزَابُ অর্থাৎ তাহারা তোমাদের চেয়ে সংখ্যায়, শক্তিতে ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে অধিক ছিল। এতদসত্ত্বেও যখন আল্লাহ্র শাস্তি নামিয়া আসিল, তখন কোন কিছুই তাহাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করিতে পারিল না।

اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ। নবী-রাসূলদিগকে মিথ্যা প্রতিপাদন করাকেই তাহাদিগকে ধ্বংসের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে, তাহারা যেন যথাযথভাবেই অনুরূপ কার্য হইতে বিরত থাকে।

وَمَا يَنْظُرُ هٰؤُلَاءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ইমাম মালিক (র) যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ একটিবার মাত্র ধ্বনি হইবে; দ্বিতীয় ধ্বনি-প্রতিধ্বনিও হইবে না। অল্প সময়ের মধ্যেই আচম্বিতে উহা (কিয়ামত) আসিয়া উপস্থিত হইবে। উহার পূর্ব লক্ষণসমূহ ইতিমধ্যেই আগমন করিয়াছে। আর এই ধ্বনিটি

আল্লাহ্র নির্দেশে ইসরাফীল (আ) কর্তৃক লাগাতার দীর্ঘ সময় ব্যাপী ভয়ানক শব্দ। ইহাতে আকাশ পৃথিবীর সকলই ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে। তবে আল্লাহ যাহাকে ভীতি মুক্ত রাখিবেন তাহারা উহা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

قَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ অর্থাৎ মুশ্‌রিকগণ বলিত, হে আমাদের প্রভু! যদি আমরা মিথ্যাবাদী হইয়া থাকি, তবে আমাদের উপর তোমার কথিত শাস্তি বিচার দিবসের পূর্বে অতিশীঘ্রই নাযিল করনা কেন? قطٌ অর্থ কিতাব, আবার কাহারও মতে অংশ, হিস্‌সা। ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, যাহহাক, হাসান (র) প্রমুখ বলিয়াছেন, তাহারা শাস্তির তড়িৎ আগমন কামনা করিত। কাতাদাহ (র) উহার মর্ম বর্ণনায় নিম্নবর্তী আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ-

হে আল্লাহ্! যদি তোমার পক্ষ হইতে ইহাই সত্য হইয়া থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ হইতে শিলা বর্ষণ কর অথবা কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ কর।

কেহ বলিয়াছেন ঃ তাহারা বলিত, যদি জান্নাতের অস্তিত্ব থাকিয়া থাকে, তবে যেন জান্নাত হইতে তাহাদের প্রাপ্য অংশটুকু শীঘ্রই দিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা পৃথিবীতে উহা ভোগ করিতে পারে।

উহা তাহাদের নিকট অসম্ভব ও অসম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই বদ্ধমুল ধারণা ছিল। সেই জন্য তাহারা এই কথা বলিয়াছে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, তাহারা ভাল-মন্দ যাহা পাওয়ার উপযুক্ত, উহা যেন পৃথিবীতেই শীঘ্র প্রদান করা হয়, তাহা কামনা করিত। এই ব্যাখ্যাটি উত্তম। যাহহাক এবং ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদের বক্তব্যও অনুরূপ।

যেহেতু তাহারা উহা উপহাস ও অসম্ভব মনে করিয়া বলিত, তাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সা)-কে তাহাদের প্রদত্ত কষ্টে ধৈর্য ধারণ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন এবং উহার বিনিময়ে সাহায্য, সফলতা ও পরকালের পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়াছেন।

(١٨) اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۙ

(١٩) وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ؕ كُلٌّ لَّهٗۤ اَوَّابٌ ○

(٢٠) وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ○

১৮. আমি নিয়োজিত করিয়াছিলাম পর্বতমালাকে, ইহারা সকাল-সন্ধ্যায় তাঁহার সহিত আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিত,

১৯. এবং সমবেত বিহঙ্গ কুলকেও; সকলেই ছিল তাহার অভিমুখী।

২০. আমি তাহার রাজ্যকে সুদৃঢ় করিয়াছিলাম এবং তাহাকে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও ফায়সালাকারী বাগ্মিতা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল দাউদ (আ) সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তিনি ছিলেন اَلْاَيْدِ (আল আইদ) সম্পন্ন। আইদ অর্থ জ্ঞান ও কর্মে শক্তি রাখা। ইব্ন আব্বাস (রা) সুদ্দি ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, আল-আইদ অর্থ শক্তি। ইব্ন যায়দ ইহার প্রসঙ্গে নিম্নবর্তী আয়াত পাঠ করিয়াছেন ঃ

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ-

আমি আকাশকে (নিজ) কুদরতে সৃষ্টি করিয়াছি। আর আমি বিশাল ক্ষমতাশালী।

মুজাহিদ (র) বলেন, আল-আইদ অর্থ আনুগত্যে (এবাদতে) শক্তি। কাতাদাহ (র) বলিয়াছেন, দাউদ (আ)-কে এবাদত কর্মে শক্তিমান ও ইসলামের ব্যাপারে বুদ্ধিমান করা হইয়াছিল।

আমাদের নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রাসূলে করীম (সা) রাত্রের এক তৃতীয়াংশ সালাতে কাটাইতেন এবং বছরের অর্ধেক সময় সাওম পালন করিতেন। ইহা সাহীহাইনে বর্ণিত আছে। যেমন– রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "আল্লাহর নিকট প্রিয়তম দাউদ (আ)-এর সালাত এবং অধিকতর পসন্দনীয় সাওম হইল দাউদ (আ) এর মত সাওম পালন করা। তিনি (এইভাবে রাত্রি যাপন করিতেন যে) রাত্রের অর্ধেকাংশ ঘুমাইতেন, এক তৃতীয়াংশ সালাত আদায় করিতেন, আবার এক ষষ্ঠমাংশ ঘুমাইতেন। একদিন সাওম পালন করিতেন এবং একদিন সাওম পালন করিতেন না। তিনি শত্রুর সহিত মুখামুখী হইলে পলায়ন করিতেন না, আর তিনি ছিলেন তাঁহার প্রভু-অভিমুখী। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সকল কাজে আল্লাহর আদেশের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ।

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পর্বতমালাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে ও শেষ বেলা আল্লাহর তাস্বীহ (পবিত্রতা ও মহিমা) পাঠ করার জন্য। যেমন অন্যত্র আছে ঃ يَاجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهُ وَالطَّيْرَ হে পর্বতমালা! তাহার (দাউদের) সহিত পুনঃ পুনঃ তাস্বীহ্ পাঠ কর এবং পক্ষীকুলকেও আমি নির্দেশ দিলাম।

তেমনিভাবে পক্ষীকুলও তাঁহার সহিত তাস্বীহ পাঠ করিত এবং তিনি পুনর্বার পাঠ করিলে তাহারাও তাঁহার অনুকরণ করিত। একদা পাখী তাঁহার সহিত চলিতেছিল, তিনি শূন্য আকাশে বায়ুর মধ্যে পক্ষীকে তাস্বীহ পাঠ করিতে শুনিলেন। তখন 'যাবুর' আবৃত্তি করিতেছিলেন। পাখীগুলো তিলাওয়াতের কারণে সম্মুখপানে অগ্রসর হইতে

পারিতেছিল না এবং থামিয়া যাইতেছিল। সুউচ্চ পর্বত-মালাও তাঁহার অনুসরণে তাস্‌বীহ্ পাঠ করিতেছিল।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হানী (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে করীম (সা) মক্কা বিজয়ের দিবসে আট রাকাত চাশতের (দ্বি-প্রহরের পূর্বে) সালাত আদায় করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহাতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, এই সময়ে একটি সালাত আছে, যাহার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ সকাল-সন্ধা তাসবীহ পাঠ করে।

অত:পর ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, যাইদ ইবন আবূ আরুবা ইবন মুতাওক্কিল (র).....আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস নাওফেল্ হইতে যথাক্রমে আইয়ুব ইব্‌ন সাফ্‌ওয়ান; আবূ আব্দুল্লাহ ইবন হারিস ইবন নাওফল (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) (প্রথম দিকে) চাশতের সালাত আদায় করিতেন না। তিনি (আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হারিস) বলেন, সুতরাং আমি তাঁহাকে উম্মে হানী (রা)-এর নিকট লইয়া গেলাম এবং বলিলাম, আপনি আমাকে যে সংবাদটি দিয়াছেন, উহা তাঁহার নিকটও বর্ণনা করুন। অতঃপর তিনি (উম্মে হানি) বলিলেন, মক্কা বিজয়ের দিবসে রাসূলে করীম (সা) আমার গৃহে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর পেয়ালার ঢালা পানি তলব করিলেন এবং একটি কাপড় চাহিয়া নিয়া আমার এবং তাঁহার মধ্যে পর্দা করিয়া লইলেন ও সেখানে গোসল করিলেন। অতঃপর গৃহের এক কোণায় যাইয়া আট রাকাত চাশতের সালাত আদায় করিলেন। উহার কিয়াম (দাঁড়ানো) রুকু, সিজ্‌দাহ ও বৈঠক সমূহ প্রায় সমান সমান সময় ব্যাপী ছিল। (উহা শ্রবণ করতঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন যে, দুই মলাটের মধ্যবর্তী সবকিছু (পূর্ণ কুরআন মজিদ) পাঠ করিয়াছি, কিন্তু সালাতুজ্জোহার (চাশতের সালাত) সন্ধান পাই নাই। কিন্তু এখন বুঝিতে পারিলাম যে, يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ (এই আয়াতে আছে)। আমি ইতিপূর্বে বলিতাম, সালাতুল ইশ্‌রাকের উল্লেখ কোথায়? ইহার পর হইতে তিনি বলিতেন, সালাতুল ইশ্‌রাক আছে। (এখানে সালাতুল ইশ্‌রাক অর্থ চাশতের সালাত ধরা হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে চাশ্‌ত ও ইশ্‌রাক যদিও আলাদা দুইটি সালাত, কিন্তু উভয়কে ইশরাক বলা যায়)।

وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً অর্থাৎ যে সকল পক্ষী বায়ুতে আবদ্ধ।

كُلٌّ لَّهُ اَوَّابٌ অর্থাৎ সবকিছুই অনুগত, তাঁহার সহিত তাস্‌বীহ্ পাঠ করে। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, কাতাদাহ ও মালিক সকলেই যায়দ ইব্‌ন আস্‌লাম ও ইব্‌ন যায়দ (রা) বর্ণনা করেন كُلٌّ لَّهُ اَوَّابٌ অর্থ অনুগত।

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ অর্থাৎ রাজ্যসমূহ যে সকল বিষয়ের মুখাপেক্ষী থাকে, উহার সবকিছু দ্বারা আমি তাঁহার রাজ্যকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম। ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ (র)

মুজাহিদ (রা) হইতে বলেন ঃ পৃথিবীর অন্যান্য শাসকের তুলনায় তিনি ছিলেন সবচেয়ে অধিকতর শক্তি সম্পন্ন। সুদ্দী (র) বলেন ঃ প্রতিদিন চার সহস্র রক্ষী তাঁহার হেফাজতে নিয়োজিত থাকিত। কোন পূর্ববর্তী ব্যক্তি বলিয়াছেন, আমার কাছে বর্ণনা পৌছিয়াছে যে, তাঁহাকে [(দাঈদকে (আ)] প্রতি রাত্রে তেত্রিশ হাজার রক্ষী রক্ষণাবেক্ষণ করিত। আগামী বছর তাহাদের পালা পুনরায় ফিরিয়া আসিত না। অন্যরা বলিয়াছেন ঃ চল্লিশ হাজার সশস্ত্র বাহিনী তাঁহার রক্ষী ছিল।

ইব্‌ন জারীর ও ইবন আবূ হাতিম (র) উলবা ইবন আহমর (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাউদ (আ)-এর দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করিল যে, সে আমার একটি গরু জোরপূর্বক লইয়া গিয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা প্রত্যাখান করিল, অথচ বাদীর নিকট কোন সাক্ষী ছিল না। তিনি তাহাদের বিষয়টি পিছাইয়া দিলেন। বাদীকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহাকে রাত্রে স্বপ্নে আদেশ করা হইল। যখন দিবা হইল তখন উভয়কে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বাদীকে হত্যা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। সে বলিল, হে আল্লাহর নবী! আমাকে কোন্ অপরাধে আপনি হত্যার নির্দেশ দিলেন? অথচ সে আমার গরু ছিন্‌তাই করিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, তোমাকে কতল করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করিয়াছেন। কাজেই আমি অবশ্যই তোমাকে কতল করিব। সে বলিল, হে আল্লাহর নবী! আমি আপনার নিকট যে দাবী লইয়া আসিয়াছি, উহাতে আমি সম্পূর্ণ সত্য। এই বিষয়ের জন্য আল্লাহ আমাকে হত্যার আদেশ দেন নাই। তবে এই লোকটির পিতার সহিত আমার শত্রুতা ছিল। এই জন্য আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছিলাম। এই ঘটনাটি কেহ জানিত না। অতঃপর দাঈদ (আ)-এর নির্দেশে ঐ লোকটিকে হত্যা করা ইহল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহাতে বনী ইসরাঈলের অন্তরে তাঁহার প্রভাব ও ভীতি বাড়িয়া গেল। ইহারাই মর্ম হইল ঃ

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ (আমি তাঁহার রাজ্য সুদৃঢ় করিয়া দিলাম।)

وَاٰتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ মুজাহিদ (র) বলেন, হেকমাত অর্থ বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা।

একদা বলিয়াছেন, ইহার অর্থ ন্যায় বিচার। কখনও বলিয়াছেন, ইহার অর্থ সিদ্ধান্তে সঠিকতা। কাতাদাহ (র) ইহার অর্থ বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র কিতাব এবং ইহাতে যাহা কিছু আছে উহার অনুসরণ করা। সুদ্দি (র) বলেন, হেকমাত অর্থ নবুওয়াত (নবী হওয়া)।

وَفَصْلَ الْخِطَابِ কাজী শুরাইহ্ ও শা'বী (র) বলেন, ইহার অর্থ সাক্ষী ও কসম। কাতাদাহ (র) বলেন, বাদীর পক্ষে দুই সাক্ষী পেশ অথবা বিবাদীর উপর কসম প্রদান করা; উহাই فَصْلَ الْخِطَابِ অনুরূপ পদ্ধতিইতেই নবী-রাসূলগণ বিচার মীমাংসা করিয়াছেন। অথবা তিনি বলিয়াছেন, মু'মিন ও সৎলোকগণ মীমাংসা করিয়াছেন।

কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতের ফয়সালার পদ্ধতি ইহাই। আবূ আবদুর রহমান সুলমী (র) ও এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। মুজাহিদ ও সুদ্দি (র) বলিয়াছেন, বিচারে বুদ্ধিমত্তা ও সঠিকতায় পৌঁছার ব্যবস্থা ইহাই। মুজাহিদ (র) ইহাও বলিয়াছেন যে, কথা এবং আদেশ দানে উহাই চূড়ান্ত ব্যবস্থা এবং ইহার অধীনে সবকিছুর সমাধান সম্ভব। ইব্‌ন জারীর (র) ইহাই গ্রহণ করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, উমর ইব্‌ন শায়ব নুসাইরী (র) ..... আবূ মুসা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম দাঊদ (আ)ই أَمَّا بَعْدُ (অতঃপর, সবকিছুর পর) ব্যবহার করিয়াছেন। আর উহাই فَصْلَ الْخِطَابِ তেমনিভাবে শা'বীও বলিয়াছেন فَصْلَ الْخِطَابِ হইল أَمَّا بَعْدُ

(٢١) وَهَلْ أَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝

(٢٢) إِذْ دَخَلُوا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلٰى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝

(٢٣) إِنَّ هٰذَا أَخِيْ ۟ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ ۟ فَقَالَ أَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ ۝

(٢٤) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلٰى نِعَاجِهٖ ۖ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوٗدُ أَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّأَنَابَ ۩ ۝

(٢٥) فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ۚ وَإِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝

২১. তোমার নিকট বিবদমান লোকদিগের বৃত্তান্ত পৌছিয়াছে কি? যখন উহারা প্রাচীর ডিঙাইয়া আসিল ইবাদত খানায়;

২২. এবং দাউদের নিকট পৌঁছিল, তখন তাহাদিগের কারণে সে ভীত হইয়া পড়িল। উহারা বলিল, ভীত হইবেন না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ– আমাদিগের

একে অপরের উপর যুলুম করিয়াছে, অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন; অবিচার করিবেন না এবং আমাদিগকে সঠিক পথ নির্দেশ করুন।

২৩. এ আমার ভাই, ইহার আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। তবুও সে বলে, আমর জিম্মায় এটি দিয়া দাও; এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছে।

২৪. দাঊদ (আ) বলিল, তোমার দুম্বাটিকে তাহার দুম্বার সহিত যুক্ত করিবার দাবী করিয়া সে তোমার প্রতি যুলুম করিয়াছে। শরীক দিগের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করিয়া থাকে, করে না কেবল মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তাহারা সংখ্যায় স্বল্প। দাঊদ (আ) বুঝিতে পারিল, আমি তাহাকে পরীক্ষা করিলাম। অত:পর সে তাঁহার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং নত হইয়া লুটাইয়া পড়িল ও তাঁহার অভিমুখী হইল।

২৫. অত:পর আমি তাঁহার ত্রুটি ক্ষমা করিলাম। আমার নিকট তাহার জন্য রহিয়াছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

তাফসীর ঃ এই আয়াতগুলি প্রসঙ্গে মুফাস্সিরগণ একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার অধিকাংশ ইস্রাঈলী সূত্র হইতে প্রাপ্ত। অনুসরণযোগ্য একটি হাদীসও নিষ্কলুষ প্রমাণিত নাই। ইব্ন আবূ হাতিম এখানে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সূত্রটিও বিশুদ্ধ নয়। কেননা, ঐ হাদীসটি ইয়াযীদ রুক্কাশী (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইয়াযীদ যদিও একজন নেকলোক, কিন্তু হাদীসের ইমামগণের নিকট তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। কাজেই এই ঘটনাটি কেবল উল্লেখ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। এবং ইহার সত্য -মিথ্যার জ্ঞান আল্লাহর উপর ন্যাস্ত করাই উত্তম। কুরআন মজীদ এবং উহার অন্তর্ভুক্ত সবকিছুই সত্য ও সঠিক।

فَفَزِعَ مِنْهُمْ তিনি এই জন্যই ভীত হইয়া গেলেন যে, তিনি যখন মেহরাবে (এবাদত খানায়) ছিলেন যাহা তাঁহার বাড়ীর সর্বোচ্চ ঘর ছিল। এবং ঐদিন কেহই যেন তাঁহার কাছে না যায়, সেই নির্দেশ জারী করিয়াছিলেন। সেখানে কাহারও প্রবেশ লক্ষণ বুঝিতে পারেন নাই, কেবল দুইজন লোক ব্যতীত। তাহারা দেওয়াল টপকাইয়া তাঁহার নিকট পৌছিল। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তাহারা নিজেদের বিবাদটি মীমাংমার জন্য তাঁহার দরবারে মেহ্রাবেই উপস্থিত হইল।

وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ অর্থাৎ কথা-বার্তায় সে আমার উপর বল প্রয়োগ করিয়াছে। যখন কেহ কথার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন ও প্রভাব বিস্তার করে, তখন আরবীতে عَزَّيَعِزُّ এইরূপ শব্দ বলা হয়। وَظَنَّ دَاوُدُ اَنَّمَا فَتَنَّهُ আলী ইবন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন আবূ তাল্হা বর্ণনা করিয়াছেন فَتَنَّهُ অর্থ আমি তাহাকে পরীক্ষা করিলাম।

وَخَرَّ رَاكِعًا অর্থ سَاجِدًا সিজদারত, অবনত মস্তকে।

وَأَنَابَ আল্লাহ্ অভিমুখী হইলেন। ইহার মর্ম ইহাও হইতে পারে যে, প্রথমে রুকু করেন এবং পরে সিজদায় চলিয়া যান। ইহাও বর্ণিত আছে যে, তিনি চল্লিশ প্রভাত একাধারে সিজ্দায় ছিলেন।

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكَ অর্থাৎ, حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ সাধারণত: নেক লোকদের যে সব কাজ ভাল বলিয়া বিবেচনা করা হয় সেগুলিই নৈকট্য লাভকারীদের জন্য মন্দ বলিয়া গণ্য হয়। এই জাতীয় যাহা কিছু তাঁহার পক্ষ হইতে সংঘটিত হইয়াছিল আমি উহা ক্ষমা করিয়া দিলাম।

সূরা ص (সাদ) এ উল্লেখিত সিজ্দার আয়াতে সিজ্দা করা ওয়াজিব (আবশ্যিক) কি, না ইহা লইয়া ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। শাফিঈ মাযহাবের দুই মতের মধ্যে নূতন মতানুযায়ী উহা আবশ্যিক সিজ্দার অন্তর্ভুক্ত নহে। বরং ইহা কৃতজ্ঞতার সিজদাহ। (سَجْدَةُ الشُّكْرِ) এবং উহার পক্ষে দলীল হইল নিম্নবর্তী হাদীস।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসমাঈল ইব্ন উলাইয়্যা (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা ص এর সিজ্দা আবশ্যিক নয়, তবে আমি রাসূলে করীম (সা)-কে এই আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা করিতে দেখিয়াছি। বুখারী,আবূদাউদ, তিরমিযী (র) ইমাম নাসাঈ তাঁহার কিতাবের তাফ্সীর অধ্যায়ে আইয়ূব (র) হইতে উক্ত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী উহাকে হাসান ও সহীহ বলিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, ইবরাহীম ইবন হাসান মিকসামী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী করমী (সা) সূরা ص এ সিজ্দাহ্ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "দাউদ (আ) এখানে সিজ্দাহ্ করিয়াছিলেন তওবা স্বরূপ; আর আমরা এই আয়াতে সিজ্দাহ্ করি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ।" ইহা কেবলমাত্র ইমাম নাসাঈ (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার সূত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ সকলেই বিশ্বস্ত। হাফিজ আবূল হাজ্জাজ মিয্যী (র) বলেন, আবূ ইসহাক মাদারিজী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা)-এর খেদমতে হাজির হইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, "আমি যেন একটি বৃক্ষের পিছনে সালাত আদায় করিতেছি। আমি সিজ্দার আয়াত পড়িলাম এবং সিজ্দাহ্ করিলাম। বৃক্ষটিও আমার সহিত সিজ্দাহ্ করিল। আর তাহাকে সিজ্দাহ্রত অবস্থায় বলিতে শুনিলাম, হে আল্লাহ্! ইহার বিনিময়ে তোমার নিকট আমার জন্য পুরস্কার লিখিয়া দাও, ইহাকে তোমার দরবারে আমার জন্য ভাণ্ডার বানাইয়া লও, ইহার বিনিময়ে আমার পাপের বোঝা সরাইয়া দাও এবং তোমার বান্দা দাউদ (আ) হইতে যেভাবে কবুল করিয়াছিলে, আমার পক্ষ হইতেও তেমনিভাবে উহা কবুল কর"।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, অত:পর দেখিলাম, “রাসূল করীম (সা) দাঁড়াইয়া গেলেন এবং সিজ্‌দাহ্‌রত আয়াত পাঠ করিলেন ও সিজ্‌দাহ করিলেন।” আমি রাসূলে করীম (সা)-কে সিজ্‌দাহর অবস্থায় উহাই বলিতে শুনিয়াছি, যাহা ঐ বৃক্ষ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে। তিরমিযী (র) কুতাইবা (র) হইতে ও ইব্‌ন মাজা (র) আবূ বকর ইব্‌ন খাল্লাদ (র) হইতে এবং তাঁহারা উভয়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন খুনাস (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ইমাম তিরমিযী ইহাকে গরীব (অপ্রসিদ্ধ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এই হাদীস পাই নাই। ইমাম বুখারী (র) উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) ..... আওয়াস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সূরা ص এর সিজ্‌দাহ্‌ সম্পর্কে মুজাহিদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের ভিত্তিতে আপনি সিজদা করেন? তিনি বলিলেন, তুমি কি পড় নাই وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ এবং أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ যে সকল নবীর অনুসরণ করার জন্য তোমাদের নবীকে নিদেশ প্রদান করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে দাউদ (আ) একজন। এখানে তাঁহার সিজ্‌দাহ করার কথা উল্লেখ আছে, তাই রাসূলে করীম (সা) এখানে সিজ্‌দা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি একদা স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি সূরা ص লিখিতেছেন। যখন তিনি সিজ্‌দা আয়াতে পৌঁছিলেন তখন দেখিলেন দোয়াত কলম ও তাঁহার সম্মুখবর্তী সবকিছু সিজ্‌দার চলিয়া গেল। তিনি এই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর নিকট বর্ণনা করিলেন। ইহার পর হইতে রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতে সিজ্‌দা করিতেন। এই হাদীস কেবল ইমাম আহমদ (র) ই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, আহমদ ইবন সালিহ (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বরে থাকিয়া সূরা ص পাঠ করিলেন। সিজ্‌দার আয়াতে পৌঁছিলে মিম্বর হইতে নামিয়া সিজ্‌দাহ্‌ করিলেন এবং (উপস্থিত) লোকজনও তাঁহার সহিত সিজ্‌দাহ করিলেন। অপর একদিন এইভাবে পাঠ করিতেছিলেন, সিজ্‌দার আয়াতে পৌঁছিতেই লোকজন সিজদার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগিলেন। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন, “ইহাতো কেবল এক নবীর তওবা। অথচ আমি দেখিতেছি যে, তোমরা সিজ্‌দার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছ।” অত:পর তিনি মিম্বর হইতে অবতরণ করিয়া সিজ্‌দাহ্‌ করিলেন। আবূ দাউদ (র) একাই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সূত্র বুখারী ও মুসলিম কিতাবদ্বয়ের শর্তমুতাবিক রহিয়াছে।

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ অর্থাৎ তাঁহার জন্য কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নৈকট্য রহিয়াছে। এই সিজ্‌দাহ্‌ ও তওবার বিনিময়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহাকে নৈকট্য

দান করিবেন এবং তাঁহার প্রত্যাবর্তন স্থান উত্তম হইবে। অর্থাৎ তাঁহার তওবা ও স্বীয় রাজ্যে পরিপূর্ণ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার ফলে পুরস্কার হিসাবে তাঁহাকে জান্নাতে উচ্চ মর্যদা প্রদান করা হইবে। যেমন সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, "স্বীয় পরিবার-পরিজন ও অধীনস্থ সকলের প্রতি যাঁহারা ন্যায় বিচার করিবেন, তাঁহারা আল্লাহ্র ডান পার্শ্বস্থ জ্যোতির্ময় মিম্বরে অবস্থান করিবেন। আর আল্লাহ্র উভয় হাতই বরকতময়।" ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবন আদম (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন., "কিয়ামত দিবসে আল্লাহর প্রিয়তম লোক ও নিকটতম আসন গ্রহণকারী ব্যক্তি হইবে ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে তিরস্কৃত ও কঠোরতম শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইবে অত্যাচারী শাসক"। ইমাম তিরমিযী ও ফুযাইল ইব্‌ন মারযূক আগার এর সূত্রে আতিয়্যা (রা) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই সূত্র ব্যতীত এই হাদসীট মারফূ হিসাবে অন্য কোথাও পাই নাই। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আ (র) জা'ফর ইব্‌ন সুলাইমান হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ এই আয়াত সম্পর্কে আমি মালিক ইব্‌ন দিনার (রা) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, কিয়ামতের দিন দাউদ (আ)-কে আরশের স্তম্ভের পাশে দাঁড় করানো হইবে। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, হে দাউদ! তুমি পৃথিবীতে যে মনোমুগ্ধকর কোমল সূরে আমার মর্যাদার বর্ণনা করিতে, অদ্যকার দিবসে অনুরূপভাবে আমার মর্যাদা ও গুণগান বর্ণনা কর। তিনি বলিবেন, কি করিয়া পারিব? উহাতো আমা হইতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্ বলিবেন, আমি আজ পুনর্বার উহা ফিরাইয়া দিব। অত:পর দাউদ (আ) উচ্চ স্বরে এমন সুরে বলিতে শুরু করিবেন যে, জান্নাতবাসীগণ মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া যাইবেন।

(٢٦) يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۠

২৬. হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছি, অতএব তুমি লোকদিগের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না। কেননা; ইহা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হইতে বিচ্যুত করিবে। যাহারা আল্লাহ্র পথ পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি। কারণ তাহারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হইয়া আছে।

তাফসীর ঃ ইহা দায়িত্বশীল ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকগণের প্রতি আল্লাহর উপদেশ, তাহারা যেন আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ পদ্ধতিতে সত্য ও ন্যায় বিচার করে এবং কখনও উহা হইতে বিচ্যুত না হয়। ইহাতে তাহারা আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যাইবে এবং বিচার দিবসকে ভুলিয়া যাইবে তাহাদের জন্য তিনি কঠোর ভর্ৎসনা ও কঠিন শাস্তির প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, হিশাম ইবন খালিদ (র) পূর্ববর্তী আস্‌মানী কিতাব পাঠকারী ইব্রাহীম আবূ যুর'আ হইতে বর্ণিত যে, ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক তাঁহাকে (ইবরাহীমকে) বলিলেন, "তুমি তো পূর্ববর্তী কিতাব ও কুরআন মজিদ পড়িয়াছ এবং বুঝিয়াছ, বলতো, খলীফার বিচার হইবে কি?" আমি বলিলাম, "হে আমিরুল মু'মেনীন! বলিব কি?" খলীফা বলিলেন, "বল فِىْ اَمَانِ اللّٰهِ (আল্লাহর নিরাপত্তায়)" আমি বলিলাম, হে আমিরুল মুমেনীন। আল্লাহর নিকট আপনি অধিক মর্যাদাশীল, না দাউদ (আ)? আল্লাহ তো তাঁহার মধ্যে নবুওয়াত ও খেলাফত উভয় একত্রিত করিয়াছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহাকে সতর্ক করিয়াছেন বলিয়াছেন ঃ

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ۔

ইকরিমা (র) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ইহাই বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায় যে, তাহারা বিচার দিবসকে ভুলিয়া যাওয়ার কারণেই কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে। প্রকৃত পক্ষে يَوْمَ الْحِسَابِ কে بِمَا نَسُوْا এর পূর্বে ধরিয়া অর্থ উঠাইতে হইবে। তখন ইহার অর্থ হইবে, তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার প্রদর্শিত পথ পরিহার করার কারণেই বিচার দিবসে তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে।

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন, "বিচার দিবসের মুক্তির জন্য সৎকর্ম পরিত্যাগ করার কারণে তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইবে"। উল্লেখিত আয়াতের বাহ্যিক ভাব-ভংগির সহিত এই অর্থটি অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। (আল্লাহ্ই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সামর্থ্য দানকারী)।

(٢٧) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ۝

(٢٨) اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۫ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ○

(٢٩) كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

২৭. আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তবর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নাই; যদিও কাফিরদিগের ধারণা তাহাই। সুতরাং কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।

২৮. যাঁহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, আমি কি তাহাদিগকে সমগণ্য করিব? আমি মুত্তাকীদিগকে অপরাধীদিগের সমান গণ্য করিব?

২৯. এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে মানুষ ইহার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।

তাফসীর ঃ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ط ذَالِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا - এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞাত করিতেছেন যে, তিনি সৃষ্টিকে অযথা সৃজন করেন নাই। বরং তাহাদিগকে ইবাদত-বন্দেগী ও তাঁহাকে এক বলিয়া মান্য করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। অত:পর একত্রিত করণের দিনে সকলকেই একত্রিত করিবেন। অনুগতদিগকে পুরস্কৃত করিবেন এবং কাফির (অবাধ্য)-কে শাস্তি প্রদান করিবেন। কেননা; কাফিরগণ পুনরুত্থান ও শেষ বিচারে বিশ্বাস রাখেনা এবং এই জগতকেই সব কিছু মনে করে।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ আর্থাৎ পুরুজ্জীবন ও পুনরুত্থান দিবসে তাহাদের জন্য প্রস্তুতকৃত দোযখের শাস্তি রহিয়াছে। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিতেছেন যে, তাঁহার সুবিচার ও প্রজ্ঞা দ্বারা মু'মিন ও কাফিরগণকে সমান গণ্য করিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ-

অর্থাৎ আমি এইরূপ করিতে পারি না। তাহারা আল্লার নিকট সমান হইতে পারে না। আর উভয় যখন সমান নয়, তাই এমন একটি জগতের প্রয়োজন, যেখানে

অনুগতদিগকে পুরস্কৃত করা হইবে এবং অবাধ্যদিগকে সাজা প্রদান করা হইবে। উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে একটি সুষ্ঠু বুদ্ধি ও স্বচ্ছ অন্তর ইহাই বলিবে যে, একটি প্রত্যাবর্তনস্থল ও বিনিময় প্রদানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা; আমরা সাধারণত: দেখি, একজন বিদ্রোহী অনাচারীর ধন-সম্পদ,সন্তান-সন্ততি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়াই চলে এবং এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে; অপরদিকে একজন অনুগত মাযলুম লোক দুঃখ-ক্লেশের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতি জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ন্যায় পরায়ণ আল্লাহ্, যিনি সামান্যতম অবিচারও করেন না; বরং পরিপূর্ণ ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করেন, তাঁহার উচিত প্রত্যেককে উপযুক্ত বিনিময় প্রদান করা। আর যেহেতু এই জগতে উহা প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে না, কাজেই ইহা স্থিরকৃত হইল যে, এই বিনিময়ের জন্য আরেকটি জগত রহিয়াছে। পবিত্র কুরআনে যেহেতু সঠিক লক্ষ্য ও স্বচ্ছ যুক্তির উৎসের প্রতি পথ প্রদর্শন করে এই জন্য আল্লাহ তা'আলা নিম্নবর্তী আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন ঃ

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا اٰيَاتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرُ اُوْلُوْا الْاَلْبَابِ

এখানে اَلْبَابُ শব্দটি لُبٌّ এর বহুবচন। উহার অর্থ বুদ্ধি বা যুক্তি।

اُوْلُوْا الْاَلْبَابِ অর্থ বুদ্ধিমান বা যুক্তি সম্পন্নলোক।

হাসান বাসরী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! কুরআনের আক্ষরিক সংরক্ষণ ও অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবনে কেহই সূক্ষ্ম চিন্তা করে না। এমন লোকও আছে, যে বলে আমি সম্পূর্ণ কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করিয়াছি। অথচ তাহার কর্মে ও চরিত্রে কুরআনের কোন প্রভাব দেখা যায় না। ইব্ন আবূ হাতিম উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(٣٠) وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ؕ

(٣١) اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ۙ

(٣٢) فَقَالَ اِنِّيْۤ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۟

(٣٣) رُدُّوْهَا عَلَيَّ ؕ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ۝

৩০. আমি দাউদকে দান করিলাম সুলাইমান। সে উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী।

৩১. যখন অপরাহ্নে তাঁহার সম্মুখে ধাবনোদ্যত উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হইল,

**৩২. তখন সে বলিল, আমিতো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে;**

**৩৩. এইগুলিকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন কর। অত:পর সে উহাদিগের পদ ও গলদেশ ছেদন করিতে লাগিল।**

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি দাউদ (আ) এর জন্য সুলাইমান (আ)-কে নবী হিসাবে দান করিবেন। যেমন অন্যত্র আছে وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ সুলাইমান (আ) দাউদ (আ)-এর নবুওয়াতের উত্তরাধিকারী হইলেন। নতুবা তিনি ব্যতীত তাঁহার আরও ছেলে সন্তান ছিলেন, দাঊদ (আ)-এর একশত আযাদ স্ত্রী ছিলেন।

نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ এখানে সুলাইমান (আ)-এর প্রশংসা করা হইয়াছে যে, তিনি অধিকতর অনুগত, এবাদতকারী ও আল্লাহ্ অভিমুখী ছিলেন।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা মাকহুল হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা দাউদ (আ)-কে সুলাইমান নবী (আ) দান করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, হে বৎস! কোন্ কাজটি উত্তম? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে শান্তি লাভ ও ঈমান আনয়ন করা। জিজ্ঞাসা করিলেন, নিকৃষ্ট কি? বলিলেন, ঈমান আনয়নের পর পুনরায় কুফরী করা। অত:পর জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য কি? তিনি উত্তর করিলেন, বান্দার মধ্যে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রাণ দান করা। প্রশ্ন করিলেন, সবচেয়ে ঠাণ্ডা কোন কাজ? বলিলেল, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মানুষের পাপ মার্জনা করা ও মানুষ কর্তৃক পরস্পরের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করা। ইহাতে দাউদ (আ) বলিলেন, তুমি একজন নবী।

اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ অর্থাৎ সুলাইমান (আ) এর রাজত্বকালে যখন তাঁহার সম্মুখে ধাবনোদ্যত অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হইল।

মুজাহিদ (র) বলেন اَلصّٰفِنٰتُ বলিতে ঐ সকল অশ্বকে বুঝায়, যাহারা দৌড়ের জন্য প্রস্তুতিকল্পে তিন পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়ায় এবং চতুর্থ পায়ের কেবল খুরের উপর ভর থাকে। الجياد অর্থ দ্রুতগতি সম্পন্ন। পূর্ববর্তীগণের একাধিক ব্যক্তি অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইবন জারীর (র) ইব্রাহীম তাইমী হইতে বর্ণিত, তিনি উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পাখা বিশিষ্ট বিশটি ঘোড়া ছিল। ইহা হইল ইব্‌ন জারীরের বর্ণনা। আর ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুরআ (র) ..... ইবরাহীম তাইমী (র) হইতে বর্ণনা করেন, যে সকল অশ্ব সুলাইমান (আ)-কে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, উহাদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। তিনি এইগুলিকে যবাহ করিয়াছিলেন। এই বর্ণনাটি অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। আর আল্লাহ্ ভাল জানেন।

আবূ দাউদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন আওফ ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) তাবুক অথবা খাইবার অভিযান হইতে যখন প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন হযরত আয়িশা (রা)-এর গৃহের দরজায় পর্দা ঝুলানো ছিল। ইতিমধ্যে বাতাস আসিয়া পর্দার কিছু অংশ সরাইয়া ফেলিলে আয়িশা (রা)-এর খেলার কন্যা পুতুলগুলি প্রকাশ হইয়া গেল। নবী করীম (সা) বলিলেন, হে আয়িশা! ইহা কি? তিনি বলিলেন, আমার কন্যাসমূহ। ঐগুলির মধ্যবর্তী স্থানে কাপড়ের দুইটি পাখা বিশিষ্ট ঘোড়া দেখিয়া রাসূলে করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, এইগুলির মধ্যবর্তী স্থানে আমি কি দেখিতেছি? তিনি বলিলেন, ইহা ঘোড়া। নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার উপরে কি? তিনি উত্তর করিলেন দুইটি পাখা।' আবার নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, একটি ঘোড়া তার আবার দুইটি পাখা? আয়িশা (রা) বলিলেন, আপনি কি শুনেন নাই যে, সুলাইমান (আ)-এর অনেকগুলি ঘোড়া ছিল, উহাদের পাখাও ছিল? আয়িশা (রা) বলেন, ইহাতে নবী করীম (সা) হাসিয়া উঠিলেন। এমন কি আমি তাঁহার গোড়ালির দাঁতসমূহ প্রত্যক্ষ করিলাম।

فَقَالَ اِنِّىْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ এই আয়াতের তাফসীরে মুফাস্‌সির ও পূর্ববর্তীগণের একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুলাইমান (আ)-এর সম্মুখে ঘোড়াসমূহ উপস্থিত করা হইলে তিনি ঐ কাজে এমনভাবে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, আছরের সালাত আদায় করা ভুলিয়া গেলেন এবং উহার ওয়াক্ত অতিবাহিত হইয়া গেল। যেমনিভাবে নবী করীম (সা) খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খনন করার কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়ায় আছরের সালাত আদায় করিতে ভুলিয়া গেলেন এবং সূর্যাস্তের পর উহা আদায় করিলেন। ইহা জাবির (রা) হইতে সহীহাইনে উল্লেখ আছে। জাবির (রা) বলেন, খন্দক দিবসে সূর্যাস্তের পর উমর (রা) (আমাদের কাছে) আসিলেন ও কুরাইশী কাফেরদিগকে গালমন্দ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আছরের সালাত আদায় করতে পারি নাই, এমনি অবস্থায় সূর্য অস্তমিত হইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আল্লাহর শপথ! আমিও ঐ সালাত আদায় করি নাই"। জাবির (রা) বলেন, অত:পর আমরা বোত্‌হান নামক স্থানে গিয়া অবস্থান গ্রহণ করিলাম। সেখানে নবী করীম (সা) সালাতের জন্য উযু করিলেন। আমরাও উযু করিলাম। অতঃপর সূর্যাস্তের পর আছরের সালাত আদায় করিলেন এবং ইহার পর মাগরিবের সালাত আদায় করিলেন।

ইহাও হইতে পারে যে, সুলাইমান (আ)-এর শরীয়তে যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে সালাত পিছাইয়া দেওয়া যায়েয ছিল। আর ঘোড়াসমূহ যুদ্ধের উদ্দেশ্যেই উপস্থিত করা হইয়াছিল।

আলেমগণের একটি দল ইহাও দাবী করিয়াছেন যে, ইসলামের প্রথম যুগে যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে সালাত যে পিছাইয়া দেওয়া জায়েয ছিল, 'সালাতুল খাওফ' (ভীতিকালীন সালাত)এর নির্দেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা উহা রহিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মতে যুদ্ধের মাঠে চরম সংকট কালেও তরবারি আঘাত-প্রতিঘাত চলিতে থাকার প্রাক্কালে সালাতে রুকু সিজ্দাহ আদায় করা সম্ভব হয় না। (তাই সালাত পিছাইয়া দেয়া জায়েয আছে)। যেমন সাহাবাগণ (রা) 'তুস্তর বিজয়ে করিয়াছিলেন। উহা মাকহুল ও আওযায়ী (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে। প্রথম মতটিই (ভুলিয়া যাওয়া) অধিকতর সম্ভাবনাময়। কেননা; উহার পরে বলা হইয়াছে ঃ

رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ

হাসান বাস্রী (র) বলেন ঃ তাঁহার শরীয়তে সালাত পিছাইয়া দেওয়া জায়েয ছিল একথাটি সঠিক নহে। কেননা তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! তোমরা আমাকে আল্লাহর ইবাদত হইতে বিরত রাখিও না, উহার পরিণাম স্বরূপ দেখ, শেষ পর্যন্ত তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করিতেছি। অত:পর যবেহ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করিলেন। অনুরূপভাবে কাতাদাহ্ও বলিয়াছেন। আর সুদ্দী (রা) বলেন, উহার গর্দান ও পায়ের খুর কাটিয়া ফেলা হইল। আলী ইব্ন আবূ তাল্হা, ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি অশ্বপালের মাথার কেশর এবং পায়ের নলায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। ইব্ন জারীর এই কথাটিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহা হইতে পারে না যে, বিনা কারণে কোন প্রাণীকে পা কর্তনের মত সাজা দিবেন বা স্বীয় সম্পদ ধ্বংস করিবেন। ঐগুলি পরিদর্শনের কারণে যদি সালাত ভুলিয়া গিয়া থাকিতেন তাহা হইলে ইহাদের কি অপরাধ ছিল?

ইব্ন জারীর যে মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন, ইহাতে কথা আছে। কেননা: হইতে পারে যে, এইরূপ যবেহ করা তাহার শরীয়তে জায়েয ছিল। বিশেষ করিয়া ইহা এইজন্যই ছিল যে, ইহার কারণে আল্লাহ ক্রোধান্বিত হইয়া গেলেন। কেননা অশ্ব বহর নিয়া ব্যস্ততার এমন পর্যায়ে পৌছিলেন যে, সালাতের কথাই ভুলিয়া গেলেন। এই কারণেই তিনি যখন অশ্বপাল যবেহ করিয়া আল্লাহ্ অভিমুখী হইয়া পড়িলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে তার উত্তম বিনিময় দান করিলেন। উহা হইল বায়ুকে তাঁহার বশীভূত করিয়া দিলেন। তাঁহার নির্দেশে সে অতিসুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত প্রাতঃগমনে একমাসের ও সান্ধ্যগমনে এক মাসের পথ চলিত। সুতরাং ইহা ছিল অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন ঘোড়া হইতে উত্তম। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসমাঈল (রা) ..... হুমাইদ ইব্ন হিলাল (র) হইতে বর্ণিত যে, আবূ কাতাদাহ ও আবূদ্দাহ্মা (রা) অধিকতর বাইতুল্লাহ্র সফর করিতেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, আমরা একদা একজন গ্রাম্যলোকের নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, নবী করীম (সা) আমার হাত ধরিলেন

এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি উহা আমাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বলিলেন তুমি আল্লাহ্‌র ভয়ে যাহা কিছুই পরিত্যাগ করনা কেন, তিনি উহা হইতেও উত্তম তোমাকে প্রতিফল দান করিবেন।

(٣٤) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ○

(٣٥) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

(٣٦) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ○

(٣٧) وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ○

(٣٨) وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ○

(٣٩) هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

(٤٠) وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ○

৩৪. আমি সুলাইমান (আ)-কে পরীক্ষা করিলাম এবং তাহার আসনের উপর রাখিলাম একটি ধড়; অত:পর সুলায়মান আমার অভিমুখী হইল ।

৩৫. সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যাহার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেহ না হয়। তুমি তো পরম দাতা।

৩৬. তখন আমি তাহার অধীন করিয়া দিলাম বায়ুকে, যাহা তাহার আদেশে সে যেখানে ইচ্ছা করিত সেথায় মৃদু মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইত।

৩৭. এবং শয়তানদিগকে যাহারা সকলেই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী।

৩৮. এবং শৃংখলে আবদ্ধ আরও অনেককে।

৩৯. এই সব আমার অনুগ্রহ, ইহা হইতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখিতে পার। ইহার জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হইবে না।

৪০. এবং আমার নিকট রহিয়াছে তাহার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

তাফসীর ঃ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, আমি সুলাইয়মান (আ)-কে রাজ্য প্রদান করিয়া পরীক্ষা করিলাম।

وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, হাসান ও কাতাদাহ (র) প্রমুখ جَسَدًا অর্থ 'শয়তান' বলিয়াছেন।

ثُمَّ اَنَابَ অর্থাৎ তিনি তাঁহার রাজত্ব, ক্ষমতা ও সৌন্দর্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, উক্ত শয়তানের নাম ছিল সাখার। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ্ হইতে উহা বর্ণিত। মুজাহিদ হইতে আসিফ ও দুরাহ এই দুটি নাম বর্ণিত আছে। সুদ্দীর মতে উহার নাম ছিল লুকাইক।

উপরোক্ত ঘটনা বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত উভয় প্রকারেই বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত ঘটনাটি সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরুবা কাতাদাহ হইতে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুলাইমান (আ)-কে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণের জন্য আদেশ করা হইল এবং বলা হইল যে, এইভাবে উহার কার্য আঞ্জাম দিবেন, যেন লোহা লক্কড়ের শব্দ শুনা না যায়। তিনি নির্মাতাকে ডাকাইলেন। তাহারা অনুরূপ শর্তে নির্মাণ করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিল। অত:পর তাঁহাকে বলা হইল, সমুদ্রে সাখার নামক একটি শয়তান আছে, তাহার পক্ষে এই কাজ সমাধা করা সম্ভব। অত:পর তিনি তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। এবং এইভাবে তাহাকে কাবু করিলেন যে, সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত একটি নদী ছিল, প্রতি সপ্তম দিবসে সে সেখানে গিয়া উহার পানি পান করিত। সুলাইমান (আ) এর আদেশ মোতাবেক উহার পানি শুকাইয়া ফেলা হইল এবং সুরা দ্বারা উহা পরিপূর্ণ করা হইল। সে তাহার পালামতে আসিয়া দেখিল, উহা সুরাতে ভরপুর। ইহাতে সে সুরাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, আমি জানি নিশ্চয়ই তুমি সুস্বাদু পানীয়। কিন্তু তুমি সুবুদ্ধিতে বিকৃতি ঘটাও এবং মূর্খদের মূর্খতা আরও বাড়াইয়া দাও। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। অতঃপর তাহার পিপাসা আরও অনেক বাড়িয়া গেল। ইহার পর সে পুনরায় সেখানে আগমন করিল এবং পূর্বের মত সুরাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, আমি জানি, নিশ্চয়ই তুমি সুস্বাদু পানীয়। কিন্তু তুমি সুবুদ্ধিতে বিকৃতি ঘটাও এবং মূর্খদের মূর্খতা আরও বাড়াইয়া দাও। এই বলিয়া সে উহা পান করিল এবং ইহাতে তাহার বুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল। অত:পর তাহাকে সুলাইমান (আ)-এর আংটি দেখানো হইল অথবা তাহার দুই কাঁধের মাঝখানে মোহরাঙ্কিত করা হইল। ইহাতে সে সম্পূর্ণ বাধ্য হইয়া গেল। কেননা, সুলাইমান (আ)-এর আংটির মধ্যে তাহার রাজত্বের নিয়ন্ত্রণ ভার ছিল। ইহার পর তাহাকে সুলাইমান (আ)-এর নিকট উপস্থিত করা হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন, আমি এই ঘরটি নির্মাণের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি এবং ইহার নির্মাণ কার্য এত সতর্কতার সহিত করিতে হইবে যেন লোহা লক্কড়ের শব্দ শুনা না

যায়। ইহাতে শয়তান নির্মাণ কাজে লাগিয়া গেল। সে হুদহুদ্ পাখির ডিম আনিয়া চিবাইল এবং উহার ওপর শিশা রাখিয়া দিল। ইহাতে হুদ্হুদ পাখি ডিমের খোঁজে বাহির হইল এবং শিশার কারণে উহা নীচ হইতে বাহির করিয়া উদ্ধার করিতে পারিতছে না বলিয়া উক্ত শিশা কাটিবার জন্য হীরক আনিল ও ঐগুলিকে কাটিয়া ডিম বাহির করিয়া লইয়া গেল। ইহাতে শয়তান হীরকটি সংগ্রহ করিল ও ইহার সাহায্যে পাথর কাটিয়া বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণের কাজ আরম্ভ করিয়া দিল।

সুলাইমান (আ) এর নিয়ম ছিল যে, তিনি যখন প্রস্রাব-পায়খানা অথবা গোসল খানায় প্রবেশ করিতেন তখন উহা সঙ্গে রাখিতেন না। একদা তিনি গোসল খানায় গেলেন। ঐ সময় শয়তানও তাঁহার সঙ্গে ছিল। তিনি তাহার নিকট আংটিটি রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এই দিকে শয়তান আংটিটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল আর অমনি একটি মাছ আসিয়া উহা ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। এবার সুলাইমান (আ)-এর রাজত্ব হাত ছাড়া হইয়া গেল এবং শয়তান সুলাইমান (আ)-এর আকৃতি ধরিয়া তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিল এবং সুলাইমান (আ)-এর পত্নীগণ ব্যতীত বাকী পূর্ণ রাজত্বে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল এবং রাজ্যের লোকজনের মধ্যে বিচার-আদালত করিতে লাগিল। লোকজন তাহার অনেক কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল। এমনকি ঐ ব্যক্তি সুলায়ইমান (আ) কি না, ইহাতে সন্দেহ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একব্যক্তি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর মত শক্তিশালী ছিল। সে বলিল, আল্লাহ্র শপথ! আমি তাহাকে পরীক্ষা করিয়া ছাড়িব। যেহেতু শয়তান নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করিত: তাই লোকটি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি বলুনতো, যদি কেহ শীতের রাত্রে অলসতা করিয়া ওয়াজিব গোসল পরিত্যাগ করিয়া দেয় এবং এমতাবস্থায় সূর্যোদয় হইয়া যায়: তাহা হইলে কোন অপরাধ আছে কি? সে বলিল, না কোন দোষ নাই। এমনিভাবে চল্লিশটি রাত্রি কাটিয়া গেলে সুলাইমান (আ) একটি মাছের পেটে তাঁহার আংটিটি পাইলেন এবং বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে যত জ্বিন ও পক্ষী সম্মুখে পড়িল, সকলই তাঁহাকে সিজ্‌দা করিতে লাগিল। এইভাবে বাড়ী পৌঁছিলেন। صخر এর অর্থ ঐ (সাখার) শয়তান।

সুদ্দী (র) বলেন, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ অর্থ আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করিলাম وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا অর্থাৎ চল্লিশ দিন পর্যন্ত শয়তান সুলাইমান (আর)-এর সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিল। তিনি বলেন, সুলাইমান (আ)-এর একশতজন স্ত্রী ছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল জারাদাহ্। তিনি সুলাইমান (আ)-এর নিকট সবচেয়ে বিশ্বস্ত ছিলেন। আল্লাহ্র নবী জানাবতের (গোসল ওয়াজিব থাকা) অবস্থায় থাকিলে অথবা মলমূত্র ত্যাগ করিতে গেলে আংটি খুলিয়া লইতেন না। আর ঐ স্ত্রী ব্যতীত অন্য কাহাকেও আংটির ব্যাপারে নিরাপদ মনে করিতেন না। তাই তাঁহার হস্তে রাখিয়া

যাইতেন। এইভাবে একদিন তাঁহার নিকট আংটি রাখিয়া শৌচাগারে গেলেন; আর অমনি শয়তান তাঁহার আকৃতি ধরিয়া আসিয়া বলিল, আংটি দাও। জারাদাহ্ আংটি দিয়া দিলেন। ইহা লইয়া সে সুলাইমান (আ)-এর সিংহাসনে আরোহণ করিল, এইদিকে সুলাইমান (আ) আসিয়া স্ত্রীর নিকট আংটি চাহিলে তিনি বলিলেন, আপনি না আংটি নিয়া গেলেন ? তিনি বলিলেন, না তো! অত:পর তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। ঐ দিকে শয়তান চল্লিশ দিন পর্যন্ত মানুষের মধ্যে রাজত্ব করিয়া চলিল। লোক-জন তাহার কাজকর্মে নাখোশ হইতে লাগিল। ইহাতে বনী ইস্রাইলের কারী ও আলেমগণ একত্রিত হইয়া সুলাইমান (আ)-এর স্ত্রীগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আমরা এই লোকটির প্রতি সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছি। যদি বাস্তবিকই ইনি সুলাইমান (আ) হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাইয়া গিয়াছে; আমরা তাহার আদেশাবলী প্রত্যাখ্যান করিব। তখন তাঁহার স্ত্রীগণ কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। অত:পর তাহারা (আলেমগণ) সিংহাসনের চর্তুদিকে তাহাকে ঘেরাও করিয়া বসিলেন এবং তাওরাত কিতাব পড়িতে লাগিলেন, ইহাতে সে উড়িয়া দরজার বেল্কনীর উপর পড়িয়া গেল। তখন আংটি তাহার কাছেই ছিল। অতঃপর সে উড়িয়া সাগরের কাছে গেলে আংটিটি তাহার নিকট হইতে সমুদ্রে পড়িয়া গেল, আর অমনি একটি মাছ উহাকে গিলিয়া ফেলিল।

অপর দিকে সুলাইমান (আ) ঘুরিতে ঘুরিতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় একটি সামুদ্রিক জেলের দলের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের নিকট একটি মাছ চাহিলেন ও বলিলেন, আমি সুলাইমান । ইহাতে একটি জেলে আসিয়া তাঁহাকে লাঠি দ্বারা মারিতে লাগিল। এমনকি তিনি আহত হইয়া পড়িলেন এবং সমুদ্রের কিনারায় রক্ত ধুইতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য জেলেগণ ঐ জেলেটিকে খুব শাসাইল, সে বলিল, এই লোকটি দাবী করিতেছে যে, সে সুলাইয়মান। অত:পর তাহারা তাঁহাকে দুইটি মাছ প্রদান করিল। তিনি মারধরের কোন প্রতিবাদ না করিয়া মাছদ্বয় নিয়া সমুদ্রতটে চলিয়া আসিলেন এবং উহাদের পেট কর্তন করিলেন। যখন ঐগুলি লইতে লাগিলেন, তখন একটির পেটের মধ্যে তাঁহার আংটি পাইয়া গেলেন এবং উহা আঙ্গুলে ধারণ করিলন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার আধিপত্য ও রূপ-সৌন্দর্য পুনরায় ফিরাইয়া দিলেন এবং ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকুল আসিয়া ভীড় জমাইতে লাগিল। তাহারা বুঝিয়া লইল যে, ইনিই সুলাইমান (আ)। ইহাতে জেলেগণ তাঁহার নিকট আসিয়া নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের প্রশংসাও করিব না, নিন্দাও করিব না। যাহা হওয়ার ছিল, তাহাই হইয়াছে। ইহার পর তিনি স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন এবং শয়তানকে বন্দী করাইয়া আনিলেন। অত:পর তাহাকে একটি লোহার সিন্দুকে ঢুকাইয়া উহা বদ্ধ করিয়া তালা

দিয়া আটকাইয়া দিলেন এবং উহাতে আংটি দিয়া মোহরাংকিত করিয়া আদেশ করিলেন যে, উহাকে সমুদ্রে নিক্ষপ করিয়া আস। লুকাইক নামী ঐ শয়তানটি অদ্যাবধি উহাতেই আছে আর তখনই বায়ুকে সুলাইমান (আ)-এর অনুগত করিয়া দেওয়া হইল। ইতিপূর্বে ইহা তাঁহার আনুগত্যে ছিল না। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নিকটবর্তী আয়াতের মর্ম ইহাই।

وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لاَّيَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ - اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ -

আমাকে এমন এক রাজ্য দান করুন, যাহার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেহ না হয়। আপনি তো পরম দাতা।

ইব্ন আবূ নাজীহ্ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, جَسَدًا অর্থ শয়তান। উহার নাম ছিল আসিফ। সুলাইমান (আ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা লোকজনকে কিভাবে ফাসাদে লিপ্ত কর? সে বলিল, আপনার আংটিটি আমাকে একটু দেখান তো, তাহা হইলে আপনাকে এ সম্পর্কে জ্ঞাত করিব। তিনি উহা দেখিবার জন্য তাহার নিকট প্রদান করিলেন আর এমনি সে উহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দিল। ইহাতে সুলাইমান (আ)-এর ক্ষমতা লোপ পাইয়া গেল এবং তাঁহার রাজত্বও চলিয়া গেল। আর আসিফ তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া পড়িল। তবে আল্লাহ্ তা'আলা নবী পত্নীগণকে শয়তানের সংস্পর্শ হইতে মুক্ত রাখিলেন। সে তাঁহাদের নিকট গেলে তাঁহারা তাহাকে বিমুখ করিয়া দিতেন। অপর দিকে সুলাইমান (আ) তাঁহাদের নিকট গিয়া বলিতেন, তোমরা কি আমাকে চিননা? আমি তো সুলাইমান! আমাকে খানা দাও! ইহাতে তাঁহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন। একদা একজন মহিলা তাঁহাকে একটি মৎস্য দান করিলে তিনি উহার উদর কর্তন করিলেন এবং উহাতে তাঁহার আংটি পাইয়া গেলেন। ইহাতে তাঁহার রাজত্ব পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন। আর আসিফ সমুদ্রে পালাইয়া গেল।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহের পুরাইটাই ইস্রাঈলী সূত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আর এই ব্যাপারে নিকৃষ্টতম বর্ণনাটি নিম্নে উল্লেখ করা হইতেছে। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইবন হুসাইন (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সুলাইমান (আ) শৌচাগারে যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁহার সচেয়ে প্রিয়তমা পত্নী জারর্দার নিকট আংটিটি রাখিয়া গেলেন। অমনি তাঁহার আকৃতি ধরিয়া শয়তান জারাদার নিকট উপস্থিত হইল ও বলিল, আমার আংটি দাও। তিনি তাহাকে আংটি প্রদান করিলেন। সে উহা পরিধান করিবা মাত্র মানব দানব সবই তাহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। অপর দিকে সুলাইমান (আ) কাজ সমাধা করিয়া আসিলেন ও বলিলেন, আমার আংটি দাও। জারাদা বলিলেন, আমি তো সুলাইমানকে আংটি ফেরত দিলাম। তিনি বলিলেন, আমিইতো সুলাইমান। জারাদা বলিলেন, আপনি মিথ্যা

বলিতেছেন, আপনি সুলাইমান নহেন। তিনি যাহার কাছেই গিয়া বলিতেন, আমি সুলাইমান, সেই তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া আখ্যায়িত করিত। এমন কি বালকগণ তাঁহাকে প্রস্তরাঘাত করিতে লাগিল। এই অবস্থা দেখিয়া তিনি বুঝিয়া লইলেন যে, ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতেই ঘটিয়াছে। এই দিকে শয়তান মানুষের মধ্যে শাসন কার্য করিয়া চলিল। আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করিলেন যে, সুলাইমান (আ)-কে তাঁহার রাজত্ব ফিরাইয়া দিবেন। তখন উক্ত শয়তানের প্রতি মানুষের অন্তরে অনাস্থা সৃষ্টি করিয়া দিলেন। অত:পর লোকজন সুলাইমান (আ)-এর পত্নীগণের নিকট কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। তাহারা গিয়া বলিলেন, আপনারা কি সুলাইমানের কাজকর্মে কোন অসুবিধা বোধ করিতেছেন? তাঁহারা বলিলেন, হ্যাঁ আমরা স্রাবগ্রস্ত থাকিলেও তিনি আমাদের সহিত মেলামেশা করেন। অথচ ইতিপূর্বে এমনটি হইত না।

শয়তান যখন দেখিল যে, তাহার ব্যাপারটি প্রকাশ পাইয়া যাইতেছে, তখন বুঝিয়া লইল, তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। অত:পর একটি পত্রে যাদু ও কুফরীর সংমিশ্রণে কিছু লিখিয়া সুলাইমান (আ)-এর সিংহাসনের নীচে পুঁতিয়া রাখিল। ইহার পর লোকজনের সম্মুখে ইহা উঠাইয়া পড়িতে লাগিল। আর বলিল যে, এই যাদুমন্ত্রের দ্বারাই সুলাইমান লোকজনকে অধীন করিয়া রাখিত। ইহাতে লোকজন সুলাইমান (আ)-এর পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল। অপর দিকে শয়তান তাহার অবস্থা বেগতিক দেখিয়া আংটিটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইয়া দিল। আর অমনি একটি মৎস্য আসিয়া উহা গিলিয়া লইল।

সুলাইমান (আ) সমুদ্রের তীরে মজুরীর কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। একদা একজন লোক কিছু মাছ ক্রয় করিল। এবং সুলাইমান (আ)-কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই মাছগুলি আমার বাড়ী পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে পারিবে? তিনি উত্তর করিলেন, হ্যাঁ। লোকটি বলিল, উহার মুজুরী কত? তিনি বলিলেন, উহাদের মধ্য হইতে একটি মাছ। অত:পর তিনি মাছগুলি তাহার বাড়ীতে পৌছাইয়া দিলে সে একটি মৎস্য তাঁহাকে প্রদান করিল। সুলাইমান (আ) মাছটি নিয়া উহার পেট কর্তন করিতেই তাঁহার আংটিটি বাহির হইয়া গেল। তিনি উহা হাতে পরিধান করিলেন। আর এমনি জিন-মানব শয়তান সকলেই তাঁহার অধীন হইয়া গেল এবং সাবেক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। আর সিংহাসন দখলকারী শয়তান পলায়ন করিল এবং সমুদ্র তীরবর্তী একটি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করল। তাহাকে ধরিয়া নেওয়ার জন্য সুলাইমান (আ) সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা অনেক খুঁজিয়া অবশেষে তাহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পাইলেন। ঐ শয়তানটি অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিল বিধায় সহজে কব্জা করা যাইবে না মনে করিয়া তাহার উপর ঘুমন্ত অবস্থায়ই শিশা দ্বারা একটি গৃহ নির্মাণ করিলেন। সে জাগ্রত

হইয়া এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া পুনরায় পলায়নের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। উহা হইতে বাহির হইতে পারিল না। এই অবস্থায় তাহাকে কাবু করিয়া বাঁধিয়া সুলাইমান (আ) এর খেদমতে উপস্থিত করা হইল। সুলাইমান (আ) মর্মর পাথরেকে খোদাই করিয়া উহার ভিতর শয়তানকে ভর্তি করিলেন এবং পিতল দ্বারা উহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। অত:পর উহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। উহাই হইল নিম্নবর্তী আয়াতের মর্ম ঃ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا

এখানে جَسَدًا অর্থ ঐ শয়তান, যাহাকে সুলাইমান (আ) এর উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উপরের বর্ণনার সূত্রটি ইব্ন আব্বাস (রা) পর্যন্ত অত্যন্ত সবল। তবে তিনি আহলে কিতাবীদের নিকট হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ তাহাদের একটি দল এমনও আছে, যাহারা সুলাইমান (আ)-এর নবুওয়তকে স্বীকার করে না। সুতরাং তাহারা সুলাইমান (আ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করিতে পারে। তাই এই ব্যাপারে কিছু অবাঞ্ছিত বিষয়াবলী তাহারা বর্ণনা করিয়াছে। যেমন মুজাহিদ ও পূর্বর্তীবর্তীদের একাধিক ব্যক্তি হইতে ইহা প্রসিদ্ধ কথা যে, ঐ জিন সুলাইমান (আ) এর পত্নীগণের সংস্পর্শে যাইতে পারে নাই। বরং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবীর সম্মানে তাঁহাদিগকে শয়তানের সংস্পর্শ হইতে পবিত্র রাখিয়াছেন। এই ঘটনাটি দীর্ঘাকারে পূর্ববর্তীদের একটি দল হইতে বর্ণিত আছে। যেমন সাঈদ ইব্ন সুমাইয়া, যায়েদ ইব্ন আস্লাম ও অন্যান্যগণ সকলেই আহলে কিতাবীগণের বর্ণনা হইতে উহা সংগ্রহ করিয়াছেন।

ইয়াহইয়া ইব্ন আবূ আরুবা শায়বানী (র) বলিয়াছেন, সুলাইমান (আ) তাঁহার আংটিটি আস্কলানে পাইয়াছেন। পরে মনের আবেগ নিয়া নিজেকে আল্লাহ্র নিকট সমর্পণ করিবার লক্ষ্যে পদব্রজে বাইতুল মুক্কাদ্দাস গমন করেন। এই বর্ণনাটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) কা'ব আহ্বার (রা) হইতে সুলাইমান (আ)-এর সিংহাসনের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে আশ্চর্য বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা কা'ব আহ্বাব (র) হইতে বর্ণিত। কা'ব আহ্বার (রা) যখন, اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (ইরাম)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করিলেন, তখন মুয়াবিয়া (রা) বলিলেন, হে আবূ ইস্হাক। সুলাইমান (আ)-এর সিংহাসন এবং উহার প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলীর একটি চিত্র আমার সামনে তুলিয়া ধর। অত:পর তিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, সুলাইমান (আ)-এর সিংহাসনটি হাতীর দাঁত দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। যাহা মণি-মুক্তা ও মূল্যবান পাথরের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। উহা রাখিবার জন্য কয়েকটি সিঁড়ি তৈরি করা

হইল। তন্মধ্যে একটি মণি-মুক্তা, ইয়াকূত-যাবারজাদ ইত্যাদি মূল্যবান পাথর বিছাইয়া সুসজ্জিত করা হইল। অতঃপর উহার উপর চেয়ারটি (সিংহাসন) উক্ত স্থানে রাখা হইল। চেয়ারের উভয় পার্শ্বে স্বর্ণের খেজুর গাছ লাগানো হইল। উহার ডালগুলি ছিল মণি-মুক্তা দ্বারা তৈরি। চেয়ারের ডান পার্শ্বস্থ খেজুর গাছের মাথায় কিছু সংখ্যক স্বর্ণের ময়ূর পাখী ছিল এবং বাম পার্শ্বের গাছগুলির মাথায় ময়ূরের মুখামুখী ছিল স্বর্ণের শকুন। প্রথম সিঁড়ির ডান দিকে স্বর্ণের দুইটি পাইন গাছ এবং বাম দিকে স্বর্ণের দুইটি সিংহ ও সিংহ দ্বয়ের মাথায় যাবারজাদ পাথরের দুইটি খুঁটি তৈরী করা হইল। চেয়ারের দুই পার্শ্বে স্বর্ণের দুইটি আঙ্গুর বৃক্ষ তৈরী করা হইল। ঐ গুলি চেয়ারে ছায়াদান করিত। এই বৃক্ষদ্বয়ের বেড় ছিল মুতি এবং লাল ইয়াকূত পাথর। অতঃপর যে স্তরটিতে চেয়ার রাখা হইয়াছিল, উহার উপর স্বর্ণের দুইটি বৃহদাকার সিংহ স্থাপন করা হইল। উহার উদর মিশ্‌ক এবং আম্বর দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। সুলাইমান (আ) যখন সিংহাসনে আরোহণ করিতে মনস্থ করিতেন, তখন মুহূর্তের মধ্যে সিংহদ্বয় ঘুরিয়া যাইত এবং অবশেষে থামিয়া তাহাদের উদর হইতে মিশ্‌ক ও আম্বর ছিটাইয়া তাঁহার সিংহাসনের চতুর্দিক মোহিত করিয়া দিত। অত:পর দুইটি স্বর্ণের মিম্বর রাখা হইত। একটি তাঁহার মন্ত্রীর জন্য এবং অপরটি সেই যুগের বনী ইস্‌রাঈলের পণ্ডিতদের নেতার জন্য। অত:পর তাঁহার চেয়ারের সম্মুখে স্বর্ণের সত্তরটি মিম্বর রাখা হইত। ঐগুলিতে বনী ইস্‌রাঈলের কাজী, উলামা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপবিষ্ট হইত। আর ঐ সমস্ত মিম্বরের পিছনে পঁয়ত্রিশটি স্বর্ণের মিম্বর ছিল। ঐগুলিতে কেহই বসিত না।

সুলাইমান (আ) যখন চেয়ারে উপবিষ্ট হইতে চাহিতেন, তখন প্রথমত: পদদ্বয় নীচের সিঁড়িতে রাখিবামাত্রই সিংহাসনটি উহার সবকিছু নিয়া ঘুরিয়া যাইত এবং সিংহ তাহার ডান হাত বিছাইয়া দিত আর শকুন তাহার বাম ডানা মেলিয়া দিত। অত:পর তিনি দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠিতেই সিংহ তাহার বাম হাত বিছাইয়া দিত ও শকুন তাহার ডান পাখা মেলিয়া দিত। ইহার পর তিনি তৃতীয় সিঁড়িতে উঠিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেই একটি শকুন সুলাইমান (আ)-এর মাথায় একটি বিরাট টুপি পরাইয়া দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটি সব কিছুসহ দ্রুতগতিতে ঘুরিতে থাকিত।

মুয়াবিয়া (রা) তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ ইস্‌হাক! কি ব্যবস্থাপনা ছিল যে, চেয়ারটি ঘুরিতে থাকিত? তিনি বলিলেন, সাখার জিনের তৈরি কৃত স্বর্ণের একটি বিরাটকায় অজগর সর্পের উপর চেয়ারটি স্থাপন করা হইয়াছিল। (ইহার ফলেই চেয়ারটি ঘুরিত)। যখন চেয়ারের ঘূর্ণন শুরু হইয়া যাইত, তখন উহার নীচে স্থাপিত সিংহ, শকুন ও ময়ূর সমূহও ঘুরিতে থাকিত এবং চেয়ারের ঘূর্ণন শেষ হইলে উহারা অবনত মস্তকে চেয়ারে উপবিষ্ট সুলাইমান (আ)-এর মস্তকের উপর তাহাদের উদরে

সংরক্ষিত মিশ্‌ক আম্বর জাতীয় সুগন্ধিসমূহ ছিটাইয়া দিত। অত:পর প্রস্তর নির্মিত খুঁটিতে অপেক্ষারত একটি স্বর্ণের কবুতর একখানা তাওরাত কিতাব আনিয়া সুলাইমান (আ)-এর হস্তে প্রদান করিলে তিনি উহা লোকজনের সম্মুখে পাঠ করিতেন। এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দান করেন । (ইব্‌ন কাছীরে বলেন) উক্ত বর্ণনা নিতান্তই দুর্বল।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّايَنْبَغِي لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ-

এখানে لَّايَنْبَغِي لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي এর ব্যাখ্যায় কেহ বলিয়াছেন, ইহার মর্ম হইল, ইহার পর যেন আর কেহ আমার রাজত্ব ছিনাইয়া নিতে না পারে। তাঁহার দু'আর মর্ম ইহা নয় যে, আমার পরে যেন এমন রাজত্ব আর কেহ লাভ করিতে না পারে। তবে বিশুদ্ধ ইহাই যে, তিনি দু'আ করিয়াছিলেন, তাঁহার পর কোন মানবের পক্ষে এমন রাজত্ব লাভের সৌভাগ্য নাও হইতে পারে, তেমন রাজত্ব আমাকে দান করুন। আয়াতের বাহ্যিক বর্ণনা ভঙ্গিতেই ইহা বুঝা যায় এবং রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট হইতেও বিভিন্ন সূত্রে বহু বিশুদ্ধ হাদীস এই মর্মেই বর্ণিত আছে।

ইমাম বুখারী (র) উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইসহাক ইবন ইবরাহীম আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বিগত রাত ইফ্‌রীত জাতীয় জিন আমার উপর বাড়াবাড়ি করিতেছিল। (অথবা এই জাতীয় অন্য কোন বাক্য) যাহাতে আমাকে সালাতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাহার উপর প্রাধান্য দান করিলেন। আমি মনস্থ করিলাম যে, উহাকে মসজিদের একটি খুঁটিতে বাঁধিয়া ফেলিব, যাহাতে তোমরা সকলে সকাল বেলা উহাকে দেখিতে পার। তখন আমার ভাই সুলাইমান (আ)-এর কথা স্মরণ হইয়া গেল–

رَبِّ اغْفِرْلِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّايَنْبَغِي لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي -

রাওহ্ রাবী (র) বলেন, অত:পর উহাকে অতি শোচনীয় ভাবে ফেরত প্রেরণ করিলেন।

উপরোক্ত সূত্রে শু'বা হইতে মুসলিম ও নাসায়ী অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) তাহার সহীহ্ গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম মুরাদী (র) আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলে করীম (সা) সালাত আদায় করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় আমি শুনিলাম যে, তিনি বলিতেছেন– "তোর ক্ষতি হইতে আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি"। অত:পর তিনবার বলিলেন– "তোর উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ প্রার্থনা করিতেছি।" এবং তাঁহার হস্ত মোবারক বাড়াইলেন, যেন কোন কিছু ধরিতেছেন। তিনি সালাত হইতে অবসর গ্রহণ করিলে আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাকে নামাযে এমন কিছু বলিতে শুনিয়াছি, যাহা

ইতিপূর্বে আর কখনও শুনিনাই। আর আপনাকে স্বীয় হস্ত সম্প্রসারিত করিতে দেখিয়াছি। নবী করমী (সা) ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ্‌র শত্রু ইবলীস একটি অগ্নি শিখা আমার মুখে নিক্ষেপ করিবার জন্য নিয়া আসিয়াছিল। ইহাতে আমি তিনবার বলিলাম, "তোর ক্ষতি হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" অত:পর বলিলাম, "তোর উপর আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ অভিশাপ প্রার্থনা করিতেছি।" এইরূপ তিনবার বলা সত্ত্বেও সে পিছু না হটিলে আমি তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইলাম। আমার ভাই সুলাইমানের (আ) দু'আ না থাকিলে সে বাঁধা অবস্থায় রাত্র প্রভাত করিত এবং মদীনার শিশুরা তাহাকে নিয়া রং তামাসা করিত।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আহমদ (র) ..... সুলাইমানের দারোয়ান আবূ উবাইদ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আতা ইব্‌ন ইয়াযীদ লাইসীকে সালাতরত দেখিলাম এবং তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিলাম। ইহাতে তিনি আমাকে ফিরাইয়া দিলেন। পরে বলিলেন, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) আমাকে বলিয়াছেন যে, একদা রাসূলে করীম (সা) ফজরের সালাত আদায় করিতেছিলেন, এবং তিনিও তাঁহার পিছনে ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁহার কেরাতে অসুবিধা হইতেছিল। সালাত শেষে নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমরা যদি দেখিতে আমার এবং ইবলিসের মধ্যে কি ঘটিয়াছিল? আমি তাহাকে হাত দিয়া এমনভাবে কণ্ঠ চাপিয়া ধরিলাম যে, তাহার থুথুর শীতলতা আমার এই অঙ্গুলীদ্বয় অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলী ও উহার পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলে পাইলাম। যদি আমার ভাই সুলাইমান (আ) এর দু'আ না থাকিত তাহা হইলে সে ভোর বেলা মসজিদের একটি খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় থাকিত এবং মদীনার শিশুরা তাহকে নিয়া রং তামাশা করিত। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কিবলা এবং তাহার নিজের মধ্যে কোন আবরণ ব্যতীত সালাত আদায় করিতে সক্ষম, সে যেন এইরূপই করে।

আবূ আহ্‌মদ যুবাইরী (র) হইতে আহ্‌মদ ইব্‌ন সুরাইজের মাধ্যমে উপরোক্ত সূত্রে আবদু দাউদ উক্ত হাদীসের শেষ বাক্যটুকু বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কিবলা এবং নিজের মধ্যে কোন আবরণ ছাড়াই সালাত আদায় করিতে সক্ষম, সে যেন এইরূপই আদায় করে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুয়াবিয়া ইব্‌ন আমর (র) ..... রাবীআ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ দায়লামী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) এর নিকট তাঁহার তায়েফস্থ 'ওয়াছাত' নামক বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখি, তিনি একজন কুরাইশী ব্যভিচারী ও মদ্যপায়ী যুবককে ধরিয়া রাখিয়াছেন। আমি বলিলাম, আমার নিকট আপনার পক্ষ হইতে একটি হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, যে ব্যক্তি সামান্যতম সুরাও পান করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার চল্লিশ প্রাতের তওবা কবুল করিবেন না, আর হতভাগা ঐ ব্যক্তি, যে তাহার মাতৃগর্ভেই হতভাগা হইয়াছে। এবং

যে ব্যক্তি কেবলমাত্র সালাত আদায়ের লক্ষ্যেই বায়তুল মুকাদ্দাস আগমন করিবে, সে ব্যক্তি নব জাতকের মতই নিষ্পাপ হইয়া যাইবে।

যুবকটি সুরার আলোচনা শুনিয়াই আব্দুর রহমান ইব্ন উমর (রা)-এর হাত হইতে তাহার হাত ছুটাইয়া নিয়া চলিয়া গেল। অত:পর ইব্ন উমর (রা) ইরশাদ করিলেন, "আমি কখনও বৈধ মনে করি না যে, আমি যাহা বর্ণনা করি নাই উহা আমার উদ্ধৃতি দিয়া কেহ বর্ণনা করিবে।" আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি সামান্যতম সুরাও পান করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার চল্লিশ প্রাতের সালাত কবুল করিবেন না। তবে তওবা করিলে উহা মার্জনা করিবেন। পুনরায় অনুরূপ কার্য করিলে আবার চল্লিশ প্রাতের সালাত কবুল করিবেন না, ইহাতেও তওবা করিলে তিনি মার্জনা করিবেন। তিনি বলেন, তৃতীয় অথবা চতুর্থ বার নবী করীম (সা) বলিলেন, ইহার পরও যদি সুরা পান করে, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে ইহাই সঠিক হইবে যে, তাহাকে কিয়ামতের দিন জাহান্নাম বাসীদের রক্ত, পুঁজ ও প্রস্রাব ইত্যাদি পান করাইবেন"। তিনি আরও বলিলেন যে, আমি রাসূলে করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মাখলুককে আঁধারে সৃষ্টি করিয়াছেন। অত:পর স্বীয় আলো দ্বারা উহাকে আলোকিত করিলেন। সুতরাং ঐ দিন যাহার উপর ঐ আলোক অর্পিত হইয়াছে, সে সঠিক পথের সন্ধান পাইয়াছে এবং যে ঐদিন উহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সে পথভ্রষ্ট হইয়াছে। এইজন্যই আমি বলি, আল্লাহ জ্ঞান মোতাবেক কলমে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

রাসূলে করীম (সা) কে আমি ইহাও বলিতে শুনিয়াছি যে, 'সূলাইমান (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে দুইটি দান করিয়াছেন এবং আমি আশা রাখি যে, তৃতীয়টি আমাদের জন্য কার্যকরী হইবে। তিনি আল্লাহ্র সিদ্ধান্তানুযায়ী মীমাংসা প্রদানের ক্ষমতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি এমন একটি রাজ্যের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার পরবর্তী আর কাহারও জন্য হইবে না, উহাও তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আরও প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি এই মস্জিদে (বায়তুল মুক্কাদ্দাস) কেবলমাত্র সালাত আদায় করার লক্ষ্যেই নিজ গৃহ হইতে বাহির হইবে, সে নব জাতক শিশুর মতই পাপমুক্ত হইবে। সুতরাং আমি আশা করি আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত সৌভাগ্য আমাদিগকে দান করিবেন।

উক্ত হাদীসের শেষাংশটুকু ইমাম নাসায়ী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ইব্ন মাজা (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন ফীরুয দায়লামীর সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, "সুলাইমান (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করার পর স্বীয় প্রতিপালকের নিকট তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা করেন।" অত:পর উক্ত হাদীস উল্লেখ করেন।

তাবরানী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন হাসান ইবন আসকলানী (র) ..... রাফে' ইব্‌ন উমাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আ)-কে বলিলেন যে, আমার জন্য পৃথিবীতে একটি গৃহ নির্মাণ কর। দাউদ (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশকৃত গৃহ নির্মাণের পূর্বে নিজের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি ওহী প্রেরণ করিলেন যে, হে দাউদ! আমার গৃহের পূর্বে তোমার গৃহ তৈরী করিলে? তিনি বলিলেন, হে প্রভু, ইহাই সিদ্ধান্ত ছিল।

অত:পর মস্‌জিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করিলেন। দেয়ালের কাজ সম্পন্ন হইয়া গেলে উহার এক তৃতীয়াংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। ইহাতে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা উত্তরে বলিলেন, হে দাউদ! তুমি আমার গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবেনা। তিনি বলিলেন, কেন পারিব না-হে প্রভু? উত্তর হইল, যেহেতু তোমার হাতে রক্ত প্রবাহিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হে প্রভু! উহাতো তোমার প্রেম ও সন্তুষ্টি লাভের জন্যই হইয়াছে। উত্তর হইল, হ্যাঁ! কিন্তু তাহারা তো আমার বান্দা। আমিতো তাহাদিগকে দয়া করিয়া থাকি। এই ব্যাপারটি দাউদ (আ)-এর নিকট অত্যন্ত বেদনাদায়ক হইল। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিকট ওহী প্রেরণ করিলেন যে, তুমি চিন্তিত হইও না। আমি তোমার ছেলে সুলাইমানের হাতে উহার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিব।

সুতরাং দাউদ (আ)-এর মৃত্যুর পর সুলাইমান (আ) উহার নির্মাণ কাজ আরম্ভ করিলেন। কাজ যখন সম্পন্ন হইল, তখন তিনি (কৃতজ্ঞতাস্বরূপ) কিছু পশু কুরবানী করিলেন এবং বনী ইস্রাইলকে দাওয়াত করিলেন। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রতি ওহী প্রেরণ করিলেন যে, আমার গৃহ নির্মাণে তোমার আনন্দ আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তুমি আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি উহা দান করিব। তিনি বলিলেন যে, আমি আপনার নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করিতেছি। এমন মীমাংসা করার ক্ষমতা, যাহা তোমার মীমাংসা মোতাবেক হয়। এমন রাজ্য যাহা আমার পরে আর কাহারো জন্য না হয়। যে ব্যক্তি কেবল মাত্র সালাতের উদ্দেশ্যে এই গৃহে আগমন করিবে, সে যেন নবজাতকের মতই নিষ্পাপ হইয়া উহা হইতে বাহির হয়।

রাসূলে করীম (সা) বলেন, প্রথম দুইটিতো তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছে। আর আমি আশা রাখি যে, তৃতীয়টি আমাকে প্রদান করা হইবে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুস সামাদ (র) ..... সালামা ইব্‌ন আকওয়া হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে এমন কোন দু'আ করিতে শুনি নাই, যাহার শুরুতে নিম্নোক্ত দোয়া পড়েন নাই ঃ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَلِىِّ الْاَعْلَى الْوَهَّابِ

আমার প্রভু অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দাতা, যিনি অতি পবিত্র।

আবূ উবাইদ (র) বলেন, আলী ইবন সাবিত (র) ..... সাম্মাক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী দাঊদ (আ) মৃত্যুবরণ করিলেন, তখন তাহার পুত্র সুলাইমান (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা ওহী প্রেরণ করিলেন যে, তোমার প্রয়োজনীয় বিষয় প্রার্থনা কর। তিনি বলিলেন, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি যে, আমার পিতার অন্তরের মত এমন অন্তর দান করুন,যাহা আপনাকে ভয় করিবে। আমার পিতার অন্তরে মত আমাকে এমন অন্তর দান করুন, যাহা আপনার প্রেমে মগ্ন থাকিবে। ইহাতে আল্লাহ বলিলেন, আমি আমার বান্দার নিকট ওহী প্রেরণ করিলাম এবং তাহার কি প্রয়োজন আছে উহা জিজ্ঞাসা করিলাম। ইহাতে সে তাহার প্রয়োজন পেশ করিল যে, আমি যেন তাহাকে আমার ভীতি ও প্রেমে পরিপূর্ণ অন্তর দান করি। সুতরাং আমি তাহাকে এমন রাজ্য দান করিব যাহা তাহার পরবর্তী অন্য কাহারো জন্য না হয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ এবং উহার পরবর্তী আয়াতসমূহ। বর্ণনাকারী বলেন, তাহাকে পৃথিবীতে যাহা দেওয়ার উহা তো প্রদান করিয়াছেন এবং পরকালে যাহা দান করিবেন উহার কোন হিসাব নাই।

আবুল কাসিম ইব্‌ন আসাকির তাঁহার লিখিত ইতিহাসে সুলাইমান (আ) সম্বন্ধে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন।

জনৈক পূর্ববর্তী ব্যক্তি বলিয়াছেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, দাউদ (আ) আরজ করিলেন, হে প্রভু! আপনি আমার জন্য যেমন হইয়া গিয়াছেন, তেমনি সুলাইমানের জন্য হইয়া যান। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা ওহী প্রেরণ করিলেন যে, আপনি সুলাইমানকে বলুন, "তুমি যেমন আমার জন্য হইয়া গিয়াছ, তেমনি সুলাইমানও যেন আমার জন্য হইয়া যায়। তাহা হইলে আমিও তোমার জন্য যেমন, তাহার জন্যও তেমনি হইয়া যাইব।"

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ

উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে হাসান বাসরী (র) বলেন, সুলাইমান (আ) আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি হইতে বাঁচার জন্য যখন ঘোড়া সমূহের পদ ছেদন করিলেন, তখন উহার বিনিময়ে আরও উত্তম প্রতিদান প্রদান করিলেন এবং বায়ুকে এত দ্রুত গতি সম্পন্ন করিয়া তাঁহার অনুগত করিলেন যে, তাহাকে লইয়া বায়ু এক প্রাতে একমাস ও এক অপরাহ্নে এক মাসের পথ অতিক্রান্ত করিত।

حَيْثُ أَصَابَ অর্থাৎ যে শহরে ইচ্ছা করিতেন সেখানেই লইয়া যাইত।

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ অর্থাৎ শয়তানগণের (জিন) মধ্যে কিছু এমন ছিল যে, উহারা মানবীয় শক্তি বহির্ভূত, যেমন মিহরাব, মূর্তি, বিরাট পাত্র ইত্যাদি নির্মাণের কার্য আঞ্জাম দিত। আর কিছু এমনও ছিল, যাহারা গভীর সমুদ্রে ডুবিয়া দুর্লভ মণি-মুক্তা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু সংগ্রহ করিয়া আনিত।

وَاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ অর্থাৎ এমন জিনও ছিল, যাহাদিগকে ভারী ভারী বেড়ী লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। ইহারা হয়তো রাজদ্রোহিতা করিত, অথবা কাজ-কর্মে দুষ্টামী ও অবহেলা করিত, নতুবা লোকজনকে জালা-যন্ত্রণা করিত।

هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْاَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ আপনার দু'আ মোতাবেক আমি আপনাকে যে বিশাল সাম্রাজ্য দান করিয়াছি, উহা হইতে আপনি যাহাকে ইচ্ছা দান করুন, আর যাহাকে ইচ্ছা দান না করুন, ইহার জন্য কোন হিসাব দিতে হইবে না। অর্থাৎ আপনি যেরূপ ইচ্ছা করিতে পারেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে, – রাসূলে করীম (সা)-কে যখন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে স্বাধীনতা প্রদান করা হইল যে, আপনি ইচ্ছা করিলে "বান্দা-রাসূল হিসাবে জীবন যাপন করিতে পারেন।" অর্থাৎ আল্লাহ যেভাবে যাহা করিবার আদেশ করিবেন, উহা সেভাবেই সম্পন্ন করিবেন। কোন কিছু ভাগ বন্টন করিলেও তাঁহার নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে। অথবা 'বাদশা নবী' হিসাবে জীবন যাপন করিতে পারেন।" যাহাকে ইচ্ছা কোন কিছু প্রদান করিবেন। যাহাকে ইচ্ছা বঞ্চিত রাখিবেন। ইহাতে কোন হিসাব বা দোষ নাই। তখন তিনি জিব্রাইল (আ)-এর সহিত পরামর্শ ক্রমে প্রথমটিই গ্রহণ করিলেন। কেননা; উহা আল্লাহর নিকট অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও পরকালের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্মানজনক। যদিও দ্বিতীয়টি–অর্থাৎ নবী হওয়ার সাথে সাথে রাজত্বেরও অধিকারী হওয়া ইহাও পরকালের মর্যাদাশীল। যেমন আল্লাহ তা'আলা সুলাইমান (আ)-কে পৃথিবীতে যাহা কিছু প্রদান করিয়াছিলেন উহা উল্লেখপূর্বক বলিয়াছেন যে, উহা আল্লাহ্র নিকট কিয়ামত দিবসে উচ্চ-মর্যাদাশীল। তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ অর্থাৎ পরকালে আমার নিকট তাহার জন্য রহিয়াছে উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চ বাসস্থান।

(٤١) وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ۝

(٤٢) اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ۝

(٤٣) وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ۝

(٤٤) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۗ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ○

৪১. স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ূবকে, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, শয়তানতো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলিয়াছে।

৪২. আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি তোমার পদ দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর এইতো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়।

৪৩. আমি তাহাকে দিলাম তাহার পরিজনবর্গ ও তাহাদের মত আরও, আমার অনুগ্রহস্বরূপ ও বোধ শক্তি সম্পন্ন লোকদিগের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

৪৪. আমি তাহাকে আদেশ করিলাম, "এক মুষ্টি তৃণ লও ও উহা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করিও না।" আমি তাহাকে পাইলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে। সে ছিল আমার অভিমুখী।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল আইয়ুব (আ) এবং তাঁহাকে যে পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়াছিলেন উহা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস করিয়া দিলেন এবং শরীরে এমন রোগ দান করিলেন যে, একটি সুঁই পরিমাণ স্থানও রোগমুক্ত রহিল না। তিনি অসুস্থতায় সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন এমন কেহই পৃথিবীতে ছিল না। কেবল তাঁহার একজন স্ত্রী, যিনি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি প্রগাঢ় ঈমান রাখার দরুন নবীর প্রেম অন্তরে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে আটটি বৎসর তাঁহার খেদমত করিয়াছেন এবং লোকজনের বাড়ী বাড়ী কাজকর্ম করিয়া যাহা কিছু উপার্জন করিতেন, উহা দ্বারা তাঁহার খাওয়া দাওয়া ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইতেন। অথচ ইতিপূর্বে আইয়ুব (আ)-এর প্রচুর ধন-সম্পদ, সন্তানাদি ও আত্মীয় স্বজন ছিল। এই সব কিছুই তাঁহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইল এবং দূরারোগ্য ব্যাধির কারণে তাঁহাকে শহরের ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপের স্থানে ফেলিয়া রাখা হইল। আর তাঁহার একজন মাত্র স্ত্রী ব্যতীত দূরবর্তী ও নিকটবর্তী সকল আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। উক্ত স্ত্রী কেবল মজুরীর সময় ছাড়া বাকী পুরা সময়টুকুই তাঁহার খেদমতে কাটাইতেন। এমনি দূরাবস্থায় যখন দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়া গেল এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে পরীক্ষার নির্দিষ্ট মেয়াদও শেষ হইয়া আসিল, তখন মহা প্রতিপালক আল্লাহ্র নিকট ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন اِنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ আমাকে তো

মহাকষ্ট কাতর করিয়া ফেলিয়াছে। তুমি তো সকল দয়ালের দয়াল। আর এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ اِذْنَادٰرَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ

উপরোক্ত আয়াতে بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ এর ব্যাখ্যায় কেহ বলিয়াছেন, শারীরিক যন্ত্রণা ও ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদির ব্যাপারে কষ্টের মধ্যে পতিত হইলেন। তাঁহার উপরোক্ত দু'আর পর পরম মেহেরবান আল্লাহ্ উহা কবুল করিলেন এবং আদেশ করিলেন যে,আপনি স্থান হইতে উঠুন এবং ভূমিতে পদাঘাত করুন। ইহা করিবামাত্র আল্লাহ্ তা'আলা সেখান হইতে একটি পানির নালা প্রবাহিত করিলেন এবং আদেশ দিলেন যে, উহা দ্বারা গোসল করুন। ইহাতে তাঁহার দেহ হইতে সকল রোগ দূর হইয়া গেল। অত:পর দ্বিতীয় নির্দেশ পাইয়া পুনরায় অন্যত্র পদাঘাত করিলে সেখান হইতেও একটি নালা প্রবাহিত হইল এবং আদেশ হইল যে, উহা হইতে পান করুন। ইহাতে অভ্যন্তরীণ সকল রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। এবার তিনি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল রোগ হইতে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেলেন, নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন ঃ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ

ইবন জারীর ও ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনুস ইবন আব্দুল আলা (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিলেন যে, নবী করীম (সা) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র নবী আইয়ূব (আ)-এর উপর পরীক্ষা আঠার বছর পর্যন্ত চলিয়াছিল। দূর ও নিকট আত্মীয় সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহার দুইজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহার নিকট আসিয়া খোঁজ খবর নিত। একদা তাহাদের একজন অপরজনকে বলিল, নিশ্চয় আইয়ূব (আ) এমন একটি পাপ করিয়া থাকিবেন, যাহা পৃথিবীর আর কেহ করে নাই। সে বলিল, উহা কেমন ? উত্তর করিল, একাধারে আঠারটি বৎসর কাটিয়া গেল, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি দয়াবান হইয়া রোগমুক্ত করিতেছেন না। এই কথাটি শ্রবণ করিয়া উক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি ধৈর্য হারাইয়া বসিল এবং অপরাহ্নে আইয়ূব (আ)-এর নিকট পৌছিলে কথাটি তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। ইহা শ্রবণ করত: আইয়ূব (আ) অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং বলিলেন যে, এই লোকটি এমন মন্তব্য কেন করিল, উহা আমার জানা নাই। আল্লাহ্ জানেন যে, আমার অবস্থাতো এমন ছিল - আমার সম্মুখে দুই ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হইয়া মধ্যখানে আল্লাহ্‌র নাম টানিয়া আনিলে উহা আমার সহ্য হইত না। কেন না ; পক্ষদ্বয়ের একটিতো অবশ্যই দোষী হইবে। এমতাবস্থায় উভয়েই আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিবে, উহা বে-আদবী তুল্য। সেখানে আমি আমার নিজ পক্ষ হইতে তাহাদের একজনের পাওনা চুকাইয়া দিয়া বিবাদটি শেষ করিয়া দিতাম।

তাঁহার অসুস্থতার শেষ পর্যায়ে এমনও হইয়া গেল যে, স্বেচ্ছায় চলা-ফেরা, এমনকি উঠাবসা পর্যন্ত করিতে পারিতেন না। মল ত্যাগের জন্য বেগম সাহেবা নির্দিষ্ট স্থানে

তাঁহাকে রাখিয়া আসিতেন এবং শেষে আবার গিয়া আনিতেন। একদা কোন কারণে বেগম সাহেবা তাঁহাকে পায়খানার স্থান হইতে আনিবার জন্য সেখানে পৌঁছিতে দেরী হইয়া গেলে তিনি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতে ছিলেন। তখন আল্লাহ্‌র দরবারে সুস্থতার জন্য অত্যন্ত বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যে ওহী আসিয়াছিল উহাই নিম্নবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ অর্থাৎ তাহাকে ভূমিতে পদাঘাত করিবার জন্য হুকুম দেওয়া হইলে সেখান হইতে যে পানি নিগর্ত হয় উহা দ্বারা গোসল ও পান করিতে আদিষ্ট হইলেন এবং মুহূর্তেই সম্পূর্ণ সুস্থ এমন কি রোগ - শোকের কোন ছাপ পর্যন্ত তাঁহার দেহে ছিল না। একটু দেরীত আসিয়া বেগম সাহেবা একজন সুদর্শন লোক দেখিয়া বলিলেন, "আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন, এখানে একজন অসুস্থ নবী ছিলেন, আপনি কি তাঁহাকে দেখিয়াছেন? সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র শপথ, তিনি সুস্থ থাকিতে রূপ-সৌন্দর্যে প্রায় আপনার মতই ছিলেন।" তিনি বলিলেন, "আমিই সেই ব্যক্তি।"

বর্ণনাকারী বলেন, আইয়ুব (আ)-এর একটি কক্ষ তরী তরকারী এবং একটি কক্ষ গম-যবের জন্য ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা দুইটি মেঘখণ্ডকে তাঁহার কক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রেরণ করিলেন এবং তরকারীর কক্ষটি স্বর্ণ দ্বারা ও গমের কক্ষটিকে গম-যব দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। উপরোল্লিখিত হাদীসের শাব্দিক দিকগুলি ইব্‌ন জারীর হইতে সংগৃহীত।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রায্‌যাক (র) আবূ হুরাইয়রা (রা) ..... হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, "একদা আইয়ূব (আ) খোলাদেহে গোসল করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় স্বর্ণের টিডিড পাল আসিয়া তাঁহার উপর পতিত হইতে লাগিল। আর অমনি তিনি উহা স্বীয় কাপড়ে উঠাইয়া লইতে লাগিলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আইয়ূব। আমি কি তোমাকে উহা হইতে মুখাপেক্ষাহীন করি নাই। তিনি বলিলেন, "হে আমার প্রভু। হ্যাঁ ইহা সঠিক। তবে তোমার বরকত ও দান হইতে আমি বিমুখ নই।" ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এই ধৈর্যশীল নবীকে যে উত্তম বিনিময় প্রদান করিলেন, নিম্নবর্তী আয়াতে উহাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

وَوَهَبْنَا لَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ-

হাসান ও কাতাদাহ্ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আইয়ূব (আ) এর পরিবার পরিজনকে জীবিত করিলেন, অধিকন্তু সমপরিমাণ আরও পরিবার পরিজন দান করিলেন।

رَحْمَةً مِّنَّا অর্থাৎ তাঁহার ধৈর্য, অটলতা, আল্লাহ্ মুখী হওয়া ও বিনয়ের বিনিময় স্বরূপ।

وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ অর্থাৎ ইহাতে বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে যে, ধৈর্যের ফসল প্রশস্ততা ও প্রশান্তি।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَاتَحْنَثْ এক মুষ্টি তৃণ হাতে লও ও উহা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করিও না। এখানে ঘটনা হইল যে, আইয়ূব (আ) কোন কারণে তাঁহার উক্ত স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হইয়া শপথ করিয়াছিলেন যে, তিনি সুস্থ হইয়া তাঁহাকে একশতটি বেত্রাঘাত করিবেন। উহার কারণ সম্বন্ধে কেহ বলিয়াছেন যে, বেগম সাহেবা স্বীয় দীর্ঘ কাল কেশের একটি গুচ্ছ বিক্রি করিয়া উহার অর্থ দিয়া রুটি আনিয়া স্বামীকে আহার করাইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া এইরূপ শাস্তির কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। মূল ঘটনার ব্যাপারে অন্যান্য মতও রহিয়াছে।

পরে যখন তিনি সুস্থ হইলেন এবং শপথ পূর্ণ করিতে চাহিলেন, অথচ এমন একনিষ্ঠ ও নিবেদিত প্রাণ সেবিকা, স্বেচ্ছাময়ী স্ত্রীর প্রতি এমন কঠোর শাস্তি মানানসই ছিলনা, সেইজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় নবীর শপথ রক্ষা ও এই গুণবতী মহিলার প্রতি সুহৃদ্যতা স্বরূপ আদেশ করিলেন যে, তুমি ضِغْثًا অর্থাৎ খেজুরের একটি ডাল যাহার মধ্যে একশতটি তিন্‌কা (ছিলকা) থাকে, উহা হাতে লইয়া একবার আঘাত কর। সেই মতেই তিনি আদেশ পালন করিলেন এবং শপথ ও প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তি পাইলেন। যাহারা আল্লাহকে ভয় করিবে এবং তাঁহার প্রতি নিজেকে অনুগত করিয়া রাখিবে, তাহাদের প্রতি প্রশস্ততা ও মুক্তির পথ এমনই হইয়া থাকে।

اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ أَوَّابٌ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আইয়ূব (আ) এর ধৈর্যের স্বীকৃতি প্রদান করত: তাঁহার প্রশংসা স্বরূপ বলিতেছেন যে, তিনি ছিলেন আমার অভিমুখী আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন যে ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ-

যে আল্লাহকে ভয় করিবে তিনি তাহার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিবেন এবং তাহার ধারণা বহির্ভূত পন্থায় রিয্‌ক দান করিবেন।

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

যে আল্লাহর নির্ভরশীল হইবে তিনিই তাহার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ স্বীয় কাজকে পূর্ণতার পৌঁছাইবেনই। আল্লাহ্ প্রত্যেক জিনিসের জন্য ভাগ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

অসংখ্য ফেকাহ্‌বিদ উক্ত আয়াতকেই ঈমান ও অন্যান্য বিষয়ে অগণিত মাসআলায় দলীল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আর উহা যথাস্থানে যথাযথভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ সঠিক জানেন।

(٤٥) وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ○

(٤٦) اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ○

(٤٧) وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ○

(٤٨) وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ○

৪৫. স্মরণ কর, আমার বান্দা ইবরাহীম ইসহাক ও ইয়া'কূবের কথা, উহারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।

৪৬. আমি তাহাদিগকে অধিকারী করিয়াছিলাম এক বিশেষ গুণের, উহা ছিল পরলোকের স্মরণ।

৪৭. অবশ্যই তাহারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত।

৪৮. স্মরণ কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা'আ ও যুলকিফ্লের কথা, ইহারা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন। ইহা এক স্মরণীয় বর্ণনা। আর মুত্তাকীদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আবাস–

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রেরিত বান্দা ও অনুগত নবীগণের ফযীলত সম্পর্কে বলেন, وَاذْكُرْ عِبٰدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূবের কথা স্মরণ কর। সৎ কর্ম কল্যাণকর ইলম ও ও একনিষ্ঠ ইবাদতের ফলে তারা শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী ছিল।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন اُوْلِى الْاَيْدِىْ অর্থ اُوْلِى القوة৷ তথা শক্তিশালী এবং الْاَبْصَارِ৷ অর্থ দ্বীনি জ্ঞানে অভিজ্ঞ। মুজাহিদ (র) বলেন الْاَيْدِىْ৷ অর্থ আল্লাহ্র আনুগত্যে শক্তিশালী আর الْاَبْصَارِ৷ অর্থ সত্যের জ্ঞান। কাতাদাহ্ ও সুদ্দী (র) বলেন, ইহাদিগকে ইবাদতের শক্তি এবং দ্বীনের অভিজ্ঞতা দান করা হইয়াছিল। اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ

তাহাদিগকে আমি অধিকারী করিয়াছিলাম এক বিশেষ গুণের। উহা ছিল পরলোকের স্মরণ।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল আমি তাহাদিগকে পরকালের জন্য আমলকারী বানাইয়াছিলাম। পরকাল ব্যতীত উহাদিগের আর কোন ভাবনাই ছিল না।

তদ্রূপ সুদ্দী (র) বলেন, তাহাদিগকে পরকালের স্মরণ ও পরকালের আমলে নিয়োজিত রাখা হইয়াছিল। মালিক ইব্ন দীনার (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের হৃদয় হইতে দুনিয়ার মোহ ও উহার স্বরূপ তুলিয়া নিয়াছেন এবং তাহাদিগকে পরলোকের ভালোবাসা ও উহার স্মরণের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। আতা খুরাসনীও এই রূপই বলিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের الدَّار অর্থ জান্নাত। অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে জান্নাতের স্মরণের জন্যই মনোনীত করিয়াছি। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন ذِكْرَى الدَّار অর্থ عُقْبَى الدَّارِ অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে পরকালীন জীবনের জন্য মনোনীত করিয়াছি। কাতাদাহ্ (র) বলেন, তাহারা জনগণকে পরলোক ও উহার আমলের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন। ইব্ন যায়েদ বলেন, আল্লাহ পাক বিশেষ করিয়া তাহাদিগের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ পরলোকে রাখিয়াছেন।

وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ অর্থাৎ অবশ্যই তাহারা আমার মনোনীত ও উত্তম বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত।

وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ আর স্মরণ কর, ইসমাঈল আল-ইয়াসা'আ ও যুলকিফ্লের কথা, ইহারা সকলেই ছিলেন সজ্জন।

সূরা আম্বিয়ায় ইহাদের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে বিধায় পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন।

هٰذَا ذِكْرٌ অর্থাৎ ইহা এমন একটি অধ্যায় যাহাতে সত্য সন্ধানীদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে। সুদ্দী (র) বলেন, ذِكْرٌ অর্থ কুরআনে আযীম।

(٤٩) هٰذَا ذِكْرٌ ۭ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝

(٥٠) جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ۝

(٥١) مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ۝

(٥٢) وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ۝

(٥٣) هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

(٥٤) اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ۝

৪৯. ইহা এক স্মরণীয় বর্ণনা; মুত্তাকীদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আবাস—

৫০. চিরস্থায়ী জান্নাত, তাহাদিগের জন্য উন্মুক্ত যাহার দ্বার।

৫১. সেথায় তাহারা আসীন হইবে হেলান দিয়া, সেথায় তাহারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে

৫২. এবং তাহাদিগের পার্শ্বে থাকিবে আনত নয়না সমবয়স্কা তরুণীগণ।

৫৩. ইহাই হিসাব দিবসের জন্য তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।

৫৪. ইহাই আমার দেয়া রিয্ক, যাহা নিঃশেষ হইবে না।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিতেছেন যে, তাঁহার সৌভাগ্যশীল ঈমানদার বান্দাদের জন্য পরকালে উত্তম আবাস রহিয়াছে। অত:পর উহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বলেন– جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ অর্থাৎ সেই আবাস হইল চিরস্থায়ী জান্নাত, তাহাদিগের জন্য যাহার দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে।

এই আয়াতে الْاَبْوَابُ এর আলিফলাম ইযাফাত এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ বাক্যটি ছিল মূলত مُفَتَّحَةً لَّهُمْ اَبْوَابُهَا অর্থাৎ উহাদিগের জন্য উহার দ্বার উন্মুক্ত।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে 'আদন' নামক একটি প্রাসাদ আছে। উহার পাঁচ হাজার দরজা আছে। প্রত্যেক দরজায় পাঁচ হাজার প্রহরী আছে। নবী অথবা সিদ্দীক অথবা শহীদ অথবা ন্যায়পরায়ণ শাসক ব্যতীত কেহই উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। বলা বাহুল্য যে, জান্নাতের আট দরজা সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে অসংখ্য হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ তাহারা পালংকের উপর সামিয়ানার নীচে আসন করিয়া বসিয়া থাকিবে।

يَدْعُوْنَ فِيْهَا الخ অর্থাৎ জান্নাতী জান্নাতে যখন যে ফলমূল আহার করিতে ও যে পানীয় পান করিতে ইচ্ছা করিবে তাহারা উহার আদেশ করিবে, সঙ্গে সঙ্গে কাংখিত বস্তু তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যাইবে।

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ অর্থাৎ জান্নাতীদিগেকে এমন রমণীও দেওয়া হইবে যাহারা নিজেদের স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারো প্রতি মুহূর্তের জন্যও চোখ তুলিয়া তাকাইবে না এবং বয়সের দিক থেকে সকলেই হইবে সমবয়স্কা তরুণী। ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব ও সুদ্দী এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

هٰذَا مَاتُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ অর্থাৎ এই যে জান্নাতের বিবরণ আমি উল্লেখ করিলাম, আমার মুত্তাকী বান্দাদিগকে আমি ইহারই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। কবর হইতে উঠিয়া জাহান্নাম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহারা উহাতে প্রবেশ করিবে।

অত:পর আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সম্পর্কে বলেন ঃ

اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِنْ نَّفَادٍ

অর্থাৎ এই জান্নাতই আমার দেওয়া রিয্‌ক, যাহার কোন শেষ নাই।

যেমন– অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَاعِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ অর্থাৎ তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহা শেষ হইয়া যাইবে আর যাহা আল্লাহর কাছে আছে তাহা আজীবন অক্ষয় থাকিবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন–

عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ অর্থাৎ ইহা এমন এক দান, যাহার শেষ নাই। আরেক আয়াতে তিনি বলেন–

لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ অর্থাৎ উহাদিগের জন্য রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। এইরূপ আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে।

(٥٥) هٰذَا ۗ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ۙ

(٥٦) جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ

(٥٧) هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ۙ

(٥٨) وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ ۭ

(٥٩) هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۭ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ

(٦٠) قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۣ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۭ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ

(٦١) قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ

(٦٢) وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ۭ

(٦٣) اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ۝

(٦٤) اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ۝

৫৫. ইহাই। আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্টতম পরিণাম—

৫৬. জাহান্নাম, সেথায় উহারা প্রবেশ করিবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

৫৭. ইহা সীমালংঘনকারীদিগের জন্য। সুতরাং উহারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ।

৫৮. আরো আছে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।

৫৯. এইতো এক বাহিনী তোমাদিগের সঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। উহাদিগের জন্য নাই অভিনন্দন, ইহারা তো জাহান্নামে থাকিবে।

৬০. অনুসারীরা বলিবে, বরং তোমরাও, তোমাদিগের জন্যও তো অভিনন্দন নাই। তোমরাই তো পূর্বে উহা আমাদিগের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছ। কত নিকৃষ্ট এই আবাস স্থল।

৬১. উহারা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! যে ইহা আমাদিগের সম্মুখীন করিয়াছে, জাহান্নামে তাহার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ বর্ধিত কর।

৬২. উহারা আরো বলিবে, আমাদিগের কি হইল যে, আমরা যে সকল লোককে মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম, তাহাদিকে দেখিতে পাইতেছি না।

৬৩. তবে কি আমরা ইহাদিগকে অহেতুক ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র মনে করিতাম, না উহাদিগের ব্যাপারে আমদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়াছে?

৬৪. ইহা নিশ্চিত সত্য— জাহান্নামীদের এই বাদ-প্রতিবাদ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সৌভাগ্যশীলদের পরিণামের কথা আলোচনা করিয়া এইবার দুর্ভাগা কাফির বেঈমানদের পরিণতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন–

هٰذَا وَ اِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ সীমালংঘকারীদের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্টতম পরিণাম। اَلطَّاغِيْ বলা হয় যাহারা আল্লাহর আনুগত্যের বাহিরে এবং আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর বিরোধী। অত:পর উহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন –

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ অর্থাৎ সেই নিকৃষ্টতম পরিণতি হইল, জাহান্নাম। উহারা তাহাতে প্রবেশ করিবে এবং উহা তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে ঢাকিয়া রাখিবে। অত্যন্ত নিকৃষ্ট সেই আবাস স্থল।

هٰذَا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ইহা সীমালংঘনকারীদিগের জন্য। সুতরাং উহারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ।

حَمِيْمٌ অর্থ প্রচন্ড গরম পানি, যাহার পর আর গরম হইতে পারে না। غَسَّاقٌ হইল উহার বিপরীত। অর্থাৎ ঠান্ডা যাহা সহ্য করা সম্ভব নয়। অত:পর আল্লাহ্ পাক বলেন–

وَاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٌ অর্থাৎ এইরূপ আরো বিভিন্ন ধরনের শাস্তি রহিয়াছে। মোটকথা জাহান্নামীদেরকে পরস্পর বিপরীত পন্থায় শাস্তি দেওয়া হইবে।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন। রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ "জাহান্নামের এক বালতি পুঁজ যদি দুনিয়াতে ঢালিয়া দেওয়া হইত তাহা হইলে গোট দুনিয়াটা দুর্গন্ধে ভরিয়া যাইত।" ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি যথাক্রমে সুওয়াইদ ইব্‌ন নাস্‌র, আবূল মুবারক, রিশদীন ইব্‌ন সা'দ, আরম ইব্‌ন হারিছ ও দাররাজের সূত্রে বর্ণনা করেন। অপর দিকে ইব্‌ন জারীর (র) ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা, ইব্‌ন ওহাব ও আমর ইব্‌ন হারিছের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

কা'ব আহবার (র) বলেন, গাসসাক জাহান্নামে অবস্থিত এমন একটি কূপের নাম সা:প-বিচ্ছু ইত্যাদি প্রাণীর ঘামে যাহা কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। অত:পর এক একজন জাহান্নামীকে একবার করিয়া উহাতে ডুবাইয়া তুলিয়া আনা হইবে। ইহাতে তাহাদের চর্ম ও গোশ্‌ত হাড্ডি হইতে খসিয়া পায়ের দুই গোড়ালী ও হাতের দুই কব্জির সংগে ঝুলিয়া থাকিবে। নিজের গায়ের বস্ত্র হেচড়াইবার ন্যায় তাহারা উহা হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে সেখান হইতে বাহির হইয়া অসিবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাসান বসরী (র) وَاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٌ এই আয়াতের অর্থে বলেন, আরো নানা ধরনের শাস্তি দেওয়া হইবে। অন্যরা বলেন وَاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٌ যেমন– যামহারীর সামূম ফুটন্ত পানি পান, যাক্কুম ভক্ষণ ও সাঊদ ইত্যাদি। এইসব কিছু দ্বারা জাহান্নামীদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ الخ এইতো এক বাহিনী তোমাদিগের সংগে প্রবেশ করিতেছে। উহাদিগের জন্য নাই অভিনন্দন। উহারা তো জাহান্নামে জ্বলিবে। জাহান্নামীরা একে অপরকে এইরূপ বলিবে। যেমন– অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন,

كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا অর্থাৎ যখনই একটি দল জাহান্নামে প্রবেশ করিবে, তাহারা তাহাদের সমগোত্রীয়দেরকে সালাম করার পরিবর্তে অপরকে অভিশপ্ত করিবে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবে এবং একজন অপরজনকে কাফির আখ্যায়িত করিবে। তখন যাহারা পূর্বে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা পরবর্তীতে প্রবেশকারীদের সম্পর্কে বলিবে, এই তো এক বাহিনী তোমাদিগের সংগে প্রবেশ করিতেছে। উহাদিগের জন্য অভিনন্দন নাই। উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। কারণ উহারাও জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। তখন নতুন করিয়া প্রবেশকারীরা বলিবে—

قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ لاَمَرْحَبًا بِكُمْ ... الخ অর্থাৎ আমাদিগের জন্য নয় বরং তোমাদিগের জন্যই অভিনন্দন নাই। আমাদিগের এই পরিণতির জন্য তোমরাই দায়ী। তোমরাই তো আহ্বান করিয়া আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছ, যাহার পরিণতিতে আজ আমাদের এই দশা। কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল। অত:পর তাহারা বলিবে ঃ

قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ .... الخ অর্থাৎ হে আমাদিগের প্রতিপালক! যে ইহা আমাদের সম্মুখীন করিয়াছে, জাহান্নামে তাহার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ বর্ধিত কর। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِاُوْلاَهُمْ رَبَّنَا هٰؤُلاَءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ـ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لاَّتَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ পরে প্রবেশকারীরা আগে প্রবেশকারীদের সম্পর্কে বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! ইহারা আামাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। অতএব তুমি ইহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান কর। আল্লাহ্ বলিবেন, সকলের জন্যই দ্বিগণ রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই পরিমাণ মত শাস্তি পাইবে, কিন্তু তোমরা তাহা জাননা। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَقَالُوْا مَا لَنَا لاَنَرٰى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ـ اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ـ

অর্থাৎ তাহারা বলিবে, কি ব্যাপার! আমরা ঐ সব লোকদেরকে দেখিতেছি না যাহাদিগকে আমরা মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম? আমরা কি উহাদিগকে তামাশার পাত্র বানাইয়া ছিলাম, নাকি তাহাদিগের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে? কাফিররা দুনিয়াতে যেসব ঈমানদারদিগকে পথহারা, বিভ্রান্ত বলিয়া মনে করিত, জাহান্নামে তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া তাহারা এইরূপ বলিবে।

মুজাহিদ (র) বলেন, ইহা আবূ জাহলের উক্তি। সে বলিবে, কি ব্যাপার, আমি বিলাল, আম্মার সুহায়ব এবং অমুক অমুককে দেখিতেছিনা যে? বলা বাহুল্য যে, শুধু আবূ জাহলই নয়, সব কাফিরই মনে করে যে মুসলমানরা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। কিন্তু নিজেরা জাহান্নামে প্রবেশ করিয়া ঈমানদারদিগকে দেখিতে না পাইয়া বলিবে যে, কি ব্যাপার, আমরা সেই সব লোকদেরকে দেখিতে পাইতেছিনা কেন, যাহাদিগকে আমরা মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম? দুনিয়াতে কি আমরা তাহাদিগকে তামাশার পাত্র বানইয়াছিলাম, নাকি তাহারা আমাদের সংগে জাহান্নামে আছে, কিন্তু দৃষ্টিভ্রমের কারণে আমরা দেখিতে পাইতেছিনা? ইহার পরই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, উহারা জান্নাতের উচ্ স্তরে অত্যন্ত সুখে রহিয়াছে।

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ অর্থাৎ হে মুহম্মদ! জাহান্নামীদের পারস্পরিক বাদ-প্রতিবাদ ও একের প্রতি অন্যের অভিশম্পাত সম্পর্কে আমি তোমাকে যাহা জ্ঞাত করিয়াছি সবই সত্য, উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

(٦٥) قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

(٦٦) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝

(٦٧) قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ۝

(٦٨) أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۝

(٦٩) مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝

(٧٠) إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

৬৫. বল, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং কোন ইলাহ নাই আল্লাহ ব্যতীত, যিনি এক পরাক্রমশালী।

৬৬. যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশালী।

৬৭. বল, ইহা এক মহা সংবাদ,

৬৮. যাহা হইতে তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইতেছ।

৬৯. উর্দ্ধলোকে তাহাদিগের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না।

৭০. আমার নিকটতো এই অহী আসিয়াছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ পাক তাঁহার রাসূল (সা)-কে আদেশ করিতেছেন যে, যাহারা আমাকে অস্বীকার করে, আমার সহিত অংশীদার স্থাপন করে, আমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; তাহাদিগকে তুমি বলিয়া দাও যে, তোমরা যাহা মনে কর আমি তাহা নহি, আমি একজন সতর্ককারী মাত্র।

وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি এক পরাক্রমশালী, সবকিছুই তাঁহার আয়ত্ব ও ক্ষমতাধীন। আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সব কিছুরই তিনি অধিপতি ও নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী, তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।

قُلْ هُوَ نَبَؤٌ عَظِيْمٌ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ - অর্থাৎ আপনি বলিয়া দিন হে মুহাম্মদ! তোমরা যাহা ইহতে বিমুখ হইয়া রহিয়াছ; অর্থাৎ আমাকে তোমাদিগের প্রতি রাসূল বানাইয়া পাঠানো এক মহা সংবাদ।

মুজাহিদ, কাজী শুরায়হ ও সুদ্দী (র) বলেন قُلْ هُوَ نَبَؤٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ কুরআন।

مَاكَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ .... الخ উর্দ্ধলোকে তাহাদিগের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। অর্থাৎ আমার কাছে অহী না আসিলে আমি উর্দ্ধ জগতে বাদানুবাদ অর্থাৎ আদম (আ)-কে ইবলীসের সাজদাহ করিতে অস্বীকার করা এবং আদম (আ) এর উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যুক্তির অবতারণা করার বৃত্তান্ত আমি কি করিয়া জানিতে পারিলাম?

ইমাম আহমদ (র) ..... মুয়ায (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুয়ায (রা) বলেন, রাসূল (সা)-এর একদিন ফজর নামাজ পড়ার জন্য আসিতে বিলম্ব হইয়া যায়। এমনকি সূর্য উদয় হওয়ার উপক্রম হইয়া যায়। ইত্যবসরে রাসূল (সা) দ্রুত বেগে আসিয়া সংক্ষেপে নামায আদায় করেন। নামাযের সালাম ফিরাইয়াই তিনি বলিলেন, তোমরা একটু বস। অত:পর আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, আমি রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া কিছুক্ষণ নামায পড়িলাম। অত:পর নামাযের মধ্যেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ি। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, আমি পূর্বাপেক্ষা অনেক সুন্দর আকৃতিতে আমার মহান প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জান যে, উর্দ্ধজগত কি ব্যাপারে বাদানুবাদ করে? আমি বলিলাম, না জানিনা, হে আমার প্রতিপালক! তিনি তিনবার আমাকে এই প্রশ্নটি করেন– অত:পর দেখি যে, তিনি নিজের হাতের তালু আমার দুই কাঁধের মাঝে রাখেন। আমি আমার বুকের মাঝে তাঁহার আঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগে শীতলতা অনুভব করি। ইহাতে প্রতিটি বস্তু আমার জন্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং আমি সবকিছুর পরিচয় পাইয়া যাই। অত:পর তিনি বলিলেনঃ মুহাম্মদ! এইবার বলতো, উর্দ্ধ জগত কোন্ ব্যাপারে বিতণ্ডা করে? আমি বলিলাম, কাফফারার ব্যাপারে। আল্লাহ্ বলিলেন : কাফ্ফারা কি? আমি বলিলাম, নামাজের জামাতে শামিল হওয়ার জন্য পদক্ষেপ নেয়া, নামাজের পর মসজিদে বসিয়া থাকা ও কষ্ট সত্ত্বেও যথাযথভাবে উযু করা। আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, বলতো, দারা জাত কি? (অর্থাৎ কি করিলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়) আমি বলিলাম, খানা খাওয়ানো কোমল ভাষায় কথা বলা এবং গভীর রজনীতে যখন সকলে ঘুমে অচেতন থাকে, তখন উঠিয়া নামায পড়া। অত:পর আল্লাহ্ পাক বলিলেন : যাহা ইচ্ছা, প্রার্থনা কর। আমি বলিলাম ঃ

اللهم انى اسئلك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لى وترحمنى واذا اردت فتنة بقوم توفنى غير مفتون واسئلك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنى الى حبك -

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তোমার নিকট আমি নেক কাজ করার মন্দ কাজ বর্জনের, মিসকীনদের ভালোবাসা এবং তোমার ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা করিতেছি। আরো প্রার্থনা করি যে, যখন তুমি কোন জাতিকে বিপদে ফেলিতে ইচ্ছা করিবে, তখন আমাকে নিরাপদে মৃত্যুদান করিও। আর তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা, যে তোমাকে ভালোবাসে তাহার ভালোবাসা আর সেই আমলের ভালোবাসা প্রার্থনা করি, যাহা আমাকে তোমার প্রেমের নিকটে পৌছাইয়া দেয়। এই কাহিনী শুনিয়াই রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ইহা ধ্রুব সত্য, তোমরা ইহা শিখিয়া রাখ।

ইহা প্রসিদ্ধ স্তরের হাদীছ। যাহারা ইহাকে জাগ্রতাবস্থার কাহিনী আখ্যা দিয়াছেন, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হুবহু এই হাদীসটি জাহ্যাম ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-য়ামামী এর সূত্রে বর্ণনা করিাছেন এবং 'হাসান সহীহ' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। আলোচ্য হাদীসে উর্দ্ধ জগতের যে বাদানুবাদের কথা বলা হইয়াছে তাহা কুরআনে উল্লেখিত বাদানুবাদ নয়। কুরআনে উল্লেখিত বাদানুবাদের ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত, আয়াতসমূহে প্রদান করা হইয়াছে।

(٧١) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ○

(٧٢) فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ○

(٧٣) فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ○

(٧٤) إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ○

(٧٥) قَالَ يَٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ○

(٧٦) قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ○

(٧٧) قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ○

(٧٨) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ○

(٧٩) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○

(٨٠) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ○

(٨١) إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ○

(٨٢) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ○

(٨٣) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ○

(٨٤) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ○

(٨٥) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ○

৭১. স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করিতেছি কর্দম হইতে,

৭২. যখন আমি উহাকে সুষম করিব এবং উহাতে আমার রূহ সঞ্চার করিব, তখন তোমরা উহার প্রতি সিজদাবনত হইও।

৭৩. তখন ফেরেশতারা সকলেই সিজদাবনত হইল—

৭৪. কেবল ইবলীস ব্যতীত, সে অহংকার করিল এবং কাফিরদিগের অন্তর্ভুক্ত হইল।

৭৫. তিনি বলিলেন, হে ইবলীস! আমি যাহাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়াছি তাহার প্রতি সিজদাবনত হইতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন?

৭৬. সে বলিল, আমি উহা হইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন কর্দম হইতে।

৭৭. তিনি বলিলেন, তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত।

৭৮. এবং তোমার উপর আমার লানত স্থায়ী হইবে, কর্মফল দিবস পর্যন্ত।

৭৯. সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

৮০. তিনি বলিলেন, তুমিও অবকাশ প্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইলে–

৮১. অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।

৮২. সে বলিল, আপনার ক্ষমতার শপথ, আমি উহাদিগের সকলকেই পথভ্রষ্ট করিব,

৮৩. তবে উহাদিগের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদিগকে নহে।

৮৪. তিনি বলিলেন, তবে ইহাই সত্য আর আমি সত্যই বলি।

৮৫. তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদিগের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করিবই।

তাফসীর ঃ এই কাহিনীটি আল্লাহ পাক সূরা 'বাকারা, সুরা আ'রাফ, সূরা হিজর, সূরা সুবহানা ও সূরা কাহফে এবং এই সূরায় উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনা হইল, আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিবার পূর্বে আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, তিনি কাদা মাটি দ্বারা একজন মানুষ সৃষ্টি করিতে যাইতেছেন। আর তাহাদিগকে আগেই আদেশ দিয়া রাখেন যে, যখন তাঁহার সৃষ্টির কাজ শেষ হইবে এবং সুষম করিয়া গড়িয়া তুলিবেন তখন যেন তাহারা আল্লাহ্র আদেশ পালনার্থে তাহাকে সম্মানসূচক সাজদাহ করে। অবশেষে ইবলীস ব্যতীত অন্য সকলেই এই আদেশ পালন করিল। ইবলীস ছিল জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। সে আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করিয়া বসিল। আদম (আ- কে সাজদাহ করিল না এবং আল্লাহ্ পাকের সংগে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হইল আর দাবী করিয়া বসিল যে, সে আদম হইতে শ্রেষ্ঠ কারণ সে আগুনের হইতে তৈরি আর আদম তৈরি মাটি হইতে। আর তাহার ধারণায় আগুন মাটি হইতে উত্তম। যুক্তি অনুযায়ী কাজ করিতে যাইয়া সে আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসিল এবং তাঁহার অবাধ্য হইয়া গেল। ফলে আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে নিজের রহমতের ঘর হইতে তাড়াইয়া দেন এবং তাহাকে ইবলীস নামে আখ্যায়িত করিয়া অপমানের সহিত আকাশ হইতে এই পৃথিবীতে নামাইয় দেন। তখন সে আল্লাহ্র কাছে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করে কিয়ামত পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দিয়াছেন। কারণ তিনি অত্যন্ত সহনশীল। কাউকেই তিনি তাহার অবাধ্যতার শাস্তি দানে তাড়াহুড়া করেন না। কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ পাইয়া এবং ধ্বংসের হাত হইতে নিরাপত্তা লাভ করিয়া এইবার ইবলীস অবাধ্য ও আল্লাহ্ দ্রোহিতাকে নিজের জীবনের মিশন বানাইয়া লইল এবং ঘোষণা করিল যে ..... فَبِعِزَّتِكَ আপনার ক্ষমতার শপথ! আপনার একনিষ্ঠ

বান্দাদের ব্যতীত সব মানুষকেই আমি পথভ্রষ্ট করিয়া ছাড়িব। যেমন– অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

............ أَرَأَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ অর্থাৎ এই আপনি যাহাকে আমার উপর সম্মান দিলেন, অল্প সংখ্যক ব্যতীত তাহার বংশধরদের আর সকলকেই আমি পথচ্যুত করিয়া ছাড়িব। এই অল্প সংখ্যক কাহারা সেই সম্পর্কে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

.......... اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ অর্থাৎ আমার প্রকৃত বান্দাদের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা চলিবেনা। অভিভাবক হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

......... قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اَقُوْلُ আল্লাহ্ বলিলেন, তবে ইহাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি। তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদিগের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করিবই।

মুজাহিদ (র) সহ একদল আলিম আলোচ্য আয়াতের প্রথম الحق -কে রফা দ্বারা পড়িয়াছেন। মুজহিদের মতে আয়াতের অর্থ হইল, আমি সত্য, বলিও সত্য। অন্য এক বর্ণনামতে তিনি ইহার অর্থ করেন, সত্য আমা হইতেই উৎসারিত আর আমি সত্যই বলি। অন্যদের মতে উভয় اَلْحَقَّ কেই নসব দ্বারা পড়িতে হইবে।

এ আয়াতের অনুরূপ অর্থে অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

............ وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ অর্থাৎ আমার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি সকল মানব ও জিন দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই। অন্য আয়াতে বলেন ঃ

.............. قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ অর্থাৎ আল্লাহ্ বলিলেন, যাও, মানুষের মধ্য হইতে যে তোমার অনুসরণ করিবে, জাহান্নামই হইল তাহার উপযুক্ত পুরস্কার।

(٨٦) قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ○

(٨٧) اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

(٨٨) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ○

৮৬. বল, আমি ইহার জন্য তোমাদিগের নিকট কোন প্রতিদান চাহিনা এবং যাহারা মিথ্যা দাবী করে, আমি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি।

৮৭. ইহাতো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ মাত্র।

৮৮. উহার সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানিবে কিয়ৎকাল পরে।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ হে মুহাম্মদ। আপনি মুশরিকদিগকে বলিয়া দিন যে, এই দ্বীন প্রচার ও সদুপদেশের বিনিময়ে তোমাদিগের নিকট আমি পার্থিব কোন প্রতিদান চাহিনা। আর আল্লাহ্ আমাকে যে আদেশ প্রদান করেন, আমি কেবল তাহাই পালন করি। কোন প্রকার বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন আমি করিনা। আল্লাহ্ যাহা আদেশ করেন তদপেক্ষা বেশীও করিতে চাহিনা এবং কমও করিনা। এই কাজের বিনিময়ে আমি চাই শুধু আল্লাহ্র সন্তোষ ও পরকাল।

সুফয়ান ছাওরী (র) মাসরূক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (রা) বলেন : আমরা একদিন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। উপদেশ প্রসংগে তিনি বলিলেন, হে লোক সকল! কাহারো কিছু জানা থাকিলে তা বলা উচিত আর জানা না থাকিলে একথা বলা উচিত যে, আল্লাহ্ ভালো জানেন। কারণ অজানা বিষয়ে এ বলা যে, 'আল্লাহ্ ভালো জানেন'; ইলমেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ্ পাক নবী করীম (সা) কে বলিয়াছেন ঃ

قُلْ مَاأَسْئَلُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ الأَذْكْرُ لِّلْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ এই কুরআন জিন ও মানব জাতির সকল মুকাল্লাফের জন্য উপদেশ। ইহা ইব্ন আব্বাসের কৃত অর্থ।

ইবন আবূ হাতিম (র), ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের لِلْعَالَمِيْنَ এর অর্থ করেন জিন ও মানব জাতি। এ মর্মে আরো কয়েকটি আয়াত আছে যেমন–

لِأُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ অর্থাৎ এই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি। উদ্দেশ্য, ইহা দ্বারা তোমাদিগকে এবং যাহাদের কাছে ইহার আহ্বান পৌছে, তাহাদেরকে সতর্ক করা।

وَمَنْ يَّكْفُرْبِهٖ مِنَ الاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ যে ইহা অস্বীকার করিবে জাহান্নামই তাহার শেষ পরিণতি।

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে তোমরা অবশ্যই ইহার সংবাদ ও সত্যতা জানিতে পারিবে।

কাতাদাহ (র) বলেন بَعْدَ حِيْنٍ অর্থ بَعْدَ الْمَوْتِ অর্থাৎ মৃত্যুর পর। ইকরিমা (র) বলেন, কিয়ামতের দিন। বস্তুত: এ দুয়ের মাঝে কোন বিরোধ নাই। কেননা যে মৃত্যুবরণ করিল, বলিতে গেলে তাহার কিয়ামত শুরু হইয়া গেল। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ বলেন, হাসান (র) বলিয়াছেন, হে আদম সন্তান! মৃত্যুর সময় তোমার নিকট নিশ্চিত সংবাদ আসিয়া যাইবে।

॥ সূরা সাদ-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥

# সূরা যুমার

৭৫ আয়াত, ৮ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

ইমাম নাসায়ী (র) ....হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থা এই ছিল যে, তিনি রোযা রাখা শুরু করিলে আমাদের মনে হইত যে, আর বুঝি তিনি রোযা রাখা বন্ধ করিবেন না। আবার বন্ধ করিয়া দিলে আমাদের মনে হইত, আর বুঝি রোযা রাখিবেন না। তিনি প্রত্যেক রাত্রে সূরা বনী ইসরাইল ও সূরা যুমার পাঠ করিতেন।

(١) تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

(٢) اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ○

(٣) اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۗ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِىْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ○

(٤) لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

১. এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হইতে।

২. আমি তোমার নিকট এই কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ করিয়াছি। সুতরাং আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া।

৩. জানিয়া রাখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্রই প্রাপ্য। যাহারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাহারা বলে, আমরা তো ইহাদিগকে পূজা এই জন্যই করি যে, ইহারা আমাদিগকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে আনিয়া দিবে। উহারা যে বিষয়ে নিজদিগের মধ্যে মতভেদ করিতেছে আল্লাহ্ তাহার ফয়সালা করিয়া দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ্ তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৪. আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাহার সৃষ্টির মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিতে পারিতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনি আল্লাহ্ এক, প্রবল পরাক্রমশালী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক সংবাদ দিতেছেন যে, এই কুরআন তাঁহারই নিকট হইতে অবতীর্ণ। ইহা সত্য ও নির্ভুল। ইহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। যেমন কুরআনের এক স্থানে তিনি বলেন ঃ

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ - عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ - بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ -

অর্থাৎ ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের অবতীর্ণ। ইহা রূহুল আমীন তোমার অন্তরে অবতরণ করিয়াছে, যাহাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও, স্পষ্ট আরবী ভাষায়।

অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ -

নিশ্চয় ইহা মহান কিতাব। বাতিল ইহার কাছে আসিতে পারে না। সম্মুখ থেকেও না, পিছন হইতেও না। ইহা প্রজ্ঞাময় প্রশংসার্হ সত্তার নিকট হইতে অবতীর্ণ।

আর এইখানে বলিয়াছেন ঃ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ الخ

অর্থাৎ এই কিতাব তথা কুরআন আল্লাহ্ পাকের নিকট হইতে অবতীর্ণ, যিনি পরাক্রমশালী এবং কথায়, কাজে, বিধান দানে ও সিদ্ধান্তে প্রজ্ঞাময়।

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ অর্থাৎ আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি। সুতরাং তুমি এক আল্লাহ্র ইবাদত কর, যাহার কোন শরীক নাই। সৃষ্টি জগতকে তাহার প্রতি আহ্বান কর এবং তাহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নহে, তাহার কোন অংশীদার ও সমকক্ষ নাই। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন, اَلاَ لِلّٰهِ الدِّيْنُ الخ অর্থাৎ তিনি শুধু সেই আমলই গ্রহণ করেন, যাহা একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র তাঁহারই সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হয়। اَلاَ لِلّٰهِ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (র) বলেন, এর অর্থ এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই।

অত:পর আল্লাহ্ পাক মূর্তি পূজারী মুশরিকদের সম্পর্কে বলেন যে, তাহারা বলে ঃ

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى-

আমরা তো ইহাদিগের পূজা এই জন্য করি যে, ইহারা আমাদিগকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে আনিয়া দিবে।

অর্থাৎ মুশরিকরা তাহাদিগের ধারণা অনুযায়ী নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের মূর্তি প্রস্তুত করিয়া ঐসব মূর্তিসমূহকে পূজা করিতে শুরু করিয়া দেয় এবং এই মূর্তিপূজাকেই ফেরেশতাদের উপাসনা বলিয়া বিশ্বাস করে। উদ্দেশ্য, সাহায্য-সহযোগিতা, জীবিকা ও দুনিয়ার অন্যান্য প্রয়োজনে তাহারা আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করিবে। আর পরকাল ও পুনরুত্থানকে তাহারা বিশ্বাসই করে না।

কাতাদাহ, সুদ্দী ও মালিক (র) যায়েদ ইব্ন আসলাম ও ইব্ন যায়েদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, لِيُقَرِّبُوْنَا الخ অর্থ, যেন তাহারা আমাদের জন্য সুপারিশ করে এবং আমাদিগকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে আনিয়া দেয়। এই জন্যই তাহারা জাহিলী যুগে হজ্জ করিতে যাইয়া তালবিয়ায় বলিত, لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ اِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ - বলা বাহুল্য যে, মুশরিকরা আবহমান কাল হইতেই আল্লাহ্র সঙ্গে এই শরীক স্থাপন করিয়া আসিতেছিল এবং যুগে যুগে বহু নবী আসিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহ্র একত্ব প্রচার করিয়াছেন। অংশীদারিত্বের এ ধারণাটি সম্পূর্ণ মুশরিকদের মন গড়া ও কল্পনা প্রসূত। আল্লাহ্ পাকের ইহাতে বিন্দুমাত্রও সমর্থন ছিল না। বরং, তিনি কঠোরভাবে ইহা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। যেমন একস্থানে তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ-

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠাইয়াছি। তাহাদের দাওয়াত ছিল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কর এবং তাগুতকে বর্জন করিয়া চল।

অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ-

অর্থাৎ আমি তোমার পূর্বে যত নবী পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের সকলের কাছেই আমি এ প্রত্যাদেশ করিতাম যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।

আবার তিনি ইহাও জানাইয়া দিয়াছেন যে, আকাশমণ্ডলীতে অবস্থানকারী সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা এবং আরো যাহারা আছে সকলেই তাহার আজ্ঞাবহ, অনুগত দাস। তিনি তাহাদের যাহাকে যাহার জন্য সুপারিশ করিবার অনুমতি দিবেন সে তাহার জন্য ব্যতীত অন্য কেউ কাহারো জন্য সুপারিশ করিবার অধিকার রাখে না॥

فَلاَ تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الأَمْثَالَ অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য শরীক স্থাপন করিও না। তিনি ইহা হইতে অনেক উর্দ্ধে।

اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْمَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ উহারা যে বিষয়ে নিজদিগের মধ্যে মতভেদ করিতেছে, আল্লাহ্ উহার ফয়সালা করিয়া দিবেন।

অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির মাঝে মীমাংসা করিয়া দিবেন এবং প্রত্যেককে আপন আপন কর্মের পুরস্কার দান করিবেন।

এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلْمَلٰئِكَةِ اَهٰؤُلاَءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ؟ قَالُوْا سُبْحَانَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُوْنَ-

অর্থাৎ সেইদিন আমি উহাদিগের সকলকে একত্রিত করিব। অত:পর ফেরেশতাদিগকে বলিব, আচ্ছা, ইহারা কি তোমাদিগকে পূজা করিত ? তাহারা বলিবে, আমরা আপনার পবিত্রতা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনি আমাদিগের অভিভাবক—তাহারা নহে। তাহারা তো বরং জিনের উপাসনা করিত। তাহাদের অধিকাংশই ছিল উহাদের প্রতি বিশ্বাসী।

اِنَّ اللّٰهَ لاَيَهْدِىْ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ- যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ্ তাহাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না। অর্থাৎ যে মিথ্যা পথে পরিচালিত হইতে ও আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করিতে চায় এবং যাহার অন্তর আল্লাহ্ পাকের নিদর্শনাবলী ও প্রমাণাদি অস্বীকার করে, আল্লাহ্ তাহাকে হিদায়াতের পথ দেখান না।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের তাহার সন্তান হওয়ার ব্যাপারে মূর্খ মুশরিকদের এবং হযরত ঈসা ও ইয়াকূব (আ)-এর তাহার পুত্র হওয়া সম্পর্কে ইয়াহুদী ও নাসারাদের ধারণা খণ্ডন করিয়া বলেন ঃ

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَايَشَاءُ۔

আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিতে চাহিলে তিনি তাহার সৃষ্টির মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিতে পারিতেন।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের কোন সন্তান নাই। এই ব্যাপারে মুশরিক ও ইয়াহুদী নাসারাদের ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অবাস্তব।

سُبْحَانَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ অর্থাৎ সন্তান গ্রহণ হইতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। কারণ, তিনি এক। সৃষ্টির সব কিছুই তাঁহার মুখাপেক্ষী। তিনি কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। সব কিছুই তাঁহার পদানত ও করতলগত। সুতরাং সত্যদ্রোহী এই যালিমরা যাহা বলে তাহা হইতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র।

(٥) خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ○

(٦) خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۗ يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ۗ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○

৫. তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করিয়াছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জানিয়া রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

৬. তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন একই ব্যক্তি হইতে। অতঃপর তিনি তাহা হইতে তাহার সঙ্গীনি সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন আট

**প্রকার আন'আম। তিনি তোমাদিগকে তোমাদিগের মাতৃগর্ভে ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদিগের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তাহারই, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। অতএব তোমরা মুখ ফিরাইয়া কোথায় চলিয়াছ ?**

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক জানাইয়া দিতেছেন যে, তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিহি ইহার অধিপতি ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। রাত-দিনের পরিবর্তন তাঁহারই কীর্তি।

يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ অর্থাৎ রাত-দিন তাঁহারই নিয়মাধীনে পর্যায়ক্রমে আগমণ-নির্গমন করিতেছে। একে অপরকে দ্রুত অনুগমন করিতে যাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদাহ্, সুদ্দী (র) প্রমুখ হইতে আলোচ্য আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি নিয়মাধীন করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পরিক্রম করিয়া চলিয়াছে; অতঃপর কিয়ামতের দিন উহার সমাপ্তি ঘটিবে। এই নির্দিষ্ট কাল সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক পুরাপুরি অবগত রহিয়াছেন।

اَلاَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ অর্থাৎ এতসব মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং বড়ত্ব সত্ত্বেও কেহ অপরাধ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাওবা করিলে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ الخ অর্থাৎ জাত, শ্রেণী, ভাষা ও বর্ণের ভেদাভেদ সত্ত্বেও তিনি তোমাদিগকে একই ব্যক্তি তথা আদম (আ) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাহা হইতে তাহার সঙ্গীনি তথা হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন ঃ এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ـ

অর্থাৎ হে মানব জাতি! তোমরা ভয় কর তোমাদের সেই রবকে যিনি তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তাহা হইতে তাহার সংগীনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের হইতে বিস্তার করিয়াছেন অনেক পুরুষ ও নারী।

وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ অর্থাৎ তিনি তোমাদিগের জন্য আট প্রকার আন'আম তথা রোমন্থনকারী গবাদী পশু সৃষ্টি করিয়াছেন। এই আট প্রকার আন'আম কি কি, তাহা সূরা আন'আমে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মেষ দুইটি, ছাগল দুইটি, উট দুইটি ও গরু দুইটি।

يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ الخ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদিগকে তোমাদিগের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে গঠন দান করিয়াছেন। একজন মানুষের গঠন প্রণালী হইল প্রথমে হয় বীর্য; অত:পর জমাট রক্ত, তাহার পর এক টুকরা গোশত। অত:পর গোশত, হাড্ডি, মাংসপেশী ও শিরা সৃষ্টি হয়। এরপর আত্মা সঞ্চার করিবার পর একটি পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতি ধারণ করে।

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ- উত্তম সৃষ্টিকারী আল্লাহ্ কতই না মহান।

فِىْ ظُلُمَاتٍ ثَلٰثٍ তিন অন্ধকারে—অর্থাৎ জরায়ুর অন্ধকার, সন্তানের গায়ে জড়ানো পাতলা আবরণের অন্ধকার ও পেটের অন্ধকার। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, আবূ মালিক, যাহ্হাক, কাতাদাহ, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) তিন অন্ধকারের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ অর্থাৎ এই যে যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ বস্তুরাজি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সৃজন করিয়াছেন তোমাদিগকে ও তোমাদিগের পিতৃ পুরুষকে, তিনি তোমাদের রব, তিনিই সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিপতি।

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ অর্থাৎ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি ছাড়া অন্য কাহারো দাসত্ব করা যায় না এবং তিনি এক, তাহার কোন শরীক নাই।

فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ؟ অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও কি করিয়া তোমরা তাঁহার সঙ্গে অন্যের দাসত্ব কর? তোমরা কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছ?

(٧) اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۗ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

(٨) وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ۖ اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ○

৭. তোমরা অকৃতজ্ঞ হইলে আল্লাহ্ তোমাদিগের মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি তাঁহার বান্দাদিগের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও; তিনি তোমাদিগের জন্য ইহাই পছন্দ করেন। একের ভার অন্যে বহন করিবে না। অত:পর তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যাহা করিতে তিনি তোমাদিগকে তাহা অবগত করাইবেন। অন্তরে যাহা আছে তিনি তাহা সম্যক অবগত।

৮. মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তাহার প্রতিপালককে ডাকে; পরে যখন তিনি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহার পূর্বে যাহার জন্য সে ডাকিয়াছিল তাহাকে এবং সে আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করায় অপরকে তাহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার জন্য। বল, কুফরীর জীবন অবস্থায় তুমি কিছুকাল উপভোগ করিয়া লও। বস্তুত তুমি জাহান্নামীদিগের অন্যতম।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তিনি সৃষ্টির কাহারো প্রতি মুখাপেক্ষী নহেন। যেমন হযরত মূসা (আ) বলিয়াছিলেন ঃ

اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ـ

অর্থাৎ তোমরা এবং জগতের সকলে মিলিয়া যদি কুফরী কর, (তবুও তাঁহার কোন ক্ষতি হইবার নহে) আল্লাহ্ সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসার্হ।

সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, আল্লাহ্ বলেন ঃ "হে আমার বান্দাগণ! পূর্ব-পর , জিন ও ইনসান নির্বিশেষে যদি তোমরা সকলেই আমার চরম অবাধ্য হইয়া যাও; তাহাতে আমার রাজত্বে সামান্য ত্রুটিও দেখা দিবে না।"

وَلَايَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ অর্থাৎ আল্লাহ্ বান্দার জন্য অকৃতজ্ঞতা পছন্দও করেন না, ইহার আদেশও করেন না।

وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা কৃতজ্ঞ হইলে আল্লাহ্ উহা পছন্দ করেন এবং তোমাদের প্রতি তাহার অনুগ্রহ বাড়াইয়া দেন।

وَلَاتَزِرُوَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى অর্থাৎ একের পাপের ভার অন্যে বহন করিবে না। প্রত্যেকেই আপন আপন কর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হইবে।

ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ الخ অর্থাৎ একদিন তোমাদিগকে তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। সেইদিন তিনি তোমাদিগকে তোমাদিগের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করিবেন। কোন কিছুই তাঁহার কাছে গোপন নয়। তিনি গোপন-প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কেই সম্যক অবহিত।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَارَبَّهُ مُنِيْبًا اِلَيْهِ অর্থাৎ মানুষের চরিত্র এই যে, বিপদে পড়িলে তাহারা চিন্তিত হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দিলে পরে সব ভুলিয়া যায়। যেমন, একস্থানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلاَّ اِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا -

অর্থাৎ সমুদ্রে বিপদে পড়িলে তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়া সবাইকে ভুলিয়া যাও আর তিনি উদ্ধার করিয়া কুলে আনিয়া দেওয়ার পর তাঁহার হইতে মুখ ফিরাইয়া লও। আসলে মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوْا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ -

অর্থাৎ পরে যখন তিনি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন সে ইতিপূর্বে যাহাকে ডাকিয়াছিল তাহাকে ভুলিয়া যায়। অর্থাৎ বিপদমুক্ত হইয়া স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিলে ঐ আবেদন-নিবেদন আর আকুতি-মিনতির কথা ভুলিয়া যায়। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَا اِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ -

অর্থাৎ মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুইয়া, বসিয়া, দাঁড়াইয়া আমাকে আহ্বান করে। অত:পর যখন আমি তাহার বিপদ দূর করিয়া দেই; তখন তাহার অবস্থা হয় যেন বিপদে পড়িয়া সে আমাকে ডাকেই নাই।

وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ অর্থাৎ সুখের দিনে আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক ও অংশীদার স্থাপন করিতে শুরু করিয়া দেয়। এই মানুষের নীতি।

قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلاً اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি এই চরিত্রের লোকদিগকে বলিয়া দিন যে, কুফরীর জীবন অবস্থায় তোমরা কিছুকাল ভোগ করিয়া লও। বস্তুত তুমি জাহান্নামীদিগের অন্যতম। উল্লেখ্য যে, কঠোর হুমকি স্বরূপ আল্লাহ্ পাক এই কথাটি বলিয়াছেন। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ অর্থাৎ তুমি বল, তোমরা ভোগ করিয়া লও। অবশেষে একদিন তোমাদিগকে জাহান্নামে যাইতেই হইবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ـ

অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে কিছুকালের জন্য ভোগ করিতে দেই। অত:পর কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব।

(٩) اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاۤءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَاۤئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۟

৯. যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন যামে সিজদাবনত হইয়া ও দাঁড়াইয়া আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তাহার সমান, যে তাহা করে না? বল, যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না, তাহারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন সময়ে সিজদাবনত হইয়া ও দাঁড়াইয়া তাহার আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং স্বীয় রবের রহমতের আশা রাখে, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মত নয়, যে আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক স্থাপন করে। এই শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র কাছে সমান নয়। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

لَيْسُوْا سَوَاۤءً مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اٰنَاۤءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ

অর্থাৎ তাহারা সমান নয়। আহলে কিতাবদের এক দল লোক এমন আছে, যাহারা সিজদাবনত হইয়া রাত্রির বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে। আর এইখানে আল্লাহ বলেন ঃ اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاۤءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا

অর্থাৎ, যে রাত্রির বিভিন্ন সময় সিজদাবনত হইয়া ও দাঁড়াইয়া ....।

এই আয়াত দ্বারা একদল আলিম প্রমাণ করেন যে, اَلْقُنُوْتُ অর্থ সালাতে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা—শুধু দাঁড়ানো নয়। পক্ষান্তরে একদলের মত হইল اَلْقُنُوْتُ অর্থ দাঁড়ানো। ছাওরী (র) .... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ اَلْقَانِتُ অর্থ اَلْمُطِيْعُ অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত।

ইব্ন আব্বাস (রা), হাসান, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, اٰنَاۤءَ اللَّيْلِ অর্থ রাতের শুরু মধ্যম ও শেষ অংশ। ছাওরী (র) মানসূর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে,

মানসূর বলেন, আমাদের জানা মতে آنَاءَ اللَّيْلِ অর্থ মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়। হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন ঃ آنَاءَ اللَّيْلِ অর্থ রাতের শুরু, শেষ ও মধ্যম সময়।

يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ অর্থাৎ আখিরাতের ভয় ও আল্লাহ্র রহমতের আশা লইয়া ইবাদত করে। বলা বাহুল্য যে, ইবাদতে আশা ও ভয় দুইটিই পাশাপাশি থাকা অপরিহার্য। তবে জীবদ্দশায় ভয়-ই প্রবল থাকা চাই এবং অন্তিমকালে আশাই শ্রেয়।

ইমাম আব্দ ইব্ন হুমাইদ (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে তাহার মুসনাদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন এক মুমূর্ষ ব্যক্তিকে দেখিতে যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার মনের অবস্থা এখন কিরূপ? লোকটি বলিল, আমি এখন ভয় ও আশার মাঝে বিরাজ করিতেছি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যাহার অন্তরে এই দুইটি ভাবের সমাবেশ ঘটে আল্লাহ্ তাহার আশা পূরণ করেন ও ভয় হইতে তাহাকে মুক্তি দান করেন। এই হাদীসটি তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্ন মাজা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... ইয়াহ্ইয়া আল বাক্কা হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহ্ইয়া আল-বাক্কা বলেন যে, তিনি শুনিতে পাইয়াছেন যে, হযরত ইব্ন উমর একদিন أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ الخ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, এইখানে হযরত উসমান (রা) এর কথা বলা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, হযরত উসমান (রা) রাত্রে অধিক নামায পড়িতেন ও কুরআন তিলাওয়াত করিতেন। এমন কি কখনো কখনো এক রাকাতে পুরা কুরআন পড়িয়া ফেলিতেন। যেমন হযরত আবূ ওবায়দা (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র) ....তামীম আদ-দারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তামীম দারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ কোন রাত্রে কুরআনের এক শত আয়াত পাঠ করিলে তাহাকে গোটা রাত্রির ইবাদতের সওয়াব দেওয়া হয়।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ বল, যাহারা জানে ও যাহারা জানে না তাহারা কি সমান? তাহারা আর যাহারা আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক স্থাপন করে তাহারা সমান নয়।

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ অর্থাৎ যাহাদের বিবেক ও বোধশক্তি আছে, কেবল তাহারাই এই দুই শ্রেণীর মধ্যকার পার্থক্য বুঝিতে পারে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(١٠) قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

(١١) قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝

(١٢) وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

**১০.** বল, হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালককে ভয় কর। যাহারা এই দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাহাদিগের জন্য আছে কল্যাণ। প্রশস্ত আল্লাহ্‌র পৃথিবী। ধৈর্যশীলদিগকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

**১১.** বল, আমি আদিষ্ট হইয়াছি, আল্লাহ্‌র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া তাহার ইবাদত করিতে;

**১২.** আর আদিষ্ট হইয়াছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের অগ্রণী হই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার বান্দাদিগকে তাহার আনুগত্য ও তাকওয়ার উপর অটল ও দৃঢ় থাকিবার আদেশ দিয়া বলিতেছেন ঃ قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ الخ অর্থাৎ বলিয়া দিন, হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যাহারা এই দুনিয়াতে সৎকর্ম করিবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাহাদিগের জন্য কল্যাণ রহিয়াছে।

وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ প্রশস্ত আল্লাহ্‌র পৃথিবী। মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্‌র পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব তোমরা হিজরত কর, জিহাদ কর এবং মানব রচিত বাদ-মতবাদ পরিত্যাগ কর।

শরীফ (র) মানসূর (র) এর সূত্রে আতা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আতা, وَاَرْضُ اللّٰهِ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌র পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব আল্লাহ্‌র নাফরমানির প্রতি আহ্বান করা হইলে তোমরা ছুটিয়া পালাও। এই বলিয়া তিনি اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا আয়াতটি পাঠ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত নয় যে, তোমরা উহাতে হিজরত করিবে?

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ ধৈর্যশীলদিগকে অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

আওযায়ী (র) বলেন, ইহাদিগের পুরস্কার ওজন করিয়া মাপিয়া দেওয়া হইবে না। আল্লাহ্ নিজ হাতে কোষ করিয়া অপরিমিত প্রদান করিবেন।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানিতে পাইয়াছি যে, ধৈর্যশীলদের আমলের পুরস্কার কখনো মাপিয়া হিসাব করিয়া দেওয়া হইবে না—আল্লাহ্ আপন হাতে অপরিমিত দান করিবেন।

সুদ্দী (র) বলেন, জান্নাতে ধৈর্যশীলদিগকে অপরিমিত পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ الخ অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলিয়া দিন যে, আমি একনিষ্ঠভাবে এক লা-শারীক আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। আরো আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি মুসলমানদের অগ্রণী হই।

(١٣) قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

(١٤) قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِيْ ○

(١٥) فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ؕ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ○

(١٦) لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ○

১৩. বল, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি মহা দিবসের শাস্তির।

১৪. বল, আমি ইবাদত করি আল্লাহ্‌রই, তাঁহার প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রাখিয়া।

১৫. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহার ইচ্ছা তাহার ইবাদত কর। বল, কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা নিজদিগের ও নিজদিগের পরিবারবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জানিয়া রাখ, ইহাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

১৬. তাহাদিগের জন্য থাকিবে তাহাদিগের ঊর্ধ্ব দিকে অগ্নির আচ্ছাদন এবং নিম্ন দিকেও আচ্ছাদন। এতদ্বারা আল্লাহ্ তাহার বান্দাদিগকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।

তাফসীর ঃ قُلْ اِنِّىْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন ঃ হে মুহাম্মদ! আপনি বলিয়া দিন যে, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি মহা দিবসে তথা কিয়ামত দিবসে শাস্তির ভয় করি। সুতরাং তোমাদের অবস্থা কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহা তোমরাই ভাবিয়া দেখ। قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ الخ। অর্থাৎ আরো বলিয়া দিন যে, আমি একনিষ্ঠ আনুগত্যের সহিত কেবল আল্লাহ্‌রই

ইবাদত করি। সুতরাং তোমরা যাহার ইচ্ছা তাহার ইবাদত কর। বলা বাহুল্য যে, ইহা গাইরুল্লাহ্‌র ইবাদত করার অনুমতি নয়—বরং কঠোর হুমকিস্বরূপ ইহা বলা হইয়াছে।

قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِيْنَ الخ অর্থাৎ যাহারা নিজদিগের এবং নিজদিগের পরিবারবর্গের ক্ষতি সাধন করে; কিয়ামতের দিন তাহারা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। চাই তাহাদের পরিবারবর্গ জান্নাতে যাক কিংবা সকলেই জাহান্নামের অধিবাসী হউক। কোন অবস্থাতেই তাহারা নিস্কৃতি পাইবে না।

اَلاَذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াই স্পষ্ট ক্ষতি।

অতঃপর জাহান্নামে উহাদিগের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহার বিবরণ দিয়া আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ الخ অর্থাৎ তাহাদিগের জন্য থাকিবে তাহাদিগের উর্ধ্বদিকে অগ্নির আচ্ছাদন এবং নিচেও আচ্ছাদন।

যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

অর্থাৎ সেইদিন উহাদিগকে উহাদিগের উপর ও নীচ হইতে শাস্তি আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। আর বলা হইবে আস্বাদন কর তোমরা তোমাদের কর্মফল।

ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ অর্থাৎ এই অবশ্য সংঘটিতব্য অবস্থার বিবরণ দিয়া আল্লাহ্ পাক তাঁহার বান্দাদিগকে সতর্ক করিতে চাহেন, যাহাতে তাহারা সাবধান হইয়া হারাম ও অপকর্ম পরিত্যাগ করে।

يَا عِبَادِ فَاتَّقُوْنِ অর্থাৎ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার ক্ষমতা, শক্তি ও শাস্তিকে ভয় করিয়া চল।

(١٧) وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۙ

(١٨) الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

১৭. যাহারা তাগূতের পূজা হইতে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্র অভিমুখী হয়; তাহাদিগের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদিগকে।

১৮. যাহারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং উহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করে, উহাদিগকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহারাই বোধশক্তিসম্পন্ন।

তাফসীর ঃ আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইবন আসলাম (র) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوْا الخ আয়াতটি যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল, আবূ যর ও সালমান ফারেসী (রা)-এর শানে নাযিল হইয়াছে। তবে বিশুদ্ধমত এই যে, তাহাদের সহ ঐ সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য, যাহারা তাগূতকে বর্জন করিয়া আল্লাহ্র অভিমুখী হয়। এই চরিত্রের লোকদের জন্যই দুনিয়াতে ও আখিরাতে সুসংবাদ রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَبَشِّرْ عِبَادِ الخ অর্থাৎ যাহারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনিয়া ও বুঝিয়া তদনুযায়ী আমল করে; আমার সেইসব বান্দাদিগকে সুসংবাদ দিন।

যেমন মূসা (আ)-কে তাওরাত প্রদান করিয়া আল্লাহ্ পাক বলিয়াছিলেন ঃ

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا بِأَحْسَنِهَا অর্থাৎ ইহা শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে নির্দেশ দাও যেন তাহারা উহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করে।

أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ এইসব গুণে গুণান্বিত লোকদিগকেই আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে এবং আখিরাতে সৎপথে পরিচালিত করেন।

وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُوْلُوْا الْأَلْبَابِ অর্থাৎ ইহারাই হইল সুস্থ ও সঠিক বিবেক সম্পন্ন লোক।

(১৯) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۖ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ۝

(২০) لَٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَعْدَ اللّٰهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ۝

১৯. যাহার উপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হইয়াছে, তুমি কি রক্ষা করিতে পারিবে সেই ব্যক্তিকে, যে জাহান্নামে আছে।

**২০. তবে যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদিগের জন্য আছে বহু প্রাসাদ, যাহার উপর নির্মিত আরো এক প্রাসাদ, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।**

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ যাহাকে আমি হতভাগা ও দুর্ভাগা লিখিয়া রাখিয়াছি ; তুমি কি তাহাকে তাহার বিভ্রান্তি ও ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে? অর্থাৎ এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্র পর কেহ-ই হেদায়াত দিতে পারিবে না। কারণ, আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহাকে কেহই হিদায়াত দিতে পারে না এবং যাহাকে হিদায়াত দান করেন তাহাকে কেহ-ই বিভ্রান্ত করিতে পারে না।

অত:পর আল্লাহ্ পাক তাহার সৌভাগ্যশীল বান্দাদিগের সম্পর্কে বলেন যে, জান্নাতে তাহাদিগের জন্য প্রাসাদ থাকিবে। مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ অর্থাৎ জান্নাতীদিগকে বহুতল বিশিষ্ট সুউচ্চ, সুদৃঢ় ও কারুকার্যখচিত প্রাসাদ দেওয়া হইবে।

ইমাম আহমদ (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতে এমন প্রাসাদ আছে, যাহার বাহির হইতে ভিতর এবং ভিতর হইতে বাহির দেখা যায়।" এ কথা শুনিয়া এক বেদুঈন জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই জান্নাতে কাহাকে দেওয়া হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "যে ভাল কথা বলে, (নিরন্নকে) অন্ন দান করে এবং গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমাইয়া থাকে; তখন জাগিয়া নামায পড়িয়া থাকে।"

ইমাম তিরমিযী আব্দুর রহমান ইব্ন ইসহাকের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, হাদীসটি হাসান, গরীব। তবে কোন কোন আহলে ইলম এই আব্দুর রহমানের স্মৃতি শক্তির ব্যাপারে আপত্তি করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ....আবূ মালিক আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে এমন বহু প্রাসাদ আছে, যাহার ভিতর হইতে বাহির এবং বাহির হইতে ভিতর দেখা যায়। আল্লাহ্ পাক উহা সেই ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন; যে (অপরকে) আহার দান করে, কোমল কণ্ঠে কথা বলে, অবিরাম রোযা রাখে ও গভীর রাতে উঠিয়া নামায পড়ে।

ইমাম আহমদ (র) ....সাহল ইব্ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাহল ইব্ন সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে একে অপরকে প্রাসাদ দেখাইবে; যেমন তোমরা আকাশ প্রান্তে নক্ষত্র দেখাদেখি করিয়া থাক। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নুমান ইব্ন আবূ আইয়াশের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে হাদীসটি এইরূপ শুনিয়াছি যে, যেমন তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম আকাশে নক্ষত্র দেখাদেখি কর। ইমাম বুখারী ও

মুসলিম সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হাযিমের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রাসাদের অধিবাসীদিগকে পরস্পর এমনভাবে দেখাদেখি করিবে, যেমন তোমরা আকাশ প্রান্তে অস্তাচলগামী উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দেখাদেখি করিয়া থাক। এ কথা শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা কি নবী হইবেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উত্তরে রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হাঁ, তাহারা হইবেন। শপথ সেই সত্ত্বার যাহার হাতে আমার জীবন। আর সেই সব লোক যাহারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিয়াছে ও রাসূলগণকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটির বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা একদিন বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদিগের অবস্থা এই যে, আমরা যখন আপনাকে দেখি,তখন আমাদের হৃদয় গলিয়া যায় এবং আমাদের মনে আখিরাতের ভাবনা জাগ্রত হয়। কিন্তু আপনার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই দুনিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে এবং আমরা স্ত্রী ও সন্তানাদির ধান্ধায় পড়িয়া যাই। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আমার সান্নিধ্যে থাকা অবস্থায় তোমাদের যে ভাব থাকে, যদি তা সর্বক্ষণ বজায় থাকিত, তবে তো ফেরেশতারা হস্ত প্রসারিত করিয়া তোমাদিগের সঙ্গে মুসাফাহা করিত এবং ঘরে যাইয়া তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিত। আর জানিয়া রাখ, তোমরা যদি গুনাহই না কর, তবে আল্লাহ্ এমন এক জাতি সৃষ্টি করিবেন, যাহারা গুনাহ করিবে, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া নিজের ক্ষমা গুণের বহি:প্রকাশ ঘটাইতে পারেন। অত:পর আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জান্নাত কি দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছে, বর্ণনা করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ এক ইট স্বর্ণের, এক ইট রৌপ্যের। মসলা সুঘ্রাণ মেশ্ক। কংকর হইল মুক্তা ও হীরা আর ভোগ করিতে থাকিবে—কখনো দুঃখের ছোয়া তাহার গায়ে লাগিবে না। চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে-মৃত্যু হইবে না। তাহার পরিধেয় বস্ত্র কখনো জীর্ণ হইবে না এবং তাহার যৌবন কখনো ক্ষয় হইবে না। শুনিয়া রাখ, তিন ব্যক্তির দু'আ প্রত্যাখ্যান করা হয় না। ন্যায়পরয়ণ শাসক, রোজাদার ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত, মযলুমের আহাজারি, মেঘ ভেদ করিয়া আরোহণ করে এবং উহার জন্য আকাশমণ্ডলীর দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং আল্লাহ্ পাক বলেন, আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমার সাহায্য করিব, যদিও তাহাতে কিছু বিলম্ব হয়।"

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ অর্থাৎ জান্নাতীদের চাহিদানুযায়ী জান্নাতে নদী প্রবাহিত হইবে।

وَعْدَ اللّٰهِ لَايُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادُ অর্থাৎ এই যাহা কিছু বলা হইল তাহা ঈমানদার বান্দাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্ পাকের ওয়াদা। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

(٢١) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ۝

(٢٢) اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

২১. তুমি কি দেখনা, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন। অত:পর উহা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্দারা বিবিধ ফসল উৎপন্ন করেন। অত:পর ইহা শু ইয়া যায় এবং তোমরা ইহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও। অবশেষে তিনি উহা খড়-কুটায় পরিণত করেন। ইহাতে অবশ্যই উপদেশ রহিয়াছে বোধশক্তি সম্পন্নদিগের জন্য।

২২. আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যাহার বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং যে তাহার প্রতিপালকের আলোকে আছে, সে কি তাহার সমান, যে এরূপ নহে? দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদিগের জন্য, যাহারা আল্লাহ্র স্মরণে পরান্মুখ। উহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন যে, পৃথিবীতে পানির উৎস হইল আকাশ। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا আর আমি আকাশ হইতে পবিত্র পানি নাযিল করিয়াছি। আকাশ হইতে নামিয়া এই পানি ভূগর্ভে চলিয়া যায়। অত:পর আল্লাহ পাক তাহার ইচ্ছানুযায়ী উহা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিস্তার করিয়া দেন এবং প্রয়োজনানুযায়ী ছোট -বড় ঝর্ণা ও প্রস্রবণে পরিণত করেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ অত:পর ভূমিতে উহাকে নির্ঝররূপে করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ পৃথিবীর সকল পানিই

আকাশ হইতে অবতীর্ণ। আকাশ হইতে অবতরণের পর পৃথিবীর রস উহাকে পরিবর্তন করিয়া ফেলে فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ الخ আয়াতে এই কথাটিই বলা হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র এবং আমির শা'বী (র)ও ঠিক ইহাই বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সব পানির উৎসই আকাশে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, পানির উৎস হইল বরফ। অর্থাৎ পাহাড়-পর্বতে বরফ জমিয়া উহার তলদেশ হইতে পানির নির্ঝর নালা প্রবাহিত হয়।

ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ - অর্থাৎ অত:পর আকাশ হইতে অবতীর্ণ ভূগর্ভ হইতে উৎসারিত পানি দ্বারা নানা বর্ণ, আকার, স্বাদ, ঘ্রাণ ও নানা প্রকারের ফসল উৎপন্ন হয়। ثُمَّ يَهِيجُ الخ অর্থাৎ অত:পর সেই ফসল পূর্ণ শ্যামলতা ও সজীবতা লাভ করার পর নির্জীব হইয়া পড়ে। ফলে উহা শুষ্ক পীত বর্ণের দেখা যায়। ইহার পর শুষ্ক খড়-কুটায় পরিণত হইয়া যায়। إِنَّ فِي ذَلِكَ الخ অর্থাৎ এই বিবরণে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে। অর্থাৎ যাহাদের বিবেক আছে তাহারা এইসব বিবরণ পড়িয়া এই শিক্ষা গ্রহণ করে যে, এই দুনিয়া কিছুকাল এইভাবে সবুজ, সতেজ ও মনোমুগ্ধকর থাকিবার পর এক সময়ে সে নির্জীব, দুর্বল হইয়া পড়িবে। ইহার পর আসিয়া পড়িবে মৃত্যু। সুতরাং ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি; মৃত্যুর পর যে কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে।

এইভাবে বহুস্থানে আল্লাহ্ পাক দুনিয়ার উপমা দিতে যাইয়া আকাশ হইতে পানি অবতরণ, তদ্বারা ফল-ফলাদি উৎপন্ন হওয়া এবং অবশেষে উহা খড়কুটায় পরিণত হওয়ার কথা বিবৃত করিয়াছেন।

যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا -

অর্থাৎ উহাদিগের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের । ইহা পানির ন্যায় যাহা আমি বর্ষণ করি আকাশ হইতে, যদ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া উদগত হয়। অত:পর উহা বিশুষ্ক হইয়া এমন চূর্ণ বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস উহাকে উড়াইয়া লইয়া যায়। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ أَفَمَنْ شَرَحَ الخ অর্থাৎ আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যাহার বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং সে তাহার প্রতিপালকের আলোকে আছে; সেই ব্যক্তি, আর যাহার অন্তর পাষাণের ন্যায় কঠিন এবং সত্য হইতে দূরে, সে কি সমান হইতে পারে ?

যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অত:পর আমি তাহাকে জীবন দান করিয়াছি এবং তাহার জন্য আলো স্থাপন করিয়াছি, যদ্বারা সে মানুষের মাঝে চলা-ফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত, যে অন্ধকারে পড়িয়া আছে এবং উহা হইতে বাহির হইতে পারিতেছে না?

তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ الخ অর্থাৎ যেসব কঠোর হৃদয় ব্যক্তিগণ আল্লাহ্র স্বরূপ হইতে পরান্মুখ, অর্থাৎ আল্লাহ্র স্মরণে তাহাদের হৃদয় বিগলিত হয় না, মনে ভয় জাগ্রত হয় না ও সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারে না। اُولٰئِكَ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ইহাদের জন্য রহিয়াছে ধ্বংস এবং ইহারা জাজ্বল্যমান বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

(٢٣) اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○

২৩. আল্লাহ্ অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যাহা সুসামঞ্জস এবং যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। ইহাতে যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদিগের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। অতঃপর তাহাদিগের দেহ মন প্রশান্ত হইয়া আল্লাহ্র স্মরণে ঝুকিয়া পড়ে; ইহাই আল্লাহ্র পথনির্দেশ। তিনি যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথ প্রদর্শক নাই।

তাফসীর ঃ ইহা আল্লাহ্র তরফ হইতে, রাসূলে করীম (সা) এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআনের প্রশংসা। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ الخ অর্থাৎ আল্লাহ্ অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যাহা সুসামঞ্জস এবং যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ পুরোটাই সুসামঞ্জস এবং পুনঃ পুনঃ পঠনীয়। কাতাদাহ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ, এক আয়াত আরেক আয়াতের এবং এক হরফ আরেক

হরফের সহিত সুসামঞ্জস। যাহ্হাক (র) বলেন, مَثَانِىَ অর্থ বুঝার সুবিধার জন্য এক একটি কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা। ইকরিমা ও হাসান (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে তাহার সিদ্ধান্তের কথা বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন।

হাসান (র) বলেন, এমন হয় যে, এক সূরার কোন কোন আয়াত অপর সূরার কোন কোন আয়াতের সহিত সাদৃশ্য রাখে। আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র).বলেন مَثَانِىَ অর্থ কথা একাধিকবার উল্লেখ করা। যেমন ঃ দেখা যায় কুরআনে মূসা, সালিহ, হূদ এবং আরো অনেক নবীদের কথা বহু স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) مَثَانِىَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কুরআনের এক অংশ আরেক অংশের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এক অংশ অপর অংশের সহায়ক ও সমর্থক।

কোন কোন আলিমের মতে কুরআনের কোন কোন অংশের অবস্থা এমন যে, তাহার পূর্বাপর আলোচনা একই অর্থবোধক। এইরূপ আয়াতকে মুতাশাবিহ বলা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হয় যে, পূর্বাপর বক্তব্য সমার্থবোধক নয়, বরং একটি আরেকটির বিপরীত। যেমন পাশাপাশি ঈমানদার ও কাফির এবং জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির আলোচনা। এইরূপ আয়াতকে বলা হয় মাছানী। যেমন ঃ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ وَّاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ كَلاَّ اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ ـ كَلاَّ اِنَّ كِتَابَ الاَبْرَارَ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ هٰذَا ذِكْرٌ وَّاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنُ مَابٍ ـ هٰذَا وَاِنَّ لِلطَّاغِيْنَ لَشَرَّمَابٍ ইত্যাদি । এইসব আয়াত হইল মাছানী। এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, আলোচ্য 'মুতাশাবিহ' আয়াত সেই 'মুতাশাবিহ' নয় যাহার কথা مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ আয়াতে বলা হইয়াছে। দুই মুতাশাবিহ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ الخ ইহাতে যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদিগের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। অতঃপর তাহাদিগের দেহ-মন প্রশান্ত হইয়া আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে।

এই আয়াতে 'আবরার' পুণ্যবানদের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে যে, ক্ষমতাশীল, সত্যসাক্ষী, পরাক্রমশীল ও ক্ষমাশীল আল্লাহ্ পাকের কালাম শুনিয়া ভয়ে তাহাদের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আবার তাহার রহমতের আশায় দেহ-মন প্রশান্ত হইয়া আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে। সুতরাং ইহারা কয়েক বিষয়ে প্রতিপক্ষ ফাসিক ফাজিরদের হইতে ভিন্ন ও বিপরীত।

(১) ইহারা শ্রবণ করে কুরআনের তিলাওয়াত আর উহারা শ্রবণ করে গায়ক-গায়িকাদের অশ্লীল গান-বাদ্য। (২) কুরআন তিলাওয়াত শুনিয়া ইহারা সিজদায়

লুটিয়া পড়ে; ভক্তি, ভয় আশা ও ভালবাসায় নুইয়া যায় এবং উহার মর্ম অনুধাবন করিয়া জ্ঞান লাভ করে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ - اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - اُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ -

অর্থাৎ ঈমানদার তাহারাই, যাহারা আল্লাহ্কে স্মরণ করা হইলে তাহাদের দেহ-মন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং যখন তাহাদের নিকট তাহার আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাহাদিগের ঈমান বাড়িয়া যায় আর তাহাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে। যাহারা সালাত কায়েম করে এবং আমার দেওয়া রিয্ক ব্যয় করে। ইহারাই প্রকৃত ঈমানদার। তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের জন্য বহু মর্যাদা রহিয়াছে। আরো আছে ক্ষমা ও উন্নত মানের জীবিকা।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا -

অর্থাৎ যাহাদের নিকট তাহাদিগের প্রতিপালকের আয়াত উল্লেখ করা হইলে উহার উপর তাহারা বধির ও অন্ধ হইয়া লুটাইয়া পড়ে না। অর্থাৎ উহা শ্রবণ করার সময় তাহারা অন্যমনস্ক থাকে না; বরঞ্চ মনোযোগ সহকারে শুনে ও গুরুত্ব সহকারে উহার মর্ম অনুধাবন করে। ফলে তাহারা না বুঝিয়া বা অন্যের দেখাদেখি না বুঝিয়া শুনিয়াই তদনুযায়ী আমল করে ও সিজদায় পড়িয়া যায়।

(৩) কুরআন শ্রবণ করার সময় তাহারা পূর্ণ আদব রক্ষা করিয়া চলে। যেমন ঃ সাহাবা কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে কুরআন তিলাওয়াত শুনিবার সময় উহাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া যাইত। অত:পর উহাদের মন প্রশান্ত হইয়া আল্লাহ্র প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। তাহারা হৈ হুল্লুড় করিত না ও অহেতুক লৌকিকতা প্রদর্শন করিত না। বরং তাহাদের কাছে ছিল, দৃঢ়তা, প্রশান্তি, আদব ও ভয়-ভীতি। আর এই গুণেই তাহারা ইহ-পরকালে আল্লাহ্র প্রশংসা লাভে ধন্য হইয়াছে।

আব্দুর রাযযাক (র) মা'মার (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কাতাদাহ (র) تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الخ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিয়াছেন, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার অলীদের এই পরিচয় দিয়াছেন যে, তাহাদের গাত্র-রোমাঞ্চিত হয়। চোখে অশ্রু ঝরে। অত:পর দেহ-মন প্রশান্ত হইয়া আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে। এই পরিচয় দেন নাই যে, তাহারা অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও বেহুঁশ হইয়া যায়। বস্তুত ইহা বেদআতীদের লোক দেখানো আচরণ। ইহা শয়তানের কাজ।

সুদ্দী (র) বলেন. اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ অর্থ اِلٰى وَعْدِ اللّٰهِ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌র ওয়াদার প্রতি মনোনিবেশ করে।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ الخ অর্থাৎ ইহা সেই লোকদের পরিচয়, যাহাদিগকে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করিয়াছেন। এই গুণ যাহাদের নাই, তাহারা সেইসব লোক আল্লাহ্ যাহাদের বিভ্রান্ত করিয়াছেন।

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ الخ আল্লাহ্ যাহাদের বিভ্রান্ত করেন, কেহ তাহাদের বিদায়াত দিতে পারে না।

(٢٤) اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○

(٢٥) كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

(٢٦) فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْىَ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

২৪. যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাহার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাইতে চাহিবে, সে কি তাহার মত, যে নিরাপদ? যালিমদিগকে বলা হইবে, তোমরা যাহা অর্জন করিতে তাহার শাস্তি আস্বাদন কর।

২৫. উহাদিগের পূর্ববর্তীগণ মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল, ফলে শাস্তি উহাদিগকে গ্রাস করিল, উহাদিগের অজ্ঞাতসারে।

২৬. ফলে আল্লাহ্ উহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করাইলেন এবং আখিরাতের শাস্তি তো কঠিনতর। যদি উহারা জানিত।

তাফসীর ঃ اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ بِوَجْهِهٖ الخ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিবসে তাহার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাইতে চাহিবে এবং তাহাকে ও তাহার সমপর্যায়ের জালিম লোকদিগকে বলা হইবে, তোমরা যাহা অর্জন করিতে তাহার শাস্তি আস্বাদন কর। সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে নিরাপদ অবস্থায় উপস্থিত হইবে?

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

أَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖ أَهْدٰى أَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঝুঁকিয়া মুখে ভর দিয়া চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, নাকি সেই ব্যক্তি যে সোজা হইয়া সরল পথে চলে?

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

أَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ يَّأْتِيْ اٰمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

অর্থাৎ যাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে, সে উত্তম, নাকি সে, যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে উপস্থিত হইবে?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ الخ অর্থাৎ অতীতের বিভিন্ন যুগে বহু লোক রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের অপরাধে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। তখন আল্লাহ্র হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ ছিল না।

فَأَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا অর্থাৎ শাস্তি দ্বারা ইহজগতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে লাঞ্ছনা হইতে মুক্ত করিলেন। অতএব কুরআনের এই সম্বোধকদেরও সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। আর ইহা বলাই বাহুল্য যে, এই প্রকৃতির লোকদের জন্য পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন এই পার্থিব শাস্তি অপেক্ষা তাহারা বড়ই কঠোর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আখিরাতের শাস্তি তো কঠিনতর, যদি তাহারা জানিত।

(٢٧) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

(٢٨) قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

(٢٩) ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(৩০) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۝

(৩১) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۝

২৭. আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৮. আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত; যাহাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।

২৯, আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেন ঃ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যাহারা পরষ্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন; এবং আরেক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন; এই দুইজনের অবস্থা কি সমান ? প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই ইহা জানে না।

৩০. তুমি তো মরণশীল এবং ইহারাও তো মরণশীল।

৩১. অত:পর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরষ্পর তোমাদিগের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ الخ অর্থাৎ আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করিয়াছি, যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। কারণ, দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইয়া যায়। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ اَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের হইতেই এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়াছেন, যাহা তোমরা জান।

আরেক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا الاَّ الْعَالِمُوْنَ অর্থাৎ এইসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য উপস্থাপন করিতেছি, কিন্তু আলিমরা ব্যতীত কেহ উহা বুঝে না।

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ অর্থাৎ উহা আরবী ভাষায় অবতীর্ণ কুরআন। উহাতে কোন প্রকার বক্রতা নাই বরং উহা সুস্পষ্ট দলীল। আর আল্লাহ্ তা'আলা এই কুরআনকে আরবী ভাষায় এইভাবে এজন্য নাযিল করিয়াছেন, যাহাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া উহার নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকে এবং যাহা করিবার কথা বলা হইয়াছে তাহা পালন করে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً رَّجُلاً الخ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিতেছেন ঃ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক।

তাহারা সকলে পরস্পর যৌথ গোলামের ব্যাপারে বিবাদ করে। আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন। তাহাতে দ্বিতীয় কাহারো অংশীদারিত্ব নাই। এই দুই ব্যক্তি কি সমান ? সমান নয়। তদ্রূপ মুশরিকরা যে আল্লাহ্র সঙ্গে অন্যান্য দেব-দেবীদেরও পূজা করে আর খাঁটি ঈমানদার যে, এক লাশারীক আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারো ইবাদত করে না; এই দুইজনও সমান নয়।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র) প্রমুখ বলেন ঃ এই আয়াতে মুশরিক ও মুখলিসের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হইয়াছে।

আর যেহেতু এই দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও যারপর নাই বোধগম্য; তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰه অর্থাৎ কাফির মুশরিক ও বাতিলদের বিপক্ষে দলীল কায়েম করিয়াছেন বিধায় সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য।

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষই ইহা জানে না। আর এজন্যই তাহারা আল্লাহ্র সহিত শরীক স্থাপন করে।

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ তুমি তো মরণশীল, উহারাও মরণশীল।

ইহা সেইসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত; রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মৃত্যুর সময় আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যদ্দারা মৃত্যুর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করিয়াছিলেন। যাহার ভিত্তিতে লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মৃত্যুর বাস্তবতা স্বীকার করিয়াছিল যেমন, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ

অর্থাৎ মুহাম্মদ রাসূল বৈ ন[illegible]র পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছেন। যদি তিনি মৃত্যু বরণ করেন কিংবা নিহত [illegible]বে কি তোমরা পিছনে হাটিয়া যাইবে ? কেহ পিছনে হাটিয়া গেলে কিছুতেই সে আল্লাহ্র এতটুকু ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদের পুরস্কার দান করেন।

আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা অবশ্যই একদিন এই জগত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং পরজগতে আল্লাহ্র সম্মুখে সমবেত হইয়া এই তাওহীদ ও শিরক সম্বন্ধে বিতণ্ডা করিবে। অবশেষে তিনি তোমাদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দিবেন ও তাওহীদে বিশ্বাসী মুখলিস ঈমানদারদের মুক্তি দিয়া দিবেন আর সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফির মুশরিকদের শাস্তি প্রদান করিবেন। ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ অত:পর কিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের কাছে বাক-বিতণ্ডা করিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন যুবায়র বলেন, যখন ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ আয়াতটি নাযিল হয়, তখন যুবায়র বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা কি পুনর্বার হইবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হাঁ। ইহা শুনিয়া যুবাইর বলিলেন, তাহা হইলে তো সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইবে। অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ (র) সুফয়ান হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে আরো আছে যে, যখন ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ الخ আয়াতটি নাযিল হয়, তখন যুবাইর বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ নি'মাত সম্পর্কে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে? আমাদিগের বলিতে তো দুই কালো বস্তু, খেজুর আর পানি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, এই ব্যাপারেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। এই অতিরক্ত অংশটুকু ইমাম তিরমিযী এবং ইব্ন মাজাহ (র) সুফয়ান (র)-এর হাদীস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযীর বিচারে হাদীসটি হাসান।

ইমাম আহমদ (র) .... যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা) বলেন اِنَّكَ مَيِّتٌ الخ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর যুবাইর বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বিশেষ গোনাহ ছাড়াও দুনিয়াতে আরো যত গুনাহ হইয়াছে এইসব বিষয়েই আমাদিগকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করা হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হাঁ, পুনর্বার জিজ্ঞাসা করা হইবে। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাপককে তাহার প্রাপ্য দেওয়া হইবে। তখন যুবাইর বলেন, তাহা হইলে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল হইয়া যাইবে।

ইমাম তিরমিযী মুহাম্মদ ইব্ন আমরের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ....উকবা ইবনে আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হইবে দুই প্রতিবেশী।" ইমাম আহমদ একাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ....আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, কিয়ামতের দিন বাক-বিতণ্ডা করা হইবে। এমনকি দুইটি বকরী একে অপরকে শিং দ্বারা গুঁতো দেওয়ার ব্যাপারে বিতণ্ডায় লিপ্ত হইবে।"

মুসনাদে হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন দুইটি বকরীকে গুঁতাগুঁতি করিতে দেখিয়া বলিলেন ঃ আবু যর! তুমি কি জান, এই বকরী দুইটি কেন গুঁতাগুঁতি করিতেছে? তিনি বলিলেন, না তো, জানি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহ্ কিন্তু জানেন আর ইহাদের মাঝে তিনি মীমাংসাও করিবেন।

আবূ বকর বায্‌যার (র) ....আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন খিয়ানতকারী যালিম শাসককে উপস্থিত করা হইবে। তখন প্রজারা তাহার সহিত বিতণ্ডায় লিপ্ত হইবে। অবশেষে প্রজারা তাহার উপর জয়লাভ করিবে। তখন তাহাকে বলা হইবে, জাহান্নামের খুঁটির সাথে বাঁধিয়া রাখ।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) ثُمَّ اِنَّكُمْ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন. কিয়ামতের দিন সত্যবাদী-মিথ্যাবাদীর, মযলুম যালিমের, হিদায়াতপ্রাপ্ত বিভ্রান্ত ব্যক্তির, এবং দূর্বল সবল অহংকারীর বিরুদ্ধে বিতণ্ডা করিবে।

ইব্‌ন মানদাহ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষ পরস্পর বিতণ্ডা করিবে। এমনকি দেহের সহিত আত্মা পর্যন্ত বিতণ্ডা করিবে। আত্মা দেহকে বলিবে, তুমি অমুক কাজ করিয়াছ। দেহ বলিবে, তোমার আদেশে আর তোমার প্ররোচনায়ই তো আমি তাহা করিয়াছি। ফলে আল্লাহ্ পাক মীমাংসার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠাইবেন। ফেরেশতা তাহাদের বলিবে, তোমাদের দৃষ্টান্ত হইল, যেমন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন এক পঙ্গু আর দৃষ্টিহীন এক ব্যক্তি এই দুইজন একটি বাগানে প্রবেশ করিল। ঢুকিয়া পঙ্গু লোকটি বলিল, এইখানে বেশ কিছু ফল দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু পাড়িতে পারিতেছি না। শুনিয়া দৃষ্টিহীন লোকটি বলিল, ঠিক আছে, তুমি আমার উপর চড়িয়া ফলগুলি পাড়িয়া লও। সে তাহাই করিল। এইবার তোমরাই বল, এই দুইজনের মধ্যে সীমালংঘনকারী কে? তাহারা বলিবে, সীমালংঘনকারী তো দুইজনই। তখন ফেরেশতা বলিবে, তোমরা নিজেদের ব্যাপারেই রায় দিয়াছ। অর্থাৎ আত্মার জন্য দেহ হইল বাহনের ন্যায় আর আত্মা হইল আরোহী।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ....ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, ثُمَّ اِنَّكُمْ الخ আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। তবে আয়াতটি কি ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে তাহা জানি না। আমরা আরয করিলাম, আমরা কাহার সহিত বিতণ্ডা করিব? আমাদের ও আহলে কিতাবদের মধ্যে তো কোন বিতণ্ডা নাই, তবে কাহার সহিত এই বিতণ্ডা ? অত:পর এক সময় ফিতনা সংঘটিত হইলে ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন, ইহাই সেই ঘটনা, যে ব্যাপারে আমরা বিতণ্ডা করিব বলিয়া আল্লাহ্ ঘোষণা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন আমির ও মানসূর ইব্‌ন সালামার সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবুল আলিয়া ثُمَّ اِنَّكُمْ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আহলি কিবলা বনাম আহলি কুফর, ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, আহলি ইসলাম বনাম আহলি কুফর এর মধ্যে এই বিতণ্ডা অনুষ্ঠিত হইবে। তবে সঠিক কথা হইল এই বিতণ্ডা অনুষ্ঠান বিশেষভাবে কাহারো জন্য নির্দিষ্ট নয়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(৩২) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ○

(৩৩) وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ○

(৩৪) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ○

(৩৫) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

৩২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসিবার পর উহা প্রত্যাখ্যান করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? কাফিরদিগের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নহে?

৩৩. যাহারা সত্য আনিয়াছে এবং যাহারা সত্যকে সত্য বলিয়া মানিয়াছে তাহারাইতো মুত্তাকী।

৩৪. ইহাদিগের সঞ্চিত সমস্ত কিছুই আছে ইহাদিগের প্রতিপালকের নিকট। ইহাই সৎকর্মপরায়ণদিগের পুরস্কার।

৩৫. কারণ, ইহারা যে সব মন্দকর্ম করিয়াছিল, আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং ইহাদিগকে ইহাদিগের সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করিবেন।

তাফসীর ঃ এইখানে মুশরিকদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্র ব্যাপার বহু মিথ্যা রচনা করে, তাহার সহিত দ্বিতীয় খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, ফেরেশতাকুল তাঁহার মেয়ে সন্তান বলিয়া ধারণা করে এবং তাঁহার ছেলে সন্তানও রহিয়াছে বলিয়া প্রচার করে। অথচ এইসব ব্যাপারে হইতে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ পবিত্র। ইহা ব্যতীত তাহাদের চিরায়ত অভ্যাস ছিল যে, কোন রাসূল আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যখনই কোন পয়গাম বা আয়াত নাযিল করিতেন তখনই উহা মিথ্যা বলিয়া অপপ্রচারে মনোনিবেশ করিত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে এবং সত্য আসিবার পর উহা প্রত্যাখান করে তাহার অপেক্ষা বড় যালিম আর কে? অর্থাৎ ইহার

চেয়ে বড় যালিম আর কে? কেননা তাহারা বিভিন্ন পন্থায় আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারেও মিথ্যা প্রচারণা চালায়। আর তাহারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করে। তাই তাহাদের শেষ ঠিকানা জানাইয়া দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِيْنَ ؟ অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের আবাসস্থল তো জাহান্নামই। কেননা তাহারা সত্যকে অস্বীকার করে এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয়।

ইহার পর বলিয়াছেন ঃ وَالَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ অর্থাৎ যাহারা সত্য আনিয়াছে এবং যাহারা সত্যকে সত্য বলিয়া মানিয়াছে।

মুজাহিদ, কাতাদাহ, রবী' ইব্‌ন আনাস এবং ইব্‌ন যায়দ বলেন, যাহারা সত্য আনিয়াছে বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বুঝান হইয়াছে। সুদ্দী বলেন যে, ইহার দ্বারা জিব্রাঈল (আ)-কে বুঝান হইয়াছে।

وَصَدَّقَ بِهِ যাহারা সত্যকে সত্য বলিয়া মানিয়াছে। অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বলেন ঃ وَالَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ মানে যে কেহ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ দাওয়াত নিয়া আসিয়াছে, সেই এই আয়াতাংশের উদ্দেশ্য হইয়াছে। আর وَصَدَّقَ بِهِ এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

রবী' ইব্‌ন আনাস আলোচ্য আয়াতটি وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالصِّدْقِ এইরূপে পাঠ করিয়াছেন। অর্থাৎ নবীগণ এবং وَصَدَّقُوْا তাহাদের অনুসারীগণ।

উল্লেখ্য যে, কিয়ামাতের দিন মু'মিনরা রাসূলকে বলিবে যে, আপনি আমাদিগকে যাহা দিয়াছিলেন এবং যাহা আদেশ করিয়াছিলেন তাহা আমরা মান্য করিয়াছিলাম।

মুজাহিদ এই কথাও বলিয়াছেন যে, এই কিতাবের মধ্যে সকল মু'মিনরা অন্তর্ভুক্ত। কেননা মু'মিনরা সত্য স্বীকার করে এবং তাহার মতো আমল করে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। কেবল তাই নয় তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং উল্লেখযোগ্য মু'মিন হিসাবে গণ্য। কেননা তিনি সত্য আনিয়াছেন। পূর্বের সকল নবীকে সত্য বলিয়া মানিয়া নিয়াছেন এবং তাহার উপর যাহা নাযিল হইয়াছে তাহা তিনি বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। আর যাহারা মু'মিন তাহারা সকলে বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌কে ফেরেশতাদেরকে, কিতাবসমূহ এবং রাসূলগণকে।

আব্দুর রহমান ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন আসলাম বলেন وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالصِّدْقِ এই আয়াতাংশের উদ্দেশ্য হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَصَدَّقَ بِهِ এর উদ্দেশ্য মুসলমান সকল। اُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ তাহারাই তো মুত্তাকী বা পরহেযগার।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যাহারা শিরক হইতে বাঁচিয়া থাকে لَهُمْ مَّا يَشَاءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ তাহাদিগের বাঞ্ছিত সমস্ত কিছুই তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে। অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে বসিয়া তাহারা যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে।

ذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔

অর্থাৎ ইহাই সৎকর্মপরায়ণদিগের পুরস্কার। কারণ ইহারা যেসব মন্দকর্ম করিয়াছিল আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং উহাদিগকে সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করিবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে আরো বলিয়াছেন ঃ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِىْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ۔

(٣٦) اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۚ

(٣٧) وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ○

(٣٨) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

(٣٩) قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ

(٤٠) مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

৩৬. আল্লাহ্ কি তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন? অথচ তাহারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই।

৩৭. যাহাকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেন তাহার জন্য কোন পথ ভ্রষ্টকারী নাই। আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নহেন?

৩৮. তুমি যদি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? উহারা অবশ্যই বলিবে, আল্লাহ্। বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট চাহিলে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা কি সেই অনিষ্ট দূর করিতে পারিবে? অথচ তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহিলে তাহারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করিতে পারিবে? বল, আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীগণ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে।

৩৯. বল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করিতে থাক, আমিও আমার কাজ করিতেছি। শীঘ্রই জানিতে পারিবে—

৪০. কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কাহার উপর আপতিত হইবে স্থায়ী শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট এবং বান্দা তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল। সেই কথাই এই স্থানে বলা হইয়াছে যে أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ কি তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন?

কেহ আলোচ্য আয়াতাংশ এইভাবে পড়িয়াছেন যে, أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عِبَادَهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রত্যেক বান্দার জন্য যথেষ্ট এবং প্রত্যেক বান্দার উচিত তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল থাকা।

ফাযালা ইব্ন উবাইদ আল আনসার হইতে ..... ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উবাইদ আবূ আলী আনসার (রা) বলিয়াছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট শুনিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যাহাকে ইসলামের প্রতি হেদায়েত প্রদান করা হইয়াছে প্রয়োজন মাফিক রুযী দেওয়া হইয়াছে এবং অল্পে তুষ্টির গুণ দেওয়া হইয়াছে, সে নাজাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

আবূ হানী আলখাওলানী হইতে হায়াত ইব্ন শুবাইহ এর হাদীছে নাসাঈ এবং তিরমিযী এই হাদীসটিকে সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ অথচ তাহারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। অর্থাৎ মুশ্‌রিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহাদের পূজ্য ভূত ও ঈশ্বরদিগের

ভীতি প্রদর্শন করিত এবং তাঁহাতে আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের ঈশ্বরদিগের ইবাদাত করার জন্য আহ্বান করিত, যাহা হইল তাহাদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির ফসল।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ,

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِىْ انْتِقَامٍ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা অসীম শক্তির আধার; যে তাহার প্রতি ভরসা করে তাহাকে কেহ হটাইতে পারে না। এবং তাহার প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি কখনো রিক্ত হস্তে বিদায় হয় না। কেননা তিনি মহাপরাক্রমশালী, তাহার সমকক্ষ অন্য কেহ নাই। যাহারা তাহার সহিত কুফরী করিয়াছে, শিরক করিয়াছে এবং যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রতি অন্যায় আহ্বান জানাইয়াছে তাহাদের অন্যয়ের প্রতিশোধ গ্রহণে তাহার সমকক্ষ অন্য কেহ নাই। ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ وَلَئِنْ سَئَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ। অর্থাৎ মুশরিকরা অবগত রহিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলা সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। ইহা সত্ত্বেও তাহারা এমন কিছুর পূজা করে যাহাদের কাহারো উপকার অপকার করার শক্তি নাই। তাই বলা হইয়াছে যে,

قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ مَّاتَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ اَوْاَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ -

অর্থাৎ বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট চাহিলে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা কি সেই অনিষ্ট দূর করিতে পারিবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহিলে তাহারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করিতে পারিবে? মোট কথা তাহারা কোন কাজেই সমর্থ নহে।

একটি মারফূ হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রা) .... হইতে ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "আল্লাহ্কে স্মরণে রাখ, তিনি তোমার হেফাযাত করিবেন। আল্লাহ্কে স্মরণে রাখ তাহা হইলে সব সময় তাহাকে নিজের কাছে পাইবে, সুসময়ে তাঁহার শুকুর কর তাহা হইলে বিপদের কালে তিনি তোমার উপকারে আসিবেন। যখন কিছু চাওয়ার দরকার হয় তখন তাহা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর। যখন সাহায্যের দরকার হয় তখন তাহারই সাহায্য কামনা কর, আর এই কথার প্রতি বিশ্বাস রাখ যে, যদি পৃথিবীর সকল শক্তি একত্র হইয়াও তোমার অনিষ্ট করার চেষ্টা করে এবং তোমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা যদি আল্লাহ্র কাম্য না হয় তবে কেহই তোমার এতটুকু ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। আর সকলে মিলিয়াও যদি তোমার অনিষ্ট করার চেষ্টা

করে এবং যদি তাহা করার ইচ্ছা আল্লাহ্‌র না থাকে তবে তাহারা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কেননা তাকদীরের লেখা পৃষ্ঠাগুলো শুকাইয়া গিয়াছে এবং কলম তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে। অতএব বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার সহিত নেক আমল সম্পাদনে ব্রতী হও। আর জানিয়া রাখ যে, কষ্ট-কঠিন সময় সবর করিলে বহু নেক আমল পাওয়া যায়। কেননা সবর করিলে সাহায্য আসে। দুঃখ ও কষ্টের সঙ্গে রহিয়াছে সুখ ও খুশী এবং প্রত্যেক কাঠিন্যতার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে প্রশস্ততা ও আনন্দময় ভবিষ্যৎ।

قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ বল, আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ যাহারা নির্ভর করিতে চাহে তাহারা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুক।

যথা হযরত হুদ (আ) যখন তাঁহার কওমকে বলিয়াছিলেন ঃ

اِنْ نَقُوْلُ اِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالَ اِنِّىْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاَشْهَدُوْا اَنِّىْ بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ - مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لاَتُنْظِرُوْنَ - اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

অর্থাৎ আমরা তো ইহাই বলি, আমাদিগের ইলাহদিগের মধ্যে কেহ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করিয়াছে। সে বলিল, আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, আমি তাহা হইতে নির্লিপ্ত, যাহাকে তোমরা আল্লাহ্‌র শরীক কর আল্লাহ্ ব্যতীত। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না। আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপর। এমন কোন জীব-জন্তু নাই, যে তাহার পূর্ণ আয়ত্ত্বাধীন নহে; আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে।

একটি মারফূ' হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে ইব্‌ন আব্বাস .... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন বকর আলী সাহমী, আহমাদ ইব্‌ন ইসাম আলি আনসারী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী হইতে চায় তাহার উচিত আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখা। যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী ধনবান হইতে চায়, তাহার উচিত নিজের হাতের সম্পদের চেয়ে আল্লাহ্‌র হাতের সম্পদের উপর বেশী নির্ভরশীল হওয়া এবং যে সবচেয়ে বড় বুযুর্গ হইতে চায়, তাহার উচিত আল্লাহ্‌কে বিশেষভাবে ভয় করা।"

ইহারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদেরকে ভীতি ও সাবধানীমূলক বলেন ঃ

قُلْ يَاقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ -

অর্থাৎ বল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাহা করিতেছ করিতে থাক। اِنِّىْ عَامِلٌ আমিও আমার পলিসি মতে কাজ করেতেছি। فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ শীঘ্রই তোমরা ইহার পরিণাম ফল সম্পর্কে অবগতি লাভ করিবে।

مَنْ يَّأْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ পৃথিবীতে কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ আখেরাতের স্থায়ী শাস্তি কাহার উপর আসিবে তাহা অচিরেই জানিতে পারিবে। যে শাস্তি মর্মবিদারক এবং অবশ্যম্ভাবী।

(٤١) اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝

(٤٢) اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

৪১. আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের জন্য। অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তাহা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয় সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য এবং তুমি উহাদিগের তত্ত্বাবধায়ক নহ।

৪২. আল্লাহ্ই প্রাণহরণ করেন জীব সমূহের তাহাদিগের মৃত্যুর সময় এবং যাহাদিগের মৃত্যু আসে নাই তাহাদিগের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর যাহার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তাহার প্রাণ তিনি রাখিয়া দেন এবং অপরগুলি ফিরাইয়া দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ অর্থাৎ আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কুরআন নাযিল করিয়াছি। لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ অর্থাৎ যাহাতে সকল মানুষ ও জ্বিনজাতি ইহার নির্দেশনায় সঠিক পথ পাইতে পারে। فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ অর্থাৎ কেহ যদি হিদায়াত অবলম্বন করে তবে সে তাহার নিজেরই কল্যাণের জন্য করে। وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا অর্থাৎ আর কেহ যদি সত্য হইতে বিমুখ হয় তবে সে নিজের সর্বনাশ নিজেই ডাকিয়া আনে। وَمَا

أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ অর্থাৎ তাহাদের হিদায়াতের ব্যাপারে তুমি তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক নহ। যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيْرٌ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ অর্থাৎ তুমি কেবল ভীতি প্রদর্শনকারী। আর আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে যে إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ অর্থাৎ তোমার দায়িত্ব পৌছাইয়া দেওয়া এবং হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা নিজের প্রতি ইংগিত করিয়া বলেন, তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোন অস্তিত্বকে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিতে পারেন। তিনি প্রত্যেক মানুষকে বড় মৃত্যু দান করেন তাহার ফেরেশতার মাধ্যমে। ফেরেশতা আসিয়া শরীর হইতে আত্মা নির্গত করিয়া নিয়া যান। আর মানুষকে ছোট মৃত্যু দান করেন তাহাদের নিদ্রার প্রাক্কালে।

তাই অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتّٰى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَايُفَرِّطُوْنَ -

অর্থাৎ তিনিই রাত্রিকালে তোমাদিগের সুতুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে তোমরা যাহা কর তাহা তিনি জানেন; অতঃপর দিবসে তোমাদিগকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন যাহাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাহার দিকেই তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন; অনন্তর তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে তিনি অবহিত করিবেন। তিনিই স্বীয় দাসদিগের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদিগের রক্ষক প্রেরণ করেন; অবশেষে যখন তোমাদিগের কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা তাহার মৃত্যু ঘটায় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

এই আয়াতটিতে প্রথমে ছোট মৃত্যু পরে বড় মৃত্যুর কথা উল্লেখিত হইয়াছে। আর আলোচ্য আয়াতটির প্রথমে বড় মুত্যু এবং পরে ছোট মৃত্যুর কথা বলা হইয়াছে। যথা ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرٰى إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى -

অর্থাৎ মৃত্যু আসিলে আল্লাহ্ প্রাণ হরণ করেন এবং যাহারা জীবিত তাহাদিগেরও চেতনা হরণ করেন যখন উহারা নিদ্রিত থাকে। অতঃপর যাহার জন্য মৃত্যু অবধারিত করিয়াছেন তিনি তাহার প্রাণ রাখিয়া দেন এবং অপরকে চেতনা ফিরাইয়া দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। উল্লেখ্য, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, আত্মাসমূহকে উর্ধ্বলোকে জমায়েত করা হয়।

এই ধরনের একটি মারফূ' হাদীস ইব্‌ন মান্দাহ্ প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন।

আর আবূ হুরায়রা হইতে আবূ সাঈদ ..... মুসলিম ও বোখারী স্ব স্ব সহীহ-এর মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যখন তোমরা কেহ ঘুমাবার জন্য বিছানায় আস তখন তহবন্দের অভ্যন্তরীণ অংশ দ্বারা বিছানাটা ঝাড়িয়া নিবে, হয়ত উহাতে কিছু থাকিতে পারে। অত:পর বলিবে ঃ

بِاسْمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنْبِى وَبِكَ اَدْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفِظْهَا بِمَا تُحْفِظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ ـ

অর্থাৎ হে প্রভু! তোমার নামে শুইতে যাইতেছি এবং তোমারই রহমতে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইব। যদি তুমি আমার আত্মাকে প্রতিরোধ কর তবে উহার প্রতি করুণাশীল হইও। আর যদি উহা পুন:প্রত্যাবর্তন কর তবে উহা হেফাযত করিও; যেমন করিয়া নেক বান্দাদিগের আত্মা তুমি হেফাযত করিয়া থাক।

পূর্বসূরীদের কেহ বলিয়াছেন, মৃত ব্যক্তিদের আত্মা যখন তাহারা মৃত্যু বরণ করে এবং জীবিত ব্যক্তিদের আত্মা যখন তাহারা নিদ্রায় যায় তখন তাহারা পরস্পরে পরস্পরের সহিত আলোচনায় লিপ্ত হয়, যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন।

فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ অতঃপর যাহার জন্য মৃত্যু অবধারিত করিয়াছেন তিনি তাহার প্রাণ রাখিয়া দেন। অর্থাৎ যে মৃত্যুবরণ করে তাহার আত্মা সংরক্ষিত করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থাৎ মৃত্যু পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মৃতদের আত্মা রাখিয়া দেওয়া হয় এবং জীবিতদের আত্মা প্রত্যাবর্তন করা হয়। আর জীবিত ও মৃতদের আত্মার মধ্যে কখনো মিশ্রণ ঘটে না এই ব্যাপারে কখনো ভুল হয় না। অত:পর বলা হইয়াছে ঃ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ অর্থাৎ ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

(٤٣) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ؕ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ○

(٤٤) قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ؕ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

(٤٥) وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○

৪৩. তবে কি উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সুপারিশকারী ধরিয়াছে? বল, উহাদিগের ক্ষমতা না থাকিলেও এবং উহারা না বুঝিলেও?

৪৪. বল, সকল সুপারিশ আল্লাহ্রই ইখতিয়ারে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই। অত:পর তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হইবে।

৪৫. আল্লাহ্র কথা বলা হইলে যাহারা আখিরাত বিশ্বাস করে না তাহাদিগের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তাহাদিগের দেবতাগুলির উল্লেখ করা হইলে তাহারা আনন্দে উল্লাসিত হয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, তাহারা ভূত এবং মিথ্যা খোদাদেরকে নিজেদের সুপারিশকারী বলিয়া বিশ্বাস করে। অথচ ইহার সত্যতার ব্যাপারে তাহাদের কোন দলীল প্রমাণ নাই। উপরন্তু এই সকল খোদাদের না আছে কোন কাজ করার শক্তি এবং না আছে জ্ঞান ও অনুভূতি। আর তাহাদের নাই শ্রবণ করার কর্ণ এবং নাই দৃষ্টি মেলিয়া দেখার চোখ। বরং ইহারা হইল নিষ্প্রাণ পাথরের মত, যাহাদের মর্যাদা জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও বহু নিম্নে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ! তুমি এ সকল মিথ্যা ধারণা পোষণকারীদেরকে বল যে, ঐ সকল মিথ্যা খোদাদের সুপারিশ করার কোন অধিকার নাই; বরং সুপারিশ করার একমাত্র অধিকার আল্লাহ্ তা'আলার। তিনি মুক্তি দানের ইচ্ছা না করিলে কাহারো কোন গত্যন্তর নাই।

তাই বলা হইয়াছে যে, مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِ অর্থাৎ কে সে, যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে? لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই। মানে সবকিছু স্বেচ্ছাধীন ব্যবহারের অধিকার একমাত্র তাঁহারই।

ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ অতঃপর তাঁহারই নিকট তোমার প্রত্যানীত হইবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তিনি ইনসাফের ভিত্তিতে সকলের বিচার নিষ্পত্তি করিবেন। প্রত্যেককে তাঁহার কৃতকর্মের যথাযথ বদলা প্রদান করিবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের সমালোচনা করিয়া আরো বলেন وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ যখন বলা হয় আল্লাহ্ এক অর্থাৎ যখন তাহাদেরকে বলা হয় لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ একমাত্র তিনি ব্যতীত নাই কোন ইলাহ।

اِشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ অর্থাৎ যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়।

মুজাহিদ বলেন اِشْمَأَزَّتْ মানে সংকুচিত হওয়া। সুদ্দী বলেন, বিতৃষ্ণাগ্রস্ত হওয়া। কাতাদাহ বলেন, উন্নাসিকতা প্রদর্শন করা।

যায়িদ ইব্ন আসলাম হইতে মালিক বলেন اِشْمَأَزَّتْ মানে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা।

যথা অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ অর্থাৎ যখন তাহাদেরকে বলা হয় আল্লাহ্ এক, তিনি ব্যতীত ইবাদতের অন্য কেহ উপযুক্ত নয়, তখন তাহারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে।

কেননা তাহাদের হৃদয় সত্য গ্রহণ করার উপযুক্ত নয়। আর যে হৃদয় সত্য গ্রহণে অনুপযুক্ত, সে হৃদয় সহজেই মিথ্যার আশ্রয়ে ঢলিয়া পড়ে। মিথ্যাকে ত্বরিৎ গতিতে গ্রহণ করিয়া নেয়।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ আল্লাহ্র পরিবর্তে তাহাদিগের দেবতাগুলির উল্লেখ করা হইলে। অর্থাৎ ভূত এবং মিথ্যা খোদাদের আলোচনা করিলে–

اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ তাহারা আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে।

(٤٦) قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

(٤٧) وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ○

(٤٨) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

**৪৬. বল, হে আল্লাহ্! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তোমার দাসগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, তাহাদিগের মধ্যে তুমি উহার ফয়সালা করিয়া দিবে।**

**৪৭. যাহারা যুলুম করিয়াছে যদি তাহাদিগের থাকে দুনিয়ায় যাহা আছে তাহা এবং তাহার সমপরিমাণ সম্পদ, কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হইতে মুক্তিপণ স্বরূপ সকল বিষয় তাহারা দিয়া দিবে এবং তাহাদিগের জন্য আল্লাহ্র নিকট হইতে এমন কিছু প্রকাশিত হইবে যাহা উহারা কল্পনাও করে নাই।**

**৪৮. উহাদিগের কৃতকর্মের মন্দ ফল উহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিবে।**

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের শিরক প্রীতি এবং তাওহীদ বিদ্বেষীর সমালোচনাপূর্বক বলেন ঃ قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ অর্থাৎ তুমি বল, আল্লাহ্ এক ও লাশরীক। তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশসমূহ ও পৃথিবী আর তিনি এই সব নিজ পরিকল্পনায় নমুনাবিহীন সৃষ্টি করিয়াছেন।

عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। অর্থাৎ গোপন ও প্রকাশ্য সকল ব্যাপারে তিনি সম্যক অবগত।

اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ তোমার দাসগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে তাহাদিগের মধ্যে উহার ফয়সালা করিয়া দিবে।

অর্থাৎ দুনিয়ায় বসিয়া যাহারা মতবিরোধ করে উহার ফয়সালা কবর হইতে উত্তোলনের পর কিয়ামতের দিন নিষ্পত্তি করিয়া দিবে। সেদিন বেশী দূরে নয় বরং খুবই নিকটে।

মুসলিম স্বীয় সহীহ্ এর মধ্যে আবূ সালমা ইব্‌ন আব্দুর রহমান হইতে .... বর্ণনা করেন যে, আবূ সালমা ইব্‌ন আব্দুর রহমান বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাজ্জুদের নামায কোন দু'আ দ্বারা শুরু করেন? তিনি বলিয়াছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাজ্জুদে দাঁড়াইয়া শুরুতে এই দু'আটি পাঠ করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتَلَفْتُ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! হে জিব্রাঈল, মিকাঈল ও ইস্রাফীলের প্রভু! আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তোমার দাসগণ যে যে বিষয়ে মতবিরোধ করে তাহাদিগের মধ্যে উহার ফয়সালা তুমিই করিয়া দিবে। যে যে বিষয়ে তাহারা মতবিরোধ করে সে সে বিষয়ে তুমি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর। তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর তাহাকে সঠিক পথের সন্ধান দাও।

আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ হইতে আওস ইব্ন আব্দুল্লাহ ..... আফফান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اِنِّىْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا اَنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَحْدَكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ فَاِنَّكَ اِنْ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ تُقَرِّبْنِىْ مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِىْ مِنَ الْخَيْرِ وَاِنِّىْ لاَ اُثِقُ اِلاَّ بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِىْ عِنْدَكَ عَهْدًا تُوَفِّيْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لاَتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ۔

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! আমি এই পৃথিবীতে বসিয়া তোমার নিকট অংগীকার করিতেছি, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তুমি একক এবং শরীক বিহীন। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সা) তোমার বান্দা এবং তোমার রাসূল। তুমি যদি আমাকে আমার বিবেকের হাতে সোপর্দ করিয়া দাও তাহা হইলে আমি পাপের নিকটে পৌছিয়া যাইব এবং পুণ্য হইতে দূরে সরিয়া পড়িব। হে খোদা! আমার ভরসা একমাত্র তোমার রহমতের সাহারা! তাই তুমি আমার নিকট আমার এই প্রার্থনা কবূলের অংগীকার কর যে অংগীকার তুমি কেয়ামাতের দিন পূর্ণ করিবে। নিশ্চয় তুমি অংগীকার ভংগ কর না।

ফলে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরকে বলিবেন, আমার বান্দা আমার থেকে একটি অংগীকার আদায় করিয়াছিল, যাহা আমি অবশ্যই পূর্ণ করিব। অতএব আল্লাহ্ তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন।

এই হাদীসের বর্ণনাকারী সুহাইল বলেন যে, আমি কাসিম ইব্ন আব্দুর রহমানের নিকট এই হাদীসটি বলিলে তিনি আমাকে বলেন যে, আমাদের এলাকার একটি ছোট মেয়েরও এই হাদীস জানা আছে। একমাত্র ইমাম আহমাদ এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

আবূ আব্দুর রহমান হইতে ইব্ন আব্দুল্লাহ .... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ আব্দুর রহমান বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর (রা) আমাদেরকে এক টুকরা লেখা কাগজ বাহির করিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এই দু'আটি শিখাইয়াছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلٰهُ كُلِّ شَيْءٍ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُوْنَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ وَ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِىْ اِثْمًا اَوْ اَجُرَّهُ اِلٰى مُسْلِمٍ-

আবূ আব্দুর রহমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) কে শুইতে যাইবার প্রক্কালে এই দু'আ'টি পড়িতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। একমাত্র ইমাম আহমাদ ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

আবূ রাশদ আল হিবরানী হইতে মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ সালিহানী .... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, একদা আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) এর নিকট আসিয়া বলিলাম, আপনি আমাকে এমন একটি দু'আ বলুন, যাহা আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছেন। ফলে তিনি আমার সামনে এক টুকরা লেখা কাগজ রাখেন। অত:পর তিনি বলেন, এই দু'আটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার জন্য শিখাইয়াছিলেন। আমি তাদের দেওয়া দু'আটি দেখিতেছিলাম। এমন সময় আবূ বকর সিদ্দিক (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি সকালে এবং সন্ধ্যায় কি দু'আ পড়িব, তাহা আমাকে বলিয়া দিন। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হে আবূ বকর! বল ঃ

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكُهُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ اَوْ اَقْتَرِفُ عَلٰى سُوْءٍ اَوْ اَجُرَّهُ اِلٰى مُسْلِمٍ-

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি যে, আপনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ নাই। আপনি সকলের প্রতিপালক এবং অভিভাবক। আমি পানাহ চাই আপনার নিকট আমার আত্মার কুমন্ত্রণা হইতে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা ও শিরক করা হইতে। আর আমি পানাহ চাই আমার নিজের প্রতি নিজে কোন পাপ করা হইতে অথবা কোন মু'মিনের প্রতি কোন পাপ আমার দ্বারা পৌঁছুক উহা হইতে।"

ইসমাঈল ইব্ন ইয়াশ হইতে হাসান ইব্ন আরাফাহ ও তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আর হাসান বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বল বলিয়া প্রমাণিত হয় বটে।

মুজাহিদ হইতে ..... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (রা) বলেন ঃ হযরত আবূ বকর (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমারে সকালে সন্ধ্যায় ও নিদ্রায় যাইবার প্রাক্কালে এই দু'আটি পাঠ করিতে আদেশ করিয়াছেন ঃ পূর্বোক্ত দু'আ'টির অনুরূপ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র সহিত শিরক করিয়াছে।

مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ যদি তাহাদিগের দুনিয়ার সমস্ত কিছুও থাকে এবঙ তাহার সহিত সমপরিমাণ আরো যদি থাকে।

لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ কঠিন শাস্তি হইতে মুক্তির জন্য তাহাদিগের নিকট হইতে উহা গৃহীত হইবে না।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য কিয়ামতের কঠিন শাস্তি ওয়াজিব বা অবশ্যম্ভাবি করিয়াছেন। ওই শাস্তি হইতে মুক্তি দান স্বরূপ পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ হইলেও উহা গ্রহণ করা হইবে না। এই সম্বন্ধে অন্যত্র আরো আয়াতে বিশদ বিবৃত হইয়াছে।

ইহার পর বলা হইয়াছে যে, وَبَدَالَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ অর্থাৎ তাহাদিগের উপর আল্লাহ্র নিকট হইতে এমন শাস্তি আসিয়া পড়িবে, যাহা উহারা কল্পনাও করে নাই।

وَبَدَالَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُوْا উহাদিগের কৃতকর্মের ফল উহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

অর্থাৎ উহারা পার্থিব জীবনে হারাম ও পাপের যত কাজ করিয়াছে তাহা উহাদিগের নিকট প্রকাশিত করা হইবে।

وَحَاقَ بِهِمْ مَّاكَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِئُوْنَ উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগের পরিবেষ্টন করিবে।

অর্থাৎ পার্থিব জীবনে তাহারা যে সকল শাস্তির কথা শুনিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে বেষ্টিত করিবে।

(٤٩) فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ز ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ، قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلٰى عِلْمٍ ط بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(৫০) قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

(৫১) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ○

(৫২) أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

৪৯. মানুষকে দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করিলে সে আমাকে আহ্বান করে, অত:পর যখন আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, আমি তো ইহা লাভ করিয়াছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে। বস্তুত ইহা এক পরীক্ষা, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশ বুঝে না।

৫০. ইহাদিগের পূর্ববর্তীগণও ইহা বলিত, কিন্তু উহাদিগের কৃতকর্ম উহাদিগের কোন কাজে আসে নাই।

৫১. উহাদিগের কর্মের মন্দ ফল উহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছে । উহাদিগের মধ্যে যাহারা যুলুম করে তাহাদিগের উপরও তাহাদিগের কর্মের মন্দ ফল আপতিত হইবে এবং ইহারা ব্যর্থও করিতে পারিবে না।

৫২. ইহারা কি জানে না, আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিযক বর্ধিত করেন অথবা হ্রাস করেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, তাহারা যখন বিপদে পড়ে তখন আহাজারী শুরু করিয়া দেয় এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র নিকট সোর্পদ করিয়া দেয়। আর যখন তাহাদের বিপদ কাটিয়া যায় তখন তাহারা বলে— إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ আমি তো ইহা লাভ করিয়াছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে। অর্থাৎ তাহারা বলে যে, এই কাজ করা তো আল্লাহ্রই দায়িত্বে ছিল। আমাদেরকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া তাহারই দায়িত্ব। ইহা আল্লাহ্র নিকট আমাদের পাওনা দাবী। শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের বুদ্ধির কারণেই বিপদে হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি।

কাতাদাহ বলেন, عِلْمٍ মানে এই সকল ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট পরিপক্ক। এই ধরনের বিপদ হইতে মুক্তির পন্থা সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট অবগত।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ বস্তুত ইহা এক পরীক্ষা।

অর্থাৎ তাহারা যাহা ধারণা করে তাহা ঠিক নহে। মূলত এই সকল বিপদ আপদ আপতিত করিয়া আমি মানুষকে পরীক্ষা করি যে, কে আমার অনুগত এবং কে আমার অননুগত। আর আলোচ্য আয়াতাংশে ফিৎনা বলিয়া পরীক্ষা উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বুঝে না। তাই উহারা যাহা বুঝে আসে তাহা বলে এবং যে ধরনের দাবীর উপযুক্ত না সেই ধরনের হাস্যম্পদ দাবী করে।

قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ইহাদিগের পূর্ববর্তিগণও ইহাই বলিত।

অর্থাৎ এই সকল ব্যাপারে ইহাদিগের পূর্ববতীগণের মন্তব্য, ধারণা ও দাবীও ছিল হুবহু এই ধরনের।

فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ কিন্তু উহাদিগের কৃতকর্ম উহাদিগের কোন কাজে আসে নাই।

অর্থাৎ পরিণতিতে উহাদের কথা সত্য প্রমাণিত হয় নাই। এবং কার্যকারিও হয় নাই। ফলে তাহা উহাদিগের কোন কাজেও আসে নাই।

فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُوْا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰؤُلاَءِ উহারা উহাদিগের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করিয়াছে, ইহাদিগের মধ্যে যাহারা সীমালংঘন করে। অর্থাৎ এই ধরনের কথাবার্তা যাহারা বলে।

سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُوْا সত্তর তাহারাও তাহাদিগের কর্মের মন্দফল ভোগ করিবে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত লোকেরা যেভাবে তাহাদের কর্মের মন্দফল ভোগ করিয়াছে ইহারাও সেইরূপ তাহাদের কর্মের মন্দফল ভোগ করিবে।

وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ইহারা আল্লাহ্‌র শাস্তি ব্যাহত করিতে পারিবে না।

যথা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, কারূণকে তাহার কওমের লোকেরা বলিয়াছিল ঃ

لاَتَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ - وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلاَتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا وَلاَ يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمِيْنَ -

অর্থাৎ দম্ভ করিও না, আল্লাহ্ দাম্ভিকদিগকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তদ্বারা পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে

তুমি উপেক্ষা করিও না। তুমি সদাশয় হও, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদাশয় এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিও না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না। সে বলিল, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হইয়াছি। সে কি জানিত আল্লাহ্ তাহার পূর্বে ধ্বংস করিয়াছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে, যাহারা তাহা অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? অপরাধীদিগকে উহাদিগের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র আরো বলিয়াছেন : وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالاً وَّاَوْلاَدًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ অর্থাৎ কাফিররা বলিত যে, আমরা অর্থ-সম্পদ এবং জনসংখ্যায় অধিক; অতএব আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হইবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : اَوَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ অর্থাৎ ইহারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন অথবা হ্রাস করেন। মানে আল্লাহ্ এক কওমকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দতা দান করেন এবং আরেক কওমকে আর্থিক অনটনের মধ্যে রাখেন।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ ইহাতে অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় ও নিদর্শন রহিয়াছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

(৫৩) قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

(৫৪) وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ○

(৫৫) وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ○ۙ

(৫৬) اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ○ۙ

(৫৭) اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ○ۙ

(৫৮) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

(৫৯) بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

৫৩. বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যাহারা নিজদিগের প্রতি অবিচার করিয়াছ আল্লাহ্র অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না; আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫৪. তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ কর, তোমাদের নিকট শাস্তি আসিবার পূর্বে; তৎপর তোমাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।

৫৫. অনুসরণ কর তোমাদিগের প্রতি তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে উত্তম যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহার; তোমাদিগের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদিগের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসিবার পূর্বে—

৫৬. যাহাতে কাহাকেও বলিতে না হয়, হায়! আল্লাহ্র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য করিয়াছি এবং আমি ঠাট্টা করিতাম।

৫৭. অথবা কেহ যেন না বলে, আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করিলে আমি তো অবশ্য সাবধানীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।

৫৮. অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেন কাহাকেও বলিতে না হয়, আহা, যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হইতাম।

৫৯. আল্লাহ্ বলিবেন, প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি এইগুলিকে মিথ্যা বলিয়াছিলে ও অহংকার করিয়াছিলে; আর তুমি তো ছিলে কাফিরদিগের একজন।

তাফসীর ঃ এই আয়াতের মধ্যে প্রত্যেক নাফরমানকে তাওবা করার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে— সে মুশ্রিক হোক বা কাফির হোক। আর বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরমদয়ালু। যে বা যাহারাই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবে, তিনি হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া নিবেন।

ঐ আয়াত দ্বারা এই ব্যাখ্যা দেওয়া ভুল হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাওবাহ ব্যতীত যে কোন গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। কেননা এই কথা সর্ববাদি সম্মত যে, শিরকী পাপ তাওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হয় না।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ...... বুখারী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন; একদা মুশরিকদের ব্যভিচারী ও হত্যাকারী একটি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলে, আমাদের নিকট আপনার কথা ও আপনার দাওয়াত পছন্দনীয়। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদেরকে বলিয়া দিন যে, আমরা জীবনে যত হত্যা ও ব্যভিচার করিয়াছি, উহার কাফ্‌ফারা কি দিয়া আদায় করিব?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَيَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَيَزْنُوْنَ-

অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কোন ইলাহ্‌কে শরীক করে না। আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। এবং এই আয়াতটাও নাযিল করেন ঃ

قُلْ يَاعِبٰدِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ ঘোষণা করিয়া দাও আমার এই কথা, আমার দাসগণ! তোমরা যাহারা নিজদিগের প্রতি যুলম করিয়াছ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইতে তাহারা নিরাশ হইও না।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ..... ইব্‌ন জুরাইজের হাদীসে নাসাঈ আবূ দাউদ মুসলিমও এই রেওয়াতেটি বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতাংশ দ্বারা এই কথাই বুঝান হইয়াছে যে, اِلاَّ مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا অর্থাৎ যাহারা তাওবা করিয়াছে, ঈমান গ্রহণ করিয়াছে, এবং সৎকর্ম সম্পাদন করিয়াছে তাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না।

ছাওবান্ হইতে আবূ আব্দুর রহমান আল মযনী ..... হাসান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ছাওয়ান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি; তিনি বলিয়াছেন ঃ পৃথিবীর সমস্ত কিছুও পাইলেও আমি যত না খুশী হইতাম তাহার চেয়ে অধিক খুশী হইয়াছি এই আয়াতিটি নাযিল হওয়াতে ঃ قُلْ يَاعِبٰدِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ ..... অত:পর জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, যে শিরক করিয়াছে?

এই প্রশ্নের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকিয়া পরে বলেন ঃ "যে শিরক করিয়াছ সে সাবধান হও।" এই কথাটি তিনি তিনবার বলেন। একমাত্র ইমাম আহমদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আমর ইব্‌ন আমবাসাহ হইতে মাকহুল আশআ'ছ ইব্‌ন জাবির ..... ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন আম্‌বাসাহ (রা) বলেন, একদা এক অশীতিপর বৃদ্ধ লোক লাঠিতে ভর দিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি জীবনে ছোট-বড় অনেক পাপ করিয়াছি। তাহা কি আমাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে? বৃদ্ধের এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উলাহ নাই? বৃদ্ধ বলিল, হাঁ, আমি এই কথা স্বীকার করি এবং এই কথাও স্বীকার করি যে, নিশ্চিত আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল।

অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ "তোমার পিছনের ছোট-বড় সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।" একমাত্র আহমাদ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আসমা বিনতে ইয়াযিদ হইতে ধারাবহিকভবে শহর ইব্‌ন হাওশব ..... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমি শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এইভাবে পাঠ করিয়াছেন যে, اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ আর এই আয়াতটি এইভাবে পাঠ করিয়াছেন যে,

قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا وَلَا يُبَالِىْ اِنَّهُ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

ছাবিতের হাদীসে তিরমিযী এবং আবূ দাউদও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মোট কথা এই সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, সকল ধরনের পাপ তাওবার মাধ্যমে ক্ষমারযোগ্য। আর বান্দাকে আল্লাহ্‌র করুণা হইতে নিরাশ না হওয়া বাঞ্ছনীয়—যত বড় এবং যত ব্যাপকই হোক না তাহার পাপ। কেননা আল্লাহ্‌র করুণা এবং তাওবার দার বিশাল ও প্রসস্ত। যথা অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ-

অর্থাৎ কেন, লোকেরা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন? আরো বলিয়াছেন যে,

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গর্হিত কাজ করিবে অথবা স্বীয় আত্মার উপরে অত্যাচার করে, অত:পর যদি সে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সে আল্লাহ্‌কে অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং করুণাময় হিসাবে প্রাপ্ত হইবে।

আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের সম্বন্ধেও বলিয়াছেন যে,

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَلَهُمْ نَصِيْرًا - اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا -

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান হইবে জাহান্নামের সর্বনিম্নতম স্তরে এবং তাহাদের জন্য কোন সাহয্যকারী থাকিবে না। কিন্তু যাহারা তাওবা করিবে এবং নেককার্য সম্পাদন করিবে ----।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলিয়াছেন ঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلاَّ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

অর্থাৎ যাহারা বলে, আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন, তাহারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেই—যদিও এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তাহারা যাহা বলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হইবেই।

আরো বলিয়াছেন ঃ اَفَلاَيَتُوْبُوْنَ اِلَي اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

আরো বলিয়াছেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا -

অর্থাৎ যাহারা মু'মিন নর-নারীকে নির্যাতন করিয়াছে এবং পরে তাওবা করে নাই (তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা)।

হাসান বসরী এই সকল আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে, লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হইল, আল্লাহ্‌র পথে এবং তওবার জন্য আল্লাহ্‌র পসন্দনীয় যে সকল বান্দারা আহ্বান করে তাহাদেরকে হত্যা করার পরও হত্যাকারীদেরকে আল্লাহ্ তাহার করুণার ছায়ায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য উদার ও উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন।

সহীহদ্বয়ের হাদীসে আবূ সাঈদ (রা) হইতে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ এক ব্যক্তি নিরানব্বইটা হত্যাকাণ্ড ঘটাইবার পর অনুশোচনা আসিলে সে বনী ইসরাইলের এক আবেদের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করে যে, তাহার জন্য তাওবার কোন পথ রহিয়াছে কি? সে বলিল, না, তোমার জন্য তাওবার কোন পথ নাই। এই কথা বলার পর সেই আবেদকেও সে হত্যা করে এবং হত্যার একশতটা পূর্ণ করে।

ইহার পর সে বনী ইসরাইলের একজন আলিমের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহাকে বলিল, তোমার এবং তাওবার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। অত:পর সে তাহাকে তাওহীদবাদীদের জনতার দিকে যাওয়ার আদেশ করিল এবং সেইখানে গিয়া

ইবাদত করিতে বলিল। ফলে সে সেই জনপদের দিকে রওয়ানা করিলে পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু সংঘটিত হয়।

পথিমধ্যে লোকটির মৃত্যু ঘটার ফলে রহমতের ফেরেশতা এবং আযাবের ফেরেশতাদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকে এই বলিয়া নির্দেশ প্রদান করেন যে, মাপিয়া দেখ যে, লোকটির পথের অংশ তাওহীদবাদীদের বস্তির দিকে বেশী; না কাফিরদের বস্তির দিকে বেশী। অত:পর মাপিয়া দেখা গেল যে, লোকটি মাত্র এক বিঘত পথ তাওহীদবাদীদের বস্তির দিকে বেশী অগ্রসর হইয়াছিল। তাই তাহার রুহকে রহমতের ফেরেশতারা তাহাদের দায়িত্বে নিয়া নেয়।

এই কথাও উল্লেখিত হইয়াছে যে, সেই লোকটি মৃত্যুর সময়ঃ বুকে ভর করিয়া অগ্রসর হইতেছিল।

আর আল্লাহ্ তা'আলা নেক লোকদের বস্তিকে ঐ লোকটির নিকটবর্তী হইতে এবং বদলোকদের বস্তিকে দূরবর্তী হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

আলোচ্য হাদীসটির মূল কথা এই। আর পূর্ণ হাদীসটি অন্য স্থানে উল্লেখিত হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা)

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ـ

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকেও ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য আহ্বান করেন, যাহারা ধারণা করে যে, মাসীহ (আ)-ই আল্লাহ্র পুত্র, ও'যাইর (আ) আল্লাহ্র পুত্র। আল্লাহ্ তা'আলা দরিদ্র এবং তাহার হস্ত ক্ষুদ্র। আর যাহারা ধারণা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তিনের তৃতীয়, এই সকল লোকদেরকেই উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَفَلاَيَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থাৎ কেন তাহারা আল্লাহ্র নিকট তাওবা করে না এবং তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে না? আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকেও তাওবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, যে এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল যে, আমি সর্বাপেক্ষা বড় প্রভু। আর আমি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ তোমাদের নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) এই বিষয়ের আলোচনায় বলেন যে, এত কিছুর পরেও যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বান্দাদেরকে তাওবার ব্যাপারে নিরাশ করিবে সে প্রকারান্তরে আল্লাহ্র

কিতাবকে অস্বীকার করিল। তবে কথা হইল যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দার প্রতি আল্লাহ্ সহনশীল না হইবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ভাগ্যে তাওবা নসীব হইবে না।

ইব্‌ন মাসউদ হইতে সুনাইদ ইব্‌ন শায়কাল ও শু'বা এর সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন ঃ পবিত্র কুরআনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত আয়াত হইল ঃ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ সর্বাপেক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ আয়াত হইল اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ সর্বাপেক্ষা খুশীর ও ভরসার আয়াত হইল সূরা আরাফের قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ—এই আয়াতিটি। আর সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও গুরুগম্ভীর আয়াত হইল ঃ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبْ এই টি। অত:পর বর্ণনাকারীকে মাসরূক বলেন যে, হাঁ, তুমি সত্য বলিয়াছ।

আবুল কানূদ হইতে একাধারে আবূ সাঈদ ও আ'মাশ বর্ণনা করেন যে, একদা ইব্‌ন মাসউদ (রা) এক ওয়ায়েযের নিকট যাইতেছিলেন এবং ওয়ায়েয ব্যক্তি লোকদেরকে ওয়ায করিতেছিলেন। তখন ইব্‌ন মাসউদ (রা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, কেন তুমি লোকদেরকে আল্লাহ্‌র রাহমাত হইতে নিরাশ কর ? অত:পর তিনি এই আয়াতিটি পাঠ করেন ঃ قُلْ يَاعِبٰدِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

## নিরাশ হইতে নিষেধকৃত হাদীসসমূহ

হাসান আল সাদূসী হইতে আবূ উবাইদাহ ..... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, হাসান আল সাদূসী বলেন, একদা আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) -এর ঘরে প্রবেশ করিলে তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি; তিনি বলিয়াছেন যে, "যে সত্তার অধিকারে আমার আত্মা সেই সত্তার শপথ! তোমরা যদি পাপ কর এবং তোমাদের পাপে যদি পৃথিবী ও আকাশসমূহ পরিপূর্ণ হইয়া যায়, অত:পর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহা হইলেও আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর যে মহা সত্তার অধিকারে মুহাম্মদ (সা)-এর আত্মা তাহার শপথ! তোমরা যদি পাপ না কর তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ধ্বংস করিয়া এমন জাতিকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা পাপ করিবে। অত:পর ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। আল্লাহ্ তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।" একমাত্র ইমাম আহমাদ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ সারমাহ হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়েস ....... ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) -এর যেদিন মৃত্যু উপস্থিত হয় সেদিন তিনি বলেন,

আমি এতদিন একটি হাদীস তোমাদের নিকট গোপন রাখিয়াছিলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমি শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "তোমরা যদি পাপ না করিতে তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি জাতির সৃষ্টি করিতেন, যাহারা পাপ করিত। অত:পর আল্লাহ তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিতেন।"

ইমাম আমহাদও এইরূপ রেওয়ায়েত করিয়াছেন এবং মুসলিম স্বীয় সহীহ-এর মধ্যেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন লাইছ ইব্ন সাআদ হইতে কুতাইবার সূত্রে। আর আবূ আইয়ূব আনসারী হইতে ধারাবাহিকবাবে আবূ সারমাহ, মুহাম্মদ ইব্ন কা'আব আল করযীর সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস হইতে ধরাবাহিকভাবে আবূল জাওযা ..... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "পাপের কাফফারা হইল অনুশোচনা।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করিয়াছেন যে, তোমরা যদি পাপ না কর তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি জাতি সৃষ্টি করিবেন, যাহারা পাপ করিবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।" একমাত্র ইমাম আহমাদ ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

আলী ইব্ন আবূ তালিব হইতে .....আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানে অটল তাওবাকারীকে ভালবাসেন।" এই সূত্রে অন্য কেহ এই হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর হইতে ...... ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর বলেন ঃ ইবলিস আল্লাহ্ কর্তৃক অভিসম্পাত প্রাপ্তির পর বলে, হে প্রতিপালক! আপনি আমাকে জান্নাত হইতে আদমের জন্য বহিস্কৃত করিয়াছেন এবং আমি আপনার শক্তি ব্যতীত তাহার উপর বিজয়ী হওয়ার ক্ষমতা রাখি না। অতঃপর ইবলিসকে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তোমাকে তাহার উপর বিজয়ী হওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হইল। ইহার পর ইবলিস আবার আপিল করিল, হে প্রভু! আমাকে আরো শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করুন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আচ্ছা আদমের যত বংশ বিস্তার ঘটিবে, তোমারও তৎসম সংখ্যক সন্তানের বিস্তার ঘটিবে। ইবলিস বলিল, হে প্রভু! আমাকে আরো শক্তি দান করুন। আল্লাহ্ বলিলেন, আচ্ছা তাহাদের সিনা তোমার জন্য আবাস বানাইয়া দিব এবং তাহাদের ধমনীর সহিত তুমি বিলীন হইয়া যাইতে পারিবে। ইবলিস বলিল, হে প্রভু! আমাকে আরো শক্তি বাড়াইয়া দাও। আল্লাহ্ বলিলেন, আচ্ছা, তুমি তাহাদের উপর তোমার সাওয়ার ও পেয়াদা পরিচালিত কর, তাহাদের সম্পদে ও সন্তানে নিজের অংশ স্থাপন কর এবং তাহাদেরকে লালায়িত কর। তবে শয়তানের লোভ প্রদর্শন ধোকবাজী বই নহে।

তখন আদম (আ) বলেন, হে প্রভু! আপনি তাহাকে আমার উপর বিজয়ী করিয়াছেন; কিন্তু আমার তো আপনার সহযোগিতা ব্যতীত প্রাণের কোন পথ নাই। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তোমার প্রত্যেক সন্তানের জন্য আমি এক একজন করিয়া রক্ষক নিযুক্ত করিব যাহারা শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে তোমাদেরকে সংরক্ষণ করিবে।

আদম (আ) বলিলেন, হে.প্রভু! আমাকে বাঁচার আরো সুযোগ দাও। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেকটি নেকীর বদলায় আমি দশটি করিয়া নেকী প্রদান করিব অথবা তাহার চেয়েও বেশী করিয়া দিব। আর একটি পাপ করিলে একটিই লিখিব অথবা তাহা ক্ষমা করিয়া দিব। আদম (আ) বলিলেন, হে প্রভু! আমাকে আরো বাড়াইয়া দাও। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তোমাদের শরীরে যতক্ষণ আত্মা থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের জন্য তাওবার দরজা খোলা থাকিবে। আদম (আ) আবারো আপিল করিলেন, হে প্রভু! আরো বাড়াইয়া দাও। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা পাঠ করিয়া শুনান ঃ

يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

অর্থাৎ হে আমার দাসগণ! তোমরা যাহারা নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছ, আল্লাহ্র অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না। আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ওমর হইতে ...ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, একটি হাদীসে ওমর (রা) বলেন, যাহারা ঈমান গ্রহণের পর ফিৎনা-এ লিপ্ত হইয়াছে এবং ঈমানী দুর্বলতার জন্য যাহারা কাফিরদের সহিত আপোষ করিয়াছে তাহাদের নেকী ও তাওবা আল্লাহ্ কবূল করিবেন না। কেননা তাহারা আল্লাহ্কে চিনিয়া পরবর্তীতে কুফরের দিকে আকর্ষিত হইয়াছে। তাহারা নিজেরাও মনে মনে এই ধরনের কথা চিন্তা করিত যে, আমাদের জন্য মুক্তির কোন পথ হয়ত খোলা নাই। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরত করিয়া মদীনায় আসার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া নাযিল করেন যে,

يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ- وَاَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَاتُنْصَرُوْنَ- وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ-

অর্থাৎ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যাহারা নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছ, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না; আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমদিগের নিকট শাস্তি আসিবার পূর্বে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাহার নিকট আত্মসমর্পণ কর; শাস্তি আসিয়া পড়িলে তোমরা সাহয্য পাইবে না। তোমাদিগের প্রতি তোমাদিগের প্রতিপালক যে উত্তম কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার অনুসরণ কর। তোমাদিগের অজ্ঞাতসারে তোমাদিগের উপর অতর্কিতভাবে শাস্তি আসিবার পূর্বে।

ওমর (রা) বলেন, আমি স্বহস্তে এই আয়াতটি লিখিয়া হিশাম ইব্‌ন আ'মের এর নিকট পাঠাইয়া দেই। হিশাম (রা) বলেন, এই আয়াতটি লিখিতভাবে আমার হাতে পৌছার সময় আমি যী-তাওয়া-এ ছিলাম। আমি বার বার লেখাটি পড়িতেছিলাম, কিন্তু উহার মর্ম বুঝিতে ব্যর্থ হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করি ঃ হে আল্লাহ্! ইহার মর্মার্থ তুমি আমাকে অনুধাবন করাও। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা ইহার মর্মার্থ আমার মনে সঞ্চারিত করেন যে, এই আয়াতটি আমাদের উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে—আমরা যাহারা আল্লাহ্‌র করুণা হইতে নিরাশ হইয়াছিলাম।

অত:পর আর বিলম্ব না করিয়া আমি আমার উট নিয়া মদীনার পথে রওয়ানা হই এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করি।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা নিরাশ মনে আশার সঞ্চার করিয়া তাওবার প্রতি উৎসাহ প্রদান করত: বলেন ঃ اَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ الخ। অর্থাৎ তোমরা তোমদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَاتُنْصَرُوْنَ অর্থাৎ তোমদিগের নিকট শাস্তি আসিবার পূর্বে তোমরা পাপ হইতে তাওবা কর এবং নেক কার্যে প্রবৃত্ত হও। কেননা শাস্তি আসিয়া পড়িলে তোমরা সাহায্য পাইবে না। পরবর্তী আয়াতে বলিয়াছেন ঃ وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ। অর্থাৎ তোমাদিগের প্রতি তোমাদিগের প্রতিপালক যে উত্তম কিতাব আল কুরআন নাযিল করিয়াছেন তাহার অনুসরণ কর। مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ তোমাদিগের অজ্ঞাতসারে তোমাদিগের প্রতি অতর্কিতভাবে আযাব অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يَّاحَسْرَتٰى عَلٰى مَافَرَّطْتُ فِىْ جَنْبِ اللّٰهِ অর্থাৎ যাহাতে কাহাকেও বলিতে না হয়, হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি শৈথিল্য করিয়াছি।

মানে কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠরা তাওবা ও আল্লাহ্‌র ঘনিষ্ঠতা লাভের জন্য আফসোস করিয়া বলিবে, হায়! আমি যদি পার্থিব জীবনে আল্লাহ্‌র উত্তম, মুখলিস ও তাবেদার বান্দা হইতাম, তবে তাহা আমার জন্য কত মঙ্গলজনক হইত।

وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِيْنَ অর্থাৎ পার্থিব জীবনে আমি ছিলাম ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী এবং আল্লাহ্ ও আখেরাতে অবিশ্বাসী। ইহার পর বলিয়াছেন ঃ

اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ـ اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِى كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ অথবা কেহ যেন না বলে, আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করিলে আমি তো অবশ্যই সাবধানীদিগের অন্তর্গত হইতাম। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেন কাহাকেও বলিতে না হয়— আহ! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমি সৎ কর্মপরায়ণ হইতাম। (মানে যদি আমার পৃথিবীতে পুনপ্রত্যাবর্তন ঘটিত তাহা হইলে দিল খুলিয়া সৎ আমল করিয়া আসিতাম)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বলেন যে, বান্দা কি করিবে এবং কি বলিবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট অবগত রহিয়াছেন। উপরন্তু তাহার চেয়ে এই ব্যাপারে কে বেশী জ্ঞান রাখে ?

যথা অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَايُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ অর্থাৎ অবগতির বিষয়ে তাহার সমকক্ষ অন্য কেহ নাই।

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يَّاحَسْرَتَا عَلٰى مَافَرَّطْتُ فِىْ جَنْبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِيْنَ ـ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ـ اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَو اَنَّ لِىْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ (এই আয়াতে যেমন তিনি বলিয়াছেন) যাহাতে কাহাকেও বলিতে না হয়, হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য করিয়াছি এবং আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতাম। অথবা কেহ যেন না বলে, আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করিলে আমি তো অবশ্যই সাবধানীগিদের অন্তর্গত হইতাম। অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করিলে যেন কাহাকেও বলিতে না হয়, আহা! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যবর্তন ঘটিত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হইতাম।

ইহাদের সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন যে, যদিও তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করা হয় তবুও তাহারা হিদায়াতের উপর চলিতে সক্ষম হইবে না। যেমন, وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ অর্থাৎ যদিও তাহাদিগকে পৃথিবীতে পুনঃপ্রত্যাবর্তিত করা হয় তবুও তাহারা উহাই করিবে যাহা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আর কিয়ামতের মাঠে তাহাদের অঙ্গীকার মিথ্যা প্রতীয়মান হইবে। কেননা তাহারা মিথ্যাবাদী।

আবূ হুরায়রা হইতে ....ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক জাহান্নামী ব্যক্তিকে তাহার বেহেশতের

স্থান দেখান হইবে। তখন সে বলিবে, হায়! আল্লাহ্ যদি আমাকে হিদায়াত দান করিতেন! এই কথা সে বড় দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে বলিবে। আর প্রত্যেক জান্নাতী ব্যক্তিকেও তাহার জান্নাতের স্থান দেখান হইবে। তখন সে বলিবে উহ! আল্লাহ্ যদি আমাকে হিদায়াত দান না করিতেন তাহা হইলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিতাম না। এই কথা সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত বলিবে। আবূ বকর ইব্ন ইয়াশের হাদীসে নাসাঈও ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

কিয়ামাতের দিন পাপিষ্ঠরা যখন পৃথিবীতে পুনঃপ্রত্যাবর্তনের আকাংখা যাহির করিবে এবং যখন আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে সত্য স্বীকার না করা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ না করার জন্য দুঃখ করিতে থাকিবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন ঃ بَلٰى قَدْ جَاءَتْكَ اٰيَاتِىْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাপার হইল যে, আমার নিদর্শন তো তোমার নিকট আসিয়াছিল কিন্তু তুমি এইগুলিকে মিথ্যা বলিয়াছিলে; আর তুমি ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের একজন।

মানে, আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, এই সময়ে তোমার অনুশোচনা করা নিষ্ফল হইবে। পৃথিবীতেই তো আমি আমার আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছিলাম। ইহার সত্যতার প্রমাণে আমি দলীল পেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি সেইগুলিকে মিথ্যা বলিয়াছিলে। তাহা অস্বীকার করিয়াছিলে এবং কুফরের পথ গ্রহণ করিয়াছিলে। অতএব আজ তোমাদের অনুশোচনা কোনই কাজে আসিবে না।

(٦٠) وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

(٦١) وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ز لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৬০. যাহারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে , তুমি কিয়ামতের দিন তাহাদিগের মুখ কাল দেখিবে। উদ্ধতদিগের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নহে?

৬১. আল্লাহ্ মুত্তাকীদিগের উদ্ধার করিবেন তাহাদিগের সাফল্যসহ; তাহাদিগকে অমঙ্গল স্পর্শ করিবে না এবং তাহারা দুঃখও পাইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন লোক সকল দুই ধরনে বিভক্ত হইবে। এক ধরনের লোকের অবয়ব কাল হইবে এবং আর এক ধরনের লোকের চেহারা হইবে উজ্জ্বল শুভ্র।

মতবিরোধ ও ফেরকাবাজদিগের অবয়ব হইবে কাল এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতপন্থীদের অবয়ব হইবে শুভ্র-নূরান্বিত।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র সহিত শরীক করে এবং তাঁহার জন্য মিথ্যা সন্তান আবিষ্কার করে কিয়ামতের দিন দেখিবে وُجُوْهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ তাহাদের মুখ কাল। অর্থাৎ মিথ্যাবাদীতা ও অপবাদ প্রচারের জন্য তাহাদের মুখ কাল হইয়া যাইবে। ইহার পর বলিয়াছেন যে, اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ অর্থাৎ উদ্ধতদিগের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নহে ? তাহাদের জন্য উপযুক্ত হইল জাহান্নামের কঠিন বন্দীশালা। ঔদ্ধত্য ও সত্য প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাহাদিগের জন্য তথায় অপমানজনক ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে।

আমর ইব্ন শুআইবের দাদা হইতে ......ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন শুআইবের দাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ঔদ্ধত্যকারীদের হাশর হইবে পিঁপড়ার সূরতে। কিয়ামতের দিন ছোট-বড় প্রত্যেক জীব-জন্তু তাহাদেরকে মাড়িয়া চলিবে। পরিশেষে, তাহাদেরকে অগ্নির জেন্দানখানায় বন্দী করা হইবে। যাহাকে 'বূলাস' বলে। যাহার উত্তপ্ত অগ্নির লেলিহান শিখার জ্বলন ভীষণ রকমের যন্ত্রণাদায়ক। আর জাহান্নামীদের শরীরের পঁচা পুঁজ তাহাদেরকে ভক্ষণ করান হইবে। ইহার পরবর্তী আয়াতে বলিয়াছেন ঃ وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ মুত্তাকীদিগকে উদ্ধার করিবেন তাহাদের বিজয় ও সাফল্যসহ।

لَايَمَسُّهُمُ السُّوْءُ–আর কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে অমঙ্গল স্পর্শ করিবে না।

وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ – কিয়ামতের দিনের অনিশ্চয়তামূলক সাধারণ দুশ্চিন্তা ও ভীতি হইতেও তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত রাখা হইবে। ভালয় ভালয় তাহারা সকল বিপদঘাট পার হইয়া আল্লাহ্ প্রদত্ত সকল নিয়ামত উপভোগ করিতে থাকিবে।

(٦٢) اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○

(٦٣) لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

(٦٤) قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ○

(٦٥) وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

(٦٦) بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

৬২. আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক।

৬৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁহারই নিকট। যাহারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

৬৪. বল, হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করিতে বলিতেছ।

৬৫. তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদিগের প্রতি অবশ্যই ওহী হইয়াছে। তুমি আল্লাহ্র শরীক স্থির করিলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হইবে এবং তুমি হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।

৬৬. অতএব তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, সকল সৃষ্টি সমূহের স্রষ্টা তিনি। তিনিই উহাদিগের রব। মালিক ও পরিচালক। আর তাঁহারই হাতে সবকিছুর বাগডোর এবং তিনিই সবকিছুর কর্মবিধায়ক।

ইহার পর বলিয়াছেন ঃ لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁহারই নিকটে।

মুজাহিদ বলেন,لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - মাকালীদ-এর ফারসী প্রতিশব্দ হইল মাফাতীহ। অর্থাৎ কুঞ্জিসমূহ। কাতাদাহ, ইব্ন সাঈদ ও সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাও এ কথা বলিয়াছেন।

সুদ্দী বলেন, এর অর্থ হইল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সম্পদ ভাণ্ডারের তিনিই একমাত্র অধিকারী।

সারকথা, সমস্ত কিছু তাহারই হাতের ইশারায় সম্পাদিত হয়। তিনিই একমাত্র প্রশংসার উপযুক্ত অধিকারী। সমস্ত কিছুর মালিক একমাত্র তিনিই।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র দলীল প্রমাণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন আবূ হাতিম একটি দূর্বলতম হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। তবুও ইব্‌ন হাতিম হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমরাও আপনাদের সম্মুখে হাদীসটি পেশ করিলাম।

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ওমর হইতে ...... ইয়াযিদ ইব্‌ন মিনান আল বসরী বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ওমর (রা) বলেন ঃ ওসমান ইব্‌ন আফফান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যাটি কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন "হে ওসমান! তোমার পূর্বে এই আয়াতটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই।" অত:পর বলেন, ইহার ব্যাখ্যা হইল ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ـ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ اَلْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ـ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

হে ওসমান! যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে দশবার এই আয়াতটি পাঠ করিবে তাহাকে ছয়টি ফযীলত দান করা হইবে ঃ এক, সে শয়তান ও উহার সহযোগীদের প্ররোচনা হইতে বাঁচিবে। দুই, তাহাকে এক কিনতার পরিমাণ সওয়াব দেওয়া হইবে। তিন, তাহার জন্য জান্নাতের একটি দরজা বুলন্দ করিয়া দেওয়া হইবে। চার, তাহার সহিত চোখ জুড়ানো হুরদের বিবাহ দেওয়া হইবে। পাঁচ, তাহার নিকটে দশজন ফেরেশতা উপস্থিত থাকিবে। ছয়, কুরআন, তাওরাত, ইঞ্জিল ও যবুর তেলাওয়াতের সাওয়াব তুল্য তাহাকে সাওয়াব দেওয়া হইবে। উপরন্তু সে পাইবে একটি কবূল হজ্জ ও ওমরার সাওয়াব। যদি সে ঐ দিনে মৃত্যু বরণ করে তবে সে শহীদের মর্যাদা প্রাপ্ত হইবে।"

ইয়াহিয়া ইব্‌ন হাম্মাদের হাদীসে আবূ ইয়ালা আল মুসিলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাদীসটি যথেষ্ট দুর্বল এবং অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। পরবর্তী আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ؟ অর্থাৎ, বল, হে অজ্ঞ ব্যক্তি! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করিতে বলিতেছে?

এই আয়াতটির শানে-নুযুল সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাসের সূত্রে ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন যে, মুশরিকরা তাহাদের অজ্ঞতার দরুন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আহ্বান করিয়াছিল যে, আসুন আপনি আমাদের উপাস্যদেরকে পূজা করুন এবং আমরাও আপনার আল্লাহ্র ইবাদত করি। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ؟ وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ বল, হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করিতে বল ? তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হইয়াছে । তুমি আল্লাহ্র শরীক স্থির করিলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হইবে এবং তুমি হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।

যথা অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

অর্থাৎ যদি তোমরা শরীক কর তাহা হইলে তোমরা যত নেক কাম করিয়াছ তাহা সাকুল্যে বরবাদ হইয়া যাইবে।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰاكِرِيْنَ - অতএব তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও।

অর্থাৎ যাহারা তোমার অনুসরণ করে, তোমাকে সত্য নবী বলিয়া বিশ্বাস করে, সকলে ইখলাসের সহিত আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং শরীক করা হইতে বিরত থাকে।

(٦٧) وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৬৭. উহারা আল্লাহ্র যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকিবে তাহার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকিবে তাহার করায়ত্ত। পবিত্র ও মহান তিনি, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার উর্ধ্বে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ উহারা আল্লাহ্র যথোচিত সম্মান করে না। অর্থাৎ মুশরিকরা আসলে আল্লাহ্র সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কেই অবহিত নহে। অথচ তাঁহার সমকক্ষ, সম্মানিত দ্বিতীয় কোন সত্তা নাই। সমস্ত জিনিসের উপর তাহার যতটা কর্তৃত্ব ততটা অন্য কাহারো নাই। সমস্ত কিছুর একচ্ছত্র মালিক তিনিই এবং প্রত্যেকটা জিনিস তাহার শক্তি ও কুদরাতের আয়ত্তাধীনে।

মুজাহিদ বলেন, এই আয়াতটি কুরাইশদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুদ্দী বলেন, আল্লাহ্র ইজ্জত পরিমাণে তাহারা তাঁহাকে সম্মান করে না।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'আব বলেন, যদি তাহারা আল্লাহ্র মহান সত্তা সম্বন্ধে পরিচিত হইত তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে মিথ্যা বলিয়া ভাবিত না।

ইব্ন আব্বাস হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, কাফিররা আল্লাহর শক্তি ও সম্মান সম্বন্ধে বিশ্বাসী নয়।

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল জিনিসের উপর সমানভাবে কর্তৃত্ব সম্পাদনকারী সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র শক্তি ও সম্মান সম্বন্ধে বিশ্বাসী এবং সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌কে যথোচিত সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্মান সম্পর্কে সচেতন নয় এবং তাহার সর্বময় ক্ষমতার ভাধিকারে বিশ্বাস করে না সে সত্যিই আল্লাহ্‌র সম্মান ও ক্ষমতার ব্যাপারে সজাগ নয়। এক কথায় সে আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না এবং তাহার শক্তিতে বিশ্বাস করে না।

এই আয়াতটির প্রসঙ্গে বহু হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, এই ধরনের মর্মার্থ অস্পষ্টমূলক আয়াতসমূহের ব্যাপারে পূর্বসূরী আলিম সমাজ এই মত পোষণ করেন যে, এই ধরনের আয়াত যেভাবে যে বাক্যে উল্লেখিত হইয়াছে সেইভাবে তাহাকে গ্রহণ করা এবং ইহার ব্যাখ্যা ও মনমত অর্থ আবিষ্কারের অপচেষ্টা না করা।

আলোচ্য আয়াতাংশ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ হইতে ..... বুখারী বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, একদা ইয়াহুদীদের এক বড় আলিম আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ! আমরা লিখিত পাইয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলীকে তাহার একটি আংগুলির মধ্যে সংস্থাপিত করিবেন। পৃথিবীকে একটি আংগুলির উপর সংস্থাপিত করিবেন। বৃক্ষরাজীকে একটি আংগুলির উপর সংস্থাপিত করিবেন। পানি ও ভূমিকে তাহার একটি আংগুলির উপর সংস্থাপিত করিবেন এবং অন্যান্য সৃষ্টিসমূহকে একটি আংগুলির উপর সংস্থাপিত করিয়া বলিবেন, আমি বাদশাহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াহুদী আলিমের কথার সত্যতার স্বীকার সূচক হাসি দিলে তাহার দাঁতের মাড়ি প্রকাশিত হয়। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাঠ করেন ঃ

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

অর্থাৎ, উহারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকিবে তাহার হাতের মুষ্টিতে।

বুখারী, ইমাম আহমদ, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহারা সকলে বর্ণনা করিয়াছেন ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকতাভাবে উবাইদাহ ইব্রাহীম ও সুলাইমান ইব্‌ন মিহরান আল আমাশের হাদীসে।

আব্দুল্লাহ হইতে ..... আহমদ বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, জনৈক আহলে কিতাব আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবূল কাসিম! আমি জানি যে আল্লাহ তা'আলা তাহার সৃষ্টিসমূহকে তাহার একটি আংগুলের সংস্থাপিত করিবেন আকাশমণ্ডলীকে একটি আংগুলে সংস্থাপিত করিবেন, পৃথিবীকে একটি আংগুলে সংস্থাপিত করিবেন, বৃক্ষরাজীকে একটি আংগুলে সংস্থাপিত করিবেন এবং

পানি ও মাটিকে তাহার একটি আংগুলে সংস্থাপিত করিবেন। এই কথা শুনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসি দেন এবং তখন তাহার মাড়ি প্রকাশিত হইয়া যায়। আর তখন আল্লাহ তা'আলা এই وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত নাযিল করেন।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ..... আল আশকার ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, একদা এক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে যাইতেছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বসা ছিলেন। সেই অবস্থায় ইয়াহুদী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করে যে, হে আবুল কাসিম! এই সম্পর্কে তোমার অভিমত কি যে, যে দিন আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলীকে স্বীয় তর্জনীর এই আংগুলিটির উপর সংস্থাপিত করিবেন, লোকটি স্বীয় তর্জনীর প্রতি ইংগিত করিয়াছিল। এইভাবে সে আংগুলির প্রতি ইংগিত করিয়া বলিতেছিল যে, আর যেদিন পৃথিবীকে তিনি এই আংগুলির উপর সংস্থাপিত করিবেন, পাহাড় সমূহকে এই আংগুলির উপর সংস্থাপিত করিবেন এবং অন্যান্য সকল সৃষ্টিকে যেদিন তিনি এই আংগুলির উপর সংস্থাপন করিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ আবূয্ যুহা মুসলিম ইব্‌ন সাবীহ এর সূত্রে আব্দুর রহমান আদ্ দারেমী এর রেওয়ায়েতে তিরমিযী স্বীয় তিরমিযী শরীফের তাফসীর অধ্যায়ের মধ্যেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান বলেন, হাদীসটি সহীহ তবে গরীব পর্যায়ের। উপরন্তু আমাদের জানা মতে এই হাদীসটি দ্বিতীয় অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হয় নাই। আবূ হুরায়রা হইতে ...... বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে কবযা করিয়া নিবেন এবং আকাশ- মণ্ডলীকে নিবেন তাহার হাতের কবযাতে, অত:পর বলিবেন, আজ আমি বাদশাহ, কোথায় পৃথিবীর বাদশাহরা? একমাত্র বুখারী এই সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন অন্য সূত্রে।

ইব্‌ন ওমর হইতে ..... বুখারী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন স্বীয় আংগুলের উপর পৃথিবীকে সংস্থাপিত করিবেন এবং আকাশমণ্ডলী থাকিবে তাহার ডান হাতে সংস্থাপিত। অত:পর তিনি বলিবেন ঃ আজ আমি বাদশা। এই সূত্রেও এক মাত্র বুখারী এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলিমও বর্ণনা করিয়াছেন তবে অন্য সূত্রে। এই বিষয়ের উপর অন্য ভংগিতে ইমাম আহমাদের সূত্রে দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন ওমর হইতে .... আফফান বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন ওমর (রা) বলেন একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বারে উঠিয়া এই আয়াতটি পাঠ করিতেছিলেন ঃ

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-

অর্থাৎ, উহারা আল্লাহ্র যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকিবে তাহার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকিবে তাহার করায়ত্ব। পবিত্র ও মহান তিনি, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার উর্ধ্বে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াতটি পাঠ করত! সামনে পিছনে হাত দুলাইয়া দুলাইয়া বলিতেছিলেন ঃ "আল্লাহ স্বয়ং নিজের প্রশংসা করিয়া বলেন ঃ "আমি সর্বশক্তিমান সকল ক্ষমতার উৎস আমি, সর্বোপরি সর্বাপেক্ষা মহান, আমি বাদশাহ ক্ষমতার।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কথাগুলি বলার সময় এত অস্বাভাবিক ধরনের হস্ত সঞ্চালন করিতেছিলেন যে, আমরা ভাবিতে ছিলাম হয়ত তিনি মিম্বারের উপর দিয়া পড়িয়া যাইবেন!

আব্দুল আযীয ইব্ন আবূ হাযিমের হাদীসে ...... মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন ওমর হইতে ..... হাযিমের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন ইয়াকূব ইব্ন আব্দুর রহমান ও মুসলিম।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাকসাম হইতে মুসলিম এই হাদীসের বর্ণনা করিয়াছেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ওমর (রা) কি ভংগিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলোচ্য ভাষণটি প্রদান করিয়াছিলেন তাহা হুবহু বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলীকে করায়ত্ব করিয়া নিবেন এবং পৃথিবীকে হাতের মুঠায় তুলিয়া নিবেন। আর বলিবেন, আজ আমি বাদশাহ! এই কথা বলিবেন আর তিনি তাহার হাতের আংগুলিসমূহ একবার মুষ্টিবদ্ধ করিবেন এবং একবার আংগুলিসমূহ সম্প্রসারিত করিবেন। এই সময় আমি লক্ষ্য করি যে, তিনি ভীষণভাবে হেলিতেছেন এবং তাহার হেলনের জন্য মিম্বরসমেত হেলিতে থাকে। তখন আমি আশংকা করিতেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বর হইতে পড়িয়া যাইবেন না তো।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ওমর হইতে ..... বায্যার বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরের উপর দাড়াইয়া এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-

রাবী' বলেন, তখন মিম্বরটি হেলিতে থাকে। ফলে তিনি তিনবার মিম্বরের উপর উঠেন এবং নামিয়া যান। আল্লাহ ভালো জানেন।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে ..... আবুল কাসিম তিবরানী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিনি বলিয়াছেন যে, হাদীসটি সহীহ্।

জারীর হইতে ........ তিবরানী স্বীয় প্রণীত গ্রন্থ মা'জামিল কবীরের মধ্যে বর্ণনা করেন যে, জারীর (র) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদল সাহাবীকে লক্ষ্য

করিয়া বলেন, "আমি তোমাদের সম্মুখে সূরা যুমারের শেষ দিকের আয়াতসমূহ পাঠ করিব। তোমাদের মধ্যে যে যে এই আয়াত শুনিয়া কাঁদিবে তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যাইবে।"

অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত হইতে وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ সূরাটির শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। তাহাদের কোন কোন ব্যক্তি কাঁদেন এবং কোন কোন ব্যক্তির কান্না আসে না। অত:পর যাহাদের কান্না আসে নাই, তাহারা বলে ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কাঁদিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু আমাদের কান্না আসে না। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি আবার তেলাওয়াত করিতেছি। তোমাদের যাহারা কাঁদিবার চেষ্টা করিয়াও কাঁদিতে পার নাই তাহারা কাঁদিবার ভান করিবে। হাদীসটি যথেষ্ট দুর্বল। মু'জামিল কাবীরের একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হাদীসটি এর চেয়েও দুর্বল। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আবূ মালিক আশ'আরী হইতে ধারাবাহিকভাবে শুরাইহ ইব্ন উবাইদ ..... বর্ণনা করেন যে, আবূ মালিক আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, আমি আমার বান্দাদিগের হইতে তিনটি জিনিস গোপন করিয়াছি। যদি তাহারা সেই জিনিস তিনটি দেখিত তবে তাহারা কখনো বদ আমল করিত না। যদি আমি আমার পর্দা অপসারিত করিয়া নিতাম এবং তাহারা আমাকে স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া আমার সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস হইত আর তাহারা আমার শক্তি সম্পর্কে অবগতি লাভ করিত যে, আমি ইচ্ছা করিলে সবকিছু করিতে পারি। আমি আকাশমণ্ডলীকে আমার করায়ত্তে রাখিব। পৃথিবীকে মুষ্টির মধ্যে সংস্থাপন করিব। অত:পর বলিব, আমি বাদশাহ, আমি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন মালিক বা বাদশাহ নাই।

ইহার পর আল্লাহ্ তাহাদেরকে জান্নাত দেখান এবং উহার সকল নেয়ামাত তাহাদেরকে প্রদর্শন করান, যাহাতে তাহারা এই ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত হইতে পারে। আর তাহাদেরকে জাহান্নাম ও উহার অভ্যন্তরে আযাবসমূহ প্রদর্শন করান। যাহাতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তাহারা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে।

কিন্তু আমি ইচ্ছা করিয়াই এই সকল জিনিস গোপন বা চক্ষুর আড়ালে রাখিয়াছি, যাহাতে আমি আন্দাজ করিতে পারি, মানব জাতি আমার কথায় কতটা বিশ্বাসী হয়। কেননা এই সকল জিনিস সম্পর্কে আমি তাহাদিগকে বিস্তারিত জানাইয়াছি। এই বিষয়ের উপর বহু হাদীস রহিয়াছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

(٦٨) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ۝

(٦٩) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

(٧٠) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○

৬৮. এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, ফলে যাহাদিগকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তাহারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। অতঃপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তৎক্ষণাৎ উহারা দণ্ডায়মান হইয়া তাকাইতে থাকিবে।

৬৯. বিশ্ব উহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবে, আমলনামা পেশ করা হইবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হইবে ও তাহাদিগের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

৭০. প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হইবে। উহারা যাহা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের বিভীষিকাময় দিনের কথা এবং ঐ দিনে প্রকাশিতব্য আল্লাহ্র বিভিন্ন অস্বাভাবিক নিদর্শনাদির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন,

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, ফলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হইয়া পড়িবে; তবে তাহারা নহে যাহাদিগকে আল্লাহ্ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবেন।

উল্লেখ্য যে, এই স্থানে শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকারের কথা বলা হইয়াছে। এই ফুৎকারে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করিবে। তবে সে নহে যাহাকে আল্লাহ্ রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিবেন।

যথা শিংগার ফুৎকার সম্পর্কীয় প্রসিদ্ধ হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, সর্বশেষে অবশিষ্ট সকলের রূহ কব্যা করা হইবে এবং সর্বশেষে মৃত্যু ঘটিবে মৃত্যুর ফেরেশতার পরিশেষে একমাত্র তিনিই জীবিত থাকিবেন যিনি প্রথমে ছিলেন এবং চিরদিন জীবিত থাকিবেন। অত:পর বলিবেন, আজকের রাজত্ব কার? তিনবার এই কথা বলিবেন। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা নিজের প্রশ্নের জবাব নিজের পক্ষ হইতে প্রদান করত: বলিবেন, সেই আল্লাহ্র, যিনি একক ও সর্বশক্তিমান। অর্থাৎ আমি সেই সত্তা, যিনি

একক এবং প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আর প্রত্যেক জিনিসকে আমি ফানা হইয়া যাওয়ার আদেশ করিব।

অত:পর সর্বপ্রথমে হযরত ইস্রাফীল (আ)-কে জীবিত করা হইবে এবং তাহাকে দ্বিতীয় একটি ফুৎকার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইবে। এইটি হইল তৃতীয় ফুৎকার। যে ফুৎকারে সকল জীবন পুর্ণজন্ম লাভ করিবে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرَىٰ فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ-

তৎক্ষণাৎ উহারা দণ্ডায়মান হইয়া তাকাইতে থাকিবে। অর্থাৎ শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইলে সকলে উঠিয়া দণ্ডায়মান হইবে এবং চতুর্দিক তাকাইতে থাকিবে। মানে কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থা তাহারা দেখিতে থাকিবে।

যথা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ অর্থাৎ বিকট একটি আওয়াজ হইবে, যাহার কারণে তৎক্ষণাৎ সকলে উঠিয়া এক ময়দানে একত্রিত হইবে।

অন্য একটি আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً-

অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে ডাকিবেন, সেদিন তোমরা সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে তাহার ডাকে সাড়া দিবে এবং তখন পার্থিব জীবনকে তুচ্ছ মনে করিতে থাকিবে।

আরো বলিয়াছেন যে,

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ-

অর্থাৎ তাহার নিদর্শন স্বরূপ তাহার নির্দেশে আকাশসমূহ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব যখন তিনি পৃথিবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া ডাকিবেন তখন তোমরা সকলে একত্রে বাহির হইয়া পড়িবে।

ইয়াকূব ইব্ন আসিম ইব্ন ওরওয়া ইব্ন মাসউদ হইতে নু'মান ইব্ন সালিম ..... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইয়াকূব ইব্ন আসিম ইব্ন ও'রওয়া ইব্ন মাসউদ বলেন, আমি শুনিয়াছি যে, জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইব্ন আ'মর (রা)-কে বলেন, আপনি নাকি বলিয়াছেন যে, এই এই সময়ের মধ্যে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হইবে? কিছুটা রাগতস্বরে তিনি জবাব দেন যে, তোমাদেরকে কোন কথা বলিতেই আমার ইচ্ছা হয় না। আমি বলিয়াছিলাম যে, অল্পকালের মধ্যে তোমরা ভীষণ একটা সময়ের সম্মুখীন

হইবে। অত:পর আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জালের আর্বিভাব ঘটিবে এবং সে তাহাদের মধ্যে চল্লিশ পর্যন্ত থাকিবে। আমি বুঝি না যে, সে চল্লিশ দিন চল্লিশ মাস, চল্লিশ বৎসর থাকিবে না চল্লিশ রাত্র থাকিবে। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ)-কে প্রেরণ করিবেন। তিনি চেহারায় দেখিতে ও'রওয়া ইব্ন মাস্‌উদ ছাকাফীর অনুরূপ হইবেন। তিনি দাজ্জালের উপর বিজয় লাভ করিবেন। অত:পর সাত বৎসর পর্যন্ত মানবজাতি পরস্পরে এমন আন্তরিক ও সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করিবে যে, একের সহিত অপরের সামান্য মনোমালিন্যও ঘটিবে না। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা সিরিয়ার দিক হইতে হাল্কা ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করিবেন। ঐ বাতাসের কারণে প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি এমনকি যাহার অন্তরে মরীচিকা পরিমাণ ঈমান থাকিবে সেও মৃত্যুবরণ করিবে। যদি সে দুর্ভেদ্য গুহার অভ্যন্তরেও লুকায়িত থাকে তবুও সেখানে সেই হাওয়া প্রবেশ করিবে।

রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট শুনিয়াছি যে, এমন লোকগুলো বাঁচিয়া থাকিবে, যাহারা মানবিক নিচুতায় হইবে পক্ষীকুলের মত নিম্নতম এবং অসভ্যতায় হইবে হিংস্র জানোয়ারের সমতুল্য। তাহারা ন্যায় ও অন্যায়ের সহিত থাকিবে একেবারে অপরিচিত। তখন শয়তান তাহাদের উপর প্রভাব ফেলিয়া বলিবে যে, তোমাদের লজ্জা করে না, তোমরা কেন বুত পুরুস্তী পরিত্যাগ করিয়াছ? অত:পর তাহারা বুতপুরুস্তী শুরু করিবে। এই সময়ও আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বিস্তর আহারের সংস্থান করিবেন।

অত:পর শিংগায় ফুৎকার দিবেন। শিংগার ফুৎকারের আওয়াজে লোকসকল এদিক সেদিক হেলিয়া পড়িতে থাকিবে। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি এই আওয়াজ শুনিবে সে ব্যক্তি নিজস্ব একটি কূপ সংস্কার করিতে থাকিবে। এই শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি বেহুশ হইয়া পড়িয়া যাইবে। আওয়াজে এইভাবে প্রত্যেকটি লোক বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যাইবে। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা ছায়ার মত নিবিড় বৃষ্টি বর্ষণ করিতে থাকিবেন। অথবা বৃষ্টি বর্ষণের নমুনা হইবে শিশির নামার মত। যাহাতে সকল মানুষ পুনর্বার মানব মূর্তি ধারণ করিবে। অত:পর শিংগায় আরেকটি ফুৎকার দিলে সকল মানুষ অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং চতুর্দিক তাকাইয়া দেখিতে থাকিবে। তাহাদেরকে বলা হইবে, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট চলো।

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْـئُوْلُوْنَ উহাদিগকে দাঁড় করাও, উহাদিগের নিকট প্রশ্ন করা হইবে। অত:পর বলা হইবে যে, ইহাদিগের মধ্য হইতে জাহান্নামীর অংশ বাহির কর। জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, কি পরিমাণে বাহির করিব? বলা হইবে যে, প্রত্যেক যুগের হইতে নয়শত নিরানব্বই জন। এই ঘটনা সেই দিন সংঘটিত হইবে, যেইদিন প্রত্যেক

শিশু বৃদ্ধে পরিণত হইবে এবং ঐ দিন যেই দিন পায়ের গোছা প্রকাশিত হইয়া যাইবে। এই হাদীসটি একমাত্র মুসলিম স্বীয় সহীহ এর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

আবূ সালিহ হইতে আলী আমাশ ..... ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবূ সালিহ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন যে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন; "দুই ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশ–পার্থক্য হইবে।" তখন অন্যান্যরা আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবূ হুরাইয়া! চল্লিশ দিনের পার্থক্য হইবে? জবাবে তিনি বলেন, আমি ইহার জবাব দিব না। আবার জিজ্ঞাসা করা হয়, চল্লিশ বৎসর? জবাবে তিনি বলেন, আমি ইহার জবাব দিব না। অত:পর আবার জিজ্ঞাসা করা হয়, চল্লিশ মাসের পার্থক্য হইবে? তিনি বলেন, আমি ইহার জবাব দিব না। তবে মানুষের সবকিছু পঁচিয়া যাইবে এবং মানুষের একমাত্র অবশিষ্ট মেরুদণ্ডের সহিত তাহাদিগের কায়া জোড়ান হইবে।

হযরত নবী (সা) হইতে আবূ হুরায়রা ..... আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, আমি জিব্রাঈল (আ) কে وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ এই আয়াতটির উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আল্লাহ্ যে বলিয়াছেন ঃ তবে তাহারা নহে যাহাদিগকে আল্লাহ্ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবেন। ওই কথা বলিয়া তিনি কাহাদেরকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন? জবাবে তিনি বলেন, ইহা দ্বারা শহীদদিগকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। ইহারা নিজেদের তরবারী ঝুলাইয়া রাখিয়া আরশের সন্নিকটে অবস্থান করিবে। ফেরেশতারা সমভিব্যাহারে তাহাদিগের নিয়া হাশরের মাঠে উপস্থিত হইবে। ঐ সময় তাহারা ইয়াকূতের উটের উপর আরোহণ করিবে, যাহার গদি হইবে রেশমের চেয়েও নরম জিনিসের। অবশ্য তাহারা বেহেশতের মধ্যে অফুরন্ত সুখে সময় কাটাইতে থাকিবে। এমন সময় তাহাদের মনে খেয়াল জাগিবে এবং বলিবে, চলো দেখিয়া আসি, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সৃষ্ট জীবদিগের বিচার করিতেছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে দেখিয়া হাসি দিবেন এবং তাহারা এই স্থানে আসিয়াছে বলিয়াও আল্লাহ্ তা'আলা হাসিবেন। কেননা ইহাদিগের কোন হিসাব নিকাশ নাই। এই সনদটির প্রত্যেক রাবী ছেকাহ বা নির্ভরযোগ্য। একমাত্র ইসমাইল ইব্ন ইয়াশের ওস্তাদ ব্যতীত। কেননা তিনি ব্যক্তি হিসাবে অপ্রসিদ্ধ। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদিগের বিচারের জন্য আগমন করিবেন তখন তাহার জ্যোতিতে বিশ্ব উদ্ভাসিত হইবে।

وَوُضِعَ الْكِتَابُ এবং আমলনামা পেশ করা হইবে। কাতাদাহ বলেন যে, الْكِتَابِ মানে আমলের কিতাব।

وَجَاىءَ بِالنَّبِيِّيْنَ নবীগণকে উপস্থিত করা হইবে তাহারা প্রমাণ করিবে যে, তাঁহারা নিজেদের উম্মতদিগকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়াছিলেন।

وَالشُّهَدَاءِ আর সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইবে। অর্থাৎ বান্দাদিগের নেক ও বদ আমলের সংরক্ষণকারী ফেরেশতাদিগকে উপস্থিত করা হইবে।

وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হইবে। وَهُمْ لاَيُظْلَمُوْنَ এবং তাহাদিগের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

যথা অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًاوَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَابِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ ـ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি মিজানের ইনসাফ কায়িম করিব। কাহারো প্রতি যুলুম করা হইবে না। যদি কাহারো বিন্দু পরিমাণ আমলও থাকে তবে তাহাও আমরা তুলাদণ্ডে পরিমাপ করিব। আর হিসাব গ্রহণের জন্য আমরাই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَيَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বিন্দু পরিমাণ যুলুম করেন না। তিনি নেক আমল বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং অতুলনীয় প্রতিদান প্রদান করেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَلِمَتْ অর্থাৎ প্রত্যেক বদ অথবা নেক কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হইবে। وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ উহারা যাহা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

(৭১) وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاۗءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۭ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

(৭২) قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

৭১. কাফিরদিগকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। যখন উহারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হইবে তখন ইহার প্রবেশদ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা উহাদিগকে বলিবে, তোমাদিগের নিকট কি তোমাদিগের মধ্য হইতে রাসূল আসে নাই, যাহারা তোমাদিগের নিকট তোমাদিগের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করিত এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদিগকে সতর্ক করিত? উহারা বলিবে, অবশ্যই আসিয়াছিল। বস্তুত কাফিরদিগের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হইয়াছে।

৭২. উহাদিগকে বলা হইবে, জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর উহাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদিগের আবাসস্থল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হতভাগ্য সত্য প্রত্যাখানকারী কাফিরদিগের পরিণাম সম্পর্কে বলেন যে, তাহাদিগকে গলায় রশি দিয়া টানিয়া হাঁকাইয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। যথা অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا অর্থাৎ তাহাদিগকে ধাক্কাইয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। তখন তাহারা ভীষণ পিপাসার্ত থাকিবে। যথা পবিত্র কুরআনের অন্য স্থানে বলা হইয়াছে যে, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ـ وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا

অর্থাৎ যেদিন আমি পরহেযগারদিগকে রহমানের অতিথি হিসাবে একত্রিত করিব এবং গুনাহগারদিগকে দোযখের দিকে পিপাসার্ত অবস্থায় হাঁকাইয়া লইয়া যাইব। ইহা ব্যতীত ঐ দিন তাহারা মূক, বধির ও অন্ধ হইবে এবং তাহারা মুখের উপর ভর করিয়া চলিতে থাকিবে।

যথা অন্যত্র বলিয়াছেন যে,

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا ـ

অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন আমি উহাদিগকে মুখের উপর ভর করিয়া হাটাইব। উহারা মূক, বধির ও অন্ধ হইবে এবং উহাদিগের ঠিকানা হইবে জাহান্নাম।

حَتّٰى اِذَا جَاؤُهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا যখন উহারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হইবে তখন উহার প্রবেশদ্বার খুলিয়া দেওয়া হইবে।

অর্থাৎ উহারা জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিতেই জাহান্নামের দ্বার খুলিয়া যাইবে যাহাতে তাহাদিগের শরীরে আযাব স্পর্শ করিতে এতটুকু বিলম্ব না হয়।

অত:পর সেখানের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতারা তাহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবে। কেননা ঐ স্থানের সকলের হৃদয় কঠিন, তাহাদের হৃদয় ভালবাসা ও সহমর্মিতাবোধ হইতে শূন্য। তাহারা বলিবে اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ তোমাদিগের নিকট কি তোমাদিগের মধ্য হইতে রাসূল আসে নাই?

يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِ رَبِّكُمْ অর্থাৎ যাহারা তোমাদিগের নিকট তোমাদিগের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করিত। আর তাহারা তোমাদিগের নিকট তাহাদিগের দাওয়াতের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে দলীল- প্রমাণ পেশ করে নাই।

وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا অর্থাৎ এবং এই দিনের ভয়াবহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদিগকে সতর্ক করিত?

ইহার জবাবে কাফিররা বলিবে ঃ নিশ্চয় তাহারা আসিয়াছিল। আমাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করাইয়াছিল এবং তাহাদিগের দাওয়াতের ও দাবীর স্বপক্ষে তাহারা আমাদিগের নিকট দলীল প্রমাণ পেশ করিয়াছিল

وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَتُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ বস্তুত সত্য প্রত্যাখ্যান কারীদিগের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হইয়াছে।

অর্থাৎ কিন্তু আমরা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছি এবং উহার বিরোধিতা করিয়াছি। কেননা আমাদের ললাটে দুর্ভোগ পোহানই লিখিত ছিল। সত্যিই আমরা দুর্ভাগা; কেননা সত্য ত্যাগ করিয়া আমরা মিথ্যার পক্ষপাতিত্ব করিয়াছিলাম।

যথা অন্য একস্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

كُلَّمَا اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ - قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ فِيْ ضَلاَلٍ كَبِيْرٍ - وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَاكُنَّا فِيْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ -

অর্থাৎ যখনই উহাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হইবে উহাদিগকে জাহান্নামের রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদিগের নিকট কি কোন সতর্কবাণী আসে নাই? উহারা বলিবে, অবশ্যই আমাদিগের নিকট সতর্কবাণী আসিয়াছিল, আমরা উহাদিগকে মিথ্যাবাদী গণ্য করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রহিয়াছ। এবং উহারা আরো বলিবে, যদি আমরা তাহাদিগের কথা শুনিতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতাম তাহা হইলে আমরা জাহান্নামবাসী হইতাম না।

অর্থাৎ তাহারা নিজেদেরকে নিজেরা গালমন্দ করিতে থাকিবে এবং পার্থিব জীবনের পাপের কথা স্মরণ করিয়া ভীষণ লজ্জিত হইবে।

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيْرِ অর্থাৎ উহারা উহাদিগের অপরাধ স্বীকার করিবে। অভিশাপ জাহান্নামী দিগের জন্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ قِيْلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا উহাদিগকে বলা হইবে, জাহান্নামে প্রবেশ কর উহাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।

অর্থাৎ যে উহা দেখিবে, যে উহার অবস্থা সম্পর্কে অবগতি লাভ করিবে সে পরিষ্কারভাবে বলিবে, নিঃসন্দেহে ইহারা এই শাস্তিরই উপযুক্ত। এই কথা কাহারা বলিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলেন নাই। কেননা যাহাতে এই কথা সকলের বলার অধিকার থাকে এবং যাহাতে আল্লাহ্র বিচার ন্যায় বলিয়া প্রশ্নাতীতভাবে প্রতীয়মান হয় সেই জন্যে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ قِيْلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا অর্থাৎ তাহাদিগকে বলা হইবে, স্থায়ীভাবে উহার মধ্যে অবস্থান কর, উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন পথ তোমাদিগের নাই। এবং উহা হইতে মুক্তির সকল পথ তোমাদের জন্য বন্ধ।

فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদিগের আবাসস্থল।

অর্থাৎ কতনা নিকৃষ্ট আবাসস্থল ইহা যাহা তোমরা পার্থিব জীবনকালীন উদ্ধত মানসিকতার জন্য এবং সত্য অনুসরণ না করার জন্য লাভ করিয়াছ। যাহা তোমাদিগকে পরিণামে এই কঠিন দুঃখময় মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছে।

(٧٣) وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتّٰىٓ اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ○

(٧٤) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○

৭৩. যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করিত তাহাদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। যখন তাহারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত

**হইবে ও ইহার দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদিগের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।**

**৭৪. তাহারা প্রবেশ করিয়া বলিবে, প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদিগের প্রতি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে অধিকারী করিয়াছেন এই ভূমির। আমরা জান্নাতের যেথায় ইচ্ছা বসবাস করিব। সদাচারীদিগের পুরস্কার কত উত্তম।**

তাফসীর ঃ এই স্থানে সৌভাগ্যবান মু'মিনদিগের কথা বলা হইয়াছে। তাহারা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জান্নাতের দিকে দলে দলে রওয়ানা করিবে। সর্বপ্রথমের দলটি থাকিবে মুকাররাবীনদিগের। তাহাদিগের পরের দলটি থাকিবে আবরারদিগের। এইভাবে পর্যায়ক্রমে একটি দলের পিছনে আরেকটি দল থাকিবে। প্রত্যেকটি দল সমপর্যায়ের লোক দ্বারা সজ্জিত থাকিবে। যথাঃ নবীগণ নবীদিগের সহিত থাকিবে, সিদ্দীকীনগণ তাহাদিগের সমপর্যায়ের লোকদিগের সহিত থাকিবে, শহীদগণ শহীদদিগের সহিত থাকিবে এবং আলিমদিগের সহিত থাকিবে আলিমগণ। এইভাবে প্রত্যেকটি দল তাহাদিগের সমপর্যায়ের লোকদ্বারা সজ্জিত থাকিবে।

حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا যখন তাহারা মুক্তদ্বার জান্নাতের নিকট উপস্থিত হইবে। অর্থাৎ তাহারা পুলসিরাত পার হইয়া জান্নাতের নিকটবর্তী হইলে সেইখানে দ্বিতীয় একটি পুলের উপর তাহাদিগকে দাঁড় করান হইবে। তথায় তাহাদিগের পাপের বদলা নেওয়া হইবে। তাহাদিগের বদলা নেওয়ার পর তাহারা যখন পবিত্র হইয়া যাইবে তখন তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হইবে।

শিংগা সম্পর্কীয় দীর্ঘ হাদীসটির মধ্যে আসিয়াছে যে, সকলে জান্নাতের দ্বারে পৌছিয়া পরামর্শ করিবে যে, কাহাকে প্রথমে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। তাহারা সকলে প্রথমে আদম (আ) কে প্রবেশ করার জন্য অনুরোধ করিবে। অত:পর নূহ (আ)-কে। অত:পর ইব্রাহীম (আ)-কে। অত:পর মুহাম্মাদ (সা)-কে প্রবেশ করার জন্য অনুরোধ করিবে। যেভাবে হাশরের মাঠে বিচার কার্য আরম্ভ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ করিয়াছিলেন। এইভাবে স্থানে স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করা হইয়াছে।

আনাস (রা) হইতে সহীহ মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি সর্বপ্রথমে জান্নাতের মধ্যে সুপারিশ করার অধিকার লাভ করিব।"

মুসলিমের অন্য একটি হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি প্রথম ব্যক্তি যিনি সবার আগে জান্নাতের দরওয়াজা খটখটাইবে।"

আনাস ইব্ন মালিক হইতে ছাবিত .... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরওয়াজা খুলিতে চাহিলে সেখানের দারোগা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, আপনি কে? আমি বলিব যে, মুহাম্মাদ। তখন সে বলিবে যে, আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, আপনার পূর্বে অন্য কাহারো জন্য যেন দরওয়াজা না খুলিয়া দেই।"

অন্য একটি সনদে আনাস হইতে ছাবিত .... এবং মুসিলমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা হইতে হুসাম ইব্ন সালাহ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বেহেশতের যে দলটি সর্বপ্রথমে প্রবেশ করিবে তাহাদিগের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হইবে। সেখানে তাহাদিগের থু থু ও পেশাব পায়খানা হইবে না। তাহাদিগের তৈজসপত্রসমূহ স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত হইবে। তাহাদিগের আংটি দিয়া সুঘ্রাণ বাহির হইতে থাকিবে এবং তাহাদিগের ঘাম হইবে মেশ্ক সমতুল্য। তাহাদিগের প্রত্যেকের দুইজন করিয়া স্ত্রী থাকিবে। সৌন্দর্যের জন্য যাহাদিগের পায়ের গোছার গোশত ভেদ করিয়া হাড় পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইবে। স্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ ও ঝগড়া হইবে না। দুই দেহের একটি আত্মাস্বরূপ তাহারা অবস্থান করিবে। সকাল-সন্ধা তাহারা আল্লাহ্র মহিমা বর্ণনা করিতে থাকিবে।

ইব্ন মুবারাকের সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন মাকাতিল হইতে বুখারীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মা'মারের সনদে আব্দুর রাযযাক হইতে মুহাম্মদ ইব্ন কা'বের সূত্রে মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে আবূ হুরায়রা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা হইতে আবূ যরাআই ...... ও হাফিয আবূ ইয়া'লা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সর্বপ্রথমে যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করিবে তাহাদিগের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হইবে। ইহাদিগের পরে যে দলটি প্রবেশ করিবে তাহাদিগের চেহারা হইবে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। তাহাদিগের থুথু থাকিবে না। পেশাব ও পায়খানা থাকিবে না। তাহাদিগের তৈজসপত্রসমূহ হইবে স্বর্ণের। ঘাম হইবে মেশ্কের সমতুল্য। তাহাদিগের আংটি হইবে সুবাসিত। তাহাদিগের স্ত্রী হইবে হুরগণ। তাহারা সকলে এক চরিত্রের হইবে এবং এক মন নিয়া তাহারা বসবাস করিবে। তাহারা তাহাদিগের আদি পিতা (আ)-এর মত ষাট হাত লম্বা হইবে। জারীরের হাদীসেও এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

আবূ হুরায়রা হইতে একাধারে সাঈদ যুহরী বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমার উম্মতের যে দলটি প্রথমদিকে জান্নাতে

প্রবেশ করিবে তাহারা সংখ্যায় থাকিবে সত্তর হাজার। তাহাদিগের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল থাকিবে।"

এই কথা শুনিয়া উকাশাহ ইব্ন মাহসান (রা) দাঁড়াইয়া বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন আমি যেন ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হই। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "হে আল্লাহ্! তুমি উহাকে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত কর।"

ইহার পর জনৈক আনসারী দাঁড়াইয়া বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন তিনি যেন আমাকে উহাদিগের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ "উকাশাহ তোমার আগে স্থান দখল করিয়া নিয়াছে।" এই দলটি বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে বলিয়াও হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে।

বুখারী ও মুসলিম ইব্ন আব্বাস (রা) জাবির হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার অথবা সাতশত এক সংগে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তাহারা একে অপরের হাত ধরিয়া থাকিবে। সকলে এক সংগে জান্নাতের মধ্যে কদম রাখিবে। তাহাদিগের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হইবে।

আবূ উমামা আলবাহিলী হইতে মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ ইসমাইল .... বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা আলবাহিলী (রা) বলেন, আমি শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি আমার উম্মৎদিগের মধ্য হইতে সত্তর হাজার এবং এই সত্তর হাজারের প্রত্যেক হাজারের সহিত আরো সত্তর হাজার করিয়া উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করিবে যাহাদিগের কোন হিসাব গ্রহণ করা হইবে না এবং তাহাদিগকে কোন শাস্তিও দেওয়া হইবে না। ইহাদিগের সহিত আরো তিন কোষ, মানে আল্লাহ্ রাব্বুল ইযযাতের হাতের আরো তিন কোষ উম্মৎকে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করানো হইবে। আবূ উমামা হইতে ..... ওলীদ ইব্ন মুসিলমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

উয়াইনাহ ইব্ন আব্দুস সাল্মী হইতে তিবরানীও বর্ণনা করিয়াছেন যে, (ঐ সত্তর হাজারের) প্রত্যেক হাজারের সহিত আরো সত্তর হাজার করিয়া উম্মৎ বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আবূ সাঈদ আল আনসারী ও ছাওবান হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্রে বহু সাক্ষী প্রমাণ রহিয়াছে। অত:পর বলা হইয়াছে যে,

حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ۔

অর্থাৎ যখন তাহারা মুক্তদ্বার জান্নাতের নিকট উপস্থিত হইবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদিগের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।

এই আয়াতের বক্তব্যের জবাব এইখানে উহ্য রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ এই সৌভাগ্যবান লোক সকল যখন জান্নাতের নিকট পৌঁছিবে তখন তাহাদিগের উদ্দেশ্যে দরজা সমূহ খুলিয়া যাইবে। তাহাদিগকে বিপুল সম্মান প্রদর্শন এবং সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হইবে। সেখানের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতরা তাহাদিগকে সুসংবাদ শুনাইবে, তাহাদিগের প্রশংসা করিবে এবং সালাম জ্ঞাপন করিবে। যেভাবে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, ফেরেশতারা কাফিরদিগকে ভীষণ রকমের ব্যাংগ করিবে এবং তাহাদিগের দুঃখ ও ব্যথা আরো বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার জন্য বিরূপ ধরনের মন্তব্য করিবে।

উল্লেখ্য যে, বেহেশতবাসীরা চরম কল্যাণ, সুখ, শান্তি ও সম্ভোগের মধ্যে থাকিবে; সুখ ভোগের প্রত্যেকটি উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। এই খানে জবাবটি স্পষ্ট করিয়া বলার উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেককে আশাবাদী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। কেহ ধারণা করেন যে, وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا-এর واو টি واو এ ثَمَانِيَةٌ অর্থাৎ আটা জ্ঞাপনমূলক ওয়াও। আর তাহারা এই দলীলে বলেন যে, জান্নাতের দরওয়াজা আটটি। অবশ্য ইহারা বড় বেহুদা কষ্ট করিয়াছেন। কেননা সহীহ হাদীসের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া উল্লেখিত হইয়াছে যে, জান্নাতে দরওয়াজা আটটি।

আবূ হুরায়রা হইতে ..... ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : "যে ব্যক্তি জোড়া জোড়া করিয়া সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করিবে তাহাকে জান্নাতের প্রত্যেকটি দ্বার প্রবেশ করার জন্য আহ্বান করিবে। জান্নাতের কয়েকটি দরওয়াজ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি নামাযী হইবে তাহাকে বাবুসসালাত আহ্বান করিবে। যে ব্যক্তি সাদকাহ প্রদানকারী হইবে তাহাকে বাবুস্ সাদাকাহ আহ্বান করিবে। যে ব্যক্তি মুজাহিদ হইবে তাহাকে বাবুল জিহাদ আহ্বান করিবে এবং যে ব্যক্তি নিয়মিত রোযা পালন করিবে তাহাকে আহ্বান করিবে বাবুর রাইয়্যান।"

এই কথা শুনিয়া আবূ বকর (রা) জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! এক ব্যক্তিকে প্রত্যেক দরওয়াজা হইতে প্রবেশ করার জন্য আহ্বান করার তো তেমন প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় না। কেননা উদ্দেশ্য হইল জান্নাতে প্রবেশ করা আর তাহা একটি দিয়া প্রবেশ করিলেই তো হইল? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "আমি আশাবাদী যে, তুমি ঐ লোকদিগের মধ্যের একজন হইবে। যুহরীর হাদীসে বুখারী ও মুসলিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সহল ইব্ন সাআদ হইতে আবূ হাযিম সালমাহ ইব্ন দীনারের হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, সহল ইব্ন সাআ'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "বেহেশতের আটটি দরওয়াজা রহিয়াছে, উহার একটির নাম রাইয়্যান। উহার মধ্যে রোযাদার ব্যতীত কেহ প্রবেশ করিবে না।"

ওমর ইবনে খাত্তাব হইতে সহীহ মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, ওমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি ডলিয়া মাজিয়া সুন্দর করিয়া অযু করার পর বলিবে اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ তাহার জন্য জান্নাতের আটটি দরওয়াজার প্রত্যেকটি খুলিয়া যাইবে। সে ইচ্ছা করিলে যে কোন একটি দিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে।

মুআ'য্ (রা) হইতে ..... হাসান ইব্ন আরাফাহ বর্ণনা করেন যে, মুআয্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতের চাবি হইল لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ

## বেহেশতের দ্বারসমূহের প্রশস্ততার বর্ণনা

আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদিগকে তাঁহার করুণায় জান্নাত নসীব করেন।

সহীহদ্বয়ের মধ্যে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আবূ যারআ'র হাদীসে শাফাআতের দীর্ঘ হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন ঃ "হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতের যাহারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে তাহাদিগকে জান্নাতের দক্ষিণ দ্বারসমূহ দিয়া প্রবেশ করান। অবশ্য অন্যান্য দরওয়াজা দিয়াও ইহারা প্রবেশের অধিকার রাখে। যে সত্তার অধিকারে মুহাম্মাদের আত্মা তাঁহার শপথ! জান্নাতের দরওয়াজাসমূহ এত প্রশস্ত, যত দূরত্ব মক্কা ও হিজাযের মধ্যে।" অন্য একটি রেওয়ায়েতে আসিয়াছে যে, "জান্নাতের দরওয়াজাসমূহের প্রশস্ততা মক্কা ও বসরার দূরত্বের সমান।"

সহীহ্ মুসলিমের মধ্যে আসিয়াছে যে, উতবাহ ইব্ন গাযওয়ান একদা বক্তৃতায় বলেন যে, আমাদিগের নিকট বলা হইয়াছে যে, বেহেশতের দ্বারসমূহের এক একটির প্রশস্ততা হইবে চল্লিশ বৎসর পথ চলার সমান। আর এমন একদিন আসিবে যেদিন এই সকল দ্বারসমূহ দ্বারা মানুষের প্রবেশ করার ভিড়ে এতটুকু পরিমাণ স্থান খালি থাকিবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মু'আবিয়া ও হাকীম (র) ইব্ন মু'আবিয়ার সনদেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ সাঈদ হইতে ..... আব্দ ইব্ন হুমাইদ বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতের দরওয়াজা সমূহের চৌকাঠের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তের দূরত্ব চল্লিশ বৎসর পথ চলার সমান।"

ইহার পর বলা হইয়াছে وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ অর্থাৎ জান্নাতের রক্ষীরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদিগের প্রতি সালাম; তোমাদিগের কর্ম ও তোমাদিগের কথা চরম কল্যাণ বহন করিয়া আনিয়াছে এবং তোমাদিগের চেষ্টা সাধনা ফলপ্রসু হইয়াছে এবং তোমাদিগের প্রতিদান আনন্দদায়ক হইয়াছে। যথা কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাহাকেও ডাকিয়া বলিয়াছিলেন যে, "যাও তার স্বরে ঘোষণা কর যে, জান্নাতে মুসলমান ব্যতীত কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না।" অন্য রেওয়ায়েতে আসিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ "মু'মিন ব্যতীত কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ۔ অর্থাৎ প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য এবং এই স্থান হইতে কখনো তোমাদিগের বাহির হইতে হইবে না।

وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ অর্থাৎ তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিয়া যখন দেখিবে আশাতীত মংগল বিরাট প্রতিদান ও বিশাল এক দুনিয়া দেওয়া হইয়াছে তখন তাহারা বলিবে অর্থাৎ তিনি তাহার রাসূল দ্বারা আমাদিগের নিকট যে অংগীকার করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পূর্ণ করিয়াছেন। যথা পৃথিবীতে বসিয়া দু'আ করা হইত যে,

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَاوَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

অর্থাৎ হে প্রভু! তুমি তোমার রাসূলের মাধ্যমে আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহা আমাদিগকে প্রদান কর। কিয়ামতের দিন আমাদিগকে লজ্জিত করিও না এবং নিশ্চয়ই তুমি ভংগ কর না অংগীকার।

জান্নাতীরা এই কথাও বলিবে ঃ

وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَائَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔

অর্থাৎ সমস্ত প্রসংশা ঐ সত্তার যিনি আমাদিগকে হিদায়াত দান করিয়াছেন। তিনি হিদায়াত দান না করিলে আমরা হিদায়াত হইতে বঞ্চিত থাকিতাম। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল আমাদিগের নিকট সত্য আনিয়াছিলেন।

তাঁহারা আরো বলিবে ঃ

وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ۔ الَّذِىْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ لَايَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَايَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ۔

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি আমাদিগের দুশ্চিন্তা দূরভিত করিয়াছেন। অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল ও কদরদানী করনেওয়ালা। যিনি আমাদিগকেও নিজ দয়া ও

করুণায় এই স্থান দান করিয়াছেন, যেখানে কোন দুঃখ নাই কোন কষ্ট নাই এবং নাই কোন ব্যথা।

আর আলোচ্য আয়াতেও বলা হইয়াছে যে,

وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ۔

অর্থাৎ আমাদিগকে অধিকারী করিয়াছেন ওই ভূমির; আমরা জান্নাতে যথা ইচ্ছা বসবাস করিব। সদাচারীদিগের পুরস্কার কত উত্তম।

আবূ আলীয়া, আবূ সালিহ, কাতাদাহ, সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়িদ বলেন, وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ মানে জান্নাতের ভূমি।

যথা অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُوْنَ

অর্থাৎ আমি আলোচনা করার পর যাবুরের মধ্যে লিখিয়াছিলাম যে, নিশ্চয়ই যমীনের অধিকারী হইবে আমার নেক বান্দা সকল।

তাই তাহারা বলিবে نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ অর্থাৎ জান্নাতের যথায় ইচ্ছা তথায় আমরা বসবাস করিব ইহাতে বাধা দান করার অধিকার কাহারো নাই।

আনাস (রা) হইতে যুহরীর হাদীসে সহীহদ্বয় বর্ণনা করিয়াছেন যে, মিরাজের ঘটনা প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, জান্নাতের প্রাসাদ সমূহ নির্মাণের মসলা হইবে মোতি এবং উহার মাটি হইবে মিশ্‌কের।

আবূ সাঈদ হইতে ..... আব্দ ইব্‌ন হুমাইদ বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ ইব্‌ন সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, জান্নাতের প্রাসাদসমূহের মাটি কি খালেস মিশ্‌কের হইবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হাঁ, তুমি ঠিক বলিয়াছ। আবূ সাঈদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নাযারাহ ও আবূ সালমার হাদীসে মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ সাঈদ হইতে ..... ইব্‌ন শাইবাহ ও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলিয়াছেন, বেহেশতের প্রাসাদসমূহের মাটি সম্পর্কে ইব্‌ন সাঈদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ "সাদা ময়দার মত খালেস মিশক হইবে উহার মাটি।"

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে ......ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, তাহাদিগকে জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে এবং যখন তাহারা জান্নাতের দ্বার প্রান্তে পৌঁছিবে তখন তাহারা একটি বৃক্ষ দেখিতে পাইবে

তাহার মূল ঘেঁসিয়া দুইটি নালা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা উহার একটি হইতে গোসল করিবে। উহাতে তাহারা এমন পরিষ্কার হইবে যে, উহাদিগের শরীর ও চেহারা চমকদার হইয়া যাইবে। উহাদিগের চুল তেল-চিরুনী করা হইয়া যাইবে। ইহার পর ঐ চুল দ্বিতীয়বার আর চিরুনী করার প্রয়োজন হইবে না। আর তাহাদিগের শরীরের রং এবং রূপেরও কখনো পরিবর্তন ঘটিবে না।

ইহার পর তাহারা অন্য নালাটি হইতে পানি পান করিবে। ফলে তাহারা পেটের সকল অপবিত্রতা হইতে পবিত্রতা লাভ করিবে।

অত:পর জান্নাতের দ্বারের রক্ষীরা তাহাদিগকে বলিবে ঃ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِيْنَ অর্থাৎ তোমাদিগের প্রতি সালাম তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থান করার জন্য। ইহার পর হুর আসিয়া তাহাদিগের খেদমতে নিয়োজিত হইবে এবং বলিবে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য বিভিন্ন ধরনের নেয়ামত সাজাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। ইহার পর হুরদিগের অনেক চলিয়া যাইবে এবং যাহার জন্য যে সকল হুর নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাদিগকে বলিবে, লও, অভিবাদন জ্ঞাপন কর, অমুক আসিয়া গিয়াছে। তাহার নাম শুনিয়া হুরেরা খুশীতে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি নিজে তাহাকে আসিতে দেখিয়াছ? তাহারা বলিবে, হাঁ, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আনন্দের আতিশয্যে তাহারা আসিয়া দরওয়াজার দাঁড়াইয়া থাকিবে। জান্নাতী ব্যক্তি নিজের মহলে আসিয়া দেখিবে যে, সরাসরি আসন সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। পানপাত্র পূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং কার্পেট বিছান রহিয়াছে। প্রথম কার্পেটের দিকে চোখ বুলাইয়া দেওয়ালের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে, লাল সবুজ গোলাপী সাদা বিভিন্ন রংয়ের মুক্তা দ্বারা উহা নির্মিত। ইহার পর ছাদের দিকে তাকাইয়া দেখিবে যে, তাহাও অনুরূপ পরিচ্ছন্ন ও রংগীন, যাহা হইতে নূরের রোশনী চকমক করিতে থাকিবে। যদি আল্লাহ্ রক্ষা না করেন তবে ঐ রোশনী চোখের জ্যোতি বিনষ্ট করিয়া দিতে পারে।

ইহার পর জান্নাতী ব্যক্তি হুরদিগের প্রতি প্রেমময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে এবং যে হুরটিকে তিনি কামনা করিবেন সে আসিয়া তাহার আসনের উপর উপবেসন করিবে। আর বলিবে ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ। অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি আমাদিগকে হিদায়াত দান করিয়াছেন। তিনি হিদায়াত দান না করিলে আমরা সন্ধান করিয়া হিদায়াত লাভ করিতে পারিতাম না।

আবূ মা'আয বসরী হইতে মুসাল্লামাহ ইব্ন জাফর আল বাজলী .... আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ মাআয বসরী বলেন, আলী (রা) বলেন, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বসা ছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "যে সত্তার অধিকারে আমার আত্মা সেই সত্তার শপথ! যখন উহারা কবর হইতে বাহির

হইবে তখন উহাদিগকে অভিবাদন জ্ঞাপন করা হইবে। উহাদিগের জন্য পাখাবিশিষ্ট স্বর্ণের হাওদা সজ্জিত উট নির্দিষ্ট রাখা হইবে। উহাদিগের জুতার সুকতলা পর্যন্ত নূরে জ্বল জ্বল করিতে থাকিবে। এই উটগুলি চোখের দৃষ্টির দূর পর্যন্ত লম্বা এক একটি কদম ফেলিবে। এইভাবে উহারা একটি বৃক্ষের নিকট গিয়া পৌছিবে। যাহার তলদেশ দিয়া দুইটি নহর প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার একটির পানি উহারা পান করিবে যাহাতে উহাদিগের পেটের ময়লা অপবিত্রতা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ইহার পর আর কখনো উহাদিগের শরীর ময়লাক্ত হইবে না, উহাদিগের চুলে আলুথালুভাব আসিবে না এবং সব সময়ের জন্য উহাদিগের চেহারা লাবণ্যময় থাকিবে। দেখিবে যে, লাল ইয়াকুতের একটি ঘন্টি স্বর্ণের তখ্‌তীর সহিত ঝুলান রহিয়াছে যাহা ঘন্টা বাজাইতে রহিয়াছে। হূরেরা ঘন্টার শব্দ শুনিয়া বুঝিয়া নিবে যে, তাহাদিগের স্বামী আগমন করিয়াছে। হূরেরা দ্বার রক্ষীকে বলিবে, যাও দরওয়াজা খুলিয়া দাও। তাহারা দরওয়াজা খুলিয়া দিবে। সে ভিতরে প্রবেশ করিবে, দ্বার রক্ষীর নূরানী চেহারা দেখিয়া সেজদায় লুটিয়া পড়িবে। দ্বাররক্ষী তাহাকে সিজদা-এ বাধা দিয়া বলিবে মাথা তুলুন, আমি আপনার একজন অধীনস্থ। এই বলিয়া সে তাহাকে সাথে করিয়া নিয়া যখন হীরা ও ইয়াকূতের খিমার নিকটে পৌছিবে যেখনে হূর থাকে, তখন সে দৌড়িয়া খিমার বাহিরে আসিয়া হূরদিগকে বলিবে, তোমরা আমার প্রিয়া। আমি তোমাদিগের সংগ কামনা করি। আমি চিরঞ্জীব, আমার মৃত্যু নাই। আমি সম্পদশালী—অভাব ও পরমুখাপেক্ষিতা হইতে আমি মুক্ত। আমি তোমাদিগের প্রতি সর্বক্ষণ খুশী ও সন্তুষ্ট থাকিব। কখনো তোমাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইব না। আমি সব সময়ের জন্য তোমাদিগের সকাশে উপস্থিত থাকিব। এতটুকু সময়র জন্যও তোমাদিগ হইতে দূরে থাকিব না।

উহার পর সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবে, যাহার ছাদ্দ বিছানা হইতে এক লক্ষ হাত উঁচু হইবে। উহার প্রত্যেকটি দেওয়াল রং-বেরংয়ের মুক্তা দ্বারা নির্মিত। ঐ ঘরের মধ্যে সত্তুরটা আসন থাকিবে এবং প্রত্যেকটি আসন ঘিরিয়া সত্তুরটা করিয়া পর্দা থাকিবে আর উহার প্রত্যেকটি বিছানার উপরে সত্তরজন করিয়া হূর থাকিবে এবং প্রত্যেক হূরের পরনে সত্তর ভাজ করিয়া একটি ব্যাসন থাকিবে। আর ব্যাসনের এক ভাঁজের নিচ দিয়াও হূরদিগের পায়ের গোছার মুজা পরিলক্ষিত হইবে। উহাদিগের সহিত একবার সঙ্গমে দীর্ঘ একটি রাতের সমান সময় ব্যয় হইবে।

জান্নাতবাসীদিগের বাগান ও বাসভবনের তলদেশ দিয়া বহু নহর প্রবাহিত থাকিবে। যাহার পানি কখনো দুর্গন্ধময় হইবে না। সর্বক্ষণের জন্য উহার পানি স্ফটিকের মত স্বচ্ছ থাকিবে। আর দুধের নহর থাকিবে, যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয় হইবে। এই দুধ কোন জীব-জানোয়ারের বান হইতে নিঃসৃত নহে। শরাবের নহর থাকিবে, যাহা হইবে চরম

তৃপ্তিদায়ক এবং উহা কোন লোকের হাতের তৈরী হইবে না। বিশুদ্ধ মধুর নহর থাকিবে যাহা কোন মধু পোকার পেট হইতে সংগ্রহ করা হইবে না।

ফলভর্তি বিভিন্ন ধরনের গাছ তাহার চতুর্দিকে ঝুলিয়া থাকিবে। সে ইচ্ছা করিলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অথবা ইচ্ছা করিলে বসিয়া বসিয়া ফল ছিড়িতে পারিবে। গাছের ডাল তাহার সামনে ঝুকিয়া পড়িবে।

অত:পর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا

অর্থাৎ বৃক্ষরাজির ছায়া তাহার উপর ঝুকিয়া পড়িবে এবং উহার ফলসমূহ তাহার অতি নিকটবর্তী করিয়া দেওয়া হইবে। আর সে যদি ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা করে তবে শুভ্র রংয়ের পাখি তাহার নিকটে আসিয়া ডানা উঁচা করিয়া দিবে। আর কেহ বলিয়াছেন যে, পাখির রং হইবে সবুজ। অত:পর সে পাখির যেস্থানের গোশত খাওয়ার ইচ্ছা করিবে তাহা খাওয়া হইবে অনুরূপ জীবিতাবস্থায়ই। পাখিটি আবার উড়িয়া চলিয়া যাইবে। আর ফেরেশতারা আসিয়া সালাম প্রদানপূর্বক বলিবে, এই হইল জান্নাত যাহা তোমরা তোমাদিগের আমলের বদৌলতে লাভ করিয়াছ। উল্লেখ্য যে, বেহেশতের হুরদিগের একটি চুল যদি পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইত তাহা হইলে পৃথিবীর আলো আরো আলোকিত হইত এবং অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যাইত। হাদীসটি গরীব পর্যায়ের এবং মুরসাল হাদীসের সমতুল্য। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

(৭৫) وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৭৫. এবং তুমি ফেরেশতাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, উহারা আরশের চতুষ্পার্শে ঘিরিয়া উহাদিগের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে। আর তাহাদের বিচার করা হইবে ন্যায়ের সহিত; বলা হইবে—প্রশংসা জান্নাতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য।

তাফসীর ঃ ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদিগের ফায়সালা শুনাইয়া দিয়াছেন এবং উহাদিগের নিজ নিজ আবাসস্থলের অবস্থাও বর্ণনা করিয়াছেন। আর এই ব্যাপারে যে তিনি এতটুকু অন্যায়ের আশ্রয় নেন নাই, বরং ইনসাফের ভিত্তিতে যে বিচার করিয়াছেন তাহার প্রামাণ্য দলীলও তিনি পেশ করিয়াছেন।

অত:পর আলোচ্য আয়াতে বলেন যে, তোমরা দেখিবে যে, কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা আরশের চতুর্দিক ঘিরিয়া আল্লাহ্র সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা

করিতে থাকিবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা ঐদিন আদল ও ইনসাফের সহিত বিচার সমাধান করিবেন। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ সকল সৃষ্টজীবের ব্যাপারে তিনি بِالْحَقِّ ন্যায়ের সহিত বিচার করিবেন।

অত:পর বলেন ঃ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ অর্থাৎ মানুষসহ সকল বোবা জীব ইনসাফ করার জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা করিতে থাকিবে। এইজন্য قِيلَ শব্দটিকে মাজহুল নেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ইহার কর্তা অনির্দিষ্ট। অতএব ইহার দ্বারা বুঝা গেল যে, জীব-জন্তুসহ আল্লাহ্র সকল সৃষ্টি সেইদিন বলিবে ঃ প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রাপ্য।

॥ সূরা যুমার-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥

# সূরা মু'মিন

**৮৫ আয়াত, ৯ রুকূ, মক্কী**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

পূর্ববর্তী মনীষীদিগের মধ্য হইতে মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন বলিয়াছেন যে, যে সকল সূরার শুরুতে حٰمٓ রহিয়াছে সেই সকল সূরাকে حَوَامِيْمُ বলা অন্যায়, বরং উহাকে ال حٰمٓ বলা উচিত।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, ال حم হইল কুরআনের ভূমিকাস্বরূপ।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, প্রত্যেক জিনিষের একটি মুখ আছে। কুরআনের মুখ হইল ال حم অথবা اَلْحَوَامِيْمُ।

মাসআর ইব্ন কিদাম বলেন, حٰمٓ ওয়ালা সূরাকে عَرَائِسْ বলা হয়। আর عَرَائِسْ অর্থ হইল বিবাহ অনুষ্ঠানের (শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ) কনে। এই সকল রেওয়ায়েত ইমামুল আলম আবূ উবাইদাহ কাসিম ইব্ন সালাম 'কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ্ হইতে ..... হুমাইদ ইব্ন ঝানজুবিয়াহ বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন ঃ কুরআনের উপমা সেই লোকটির সহিত তুল্য, যে লোকটি নিজ পরিবারের বসবাসের জন্য একটি উত্তম স্থান তালাশ করিতে করিতে এমন একস্থানে যাইয়া পৌঁছে যেখানে এইমাত্র বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। লোকটি আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইল যে, একটি স্থানে সবুজাভ শস্যক্ষেত্র হাওয়ায় দুলিতেছে। অবশ্য একটি প্রথমে বৃষ্টিসিক্ত স্থান দেখিয়াই আশ্চার্যান্বিত হইয়াছিল, পরে সবুজাভ শস্যক্ষেত্র দেখিয়া লোকটির আশ্চর্যবোধ আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই বলা যাইতে পারে যে, তাহার প্রথম

আশ্চর্যবোধের তুলনা কুরআন শরীফ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিক আশ্চর্যবোধের তুলনা কুরআনের اَلْحَوَامِيْمُ ওয়ালা সূরা সমূহের সহিত।

বাগভী বলেন, কুরআনের মধ্যের حٰمٓ ওয়ালা সূরাসমূহ যমীনের একটি সুন্দর মনোরম ফুল বাগানের তুল্য।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবহিকভাবে জাররাহ ইব্‌ন আবূল জাররাহ ..... ইয়াযিদ ইব্‌ন বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, প্রত্যেক জিনিসের মুখ রহিয়াছে। কুরআনের মুখ হইল اَلْحَوَامِيْمُ।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি কুরআন তিলাওয়াত করিয়া যখন حم ওয়ালা কোন সূরা পর্যন্ত পৌঁছি তখন মনে হয় যেন আমি সুঘ্রাণে মোহিত ফুটন্ত ফুলের বাগানের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি।

জনৈক ব্যক্তি হইতে .....আবূ উবাইদ বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি আবূ দারদা (রা) কে মসজিদ নির্মাণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, ইহা কি? জবাবে তিনি বলেন, আমি ইহা حم ওয়ালা সূরাসমূহের জন্য নির্মাণ করিতেছি। সম্ভবত আবূ দারদার নির্মিত এই মসজিদটি দামেস্কের কেল্লার অভ্যন্তরের মসজিদটিই হইবে। ইহা হইতে পারে যে, এই কথাটি তিনি মসজিদটি সংরক্ষণের জন্য বরকত স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাহাদিগের জন্য মসজিদটি নির্মিত হইতেছে বরকত স্বরূপ তাহাদিগকেও হয়ত তিনি উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন। উপরন্তু তাঁহার এই কথাটি শত্রুদিগের উপর বিজয়ের সাক্ষ্যও বহন করে।

যথা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কোন যুদ্ধে সাহাবীদিগকে উদ্দেশ্যে করিয়া বলিতেন "রাতে যদি তোমরা শত্রু পক্ষের তাঁবুতে আক্রমণ কর তাহা হইলে তোমরা সংকেত স্বরূপ حٰمٓ لَايُنْصَرُوْنَ বাক্যটি ব্যবহার করিবে। অন্য রেওয়াতে আসিয়াছে যে তোমরা সংকেত স্বরূপ لَاتُنْصَرُوْنَ বাক্যটি ব্যবহার করিবে।"

আবূ হুরায়রা হইতে ..... আল বাযযার বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে আয়াতুল কুরসী ও সূরা حٰمٓ اَلْمُؤْمِنْ এর প্রথমাংশ পাঠ করিবে সে ঐ দিনের সকল অকল্যাণ হইতে মাহফূয থাকিবে।

অবশ্য এই হাদীসটি এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। তিরমিযী মালেকীর রেওয়ায়েতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । উপরন্তু এই হাদীসটির কোন রাবীর ব্যাপারে স্মৃতি শক্তির অত্যল্পতার অভিযোগ রহিয়াছে।

(১) حٰمٓ ○

(২) تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

(৩) غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

১. হা-মী-ম।

২. এই কিতাবটি অবতীর্ণ হইয়াছে, পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট হইতে।

৩. যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন যিনি শাস্তিদানে কঠোর শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। প্রত্যার্বতন তাঁহারই নিকট।

তাফসীর ঃ সূরার প্রথমে যে বির্চ্ছিন্ন বর্ণগুলি ব্যবহৃত হয় তাহার সম্বন্ধে সূরা বাকারার প্রথমে ব্যাপক আলোচনা করা হইয়াছে। যাহার পুনরালোনা নিস্প্রয়োজন। কেহ বলিয়াছেন ঃ حم আল্লাহর একটি নাম। তাহারা দলীল হিসাবে এই পংক্তি পেশ করেন ঃ

يُذَكِّرُنِي حٰمٓ وَالرُّمْحُ شَاجِرٌ * فَهَلَّا تَلَا حم قَبْلَ التَّقَدُّمِ

অর্থাৎ, যে আমাকে حٰمٓ স্মরণ করাইয়া দেয় যখন তীর বিদীর্ণ করে; সে আমাকে কেন ইহার পূর্বে حٰمٓ কে স্মরণ করাইয়াদিল না? সাওরী ..... মাহ্‌লাব ইব্‌ন আবূ ছুফরা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে শুনিয়া আমাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যদি তোমরা রাত্রে শত্রু শিবিরে আক্রমণ কর, তখন সংকেত হিসাবে حٰمٓ لَايُنْصَرُوْنَ ব্যবহার করিবে।" ইহার সনদ বিশুদ্ধ। আবূ উবাইদ (র) বলেন যে, আমার নিকট এইভাবে রেওয়ায়েত করাটা পছন্দনীয় যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা বলিবে حٰمٓ لَايُنْصَرُوْنَ। অর্থাৎ, যদি এইভাবে বলা হয় তাহা হইলে لَايُنْصَرُوْنَ - جَزَاءُ হইবে فَقُوْلُوْا এর। অর্থাৎ, যদি তোমরা ইহা বল তাহা হইলে তোমরা পরাজয় করিবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ অর্থাৎ, এই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহার কোন বিরোধিতা করা কাহারও সাধ্য নাই। যাহার নিকট ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অণুও গোপন নহে। যদিও অসংখ্য পর্দার আড়ালে লুক্কায়িত।

ইহার পর বলা হইয়াছে যে, غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ অর্থাৎ, তিনি পূর্ব জীবনের পাপ ক্ষমা করেন এবং যে তাওবা করিবে এবং তাহার সম্মুখে অবনত হইবে তাহার ভবিষ্যতের সকল গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

شَدِيْدِ الْعِقَابِ অর্থাৎ, যে তাহার ব্যাপারে অহংকার প্রদর্শন করিবে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিবে, আল্লাহর নিদর্শনাবলি হইতে বিমুখ হইবে এবং অন্যায় করিবে, তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। কেননা তিনি শাস্তি দানে কঠোর। যেমন– অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

نَبِّئْ عِبَادِىْ أَنِّىْ أَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - وَأَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيْمُ

অর্থাৎ, আমার বান্দাদিগকে অবহিত করিয়া দাও যে, আমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। আর আমার শাস্তি সেইটি মর্মন্তুদ শাস্তি। কুরআনের মধ্যে এই ধরনের বহু আয়াত রহিয়াছে, যাহাতে একই সাথে রহমতের আশ্বাস ও শাস্তির ধমক দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে বান্দারা আশা ও নিরাশার মধ্যে দোদুল্যমান থাকে।

ذِى الطَّوْلِ তিনি শক্তিশালী। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার অর্থ হইল তিনি অসীম সম্পদের অধিকারী এবং ঐশ্বর্যশালী। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

ইয়াযিদ ইব্ন আসাম (র) বলেন– ذِى الطَّوْلِ অর্থ তিনি অতি কল্যাণের অধিকারী।

ইকরিমা (র) বলেন ذِى الطَّوْلِ অর্থ তিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ।

কাতাদাহ (র) বলেন ذِى الطَّوْلِ অর্থ নিয়ামত ও উত্তম কর্মের অধিকারী অর্থাৎ তিনি দয়ালু। বান্দাদিগের প্রতি তাহার এতো নিয়ামত ও করুণা গণনা শক্তির বাহিরে। তাহার একটি নিয়ামতের যথাযথ শুকুর করাও কাহারো পক্ষে সম্ভবনয় । যেমন বলা হইয়াছে যে وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا অর্থাৎ যদি তাহারা সকলে মিলিয়াও আল্লাহ্র নিয়ামাত সমূহের গণনা শুরু করে তবুও তাহা গণনা করা সম্ভব নহে।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা নিজের বড়ত্ব বর্ণনা করিয়া বলেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই।

অর্থাৎ, তাঁহার একটি গুণেও কোন সমকক্ষ নাই। তিনি অদ্বিতীয় উপমাহীন। অতএব তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তিনি ব্যতীত কোন প্রতিপালক নাই।

اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ, প্রত্যাবর্তন এবং শেষ ঠিকানা হইবে তাঁহারই নিকটে। তিনি প্রত্যেককে তাহার কর্মের প্রতিদান দিবেন। আর وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

আবূ ইসহাক আল সুবাইয়ী হইতে আবূ বকর ইব্ন ইয়াশ বর্ণনা করেন যে, আবূ ইস্হাক আল সুবাইয়ী (র) বলেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি একটি হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছি, আমার তাওবা কবুল হইবে কি? অত:পর উমর (রা) পাঠ করেন ঃ

حٰمٓ ـ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ـ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ـ

অর্থাৎ, হা-মী-ম। এই কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে, পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট হইতে। যিনি পাপ ক্ষমা করেন তওবা কবুল করেন। যিনি শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী। এই আয়াতটি পাঠ পূর্বক তিনি তাহাকে বলেন, নেক কাজ করিতে থাক এবং নিরাশ হইও না।

ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) এই হাদীস বর্ণনা করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... ইয়াযিদ ইব্ন আসাম (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক সিরিয়াবাসী কিছুদিন পরপর হযরত ওমর (রা)-এর নিকট আসিতেন। কিন্তু একবার দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তিনি না আসিলে হযরত ওমর (রা) লোকদিগের নিকট তাহার বর্তমান হালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। লোকেরা বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন! সে লোকটি বর্তমানে মাত্রাতিরিক্ত মদ্য পান করিতে শুরু করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া ওমর (রা) ব্যক্তিগত সচিবকে ডাকিয়া তাহার নিকট পত্র লেখার নির্দেশ দিয়া বলেন, লেখ ঃ

ওমর ইব্ন খাত্তাবের পক্ষ হইতে অমুকের পুত্র অমুকের প্রতি। তোমার প্রতি সালাম। আমি তোমার নিকট সেই সত্তার প্রশংসা করিতেছি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আর যিনি পাপ ক্ষমা করেন তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তিদানে শক্তিশালী। যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই প্রত্যাবর্তন তাহারই নিকট।

পত্রটি তাহার নিকট প্রেরণ করিয়া তিনি তাহার সংগীদের বলেন, আপনারা আপনাদের ভাইটির জন্য দু'আ করুন, আল্লাহ যেন তাহার দেল পরিবর্তন করিয়া দেন এবং তাহার তাওবা যেন কবুল করেন।

লোকটির হাতে পত্রটি পৌছার পর সে পত্রটি বারবার পড়িতে থাকে এবং বলিতে থাকে যে, আল্লাহ আমাকে তাহার শাস্তি হইতে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তিনি তাহার করুণার আশ্বাসবাণী শুনাইয়া পাপসমূহ ক্ষমা করার অংগীকার ব্যক্ত করিয়াছেন। লোকটি পত্রটি কয়েকবার পাঠ করিতে থাকে। হাফিজ আবূ নুআইম (র)-এর বর্ণনায় অত:পর সে কাঁদিয়া ফেলে এবং অত্যন্ত উত্তমরূপে তওবা করে। লোকটির জীবনের এই আমূল পরিবর্তনের সংবাদ শুনিয়া ওমর (রা) অত্যন্ত খুশী হন এবং উপস্থিত

সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, যখন তোমরা কোন মুসলমান ভাইকে এইভাবে দুর্ঘটনায় পতিত হইতে দেখিবে, তখন তোমরা তাহাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিবে এবং তাহাকে আল্লাহর প্রতি আশ্বস্ত করিবে।

আর তাহার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করিবে। কখনো তোমরা শয়তানের সহযোগিতা করিবে না। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ....... বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– একবার আমি মুসআব ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর সহিত কুফার পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাহার সফর সংগী ছিলাম। তখন আমি একটা বাগিচার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুই রাকআত সালাত আদায় করিতে থাকি। এই সূরা মুমিন-ই আমি পাঠ করিতেছিলাম। যখন আমি পাঠ করিয়া لَا اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ এই পর্যন্ত পৌঁছি তখন আমার পিছনে একটি লোক সাদা খচ্চরের উপর সাওয়ার যাহার গায়ে ইয়ামানী চাদর জড়ানো ছিল সে আমাকে বলিতে থাকে ঃ যখন তুমি غَافِرِ الذَّنْبِ পাঠ করিবে তখন বলিবে يَاغَافِرَ الذَّنْبِ আর যখন তুমি পাঠ করিবে وَقَابِلِ التَّوْبِ তখন বলিবে يَاقَابِلَ التَّوْبِ اِغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ আর যখন পড়িবে شَدِيْدِ الْعِقَابِ তখন পড়িবে يَاشَدِيْدَ الْعِقَابِ اِقْبَلْ تَوْبَتِىْ لاَتُعَاقِبْنِىْ

হযরত সাবিত (র) বলেন, সালাতের মধ্যে আমি তাকিয়ে লোকটিকে দেখার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। পরে সালাত শেষ করিয়া দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়া সেখানে উপবিষ্ট লোকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তোমরা এই স্থান হইতে এমন কোন লোককে যাইতে দেখিয়াছ, যাহার গায়ে ইয়ামানী চাদর জড়ানো ছিল। তাহারা বলিল, না আমরা তো এমন কোন লোককে যাইতে দেখি নাই। তখন সকলে ধারণা করেন যে, এই লোকটি (অন্য কেহ নয়) হযরত ইলিয়াস (আ)।

ছাবিত (র) হইতে অন্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত ইহয়াছে। কিন্তু তাহাতে হযরত ইলিয়াস (আ)-এর উল্লেখ নাই। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

(٤) مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝

(٥) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۢ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝

(٦) وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۘ

৪. কেবল কাফিররাই আল্লাহ্র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে, সুতরাং দেশে দেশে তাহাদিগের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।

৫. ইহাদিগের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাহাদিগের পরে অন্যান্য দলও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছিল এবং উহারা অসার যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হইয়াছিল সত্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য । ফলে আমি উহাদিগকে পাকড়াও করিলাম এবং কঠোর ছিল আমার শাস্তি।

৬. এইভাবে কাফিরদিগের ক্ষেত্রে সত্য হইল তোমার প্রতিপালকের বাণী– ইহারা জাহান্নামী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, সত্যকে প্রত্যাখ্যান এবং উহা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হওয়ার পর তাহারাই কেবল উহার বিরোধিতা করে যাহারা কাফির। অর্থাৎ, যাহারা আল্লাহ্র নির্দশনাবলী ও অকাট্য দলীল প্রমাণাদিও অস্বীকার করে।

فَلَايَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ সুতরাং দেশে দেশে তাহাদিগের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। অর্থাৎ, কাফিরদিগের অর্থ সম্পদ ও ইযযত সম্মান যেন তোমাকে বিভ্রান্তির শিকার না করে। যেমন– অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ـ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ـ

অর্থাৎ, যাহারা কাফির তাহাদিগের দেশে দেশে অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। ইহা সামান্য কয়েক দিনের ভোগ বিলাস মাত্র; পরিণাম তাহাদিগের জাহান্নাম, যাহা নিকৃষ্টতম ঠিকানা।

অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلَى عَذَابٍ غَلِيْظٍ অর্থাৎ, আমি উহাদিগকে ভোগবিলাসের নূন্যতম কিছু সরঞ্জাম দিয়াছি মাত্র। পরিশেষে উহাদিগকে লজ্জাস্কর কঠোর শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিব।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী মুহাম্মদ (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, কাফিররা তোমাকে অস্বীকার করে বলিয়া তোমার ঘাবড়াবার কোন কারণ নাই। বরং তোমার পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে তোমার জন্য আদর্শ রহিয়াছে। তুমি তাহাদের

জীবনেতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাইবে যে, উহাদিগকে উহাদিগের কওমের লোকেরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাহাদিগের অনুসারীর সংখ্যাও ছিল কত কম।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ইহাদিগের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। আর নূহ (আ) ছিলেন প্রথম রাসূল। তিনি তাহার সম্প্দ্রায়কে প্রতীমা পূজাকরা হইতে বিরত থাকার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।

وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ অর্থাৎ,পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি স্ব-স্ব নবীকে অস্বীকার করিয়াছে।

وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছিল। প্রত্যেক উম্মাৎ চাহিয়াছিল প্রত্যেক নবীকে হত্যা করিতে। ইহাতে তাহারা কখন কখন সফলও হইয়াছিল। কোন কোন নবীকে কাফিরেরা হত্যা করিয়া শহীদ করিয়াছিল।

وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ অর্থাৎ, তাহারা অসার যুক্তি-তর্ক ও সন্দেহ করিয়া মিথ্যাকে সত্যের থেকে ছোট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছিল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করে তিনি বলেন– আবূল কাসিম তাবরানী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন, " যে ব্যক্তি সত্যকে দুর্বল করার জন্য বাতিলের সাহায্য করে তাহার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত।"

ইহার পরের আয়াতাংশে বলেন – فَأَخَذْتُهُمْ অর্থাৎ, ফলে আমি বাতিলপন্থীদিগকে পাকড়াও করিলাম এবং তাহাদিগকে তাহাদিগের এই অপরাধ ও বড় রকমের ঔদ্বত্যপনার কারণে ধ্বংস করিয়া দিলাম।

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ অর্থাৎ, কত কঠোরভাবে আমার শাস্তি তাহাদিগের প্রতি পৌঁছিয়াছিল এবং কঠিন ও মর্মবিদারক ছিল আমার শাস্তি। কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহর কসম! ভীষণ কঠিন ছিল সেই শাস্তি। অত:পর বলেন,

وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

অর্থাৎ, পূর্ববর্তী কাফিরদিগের ওপর তাহাদিগের পাপের জন্য যেমন শাস্তি আপতিত হইয়াছিল অনুরূপভাবে এই উম্মতের মধ্যে যাহারা আখেরী নবীকে অস্বীকার করে তাহাদিগের জন্যও আমার আযাব অপেক্ষা করিতেছে। যদিও ইহারা অন্যান্য নবীগণকে সত্য বলিয়া মান্য করে; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ইহারা তোমার নবুয়্যতকে স্বীকার না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদিগের অন্যান্য নবীগণকে সত্য বলিয়া মান্য করা নিস্ফল বলিয়া গণ্য হইবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

(٧) اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ○

(٨) رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٩) وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৭. যাহারা আরশ ধারণ করিয়া আছে এবং যাহারা ইহার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া আছে তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সহিত এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্ব্বব্যাপী; অতএব যাহারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা কর।

৮. হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি তাহাদিগকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদিগকে দিয়াছ এবং তাহাদিগের পিতা-মাতা পতি-পত্নি ও সন্তান- সন্ততিদিগের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৯. এবং তুমি তাহাদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা কর। সেই দিন তুমি যাহাকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে তাহাকে তো অনুগ্রহ করিবে। ইহাই তো মহা সাফল্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এই স্থানে বলেন যে, আরশ ধারণকারী চার ফেরেশতা এবং তাহাদিগের আশে পাশের সম্মানীত ফেরেশতা সকলে আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করিতে থাকেন। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন তাসবীহ

পাঠ করিয়া, যাহার দ্বারা তিনি যে সকল ত্রুটিগীবত হইতে পবিত্র তাহার প্রমাণ হয় এবং তাহমীদ পাঠ করিয়া, যাহার দ্বারা তিনি যে সকল গুণাবলীর একমাত্র উপযুক্ত তাহা প্রমাণ হয়।

وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ অর্থাৎ, তাহারা আল্লাহর সম্মুখে অবনত এবং তাহার জন্য বাধ্য।

وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ, তাহারা পৃথিবীবাসী যাহারা গায়িবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদিগের মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করিতে থাকে। কেননা পৃথিবীবাসীরা আল্লাহকে না দেখিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাদিগকে উহাদিগের পক্ষে ইসতিগফার প্রার্থনার নিমিত্তে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। যদিও তাহারা কোন ফেরেশতাগণকে দেখিতে পান না। যখন তাহাদের এই অভ্যাস অবধারিত, তখন কোন মু'মিন যদি তাহার কোন অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দু'আ করেন তবে ফেরেশতাও তাহার জন্য আমীন বলিয়া দু'আ করে। যেমন– সহীহ মুসলিম শরীফের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, "যখন কোন মুসলিম তাহার ভাইয়ের জন্য তাহার অনুপস্থিতিতে দু'আ করে তখন ফেরেশতারা আমীন বলে এবং বলে যে, আল্লাহ তোমাকেও অনুরূপ দান করুন।"

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন। "উমাইয়্যা ইব্ন আবূস সিলত তাহার কবিতার সত্য কথাই বলিয়াছেন।"

তিনি তাহার কবিতায় বলিয়াছেন ঃ

زَحَلُ وَثَوْرُ تَحْتَ رِجْلِ يَمِيْنِهِ * وَالنَّسْرُ لِلأُخْرٰى وَلَيْثُ مَرْصَدُ

অর্থাৎ আরশের ডান পায়ের নীচে যুহল ও সাওর এবং অপরটির নীচে নিসর ও লায়স রহিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "সে সত্য বলিয়াছে।" তাহার আরো দুইটি পংক্তি রহিয়াছেঃ

وَالشَّمْسُ تَطْلَعُ كُلَّ اٰخِرِ لَيْلَةٍ * حَمْرَاءُ يُصْبِحُ لَوْنُهَا يَتَوَرَّدُ

تَأْبٰى فَمَا تَطْلُعُ لَنَافِىْ رِسْلِهَا * اِلاَّ مُعَذَّبَةً وَاِلاَّ تَجَلَّدُ

অর্থাৎ, প্রতিটি রাত্রের শেষ ভাগে সূর্য লাল বর্ণ হইয়া উঠে এবং সকালে গোলাপী বর্ণ ধারণ করিয়া উদয় করে। সে বাধ্য হইয়া যথাযথ নিয়মে সর্বদা উদয় হইয়াছে।

ইহা শুনিয়াও রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "সে সত্য বলিয়াছে।"

এই রেওয়াতটির সনদ খুবই শক্তিশালী। আর এই কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানে চার জন ফেরেশতা আরশ ধারণ করিয়া আছে এবং কিয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতা আরশ ধারণ করিবে।

যথা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

অর্থাৎ তোমার প্রভুর আরশ সেই দিন আটজনে ধারণ করিবে।

অবশ্য এই আয়াতের বক্তব্য ও উপরোক্ত হাদীসের ভাষ্য এবং একটি হাদীসের মধ্যে যাহা আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, একটি জটিল প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। হাদীসটি আবূ দাউদ (র) ..... আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা বতহা নামক স্থানে ছিলাম। আমাদের সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও ছিলেন। তখন আমাদের উপর দিয়া এক টুকরা মেঘ উড়িয়া যাইতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) মেঘের টুকরার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলেন, "ইহার নাম কি বলত?" আমরা বলিলাম যে السَّحَابُ। (অর্থাৎ মেঘ)। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন "ইহাকে الْمَزْنُ। ও তো বলা হয়।" আমরা বলিলাম, ইহাকে الْمَزْنُ। ও বলা হয়। ইহার পর তিনি বলিলেন "ইহাকে العنان। ও তো বলা হয়।" আমরা বলিলাম, হাঁ, ইহাকে العنان। ও বলা হয়।

অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "তোমরা জান কি? আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে দূরত্ব কত?" আমরা বলিলাম, না আমাদের জানা নাই। তিনি বলিলেন "পৃথিবী হইতে প্রথম আকাশের দূরত্ব হইল একাত্তর বা বাহাত্তর বা তেহাত্তর বৎসরের পথের দূরত্ব। ইহার উপরের দ্বিতীয় আকাশও প্রথম আকাশ হইতে এত বৎসরের পথের দূরত্ব। এইভাবে সাতটি আকাশের প্রত্যেকটি দূরত্ব ইহার সমান। ইহার পর সপ্তম আকাশের উপর একটি সাগর রহিয়াছে, যাহার উপর ও নীচের গভীরতাও দুইটি আকাশের মধ্যে দূরত্বের সমান। উহার উপরে রহিয়াছে আটটি বকরী যাহার প্রত্যেকটির পায়ের খুর হইতে হাটু পর্যন্ত ঐ পরিমাণ পথের দুরত্বের সমান যাহা দুই আকাশের মধ্যে রহিয়াছে। উহাদের পিঠের উপর আল্লাহর আরশ, যাহার উচ্চতাও ঐ পরিমাণ পথের দূরত্বের সমান, যাহা দুই আকাশের মধ্যে রহিয়াছে। উহার উপরে আল্লাহ পাক সরাসরি রহিয়াছেন।

সিমাক ইব্ন হারবের এ হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন যে, হাদীসটি হাসান ও দুর্বল। তবে এই হাদীসটির মধ্যে একটি কথা প্রমাণিত হয় যে, আটজনে আরশ ধারণ করিয়া আছেন।

যথা শহর ইব্ন হাওশব (র) বলেন, আটজনে আরশ ধারণ করিয়া আছেন। তাহাদিগের চার জনে এই তাসবীহ পাঠ করে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ الْحَمْدُ عَلٰى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসা তোমার পবিত্র সত্তার নিমিত্ত। সকল বিষয়ে তোমার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তুমি কত ধৈর্যশীল।

অপর চারজনে বলিতে থাকে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! মহা শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তুমি ক্ষমাশীল। অতএব আমরা তোমরাই পবিত্রতা এবং তোমারই প্রশংসা করি।

তাই তাহারা মু'মিনগণের জন্য ইসতিগফার করার সময় বলেন ঃ

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا

অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া বান্দার গোনাহ ও পাপ হইতে সর্বব্যাপী এবং তোমার জ্ঞান বান্দার সকল কর্ম ও কথা এবং স্থিরতা ও গতিশীলতা সর্ববিষয়ে বেষ্টিত।

فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ

অতএব যাহারা পাপ হইতে তওবা করে ও তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সকল অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করে আর সৎকর্ম করার এবং অসৎ কর্ম বর্জন করার তুমি যে নির্দেশ দিয়াছ তাহা পালন করে। হে আল্লাহ তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও।

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ আর তাহাদিগকে জাহান্নামের কঠিন মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে রক্ষা কর।

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِى وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

অর্থাৎ উহাদিগকে এবং উহাদিগের মাতা-পিতা পতি-পত্নি ও সন্তান-সন্ততিদিগের জান্নাতে পাশাপাশি একত্রিত করাও, যাহাতে তাহাদিগের চক্ষু শীতল হয়।

যেমন– অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ-

অর্থাৎ, যাহারা ঈমান গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহাদিগের ঈমানের অনুসরণ তাহাদিগের সন্তান-সন্ততিরা করিয়াছে । আমরা তাহাদিগের সন্তান-সন্ততিদিগকে তাহাদিগের সম পর্যায়ের স্থান দান করিব। অথচ উহাদিগের আমল হইতে সামান্যও হ্রাস করিব না। মর্যাদার দিক দিয়া সবাইকে সমান করিয়া দিব। যাহাতে তাহাদিগের আখিঁ শান্তি পায়। অবশ্য আমরা কাহারো উচু মর্তবাকে নিচু করিব না। বরং যাহারা মর্তবায় নিচু তাহাদিগকে দয়া ও দান স্বরূপ উচু মর্তবা প্রদান করিব মাত্র।

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, কোন মু'মিন যখন জান্নাতে প্রবেশ করিবে তখন সে তাহার পিতা-মাতা ছেলে-মেয়ে ও ভাই-বোন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে যে, উহারা কোথায়? তখন উত্তরে তাহাকে বলা হইবে যে, এত উঁচু স্তরে পৌঁছার মত আমল তাহাদিগের নাই। তখন সে বলিবে, আমি তো আমার নিজের জন্য এবং তাহাদিগের জন্য আমল করিয়াছিলাম। এই কথার পর আল্লাহ্ উহাদেরকে সেই লোকের সমান মর্তবার স্থানে পৌঁছাইয়া দিবেন।

এই কথা বলিয়া সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

অর্থাৎ, হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি তাহাদিগকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদিগকে দিয়াছ এবং তাহাদিগের পিতা-মাতা পতি-পত্নি ও সন্তান-সন্ততিদিগের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

মুতাররিফ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শিখখীর (র) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে মু'মিনদিগের জন্য অতীব কল্যাণকামী হইলেন ফেরেশতারা। এই কথা বলার পর তিনি এই আয়াতাংশ পাঠ করিলেন, رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِى وَعَدْتَّهُمْ

অর্থাৎ হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি তাহাদিগকে প্রবেশ করাও স্থায়ী জান্নাতে যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদিগকে দিয়াছ।

অত:পর বলেন, মু'মিনদিগের জন্য সবচাইতে ক্ষতি সাধনকারী হইল শয়তান।

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ, তিনি এত পরাক্রমশালী, যাহার সমতুল্য কেহ নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা বাস্তবে পরিণত হয় এবং যাহা হওয়া ইচ্ছা করেন না তাহা কখনো অস্তিত্বে আসিতে পারে না। আর তিনি কথা, কার্য ও স্ববিধানে একক ক্ষমতার অধিকারী।

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ অর্থাৎ, পৃথিবীতে অন্যায় করা হইতে এবং অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা কর।

وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন তুমি যাহাকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে– فَقَدْ رَحِمْتَهُ তাহাকে তো অনুগ্রহই করিবে। অর্থাৎ, যাহাকে কঠিন শাস্তি হইতে কিয়ামতের দিন রক্ষা করিবে তাহার প্রতি সত্যিকার অর্থেই আপনার অনুগ্রহ করা হইবে।

وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ অর্থাৎ, ইহাই মহা সাফল্য।

(١٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ○

(١١) قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ○

(١٢) ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ○

(١٣) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ○

(١٤) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ○

১০. কাফিরগণকে উচ্চ কণ্ঠে বলা হইবে, তোমাদিগের নিজেদিগের প্রতি তোমাদিগের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র অপ্রসন্নতা ছিল অধিক— যখন তোমাদিগকে ঈমানের প্রতি আহবান করা হইয়াছিল আর তোমরা তাহা অস্বীকার করিয়াছিলে।

১১. উহারা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে প্রাণহীন অবস্থায় দুইবার রাখিয়াছ এবং দুইবার আমাদিগকে প্রাণ দিয়াছ। আমরা আমাদিগের অপরাধ স্বীকার করিতেছি; এখন নিষ্ক্রমণের কোন পথ মিলিবে কি?

১২. তোমাদিগের এই শাস্তি তো এই জন্য যে, যখন এক আল্লাহ্‌কে ডাকা হইত তখন তোমরা তাহাকে অস্বীকার করিতে এবং আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করা হইলে তোমরা তাহা বিশ্বাস করিতে। বস্তুত সমুচ্চ মহান আল্লাহ্‌রই সমস্ত কর্তৃত্ব।

১৩. তিনিই তোমাদিগকে তাহার নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হইতে প্রেরণ করেন তোমাদিগের জন্য রিযক। আল্লাহ-অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে।

১৪. সুতরাং আল্লাহকে ডাক তাঁহার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া, যদিও কাফিররা ইহা অপছন্দ করে।

**তাফসীর ঃ** কাফিরদিগের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন যখন তাহারা জাহান্নামের আগুনের গহীন কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং যখন তাহারা তাহাদিগের জন্য নির্ধারিত শাস্তিসমূহ প্রত্যক্ষ করিবে—যাহা ইতিপূর্বে কখানো তাহারা অবলোকন করে নাই; তখন তাহারা নিজের প্রতি নিজে ক্ষোভ ও গোস্বায় ফাটিয়া পড়িবে। কেননা তখন তাহারা পার্থিব জীবনের পাপ ও অন্যায়ের কথা স্মরণ করিয়া বলিবে, ইহাই আজ আমাদিগকে জাহান্নামে প্রবেশ করাইয়াছে। সেই মুহূর্তে ফেরেশতাগণ উচ্চকণ্ঠে তাহাদিগকে বলিবে ঃ এই মুহূর্তে তোমরা নিজেরা নিজদিগের প্রতি যতটা বিক্ষুব্ধ, তদপেক্ষা পার্থিব জীবনে তোমাদিগের কার্যকলাপে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষোভ তোমাদিগের প্রতি অধিক ছিল।

لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ বলেন যে, তাহাদিগের এই ক্ষোভের অপেক্ষা পৃথিবীর জীবনে যখন তাহাদিগের প্রতি ঈমান গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল তখন তাহারা তাহা অস্বীকার বা গ্রহণ না করাতে আল্লাহ্র তাহাদিগের প্রতি তাহাদিগের এই ক্ষোভ অপেক্ষা অধিক ক্ষোভ ছিল।

হাসান বসরী, মুজাহিদ, সুদ্দী, যর ইব্ন উবাইদুল্লাহ্ হামদানী, আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম ও ইব্ন জারীর তাবারী (র) প্রমুখ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইহার পর বলা হইয়াছে যে, قَالُوْا رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ অর্থাৎ উহারা বলিবে হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে প্রাণহীন অবস্থায় দুইবার রাখিয়াছ এবং দুইবার আমাদিগকে প্রাণ দান করিয়াছ।

সাওরী (র) ....ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণিত তিনি বলেন যে, এই আয়াতটির অর্থ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ –এই আয়াতটির অনুরূপ। অর্থাৎ তোমরা কিরূপে আল্লাহ্কে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদিগকে জীবন্ত করিয়াছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পুনরায় জীবন্ত করিবেন, পরিণামে তাঁহার দিকেই তোমরা ফিরিয়া যাইবে।

ইব্ন আব্বাস, যাহ্হাক, কাতাদাহ ও আবূ মালিক (র) প্রমুখ বলেন যে, এই ব্যাখ্যা যথার্থ ও সন্দেহাতীতভাবে সঠিক।

সুদ্দী (র) বলেন, পার্থিব জীবনের অবসানে মৃত্যু দান করা হইবে। অত:পর কবরে পুনরায় জীবিত করা হইবে। অত:পর সওয়াল-জবাবের পর মৃত্যু দান করা হইবে। অত:পর পুনরায় কিয়ামতের দিন জীবিত করা হইবে।

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, যেদিন সকল রূহ-এর নিকট হইতে আল্লাহ্ তাঁহার 'উলুহিয়াতের' অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইদিন সকল রূহকে জীবিত করা হইয়াছিল। ইহার পর মায়ের গর্ভে জীবন দান করা হয়। অত:পর পার্থিব জীবনের অবসানে মৃত্যু দান কার হয় এবং কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবন দান করা হইবে।

অবশ্য সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়িদের ব্যাখ্যা দুইটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ইহা গ্রহণ করিলে মানুষের তিনটি জীবন এবং তিনটি মৃত্যু মানিয়া নিতে হয়। সঠিক ব্যাখ্যা হিসাবে ইব্‌ন মাসাঊদ ও ইব্‌ন আব্বাসের (রা) ও তাহাদের অনুসারীগণের ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য।

এখানে উদ্দেশ্য হইল যে, কাফিরগণ কিয়ামতের দিন আর একবার তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করার জন্য আবেদন করিবে।

যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ -

অর্থাৎ তুমি দেখিবে যে, কাফিরেরা মাথা নত করিয়া থাকিবে এবং বলিবে, হে আল্লাহ্! আমরা সব কিছুই তো স্বচক্ষে দেখিলাম ও শুনিলাম। এখন আমাদিগকে দুনিয়ায় প্রেরণ কর। এইবার আমরা নেক কাজ করিব এবং আমরা তোমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিব। কিন্তু তাহাদিগের আবেদনে কোন সাড়া দেওয়া হইবে না।

অতঃপর তাহারা যখন স্বচক্ষে জাহান্নাম অবলোকন করিবে, জাহান্নামের সম্মুখে উপস্থিত হইবে এবং যখন জাহান্নামের বিবিধ শাস্তি ও আযাব সমূহ দেখিবে তখন তাহাদিগকে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে প্রেরণ করার জন্য প্রথমবারের চাইতে আরও অধিকভাবে আবেদন করিবে, কিন্তু তাহাদিগের আবেদনে কোন সাড়া দেওয়া হইবে না। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبَ بِاٰيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ - بَلْ بَدَالَهُمْ مَّاكَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْرُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَانُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ -

আর তাহাদিগকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করার পর যখন তাহারা উহার আস্বাদ পাইতে থাকিবে এবং জাহান্নামের হাতুড়ী ও জিঞ্জিরের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করিবে তখন তাহারা আরো জোরদারভাবে দুনিয়ায় পুনরায় ফিরিয়া আসার জন্য আবেদন করিবে।

এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে,

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلْ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَايَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ يَتَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيْرُ؟ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ-

আরো বলা হইয়াছে যে,

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُوْنَ - قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَاتُكَلِّمُوْنَ -

অর্থাৎ হে প্রতিপালক! আমাদিগকে এই স্থান হইতে বাহির কর। আমরা যদি দ্বিতীয়বার ঐ কাজ করি তবে আমরা নিশ্চয়ই যালিম বলিয়া গণ্য হইব। আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, তোমরা লাঞ্ছিত হও। আমার সহিত তোমরা কোন কথা বলিও না।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতাংশে কাফিররা তাহাদিগের আবেদনে এক প্রকার নম্রতা অবলম্বন করিয়াছে এবং একটি ভূমিকা উল্লেখপূর্বক আবেদন করিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা ভূমিকায় বলিয়াছে ঃ

رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তোমার কুদরাত অসীম। তুমি আমাদিগকে প্রাণহীন অবস্থা হইতে জীবিত করিয়াছ। আবার আমাদেরকে মৃত্যু দান করিয়াছ। আবার আমাদের জীবিত করিয়াছ। তাই তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা করার ক্ষমতা রাখ। আমরা আমাদিগের অপরাধ স্বীকার করি, পার্থিব জীবনে আমরা আমাদিগের নফ্সের উপর অত্যাচার করিয়াছি।

فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ–এখন নিস্কৃতির কোন পথ মিলিবে কি?

অর্থাৎ আমাদিগকে তুমি পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ কর যা নিসন্দেহে তোমার অধিকার এখতিয়ারে আছে। আমরা সেইখানে যাইয়া পূর্বের আমলের বিপরীত আমল করিব। যদি আমরা তথায় যাইয়া আবার পূর্বের মত আমল করি তবে নিঃসন্দেহে আমরা যালিম বলিয়া গণ্য হইব।

তখন জবাবে বলা হইবে, এখন তোমাদিগকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করার কোন পথ নাই। অত:পর তাহার কারণ বর্ণনা করেন যে, তোমাদের স্বভাব হইল সত্যকে গ্রহণ না করা, তাহার দীন পূর্ণ না করা; বরং তোমরা সত্যকে ঘৃণা করিবে এবং অস্বীকার করিবে।

এইজন্য বলা হইয়াছে ঃ

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِىَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا -

অর্থাৎ উহাদিগকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ প্রসঙ্গে বলা হইবে, তোমাদিগের এই শাস্তি তো এইজন্য যে, যখন এক আল্লাহ্‌র কথা উল্লেখ করা হইত তখন তোমরা তাহাকে অস্বীকার করিতে এবং আল্লাহ্‌র শরীক করা হইলে তোমরা তাহা বিশ্বাস করিতে। তোমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরাইয়া দিলেও ঐরূপই করিবে।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ-

অর্থাৎ যদি উহাদিগকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয় তবে উহারা তাহাই করিবে যাহা পূর্বে করিয়াছে। নিঃসন্দেহে উহারা মিথ্যাবাদী।

অত:পর আলোচ্য আয়াতটির শেষাংশে বলা হইয়াছে ঃ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ। অর্থাৎ তিনি বান্দাদিগের বিচার ইনসাফের ভিত্তিতে সম্পাদন করিবেন। কাহারো উপর তিনি যুলুম করিবেন না। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি হিদায়াত দান করেন। যাহাকে ইচ্ছা ভ্রষ্ট পথে পরিচালিত করেন। যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি করুণা বর্ষণ করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। তিনিই একমাত্র ইলাহ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই।

ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمْ اٰيَاتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সামনে স্বীয় কুদরত সমূহ প্রকাশিত করেন এবং পৃথিবী ও আকাশে উহার একত্বের অসংখ্য নিদর্শন রহিয়াছে, যাহা দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সব কিছুর তিনিই সৃষ্টিকর্তা।

وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا – তিনি আকাশ হইতে প্রেরণ করেন তোমদিগের জন্য জীবনোপকরণ। অর্থাৎ বৃষ্টি, যাহা দ্বারা ফসল ও ফল উৎপন্ন হয়। যাহার রং, স্বাদ, ঘ্রাণ ও আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। অথচ উহা একই প্রকারের পানি; কিন্তু মহান কুদরতে ঐসব বস্তুসমূহের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা আল্লাহ্‌র মহিমা প্রমাণিত হয়।

وَمَا يَتَذَكَّرُ অর্থাৎ এই ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করে ও চিন্তা করে এবং সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্বের উপর প্রমাণ গ্রহণ করে কেবল তাহারাই, اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ। যাহারা সূক্ষ্মদর্শী ও আল্লাহ্ অভিমুখী।

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ অর্থাৎ ইবাদত ও দু'আর মধ্যে আল্লাহ্‌কে বিশুদ্ধচিত্তে ডাক এবং মুশরিকদিগের পথ ও পন্থার ব্যাপারে কঠোর বিরোধীতা কর।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (র) ....মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন মুদরিস মক্কী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) প্রত্যেক ফরয সালাতের পর এই দু'আটি পাঠ করিতেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَانَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক সালাতের পর এই দু'আটি পাঠ করিতেন।

ইমাম মুসলিম, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী (র) হিশাম ইব্ন ওরওয়া (র) এর মাধ্যমে আবূয যুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক সালাতের পর এই দুআ'টি পাঠ করিতেন ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ – হইতে পূর্বোক্ত দুআ'টির শেষ পর্যন্ত।

সহীহ হাদীসের মধ্যে ইব্ন যুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক ফরয সালাতের পর এই দুআ'টি পাঠ করিতেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَانَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, হুসাইব ইবন নাসিহ (র) ....আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা আল্লাহ্র নিকট দু'আ কর এবং তাহা কবূল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখ। আল্লাহ্ তা'আলা গাফিল ও অন্যমনস্ক ব্যক্তির দু'আ কবূল করেন না।

(১৫) رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۙ

(১৬) يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

(১৭) اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

১৫. তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ, যাহাতে সে সতর্ক করিতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে।

১৬. যেদিন মানুষ বাহির হইয়া পড়িবে সেদিন আল্লাহ্‌র নিকট উহাদিগের কিছুই গোপন থাকিবে না। আজ কর্তৃত্ব কাহার ? এক, পরক্রমশালী আল্লাহ্‌রই।

১৭. আজ প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হইবে; আজ কাহারও প্রতি যুলুম করা হইবে না। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মহত্ব, আযমাত ও সর্বোচ্চ আসন আরশের আলোচনা করিয়া বলেন যে, উহা সমস্ত সৃষ্টির উপর ছাদের মত ছায়াস্বরূপ অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

مِنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ۔

অর্থাৎ শস্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে হইবে, যিনি সোপানময় আরশের অধিকারী। ফেরেশতা ও রূহ তাঁহার নিকট উহা অতিক্রম করিয়া পৌঁছে এমন দিনে, যে দিনটি পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান হইবে।

সামনে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে ইনশাআল্লাহ্। উপরোক্ত আয়াতটিতে আরশের যে দীর্ঘতার কথা বলা হইয়াছে তাহা হইল সপ্তম যমীন হইতে আরশ পর্যন্ত পথের দূরত্বের সমান। এই কথা পরবর্তী ও পূর্ববর্তী একদল বিজ্ঞ আলিমের। আর এই অভিমতটি সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকারযোগ্য।

অনেকে বলিয়াছেন যে, আরশ লাল ইয়াকূত দ্বারা তৈরী যাহার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দূরত্ব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের। আর যাহার উচ্চতা সপ্তম পৃথিবী হইতে পঞ্চাশ হাজার বৎসর পথ চলার দূরত্বের সমান।

يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ أَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ অর্থাৎ তিনি তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ।

যেমন অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ -

অর্থাৎ তিনি ফেরেশতাদিগের নিকট তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ যে, তোমরা লোকদিগকে এই মর্মে সতর্ক কর যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং আমাকে ভয় কর।

অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ - عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ

অর্থাৎ এই কুরআন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ। যাহা বিশ্বস্ত ফেরেশতার মাধ্যমে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে; যাহাতে তুমি সতর্কতা অবলম্বন করিতে পার।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ অর্থাৎ যাহাতে সে সতর্ক করিতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে।

আলী ইব্ন আব্বাস আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন, يَوْمَ التَّلَاقِ কিয়ামত দিবসের একটি নাম, যে কিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন যে, কিয়ামতের দিন হযরত আদম (আ)-এর সহিত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী তাহার সর্বকনিষ্ঠ আওলাদের সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া কিয়ামতের দিনকে يَوْمَ التَّلَاقِ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন, কিয়ামতের দিন সকল মানুষের সহিত সকলের সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া يَوْمَ الْقِيَامَةِ কে يَوْمَ التَّلَاقِ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

কাতাদাহ, সুদ্দী, বিলাল ইব্ন সা'আদ ও সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ (র) প্রমুখ বলেন, ঐ দিন আসমানবাসী ও পৃথিবীবাসী এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার সকলের পরস্পরে সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া ঐ দিনটিকে يَوْمَ التَّلَاقِ বলা হইয়াছে।

মায়মূন ইব্ন মিহরান (র) বলেন, ঐ দিন অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের সহিত সাক্ষাত হইবে বলিয়া يَوْمَ التَّلَاقِ বলা হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, يَوْمَ التَّلَاقِ উপরোক্ত প্রত্যেকটি অভিমতের সহিত প্রযোজ্য হয়। আর ঐ দিন প্রত্যেক আমলকারী তাহার ভাল-মন্দ আমল দেখিতে পাইবেন [illegible] يَوْمَ الْقِيَامَةِ -কে يَوْمَ التَّلَاقِ বলা হইয়াছে। যেমন ইহা অনেকেরই অভিমত।

يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لاَيَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ- যেদিন মানুষ বাহির হইয়া পড়িবে সেদিন আল্লাহ্র নিকট উহাদিগের কিছুই গোপন থাকিবে না। অর্থাৎ কোন কিছুই সেদিন গোপন থাকিবে না। গোপন রাখা সম্ভবও হইবে না। ঢাকিয়া বা গোপন রাখার মত এতটুকু ছায়াও সেদিন থাকিবে না। তাই বলা হইয়াছে ঃ يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لاَيَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ অর্থাৎ সবকিছুই তাহার অবগতির মধ্যে। একটি বিন্দু কণাও তাঁহার অবগতির বাহিরে নয়।

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ বলা হইবে আজ কর্তৃত্ব কাহার ? পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্র।

ইব্ন উমারের হাদীসে পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন আসমানসমূহ ও পৃথিবীকে হাতের মুঠায় ধারণ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন ঃ আমি বাদশাহ, আমি জব্বার, আমি মুতাকাব্বির। কোথায় পৃথিবীর বাদশাহ সকল? কোথায় পৃথিবীর পরাক্রমশালী ব্যক্তিরা ? কোথায় পৃথিবীর অহংকারীরা ?

সিঙ্গায় ফুৎকার সম্পর্কিত হাদীসে আসিয়াছে যে, যখন সৃষ্টিকুলের সকলের আত্মা কব্য করা সমাপ্ত হইবে এবং যখন একক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহ জীবিত অবশিষ্ট থাকিবে না তখন আল্লাহ্ তা'আলা তিনবার বলিবেন ঃ আজ রাজত্ব কাহার ? অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা নিজে জবাবে বলিবেন ঃ পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্রই। অর্থৎ সেই সত্তা যিনি একক, তিনি সকল কিছুর উপর পরাক্রমশালী এবং তাঁহার কর্তৃত্ব সর্বত্র।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রাক্কালে একজন ঘোষক বলিবেন, হে লোক সকল! কিয়ামত সমুপস্থিত হইয়াছে। তখন জীবিত এবং মৃতরা সকলে উহা শুনিতে পাইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) আরো বলেন ঃ ঐ দিন আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করিবেন এবং বলিবেন, আজ কর্তৃত্ব কাহার ? এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্রই। পরের আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ط لاَظُلْمَ الْيَوْمَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ-

অর্থাৎ আজ প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হইবে। আজ কাহারও প্রতি যুলুম করা হইবে না। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি সমূহের বিচারের সময় ন্যায়ের মানদণ্ডে বিচার নিষ্পত্তি করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করিয়া বলেন, কাহারো উপর বিন্দু পরিমাণ অন্যায় করা হইবে না; বরং একেকটি পুণ্যের স্থানে দশটি পুণ্য গণনা করা হইবে এবং একটি

পাপকে একটিই হিসাব করা হইবে। তাই বলা হইয়াছে ঃ لَاظُلْمَ الْيَوْمَ –আজ কাহারো প্রতি যুলুম করা হইবে না।

সহীহ মুসলিমের মধ্যে আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র বক্তব্য নকল করিয়া বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে আমার বান্দারা! আমি আমার প্রতি যুলুম করা হারাম করিয়া নিয়াছি এবং কাহারো প্রতি যুলুম করা তোমাদিগের জন্যও হারাম করিয়া দিয়াছি। অতএব তোমরা যুলুম করিও না।"

হাদীসটির শেষাংশে উল্লেখিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দারা! এই তোমাদিগের আমলনামা; যাহা আমি সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি এবং ইহার যথাযথ বদলা আমি তোমাদিগকে প্রদান করিব। যে উত্তম বিনিময় প্রাপ্ত হইবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে এবং যে ইহার বিপরীত মন্দ বিনিময় পাইবে সে যেন নিজেকে নিজে ভর্ৎসনা করিতে থাকে।

اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে ত্বরিৎ ও তৎপর। অর্থাৎ সমস্ত মাখলুকের হিসাব গ্রহণ করা তাহার নিকট একটি লোকের হিসাব গ্রহণ করার সময়ের ব্যাপার মাত্র।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ অর্থাৎ তোমাদিগের সকলকে সৃষ্টি করা এবং তোমাদিগের সকলকে মৃত্যুর পর জীবিত করা আমার নিকট একটি লোককে সৃষ্টি করা এবং পুনঃজীবিত করার সময়ের ব্যাপার মাত্র।

আরো বলিয়াছেন ঃ وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চক্ষুর পলকের মত।

(১৮) وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ۚ

(১৯) يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ۚ

(২০) وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ۗ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۚ

১৮. উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখে-কষ্টে উহাদিগের প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে। যালিমদিগের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই, যাহার সুপারিশ গ্রাহ্য হইবে, এমন কোন সুপারিশকারীও নাই।

১৯. চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যাহা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।

২০. আল্লাহ্ বিচার করেন সঠিকভাবে; আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উহারা যাহাদিগকে ডাকে তাহারা বিচার করিতে অক্ষম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

তাফসীর ঃ الازفة। কিয়ামত দিবসের একটি নাম। কিয়ামত দিবসকে ازفة। বলা হয় উহা অত্যাসন্ন বলিয়া তাই। যথা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

أَزِفَتِ الْآزِفَةُ - لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ। অর্থাৎ আসন্ন দিনটি অত্যাসন্ন, যাহা প্রকাশিত করার অধিকার আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারো নাই।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলিয়াছেন ঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ। অর্থাৎ কিয়ামত নিকটতর হইয়াছে এবং চন্দ্র খণ্ডিত -বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ। অর্থাৎ মানুষের হিসাবের সময় নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ।

আরো বলিয়াছেন ঃ

اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَاتَسْتَعْجِلُوْهُ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুম আসিয়াছে, তোমরা এই ব্যাপারে তড়িঘড়ি করিও না।

আরো বলিয়াছেন ঃ

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيْـئَتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ যখন উহা নিকটে দেখিবে তখন কাফিরদিগের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ। অর্থাৎ যখন দুঃখে-কষ্টে উহাদিগের প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে।

কাতাদাহ (র) বলেন, ভয়ে সকলের প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে। অত:পর সেখান হইতে বাহিরও হইবে না, যথাস্থানে ফিরিয়াও যাইবে না। ইকরিমা ও সুদ্দী (র)ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

كَاظِمِيْنَ-এর অর্থ তাহারা নিশ্চুপ থাকিবে। সেদিন আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلاَئِكَةُ صَفًّا لاَّيَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

অর্থাৎ সেইদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে; দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলিবে না এবং সে যথার্থ বলিবে।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, كَاظِمِيْنَ অর্থ بَاكِيْنَ অর্থাৎ উহারা কাঁদিতে থাকিবে।

مَالِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلاَ شَفِيْعٍ يُّطَاعُ সীমা লংঘনকারীদিগের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই; যাহার সুপারিশ গ্রাহ্য হইবে, এমন কোন সুপারিশকারীও নাই। অর্থাৎ যাহারা শিরক করার মাধ্যমে স্বীয় নফ্সের উপর যুলুম করে তাহাদিগের জন্য কোন বন্ধু থাকিবে না এবং থাকিবে না সুপারিশ করারও কেহ। উপরন্তু কল্যাণের সকল পথ তাহাদিগের জন্য বন্ধ থাকিবে। পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَاتُخْفِى الصُّدُوْرُ অর্থাৎ সকল বিষয় সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত। উচ্চ-তুচ্ছ, ছোট-বড় ও সূক্ষ্ম,-স্থূল সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান রহিয়াছে। যাহাতে মানুষ আল্লাহকে যথার্থ ভয় করে, সম্মান ও সলজ্জতায় তাঁহাকে স্মরণ করে; কেননা আল্লাহ্ তা'আলা চক্ষুর অপব্যবহার সম্বন্ধে অবহিত রহিয়াছেন। যদি কেহ দৃশ্যত: চক্ষুর আমানত রক্ষার ভান দেখায় তবে তাহাও আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়া যায়। মোট কথা, আল্লাহ্র নিকট কোন গোপন গোপন থাকে না। হৃদয়ের গভীরে যে ভাবের জন্ম হয় এবং মনের মধ্যে যে কথা অতি গোপনে সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধেও আল্লাহ্ সম্যক অবগত রহিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ঐ ব্যক্তির উদাহরণ দেওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি কোন ঘরে প্রবেশ করিল এবং তথায় দেখিল এক সুন্দরী মহিলা অথবা ঘরে উপবিষ্ট লোকদের সম্মুখ দিয়া এক সুন্দরী মহিলা যাইতেছে। লোকজন অন্যমনস্ক হইলে সে ঐ মহিলাকে এক পলক দেখিয়া নেয়, আর কেহ দেখিতেছে মনে করিলে দৃষ্টি অন্যত্র সরাইয়া নেয়। লোকটি এইভাবে চোখের অপব্যবহার করিয়া মহিলাকে দেখিতে থাকে। আর সুযোগের অপেক্ষায় মহিলার গোপন অঙ্গ দেখিয়া লইবার যে আকাংখা তাহার মনে রহিয়াছে এই সম্বন্ধেও আল্লাহ্র ইল্ম রহিয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহ্হাক (র) বলেন, خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ -এর মর্মার্থ হইল অন্যায়ভাবে চোখে ইশারা করা ও না দেখা বিষয়কে দেখিয়াছে বলিয়া বলা এবং দেখা জিনিসকে দেখে নাই বলিয়া বিবৃতি প্রদান করা।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, দৃষ্টি নিক্ষেপকারী কোন্ উদ্দেশ্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করে —এই দৃষ্টির পিছনে তাহার মনে কি ভাব রহিয়াছে, তাহা সম্বন্ধেও আল্লাহ্ সম্যক অবহিত। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র)ও এইরূপ মর্মার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) وَمَاتُخْفِى الصُّدُوْرُ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, দৃষ্টি নিক্ষেপকারীর এই দৃষ্টির পরিণতিতে সে ব্যভিচারে লিপ্ত হইবে কি হইবে না, এই সম্বন্ধেও আল্লাহ্র জ্ঞান রহিয়াছে।

সুদ্দী (র) বলেন, وَمَاتُخْفِى الصُّدُوْرُ -এর অর্থ হইল, অন্তরে যে ওয়াসওয়াসা রহিয়াছে সে ব্যাপারে তাঁহার যথার্থ জ্ঞান রহিয়াছে।

ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ وَاللّٰهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ অর্থাৎ আল্লাহ্ ইনসাফের সহিত সঠিকভাবে বিচার করেন।

আ'মাশ সায়ীদ ইব্ন জুবাইর (র)-এর মাধ্যমে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَاللّٰهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ এই আয়াতাংশে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পুণ্যের জন্য উত্তম পুরস্কার এবং পাপের জন্য নিকৃষ্ট প্রতিফল প্রদান করিতে সক্ষম।

ইব্ন আব্বাস (রা) اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ এই আয়াতের ব্যাখ্যা يَجْزِى الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِى الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى এই আয়াত দ্বারা করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি পাপকারীদিগকে তাহাদিগের পাপের শাস্তি এবং পুণ্যকারীদিগকে তাহাদিগের পুণ্যের প্রতিদান প্রদান করিবেন।

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ উহারা আল্লাহ্র পরিবের্ত যাহাদিগকে ডাকে। অর্থাৎ ভূত-প্রেত, মূর্তি-প্রতিমা ও আল্লাহ্র সহযোগী শক্তি নির্দিষ্ট করিয়া যাহাদিগকে ডাকে।

لَايَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ অর্থাৎ তাহারা কোন জিনিসের মালিক নয় এবং কাহারো বিচার করিতেও সক্ষম নয়।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। অর্থাৎ আল্লাহ্ স্বীয় সৃষ্টিকুলের কথা শুনিতে পান। তাহাদিগের সকল কর্মকাণ্ড দেখিতে পান। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন। এই ব্যাপারে তিনি যথার্থভাবে ইনসাফ অবলম্বন করিয়া থাকেন।

(٢١) اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ○

(٢٢) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

২১. ইহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করিলে দেখিত— ইহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের পরিণাম কী হইয়াছিল। পৃথিবীতে উহারা ছিল ইহাদিগের অপেক্ষা শক্তিতে এবং কীর্তিতে প্রবলতর। অত:পর আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলেন উহাদিগের অপরাধের জন্য এবং আল্লাহ্র শাস্তি হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ ছিল না।

২২. ইহা এই জন্য যে, উহাদিগের নিকট উহাদিগের রাসূলগণ নিদর্শনসহ আসিলে উহারা তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। ফলে, আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিলেন। তিনি তো শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তোমার রিসালাতকে যাহারা অস্বীকার করে তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না?

فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ অর্থাৎ করিলে দেখিত, পূর্ববর্তী নবীগণকে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগের পরিণাম কি হইয়াছিল। অথচ তাহারা তোমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও সামর্থবান ছিল।

وَاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ যাহাদিগের ঘর-বাড়ী ও আলীশান সৌধগুলির কারুকাজ ও ভগ্নাংশ আজও অবশিষ্ট রহিয়াছে।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيْمَا اِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيْهِ

অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَاَثَارُوْا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا অর্থাৎ তাহাদিগের কীর্তি ছিল স্মরণীয় এবং তাহারা বয়সে ছিল দীর্ঘজীবি। কিন্তু পাপ ও রিসালাত অস্বীকার করার দরুন তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল।

وَمَاكَانَ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ অর্থাৎ উহাদিগের উপর উহাদিগের কুফরী ও পাপের দরুন যখন আযাব আপতিত হইয়াছিল তখন উহারা না পারিয়াছে ঐ শাস্তি হটাইয়া দিতে এবং না পারিয়াছে শাস্তির মুকাবিলা করিতে। আর না পারিয়াছে উহারা ঐ শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন পন্থা আবিষ্কার করিতে।

অত:পর বলেন ঃ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ অর্থাৎ ইহা এইজন্য যে, উহাদিগের নিকট উহাদিগের রাসূলগণ প্রকাশ্য দলীল, অকাট্য প্রমাণ ও নিদর্শনসহ আসিয়াছিলেন।

فَكَفَرُوْا অর্থাৎ কিন্তু উহারা সমূহ দলীল ও নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছিল।

فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ফলে উহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট ও পরবর্তীকালের কাফিরদিগের জন্য উহাদিগকে শিক্ষার বিষয় স্বরূপ স্মরণীয় করিয়া রাখিলেন।

اِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ অর্থাৎ তিনি শক্তিশালী এবং শাস্তিদানে কঠোর।

وَهُوَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ অর্থাৎ তিনি মর্মবিদারক ও কঠিন শাস্তিদানে সক্ষম।

(٢٣) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

(٢٤) اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝

(٢٥) فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝

(٢٦) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ۝

(٢٧) وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

২৩. আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম,

২৪. ফিরাউন, হামান ও কারূনের নিকট, কিন্তু উহারা বলিয়াছিল, এতো এক জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।

২৫. অত:পর মূসা আমার নিকট হইতে সত্য লইয়া উহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলে উহারা বলিল, মূসার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগের পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা কর এবং তাহাদিগের নারীদিগকে জীবিত রাখ। কিন্তু কাফিরদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবেই।

২৬. ফিরাউন বলিল, আমাকে অনুমতি দাও আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদিগের দ্বীনের পরিবর্তন সাধন করিবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে।

২৭. মূসা বলিল, যাহারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না সেই সকল উদ্ধত ব্যক্তি হইতে আমি আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হইয়াছি।

তাফসীর ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাফিরদিগের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও মিথ্যার প্রকোপে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, ইহকাল ও পরকালের বিজয় ও সুফল তোমাদিগের অনুকূলেই রহিয়াছে যেমন ছিল মূসা ইব্ন ইমরানের অনুকূলে। কেননা তাহাকে অকাট্য প্রমাণ ও স্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করা হইয়াছিল।

তাই বলা হইয়াছে ঃ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ (প্রেরণ করিয়াছিলাম)। سُلْطَانٍ অর্থ প্রমাণ ও নিদর্শন।

اِلٰى فِرْعَوْنَ অর্থাৎ ফিরাউনের নিকট যিনি কিব্তীদিগের বাদশাহ এবং মিশরের অধিপতি ছিলেন। وَهَامَانَ এবং হামানের নিকট, যিনি ফিরাউনের সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। وَقَارُوْنَ এবং কারূনের নিকট, যিনি তৎকালে পৃথিবীর সেরা ধনবান ব্যক্তি ছিলেন।

فَقَالُوْا سَاحِرٌ كَذَّابٌ উহারা বলিয়াছিল, এ তো এক মিথ্যুক জাদুকর। অর্থাৎ উহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী, পাগল ও জাদুকর বলিয়া হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করিয়াছিল এবং তাঁহার নিকট আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাহা তাহারা স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করিয়াছিল।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

كَذٰلِكَ مَا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ اَتَوَا صَوْابِهٖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ -

অর্থাৎ এইভাবে ইহার পূর্বেও যত রাসূল আগমন করিয়াছিল সকলকে ইহারা জাদুকর না হয় পাগল বলিয়াছিল। উহাদিগের এই ব্যাপারে ঐকমত্য কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা রহিয়াছে? না বরং উহারা সকলে উদ্ধত প্রকৃতির লোক।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا অত:পর মূসা আমার নিকট হইতে সত্য লইয়া সাধারণ্যে উপস্থিত হইলে অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁহার নিকট যে সকল অকাট্য প্রমাণ ও নিদর্শন অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাহা লইয়া তিনি ফিরাউনের নিকট উপস্থিত হইলে— قَالُوْا اقْتُلُوْا اَبْنَاءَكُمُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوْا نِسَاءَهُمْ বলিল, মূসাসহ যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগের পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা কর এবং তাহাদিগের নারীদিগকে জীবিত রাখ।

ইহা ছিল বনী ইস্রাঈলের ছেলে সন্তানদিগকে হত্যা করার ফিরাউনের দ্বিতীয় নির্দেশ। ইহার পূর্বেও একবার মূসা (আ) যাহাতে পৃথিবীতে আগমন করিতে না পারে সেজন্য ছেলে-সন্তানদিগকে হত্যার হুকুম জারী করিয়াছিল। অথবা হত্যার পিছনে এই উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে যে, যাহাতে বনী ইস্রাঈলের বংশবিস্তার না ঘটিতে পারে এবং যাহাতে তাহাদিগের জনবল বৃদ্ধি না পাইতে পারে। অথবা হয়ত এই উভয় উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য সে ছেলে-সন্তান হত্যার নির্দেশ প্রদান করিয়াছিল। অবশ্য দ্বিতীয় বারের উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে বনী ইস্রাঈলরা পরাজিত গোষ্ঠী হইয়া থাকে এবং যাহাতে তাহাদিগের জনবল বৃদ্ধি না পাইতে পারে। ফলে যেন তাহারা অধ:পতিত ও ছন্নছাড়া হইয়া ধ্বংসের গহীন গহবরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। উপরন্তু বনী ইস্রাঈলের যেন এই ধারণা জন্মে যে, আমাদিগের উপর এত মুসীবত ও প্রকোপ বর্ষণের কারণ মূসা। কিন্তু ফিরাউনের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। বনী ইস্রাঈলরা তাহাকে বলিয়া দেয় যে, আপনার আগমনের পূর্বেও আমাদিগের উপর অত্যাচার চলিতেছিল এবং আপনি আগমন করার পরও আমাদিগের উপর সমানভাবে অত্যাচারের ধারা চলিয়া আসিতেছে।

তাহারা বলিয়া দেয় ঃ

اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا - قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ -

অর্থাৎ আমরা অত্যাচারিত হইয়াছি আপনি আগমন করার পূর্বেও এবং আপনি আগমন করার পরও আমরা অত্যাচারিত হইতেছি। জবাবে মূসা বলিলেন, তোমরা অস্থির হইও না; অতিনিকট ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তোমাদিগের শত্রুদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবেন এবং পৃথিবীতে তোমাদিগকে তিনি তাঁহার খেলাফাতের দায়িত্ব প্রদান করিবেন। অত:পর তিনি পর্যবেক্ষণ করিবেন যে, তোমরা কি ধরনের আমল কর।

কাতাদাহ (র) বলেন, ফিরাউনের এই নির্দেশ ছিল দ্বিতীয় দফার নির্দেশ।

ইহার পর বলিয়াছেন ঃ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلَالٍ কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবেই।

অর্থাৎ বনী ইস্রাইল যাহাতে জনশক্তিহীন হইয়া পড়ে যাহাতে ভবিষ্যতে বনী ইস্রাইল তাহার জন্য কোন হুমকির কারণ হইয়া না দাঁড়ায় সেই ষড়যন্ত্র সে করিয়াছিল। বস্তুত তাহা ছিল অবাস্তব ও অমূলক একটি প্রোগ্রাম।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِى اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ অর্থাৎ ফিরাউন বলিল, আমাকে অনুমতি দাও আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক।

ফিরাউন মূসা (আ)-কে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার কওমের নিকট বলিয়াছিল, আমাকে অনুমতি দাও আমি মূসাকে হত্যা করিব। وَلْيَدْعُ رَبَّهُ অর্থাৎ সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক তাহাতে আমার কোন আশংকা ও ভীতির কারণ নাই। ফিরাউনের এই কথাটি চরম ধৃষ্টতা ও গোড়ামীপূর্ণ।

অত:পর ফিরাউন বলিয়াছিল ঃ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ। অর্থাৎ কিন্তু আমার আশংকা হইল যে, তাহাকে যদি জীবিত রাখা হয় তবে সে তোমাদিগের ধর্ম পরিবর্তিত করিবে এবং তোমাদিগের সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন করিয়া ফেলিবে। আর পৃথিবীতে সে এক বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে।

ফিরাউনের এই কথাকে কেন্দ্র করিয়া একটি প্রবাদ বাক্য প্রসিদ্ধ আছে যে, صَارَ فِرْعَوْنُ مُذَكِّرًا অর্থাৎ ফিরাউনও উপদেশদাতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ আলিম আলোচ্য আয়াতাংশটি اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ। এইরূপে পাঠ করিয়াছেন। আর যেই পাঠ করিয়াছেন- اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرُ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ। এইরূপে অন্য একদল আলিম পাঠ করিয়াছেন- يَظْهَرُ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ। এইরূপে। অর্থাৎ يَظْهَرُ এর ر -এর উপর পেশ দিয়া তাহারা পাঠ করিয়াছেন।

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে যে, وَقَالَ مُوْسٰى اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّيُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ অর্থাৎ মূসা (আ)-এর নিকট যখন ফিরাউনের এই কথা পৌঁছিল তখন তিনি বলিলেন, اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ। আমি আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হইয়াছি- مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ সেই সকল ব্যক্তি হইতে যাহারা উদ্ধত। আর যাহারা সত্যকে তাচ্ছিল্য ভরিয়া উপেক্ষা করে। لاَّيُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ যাহারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না।

আবূ মূসা (র) হইতে এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন কওমের ব্যাপারে আশংকাবোধ করিলে এই দু'আটি তিনি পাঠ করিতেন যে,

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ وَنَدْرَأُ بِكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট উহাদিগের অকল্যাণ হইতে পানাহ চাহিতেছি এবং চাহিতেছি উহাদিগের মুকাবেলায় তোমাকে অবতীর্ণ করিতে।

(٢٨) وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ
اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ
رَّبِّكُمْ ۗ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ
بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ○

(٢٩) يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۫ فَمَنْ
يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَأْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ۗ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى
وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ○

২৮. ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখিত, বলিল, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই জন্য হত্যা করিবে যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্। অথচ সে তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদিগের নিকট আসিয়াছে? সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হইবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয় সে তোমাদিগকে যে শাস্তির কথা বলে তাহার কিছু তো তোমাদিগের উপর আপতিত হইবেই। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

২৯. হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদিগের, দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আমাদিগের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আসিয়া পড়িলে কে আমাদিগকে সাহায্য করিবে? ফিরাউন বলিল, আমি যাহা বুঝি আমি তোমাদিগকে তাহাই বলিতেছি। আমি তোমাদিগকে কেবল সৎপথই দেখাইয়া থাকি।

তাফসীর ঃ প্রসিদ্ধ অভিমত মতে এই লোকটি মু'মিন ছিল এবং আলে ফিরাউনের কিব্‌তী বংশের লোক ছিল।

সুদ্দী (র) বলেন, এই লোকটি ছিল ফিরাউনের চাচাতো ভাই। আরো বলা হইয়াছে যে, এই লোকটি হযরত মূসা (আ)-এর সহিত নাজাত পাইয়াছিল।

ইব্‌ন জারীরও এই মত পছন্দ করিয়াছেন। উপরন্তু তাহারা বলে যে, এই লোকটি ইস্রাইলী ছিল। তাহাদিগের বিরোধীতা করিয়া তিনি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যদি

সে ইস্রাইলী হইত তাহা হইলে ফিরাউন ধৈর্যের সহিত তাহার কথাগুলি শ্রবণ করিত না এবং মূসা (আ)-কে হত্যা করা হইতেও ফিরাউন বিরত থাকিত না। বরং ফিরাউন তাহাকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করিত।

ইব্ন জারীর ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন যে, আলে ফিরাউনের মধ্য হইতে ঐ লোকটি ফিরাউনের স্ত্রী এবং যে ব্যক্তি আসিয়া মূসা (আ)-কে এই সংবাদ পৌঁছাইয়াছিল যে, উর্দ্ধতন মহলে আপনাকে হত্যা করার জন্য স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে সেই ব্যক্তি ব্যতীত চতুর্থ কোন ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করিয়াছিল না। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, এই লোকটি তাহার কিব্তী কওমের অন্যান্যদিগের হইতে নিজের ঈমান গ্রহণকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যে দিন ফিরাউন বলিল, আমাকে অনুমতি দাও আমি মূসাকে হত্যা করিব, সেদিন লোকটি তাহার ঈমান প্রকাশ করিয়া মূসা (আ)-কে হত্যা করা হইতে ফিরাউনকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়াছিল।

আর উত্তম জিহাদ হইল অত্যাচারী বাদশাহর নিকট সত্য কথা স্পষ্টভাষায় তুলিয়া ধরা,- ইহা হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, ঐ সময় ফিরাউনের নিকট এই কথা বলার চেয়ে বড় কথা আর কী হইতে পারে যে, اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ। তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই জন্য হত্যা করিবে যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্! ইমাম বুখারী (র) সহীহ্ গ্রন্থে বলেন, আলী ইবন আব্দুল্লাহ (র) ওরওয়া ইব্ন যুবইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন অমর ইব্ন আস (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মুশ্রিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সবচেয়ে বড় কষ্টটি কি দিয়াছিল? জবাবে তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বা শরীফের পাশে দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিতেছিলেন। এমন সময় ওকবা ইব্ন আবূ মুআইত আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর আক্রমণ করে এবং সে তাহার চাদর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গলায় ফাঁস দিয়া পূর্ণ শক্তিতে টানিতে থাকে। যাহার ফলে হুজুর (সা)-এর গলা সংকুচিত হইয়া শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। এমন সময় হযরত আবূ বকর (রা) আসিয়া পড়েন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাহার আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া গলার ফাঁস ছাড়াইয়া দেন। অত:পর হযরত আবূ বকর (রা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَّبِّكُمْ؟

অর্থাৎ তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই জন্য হত্যা করিবে যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্। যদিও সে তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদিগের নিকট আসিয়াছে?

আওযায়ী (র)-এর হাদীসে একমাত্র ইমাম বুখারী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ইবরাহীম ও তাহার পিতা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ইবন আবূ হাতিম বলেন, হারুন ইব্ন ইসহাক হামদান (র).... হইতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি আমর ইব্ন 'আস (র)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা)- কুরাইশদিগের পক্ষ হইতে কোন্ ঘটনায় সর্বাপেক্ষা বেশী কষ্ট পাইয়াছিলেন? জবাবে আমর ইব্ন 'আস (র) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কুরাইশদিগের একটি মজমার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলে, তুমি না আমাদিগের বাপ-দাদাদিগের পূজ্য দেবতাদিগকে পূজা করা হইতে আমাদিগের লোকজনকে নিষেধ করিতেছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হ্যাঁ, আমি (লোকদিগকে দেবতা পূজা করা হইতে বারণ করিয়া থাকি)। তিনি এই কথা বলিলে মজমার সকল লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর আক্রমণ করেন এবং তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ধরিয়া তাঁহাকে টানিতে থাকে। হযরত আবূ বকর (র) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই অবস্থা দেখিতে পাইয়া উহাদিগের হাত হইতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মুক্ত করেন এবং তিনি অশ্রু বিগলিত অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভে চিৎকার করিয়া উহাদিগকে বলিতে থাকেন ঃ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ হে আমার কওম! তোমরা কি এই লোকটিকে হত্যা করিতে চাও, যে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ এবং সে তোমাদিগের নিকট তোমাদিগের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ লইয়া আসিয়াছে? আব্দাহ (র)-এর হাদীসে নাসায়ীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ লোকটিকে কি এই অপরাধে হত্যা করিবে যে, সে বলে, আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং সে যে সত্যসহ আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করার পরও?

অত:পর লোকটি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আরো বলে যে,

وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَاِنْ يَكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ-

অর্থাৎ যদি ধরিয়া নেওয়া হয় যে, সে যাহা বলিতেছে তাহা মিথ্যা, তবে তাহার মিথ্যাভাষণের জন্য সে-ই শাস্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইহার জন্য তাহাকে দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি প্রদান করিবেন। আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহার কথা যদি সত্য হয় এবং এই সত্যবাদীকে যদি কষ্ট দাও তবে নিশ্চিত তোমাদিগের উপর আল্লাহ্র আযাব আপতিত হইবে। আর সে আমাদিগকে আযাবেরই ভীতি প্রদর্শন করিতেছে। অতএব বিবেকমত তোমার উচিত হইবে তাহাকে তাহার কাজে স্বাধীনতা প্রদান করা। তাহাকে যাহারা বিশ্বাস করে করুক, তোমরা তাহার বিরোধীতা না করা। তুমি কেন অযথা তাহার প্রতিপক্ষ হইয়া দাড়াইবে? উল্লেখ্য যে,

Contents



মূসা (আ) ও ফিরাউন ও তাহার কওমের লোকদিগের পক্ষ হইতে এমনই একটি প্রতিশ্রুতি কামনা করিতেছিলেন।

যেমন যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ - اَنْ اَدُّوْا اِلَىَّ عِبَادَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ - وَاَنْ لَاتَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِنِّىْ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ - وَاِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنَ - وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِىْ فَاعْتَزِلُوْنَ -

অর্থাৎ ইহার পূর্বে আমি কওমে ফিরাউনকে পরীক্ষা করিয়াছি এবং তাহাদিগের নিকট সম্মানিত রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। সে বান্দাদিগকে আমার ইবাদাত করার প্রতি আহবান জানাইয়া বলিয়াছিল, আমি তোমাদিগের প্রতিপালকের পক্ষের বিশ্বস্ত রাসূল। তোমরা আল্লাহ্ হইতে বিদ্রোহ করিও না, আমি তোমাদিগের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছি। তোমরা আমাকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করার দুরভিসন্ধি করিলে তাহা হইতে আমি আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট পানাহ প্রার্থনা করি। যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান গ্রহণ না কর তবে আমাকে আমার পথে চলার ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করিও না।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কুরাইশদিগকে বলিয়াছিলেন যে, খোদার বান্দাদিগকে খোদার দিকে আহবান করার সুযোগ আমাকে দাও, আমাকে কষ্ট দেওয়া হইতে তোমরা বিরত থাক এবং আমার ও তোমাদিগের মধ্যে আত্মীয়তা সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হইলেও আমাকে তোমরা দুঃখ দিও না।

যেমন এই ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন। قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى। অর্থাৎ বল, হে মুহাম্মদ! আমি তোমাদিগের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহিনা। কেবল এতটুকু তোমরা লক্ষ্য রাখ যে, আমি তোমাদিগের আত্মীয়।

অর্থাৎ আত্মীয়তা সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য করিয়া হইলেও তোমরা আমাকে দুঃখ দেওয়া হইতে বিরত থাক। অতএব তোমরা আমাকে কষ্ট দিও না এবং আমাকে ও আমার নির্দেশনায় পরিচালিত লোকদিগকে চলার পথে বাধা প্রদান হইতে বিরত থাক। উল্লেখ্য যে, সোল্‌হে হুদাইবিয়া এই ধরনেরই একটি অনুরোধমাখা অংগীকার পত্র ছিল; যাহাকে স্পষ্ট বিজয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল।

অতএব আলোচ্য আয়াতটির শেষাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

অর্থাৎ তোমাদিগের ধারণা মতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন নাই; সে মিথ্যাবাদী। যদি এই কথা সত্য হইত তাহা হইলে তাহার মিথ্যাবাদীতা তাহার কাজকর্মের মাধমে আমাদিগের নিকট ধরা পড়িয়া যাইত। সে যদি সীমা লংঘনকারী ও মিথ্যাবাদী হইত তাহা হইলে তাহার কথা ও কর্মের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা ও স্ববিরোধীতা পরিলক্ষিত হইত। অথচ সে একজন তাহার কথার অনুরূপ কর্ম সম্পাদনকারী এবং নিজের দাবীর উপর আপোষহীন ও অনড় অটল।

অত:পর সেই মু'মিন ব্যক্তি তাহার কওমকে সাবধানী বাক্য উচ্চারণ করিয়া বলেনঃ يَاقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ হে আমার সম্প্রদায়! আজ তোমাদিগের দেশে তোমরাই প্রবল।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদিগকে এই দেশের বাদশাহী দান করিয়াছেন। তোমাদিগের দেশে তোমাদিগের হুকুমই কার্যকরী হইয়া থাকে। বহু সম্মান তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন। অতএব এতসব নিয়ামতের জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র শুক্‌র কর এবং তাঁহার রাসূলকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর। আর যদি তোমরা তাঁহার রাসূলকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াসে ব্রতী হও তাহা হইলে আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তির জন্য অপেক্ষা কর।

فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا অর্থাৎ আমাদিগের উপর যদি আল্লাহ্‌র শাস্তি আসিয়া পড়ে তাহা হইলে কে তখন আমাদিগকে সাহায্য করিবে? এই সকল সৈন্য সামন্ত, জনশক্তি ও অর্থ-সম্পদ তখন কোন উপকারে আসিবে কি?

قَالَ فِرْعَوْنُ এই নেককার সত্যের পথিক বিচক্ষণ লোকটি যিনি ফিরাউনের চেয়ে বাদশাহীর জন্য অধিক উপযুক্ত তাহার উপরোক্ত উপদেশের প্রেক্ষিত জবাবে ফিরাউন বলিল, مَا اُرِيْكُمْ اِلاَّ مَا اَرٰى আমি যাহা বুঝি আমি তোমাদিগকে তাহাই বলিতেছি। অর্থাৎ আমার মন যাহা বলিতেছে এবং আমার বিবেকে যাহা উদ্‌গত হইতেছে, আমি তাহাই তোমাদিগের সামনে যাহির করিতেছি। অথচ ফিরাউন মূসা (আ)-এর সত্যবাদীতা সম্বন্ধে যথাযথ অবগত ছিল এবং তিনি যে সত্য রাসূল তাহা তাহার ভাল করিয়াই জানা ছিল। ফিরাউন নির্লজ্জ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْزَلَ هٰؤُلَاءِ اِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرُ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) বলিয়াছিলেন, হে ফিরাউন! তুমি ভাল করিয়াই জান যে, এই সকল আশ্চর্যজনক জিনিস আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

অন্যত্র আরো বলিয়াছেন,

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا অর্থাৎ তাহারা কেবল ধারণাবশত যুলুম ও সীমা লংঘনপূর্বক তাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল।

مَا اُرِيْكُمْ اِلاَّ مَا اَرٰى অর্থাৎ ফিরাউন বলিয়াছিল, আমি যাহা বুঝি তাই আমি তোমাদিগকে বলি। তাহার এই কথা ছিল মিথ্যা। এই কথা বলিয়া সে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সত্যবাদীতা মিথ্যার প্রলেপে ঢাকার অপচেষ্টা করিয়াছে আর সে তাহার প্রজাদিগকে এই বলিয়া বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করিয়াছে। উপরন্ত সে বলিয়াছিল ঃ وَمَا اَهْدِيْكُمْ اِلاَّ سَبِيْلَ الرَّشَادِ আমি তোমদিগকে কেবল সৎপথই প্রদর্শন করাইয়া থাকি। অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে কেবল হক, সত্য ও সৎপথ দেখাইয়া থাকি। এই কথাটিও ফিরাউন মিথ্যা বলিয়াছিল যাহাতে তাহার সম্প্রদায় তাহার অনুসরণ করে এবং যাহাতে তাহার প্রজা তাহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া না যায়।

যেমন এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاتَّبَعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ অর্থাৎ তাহারা ফিরাউনের নির্দেশের অনুসরণ করিল; কিন্তু ফিরাউন তাহাদিগকে কোন সৎপথ প্রদর্শন করিল না।

অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدٰى অর্থাৎ ফিরাউন তাহার কওমকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিল এবং তাহাদিগকে কোন সৎপথে প্রদর্শন করিল না।

হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে যে, "যে নেতা তাহার অনুসারীদিগকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিবে সে মৃত্যুর পরে বেহেশ্তের সুবাসও পাইবে না। অথচ বেহেশ্তের সুবাস পাঁচশত বৎসর চলার দীর্ঘ পথ সমান দূর পর্যন্ত ছাড়াইয়া পড়ে।" আল্লাহ্ আমাদিগকে উহার সৌভাগ্য নছীব করুন।

(٣٠) وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ۙ

(٣١) مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۝

(٣٢) وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۙ

(٣٣) يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝

(٣٤) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهٖ ۖ حَتّٰى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهٖ رَسُولًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ۝

(٣٥) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ أَتٰهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝

৩০. মু'মিন ব্যক্তিটি বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদিগের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দিনের আশংকা করি।

৩১. যেমন ঘটিয়াছিল নূহ, আ'দ, ছামূদ এবং তাহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি কোন যুলুম করিতে চাহেন না।

৩২. হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করি কিয়ামত দিবসের,

৩৩. যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরিয়া পলায়ন করিতে চাহিবে। আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না। আল্লাহ্ যাহাকে পথ ভ্রষ্ট করেন তাহার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নাই।

৩৪. পূর্বেও তোমাদিগের নিকট ইউসুফ আসিয়াছিল স্পষ্ট নিদর্শনসহ ; কিন্তু সে যাহা লইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিতে। পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হইল তখন তোমরা বলিয়াছিলে, তাহার পরে আল্লাহ্ আর কাহাকেও রাসূল করিয়া প্রেরণ করিবেন না। এইভাবে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন সীমা লংঘনকারী ও সংশয়বাদীগণকে—

৩৫. যাহারা নিজদিগের নিকট কোন দলীল প্রমাণ না থাকিলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়। তাহাদিগের এই কর্ম আল্লাহ্ এবং মু'মিনদিগের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এইভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করিয়া দেন।

তাফসীর ঃ এখন আলে ফিরাউনের সেই মু'মিন নেককার ব্যক্তির বাকী কথা বিবৃত করিয়া আল্লাহ্ বলিতেছেন যে, সেই ব্যক্তি তাহার কওমকে দুনিয়া ও আখিরাতের আযাবের ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিল ঃ

يَاقَوْمِ اِنِّى اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ অর্থাৎ পূববর্তী যুগের লোকেরা তাহাদিগের নবীগণকে অস্বীকার করিয়াছিল। যথা কওমে নূহ, কওমে 'আদ ও কওমে ছামূদের যাহারা তাহাদিগের নবীকে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাদিগের পরিণাম কি হইয়াছিল। কী ভয়ংকর আযাব তাহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছিল। তখন তো ঐ আযাব হইতে তাহাদিগকে কেহ রক্ষা করিতে পারে নাই। কেহ তো উহার মুকাবিলা করার সাহসও পায় নাই।

وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ আল্লাহ্ বান্দাদিগের প্রতি কোন যুলুম করিতে চাহেন না। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে রাসূলকে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যে এবং রাসূলের কঠোর বিরোধীতা করার অপরাধে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন।

অত:পর বলা হইয়াছে ঃ يَا قَوْمِ اِنِّى اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করি কিয়ামত দিবসের।

অর্থাৎ এই স্থানে কিয়ামত দিবসকে يَوْمُ التَّنَادِ বলা হইয়াছে। সিংগায় ফুৎকার সম্পর্কীয় হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, যখন পৃথিবীতে কম্পন সৃষ্টি হইবে এবং মাটি ফাটিয়া খান খান হইয়া যাইবে তখন মানুষ আতংকে এই দিক সেই দিক ভাগিতে থাকিবে এবং পলায়নরত মানুষ একে অপরকে ডাকিতে থাকিবে। যাহ্হাক (র) প্রমুখ বলেন, এই আয়াতে সেই সময়ের কথা বলা হইয়াছে, যখন দোযখ সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে এবং লোকেরা উহার ভয়াবহতা প্রদর্শন করিয়া আতংকে এইদিক সেইদিক পলায়ন করিতে থাকিবে। পরে ফেরেশ্তারা তাহাদিগকে ধরিয়া হাশরের ময়দানে হাজির করিবেন।

যেমন বলা হইয়াছে যে, وَالْمَلَكُ عَلٰى اَرْجَائِهَا অর্থাৎ ফেরেশ্তাগণ আকাশের প্রান্তদেশে অবস্থান করিবেন।

অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে ঃ

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَاتَنْفُذُوْنَ اِلاَّ بِسُلْطَانٍ-

অর্থাৎ হে জিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে পার অতিক্রম করিও; কিন্তু তোমরা তাহা পারিবে না শক্তি ব্যতিরেকে। ইব্ন আব্বাস (রা) এবং হাসান ও যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণনা করা

হইয়াছে তাহারা يَوْمُ التَّنَادِ এর د কে তাশদীদসহ পাঠ করিয়াছেন। অর্থাৎ يَوْمُ التَّنَادِ এবং نَدَّ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। যথা উট যদি চলার সময় অবাধ্যতা প্রকাশ করে তখন বলা হয় ند البعير ।

আর এক মতে বলা হইয়াছে যে, পাল্লায় যখন আমল মাপা হইবে তখন সেখানে একজন ফেরেশ্‌তা থাকিবে। পুণ্যের পাল্লা ভারী হইলে সে উচ্চ স্বরে বলিবে হে লোক সকল! অমুকের পুত্র অমুক ভাগ্যবান বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। আজ হইতে তাহার ভাগ্যে আর কখনো দুঃখ স্পর্শ করিবে না। আর যদি কাহারো পুণ্যের পাল্লা হালকা হয় তখন সে উচ্চস্বরে বলিবে, অমুকের পুত্র অমুক দুর্ভাগ্যবান বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে।

কাতাদাহ (র) বলেন, يَوْمُ التَّنَادِ বলার অর্থ হইল, প্রত্যেক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে ডাকিয়া তাহাদিগের আমলনামা সম্পর্কে অবহিত করিবে। অর্থাৎ একদল বেহেশ্‌তী অন্য একদল বেহেশ্‌তীকে এবং একদল দোযখী অন্য একদল দোযখীকে ডাকিয়া তাহদিগের আমলনামা ও পরিণাম ফল জানাইয়া দিবে।

আর এক দল বলেন, يَوْمُ التَّنَادِ বলা হইয়াছে এই জন্য যে, কিয়ামত দিবসে বেহেশ্‌তবাসীরা দোযখবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে : أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ قَالُوْا نَعَمْ অর্থাৎ আমাদিগের প্রভু আমাদিগের নিকট যে অংগীকার প্রদান করিয়াছিলেন আমরা তাহা সত্য হিসাবে পাইয়াছি. তোমাদিগের নিকট তোমাদিগের প্রভু যাহা ওয়াদা করিয়াছিলেন তাহা কি তোমরা সত্য হিসাবে পাইয়াছ? বেহেশ্‌তবাসীরা জবাবে বলিবে হ্যাঁ, আমরা আমাদিগের প্রভুর ওয়াদা সত্য হিসাবে পাইয়াছি।

আর জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে أَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ। অর্থাৎ আমাদিগকে অল্প পরিমাণে পানি হইলেও পান করাও অথবা আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে সকল খাদ্য দিয়াছেন উহা হইতে কিছু আমাদিগকে দান কর। বেহেশতবাসীরা জবাবে বলিবে, এখানের খাদ্য পানীয় আল্লাহ্ কাফিরদিগের জন্য হারাম করিয়াছেন। সূরা আ'রাফের মধ্যে উল্লেখিত হইয়াছে যে, এইভাবে কিয়ামতের দিন আ'রাফবাসীরা বেহেশ্‌তী ও দোযখীদিগকে ডাকিতে থাকিবে।

বাগভী (র) প্রমুখ বলেন, উপরোক্ত প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই যথার্থ এবং ইহার সমষ্টিকেই يَوْمُ التَّنَادِ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এই মন্তব্যটি চমৎকার হইয়াছে। ইহাতে সার্বিক মাধুর্যতা রক্ষা পাইয়াছে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ যেদিন তোমার পাশ্চাৎ ফিরিয়া পলায়ন করিবে।

كَلاَّ لاَوَزَرَ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنْ الْمُسْتَقَرُّ না, সেদিন কোন আশ্রয় নাই; সেদিন তোমার প্রতিপালকের নিকট ঠাঁই হইবে।

তাই বলা হইয়াছে ঃ مَالَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ অর্থাৎ সেদিন তোমাদিগকে আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না।

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহাকে অন্য কেহ হিদায়াত দান করিতে পারে না। অত:পর বলা হইয়াছে ঃ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ অর্থাৎ পূর্বেও তোমাদিগের নিকট ইউসুফ (আ) আসিয়া ছিলেন স্পষ্ট নিদর্শনসহ। অর্থাৎ মিশরে মূসা (আ)-এর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইউসুফ (আ) মিশরের আযীয বা সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। রাসূল হিসাবে তিনি মানুষকে আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান করিতেন; কিন্তু তাহারা তাহার আহ্বান-আদেশ মান্য করিত না। অবশ্য যদিও সরকার প্রধান হিসাবে তাঁহার রাষ্ট্রীয় আদেশ নিষেধ মান্য করিতে তাহারা বাধ্য থাকিত।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

فَمَازِلْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهٖ حَتّٰى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهٖ رَسُوْلاً ـ

অর্থাৎ কিন্তু তিনি যাহা লইয়া আসিয়াছিলেন তোমরা তাহাতে সন্দেহ পোষণ করিতে। পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হইল তখন তোমরা বলিয়াছিলে, ইউসুফের পরে আল্লাহ্ আর কাহাকেও রাসূল করিয়া প্রেরণ করিবেন না।

لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهٖ رَسُوْلاً অর্থাৎ এই কথা তাহারা তাঁহার রিসালাতের অস্বীকার ও কুফ্রীমূলক বলিয়াছে।

كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ এইভাবে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীগণকে। অর্থাৎ যাহারা কর্মের মধ্যে সীমালংঘন করে এবং মনের মধ্যে সংশয় পোষণ করে তাহাদিগের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ তাহারা নিজদিগের নিকট কোন দলীল প্রমাণ না থাকিলেও আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়। অর্থাৎ যাহারা মিথ্যা দ্বারা সত্যকে আড়াল করিয়া রাখে এবং যুক্তি ছাড়া অন্যায়ভাবে মজবুত যুক্তিকে অস্বীকার করে তাহাদিগের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ভীষণ অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

তাই বলা হইয়াছে ঃ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا তাহাদিগের এই কর্ম আল্লাহ্ এবং বিশ্বাসীদিগের দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষের বিষয়।

অর্থাৎ এই ধরনের বিশেষণে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং এহেন কর্মে লিপ্ত থাকে যাহারা তাহাদিগের ব্যাপারে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট থাকার জন্য মুমিনরাও তাহাদিগের উপর অসন্তুষ্ট থাকে। আর যুক্তিকে যুক্তিহীনভাবে অস্বীকার করার প্রবণতা যাহাদিগের মধ্যে থাকে তাহাদিগের নিকট ভাল জিনিস ভাল বলিয়া মালূম হয় না এবং মন্দ জিনিস মন্দ বলিয়া মালূম হয় না।

তাই আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করিয়া দেন। অর্থাৎ যাহাতে তাহারা সত্যকে অনুধাবন ও অনুসরণ না করিতে পারে।

ইকরামা (র) হইতে ইব্ন আবূ হাতিম (র) ও অন্য সূত্রে শা'বী (র) হইতে রেওয়ায়েত করা হইয়াছে ঃ ইহারা উভয়ে বলিয়াছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন লোক স্বৈরাচারী হিসাবে গণ্য হয় না যতক্ষণ না সে দুইটি লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করে।

আবূ ইমরান জাওনী ও কাতাদাহ (র) বলেন যে, অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা হইল স্বৈরাচারীর পরিচয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

(٣٦) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰهَٰمَٰنُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ۝

(٣٧) أَسْبَابَ السَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝

৩৬. ফিরাউন বলিল, হে হামান ! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ, যাহাতে আমি পাইব অবলম্বন—

৩৭. আসমানে আরোহণের অবলম্বন, যেন দেখিতে পাই মূসার ইলাহকে; তবে আমি তো উহাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এইভাবেই ফিরাউনের নিকট শোভনীয় করা হইয়াছিল তাহার মন্দ কর্মকে এবং তাহাকে নিবৃত্ত করা হইয়াছিল সরল পথ হইতে এবং ফিরাউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছিল সম্পূর্ণরূপে।

তাফসীর ঃ মূসা (আ)-এর নবুয়্যাতের অস্বীকারকারী ও মূসা (আ)-এর প্রতি অপবাদ প্রদানকারী ফিরাউন সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, সে তাহার প্রধানমন্ত্রী

হামানকে তাহার জন্য একটি উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়াছিল, যে প্রাসাদের গাঁথুনী হইবে ইট ও চুনার।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاَوْقِدْ لِىْ يَاهَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِىْ صَرْحًا

অর্থাৎ হে হামান! মাটি পুড়িয়া পাকা ইট দিয়া আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর।

এই জন্য ইবরাহীম নখই (র) প্রমুখ বুযুর্গানে দ্বীন, কবর পাকা করা এবং উহাতে চুনা রং করা মাকরূহ বলিয়া মনে করেন। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

لَعَلِّىْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ اَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ অর্থাৎ যাহাতে আমি পাইব অবলম্বন আসমানে আরোহণের ।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও আবূ সালিহ্ (র) বলেন, اَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ অর্থ আকাশের দরওয়াজা সমূহ। আর কেহ বলিয়াছেন ঃ اَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ অর্থ আকাশে আরোহণের পথসমূহ! فَاطَّلِعَ اِلَىٰ اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهُ كَاذِبًا অর্থাৎ এবং যাহাতে দেখিতে পাই মূসার ইলাহকে; তবে আমি তো উহাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।

অর্থাৎ মূসা (আ) যে আল্লাহ্র রাসূল তাহা সে অস্বীকার করিত। আর ইহাও তাহার একটি কুফ্রী। وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ এইভাবেই ফিরাউনের নিকট শোভন প্রতীয়মান করা হইয়াছিল তাহার মন্দ কর্মকে ও সরল পথ হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করা হইয়াছিল।

অর্থাৎ এই ধরনের কাজ করিয়া ফিরাউন জনগণকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, দেখ, আমি এমন একটি কর্মসূচী হাতে নিয়াছি যাহাদ্বারা মূসার মিথ্যাবাদীতার পর্দা খুলিয়া যাইবে। আর আমার মত তোমাদিগেরও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে, মূসা মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা অপবাদ প্রদানকারী।

ফিরাউনের এই কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِىْ تَبَابٍ। ফিরাউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছিল সম্পূর্ণরূপে। ইব্ন আব্বাস ও মুজাহিদ (র) বলেন ঃ اِلَّا فِىْ تَبَابٍ অর্থ اِلَّا فِىْ خَسَارٍ। অর্থাৎ ফিরাউন ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

(৩৮) وَقَالَ الَّذِىْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۚ

(৩৯) يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ز وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ ০

(৪০) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ج وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ০

৩৮. মু'মিন ব্যক্তিটি বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিব।

৩৯. হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হইতেছে চিরস্থায়ী আবাস।

৪০. কেহ মন্দ কর্ম করিলে সে কেবল তাহার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাইবে এবং স্ত্রী কিংবা পুরুষের মধ্যে যাহারা মু'মিন হইয়া সৎকর্ম করে তাহারা দাখিল হইবে জান্নাতে, যেথায় তাহাদিগকে দেওয়া হইবে অপরিমিত জীবনোপকরণ।

তাফসীর ঃ আলে ফিরাউনের কিব্তী সেই মু'মিন ব্যক্তি তাহার কওমের উদ্ধত, আত্মশ্লাঘা ও স্বৈরাচারী এবং যাহারা মহাশক্তিমত্তার অধিকারী আল্লাহ্কে ভুলিয়া পার্থিব জীবনের সাময়িক সুখ ভোগে নিজেদেরকে এলাইয়া দিয়াছে তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ

يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিব।

অর্থাৎ ফিরাউন মিথ্যার আশ্রয় লইয়া যেভাবে বলিয়াছিল ঃ وَمَا اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ। আমি তোমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিব। এই লোকটির আহ্বান ফিরাউনের মত মিথ্যামিশ্রিত ছিল না।

অত:পর সেই লোকটি মূসা (আ)-এর রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক সকলকে দুনিয়ার জীবনের প্রতি নিস্পৃহা সৃষ্টির এবং আখেরাতের জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ও আকাংখা সৃষ্টির আহ্বান জানাইয়া বলেন ঃ يٰقَوْمِ اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। অর্থাৎ পার্থিব জীবন তো বিলুপ্তির পথে অগ্রসরমান ছায়ার মত এবং যাহা ভবিষ্যতে ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইহার স্থায়ীত্বের মেয়াদ খুবই স্বল্প দিনের।

আর وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ পরকাল হইতেছে চিরস্থায়ী আবাস। অর্থাৎ পরকাল বা আখেরাত এমন একটি জায়গা, যাহার কোন বিলুপ্তি নাই এবং যাহার সময়ের কোন সীমা নাই। আর যে স্থানে আল্লাহ্র রহমত সর্বক্ষণের জন্য বর্তমান থাকে।

অত:পর বলিয়াছেন ঃ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يُجْزٰى اِلاَّ مِثْلَهَا অর্থাৎ কেহ মন্দ কর্ম করিলে সে কেবল তাহার মন্দের অনুরূপ শাস্তি পাইবে।

আর وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ স্ত্রী কিংবা পুরুষের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী হইয়া সৎকর্ম করে, তাহারা দাখিল হইবে বেহেশ্তে, সেথায় তাহাদিগকে দেওয়া হইবে অপরিমিত জীবনোপকরণ।

অর্থাৎ নেকীর ছাওয়াব আল্লাহ্ তা'আলা মুক্ত হস্তে দান করিবেন, যাহার নির্ধারিত কোন সীমা বা গুনতি নাই। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

(٤١) وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ۗ

(٤٢) تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ؗ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ○

(٤٣) لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ○

(٤٤) فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ○

(٤٥) فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۚ

(٤٦) اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ○

৪১. হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য! আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি মুক্তির দিকে আর তোমরা আমাকে ডাকিতেছে জাহান্নামের দিকে।

৪২. তোমরা আমাকে বলিতেছ আল্লাহ্কে অস্বীকার করিতে এবং তাহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে যাহার সমর্থনে আমার নিকট কোন দলীল নাই। পক্ষান্তরে আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দিকে।

৪৩. নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে আহ্বান করিতেছ এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আহ্বানযোগ্য নহে। বস্তুত আমাদিগের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্র নিকট এবং সীমালংনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।

৪৪. আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি তোমরা তাহা অচিরেই স্মরণ করিবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্তে অর্পণ করেতেছি; আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

৪৫. অত:পর আল্লাহ্ তাহাকে উহাদিগের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিলেন এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করিল ফিরাউন সম্প্রদায়কে।

৪৬. সকাল-সন্ধ্যায় উহাদিগকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন কিয়ামত ঘটিবে সেদিন বলা হইবে, ফিরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।

তাফসীর ঃ আলে ফিরাউনের সেই মু'মিন ব্যক্তি তাহাদিগকে বলিতেছে যে, কি আশ্চর্য! আমি তোমাদিগকে মুক্তির পথে আহ্বান করিতেছি অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদত করা, আল্লাহ্র একত্ববাদ স্বীকার করা ও তাঁহার প্রেরিত রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপনের দিকে ডাকিতেছি وَتَدْعُوْنَنِىْ اِلَى النَّارِ - تَدْعُوْنَنِىْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَ اُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ আর তোমরা আমাকে ডাকিতেছ জাহান্নামের দিকে। তোমরা আমাকে বলিতেছ আল্লাহ্কে অস্বীকার করিতে এবং তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে, যাহার সমর্থনে আমার নিকট কোন দলীল নাই।

وَ اَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ পক্ষান্তরে আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দিকে। অর্থাৎ তিনি তাঁহার ইয্যাত ও বড়ত্বের গুণে তাঁহার নিকট যে তাওবা করে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।

لَاجَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِىْ اِلَيْهِ অর্থাৎ, তোমরা আমাকে আহ্বান করিতেছ তাহার দিকে, যে ইহার যোগ্য নহে। অর্থাৎ সেই মু'মিন লোকটি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, বল, সেকি ইহার যোগ্য?

সুদ্দী ও ইব্ন জারীর (র) বলেন لَاجَرَمَ অর্থ হক বা সত্য অর্থাৎ আল্লাহ্কে বাদ দিয়া তোমরা আমাকে কাহার ইবাদত করার জন্য আহ্বান করিতেছ ? সে কি ইবাদতের যোগ্য এবং মা'বুদ হিসাবে কি সে সত্য? যাহ্হাক (র) বলেন, لَاجَرَمَ এর মর্মার্থ হইল মিথ্যা বা ভ্রান্ত।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) لَاجَرَمَ এর ব্যাখ্যায় বলেন,আশ্চর্য! তোমরা আমাকে এমন এমনসব দেব-দেবীর ইবাদতের জন্য আহ্বান করিতেছ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِىْ الدُّنْيَا وَلَا فِىْ الْاٰخِرَةِ যাহারা ইলোক পরলোকে কোথাও ইহার যোগ্য নহে।

মুজাহিদ (র) বলেন, দেব-দেবতা এমন সব সত্ত্বা, যাহারা ব্যক্তিগতভাবে কোন বিশেষ শক্তির অধিকারী নয় এবং ইখতিয়ারী শক্তিও তাহাদিগের নাই।

কাতাদাহ (র) বলেন, দেব-দেবতারা না পারে কোন উপকার করিতে এবং না পারে কাহারো কোন ক্ষতি সাধন করিতে।

সুদ্দী (র) বলেন, দেব-দেতবতার নিকট যাহারা প্রার্থনা করে, সেই প্রার্থনা পূরণ করিতে ইহলোক ও পরলোকে তাহারা অক্ষম।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّايَسْتَجِيْبُ لَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ - وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ -

অর্থাৎ উহার চেয়ে বড় ভ্রষ্ট কে, যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য দিগের প্রার্থনা করে যাহরা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত প্রার্থনা শুনার মত ক্ষমতা রাখেনা এবং যাহাদিগের এই খবরই নাই যে, কে তাহাদিগকে ডাকিতেছে। আর যাহারা কিয়ামতের দিন তাহাদিগের প্রার্থনাকারীদিগের শত্রু হিসাবে প্রকাশিত হইবে এবং ঐ দিন তাহারা তাহাদিগের ইবাদাত করার বিষয়টা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবে।

অন্য আর একটি আয়াতে আসিয়াছে যে اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَايَسْمَعُوْا دُعَائَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা উহাদিগকে ডাক উহারা সেই ডাক শুনেনা। আর যদি শুনেও তবে উহার জবাব দিতে তাহারা অক্ষম।

وَاَنَّ مَرَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ বস্তুত আমাদিগের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্র নিকট। অর্থাৎ আমরা পরলোকে প্রত্যাবর্তিত হইব। তথায় আমলের প্রতিদান প্রদান করা হইবে।

তাই বলা হইয়াছে ঃ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحَابُ النَّارِ সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী হইবে। অর্থাৎ সীমালংঘন করার কারণে উহারা জাহান্নামী হইবে। আর আল্লাহ্‌র একত্বতার মধ্যে শিরক প্রতিপন্ন করার অর্থ হইল সীমালংঘন করা।

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি তোমরা তাহা ভবিষ্যতে স্মরণ করিবে। অর্থাৎ আমি যে সকল আদেশ-নিষেধ তোমাদিগকে করিয়াছিলাম এবং যে সকল উপদেশ তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম তাহা অদূর ভবিষ্যতে তোমরা স্মরণ করিবে। তখন তোমরা অনুশোচনা করিবে; কিন্তু তখন তাহার আর কোন মূল্য হইবে না।

وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করি, তাঁহারই নিকট সাহায্য চাহি, তোমার নিকট আমার প্রয়োজনের প্রার্থনায় কোন মাধ্যমে আমি বিশ্বাস করি না এবং আমি একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি।

اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ অর্থাৎ পবিত্র আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন হিদায়াত দান করেন এবং যে গোমরাহীর উপযুক্ত তাহাকে গোমরাহীর পথে পরিচালিত করেন। তাঁহার প্রত্যেকটি কাজ যুক্তিযুক্ত এবং প্রত্যেকটি কাজ তিনি বিচক্ষণতার সহিত সম্পাদন করেন।

অত:পর বলা হইয়াছে যে فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَامَكَرُوْا অর্থাৎ অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে উহাদিগের ইহলোকিক ও পরলৌকিক অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে পার্থিব শাস্তি হইতে মূসা (আ)-এর সহিত নাজাত দান করিলেন এবং পরকালে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ এবং কঠিন শাস্তি গ্রাস করিল ফিরাউন সম্প্রদায়কে। অর্থাৎ উহাদিগকে সাগরে ডুবাইয়া ধ্বংস করা হইয়াছে। পরে উহাদিগের সহিত জাহান্নামের সংযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় উহাদিগকে জাহান্নামের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। এইভাবে বিচার দিবস পর্যন্ত উহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন সশরীরে উহাদিগকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে।

তাই বলা হইয়াছে যে, يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন ফিরিশতাদিগকে বলা হইবে, ফিরাউন সম্প্রদায়কে মর্মবিদারক কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ কর।

উল্লেখ্য যে, আলমে বরযখ বা কবরের মধ্যে রুহের উপর শাস্তি হইবে বলিয়া মত পোষণকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের স্বপক্ষে এই আয়াতটি একটি মযবুত

দলীল। আর আয়াতটির বিশেষ অংশটুকু এই اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যায় উহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে জাহান্নামের সম্মুখে।

অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আলোচ্য এই আয়াতটি মক্কী, আর এই আয়াতটি কিভাবে আলমে বরযখে রূহ অবস্থান কালীন সময়ে উহাদিগের উপর আযাব হওয়ার ব্যাপারে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে? কেননা মক্কী জীবনে হুযূর (সা) জানিতেন না যে, কবরে আযাব হবে। এ সম্পর্কে কোন ইলম ছিল না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাশিম আবুন নযব (র) .....আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। আয়িশা (রা) বলেন যে, তার খিদমাতের উদ্দেশ্যে প্রায়ই একজন ইয়াহুদী মহিলা তাঁহার নিকট আসিত। আয়িশা (রা) সেই মহিলাটির উপর করুণা করিলে সে তাঁহাকে এই দু'আ করিত যে, আল্লাহ্ তোমাকে কবরের আযাব হইতে রক্ষা করুন। অত:পর তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামতের পূর্বে কবরেও কি আযাব হইবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, না, তোমাকে ইহা কে বলিয়াছে? তখন তিনি তাঁহাকে ইয়াহুদী মহিলার ঘটনা বিবৃত করেন এবং বলেন, আমি তাহাকে সামান্য কোন উপকার করিলেই সে আমাকে দু'আ করে যে, আল্লাহ্ তোমাকে কবরের আযাব হইতে রক্ষা করুন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলে, তাহারা আল্লাহ্র উপরও মিথ্যা অপবাদ প্রদান করে। মূলত কিয়ামত দিবসের পূর্বে কোন আযাব দেওয়া হইবে না।

অত:পর একদিন দুপুরের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাপড় মাটিতে টানিতে টানিতে এক অস্বাভাবিক অবস্থায় উপস্থিত হন। তখন তাহার চোখ দুইটিও ছিল লাল। এই অবস্থায় তিনি উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়া বলিতেছিলেন ঃ " হে লোক সকল! কবর একটি নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের টুকরা। তোমরা যদি কবরের কঠিন পরিস্থিতির কথা জানিতে তাহা হইলে তোমরা বেশি করিয়া কাঁদিতে এবং খুব অল্পই হাসিতে। হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্র নিকট কবরের আযাব হইতে পরিত্রাণের প্রার্থনা কর। কেননা কবর আযাব সত্য।"

আলোচ্য হাদীসটির সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ বলিয়া সাব্যস্ত। তবে সহীহদ্বয় এই হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

আহমদ ও মুসলিম (র) ইয়াযীদ (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা তাঁহার নিকট জনৈকা ইয়াহুদী মহিলা আসিয়া ভিক্ষা চাহিলে তিনি তাহাকে ভিক্ষা দেন। ফলে ইয়াহুদী মহিলা তাঁহাকে দু'আ করেন যে, আল্লাহ্ তোমাকে কবরের আযাব হইতে রক্ষা করুন। কিন্তু আয়িশা (রা) মহিলার এই দু'আ প্রত্যাখ্যান করেন এবং হুযূর (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা

করিলে বলেন, না, (কবরে কোন আযাব হইবে না)। ইহার পর একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে বলেন, "আমার নিকট ওহী হইয়াছে যে, তোমাদিগকে কবরে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে।" এই হাদীসটিও বুখারী মুসলিমের শর্তে সহীহ্।

এখন বলা যাইতে পারে যে, উপরোক্ত হাদীস এবং আলোচ্য আয়াতটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে কায়িম করা যাইতে পারে? ইহার দ্বারা কি এই কথা প্রমাণিত হয় যে, আলমে বরযখে সশরীরে মানুষের উপর শাস্তি হইবে?

উত্তর ঃ আলোচ্য আয়াতটির দ্বারা এই কথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বরযখে রূহসমূহকে সকাল সন্ধ্যায় জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হইবে।

তবে এই আযাব কি সশরীরে আত্মার উপর হইবে কিনা ইহা বুঝা যায় না। কেননা আয়াতে ইহাকে আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। সুতরাং সশরীরে আযাব হওয়ার ব্যাপারটি কেবল মাত্র হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত, যাহা পরবর্তীতে উল্লেখ করা হইবে।

আর এই উত্তরও দেওয়া যাইতে পারে যে, আয়াত প্রমাণ করে যে, কবরে আযাব হইবে কাফিরদের জন্য। এবং মু'মিনদিগকে তাহাদের পাপের জন্য কোন আযাব হইবে প্রমাণ করে না। ইহার উপর প্রমাণস্বরূপ এখন আরো বিস্তারিত আলোচনা করিব।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, উসমান ইব্‌ন উমর (র) ..... আয়েশা হইতে বর্ণিত। আয়িশা (রা) বলেন ঃ একদা জনৈকা ইয়াহুদী মহিলা তাঁহার নিকট বসা ছিল। এমন সময় রাসলুল্লাহ্ (সা)ও আসিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করেন। তখন ইয়াহুদী মহিলা আয়িশা (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলে, কবরে যে তোমরা পরীক্ষিত হইবে তাহা তুমি জান কি? এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাঁপিয়া উঠেন এবং বলেন, কবরে কেবল ইয়াহুদীরাই পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে। অত:পর আয়িশা (রা) বলেন, ইহার কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "শুনিয়া রাখ, তোমরা কবরে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে।" আয়িশা (রা) বলেন, ইহার পর হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবর আযাব হইতে পানাহ চাইতেন।

মুসলিম (র) হারুন ইবন সায়ীদ ও হারমালা (র) ..... যুহরী হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহাও বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য মক্কী আয়াতটি দ্বারা কেবল এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, আলমে বরযখে কেবল রূহ এর উপর শাস্তি হয়। ইহার দ্বারা বুঝা যায় না যে, আলমে বরযখ বা কবরে রূহসহ শরীরের উপরও আযাব হয়। তাহার পর যখন বিশেভাবে সশরীরের কবরে আযাব সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ হইল তখন হইতে নবী (সা) কবর আযাব হইতে পানাহ চাইতে লাগিলেন।

ইমাম বুখারী (র) শু'বা (র) এর হাদীস ইবন আবূ শা'ছা (র) .....আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, একদা এক ইয়াহুদী মহিলা আমার ঘরে বসিয়া বলে, আমি আল্লাহ্র নিকট কবরের আযাব হইতে পানাহ চাই। অত:পর আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবরের আযাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেনঃ "হ্যাঁ, কবর আযাব সত্য।" আয়িশা (রা) বলেন ইহার পর আমি এমন দেখি নাই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক সালাতের পর কবর আযাব হইতে আল্লাহ্র নিকট পানাহ না চাহিয়াছেন।

অতএব এই হাদীসটি দ্বারা এই কথা বুঝা যায় যে, উপরোক্ত ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে তিনি ইয়াহুদী মহিলার সংবাদের সত্যতা স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। কেননা পূর্ববর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেবল এই কথা জানিতেন যে, কবরে কাফিরদিগেরই কেবল শাস্তি হইবে। উল্লেখ্য যে, কবর আযাব সম্পর্কে বহু হাদীস রহিয়াছে। তাহা দ্বারা এই কথা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, কবরে সশরীরে শাস্তি প্রদান করা হইবে।

কাতাদাহ (রা) غُدُوًّا وَعَشِيًّا এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, পৃথিবী ধ্বংস হইয়া না যাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সকাল-সন্ধায় আলে ফিরাউনকে জাহান্নামের পাশে দাঁড় করান হইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, পাপিষ্ঠরা! তোমাদিগের আসল আবাসস্থল এই। অনন্তকাল তোমরা এই স্থানে থাকিবে। ইহাতে উহাদিগের দুঃখ ও বেদনা বাড়িয়া যাইবে। আর ইহাতে তাহারা ভীষণ অপমান বোধ করিবে।

ইব্ন যায়দ (রা) বলেন, প্রত্যেক দিন সকাল বিকাল উহাদিগের সহিত এমন ব্যবহার করা হইবে এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এই ধারা চালু থাকিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সায়ীদ (রা) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শহীদদিগের আত্মাসমূহ সবুজ রং এর পাখীর রূপে জান্নাতে অবস্থান করিবে। তাহারা জান্নাতের যথায় ইচ্ছা তথায় উড়িয়া বেড়াইবে। মু'মিনদিগের মৃত বাচ্চাদিগের আত্মাসমূহ চড়ুই পাখীরূপে বেহেশতে অবস্থান করিবে। তাহারা বেহেশতের যথায় ইচ্ছা তথায় উড়িয়া বেড়াইবে এবং তাহারা যাইয়া আরশের নিচে ঝুলানো প্রদীপের ছায়ায় বিশ্রাম নিবে। আর আলে ফিরাউনের আত্মাসমূহ কাল পাখীরূপে থাকিবে। প্রত্যেকদিন সকাল সন্ধ্যায় তাহারা জাহান্নামের নিকট যাইতে বাধ্য হইবে।

সাওরী (র) আবূ কায়স (র) সূত্রে আলে ফিরআউন সম্পর্কে উল্লেখিত উক্তিটি আবূল হুযাইল (র)ও নিজস্ব উক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং আবূ হারুন আল আব্দী মেরাজের হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)

বলিয়াছেন ঃ "অত:পর আমাকে নিয়া একদল লোকের সামনে হাজির করা হইল, যাহাদিগের প্রত্যেকের পেট ঘরের মত বিশাল আকারের ছিল। উহারা আলে-ফিরাউনের পাশে বন্দি অবস্থায় ছিল। আর আলে-ফিরাউনকে প্রত্যেক দিন সকাল সন্ধ্যায় জাহান্নামের পাশে উপস্থিত করা হয়। অত:পর তিনি পাঠ করেন ঃ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ (অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন ফেরেশতাদিগকে বলা হইবে ফিরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।) তথায় আলে-ফিরাউন লাগাম বাঁধা উটের ন্যায়। গাছ ও পাথরের উপর মুখ থুবড়াইতে থাকিবে এবং তাহারা কিছুই বুঝিবেনা।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইবন হুসাইন (রা) ..... ইব্‌ন মাসউদ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুসলমান অথবা কাফিরের মধ্যে যে কোন ইহসান করিবে সে-ই আল্লাহ্‌র নিকট উহার প্রতিদান পাইবে।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, এই কথা শুনিয়া আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কাফিরদিগকে কি প্রতিদান দেওয়া হইবে? তিনি বলিলেন ঃ "যদি কোন কাফির কাহারো উপর করুণা করে অথবা কাহাকেও যদি দান করে অথবা যদি কোন ভাল কাজ করে তাহা হইলে তাহাকে অর্থ সম্পদে, সন্তান-সন্ততিতে ও স্বাস্থ্য ইত্যাদিতে প্রভূত কল্যাণ ও উন্নতি দান করিবেন।"

আমরা আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, পরকালে তাহাকে কি দেওয়া হইবে? তিনি বলিলেন ঃ "কঠিন আযাব না দিয়া অপেক্ষাকৃত হালকা আযাব তাহাকে প্রদান করা হইবে।" পরিশেষে তিনি পাঠ করেন ঃ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ অর্থাৎ ফিরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে। ইহাকে বায্‌যার (র) তাহার মুসনাদে যায়দ ইব্‌ন আখরাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... হাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ফাযারী বল্‌খী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আওযায়ী (র)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়াছিল যে, আমাকে ইহার মর্ম বুঝাইয়া দাও। আমি প্রত্যেকদিন সকালে ঝাকে ঝাকে সাদা পাখী সাগরবক্ষ হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম দিকে উড়িয়া যাইতে দেখি। পাখীর সংখ্যা এত অধিক যে, উহা গণনা করা সাধ্যের বাহিরে। সন্ধ্যায় আবার উহারা দল বাঁধিয়া ঝাকে ঝাকে প্রত্যাবর্তন করিতে থাকে। কিন্তু তখন পাখীগুলির রং কাল দেখা যায়।

তিনি বলিলেন, তুমি ভাল করিয়া দেখিয়াছ? ঐ পাখীগুলির শরীরের মধ্যে ফিরাউন সম্প্রদায়ের আত্মাসমূহ রহিয়াছে। যাহাদিগকে সকাল সন্ধ্যায় দোযখের নিকটে উপস্থিত

করা হয়। পরে তাহারা আবার নীড়ের দিকে উড়িয়া যায়। উহাদিগকে দোযখের নিকট উপস্থিত করার কারণে উহাদিগের শুভ্র পালক পুড়িয়া কৃষ্ণ বর্ণের হইয়া যায়। কিন্তু রাতের মধ্যে উহাদিগের পোড়া কাল পালক সাদা হইয়া যায় এবং সকালে আবার উহারা উড়িয়া যাইয়া দোযখের সম্মুখে উপস্থিত হয়। পৃথিবী যতদিন অবশিষ্ট থাকিবে ততদিন উহাদিগের উপর এই আযাব চলিতে থাকিবে। অত:পর কিয়ামত দিবসে উহাদিগকে বলা হইবে ঃ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ (অর্থাৎ ফিরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে)। বলা হয় যে, পাখীর সংখ্যা ছিল ফিরাউনের সৈন্য সংখ্যার সমান ছয় লক্ষ।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসহাক (র) ..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ "কেহ যদি মৃত্যুবরণ করে তাহা হইলে সকাল সন্ধ্যা তাহার সম্মুখে তাহার নির্ধারিত স্থান উপস্থিত করা হয়। যদি সে বেহেশতী হয় তাহা হইলে বেহেশতের স্থান তাহার সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং যদি দোযখী হয় তাহা হইলে তাহার সম্মুখে দোযখের স্থান উপস্থিত করা হয়। আর বলা হয়, ইহা তোমার পরকালীন আবাসস্থল—পরকালের এই স্থানে তোমাকে প্রেরণ করা হইবে।" বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইমাম মালিক (র) হইতে উক্ত সনদে বর্ণিত হইয়াছে।

(٤٧) وَ اِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ○

(٤٨) قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ○

(٤٩) وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ○

(٥٠) قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا بَلٰى قَالُوْا فَادْعُوْا وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ○

**৪৭. যখন উহারা জাহান্নামে পরস্পরে বিতর্কে লিপ্ত হইবে তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদিগকে বলিবে, আমরা তো তোমাদিগেরই অনুসারী ছিলাম। এখন কি তোমরা আমাদিগের হইতে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করিবে?**

**৪৮. দাম্ভিকেরা বলিবে, আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি; আর আল্লাহ্ তো বান্দাদিগের বিচার করিয়া ফেলিয়াছেন**

**৪৯. জাহান্নামীরা উহার প্রহরীদিগকে বলিবে, তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদিগ হইতে লাঘব করেন শাস্তি একদিনের।**

**৫০. তাহারা বলিবে, তোমাদিগের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদিগের রাসূলগণ আসেন নাই? জাহান্নামীরা বলিবে, অবশ্যই আসিয়াছিল। প্রহরীরা বলিবে, তবে তোমরাই প্রার্থনা কর আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।**

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, জাহান্নামীরা পরস্পর পরস্পরে ঝগড়া করিবে। ফিরাউনের সহিত তাহার কওমের লোকেরাও ঝগড়া করিবে। অর্থাৎ দুর্বল বা অনুসারীরা তাহাদিগের নেতা ও অনুসরণীয়দিগের সহিত তুমুল বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হইবে। তাহারা বলিবে ঃ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا অর্থাৎ আমরা তো তোমাদিগেরই অনুসারী ছিলাম। দুনিয়ায় বসিয়া তোমরা আমাদগিকে কুফর ও ভ্রান্তির দিকে আহ্বান করিয়াছিলে ঃ

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ অর্থাৎ এখন কি তোমরা আমাদিগ হইতে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করিবে? আমাদিগের আযাবের কিয়দংশের ভাগী তোমরা হইবে?

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَا অর্থাৎ প্রবল বা নেতারা বলিবে, আমরা তোমাদিগের শাস্তির ভাগী হইতে অপারগ, তোমাদিগের শস্তি লাঘব করিতেও অপরাগ। কেননা মোতাদিগের মত আমরাও জাহান্নামে আছি। জাহান্নামের কঠিন শাস্তি আমরা পোহাইতেছি।

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ অর্থাৎ নেতারা বলিবে, আল্লাহ্ তাহার বিচারকার্য সমাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। বদ আমল অনুপাতে যে যতটুকু শাস্তির উপযুক্ত তাকে ততটুকু শাস্তি প্রদানের তিনি হুকুম জারী করিয়াছেন। এখন এই শাস্তি রহিত করা বা লাঘব করা সাধ্যের বাহিরে। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّاتَعْلَمُوْنَ - وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ -

অর্থৎ প্রত্যেকের আযাব বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু তোমরা উহা জাননা। অত:পর জাহান্নামীবাসীরা দোযখের প্রহরীদিগের নিকট বলিবে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র

নিকট আমাদিগের আযাব একদিনের জন্য হইলেও লাঘব করার জন্য একটু প্রার্থনা কর। তাহারা বলিবে যে, তাহাদের কোন প্রার্থনা গ্রহণ করা হইবে না। বরং বলা হইবে যে اَخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَاتُكَلِّمُوْنَ অর্থাৎ প্রহরীরা তখন তাহাদিগকে বলিবে, তোমরা লাঞ্ছিত হইয়া জাহান্নামে থাক, আমাদিগের সহিত কোন কথা বলিও না।

জাহান্নামের প্রহরীদিগের মেজায থাকিবে জেলখানার রক্ষীদিগের মত। জাহান্নামবাসীরা যখন তাহাদিগকে তাহাদিগের আযাব ও শাস্তি একদিনের জন্য হইলেও স্থগিত রাখার অনুরোধ করিবে তখন তাহারা তাহাদিগের আবেদন নাচক করিয়া দিয়া বলিবে اَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ অর্থাৎ তোমদিগের নিকট কি তোমাদিগের রাসূলগণ আসেন নাই? তাহারা কি পৃথিবীতে তোমাদিগের নিকট তাঁহার নির্দেশিত পথে চলার জন্য দলীলসহ আহ্বান জানান নাই?

قَالُوْا بَلَىٰ قَالُوْا فَادْعُوْا অর্থাৎ জাহান্নামীরা বলিবে, অবশ্যই আসিয়াছিলেন। প্রহরীরা বলিবে, তবে তোমরাই আহ্বান কর। আমরা তোমাদিগের পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট কোন অনুরোধ করিতে পারিব না। তোমাদিগের কোন কথা শুনার মত মানসিকতাও আমাদিগের নাই। উপরন্তু আমরা তোমাদের মুক্তিও চাই না। আমরা তোমাদের হইতে দায়িত্বমুক্ত। অত:পর আমরা তোমাদিগকে বলিয়াছি, তোমরা আহ্বান কর আর নাই কর, তোমাদের আহ্বান গ্রহণ করা হইবে না। এবং তোমাদের আযাব লাঘব করা হইবে না। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, وَمَا دُعٰؤُا الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلَالٍ অর্থাৎ কাফিরদিগের আহ্বান ব্যর্থই হয়। তাহাদিগের কোন আহ্বান কবুল ও গ্রহণ করা হইবে না।

(৫১) اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۝

(৫২) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝

(৫৩) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَ اَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ۝

(٥٤) هُدًى وَّ ذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ○

(٥٥) فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِىِّ وَالْاِبْكَارِ ○

(٥٦) اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِىْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

৫১. নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদিগকে ও মু'মিনদিগকে সাহায্য করিব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হইবে।

৫২. যেদিন যালিমদিগের ওযর-আপত্তি কোন কাজে আসিবে না। উহাদিগের জন্য রহিয়াছে লা'নত এবং উহাদিগের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্ট আবাস।

৫৩. আমি অবশ্যই মূসাকে দান করিয়াছিলাম পথনির্দেশ এবং বনী ইস্রাইলকে উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম সেই কিতাবের,

৫৪. পথ নির্দেশ ও উপদেশ স্বরূপ, বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদিগের জন্য।

৫৫. অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

৫৬. যাহারা নিজদিগের নিকট কোন দলীল না থাকিলেও আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয় উহাদিগের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, যাহা সফল হইবার নহে। অতএব আল্লাহ্র শরণাপন্ন হও, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

তাফসীর : আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) এই اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا আয়াতটির উপর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন, এই কথা জানা আছে কিছু সংখ্যক নবীকে তাঁহার কওমের লোকেরা হত্যা করিয়াছে। যেমন হযরত ইয়াহিয়া (আ) হযরত যাকারিয়া (আ) ও হযরত শুয়াইব (আ) প্রমুখ। আর স্বীয় মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া হিজরাত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যেমন হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত

ঈসা (আ) কে ঊর্ধ্বলোকে তুলিয়া নিয়াছিলেন। অতএব আল্লাহ্ যে তাঁহার রাসূল ও বিশ্বাসীদিগকে পার্থিব জীবনে সাহায্য করার ওয়াদা করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ হইয়াছে কিরূপে ?

অত:পর তিনি এই প্রশ্নটির দুইটি জবাব উল্লেখ করিয়াছেন ঃ এক, এই স্থানে আলোচনার মধ্যে যদিও সামগ্রিকতা রহিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা কতিপয়কে উদ্দেশ্য নেওয়া হইয়াছে। আর ভাষা শাস্ত্রে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইহার প্রচুর প্রচলন রহিয়াছে যে, কখনো কখনো সামগ্রিকতা বলিয়া কতিপয় ও আংশিকতা উদ্দেশ্য নেওয়া হইয়া থাকে।

দুই, এই স্থানে সাহায্য করার অর্থ হইল ক্লেশ ও যাতনাদানকারী হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। যাতে তাহাদের উপস্থিতিতে অথবা অনুপস্থিতিতে অথবা তাহাদের মৃত্যুর পরে যে প্রকারেই হউক প্রতিশোধ নেওয়া। তাই দেখা যায় যে, হযরত ইয়াহিয়া (আ), হযরত যাকারিয়া (আ) ও হযরত শুআইব (আ)-এর হত্যাকারীদিগের প্রতি তাহাদিগের শত্রুদিগকে বিজয়ী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শত্রুবাহিনী তাহাদিগের লাঞ্ছিত করিয়াছে এবং হত্যা করিয়াছে। আর এও উল্লেখ আছে যে, পরাক্রমশালী ক্ষমতাবান আল্লাহ্ কিরূপে তাহাকে ধ্বংস করিয়াছেন। আর হযরত ঈসা (আ)-কে যে সকল ইয়াহুদীরা ক্রুশবিদ্ধ করার অপবাদ দিয়াছিল তাহাদিগের উপর আল্লাহ্ তা'আলা রূম সম্রাটকে বিজয়ী করিয়া কত অপমান ও লজ্জাকর পরিণতির সম্মুখীন তাহাদিগকে করিয়াছিলেন। অত:পর কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ হিসাবে আবার আবির্ভূত হইবেন। তখন তিনি দাজ্জালসহ উহার সহযোগী ইয়াহুদীদিগকে এবং শুকরগুলোকে হত্যা করিয়া শেষ করিয়া দিবেন। ক্রুশ ভাংগিয়া মিসমার করিয়া ফেলিবেন। তিনি জিযিয়া কর বাতিল করিয়া দিবেন। অত:পর ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত কাহারো বাঁচিয়া থাকার অন্য কোন পথ থাকিবে না। ইহা আল্লাহ্র বৃহত্তম সাহায্য। পুরাকাল হইতে এই ধারায় আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদিগকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার মু'মিন বান্দাদিগকে পার্থিব জীবনে সাহায্য করেন এবং স্বয়ং তিনি তাহাদিগের শত্রুদের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ের দুঃখ দুর করেন এবং প্রশান্তি আনয়ন করেন।

সহীহ বুখারীর মধ্যে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রিয়জনদিগের সহিত শত্রুতা করে সে আমাকে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আহ্বান করে।"

অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি আমার প্রিয়জনদিগের পক্ষ হইতে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া থাকি, যেমন সিংহ প্রতিশোধ লইয়া থাকে।

তাই দেখা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কওমে নূহ, 'আদ, ছামুদ, আসহাবুর রাস, কওমে লূত ও আহলে মাদাইন প্রভৃতি জনগোষ্ঠীকে তিনি ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। যাহারাই এইভাবে তাঁহার রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাহাদিগের বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছিল তাহাদিগকে তিনি সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাহারা ঈমানদার ছিলেন তাহাদিগকে তিনি আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের একজনও ধ্বংস হন নাই এবং কাফির কওমদিগকে এমনভাবে আযাব দিয়াছেন যে, তাহাদের কেহই রক্ষা পায় নাই।

সুদ্দী (র) বলেন, যখনই কোন নবী অথবা মু'মিন আল্লাহ্‌র পয়গাম লইয়া নিজ সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহারা উহাদিগগের পয়গাম গ্রহণ না করিয়া যখনই উহাদিগকে অসম্মানিত করিয়াছে বা হত্যা করিয়াছে, বিলম্বিত না হইয়া তখনই তাহাদিগের উপর আযাব আপতিত হইয়াছে। তাহাদিগের অসম্মান ও হত্যাকারীদিগের বিরুদ্ধে তখনই একটি দল মুকাবিলার জন্য তৈরি হইয়া গিয়াছে। তাহারা উহাদিগের হইতে খুনের প্রতিশোধ এই পার্থিব জগতে লইয়াছে। অতএব নবী ও মু'মিনগণ দুনিয়াতেই শত্রুদিগ হইতে প্রতিশোধ লইয়া সাহায্য করিয়াছেন।

এইস্থানে উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণকে যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, বিরোধিতা করিয়াছিল এবং শত্রুতা করিয়াছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছেন, সকল ধর্মের উপর তাহার ধর্মকে বিজয়ী করিয়াছেন এবং দ্বীনের বাণীকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাহার সম্প্রদায়ের উপস্থিতিতেই মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন; অত:পর সেখানে বহু সাহায্যকারী ও অকৃত্রিম বন্ধু বানাইয়া দিলেন। অত:পর বদর যুদ্ধে মুশরিকদের বড় বড় সর্দারকে বন্দীরূপে তাহার কাছে আবদ্ধ করাইলেন এবং কাফিরদের বহু সর্দারকে হত্যা করিলেন ও বন্দীদিগকে শিকল দ্বারা বাঁধিয়া আবদ্ধ করা হয়। অতঃপর তাহাদের উপর মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়া দয়া প্রদর্শন করা হয়। ইহার কিছু দিন পরই মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়। ইহাতে তাহার চক্ষু শীতল হয়, কেননা তিনি পবিত্র ও সম্মানিত হারাম শরীফে অবস্থান করিতেছেন। অত:পর তাঁহার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র হারামকে কুফর ও শিরক হইতে মুক্ত করিলেন। অত:পর তাহার জন্য ইয়ামন দেশ বিজিত হয়। সমস্ত আরব উপদ্বীপ তাঁহার বাধ্য ও অধীনস্থ হয় এবং মানুষ দলে দলে দ্বীন ইসলামে দীক্ষিত হইতে শুরু করে। অত:পর তাহার রাসূলকে মহাসম্মানের সহিত দুনিয়া হইতে তুলিয়া নিলেন এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিলেন তাহার সাহাবীগণকে। তাহারা খিলাফতের দায়িত্ব পালন করিলেন, আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রচার ও প্রসার করিলেন। আল্লাহ্‌র বান্দাদিগকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান করিলেন। ইহাতে শহর নগর দেশ মহাদেশ জয় করিতে লাগিলেন। ফলে দাওয়াতে মুহাম্মদিয়া পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। এইভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ এই দ্বীনকে বাহ্যত সাহায্য করিয়াছেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছন ঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদিগকে, মু'মিনদিগকে সাহায্য করিব পার্থিব জীবনে ও কিয়ামত দিবসে। (কিয়ামত দিবসে তাহাদিগকে বিশেষভাবে ও আরো বেশী করিয়া সাহায্য করা হইবে)।

মুজাহিদ (রা) বলেন الاَشْهَادُ। অর্থ কিয়ামত দিবসে ফিরিশতাদিগের সাহায্য করা।

ইহার পর বলা হইয়াছে যে يَوْمَ لاَيَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ। অর্থাৎ যেদিন সীমালংঘকারীদিগের ওযর-আপত্তি কোন কাজে আসিবে না। এই আয়াতাংশটি উপরের وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ হইতে বদল হইয়াছে।

কেহ يَوْمُ কে পেশ দ্বারা পাঠ করিয়াছেন যাহাতে দ্বিতীয় আয়াত প্রথম আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যা হয়। অর্থাৎ وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ يَوْمَ لاَيَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে সাহায্য করিব যেদিন সীমালংঘকারী মুশরিকদিগের ওযর-আপত্তি কোন কাজে আসিবে না।

مَعْذِرَتُهُمْ অর্থাৎ তাহাদিগের কোন ওযর-আপত্তি ও মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না। وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ। অর্থাৎ ইহারা আল্লাহ্র রহমত হইতে বহু দূরে থাকিবে এবং উহাদিগের জন্য রহিয়াছে অভিশাপ। وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ। অর্থাৎ উহাদিগের জন্য রহিয়াছে অগ্নিআবাস। সুদ্দী (রা) বলেন سُوْءُ الدَّارِ অর্থ নিকৃষ্টতম আবাস বা ঠিকানা।

আলী ইব্ন আবূ তালহা ইব্ন কাছীর (র) হইতে বলেন وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ। নিকৃষ্টতম পরিণাম।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى অর্থাৎ আমি অবশ্যই মূসাকে দান করিয়াছিলাম হেদায়াত ও নূর, যাহা আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর নাযিল করিয়াছিলেন।

وَاَوْرَثْنَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الْكِتَابَ অর্থাৎ আমি বনী ইসরাঈলের পরিণাম ফল উত্তম করিয়াছি, তাহাদিগকে দান করিয়াছি ফিরাউনের শহর ও উহার সম্পদরাজি এবং ফিরাউনের সার্বভৌম অধিকার তোমাদিগের হাতে ন্যস্ত করিয়াছি। কেননা ইহারা শত বিরোধীতার পরও দৃঢ়পদে উহাদিগের রাসূল মূসা (আ)-এর অনুসরণ করিয়াছে এবং তাওরাতকে আল্লাহ্ প্রেরিত কিতাবরূপে গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ তাহাদিগকে যে কিতাবের উত্তরাধিকার করা হইয়াছিল তাহা হইল তাওরাত।

هُدًى وَّ ذِكْرٰى لِاُوْلِى الْاَلْبَابِ অর্থাৎ বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদিগের জন্য পথনির্দেশক ও উপদেশস্বরূপ।

উহার পর বলা হইয়াছে যে, فَاصْبِرْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি ধৈর্য ধারণ কর। اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। অর্থাৎ তিনি তোমাকে তোমার দাওয়াত বুলন্দ

ও বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার অংগীকার করিয়াছেন তোমার পরিণাম উৎকৃষ্ট হওয়ার এবং যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহাদিগের পরিণাম উৎকৃষ্ট হওয়ার প্রতিশ্রুত দিয়াছেন– যাহা সত্য। আল্লাহ্ কখনো অংগীকার ভঙ্গ করেন না। আল্লাহ্ যে সকল ব্যাপারে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। উহার মধ্যে সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই।

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ অর্থাৎ তুমি তোমার অনুষ্ঠিত কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। অবশ্য নবী (সা)-কে এই কথা বলার অর্থ হইল উম্মৎকে ক্ষমা প্রর্থনার জন্য উৎসাহিত করা। وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ দিনের শেষভাগে এবং রাত্রের প্রথমভাগে তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর। وَالْإِبْكَارِ অর্থ দিনের প্রথমভাগ এবং রাতের শেষভাগ।

অত:পর বলা হইয়াছে যে, إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتٰهُمْ অর্থাৎ যাহারা মিথ্যাদ্বারা সত্যকে প্রদমিত করে এবং যুক্তিহীন দলীল দ্বারা আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়।

اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلاَّ كِبْرٌ مَّاهُمْ بِبَالِغِيْهِ অর্থাৎ,সত্য গ্রহণ করার প্রশ্নে উহাদিগের মধ্যে রহিয়াছে কেবল অহংকার, সবকিছুকেই উহারা তুচ্ছ করিয়া দেখে। অথচ উহাদিগের আত্মম্ভরিতা ও প্রগলভতার জয় কখনো হইবে না। উহাদিগের উদ্দেশ্যই খারাপ। তাই উহাদের বিজয়ের আশা দুরাশা মাত্র।

فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ অর্থাৎ অতএব এমন মনোভাব হইতে আল্লাহ্র নিকট তওবা কর। اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ অর্থাৎ তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। অথবা ইহার অর্থ এই হইতে পারে যে, যুক্তিহীনভাবে আল্লাহ্র নিদর্শন সম্বন্ধে যাহারা জঘন্যতম বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহাদিগের সবকিছুই আল্লাহ্ দেখেন এবং তাহাদিগের সব কথাই আল্লাহ্ শুনেন। ইব্ন জারীর এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কা'ব ও আবূল আলিয়া (র) বলেন, আলোচ্য আয়তটি ইয়াহুদীদিগের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

আবূল আলিয়া (র) আরো বলেন যে, ইয়াহুদীদিগের মধ্য হইতে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটিবে। তখন উহাদিগের কেহ রাজত্ব করিবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় প্রিয় নবীকে দাজ্জালের ফিৎনা হইতে পানাহ চাওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

তাই বলা হইয়াছে فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ অর্থাৎ অতএব আল্লাহ্র শরণাপন্ন হও। তিনি তো সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।

এই ব্যাখাটি দুর্বল। ইহার সিদ্ধতার ব্যাপারে প্রবল সন্দেহ রহিয়াছে। যদিও ইব্ন আবূ হাতিম স্বীয় কিতাবে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

(٥٧) لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٥٨) وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

(٥٩) اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৫৭. মানব সৃজন অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা জানে না।

৫৮. সমান নহে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যাহারা দুষ্কৃতিপরায়ণ। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক।

৫৯. কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না।

তাফসীর ঃ মানব জাতিকে আল্লাহ্ তা'অলা অবগত করাইয়া বলেন, তিনি কিয়ামতের দিন তাঁহার সৃষ্টিকে পুনঃ সৃষ্টি করিবেন। আর ইহা তাঁহার পক্ষে খুবই সহজ। কেননা তিনি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর মত বিশাল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার পক্ষে মানুষকে নতুন করিয়া অথবা পুনর্বার সৃষ্টি করা মোটেই অসম্ভব নহে।

যেমন অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُحْيِىَ الْمَوْتٰى بَلٰى اِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ উহারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সকলর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নাই, তিনি মৃতের জীবন দান করিতেও সক্ষম। বস্তুত তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আর এই স্থানে বলা হইয়াছে যে,

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ মানব সৃজন অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা জানে না। অর্থাৎ এই নিদর্শন সম্বন্ধে মানুষ চিন্তা-গবেষণা করে না। যেমন, আরবের অধিকাংশ লোক জানতো যে, পৃথিবী ও আকাশ সমূহের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্। কিন্তু কুফরী ও গোঁড়ামী বশত: উহারা ইহা স্বীকার করিত না। তাহারা যে বিষয় অস্বীকার করে ইহার চাইতে জটিলতর বিষয় আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিকে স্বীকার করিতেছে।

অত:পর বলা হইয়াছে ঃ

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْءُ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ-

অর্থাৎ যাহারা চক্ষুষ্মান দূর দৃষ্টিসম্পন্ন তাহারা কখনো অন্ধ— যাহারা দৃষ্টিহীন তাহারা কখনো সমান নহে। বরং ইহাদিগের মধ্যে রহিয়াছে অসামান্য ব্যবধান। অনুরূপ ব্যবধান রহিয়াছে নেককর্মশীল মু'মিন ও পাপিষ্ঠ কাফিরের মধ্যে।

قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ মানুষদিগের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

অত:পর বলা হইয়াছে اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে لَا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা বিশ্বাস করে না; বরং ইহার সত্যতা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল হাকাম (র) সূত্রে মালিক হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামনবাসী বয়স্ক এক শায়খ বলেন, আমি শুনিয়াছি যে, কিয়ামত অত্যাসন্ন হইলে বিপদ-আপদ বৃদ্ধি পাইবে এবং বৃদ্ধি পাইবে সূর্যের উত্তাপও। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

(٦٠) وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ۝ۧ

৬০. তোমাদিগের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদিগের ডাকে সাড়া দিব। যাহারা অহংকারে আমার ইবাদতে বিমুখ, উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে লাঞ্ছিত হইয়া।

তাফসীর ঃ ইহা আল্লাহ্ তা'আলার ফযল ও করম যে, তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে দু'আ করার জন্য উৎসাহি করিয়াছেন এবং উহা কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সুফিয়ান ছাওরী (র) স্বীয় দু'আর মধ্যে এইভাবে বলিতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয়, যে বেশী বেশী দু'আ প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাহার বান্দাগণের মধ্য হইতে ঐ ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয়, যে তাহার নিকট প্রার্থনা করে না। হে রব! তুমি ব্যতীত আর কেহ এইরূপ নহে। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

জনৈক কবিও এইরূপ বলিয়াছেন যে,

اَللّٰهُ يَغْضَبُ اِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ - وَبَنِىْ اٰدَمَ حِيْنَ يَنَالُ يَغْضَبُ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শান হইল, যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে সে তাহাকে ভালবাসে আর মানুষের স্বভাব হইল, যে তাহার নিকট প্রার্থনা করে সে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধতা প্রকাশ করে।

কাতাদাহ বলেন, কা'আব আহবার (রা) বলিয়াছেন যে, এই উম্মৎকে এমন তিনটি বিশেষত্ব দেওয়া হইয়াছে, যাহা পূর্বের কোন উম্মৎকে নবী ব্যতীত দেওয়া হয় নাই। পূর্বের প্রত্যেক নবীকে প্রেরণ পূর্বক আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বলিতেন, আপনি আপনার উম্মতের উপর সাক্ষী স্বরূপ থাকিবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে সকল মানুষের উপর সাক্ষীস্বরূপ জানাইয়াছেন। পূর্বের প্রত্যেক নবীকে এই কথা বলিয়া দেওয়া হইত যে, তোমার জন্য কঠিন কোন বিধান দেওয়া হয় নাই তোমার দ্বীনের মধ্যে। আর এই উম্মৎকে উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ তিনি তোমাদিগের জন্য কঠিন কোন বিধান দেন নাই তোমাদিগের দ্বীনে; পূর্বের প্রত্যেক নবীকে বলা হইয়াছিল যে, তুমি আমাকে ডাক, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিব। পক্ষান্তরে এই উম্মতকে বলা হইয়াছে যে, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদিগের ডাকে সাড়া দিব। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "বিশেষ চারটি বিষয় এমন রহিয়াছে যাহার একটি একমাত্র আমার জন্য নির্দিষ্ট, একটি আপনার জন্য, একটি আপনার এবং আমার জন্য, আর একটি আপনার এবং আমার বান্দাগণের জন্য। যেইটি একমাত্র আমার জন্য নির্দিষ্ট সেইটি হইল, আমার সহিত কাউকে শরীক করিবেন না। আপনার প্রতি আমার কর্তব্য হইল আপনার পুণ্যের যথাযথ পুরস্কার দান করিব। আপনার এবং আমার মধ্যে যেইটি সেইটি হইল আপনি আমার নিকট দু'আ করিলে তাহা আমার কবুল করা। আর আপনার এবং আমার বান্দাদিগের মধ্যে যেইটি সেইটি হইল আপনি তাহাদিগরে জন্য এমন জিনিস পছন্দ করিবেন যাহা আপনি নিজের জন্য পছন্দ করেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ মুআবিয়া (র) ..... নুমান ইব্ন বশীর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ দু'আ ইবাদতই। অত:পর তিনি পাঠ করেন ঃ

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ-

অর্থাৎ তোমরা আমার নিকট দু'আ কর আমি তোমাদিগের দু'আ কবুল করিব। যাহারা অহংকার করিয়া আমার ইবাদতে বিমুখ হইবে উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে লাঞ্ছিত হইয়া।

আসহাবে সুনান তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্ন মাজা, ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) প্রমুখও তাহাদের হাদীসে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী বলিয়াছেন, হাদীসটি সহীহ, উত্তম।

শু'বার হাদীসে আ'মাশ (র) সূত্রে যর্ (র) হইতে ইব্ন জারীর, নাসায়ী, তিরমিযী ও আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইব্ন ইউনুস (রা) ..... যর্ (র) হইতে উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন হাব্বান ও হাতিম (র) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়ছেন এবং হাতিম বলেন, এই হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

ইমাম আহমদ (র) বলেন অকী' (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করে না আল্লাহ্ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।" একমাত্র আহমদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীসটির সনদের মধ্যে কোন রকমের দুর্বলতা নাই।

ইমাম আহমদ (র) .....আবূ হুরায়য়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে না তাহার প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন।"

উল্লেখ্য যে, আবূল মালিহ নামক রাবীর আসল নাম হইল ছুবাইহ এবং আবূ সালিহ-এর লকব হইল খাওজী। কেননা তিনি বসবাস করিতেন খাওজ নামক গিরিপথে। তাই তাহার নাম হইয়াছে আবূ সালিহ খাওজী। বাযযার স্বীয় মুসনাদের মধ্যে ইহা বলিয়াছেন।

অনুরূপ একটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, আবূল মালিহ ফারেসী আবূ সালিহ খাওজী (র) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন: "যে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে না তাহার প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন।

হাফিজ আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবন আব্দুর রহমান রামহুরমযী ..... মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিমা আনসারী (র) মৃত্যুবরণ করার পর তাঁহার তরবারীর কো ? হইতে এক টুকরা লেখা কাগজ উদ্ধার করা হয়। যাহাতে লেখা ছিল যে, বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম–পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমি শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন ঃ "তোমার প্রভুর করুণাসিক্ত মুহূর্তগুলি সন্ধান করিতে থাক। হয়ত তুমি এমন একটি সময়ে প্রার্থনা করিয়া বসিবে, যখন প্রভু স্বীয় করুণায় তাহা কবুল করিয়া থাকিবেন। তখন তুমি এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে যাহার পরে কখনো আর তোমাকে দুঃখ ও আফসোস করিতে হইবে না।"

আলোচ্য আয়াতটির দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে যে, إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ যাহারা অহংকার করিয়া আমার ইবাদত হইতে বিমুখ হইবে। অর্থাৎ অহংকার বশত আমার নিকট দু'আ করা হইতে এবং আমর একত্ববাদীতা স্বীকার করিতে বিমুখ হইবে, তাহারা অতিসত্বর চরম লাঞ্ছিত হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

যেমন ইমাম আহমদ (র) ..... শুআ'ইবের পিতা সূত্রে নবী (সা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন অহংকারীরা পিঁপড়ার আকারে উঠিবে, ক্ষুদ্র হওয়ায় কারণে সবকিছুই তাহাদেরকে পদদলিত করিবে। অবশেষে জাহান্নামের 'বুলাস' নামক জেলখানায় উহাদিগকে নিক্ষেপ করা হইবে। আগুনের ক্ষিপ্র লেলিহান শিখা উহাদিগের মাথার উপরে দাউ দাউ করিতে থাকিবে। জাহান্নামীদের রক্ত, পুঁজ পায়খানা ও পেশাব উহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে।

ইবন আবূ হাতিম (র)..... জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমি রোমে কাফিরদিগের হাতে বন্দী হইয়াছিলাম। বন্দী অবস্থায় একদিন আমি শুনিতে পাই, অদৃশ্য হইতে কে যেন উচ্চস্বরে বলিতেছে ঃ হে প্রভু! আমি বিস্ময় বোধ করিতেছি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে তোমাকে চিনিয়াও অন্য কোন সত্তার নিকট সাহায্য কামনা করে। হে প্রভু! আমি বিস্ময়বোধ করিতেছি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে তোমাকে চিনিয়াও অন্য কোন সত্তার নিকট স্বীয় অভাব পুরণের জন্য আবেদন পেশ করে। অত:পর অল্প বিরতির পর আরো উচ্চ স্বরে বলিতে থাকে, আমি অতি বিস্ময়বোধ করিতেছি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে ব্যক্তি তোমাকে চিনিয়াও অন্যের সন্তুষ্টি লাভের জন্য এমন কার্য সম্পাদন করে, যাহাতে তুমি অসন্তুষ্ট হইয়া থাক। এই কথাগুলি শুনিয়া আমি দরাজগলায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি জ্বিন, না মানুষ? উত্তরে বলা হইল, মানুষ। তুমি ঐ সব বিষয়ে চিন্তা বাদ দিয়া যাহা সত্যিকার অর্থে তোমার উপকারে আসিবে না কেবল ঐ সকল কর্মে তুমি মশগুল থাক, যাহা সত্যিকার অর্থে তোমার উপকারে আসিবে।

(٦١) اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا، اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝

(٦٢) ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝

(٦٣) كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝

(٦٤) اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ، ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(٦٥) هُوَ الْحَىُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৬১. আল্লাহ্ই তোমাদিগের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি এবং দিবসকে করিয়াছেন অলোকোজ্জ্বল। আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৬২. এই তো আল্লাহ্, তোমাদিগগের প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সুতরাং তোমরা কিভাবে বিপথগামী হইতেছ?

৬৩. এইভাবেই বিপথগামী হয় তাহারা, যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।

৬৪. আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করিয়াছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদিগের আকৃতি গঠন করিয়াছেন এবং তোমাদিগের আকৃতি করিয়াছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদিগকে দান করিয়াছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক। এই তো আল্লাহ্, তোমাদিগের প্রতিপালক। কত মহান জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্।

**৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। সুতরাং তাঁহাকেই ডাক তাহার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া। প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই প্রাপ্য।**

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মাখ্লুকের উপর তাঁহার অনুগ্রহের কথা বিবৃত করিয়া বলেন, তিনি রাত্রকে প্রশান্তি ও আরাম গ্রহণের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে পরিশ্রান্ত মানুষ দিনভর শ্রম দানের পর রাতের নিঝঝুম আঁধারে গভীর ঘুমের মাধ্যমে দিনের সকল শ্রান্তি ও ক্লান্তি দুর করিতে পারে। আর দিবসকে করিয়াছেন উজ্জ্বল, যাহাতে মানুষ দিনের আলোর সাহায্যে কাজ-কর্মে ও ব্যবসার জন্য দূর দেশে সফর করিতে পারে। দিবসেই মানুষ অর্থ সঞ্চয়ের জন্য কাজ কর্ম করিয়া থাকে।

اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ এই সকল জিনিস যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি এই সকল পরিচালিত করেন তিনিই আল্লাহ্, একক-অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক নাই।

فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ অর্থাৎ সুতরাং তোমরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কিভাবে দেব-দেবীদিগকে পূঁজা করিতেছ? যাহারা কোন জিনিস সৃষ্টি করিতে পারে না; বরং উহারা সকলে তাহারই মাখলূক। ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ

كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ অর্থাৎ ইহারা যেইভাবে গাইরুল্লাহ-কে উপাসনা করে ইহাদিগের পূর্বেও লোকেরা এইভাবে গাইরুল্লাহ-এর উপাসনা করিত। উহাদিগের নিকট কোন দলীল ছিল না; বরং অজ্ঞতা ও গোঁড়ামী বশত তাহারা গাইরুল্লাহ-এর উপাসনা করিত। আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ তাহারা অযৌক্তিক দলীল ও তর্কের মাধ্যমে উপেক্ষা করিয়া চলিত।

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে যে, اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا অর্থাৎ পৃথিবীকে তিনি স্থির, সমতল ও দৃঢ় করিয়া তৈরি করিয়াছেন— যাহাতে ইহা বাসোপযোগী ও চলাফেরার উপযুক্ত হয়। তিনি পৃথিবীর বুকে পর্বতমালাকে পেরাগরূপে গাড়িয়া দিয়াছেন– যাহাতে পৃথিবী না হেলে না দোলে।

وَالسَّمَاءَ بِنَاءً অর্থাৎ আর আকাশকে পৃথিবী রক্ষার্থে ছাদরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ অর্থাৎ আর তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন উত্তম

আকৃতিতে। এমন আকৃতি ও অবয়বে তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা নিখুঁত ও চিত্তাকর্ষক।

وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ অর্থাৎ এবং তিনি তোমাদিগের জীবনোপকরণ হিসাবে তোমাদিগেকে দান করিয়াছেন উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয়। তিনিই তোমাদিগের বাসস্থান ও খাদ্যের সংস্থান করেন। অতএব তিনি সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা।

যেমন সূরা বাকারার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ- الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তোমারা মুত্তাকী হইতে পার। তিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করিয়াছেন। আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করাইও না।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির কথা বর্ণনাপূর্বক বলেন, ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ এই তো আল্লাহ্, তোমাদিগের প্রতিপালক, যিনি কত মহান, কত পবিত্র। তিনি মহাবিশ্বের সবকিছুর প্রতিপালক।

অত:পর বলা হইয়াছে ঃ هُوَالْحَىُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ তিনি চিরঞ্জীব— পূর্বেও ছিলেন পরেও থাকিবেন, তিনি কখনো তিরোহিত হইবেন না এবং কেহ তাহাকে তিরোহিত করানোর শক্তিও রাখে না। শুরু, শেষ প্রকাশ্য ও গোপন সর্বত্র তিনি।

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ তাঁর কোন উপমা উদাহরণ নাই। فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ। অর্থাৎ সুতরাং তাঁহার একত্ববাদীতা স্বীকার করত তাহার নৈকট্য অর্জন কর। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, বিশ্বজগতের প্রতিপালক তিনিই—সকল প্রশংসা একমাত্র প্রাপ্য তাঁহার।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আলিমগণের একটি দল আদেশ করিয়াছেন যে, যে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ। বলিবে সে সাথে সাথে ইহাও বলিবে যে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ। ইহাতে এই আয়াতের উপর আমলও হইয়া যাইবে। অতপর তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ। বলিবে সে যেন ইহার পর বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ। আর উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে ইহার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে? আবূ ওসামা (র) প্রমুখ ..... সায়ীদ ইব্‌ন জুবাইর

(র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন তুমি فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ পাঠ করিবে তখন বলিবে لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ এবং তাহার পরে বলিবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইব্ন নুসাইর (র) ...... আবূয যুবাইর মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন বাদর মক্কী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লা ইব্ন যুবাইর (রা) প্রত্যেক (ফরয) সালাতের শেষে সালাম ফিরানোর পর এই দু'আটি পড়িতেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ـ لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ـ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ـ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ এবং বলিতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও প্রত্যেক (ফরয) সালাতের পর এই দু'আটি পাঠ করিতেন। মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী .... আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইর হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক (ফরয) সালাতের পর এই দু'আটি لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ শেষ পর্যন্ত পাঠ করিতেন।

(٦٦) قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ؗ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(٦٧) هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

(٦٨) هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

৬৬. বল, আমার প্রতিপালকের নিকট হইতে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসিবার পর তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাকে আহ্বান কর, তাহার ইবাদত করিতে

আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে।

**৬৭. তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে, পরে শুক্রবিন্দু হইতে, তারপর আলাকা হইতে, তারপর তোমাদিগকে বাহির করেন শিশুরূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ। তোমাদিগের মধ্যে কাহারও ইহার পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং ইহা এইজন্য যে, তোমরা নির্ধারিত কালপ্রাপ্ত হও এবং যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার।**

**৬৮. তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।**

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি এই সকল মুশরিকদিগকে বল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ব্যতীত যে কোন দেব-দেবী ও প্রতীমা-প্রতিকৃতির উপাসনা করিতে বারণ করিয়াছেন। কেননা তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উপাসনার উপযুক্ত নহে।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় আদেশের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদানপূর্বক বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا -

অর্থাৎ তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে, পরে শুক্রবিন্দু হইতে, পরে জমাট রক্ত হইতে, তারপর তোমাদিগকে বাহির করেন শিশুরূপে, তারপর তোমরা হও যৌবনপ্রাপ্ত, তারপর উপনীত হও বার্ধক্যে। এইভাবে তিনি রূপান্তরপূর্বক মানুষকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইহা তাহার তদবীর ও কুদ্‌রতের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ তোমাদিগের মধ্যে কেহ অকালে গর্ভপাত হইয়া মারা যায়, কেহ ভূমিষ্ট হওয়ার পর মারা যায়। কাহারো জীবন অকালে ঝরিয়া যায়। অর্থাৎ কেহ শিশুকালে, কেহ কিশোর বয়সে এবং কেহ যৌবনে— পূর্ণ বয়:প্রাপ্তির পূর্বে ইহধাম ত্যাগ করিয়া পরপারে পাড়ি জমায়। তথা অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَانَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে তোমাদিগের মা'দিগের উদরে বেশ কিছু দিন অতিবাহিত করাই যাহাতে তোমরা ভূমিষ্ট হওয়ার নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও। আর আলোচ্য আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ

لِتَبْلُغُوْا اَجَلاً مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ যাহাতে তোমরা তোমাদিগের নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন تَعْقِلُوْنَ অর্থ যাহাতে তোমরা তোমাদিগের সৃষ্টি ও ভূমিষ্ট হওয়ার বিষয়ে গভীর চিন্তা কর।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ هُوَ الَّذِىْ يُحْيِى وَيُمِيْتُ অর্থাৎ তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। এই কাজে একমাত্র তিনিই সক্ষম। তিনি ব্যতীত এই কাজ সম্পাদন করার শক্তি আর কাহারো নাই।

فَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ অর্থাৎ, যখন তিনি কিছু করার স্থির করেন তখন তিনি বলেন, হও এবং উহা হইয়া যায়। তাঁহার আদেশ অমান্য করা বা উহা প্রতিরোধ করার শক্তি কাহারো নাই এবং তাহার জন্য কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

(٦٩) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ۚ ۝

(٧٠) اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۛ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۙ ۝

(٧١) اِذِ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ؕ يُسْحَبُوْنَ ۙ ۝

(٧٢) فِى الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ۚ ۝

(٧٣) ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۙ ۝

(٧٤) مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(٧٥) ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ۚ ۝

(٧٦) اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

৬৯. তুমি কি লক্ষ্য কর না উহাদিগকে যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? কিভাবে উহাদিগকে বিপথগামী করা হইতেছে ?

৭০. উহারা অস্বীকার করে কিতাব ও যাহাসহ আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা; শীঘ্রই উহারা জানিতে পারিবে—

৭১. যখন উহাদিগের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকিবে, উহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে

৭২. ফুটন্ত পানিতে, অত:পর উহাদিগকে দগ্ধ করা হইবে অগ্নিতে;

৭৩. পরে উহাদিগকে বলা হইবে, কোথায় তাহারা যাহাদিগকে তোমরা শরীক করিতে,

৭৪. আল্লাহ্ ব্যতীত? উহারা বলিবে, উহারা তো আমাদিগের নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়াছে; বস্তুত পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করি নাই। এইভাবে আল্লাহ্ কাফিরদিগকে বিভ্রান্ত করেন।

৭৫. ইহা এই কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করিতে এবং এইজন্য যে, তোমরা দম্ভ করিতে;

৭৬. তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর উহাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য, আর কতই না নিকৃষ্ট উদ্ধতদিগের আবাসস্থল!

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, হে মুহাম্মদ! যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে এবং যাহারা সত্যের ব্যাপারে মিথ্যা কুটতর্কে লিপ্ত হইয়া থাকে তাঁহারা কিভাবে নিজেদের মেধা হিদায়াতের পথ হইতে ভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করিতেছে।

اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتَابِ وَبِمَا اَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا অর্থাৎ উহারা অস্বীকার করে কিতাবকে এবং আমার রাসূলগণকে আমি যে হিদায়াত ও দলীলসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা।

فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ইহা সাবধানবাণীস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, উহাদিগের এই গর্হিত কাজের জন্য উহারা অতিসত্বর আল্লাহ্র শাস্তি ও ক্রোধে নিক্ষিপ্ত হইবে। যেমন– অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ অস্বীকারকারীদিগের জন্য রহিয়াছে আল্লাহ্র অভিশাপ।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন اِذِ الْاَغْلَالُ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ। অর্থাৎ যখন উহাদিগের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকিবে এবং যখন জাহান্নামের দারোগা উহাদিগকে একবার টানিয়া নিয়া ফুটন্ত পানির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং আর একবার নিয়া জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে– তাই বলা হইয়াছে يُسْحَبُوْنَ فِى الْحَمِيْمِ।

ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ উহাদিগকে টানিয়া নিয়া যাওয়া হইবে ফুটন্ত পানিতে। অত:পর উহাদিগকে দগ্ধ করা হইবে অগ্নিতে। যেমন কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ

অর্থাৎ ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহা অপরাধীরা অবিশ্বাস করিত; উহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের যাক্কুম ভক্ষণ ও তপ্ত পানি পান করার কথা বলিয়া বলেন যে, ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ অর্থাৎ পরে উহাদিগেকে লইয়া যাওয়া হইবে জাহান্নামে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা আরো বালিয়াছেন যে,

وَاَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ....... ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ - لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ - فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ - فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ - فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ -

অর্থাৎ উহারা থাকিবে জাহান্নামে, যেখানে থাকিবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানি, কৃষ্ণবর্ণ ধুম্রের ছায়া, যাহা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়। পার্থিব জীবনে উহারা মগ্ন ছিল বিলাসিতায় এবং অনমনীয়ভাবে লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে। উহারা বলিত, আমরা মরিয়া অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হইলেও কি পুনরুত্থিত হইব? এবং আমাদিগের পূর্বপুরুষগণও? বল, পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ সকলকে একত্রিত করা হইবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে; অত:পর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীগণ! তোমরা অবশ্যই আহার করিবে যাক্কুম বৃক্ষ হইতে এবং উহা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করিবে। তারপর তোমরা পান করিবে অত্যুষ্ণ পানি– পান করিবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়। কিয়ামতের দিন ইহাই হইবে উহাদিগের আপ্যায়ন।

অন্যত্র আরো বলিয়াছেন যে,

اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْاَثِيْمِ - كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ - خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ - ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ - ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ - اِنَّ هٰذَا مَاكُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ -

অর্থাৎ যাক্কুম বৃক্ষ হইবে পাপীর খাদ্য; গলিত তাম্রের মত, উহা উহার উদরে ফুটিতে থাকিবে ফুটন্ত পানির মত। আমি বলিব, উহাকে ধর এবং ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাও জাহান্নামের মধ্যে। অত:পর উহার মস্তকে ফুটন্ত পানি ঢালিয়া দিয়া শাস্তি দাও এবং বল, আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। তোমরা তো ঐ শাস্তি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলে।

ইহা উহাদিগকে অসম্মান, অপমান, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া বলা হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... ই'য়ালা ইব্ন মুনাব্বাহ হইতে একটি মারফূ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামীদিগের জন্য এক প্রান্ত হইতে কাল এক ফালি মেঘ প্রকাশ করিবেন। অত:পর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, হে জাহান্নামীরা! এই মুহূর্তে তোমরা কি চাও? তাহারা মেঘ দেখিয়া দুনিয়ার জীবনের মত ভাবিয়া বলিবে, আমরা চাই মেঘের বর্ষিত পানীয়। অত:পর তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের উপর বেড়ি ও শৃংখল বর্ষিত হইতে থাকিবে; যাহা উহাদিগের বেড়ি ও শৃংখলসমূহের সহিত সংযোজিত হইবে। আর ইহার সাথে সাথে অগ্নি পাথর বর্ষিত হইতে থাকিবে। এই হাদীসটি দুর্বল।

ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ অত:পর উহাদিগকে বলা হইবে কোথায় তোমাদিগের সেই সকল দেব-দেবীরা, আল্লাহ্কে রাখিয়া তাহাদিগকে তোমরা উপাসনা করিতে? কেন আজ উহারা তোমাদিগের সাহায্য করিতেছে না?

قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا অর্থাৎ উহারা বলিবে, উহারা তো আমাদিগের নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। উহারা আমাদিগের সাহায্যে আগাইয়া আসিতেছে না।

بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا অর্থাৎ বস্তুত পূর্বে আমরা এমন কিছুকে আহ্বান করি নাই, যাহার কোন সত্তা ছিল। যেমন– অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ তাহারা বলিবে, হে প্রতিপালক! তোমার শপথ, আমরা মুশরিক ছিলাম না।

তাই বলা হইয়াছে যে, كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكَافِرِيْنَ অর্থাৎ এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে বিভ্রান্ত করেন।

ذٰلِكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ-

অর্থাৎ ফেরেশতারা তাহাদিগকে বলিবে, এই পরিণাম তোমাদিগের এই জন্য যে তোমরা পৃথিবীতে অযথা আনন্দ করিতে ও দম্ভ করিতে,

اُدْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ-

অর্থাৎ উহাদিগকে বলা হইবে, জাহান্নামে প্রবেশ কর, উহাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। অতএব যাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং নিজস্ব যুক্তি ও দর্শন মাফিক জীবন পরিচালিত করে তাহাদিগের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট এবং কত কঠিন উহাদিগের শাস্তি; আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

(٧٧) فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ○

(৭৮) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ۝

৭৭. সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি উহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি তাহার কিছু যদি তোমাকে দেখাইয়া দেই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই– উহাদিগের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

৭৮. আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাহাদিগের কাহারও কাহারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিয়াছি এবং কাহারও কাহারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করি নাই। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নহে। আল্লাহ্‌র আদেশ আসিলে ন্যায়সংগতভাবে ফয়সালা হইয়া যাইবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে তাঁহার কওমের তাঁহার রিসালাতের অস্বীকার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দান করত বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি মত তোমাকে সাহায্য করিবেন এবং বিজয় দান করিবেন এবং উত্তম পরিণাম তুমি এবং ইহকালে যাহারা তোমার অনুসরণ করিয়াছে তাহারা প্রাপ্ত হইবে।

فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ অর্থাৎ আমি উহাদিগকে যে শাস্তির কথা বলিয়াছি তাহার কিছু যদি আমি তোমাকে দুনিয়ায় প্রদর্শন করাই। যথা বদরের দিন কাফিরদিগের বড় বড় নেতা ও যোদ্ধা মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হইয়াছিল এবং বন্দী হইয়াছিল। কাফির বাহিনী ঐ দিন এক চরম লজ্জাষ্কর পরাজয় বরণ করিয়াছিল। ধারাবাহিকভাবে একদিন মুসলমানরা মক্কা নিজয় করে এবং বিজয়ের অপ্রতিরোধ্য ধারায় সমগ্র আরব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবিতাবস্থায়ই তাঁহার শাসনাধিকারে চলিয়া আসে।

أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ অর্থাৎ তাহার পূর্বে যদি মৃত্যু ঘটাই— উহাদিগের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। অতএব আখিরাতে তাহারা মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করিবে।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্তনা সূচক বলেন وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ অর্থাৎ আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাহাদিগের কাহারও কাহারও কথা তোমার নিকট বিবৃত

করিয়াছি। যথা সূরা নিসার মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে যাহাদিগের কথা আলোচিত হইয়াছে তাহাদিগের জীবনের প্রতি লক্ষ্য কর যে, উহাদিগের কওম উহাদিগের বিরুদ্ধে কত ধরনের ষড়যন্ত্র করিয়াছে এবং কত ধরনের ভোগান্তি উহাদিগকে পোঁহাইতে হইয়াছে। তবে আল্লাহ্‌র নুসবত উহাদিগের উপর সর্বদা ছায়া হইয়া থাকিত। আর পরকালের উত্তম পরিণাম উহাদিগের জন্য তো আছেই।

وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ অর্থাৎ যে সকল নবীগণের ব্যাপারে আপনাকে বলা হইয়াছে তাহাদিগের অপেক্ষায় যাহাদিগের ব্যাপারে আপনাকে বলা হয় নাই তাহাদিগের সংখ্যা বহুগুণে বেশী। সূরা নিসার ব্যাখ্যায়ও এই বিষয় ব্যাপক আলোচনা করা হইয়াছে। সমস্ত (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌র।)

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ কোন নবীর পক্ষে আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন মু'জিযা উপস্থিত বা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। যাহা তাঁহার নবুয়তের সত্যতার ব্যাপারে দলীলস্বরূপ প্রতীয়মান হয়।

فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র আযাব আসিয়া মিথ্যাবাদীদিগকে ঘিরিয়া ধরে তখন قُضِىَ بِالْحَقِّ কেবল মু'মিনরা বাঁচিয়া যায় এবং ধ্বংসে নিপতিত হয় কাফিরেরা।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ অর্থাৎ তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৭৯) اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝

(৮০) وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۝

(৮১) وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ فَاَىَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ۝

৭৯. আল্লাহ্‌ই তোমাদিগের জন্য আন'আম সৃষ্টি করিয়াছেন, কতক আরোহণ করিবার জন্য এবং কতক তোমরা আহারও করিয়া থাক।

৮০. ইহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকার, তোমরা যাহা প্রয়োজন বোধ কর, ইহা দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া থাক এবং ইহাদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদিগকে বহন করা হয়।

৮১. তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য বলেন যে, তিনি তোমাদিগের জন্য আন'আম সৃষ্টি করিয়াছেন। আন'আম অর্থ উট, গরু ও ছাগল। যাহা সওয়ারী ও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। উটের উপর সওয়ার হয়, উহার গোস্ত ভক্ষণ করা হয়, উহার দুধ দোহাইয়া পান করা হয় এবং অতি আরামে ও ক্ষিপ্রতায় দীর্ঘ সফরে উহার পিঠে ভারি বোঝা লইয়া সওয়ার হওয়া যায়। অর্থাৎ বোঝা ও মাল পরিবহণ হিসাবে উহা ব্যবহৃত হয়।

আর গরুর গোস্ত খাওয়া হয়, উহার দুধ পান করা হয় এবং যমীন চাষ করিতে উহা হালে জোড়া হয়। এইভাবে ছাগলের গোস্ত খাওয়া হয় এবং উহার দুধ পান করা হয়। আবার প্রত্যেকটির পশম দ্বারা বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস তৈরী করা হয়। যথা এই বিষয়ে সূরা আন'আম ও সুরা নহলের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ-

অর্থাৎ কতক আরোহণ করিবার জন্য ও কতক আহার করিবার জন্য। ইহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকার, তোমরা যাহা প্রয়োজন বোধ কর ইহাদিগের দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া থাক।

وَيُرِيْكُمْ اٰيَاتِهٖ অর্থাৎ উহার অস্তিত্বের নিদর্শন মর্তলোক ও উর্ধ্বলোকের প্রতি বিন্দুতে মূর্ত হইয়া রহিয়াছে।

فَاَىَّ اٰيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ অর্থাৎ ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রদর্শন ব্যতীত যুক্তির বিচারে আল্লাহ্র কোন্ কুদরত ও নিদর্শন তোমরা অস্বীকার করিবে?

(৮২) اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

(٨٣) فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَرِحُوا۟ بِمَا عِندَهُم مِّنَ
ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

(٨٤) فَلَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ
مُشْرِكِينَ ۝

(٨٥) فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى
قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَٰفِرُونَ ۝

৮২. উহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ও দেখে নাই উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের কী পরিণাম হইয়াছিল? পৃথিবীতে তাহারা ছিল উহাদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। তাহারা যাহা করিত তাহা তাহাদিগের কোন কাজে আসে নাই।

৮৩. উহাদিগের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদিগের রাসূল আসিত তখন উহারা নিজদিগের জ্ঞানের দম্ভ করিত। উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহাই উহাদিগকে বেষ্টন করিল।

৮৪. অত:পর উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন বলিল, আমরা এক আল্লাহ্‌তেই ঈমান আনিলাম এবং আমরা তাঁহার সহিত যাহাদিগকে শরীক করিতাম তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম।

৮৫. উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন উহাদিগের ঈমান উহাদিগের কোন উপকারে আসিল না। আল্লাহ্‌র এই বিধান পূর্ব হইতে তাঁহার বান্দাদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে এবং সেইক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাফসীর ঃ এইস্থানে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল লোকদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন যাহারা পূর্বকালে তাহাদিগের নবীগণকে অস্বীকার করিয়াছিল। অত:পর বলেন, তবে তাহারা কি তাহাদিগের অস্বীকার করণ ও মিথ্যাবাদীতার জন্য কম ভোগান্তি পোঁহাইয়াছে? অথচ তাহারা সংখ্যায় ছিল অধিক, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যের অধিকারী এবং শক্তিতে ছিল প্রবল। এই সকল জিনিস উহাদিগকে আল্লাহ্‌র আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। এই সকল জিনিস উহাদিগের কোন উপকারেই আসে নাই। মূলত এই সকলকে ধ্বংস করিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল। কেননা যখন

তাহাদিগের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার কোন রাসূল বা প্রতিনিধি তাঁহার সত্যতার প্রমাণে স্পষ্ট দলীল ও অকাট্য প্রমাণসহ আবির্ভূত হইতেন তখন তাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ জ্ঞান করিত। উপরন্তু তাহারা নিজেদের জ্ঞানের গরিমায় নবী পয়গামকে এতটুকু শ্রদ্ধার নযরে দেখার সৌজন্যতাটুকু প্রদর্শন করিত না।

মুজাহিদ (রা) বলেন, তাহারা বলিত যে, আমরা মহাজ্ঞানী, পরকালে পুণ্যের পুরস্কার ও শাস্তির কথা আমরা বিশ্বাস করি না।

সুদ্দী (রা) বলেন, তাহারা তাহাদিগের জ্ঞানের গরিমায় আত্মহারা হইয়াছিল। অথচ অজ্ঞতার চরমে তাহারা পৌঁছিল। অত:পর তাহাদিগের উপর এমন শাস্তি আপতিত করা হয় যাহার স্বাদ ইহার পূর্বে আর অন্য কোন জাতি গ্রহণ করে নাই।

وَحَاقَ بِهِمْ অর্থাৎ উহাই তাহাদিগকে বেষ্টন করিল مَاكَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا অর্থাৎ অত:পর উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ তখন বলিত, আমরা এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস করিলাম এবং আমরা তাঁহার সহিত যাহাদিগকে শরীক করিতাম তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম। অথচ সেই সময় আর তাহাদিগের অনুশোচনা ও অনুনয়-আবেদন কোন কাজে আসিবে না।

যথা ফিরাউন ডুবিয়া মৃত্যুবরণ করার প্রাক্কালে বলিয়াছিল ঃ

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ আমি বিশ্বাস করিলাম যে, বনী ইস্রাইল যাহাতে বিশ্বাস করে তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত।

পরবর্তী আয়াতে আরো বলা হইয়াছে যে, اٰلْاٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ। এখন? ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করিয়াছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অর্থাৎ তাহার দু'আ আল্লাহ্ কবুল করিয়াছিলেন না। কেননা মূসা (আ) তাহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া আল্লাহ্র নিকট বলিয়াছিলেন ঃ

وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَايُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ- অর্থাৎ উহাদিগের হৃদয় মোহর করিয়া দাও, উহারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করিবে না।

অনুরূপভাবে এই স্থানেও বলা হইয়াছে যে,

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ অর্থাৎ উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন উহাদিগের বিশ্বাস

উহাদিগের কোন উপকারে আসিল না। আল্লাহ্‌র এই বিধানই পূর্ব হইতে তাঁহার বান্দাদিগের মধ্যে অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ শাস্তি উপস্থিত হইয়া যাওয়ার পর শাস্তিতে পরিবেষ্টিত প্রত্যেকের জন্য এই বিধান কার্যকরী হইয়া থাকে। অতএব আল্লাহ্ তাহার বিধান মাফিক সেই সময় উহাদিগের তাওবা কবুল করেন না। যেমন হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে যে, "আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যু উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির তাওবা গরগরার পূর্ব সময় পর্যন্ত কবুল করিয়া থাকেন।"

অর্থাৎ যখন গরগরা শুরু হইয়া যায়, রূহ হলকূম পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় এবং যখন সে স্বচক্ষে রূহ কব্‌যাকারী ফেরেশ্‌তাকে দেখিতে থাকে, তখন আর তাওবা কবুল করা হয় না।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُوْنَ

অর্থাৎ তখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

॥ সূরা মু'মিন সমাপ্ত ॥

# সূরা হা-মীম আস্‌সাজ্‌দা

৫৪ আয়াত, ৬ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) حٰمٓ ۝

(٢) تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

(٣) كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

(٤) بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝

(٥) وَ قَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَ فِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ۝

১. হা-মীম,

২. ইহা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হইতে অবতীর্ণ।

৩. ইহা এক কিতাব, বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে ইহার আয়াতসমূহ, আরবী ভাষায় কুরআনরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য

৪. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিমুখ হইয়াছে। সুতরাং উহারা শুনিবে না।

৫. উহারা বলে, তুমি যাহার প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ সে বিষয়ে আমাদিগের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও

আমাদিগের মধ্যে আছে অন্তরাল; সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদিগের কাজ করি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন حٰمٓ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অর্থাৎ কুরআন দয়াময়, পরমদয়ালুর নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ বল, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে জিবরাঈল সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন।

অন্য আয়াতে আরো বলা হইয়াছে ঃ

وَاِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ-

অর্থাৎ আল কুরআন তো বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ হইতে নাযিল হইয়াছে। জিবরাইল ইহা অবতীর্ণ কারিয়াছেন তোমার হৃদয়ে, যাহাতে তুমি সতর্ককারী হইতে পার।

كِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰيَاتُهُ অর্থাৎ ইহার বিষয় ও বিধানসমূহ বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا অর্থাৎ কুরআনের ভাষা আরবী উহার শব্দের গাথুনী মযবুত এবং উহার ভাব স্পষ্ট ও সাবলীল। যেমন কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

كِتَابٌ اُحْكِمَتْ اٰيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ

অর্থাৎ যিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ, এই কিতাব তাঁহার নিকট হইতে; ইহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট সুবিন্যস্ত করা হইয়াছে ও পরে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। এক কথায় উহা শব্দ ও অর্থের দিক দিয়া জীবন্ত একটি মু'জিযাস্বরূপ।

আরো বলা হইয়াছে যে,

لَايَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ -

অর্থাৎ পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী কোন মিথ্যা হইতে প্রক্ষিপ্ত হইবে না। ইহা প্রজ্ঞাময় প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ।

لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ অর্থাৎ যাহাতে বিজ্ঞ আলিম বা জ্ঞানী সম্প্রদায় ইহার অর্থ ও ভাব-বিষয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا অর্থাৎ ইহা কখনো সুসংবাদ দান করে মু'মিনদিগকে এবং আবার কখনো ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করে কাফিরদিগের উদ্দেশ্যে।

فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُوْنَ অর্থাৎ কিন্তু কুরাইশদিগের অধিকাংশ ইহার ভাব ও বিষয় বুঝার চেষ্টা করে না।

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِىْ أَكِنَّةٍ অর্থাৎ সে বিষয়ে আমাদিগের অন্তর গাফিলতির আতিশয্যে আবরণ আচ্ছাদিত– مِمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِىْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ উহারা বলিল তুমি যাহার প্রতি আমাদিগেকে আহ্বান করিতেছ সে বিষয়ে আমাদিগের কর্ণে আছে বধিরতা।

وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ এবং তোমার এ আমাদিগের মধ্যে অন্তরাল থাকার কারণে তোমার আহ্বান আমাদিগের পর্যন্ত পৌঁছায় না। فَاعْمَلْ اِنَّنَا عَامِلُوْنَ সুতরাং তুমি তোমার পথে চল এবং আমরা আমাদিগের পথে চলি– তোমার আনুসরণ করার কোন ইচ্ছা আমাদিগের নাই।

আবদ ইব্ন হুমাইদ (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, ইবন আবূ শাইবাহ (র)..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন কুরাইশরা একত্রিত হইয়া পরামর্শ করে যে,আমাদিগের মধ্যে কবিতা আবৃত্তি ও রচনায় এবং যাদু ও ভবিষ্যৎ বলায় যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ তাহাকে লইয়া আমরা তাহার (মুহাম্মদ (সা) এর নিকট যাইব। যে ব্যক্তি আমাদিগের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ও আমাদিগের সংহতির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে আর আমাদিগের ধর্মের মধ্যে দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করিতেছে, সে তাহার সহিত তর্ক করিয়া তাহাকে হারাইয়া দিবে। সকলে একবাক্যে বলিল যে, আমাদিগের এমন যোগ্যতর ব্যক্তি উত্বাহ ইব্ন রবিআ ব্যতীত অন্য কেহ নাই। অত:পর সকলে মিলিয়া উত্বাহ এর নিকট আসিয়া তাহাদিগের প্রোগ্রামের কথা তাহাকে জানায় এবং সে সকলের আর্জির মুখে তাহাদিগের কথা রাখিতে বাধ্য হয়। এক পর্যায়ে সে প্রস্তুতি নিয়া এই উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলে যে, হে মুহাম্মদ! বল, তুমি ভাল না (তোমার পিতা) আব্দুল্লাহ ভাল? তিনি কোন উত্তর না দিয়া নিশ্চুপ থাকেন। সে আবার জিজ্ঞাসা করে যে, আচ্ছা বল, তুমি ভাল না (তোমার দাদা) আব্দুল মুত্তালিব ভাল? এইবারও রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়া নীরবতা অবলম্বন করেন।

অত:পর সে বলিতে থাকে যে, তুমি যদি তোমার পিতা ও দাদাকে তোমা অপেক্ষা ভাল মনে করিয়া থাক তাহা হইলে তুমি ভাল করিয়াই জান যে, তাহারা যে সকল উপাস্যকে পূজা করিত আমরাও তাহাদিগকেই পূজা করিয়া থাকি; অথচ তুমি ঐ সকল উপাস্যদিগের ত্রুটি অন্বেষণে তৎপর রহিয়াছ। আর যদি তুমি উহাদিগের অপেক্ষা নিজেকে ভাল মনে করিয়া থাক তবে তাহাও আমাদিগকে বল, আমরা তোমার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি। খোদার কসম! পৃথিবীর কোন লোক তোমার চাইতে নিজ কওমের এত বেশী ক্ষতি আর করে নাই। তুমি আমাদিগের ঐক্যের মধ্যে বিশাল ফাটল সৃষ্টি করিয়াছ —তুমি আমাদিগের ঐক্যের সূত্র ছিন্ন করিয়াছ। তুমি আমাদিগের ধর্মের দোষ অন্বেষণ করিতেছ। তুমি সমগ্র আরবে আমাদিগের নামে বদনাম ছড়াইয়া দিয়াছ। তোমার জন্য আরব ব্যাপিয়া এই কথা ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, কুরাইশ বংশের

মধ্যে একজন যাদুকরের এবং ভবিষ্যৎ বক্তার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এখন আমরা পরস্পরে তরবারি লইয়া একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত একটা পর্যায়ে যাইয়া পৌঁছিয়াছি। তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার দূরভিসন্ধিতে লিপ্ত রহিয়াছ।

শোন! (এইসব হইতে তুমি বিরত থাক।) তোমার যদি অঢেল সম্পদের লালসা থাকে তবে বল, আমরা সকলে মিলিয়া তোমাকে এই পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ করিয়া দিব, যাহা তোমাকে আরবের সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তিতে পরিণত করিবে। আর যদি তোমার স্ত্রী-সম্ভোগের বাসনা থাকে তবে বল, আরবের সুন্দরী যে মেয়েটি তোমার পসন্দ হয় সেইটি তোমাকে বিবাহ করাইয়া দিব। এমনি সর্বাপেক্ষা দশটি সুন্দরী মেয়ে তোমাকে বিবাহ করাইয়া দিব।

এই দীর্ঘ ভাষণের পর তিনি ক্লান্তির নিশ্বাস লইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন, আপনার কথা শেষ? সে বলিল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, এখন আমার কথা শুনুন। অত:পর তিনি পাঠ করিতে থাকেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - حٰمٓ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হইতে فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ এই পর্যন্ত।

উতবাহ বলেন, বাস্, বাস্, ইহা ব্যতীত অন্য কিছু তোমার বলার আছে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'না।'

অত:পর তিনি কুরাইশদিগের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তাহার জন্য অপেক্ষমান সকলে বলিল, বল, কি কথা হইয়াছে ? সে বলিল, তোমরা সকলে যাহা বলিতে আমি একাই তাহা তাহাকে বলিয়াছি। সকলে বলিল, সে কি উত্তর দিয়াছে ? সে বলিল, হাঁ, উত্তর দিয়াছে বটে, কিন্তু আমি তাহার একটি শব্দও বুঝি নাই। তবে এতটুকু বুঝিয়াছি যে, সে আমাদিগকে আসমানী আযাবের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে, যাহা পূর্ববর্তী কওমে 'আদ ও কওমে সামূদের উপর আপতিত হইয়াছিল। সকলে বলিল, তোমার অকল্যাণ হউক, এক ব্যক্তি আরবী যবান– তোমার মাতৃভাষায় কথা বলিয়াছে আর বলিতেছ, তুমি তাহার কিছুই বুঝ নাই? উতবাহ বলিল, আমি সত্য বলিয়াছি, আযাব সম্বন্ধীয় ভীতি প্রদর্শন ব্যতীত আমি তাহার কোন কথাই বুঝি নাই। হাফিয আবূ ইয়া'লা মুসিলী স্বীয় মুসনাদের মধ্যেও আবূ বকর ইব্ন আবূ শাইবার সনদে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বাগভী (র) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন ফুযাইল (র) এর সনদে রেওয়ায়েতটির আংশিক দুর্বলরূপ জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ হইতে বর্ণনা করিযাছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াতটি পাঠ করিয়া فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ এই পর্যন্ত পৌঁছেন তখন উতবাহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ তাহার হাত দ্বারা চাপিয়া ধরেন এবং আর অগ্রসর না হওয়ার জন্য কসম দিতে থাকেন এবং তাহার

সহিত যে উতবাহ-এর আত্মীয় সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা তাঁহাকে স্মরণ করাইতে থাকে। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে উঠিয়া যাইয়া সোজা স্বীয় ঘরে চলিয়া যায়। আর কুরাইশদিগের সভা ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকে। ইহার প্রেক্ষিতে আবূ জাহিল কুরাইশদিগকে বলিল, আমার আশংকা হইতেছে যে, উতবাহ মুহাম্মাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সেখানের খাওয়া-দাওয়ায় তাহার লোভ ধরিয়া গিয়াছে। আর সে তো অভাবী। আচ্ছা, তোমরা আমার সাথে আস।

অত:পর তাহার নিকট গিয়া আবূ জাহিল বলিল, উতবাহ! তুমি কি আমাদিগের নিকট আসা যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছ। তাহার একটি কারণই দেখি যে, মুহাম্মাদের দস্তরখান তোমার পসন্দ হইয়াছে। আর হয়ত তাহার প্রতি তোমার কিছুটা ঝোঁকেরও সৃষ্টি হইয়াছে। তোমার যদি কোন সম্পদের প্রয়োজন হয় তবে বল, আমরা সকলে মিলিয়া পরস্পরে চাঁদা তুলিয়া তোমার অর্থ-সম্পদের সংস্থান করিয়া দিব। যাহা তোমাকে মুহাম্মাদের দস্তরখান হইতে মুখাপেক্ষিহীন রাখিবে।

এই কথা শুনিয়া উতবাহ রাগান্বিত হন এবং বলেন, আমি আর কখনো মুহাম্মাদের সহিত কথা বলিব না। আশ্চর্য! তোমরা আমার ব্যাপারে এত নিচু মন্তব্য করিতে পারিয়াছ। অথচ তোমরা জান কুরাইশ বংশের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি। তোমাদিগের সকলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাহার নিকট গিয়াছিলাম। তাহার সহিত আমার অনেক কথা হইয়াছে। আমার কথার প্রতিউত্তরে সে যাহা উদ্ধৃত করিয়া আমাকে শুনাইল তাহাতে অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। আল্লাহ্র কসম! সে কবি নয়, গণকও নয় এবং যাদুকর নয়। সে যখন একটি সূরা পাঠ করিয়া এই পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ তখন আমি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিলাম। আমার সহিত তাহার আত্মীয়তার দোহাই দিয়া আর না পড়িতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তোমরা সকলেই জান যে, মুহাম্মাদ কখনো মিথ্যা কথা বলে না। তাই আমি আশংকা করিতেছিলাম যে, আমাদিগের উপর এখনি কোন আযাব আপতিত হয় কি না। এই রেওয়ায়েতটি বায্যার ও আবূ ইয়া'লার রেওয়ায়েতের অনুরূপ। (আল্লাহ্ ভাল জানেন।)

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) তাহার সীরাত গ্রন্থে ..... মুহাম্মাদ ইব্ন কা'আব কুরাযী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশ সর্দার উতবাহ একদা কুরাইশদিগের এক সভায় আলোচনারত ছিল। সেই সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বার এক কোণায় একা একা বসিয়াছিলেন। উতবাহ কুরাইশদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছিল যে, হে কুরাইশ সকল! তোমরা যদি সকলে একমত হইয়া আমাকে মুহাম্মাদের নিকট যাইতে বল তাহা হইলে আমি তাহার নিকট যাইব এবং তাহাকে লোভ দেখাইব ও বুঝাইবার পর বলিব যে, তুমি কি তোমার কার্যক্রম হইতে বিরত হইবে? এই ঘটনাটি তখনকার যখন হাময়াহ (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবা ইসলামের

ছায়াতলে সমবেত হইয়াছেন। যাই হোক সকলে বলিল যে, হে আবূল অলীদ! তুমি তাহার নিকট যাও এবং তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা কর।

অত:পর উতবাহ উঠিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাইয়া বসিল এবং তাঁহাকে বলিল, হে ভ্রাতুস্পুত্র! উত্তম তোমার বংশ পরম্পরা। তুমি তো আমাদিগেরই একজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তুমি তোমার কওমের মধ্যে এমন আশ্চর্য এক বিষয় প্রকাশ করিয়াছ, যাহা দ্বারা কওমের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আর কওমের মধ্যে ক্ষোভেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কেননা তুমি তাহাদিগের ইলাহদিগকে এবং ধর্মকে মিথ্যা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছ। বিগতকালে যাহারা তাহাদিগের এই ধর্মের অনুসরণ করিয়াছে এবং বর্তমানে যাহারা অনুসরণ করিতেছে সকলকে তুমি কাফির বলিয়া সিদ্ধান্ত দিয়াছ। যাহা হোক আমি তোমার নিকট কয়েকটি প্রস্তাব রাখিব, তুমি উহার যে কোন একটি গ্রহণ করিবে বলিয়া আমি আশাবাদী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হে আবূল ওয়ালীদ! প্রস্তাব পেশ করুন, আমি শুনার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি।"

সে বলিল, হে ভ্রাতুস্পুত্র! তোমার এই কার্যক্রম তৎপরতার দ্বারা যদি সম্পদ লাভ করার কোন মতলব থাকে তাহা হইলে বল, আমরা তোমাকে এত পরিমাণে মাল-সম্পদ সংগ্রহ করিয়া দিব যাহাতে তুমি আমাদিগের সকলের চেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তিতে পরিণত হও। আর যদি তুমি আমাদিগের সকলের সর্দার হইতে চাও তাহা হইলে বল, আমরা এক বাক্যে তোমাকে আমাদিগের সর্দাররূপে গ্রহণ করিয়া নিব। আর যদি তুমি আমাদিগের দেশের বাদশাহ হইতে চাও তবে তাহাও বল, আমরা তোমাকে বাদশাহ হিসাবে গ্রহণ করিয়া নিতেও প্রস্তুত রহিয়াছি। আর যদি কোন জ্বিন বা ভূত-প্রেত তোমাকে আছর করিয়াছে বলিয়া মনে কর তবে তাহাও বল, আমরা আমাদিগের অর্থ ব্যয় করিয়া তোমাকে চিকিৎসক দেখাইয়া ভাল করিয়া তুলিব। কেননা কখনো কখনো মানুষের অনুগত জ্বিন মানুষের উপর চড়াও হইয়া তাহাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। চিকিৎসক দেখাইয়া ঝাড়-ফুক দেওয়াইয়া উহা বিতাড়িত করিলে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মনোযোগের সহিত তাহার কথাগুলা শুনিতেছিলেন। এই পর্যন্ত বলিয়া উতবাহ থামিয়া গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কথা শেষ হইয়াছে?" সে বলিল, হাঁ, আমার কথা শেষ হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তাহা হইলে এখন আমার বক্তব্য শুনুন।" সে বলিল, আচ্ছা, বল।

অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া পাঠ করেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - حٰمٓ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰيَاتُهٗ
قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ - بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُوْنَ -

অর্থাৎ ইহা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হইতে অবতীর্ণ। ইহা এক কিতাব অবতীর্ণ আরবী কুরআনরূপে। বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে ইহার আয়াতসমূহ জ্ঞানী

সম্প্রদায়ের জন্য। সুসংবাদদাত ও সতর্ককারীরূপে। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিমুখ হইয়াছে। সুতরাং উহারা শুনিবে না।

এইভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পড়িয়া যাইতেছিলেন এবং সে মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিল। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পড়িয়া সূরাটির সিজদার আয়াত পর্যন্ত আসেন এবং তিনি সিজদাহ করেন। অত:পর বলেন, "হে আবূল ওয়ালিদ! শুনিলেন তো, আমার যাহা বলার ছিল বলিয়াছি, এখন আপনি চিন্তা করুন।"

অত:পর সে উঠিয়া তাহার জন্য অপেক্ষমান কুরাইশ সাথীদিগের নিকট যাইয়া পৌছিলে তাহারা তাহার মুখাবয়ব দেখিয়া বলিতে লাগিল, উতবার হালাত বদলিয়া গিয়াছে। সে গিয়া উহাদিগের সহিত বসিলে তাহারা বলিতে লাগিল, বল, উহার সহিত তোমার কি আলোচনা হইল। সে বলিল, উহার নিকট আমি এমন কথা শুনিয়াছি যাহা আমি ইতিপূর্বে আর কখনো শুনি নাই। আল্লাহ্‌র কসম দিয়া আমি বলিতে পারি, সে যাদুকর নহে, কবিও নহে এবং নহে কোন গণক। হে কুরাইশগণ! তোমরা আমার কথা শুন এবং তাহা গ্রহণ কর। আমার সহিত উহার যে আলোচনা হইয়াছে তাহা তোমরা শুনিলে। তোমাদিগকে আমি বলিতে চাই যে, তোমরা তাহার বিরোধিতা করিও না। তাহার মতে তাহাকে চলিতে দাও। তাহার বিরোধীতা করিয়া তোমরা লাভবান হইতে পারিবে না। কেননা তোমরা তাহার সাহায্য না করিলে তাহার সাহায্যকারীর অভাব হইবে না। কোন না কোন গোত্র বা দেশ তাহার সহযোগীতায় আগাইয়া আসিবে। আর তোমরা যদি তাহার সহযোগীতা কর, সে যদি এই রাষ্ট্রের বাদশাহ হয় তবে এই রাষ্ট্র তোমাদিগের নামেই অভিহিত হইবে এবং তোমাদিগের ইয্‌যাত উহার ইয্‌যাত বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর সকলের চেয়ে তোমরাই হইবে তাহার নিকটতম ও আস্থাভাজন লোকদিগের মধ্যে অন্যতম হিসাবে পরিগণিত।

উতবাহ এই কথা বলিলে সকলে তাহাকে বলিল, আল্লাহ্‌র কসম দিয়া বলিতে পারি, হে আবূ ওয়ালীদ! মুহাম্মাদ তোমার উপর যাদু করিয়াছে। অত:পর সে বলিল, তাহার ব্যাপারে আমার রায় আমি তোমাদিগকে স্বাধীনভাবে শুনাইলাম। এখন তোমরা ইচ্ছা হইলে গ্রহণ কর না হয় বর্জন কর। যাহা ইচ্ছা তোমরা করিতে পার। এই রেওয়ায়েতটি পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতটির প্রায় অনুরূপ। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন।)

(٦) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ○

(٧) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ○

(٨) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ○

৬. বল, আমি তো তোমাদিগের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদিগের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। অতএব তাঁহারই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদিগের জন্য!

৭. যাহারা যাকাত প্রদান করে না এবং উহারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।

৮. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে, তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ قُلْ অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ (সা)! আপনি মিথ্যাবাদী মুশরিকদিগের সামনে ঘোষণা করিয়া দিন যে, اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ আমি তো তোমাদিগের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদিগের সকলের একমাত্র মাবূদ আল্লাহ্। তোমরা যে একাধিক ও ভিন্ন ভিন্ন মাবূদ তৈরী করিয়া পূজা করিতেছ উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা। সকলের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ্।

فَاسْتَقِيْمُوْا اِلَيْهِ অর্থাৎ অতএব সকলে একাগ্রমনে একমাত্র তাঁহারই ইবাদত কর—যেভাবে তোমরা তোমাদিগের রাসূলের নিকট ইবাদত করা তালীম পাইয়াছ।

وَاسْتَغْفِرُوْهُ অর্থাৎ বিগত জীবনের গুনাহ হইতে তাহার নিকট তাওবা কর।

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ আর এই কথা বিশ্বাস কর, যাহারা শিরক করে তাহাদিগের ধ্বংস অবধারিত। اَلَّذِيْنَ لَايُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ যাহারা যাকাত প্রদান করে না।

আলী ইব্ন আবূ তালহা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন যে, لَايُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ এর অর্থ হইল যাহারা এই কথা স্বীকার করে যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। ইকরিমাও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا অর্থাৎ যে নিজেকে পবিত্র করিবে সেই সফলকাম হইবে এবং সে-ই ব্যর্থ হইবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করিবে।

অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে যে, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى অর্থাৎ নিশ্চয় সাফল্য লাভ করিবে সে যে পবিত্র এবং তাহার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।

অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে যে, فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى অর্থাৎ তোমার কি পবিত্রতা লাভ করার ইচ্ছা আছে?

উল্লেখ্য যে زَكٰوةٌ -এর অর্থ হইল আত্মাকে সকল দুশ্চরিত্রতা ও অপবিত্রতা হইতে পবিত্র করা। আর এই স্থানে زَكٰوةٌ বিশেষভাবে আত্মাকে শিরক হইতে পবিত্র করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সম্পদ সম্বন্ধে যে যাকাতের কথা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ হইল হারাম হইতে সম্পদকে পবিত্র করা যাহাতে উহা বৃদ্ধি পায়, বরকতময় হয় এবং যাহাতে উহা যথাযথ উপকারে আসে এবং আল্লাহ্‌র অনুমোদিত পন্থায় যাহাতে উহা ব্যয়িত হয়।

সুদ্দী বলেন, وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لاَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ -এর অর্থ হইল যাহারা মালের যাকাত আদায় করে না।

মু'আবিয়া ইব্‌ন কুররাহ (র) বলেন, যাহারা যাকাত আদায় করিত না তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া ইহা বলা হইয়াছে। কাতাদাহ (র) বলিয়াছেন, যাহারা মালের যাকাত দিতে নিষেধ করিত। অনেক মুফাস্‌সির আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করিয়া উপরোক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীরও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। অর্থাৎ হিজরী দ্বিতীয় সনে মদীনায় যাকাত ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়। আর আলোচ্য আয়াতটি হইল মক্কী। তাই এই যাকাতের অর্থ কিভাবে আমরা প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করিতে পারি? তবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, যাকাত হিজরতের পূর্বে ওয়াজিব না হইলেও পূর্ব হইতে এই ব্যাপারে লোকদিগকে অবহিত করিয়া আসা হইতেছিল।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ অর্থাৎ যেদিন ক্ষেতের ফসল কাটিয়া ঘরে তোল সেদিন উহার প্রাপ্য অংশ প্রদান কর। এইভাবে যাকাত ও সদকাহ-এর হুকুম মক্কী জীবনেই দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু যাকাতের অংশ নির্ধারিত করা হইয়াছে মদীনায় হিজরত করার পরে। এইভাবে উভয় অভিমতের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে।

যেমন নবূয়াতের প্রথম হইতেই সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে সালাত আদায় করা হইত। কিন্তু হিজরতের পূর্বে মি'রাজের রাতের পর হইতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে উহার আরকান ও শর্তসমূহ জানান হইতে থাকে। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন।)

অত:পর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ-

অর্থাৎ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

মুজাহিদ (র) বলেন, غَيْرُ مَمْنُوْنٍ অর্থাৎ যাহা সর্বক্ষণ বর্তমান থাকিবে এবং যাহা কখনো নি:শোষিত হইবে না।

যেমন কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, مَاكِثِيْنَ فِيْنَا اَبَدًا অর্থাৎ উহার মধ্যে তাহার অবস্থান করিবে—অবিনেশ কালের জন্য।

অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে যে, عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ অর্থাৎ উহাদিগকে এমন এক পুরস্কার দেওয়া হইবে যাহা চাহিয়া আনিতে হইবে না বরং যাহা হইবে নিরবচ্ছিন্ন।

সুদ্দী (র) غَيْرَ مَمْنُوْنٍ-এর অর্থ বলেন যে, উহাদিগকে যে পুরস্কার দেওয়া হইবে তাহা তাহাদিগের পাওনা, এই পুরস্কার ইহসান নহে। কতক ইমাম এই মতের বিরোধীতা করিয়া বলিয়াছেন, উহাদিগকে যে পুরস্কার দেওয়া হইবে তাহা আল্লাহ্ তা'আলার ইহসানস্বরূপ বটে।

যেমন স্পষ্ট করিয়া কুরআনের মধ্যেই বলা হইয়াছে যে, بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْاِيْمَانِ অর্থাৎ না, আল্লাহ্‌ই তোমাদিগকে ঈমানের দিকে হিদায়াত দান করিয়া তোমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন।

জান্নাতবাসীরা বলিবে, فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগের উপর ইহসান করিয়াছেন এবং জাহান্নামের অগ্নি হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ দান করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ اِلاَّ اَنْ يَّتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ অর্থাৎ আল্লাহ স্বীয় করুণায় আমাকে তাঁহার ফযল ও রহমাতের মধ্যে ঢাকিয়া নিবেন।

(৯) قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۟

(১০) وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ۟

(১১) ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ۟

(১২) فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۟

৯. বল, তোমরা কি তাহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে চাহ? তিনিতো জগতসমূহের প্রতিপালক।

১০. তিনি স্থাপন করিয়াছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং উহাতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের সমভাবে যাচনাকারীদিগের জন্য।

১১. অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে আস, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। উহারা বলিল, আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া।

১২. অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলাম সুরক্ষিত। ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা।

তাফসীর ঃ এই স্থানে মুশরিকদিগকে তাচ্ছিল্য করা হইয়াছে যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত আরো অনেককে যোগ করিয়া সকলের উপাসনা করে। অথচ একমাত্র আল্লাহ্‌ই সকলকিছুর স্রষ্টা। আল্লাহ্‌ একমাত্র ক্ষমাকারী এবং একমাত্র তিনিই সবকিছুর একচ্ছত্র অধিকারী। তাই বলা হইয়াছে ঃ قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا অর্থাৎ বল, তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁহার সমকক্ষ, তাঁহার অনুরূপ কোন সত্তা দাঁড় করাইতে চাহ? (যাহাকে তাঁহার সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার ইবাদত করিবে?)

ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক। অর্থাৎ তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা এবং বিশ্বজগতের সকল কিছুর তিনিই একমাত্র প্রতিপালক।

উল্লেখ্য যে, অন্যস্থানে আসিয়াছে যে, خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলীকে ছয় দিনে তৈরী করিয়াছেন। অতএব বুঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতে পৃথিবী তৈরী হইতে আকাশ তৈরীর মোট সময়কে ভাগ করা হইয়াছে। আরো বুঝা গেল যে, আকাশের চেয়ে পৃথিবীকে আগে তৈরী করা হইয়াছে কেননা পৃথিবী আকাশের ভিত স্বরূপ। আর ভিত সব সময়ই আগে তৈরী করা হইয়া থাকে। এবং ভিত তৈরী হইয়া গেলে উহার উপর ছাদ দেওয়া হয়।

অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ۔

অর্থাৎ তিনি পৃথিবীর সকল কিছু তোমাদিগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনঃসংযোগ করেন এবং উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন।

অন্য আয়াতে আরো ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে,

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا - رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا - وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا - وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا - وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا - مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ -

অর্থাৎ তোমদিগের সৃষ্টি কঠিনতর, না আকাশের (সৃষ্টি কঠিনতর) ? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি ইহাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি রাত্রিকে করেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিবসে প্রকাশ করেন সূর্যালোক। অত:পর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন, তিনি উহা হইতে উহার প্রস্রবণ ও চারণভূমি বহির্গত করেন; এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেন। এই সমস্ত তোমাদিগের ও তোমাদিগের গৃহপালিত জন্তুদিগের জন্য।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আকাশমন্ডলী সৃষ্টির পর পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছেন। আর دَحْوُ বা (বিস্তৃতি)-এর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এই আয়াত দ্বারা যে, أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا অর্থাৎ তিনি পৃথিবী হইতে উহার প্রস্রবণ ও চারণভূমি বহির্গত করেন। এই সকল আসমান সৃষ্টির পর সৃষ্টি করা হইয়াছে। অতএব কুরআনের এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। এবং বিস্তৃতি হইয়াছে আকাশ সৃষ্টির পর।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ বুখারীর মধ্যে এই সকল উদ্ভূত প্রশ্নের উত্তর প্রদানমূলক একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর হইতে মিনহাস (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, কুরআনের কতক আয়াত আমার দৃষ্টিতে দ্বন্দ্ব মনে হইতেছে। যথা একটি আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَاءَلُونَ অর্থাৎ যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকিবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর লইবে না। অথচ অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ অর্থাৎ, উহারা একে অপরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

আর একটি আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَدِيثًا অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্ হইতে কোন কথাই গোপন করিতে পারিবে না। অথচ অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ অর্থাৎ আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্র শপথ! আমরা মুশরিক নহি। বস্তুত দেখা যাইতেছে, এই স্থানে মুশরিকরা সত্য কথা গোপন করিয়াছে?

আর এক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ........ وَالاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا

অর্থাৎ তোমাদিগের সৃষ্টি কঠিনতর, না আকাশের ? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি ইহাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি রাত্রিকে করেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিবসে প্রকাশ করেন সূর্যালোক। অত:পর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন। এই আয়াতে পৃথিবীর পূর্বে আকাশমন্ডলী সৃষ্টির কথা ব্যক্ত হইয়াছে। অথচ অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ অর্থাৎ বল, তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে চাহ? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক! তিনি ভূপৃষ্ঠে অটল পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চারিদিনের মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের সমানভাবে সকলের জন্য যাহারা ইহার অনুসন্ধান করে। অত:পর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধূম্র-পুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে আমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। উহারা বলিল, আমরা তো আনুগত্যের সহিত প্রস্তুত আছি। উল্লেখ্য যে, এই আয়াতে পৃথিবীকে আকাশের পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া বলিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। عَزِيْزًا حَكِيْمًا তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আরো বলিয়াছেন যে, سَمِيْعًا بَصِيْرًا তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। অর্থাৎ আল্লাহ্ পূর্বে এমন ছিলেন যাহা বর্তমানে নাই। অতএব আয়াতসমূহে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অর্থ কি?

অত:পর ইব্‌ন আব্বস (রা) বলেন, فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلاَيَتَسَائَلُوْنَ এই আয়াতটি শিংগার প্রথম ফুৎকারের জন্য বা তৎকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য। প্রথম ফুৎকার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, وَفَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ শিংগায় ফুৎকার দেওয়ার ফলে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে; তবে তাহারা নহে যাহাদিগকে আল্লাহ্ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবেন। অর্থাৎ তখন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকিবে না এবং ফুৎকার দেওয়া হইবে ঃ وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَائَلُوْنَ তখন উহারা একে অপরের দিকে ফিরিয়া তাকাইবে।

আর বলা হইয়াছে যে, মুশরিকরা বলিবে ঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ আমাদিগের প্রভু আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না। অথচ অন্য দিকে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلاَيَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট কোন কথাই

তাহারা গোপন রাখিতে পারিবে না। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদিগকে ক্ষমা করিয়া দিতে থাকিবেন তখন বিদিশা হইয়া মুশরিকরা বলিতে থাকিবে, আমরাও তো কখনো শিরক করি নাই। অতএব আমাদিগকেও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হোক। অত:পর তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের মুখে মোহর লাগাইয়া দিবেন। তৎপর উহাদিগের অঙ্গ-প্রতঙ্গসমূহ উহাদিগের প্রত্যেকটি পাপের সাক্ষ্য দিতে থাকিবে। অতএব বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন কথাই গোপন রাখা সম্ভব না। তাই এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْتُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ وَلَايَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ـ

অর্থাৎ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং রাসূলের অবাধ্য হইয়াছে তাহারা সেদিন কামনা করিবে যদি তাহারা মাটির সহিত মিশিয়া যাইত এবং তাহারা আল্লাহ্ হইতে কোন কথাই গোপন করিতে পারিবে না।

আর পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির মধ্যেও মূলত কোন দ্বন্দ নাই। প্রথমে দুইদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার পর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং দুই দিনে আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেন। অত:পর তিনি দুই দিনে পৃথিবীর বুক হইতে প্রস্রবণ ও চারণভূমি বহির্গত করেন, মযবূতভাবে পর্বত প্রোথিত করেন এবং পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি করেন জড় ও অজড় বহু পদার্থ। আর دَحَاهَا বলিয়া এই কথাই বলা হইয়াছে বা বুঝান হইয়াছে। অতএব خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ অর্থাৎ পৃথিবীকে দুই দিনে এবং পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুকে আরো দুই দিনে মোট চার দিনে এবং আকাশমন্ডলীকে সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে।

আর যে বলা হইয়াছে ঃ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا অর্থাৎ তিনি পরম দয়ালু, করুণাশীল। বস্তুত তিনি সর্বাবস্থায় এই গুণে গুণান্বিত থাকিবেন এবং আল্লাহ্‌র কোন ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া ব্যতীত অপূর্ণ রহিবে না। অতএব বুঝা গেল যে, কুরআনের মধ্যে মূলত দ্বান্দ্বিক কোন বিষয় নাই। কুরআনের প্রত্যেকটি কথাই বাস্তব সত্য এবং দ্বন্দ্বমুক্ত। কেননা ইহার প্রতিটি শব্দ আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আসিয়াছে। কুরআনের ভাব ও বিষয় স্বয়ং আল্লাহ্ নিজে উদ্ভাবন ও রচনা করিয়াছেন।

বুখারী স্বীয় সূত্রে ...ইব্‌ন আমর ওরফে মিনহাল হইতে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ অর্থাৎ পৃথিবীকে রবি ও সোমবার সৃষ্টি করিয়াছেন। وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا অর্থাৎ যমীনকে তিনি বরকতময় করিয়াছেন। আর তোমরা উহাতে বীজ বপন কর। উহাতে বৃক্ষ ও ফল এবং পৃথিবীর অধিবাসীদিগের যাহা প্রয়োজন তাহা সব উৎপন্ন হয়। তিনি উহাতে ক্ষেত ও

বাগান করার জায়গা তৈরী করিয়াছেন। পৃথিবীর বুকে মঙ্গল ও বুধবার তিনি এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ মোট চার দিনে পৃথিবী ও উহার অভ্যন্তরে সকল কিছু সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাই বলা হইয়াছে ঃ فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ অর্থাৎ এই ব্যাপারে যাহাদিগের জানিবার ইচ্ছা রহিয়াছে তাহাদিগের প্রশ্নের জবাব ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

ইকরিমা ও মুজাহিদ (র) وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, পৃথিবীর যে অংশের লোকের জন্য যে ধরনের খাদ্য উপযুক্ত সেই ধরনের খাদ্য তিনি সেই অঞ্চলে উৎপাদিত করেন। যথা ইয়ামান চাদর ও পাগড়ী উৎপাদনের জন্য, শুষ্ক আরব উপসাগরীয় অঞ্চলে খেজুর উৎপাদনের জন্য এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জন্য পশমী টুপী ও পোশাক ইত্যাদি।

ইব্‌ন আব্বাস, কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ -এর মর্মার্থে বলেন যে, যাহারা এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করে তাহাদিগের অনুসন্ধানের ফ০। ইহার মধ্যে রহিয়াছে।

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল যে, যাহার যাহা প্রয়োজন হইবে তাহার জন্য তাহা সহজসাধ্য করিয়া দিয়াছেন। এই ভাবার্থ এই আয়াতটির অর্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখে যে, وَاٰتَاكُمْ مِّنْ كُلِّ مَاسَاَلْتُمُوْهُ অর্থাৎ তোমাদিগের যে যাহা প্রার্থনা করিয়াছে তাহাকে তাহা তিনি দিয়াছেন। (আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন)।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টি করার পর যখন তিনি আকাশ সৃষ্টি করার জন্য মনোনিবেশ করিলেন তখন উর্দ্ধলোক বাষ্পায়িত ধূম্র-পুঞ্জবিশেষ ছিল।

فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا অর্থাৎ অত:পর তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে আমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।

ছাওরী ....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, তুমি সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্র উদিত কর এবং পৃথিবীকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তুমি প্রস্রবণ প্রবাহিত কর এবং উৎপন্ন কর ফল ও ফসল। ইহারা উভয়ে জবাবে বলিল— قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ আমরা তো আনুগত্যের সহিত প্রস্তুত রহিয়াছি।

তবে ইব্‌ন জারীর (র) ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, আমরা তো আনুগত্যের সহিত প্রস্তুত আছি-ই বরং এই সব স্থানে জিন ও মানব নামক যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহারাও সকলে আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকিবে।

আরববাসী জনৈক ব্যক্তি হইতে ইব্‌ন জারীর উহা বর্ণনা করিয়াছেন। আর কেহ বলেন, আকাশ ও পৃথিবীর সহিত আল্লাহ্‌র এই কথা বলা বাকশক্তি সম্পন্ন কোন ব্যক্তির সহিত কথা বলার ন্যায় বলিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন, পৃথিবীর যে ভূমিটুকুর উপর কা'বা শরীফ প্রতিষ্ঠিত সেই অংশটুকু তখন এই কথা আল্লাহ্‌কে বলিয়াছিল। আর কাবা শরীফের সোজা উপরে আসমানের যে অংশটুকু রহিয়াছে সেই অংশটুকু আল্লাহ্‌র সহিত তখন এই কথা বলিয়াছিল। (আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।)

হাসান বসরী (র) বলেন, যদি আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ্‌র আদেশ মানিতে অস্বীকৃতি জানাইত তাহা হইলে উহাদের উভয়কে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইত এবং তাহারা অনুভব করিতে পারিত। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ অর্থাৎ সপ্ত আকাশ তিনি দুই দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। বৃহস্পতি ও শুক্র এই শেষ দুই দিনে তিনি আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا অর্থাৎ এবং প্রত্যেক আকাশে তিনি যাহা যাহা স্থাপিত করিতে চাহিলেন এবং যে যে ফেরেশতা নির্ধারিত চাহিলেন তাহা করিলেন। যাহা সম্পর্কে একমাত্র তিনিই পরিজ্ঞাত আছেন। وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ এবং তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে উজ্জ্বল গ্রহ ও নক্ষত্র দ্বারা সুশোভিত করিলেন। وَحِفْظًا এবং করিলেন সুরক্ষিত। অর্থাৎ মালা-এ আ'লার কথাবার্তা শয়তানের কর্ণে যাহাতে না পৌঁছিতে পারে সে ব্যবস্থা করিলেন।

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ এই সব পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। অর্থাৎ এই সব প্রযুক্তি ও রৌশন সেই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র যিনি সবার উপরে শক্তিমান এবং যিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুর গোপন-প্রকাশ্য সকল আচার-আচরণ সম্পর্কে সম্যক অবগত রহিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর ....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা একজন ইয়াহুদী আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা রবি ও সোমবারে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, মঙ্গলবার সৃষ্টি করিয়াছেন পাহাড়-পর্বত এবং পৃথিবীস্থ জীবকুলের প্রয়োজন ও উপকারার্থে যাহা কিছু তৈরী করা হইয়াছে তাহা এবং বুধবার সৃষ্টি করিয়াছেন বৃক্ষ, পানি, শহর, আবাদী জনপদ ও অনাবাদী ভূমি—সাকুল্যে চারদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করা হইয়াছে।

অত:পর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ - وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِيْنَ -

অর্থাৎ বল, তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে চাহ? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক! তিনি ভূপৃষ্ঠে অটল পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চারিদিনের মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের, সমানভাবে সকলের জন্য যাহারা ইহার অনুসন্ধান করে।

আর বৃহস্পতিবার সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশসমূহ, জুমার দিন, শুক্রবার সৃষ্টি করিয়াছেন নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র এবং দিনের তিন ঘন্টা বাকী থাকার সময় সৃষ্টি করিয়াছেন ফেরেশতাকুল। দিনের অবশিষ্ট তিন ঘন্টার প্রথম ঘন্টায় প্রত্যেক বস্তুর উপর আপদ আপতিত করেন যাহাতে মানুষ সকল বস্তু দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। দ্বিতীয় ঘন্টায় আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়া জান্নাতে বসতি দান করেন এবং ইবলিসকে সিজদা করার জন্য আদেশ করেন। অত:পর শেষ ঘন্টায় আদম (আ)-কে জান্নাত হইতে বহিস্কার করেন।

ইহার পর ইয়াহুদী লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিল, ইহার পর কি হইল, হে মুহাম্মদ! তিনি বলিলেন ঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা আরশে আরোহণ করেন। ইয়াহুদী লোকটি বলিল, আপনি সবই সঠিক বলিয়াছেন, কিন্তু শেষ কথাটি বলেন নাই। অর্থাৎ অত:পর তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত রাগান্বিত হন। অত:পর তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوْبٍ فَاَصْبِرْ عَلٰى مَايَقُوْلُوْنَ -

অর্থাৎ আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তরবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছি ছয় দিনে; আমাকে ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই। অতএব উহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর। তবে হাদীসটি 'গরীব' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্ন জুরাইজ (রা) ....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার হাত ধরিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা শনিবার দিন মাটি তৈরী করিয়াছেন,মাটির উপরে পাহাড় তৈরী করিয়াছেন রবিবার দিন, সোমবার দিন সৃষ্টি

করিয়াছেন বৃক্ষরাজি, অনিষ্ট সৃষ্টি করিয়াছেন মঙ্গলবার দিন, বুধবার দিন সৃষ্টি করিয়াছেন নূর, জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি করিয়া যমীনের উপর বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন বৃহস্পতিবার দিন এবং জুমার দিন আসরের পরে দিনের একেবারে শেষ সময়ে রাত্রি আগমনের পূর্বক্ষণে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

ইব্‌ন জুরাইজের হাদীসে উপরোক্ত সূত্রে মুসলিম ও নাসায়ীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি সহীহ ও গরীব। ইমাম বুখারী (র) স্বীয় তারীখ গ্রন্থে এই হাদীসটি সম্পর্কে সমালোচনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ বলিয়াছেন যে আবূ হুরায়রা (রা) কা'ব আহবার (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই বিশুদ্ধ।

(١٣) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُودَ ۝

(١٤) إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُونَ ۝

(١٥) فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُونَ ۝

(١٦) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ۝

(١٧) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَٰعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ۝
(١٨) وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ۝

১৩. তবুও ইহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে বল, আমি তো তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, আদ ও সামুদের শাস্তির অনুরূপ।

১৪. যখন উহাদিগের নিকট রাসূলগণ আসিয়াছিল উহাদিগের সম্মু ও পশ্চাত হইতে এবং বলিয়াছিল, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারো ইবাদত করিও না। তখন উহারা বলিয়াছিল, আমাদিগের প্রতিপালকের এইরূপ ইচ্ছা হইলে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করিতেন। অতএব তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিলাম।

১৫. আর আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, উহারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করিত এবং বলিত, আমাদিগের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? উহারা কি তবে লক্ষ্য করে নাই যে, আল্লাহ্ যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি উহাদিগের অপেক্ষা শক্তিশালী ? অথচ উহারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিত।

১৬. অত:পর আমি উহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাইবার জন্য উহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভদিনে। পরলোকের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং উহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।

১৭. আর সামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারতো এই যে, আমি উহাদিগকে পথ-নির্দেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিল। অতঃপর উহাদিগকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির আঘাত হানিলাম উহাদিগের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ।

১৮. আমি উদ্ধার করিলাম তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ! যাহারা শরীক করে এবং যাহারা আপনাকে অস্বীকার করে আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন যে, আমার শিক্ষা ও আদর্শ হইতে তোমরা বিমুখ থাকিলে উহারা তোমাদিগকে কোন সুফল আনয়ন করিবে না। আমি সাবধান বাণীসহ তোমাদিগকে বলিতে চাই, তোমরা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করিওনা এবং তাহার বিধান অমান্য করিও না। যদি এমন কর

তাহা হইলে মনে রাখিও তোমাদিগের পূর্বেকার লোকদিগকে পূর্ববর্তী নবীগণের বিরোধীতা করার জন্য যেমন জঘন্য পরিণতি ভোগ করিতে হইয়াছিল, তোমরাও অনুরূপ পরিণতির শিকার হইবে।

صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ অর্থাৎ তোমাদিগের কর্মের পরিণাম এইরূপ যেন এক ধ্বংসকর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যেরূপ শাস্তির সম্মুখীন হইয়াছিল আদ ও সামুদ।

اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ অর্থাৎ যখন উহাদিগের নিকট ও উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের নিকট রাসূলগণ আসিয়াছিল। যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

স্মরণ কর আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতা হূদের কথা, যাহার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা আসিয়াছিল, সে তাহার আহ্কাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছিল এই বলিয়া ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারো ইবাদত করিও না। অর্থাৎ শহর ও গ্রামীণ জনপদগুলিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে নবী ও রাসূলগণ আগমন করিয়াছিল। তাঁহারা জনগণকে একক আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য উপদেশ দিতেন এবং বারণ করিতেন তাঁহাদের সহিত কোন সত্তাকে শরীক করিতে। আর তাহারা সুসংবাদ দিতেন পরম শান্তিময় জান্নাতের এবং ভীতি প্রদর্শন করিতেন দুঃখ ও কষ্টদায়ক আবাস জাহান্নাম হইতে। কিন্তু উহারা নবীগণের উপদেশ ও আদেশ গ্রাহ্য করিত না। মূলত উহাদিগের মানসিকতা ছিল দুষ্টামি ও হঠকারিতামূলক। উপরন্তু উহারা নিজেরাতো উপদেশ গ্রহণ করেই নাই এবং অন্যকেও গ্রহণ করিতে দেয় নাই। বরং উহারা একবার আল্লাহ্কে অস্বীকার করিয়াছে। নবীগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং সত্য গ্রহণ করিতে গোড়ামি প্রদর্শন করিয়াছে।

তাই তাহারা বলিত ঃ لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلَائِكَةً আমাদিগের প্রতিপালকের এইরূপ ইচ্ছা হইলে তিনি অবশ্যই ফেরেশ্তা প্রেরণ করিতেন। অর্থাৎ আল্লাহ্র যদি তাহাদিগের নিকট কোন নবী প্রেরণ করার ইচ্ছা হইত তাহা হইলে তিনি অবশ্যই কোন ফেরেশতা তাহাদিগের নিকট প্রেরণ করিতেন। (কোন মানুষকে আমাদিগের নিকট নবী হিসাবে প্রেরণ করার কোন অর্থ হইতে পারে না।)

فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ অতএব হে লোকেরা! তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ كَافِرُونَ তাহা আমরা মানিতে পারিনা-তোমাদিগের প্রস্তাব আমরা প্রত্যাখ্যান করিলাম। কেননা তোমরা আমাদিগের মত মানুষ নহ।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ অর্থাৎ আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, উহারা অযথা দম্ভ ও অহংকার করিত।

وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً এবং তাহারা বলিত আমাদিগের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? অর্থাৎ শক্তি ও পেশী প্রদর্শনের মত্ততায় তাহারা বলিত এবং তাহারা ধারণা করিত যে, শক্তি দ্বারা আমরা আল্লাহ্‌র আযাব ও আপদ-বিপদ প্রতিহত করিয়া দিব।

তাই ইহার পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন যে,

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ইহারা কি তবে লক্ষ্য করে নাই যে, আল্লাহ্ যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উহাদিগের অপেক্ষাও শক্তিশালী? অর্থাৎ তাহারা কি ভাবিয়া দেখিয়াছে যে, কাহার সহিত তাহারা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছে? সেই মহাশক্তি আল্লাহ্‌র সহিত তাহারা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছে, যিনি অসংখ্য বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার বহু সৃষ্টির মধ্যে তিনি দিয়াছেন অবিশ্বাস্য রকম শক্তি। আর আল্লাহ্‌র শক্তির কথা তো ভাবাই যায়না।

যথা আল্লাহ্ তাঁহার শক্তির কথা বিবৃত করিয়া পবিত্র কুরআনের একস্থানে বলিয়াছেন ঃ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ অর্থাৎ আমি আকাশ নির্মাণ করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা ক্ষমতাশালী।

অত:পর দম্ভ করার জন্য, রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য, খোদার নাফরমানী এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করার জন্য উহাদিগের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আপতিত হয়।

তাই বলা হইয়াছে ঃ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا অত:পর আমি উহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ বায়ু।

কেহ বলিয়াছেন ঃ رِيْحًا صَرْصَرًا এর অর্থ হইল, তীব্র গতিতে প্রবাহিত বায়ু। কেহ্ বলিয়াছেন ঃ তীব্র গতি সম্পন্ন অতি শীতল বায়ু।

কেহ বলিয়াছেন ঃ পৃথিবী প্রকম্পিত সশব্দে প্রবাহিত বায়ু।

উল্লেখ্য যে, رِيْحًا صَرْصَرًا এর অর্থ হইল উপরোক্ত অর্থগুলির মর্মার্থ যাহা দাড়ায় তাহা সবটাই। কেননা সেই বায়ু যেমন ছিল তীব্র গতি সম্পন্ন তেমন ছিল ভয়ংকর শীত ও বিকট শব্দ মিশ্রিত। এই ধরনের কঠিন এক আযাব উহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছিল। যে আযাব উহাদিগের দম্ভ ও গর্ব খর্ব করিয়া দিয়াছিল। যেমন অন্য আয়াতে উল্লেখিত হইয়াছিল যে, بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ এক প্রচন্ড ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ বায়ুতে (আদ সম্প্রদায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল)। অর্থাৎ সেই বায়ু ছিল ভয়ংকর রকমের শীত। যাহা বিকট এক শব্দসহ উহাদিগের উপর প্রবাহিত হইয়াছিল। প্রাচ্যে একটি নদী রহিয়াছে যাহা সব সময় এই ধরনের এক শব্দসহ প্রবাহিত হয়। এই জন্য আরববাসী সেই নদীকে صَرْ صَرْ (সর সর) নদী নামে অভিহিত করে।

فِىْ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ একাধারে কয়েকদিন। যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا অর্থাৎ সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে (যাহা তিনি উহাদিগের উপর প্রবাহিত করিয়াছিলেন)। অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে যে, فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ উহাদিগের উপর আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্জাবায়ু এক চরম দুর্ভোগ্যের দিনে। অর্থাৎ দুর্ভাগ্যজনক একদিনে উহাদিগের উপর এই আযাব আপতিত হইয়াছিল। যাহা একাধারে উহাদিগের উপর প্রবাহিত হইয়াছিল سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে। যে পর্যন্ত উহাদিগের প্রত্যেকটি লোক ধ্বংস হইয়া না গিয়াছে। এই রকমের শাস্তি দুনিয়াতে উহাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে। আর ইহার চেয়ে অধিকতর আখেরাতের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি তো উহাদিগের জন্য রহিয়াছেই।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لِنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى অর্থাৎ আমি উহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাইয়াছি। আর পরকালের শাস্তি তো আরো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক।

وَهُمْ لَايُنْصَرُوْنَ অর্থাৎ উহাদিগের বিরুদ্ধে ঝঞ্জাবায়ু প্রেরণ করা হইলে তখন যেমন উহারা কাহারো সাহায্য পায় নাই তেমন পরকালেও উহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না। জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি উহাদিগকে গ্রাস করিয়া নিবে।

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ অর্থাৎ আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, উহাদিগকে আমি পথ-নির্দেশ করিয়াছিলাম।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবূল আলিয়া, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, কাতাদাহ, সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়দ (র) প্রমুখ বলেন যে, فَهَدَيْنَاهُمْ অর্থ হইল, আমি উহাদিগের নিকট সঠিক পথের দাওয়াত স্পষ্ট করিয়া পৌছাইয়াছিলাম।

ছাওরী (র) বলেন, فَهَدَيْنَاهُمْ এর অর্থ হইল আমি উহাদিগকে হেদায়েতের পথে দাওয়াত জানাইয়া দিলাম।

فَاسْتَحَبُّوْا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى কিন্তু উহারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করিয়াছিল। অর্থাৎ হযরত সালিহ (আ)-এর মারফত উহাদিগের নিকট আমি স্পষ্ট করিয়া দ্বীনের দাওয়াত পৌছাইয়াছিলাম ; হযরত সালিহ (আ)-এর যবানে আমি উহাদিগের নিকট দ্বীন প্রকাশিত করিলাম। কিন্তু উহারা সেই আহবানের বিরোধীতা করে, সালিহ (আ)-এর নবুয়্যতের সত্যতা অস্বীকার করে এবং সালিহ (আ)-এর নবুয়্যতের সত্যতা প্রমাণার্থে যে উষ্ট্রীটি আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম সেইটাকে তাহারা হত্যা করে।

فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ অর্থাৎ ফলে আমি উহাদিগের উপর শাস্তির কষাঘাত হানিলাম। যাহা ছিল কলিজা বিদীর্ণকর বিকট চিৎকার ও ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং ভয়াল আতংকজনক। এই ধরনের আযাব দ্বারা উহাদিগের কৃতকর্মের বদলা লওয়া হইয়াছিল।

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ অর্থাৎ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং দ্বীনের দাওয়াত অস্বীকার করার পরিণাম স্বরূপ।

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا অর্থাৎ আর যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে কোন অশুভ জিনিস স্পর্শ করে নাই এবং এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ঝড়ও তাহাদিগকে কোন ক্ষতি করে নাই। ঈমান আনয়ন ও তাকওয়া অবলম্বনের ফলে উহাদিগের নবী হযরত সালিহ (আ)-এর সহিত উহারা আযাব হইতে নাজাত পাইয়া যায়।

(١٩) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ○

(٢٠) حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

(٢١) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

(٢٢) وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ○

(٢٣) وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ○

(٢٤) فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ○

১৯. যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদিগকে জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হইবে সেদিন উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইবে বিভিন্ন দলে।

২০. পরিশেষে যখন উহারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছিবে তখন উহাদিগের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক উহাদিগের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে।

২১. জাহান্নামীরা উহাদিগের ত্বককে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা আমাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছ কেন? উত্তরে ত্বক বলিবে, আল্লাহ্, যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়াছেন তিনি আমাদিগকেও বাকশক্তি দিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন প্রথম বার এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

২২. তোমরা কিছু গোপন করিবে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদিগের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবেনা– উপরন্তু তোমরা মনে করিতে যে, তোমরা যাহা করিবে তাহার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না।

২৩. তোমাদিগের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদিগের এই ধারণাই তোমাদিগের ধ্বংস আনিয়াছে। ফলে, তোমরা হইয়াছ ক্ষতিগ্রস্ত।

২৪. এখন উহারা ধৈর্যধারণ করিলেও জাহান্নামই হইবে উহাদিগের আবাস এবং উহারা অনুগ্রহ চাহিলেও উহারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ অর্থাৎ সেই সকল মুশ্‌রিকদিগকে বলিয়া দাও যে, কিয়ামতের দিন উহাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হইবে। অর্থাৎ সকল যুগের সকল মুশ্‌রিকদিগকে সেদিন একত্রিত করা হইবে।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا অর্থাৎ এবং অপরাধীদিগকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাইব।

حَتّٰى اِذَا مَا جَاءُوْهَا পরিশেষে উহারা জাহান্নামের সন্নিকটে যাইয়া অবস্থান করিবে। شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তখন উহাদিগের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক উহাদিগের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। অর্থাৎ যত অপরাধ করিয়াছে তাহার একটি বর্ণও উহারা গোপন রাখিতে পারিবে না।

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا জাহান্নামীরা উহাদিগের ত্বককে জিজ্ঞাসা করিবে তোমরা আমাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছ কেন? অর্থাৎ মুশ্‌রিকদিগের এই প্রশ্নের জবাবে ত্বকসহ সকল অংগ প্রত্যংগসমূহ বলিবে ঃ

قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ اَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়াছেন তিনি আমাদিগকেও বাকশক্তি দিয়াছেন। তিনি

তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন প্রথমবার। অতএব আমরা তাঁহার নির্দেশ অমান্য করিতে পারি না এবং পারি না তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে। আর তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার (র) বলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুর রহীম---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) রহস্য মাখা একটি মুচকি হাসি দেন। অত:পর তিনি সাহাবীদিগকে বলেন, "তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর না, কেন আমি হাসিলাম?" সাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বলুন, কেন আপনি হাসিলেন? তিনি বলিলেন, "কিয়ামাতের দিন বান্দা তাঁহার রবের সহিত ঝগড়া করিয়া বলিবে, হে প্রতিপালক! আপনি কি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন না যে, আপনি যুলুম করিবেন না? আল্লাহ্ বলিবেন, হ্যাঁ আমি যুলুম করিব না-ওয়াদা করিয়াছিলাম। অত:পর তাহারা বলিবে যে, আমরা আমাদিগের অপরাধের বিরুদ্ধে কাহারো সাক্ষ্য মানিব না। আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, আমার এবং আমল রেকর্ডকারী আমার ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের সাক্ষ্য কি যথেষ্ট নয়? কিন্তু তাহারা বার বার ঐ একই কথা পুনরোক্ত করিতে থাকিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অত:পর উহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। ফলে (আল্লাহ্‌র আদেশে) উহাদিগের অংগ-প্রত্যংগগুলি উহাদিগের অপরাধসমূহের বিবরণ দিতে থাকিবে। যখন অংগ-প্রত্যংগ সমূহ সাফ সাফ সাক্ষ্য দিতে থাকিবে তখন সে আক্ষেপ করিয়া বলিবে, আমি তো তোমাদিগকে রক্ষা করার জন্যই ঝগড়া করিতেছিলাম (আর এখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিলে')।

বায্‌যার ও হযরত আবূ হাতিম (র) ---- শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন, অত:পর মন্তব্য করিয়াছেন যে, আনাস্ (রা) হইতে শা'বী এর সূত্র ব্যতীত এই অন্য সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

তবে মুসলিম ও নাসায়ী আশজায়ী সূত্রে সাওরী (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অত:পর নাসায়ী বলিয়াছেন, আশাজায়ী ব্যতীত ছাওরী হইতে অন্য কেহ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

ইব্‌ন আবু হাতিম---- আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা (রা) বলেন: হাশরের দিন কাফির ও মুনাফিক দিগকে হিসাবের জন্য ডাকা হইবে এবং তাহাদিগের নিকট আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের আমলনামা পেশ করিবেন। কিন্তু তাহারা চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিবে, হে প্রতিপালক! তোমার ইয্‌যাতের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমরা এইগুলি করি নাই, তোমরা ফেরেশ্‌তারা অযথা আমাদিগের আমল নামায় এইসব লিখিয়া রাখিয়াছ। তখন ফেরেশ্‌তাগণ বলিবেন, এই আমল ঐ ঐ দিনে অমুক অমুক স্থানে তোমরা সম্পাদন কর নাই? ইহার পরও তাহারা বলিবে, হে প্রতিপালক! তোমার ইয্‌যাতের শপথ, এইসব আমল আমরা করি নাই। অত:পর তাহাদিগের মুখ মহর দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

আবূ মূসা আশআ'রী (রা) বলেন, কিয়ামাতের দিন হিসাব বা সাক্ষ্য গ্রহণ করার সময় সাক্ষ্যস্বরূপ সর্ব প্রথম ডান রান কথা বলিবে।

হাফিজ আবূ ইয়ালা ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামাতের দিন কাফির লোকের সামনে তাহার আমলনামা পেশ করিলে সে উহা অস্বীকার করিবে এবং এই ধরনের আমল সে করে নাই বলিয়া ঝগড়া শুরু করিবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের আমলের সাক্ষ্য স্বরূপ তাহার পরশী ব্যক্তিদিগকে পেশ করিবেন। কিন্তু সে বলিবে, ইহারা যাহা বলিতেছে তাহা মিথ্যা। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার আত্মীয়-স্বজনদিগকে তাহার পাপ কর্মের সাক্ষ্যস্বরূপ পেশ করিবেন। কিন্তু তাহারা বলিবে, ইহারা মিথ্যাবাদী। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বলিবেন, তাহা হইলে তোমরা শপথ করিয়া বল (যে, এই সব আমল তোমরা করা নাই)। তাহারা শপথ করিয়া বলিবে যে, হ্যাঁ, এই সব আমল আমাদিগের নহে। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের সকলের বাকশক্তি কাড়িয়া নিবেন এবং তাহাদিগের জিহ্ববা তাহাদিগের দাবীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ফলে তাহাদিগকে জাহান্নামে প্রবেশ করোনো হইবে।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র)---- ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (র) ইব্ন আযরাক-কে বলেন, কিয়ামতের দিন এমন এক সময় উপস্থিত হইবে যখন মানুষের কথা বলার শক্তি থাকিবে না। কোন ওযর শুনা হইবে না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলার অনুমতি না পাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত কথা বলিতে পারিবে না। অত:পর কথা বলার অনুমতি পাইলে তাহারা আল্লাহ্র সহিত শিরক করে নাই বলিয়া ঝগড়া করিবে, উহা অস্বীকার করিবে এবং মিথ্যা শপথ করিবে। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন এবং উহাদিগের ত্বক, চোখ, হাত ও পা সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আর উহাদিগের মুখে মোহর মারিয়া দেওয়া হইবে। অত:পর মুখের মোহর তুলিয়া ফেলিলে উহারা উহাদিগের অংগসমূহের সহিত ঝগড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলে অংগ সকল বলিবে ঃ

اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ اَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-

অর্থাৎ আল্লাহ্ যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়াছেন তিনি আমদিগকেও বাকশক্তি দিয়াছেন! তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন প্রথমবার এবং তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

এই কথা দ্বারা অলক্ষ্যে উহাদিগের জবানেরও স্বীকৃতি দান করা হইয়া যাইবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র)---- রাফি' আবুল হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন

যে, নিজ কৃতকর্মের অস্বীকৃতির ফলে আল্লাহ্ তাহার জিহ্বা এতটা মোটা করিয়া দিবেন যে, মুখ পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং জিহ্বা দ্বারা কথা বলিতে পারিবে না। অত:পর শরীরের অন্যান্য অংগসমূহকে পাপের সাক্ষী প্রদান করার আদেশ হইবে যে, তোমরা সাক্ষ্য প্রদান কর। অত:পর কান, চোখ, লজ্জাস্থান, হাত ও পা ইত্যাদি দ্বারা সংঘটিত পাপের সাক্ষ্য এইসব অংগসমূহ প্রদান করিবে। উল্লেখ্য যে, اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ আমি আজ ইহাদিগের মুখ মোহর করিয়া দিব, ইহাদিগের হস্ত কথা বলিবে আমার সহিত ইহাদিগের চরণ সাক্ষ্য দিবে ইহাদিগের কৃতকর্মের।' সূরা ইয়াসীনের এই আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসংগে এই ধরনের আরো বহু হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে, যাহার পুনরোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন আমার পিতা ----- জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা সাগর পথে সফর শেষ করিয়া স্বদেশে পৌছিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে বলেন, হাব্‌শ দেশে সফর করার সময় আশ্চর্যজনক কোন বিষয় তোমাদিগের নজরে পড়িয়া থাকিলে আমাকে শুনাও। এই জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে উহাদিগের মধ্য হইতে এক যুবক উঠিয়া বলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একদা আমরা বসিয়াছিলাম, তখন আমাদিগের নিকট হইতে অশীতিপর এক বৃদ্ধা মাথায় করিয়া একটি পানি ভর্তি হাড়ি নিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এক যুবক তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলে সে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে এবং তাহার হাড়িটি ভাংগিয়া চুরমার হইয়া যায়। অত:পর বৃদ্ধা উঠিয়া সেই যুবককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে থাকে, হে প্রতারক! তুমি সত্বর ইহার পরিণাম সম্পর্কে অবগতি লাভ করিবে ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরসীর উপর আসন গ্রহণ করিবেন, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে যেদিন তিনি একত্রিত করিবেন; সেদিন হস্তদ্বয়, পদদ্বয় দ্বারা যাহা করা হইয়াছে উহারা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে; সেই দিন আমার সহিত তোমার এই ব্যবহারেরও ফয়সালা হইবে। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "বৃদ্ধা সত্য বলিয়াছে, বৃদ্ধা সত্য বলিয়াছে এবং সেই জাতিকে কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্রতা দান করিবেন যে জাতির দুর্বলদের প্রতি সবলদের অত্যাচারের বিচার নেওয়া হয় না?" এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বল।

ইয়াহিয়া ইব্‌ন সলীম হইতে ইসহাক ইব্‌ন ইব্রাহীমের সূত্রে ইব্‌ন আবূদ্ দুনিয়া কিতাবুল আহওয়ালের মধ্যেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ

অর্থাৎ যখন উহারা স্বীয় অংগসমূহ ও ত্বককে ভর্ৎসনা করিবে তখন জবাবে উহারা বলিবে, মূলত তোমাদিগের কোন আমলই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকিত না। বরং

পাপ ও কুফ্র তোমরা তাঁহার সামনেই করিয়াছ এবং এই ব্যাপারে তোমরা একেবারে বেপরোয়া ছিলে। তোমরা ধারণা করিতে যে, তোমাদিগের অনেক আমল আল্লাহ্র নিকট গোপন থাকিত। কিন্তু তাহা নহে, বরং এই ভুল ধারণাই তোমাদিগকে আজ নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপিত করিয়াছে। তাই আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰكُمْ-

অর্থাৎ উপরন্তু তোমরা মনে করিতে যে, তোমরা যাহা করিতে তাহার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না। প্রতিপালক সমন্ধে তোমাদিগের এই ধারণাই তোমাদিগের ধ্বংস আনিয়াছে।

অতএব তাহাদিগের এই ধারণা ছিল ভুল। তাহারা ধারণা করিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের অনেক কর্ম-কান্ড সম্বন্ধেই খোঁজ-খবর রাখেন না। আর এই ধারণাই তাহাদিগের উপর ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছে।

فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ অর্থাৎ ফলে কিয়ামতের ময়দানে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, সেই দিন তোমরা নিপতিত হইবে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে। আহমদ (র) ---- আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি কা'বার গিলাফের নিচে লুকাইয়াছিলাম। তখন বিকট ভুঁড়িওয়ালা বেআকল তিনজন লোক আসে। তাহাদের একজন কুরাইশী আর দুইজন সাফফী অথবা একজন সাকফী আর দুইজন কুরাইশী। অত:পর একজনে বলে, তোমরা মনে কর আমরা যাহা বলি তাহা আল্লাহ্ শুনেন? একজনে উত্তরে বলে, আমরা যাহা আস্তে বলি তাহা তিনি শুনেন না এবং যাহা জোরে বলি তাহা তিনি শুনতে পান। তৃতীয় ব্যক্তি বলে জোরে বলিলে যদি তিনি শুনতে পান তাহা হইলে হয়ত তিনি সব কথাই শুনেন।

অত:পর আব্দুল্লাহ (র) এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাইয়া বলিলেন তখন নাযিল হয় ঃ

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ ......... فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ-

তিরমিযী হান্নাদের সূত্রে আবূ মুআবিয়া হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ তিরমিযী (র) সুফিয়ান সাওরী (র) হাদীস---- আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ..... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুর রায্যাক ..... বাহায্ ইব্ন হাকীমের দাদা হইতে বর্ণনা

করেন যে, বাহায্ ইব্‌ন হাকীমের দাদা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, কিয়ামতের দিন যখন তাহাদিগকে ডাকা হইবে এবং তাহাদিগের বাকশক্তি রহিত করা হইলে প্রথমে উরু এবং হাত সাক্ষী প্রদান করিবে। মা'মার (র) বলেন, হাসান (র) এই প্রসংগে পাঠ করেন ঃ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ অর্থাৎ তোমাদিগের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদিগের এই ধারণাই তোমাদিগের ধ্বংস আনিয়াছে। অত:পর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করিয়াছেন, আমার ব্যাপারে আমার বান্দা যে ধরনের ধারণা রাখে আমি তাহার সহিত সেই অনুযায়ী ব্যবহার করি এবং যখন বান্দা আমাকে ডাকে তখন আমি তাহার সাথে থাকি। ইহার পর হাসান (র) একটু চিন্তা করার পর বলেন, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে যে যে ধরনের ধারণা পোষণ করে তাহার আমল সেই অনুযায়ী হইয়া থাকে। মু'মিন যেহেতু আল্লাহ্ সম্বন্ধে উত্তম ধারণা পোষণ করিয়া থাকে সেহেতু তাহার আমল উত্তম হইয়া থাকে এবং কাফির ও মুনাফিক যেহেতু আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করিয়া থাকে সেহেতু তাহার আমল মন্দ হইয়া থাকে। অত:পর তিনি পাঠ করেন ঃ

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ........

وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ ـ

অর্থাৎ তোমাদিগের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না-এই বিশ্বাসে তোমরা ইহাদিগের নিকট কিছু গোপন করিতে না। উপরন্তু তোমরা মনে করিতে যে, তোমরা যাহা করিতে তাহার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না। প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদিগের এই ধারণাই তোমাদিগের ধ্বংস আনিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)---- জাবির (র) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমাদিগের কেহ যেন আল্লাহ্‌র প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে।" কেননা যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করিত তাহাদিগের সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ "তোমাদিগের প্রতিপালকের উপর তোমাদিগের মন্দ ধারণার ফলেই তোমাদিগের জন্য ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছে। ফলে, তোমরা হইয়াছ ক্ষতিগ্রস্ত।"

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ـ

অর্থাৎ উহাদিগকে জাহান্নামের মধ্যে ধৈর্যের সাথে আযাব ভোগ করা বা দহনের জ্বালায় অস্থিরচিত্ত হইয়া পড়া সমান কথা। কেননা তখন উহাদিগের ওযর-অনুযোগ গ্রহণ করা হইবে না এবং উহাদিগের পাপও আর ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে না। আর পৃথিবীতে প্রত্যাগমনের আকাংখা ও দাবী করিলে তাহাও পূর্ণ করা হইবে না।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا অর্থ উহারা পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার প্রত্যাগমনের আকাংখা ব্যাক্ত করিবে কিন্তু উহাদিগের আকাংখার প্রত্যুত্তরে কিছুই বলা হইবে না।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ ـ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُوْنَ ـ قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلاَ تُكَلِّمُوْنَ ـ

অর্থাৎ উহারা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! দুর্ভোগ্য আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়; হে আমাদিগের প্রতিপালক! এই অগ্নি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, অত:পর আমরা যদি পুনরায় সত্য প্রত্যাখ্যান করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হইব। আল্লাহ্ বলিবেন, "তোরা হীন অবস্থায় এই খানেই থাক এবং আমার সহিত কোন কথা বলিস্ না।"

(٢٥) وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

(٢٦) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ۝

(٢٧) فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

(٢٨) ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۝

(٢٩) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ۝

২৫. আমি ইহাদিগের জন্য নির্ধারণ করিয়াছিলাম সহচর, যাহারা উহাদিগের সম্মুখ ও পাশ্চাতে যাহা আছে তাহা উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়া দেখাইয়াছিল এবং উহাদিগের ব্যাপারেও উহাদিগের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষদিগের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব হইয়াছে। উহারা তো ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

২৬. কাফিররা বলে, তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করিও না এবং উহা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাহাতে তোমরা জয়ী হইতে পার।

২৭. আমি অবশ্যই কাফিরদিগকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাইব এবং নিশ্চয়ই আমি উহাদিগকে উহাদিগের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দিব।

২৮. জাহান্নাম, ইহাই আল্লাহ্র শত্রুদিগের পরিণাম; সেথায় উহাদিগের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী আবাস আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফলস্বরূপ।

২৯. কাফিররা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! যেসব জিন ও মানব আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল উহাদিগের উভয়কে দেখাইয়া দাও। আমরা উভয়কে পদদলিত করিব, যাহাতে উহারা লাঞ্ছিত হয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, তিনি মুশ্রিকদিগকে গোমরাহ করিয়াছেন এবং ইহা হইয়াছে তাহার কুদরতের মাধ্যমে। আর তিনি সকল কাজে অভিজ্ঞ। তিনি উহাদিগকে জিন ও ইনসানের মধ্য হইতে এমন কিছু সংগী দিয়াছিলেন যাহারা উহাদিগের অতীত ও ভবিষ্যতকে উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিল।

অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যতকালের চেয়ে উত্তম ও শোভন করিয়া উহাদিগের আমল উহাদিগের নিকট তাহারা তুলিয়া ধরিয়াছিল। আর বলিত এই ধরণের উত্তম আমল বা কর্ম-কান্ড একমাত্র আদর্শ লোকদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে।

যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ- وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُوْنَ-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ হয় তিনি তাহার জন্য নিয়োজিত করেন এক শয়তানকে, অত:পর সেই হয় তাহার সহচর। শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে। অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে।

وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ অর্থাৎ উহাদিগের ব্যাপারেও শাস্তির কথা বাস্তব হইয়াছে যেমন শাস্তির কথা বাস্তব হইয়াছিল উহাদিগের পূর্ববর্তী জিন ও ইনসানের উপর। আর উহারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ততার দিক দিয়া ইহারা ও উহারা সমান। পরবর্তী

আয়াতে বলা হইয়াছে যে, وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَاتَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ কাফিররা বলে, তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করিও না। অর্থাৎ তাহারা পরস্পরে এই ব্যাপারে একমত গ্রহণ করিয়াছিল যে, তাহারা আল্লাহ্র কালাম শুনিবে না এবং উহার আহ্কাম গ্রহণও করিবে না।

وَالْغَوْا فِيْهِ অর্থাৎ বরং উহা তেলাওয়াতকালে সকলে শোরগোল সৃষ্টি করিবে যাহাতে উহা কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে।

যেমন মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, وَالْغَوْا فِيْهِ -এর অর্থ কথার মধ্যে তালি বাজান, শিশ দেওয়া এবং শোরগোল সৃষ্টি করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কুরআন তেলাওয়াত করিতেন তখন কুরাইশরা ইহা করিত। যাহ্হাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন, এর অর্থ তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দোষ অন্বেষণ করিত।

কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, উহারা তাহাকে অস্বীকার করিত, তাঁহার সহিত শত্রুতা পোষণ করিত এবং ইহা করা দ্বারা উহারা মনে করিত যে, তাহারা জয়ী হইয়াছে।

لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ যাহাতে তোমরা জয়ী হইতে পার। অর্থাৎ জাহিল কাফির এবং যাহারা ইহাদিগের অনুসরণ করিত তাহাদিগের প্রত্যেকের এই একই অবস্থা ছিল— তাহাদিগের নিকট কুরআন শ্রবণ করা অসহ্য মনে হইত। অত:পর ইহার বিপরীতে মু'মিনদিগের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেন যে, وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ অর্থাৎ যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ করিবে এবং নিশ্চুপ হইয়া থাকিবে যাহাতে তোমাদিগের প্রতি দয়া করা হয়। অত:পর কুরআনের বিরোধীতাকারী কাফিরদিগকে শাস্তির ভীতি ও হুমকী প্রদর্শনস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا অর্থাৎ আমি অবশ্যই কাফিরদিগকে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাইব।

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ উহাদিগের আমলের প্রতিদানের কথা বলা হইয়াছে, নিশ্চয়ই আমি উহাদিগকে উহাদিগের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দিব।

উহাদিগের শাস্তির বিশ্লেষণ করিয়া বলা হইয়াছে যে,

ذٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا بِاٰيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ ـ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَا اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ـ

অর্থাৎ জাহান্নাম, ইহাই আল্লাহ্‌র শত্রুদিগের পরিণাম; সেথায় উহাদিগের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী আবাস আমার নিদের্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ। কাফিরগণ বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! যেসব জিন ও মানুষ আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল তাহাদিগকে দেখাইয়া দাও, আমরা উহাদিগকে পদদলিত করিব যাহাতে উহারা লাঞ্ছিত হয়। সুফিয়ান সাওরী (র) ---- আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) এর মর্মার্থে বলেন যে, ইহার দ্বারা ইবলীস এবং আদম (আ)-এর সেই পুত্রকে বুঝান হইয়াছে, যে তাহার সহদর ভাইকে হত্যা করিয়াছিল। আওফীও আলী (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সুদ্দী (র) আলী (রা) হইতে বলেন যে, প্রত্যেক মুশ্‌রিককে শিরক করার জন্য ইবলীস উৎসাহিত করে এবং প্রত্যেক কবীরা গুনাহর পিছনে উৎসহ যোগায় আদম (আ)-এর পুত্র। অতএব প্রত্যেক শিরকের উৎস হইল ইবলীস এবং প্রত্যেক কবীরা গুনাহর উৎস হইল আদম (আ) তনয়। যেমন হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে যে, "যে কেহ অন্যায়ভাবে কেহকে হত্যা করিলে উহার পাপের অংশ আদম (আ) তনয়ের প্রতি বর্তাইবে। কেননা পৃথিবীতে সেই প্রথম হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করিয়াছে এবং হত্যার পথ সেই প্রথম উদ্‌ঘাটন করিয়াছে।

আর نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا-এর অর্থ উহাদিগকে আযাব স্থলের নিম্নতম স্থানে নিক্ষেপ কর যাহাতে উহারা আমাদিগের চেয়ে অধিক কঠিন আযাব ভোগ করে। তাই বলিয়াছে : لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ অর্থাৎ জানান্নামের সর্বনিম্নস্তরে নিপতিত হইয়া যাহাতে উহারা লাঞ্ছিত হয়। সূরা আ'রাফের মধ্যে সাধারণ কাফিরেরা উহাদিগের নেতাদিগের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিবে সেই প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لاَّتَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ হে আমাদিগের প্রতিপালক! ইহারাই আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদিগকে দ্বিগুণ অগ্নি শাস্তি দাও। আল্লাহ্ বলিবেন, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রহিয়াছে, কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নহ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে উহার পাপ অনুযায়ী শাস্তি দিবেন। যেমন বলা হইয়াছে যে,

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ-

অর্থাৎ আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করিব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণের ও আল্লাহ্‌র পথে বাধাদানকারীগণের; কারণ, তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করিত।

(٣٠) اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

(٣١) نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ○ۜ

(٣٢) نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ○ۧ

৩০. যাহারা বলে, আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাহাদিগের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশ্তা এবং বলে, তোমরা ভীত হইও না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য আনন্দিত হও।

৩১. আমরাই তোমাদিগের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে; সেথায় তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে যাহা কিছু তোমাদিগের মন চাহে, এবং সেথায় তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে যাহা তোমরা ফরমায়েশ কর।

৩২. ইহা হইবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আপ্যায়ন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا যাহারা বলে আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্, এবং অবিচলিত থাকে। অর্থাৎ যাহারা আন্তরিকতার সাথে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য আমল ইবাদত করে এবং শরীআ'ত অনুযায়ী আল্লাহ্র আনুগত্য করে।

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) ---- আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগের সামনে এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا (অর্থাৎ যাহারা বলে, আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্, এবং অবিচলিত থাকে।) অত:পর বলেন, অধিকাংশ লোকই আল্লাহ্র রবুবিয়্যাত স্বীকার করিয়া পরে আবার কুফ্রী করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যাহারা আল্লাহ্কে রব হিসাবে বিশ্বাস ও স্বীকার করার পর আমৃত্যু এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহাদিগকে বলে 'মুস্তাকীম বা অবিচল।

নাসায়ী স্বীয় নাসায়ী শরীফের তাফসীর অধ্যায়ে এবং বাযযার ও ইব্‌ন জারীর (র) মুসলিম ইব্‌ন কুতাইবার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিমও ফাল্লাসের সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর ---- সাঈদ ইব্‌ন ইমরান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন ইমরান বলেন ঃ আমি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সামনে إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا এই আয়াতটি পাঠ করিলে তিনি ইহার মর্মার্থে বলেন, ইহারা উহারা যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করে না। আসওয়াদ ইব্‌ন হিলালের হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন, একদা লোকদিগকে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا এই আয়াতাংশের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে, ইহার অর্থ হইল পাপ হইতে বিরত থাকা। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) প্রত্যুত্তরে বলেন, না তোমরা ভুল বলিয়াছ। ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্‌র রবুবিয়্যাতকে স্বীকারপূর্বক কখনো অন্যের প্রতি মুখপেক্ষী না হওয়া। মুজাহিদ, ইকরিমা ও সুদ্দী (র) প্রমুখও এই অর্থ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)---- ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা বলেনঃ একদা ইব্‌ন আব্বাস (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কুরআনের মধ্যে আদেশের দিক দিয়া কোন্ আয়াতটি সর্বাপেক্ষা সহজ? তিনি إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলেন, আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ নাই এই বিশ্বাসের উপর মৃত্যু পর্যন্ত অনড় থাকা।

যুহরী (র) বলেন, একবার ওমর (রা) মিম্বারে উঠিয়া এই আয়াতটি পাঠপূর্বক বলেন, এই আয়াতে সেই সকল লোকের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে অবিচল থাকে এবং শৃগালের মত এই দিক সেই দিক না করে। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা ইব্‌ন আব্বাস হইতে বলেন, এই আয়াতাংশে সেই সকল লোকের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা ফরয আদায়ে যত্নবান। কাতাদাহ (র) বলেন, হাসান (র) দু'আ করিতেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমদিগের প্রভু, অতএব তুমি আমাদিগকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দাও।

আবূ আলীয়া (র) বলেন, ثُمَّ اسْتَقَامُوْا এর অর্থ হইল, দ্বীন প্রতিপালন এবং আমলের মধ্যে ইখলাস আনয়ন করা।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুশাইম (র).... সুফীয়ান ছাক্‌ফী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করান, যেটি জানার পর আর কাহারো কাছে যেন কিছু জানার জন্য যাইতে না হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তুমি বল, আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিলাম এবং এই বিশ্বাসের উপর অবিচল থাক।"

অত:পর লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, আমি কোন্ জিনিস হইতে সংযম অবলম্বন করিব? এই প্রশ্ন করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় জিহ্বার প্রতি ইশারা করেন।

নাসায়ী (র) শু'বা (র) এর হাদীস ইয়ালা ইব্ন আ'তা হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ইয়াযীদ ইব্ন হারুন (র)---- সুফিয়ান ইব্ন আব্দুল্লাহ ছাকফী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি বিষয় শিক্ষা দিন, যাহার উপর আমি আজীবন প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি। তিনি বলিলেন, "বল, আল্লাহ্ আমার প্রভু। অত:পর এই বিশ্বাসের উপর অবিচল থাক।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমার জন্য সবচেয়ে কোন্ জিনিসটিকে বেশী ভয় করেন? এই প্রশ্নটি করার পর তিনি স্বীয় জিহ্বার এক অংশ হাতে ধরিয়া বলেন, 'এইটি'।

ইব্ন মাজা ও তিরমিযী যুহরীর হাদীসে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুসলিম তাহার স্বীয় গ্রন্থে ও নাসায়ী (র) ---- সুফিয়ান ইব্ন আব্দুল্লাহ ছাকফী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুফিয়ান ইব্ন আব্দুল্লাহ ছাকফী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধীয় এমন একটি বিষয় বলিয়া দিন, যেটি জানার পর যেন দ্বিতীয়বার কাহারো নিকট কিছু জানার জন্য যাইতে না হয়। তিনি বলিলেন "তুমি বল, আমি ঈমান আনিলাম আল্লাহ্র উপরে এবং এই বিশ্বাসের উপর দৃঢ়পদ অবিচল থাক।" একইভাবে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলিয়াছেন ঃ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ তাহাদিগের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশ্তা। মুজাহিদ, সুদ্দী, যায়দ ইব্ন আসলাম (র) ও তাহার পুত্র বলেন, উহাদিগের মৃত্যুর সময় ফেরেশ্তারা বলিবে اَنْ لَاتَخَافُوْا , তোমরা ভীত হইও না।

মুজাহিদ, ইকারিমা, যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, اَنْ لَاتَخَافُوْا এর ভাবার্থ হইল, এখন তোমরা পরকালের দিকে চলিয়াছ, অতএব তোমরা নির্ভয়ে থাক। পৃথিবীতে পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-সন্তান, সম্পদ ও যে ঋণ রাখিয়া আসিয়াছ সে সম্বন্ধে وَلَا تَحْزَنُوْا নিশ্চিত থাক উহার হেফাযতের দায়িত্ব আমাদিগের।

وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ অতএব তোমাদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য এবং অশুভতার বিদায় ও কল্যাণের সাক্ষাতের জন্য তোমরা আনন্দিত হও। যেমন হযরত বাররা (র)-এর হাদীসে আসিয়াছে যে, মু'মিনের আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া ফেরেশ্তারা বলিবে, হে পবিত্র বদন হইতে নির্গত পবিত্রাত্মা! চল আল্লাহ্র অফুরন্ত নেয়ামতরাজীর শানে এবং চল সেই আল্লাহ্র দিকে যিনি তোমার প্রতি রাগান্বিত নন।

অন্য হাদীসে আরো বলা হইয়াছে যে, যেদিন মু'মিনরা কবর হইতে উত্থিত হইবে সেদিন ফেরেশ্‌তা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য তাহাদিগের কবর পার্শ্বে আগমন করিবেন। সুদ্দী ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্‌ন জারীব (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)---- জাফর ইব্‌ন সুলাইমান হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি শুনিয়াছি যে, ছাবিত (র) সূরা হা-মীম সিজদার إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ -এই আয়াতটি পর্যন্ত পৌঁছিয়া থামিয়া যান এবং বলেন, আমি জানিয়াছি যে, মু'মিন বান্দা যখন কবর হইতে উত্থিত হইবে তখন তাহার সহিত দুইজন ফেরেশ্‌তা থাকিবে—সেই দুই ফেরেশ্‌তা যাহারা পৃথিবীতে তাহার সহিত ছিল। ফেরেশ্‌তাদ্বয় তাহাকে বলিবে, ভীত হইও না ও চিন্তিত হইও না وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ এবং তোমাদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য আনন্দিত হও। আর আল্লাহ্ তোমাদিগের শংকা বিদূরীত করিয়াছেন এবং তোমাদিগের আখিদ্বয় ভরিয়া দিয়াছেন প্রশান্তি দ্বারা। সেই দিন সকলে আশংকায় থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে একমাত্র মু'মিন ব্যতীত, যাহারা আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে চলিয়া নিজেদেরকে ধন্য করিয়াছে।

যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, তাহাদিগকে এই সুসংবাদ দেওয়া হইবে তাহাদিগের মৃত্যুর সময়, কবরের মধ্যে এবং যখন কবর হইতে উত্থিত করা হইবে তখন। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাটি সংক্ষিপ্ত হইলেও ব্যাপক অর্থ বোধক। তাই মুফাসসিরগণ এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন। মূলত ব্যবহারটা এই ধরনেরই হইবে।

ইহার পূর্বের আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْآخِرَةِ। ইহকাল ও পরকালে আমরা তোমাদিগের বন্ধু।

অর্থাৎ সেই সময়ে ফেরেশ্‌তারা মু'মিনদেরকে বলিবে, আমরা পার্থিব জীবনে তোমাদিগের সংগী ছিলাম এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্র পথে চলিতে ও সেই পথের বাধাসমূহ অপসারিত করিয়া আল্লাহ্র খোশনুদী লাভের সার্বিক সহযোগিতা আমরা করিয়াছিলাম। এইভাবে ঐ সময় ও সর্বকালীনের জন্য তোমাদিগের সংগে আমরা আছি এবং থাকিব। কবর, সিংগায় ফুৎকার, পুনরোত্থান, হাশর ও পুলসিরাতের শঙ্কা ও ভয়াবহতা হইতে মুক্ত করিয়া জান্নাতে পৌঁছাইয়া দেওয়া পর্যন্ত তোমাদিগের সহিত আমরা আছি।

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْ أَنْفُسُكُمْ সেথায় তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে সমস্ত কিছু যাহা তোমাদিগের মন চাহে অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে তোমার মন যাহা চাহিবে এবং যাহা করিলে তুমি শান্তি পাইবে তাহার সকল উপকরণ তথায় উপস্থিত রহিয়াছে।

وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ অর্থাৎ সেথায় সমস্ত কিছু সহজলভ্য, তুমি যাহা আকাংখা করিবে তাহা তোমার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তুমি স্বেচ্ছায় তাহা উপভোগ করিবে।

نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ইহা হইবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আপ্যায়ন। অর্থাৎ এই আপ্যায়ন, দান ও পুরস্কার তোমাদিগের পাপ মোচনকারী দয়ালু প্রভুর পক্ষীয়। যিনি পাপ মোচন করিয়াছেন, পাপ গোপন রাখিয়াছেন এবং তোমাদিগের প্রদর্শন করিয়াছেন পরম দয়া ও করুণা।

জান্নাতীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর সময় যে আল্লাহ্ বলিবেন ঃ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ সেথায় তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে সমস্ত কিছু যাহা তোমাদিগের মন চাহে। যাহা তোমরা আকাংখা কর। এই সম্বন্ধে ইব্ন আবূ হাতিম ও সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) বর্ণনা করেন যে, একদা সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাবের আবূ হুরায়রা (রা) এর সহিত সাক্ষাত হইলে আবূ হুরায়রা তাঁহাকে বলেন, আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন জান্নাতের বাজারের মধ্যে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটান। এই কথা শুনিয়া সাঈদ (র) বলিলেন, জান্নাতের মধ্যে বাজার থাকিবে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-আমাকে বলিয়াছেন ঃ বেহেশ্তবাসীরা যখন বেহেশ্তে প্রবেশ করিবেন এবং যখন সকলে নিজ নিজ সতর্ক অনুযায়ী অবস্থান গ্রহণ করিবেন, তখন দুনিয়ার দিনগুলির মত এক শুক্রবার তিনি সকল বেহেশ্তবাসীকে একস্থানে একত্রিত হওয়ার জন্য আদেশ করিবেন। সকলে তথায় একত্রিত হইলে আল্লাহ্ তাহাদিগের উপর স্বীয় তাজাল্লী বিকিরিত করিবেন এবং তখন তাঁহার আরশ পরিদৃষ্ট হইবে। সকলে নিজ মর্তবা অনুযায়ী বাগিচার মধ্যে নূর, মুতী, ইয়াকূত, পান্না, স্বর্ণ ও রূপার মিম্বারের উপর আসন গ্রহণ করিবেন। আর যাহারা পুণ্যের দিক দিয়া কিছুটা খাট তাহাদিগকে নিম্নবর্ণের মনে করা হইবে না; তাহারাও মিশ্ক ও কর্পুরের সুগন্ধীময় টিলার উপর আসন গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এই অসামঞ্জস্যতার জন্য তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রকারের দুঃখ আসিবে না। তাহাদিগের মনে কখনো এই ধারণা আসার সুযোগ থাকিবে না যে, উচ্চ আসনে উপবিষ্টকারীরা তাহাদিগের চেয়ে উত্তম।

আবূ হুরায়রা (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি আল্লাহ্কে স্বচক্ষে দেখিতে পারি? তিনি বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ, সূর্যকে এবং পূর্ণিমার চন্দ্রকে যেভাবে তোমরা দেখিয়া থাক আল্লাহ্কে সেইভাবে দেখিতে পাইবে।" তিনি আরো বলিয়াছিলেন ঃ সকলে আল্লাহ্কে দেখিতে পাইবে, সকলে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ পাইবে। এক পর্যায়ে একজনকে ডাকিয়া আল্লাহ্ তাআ'লা বলিবেন, ওহে! অমুকদিনে সেই অপরাধকারীর কথা স্মরণ আসে তোমার? লোকটি

বলিব, হে প্রভু! তাহা তো আপনি ক্ষমা করিয়াছেন। তিনি বলিবেন, হ্যাঁ, তাহা আমি ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ফলেই তো তুমি আজ এই পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছ। এমন সময় তাহাদিগকে মেঘ আসিয়া উর্ধাকাশ ঢাকিয়া ফেলিবে এবং উহা হইতে এমন সুগন্ধিময় বৃষ্টি বর্ষিত হইবে যাহার মত সুগন্ধি জীবনে সে কখনো পায় নাই। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে বলিবেন, উঠ, আমি তোমাদিগের জন্য যে সকল উপঢৌকন রাখিয়াছি তাহা হইতে তোমরা নিজ নিজ পছন্দ মত গ্রহণ কর। পরে সকলে এমন একটি বাজারে উপস্থিত হইবে যে বাজারটির চতুর্দিক ফেরেশ্‌তারা সারিবদ্ধ ভাবে ঘিরিয়া থাকিবে। সেখানে তাহারা এমন এমন জিনিসের সমাহার দেখিবে যাহা তাহারা কোন দিন দেখে নাই, শুনে নাই এবং যাহার সম্পর্কে তাহারা কল্পনাও করে নাই। সকলে নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে তথা হইতে গ্রহণ করিবে। সেখানে ক্রয়-বিক্রয়ের কোন ঝামেলা নাই। বরং উহা তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা উপহার স্বরূপ প্রদান করিবেন। তথায় বেহেশ্‌তবাসীদিগের একের সহিত অপরের সাক্ষাৎ হইবে। উঁচু স্তরের জান্নাতীর সহিত নিম্নস্তরের জান্নাতীর সাক্ষাৎ হইলে তাহার উন্নত পরিপাটি পোষাক দেখিয়া নিম্নস্তরের জান্নাতীর মনে উহার আকাংখা জাগিলে সে তাহার পরনে উহার চেয়েও উন্নতমানের পোষাক দেখিতে পাইবে। কেননা তথায় কাহারো কোন রূপ দুঃখ ও ব্যাথা থাকিবে না। তথা হইতে প্রস্থান করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলে তাহাদিগের বেগমরা তাহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবে এবং তাহারা বলিবে, আজ আপনার যাওয়ার সময় তো আপনি এতো সজীব ও সুন্দর ছিলেন না। আপনার চেহারা তো এতো লাবণ্যময় ছিলনা? তাহারা বলিবে, হ্যাঁ, আজ আমরা খোদ আল্লাহ্‌র সহিত একই সভায় অবস্থান করিয়াছি এক সাথে আমরা সময় কাটাইয়াছি। তাই আজ সত্যই আমাদিগের ভাগ্য আরো প্রসন্ন হইয়াছে এবং আমরা আরো কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

হিশাম ইব্‌ন আম্মার হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈলের সূত্রে তিরমিযী স্বীয় জামে তিরমিযী শরীফের মধ্যেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হিশাম ইব্‌ন আম্মারের সূত্রে ইব্‌ন মাজাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিরমিযী (র) বলেন, একমাত্র এই সূত্র ব্যতীত হাদীসটি অজ্ঞাত। উপরন্তু হাদীসটি দুর্বল। ইমাম আহমদ (র) ---- আনাস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করে আল্লাহ্ও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করে তাহার সহিত আল্লাহ্ও সাক্ষাৎকার দিতে অপছন্দ করেন।"

এই কথা শুনিয়া সাহাবাগণ বলিলেন,হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করিয়া থাকি। তিনি বলিলেন, " ইহার দ্বারা মৃত্যুর পছন্দ অপছন্দের কথা

বুঝান হয় নাই। বরং যখন মুমিনের মৃত্যু উপস্থিত হয় এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাকে খোশ খবর প্রদান করা হয়। যাহা শুনার পরে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ ব্যতীত আর কিছু কামনা করে না। অতএব আল্লাহ্‌ও তাহার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর পাপিষ্ঠ কাফিরদিগের মৃত্যুর সময় তাহাদিগকে দুঃসংবাদ প্রদান করা যে, তাহারা মৃত্যুহীন একটি জগতে যাত্রা করিতেছে, যেখানে তাহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছে ব্যথা, বেদনা। ফলে সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ অপছন্দ করে। তাই আল্লাহ্‌ও তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা পছন্দ করেন না।" হাদীসটি সহীহ এবং একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

(٣٣) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

(٣٤) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ○

(٣٥) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ○

(٣٦) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

৩৩. কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো আত্মসমর্পণকারী দিগের অন্তর্ভুক্ত।

৩৪. ভাল এবং মন্দ সমান হইতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সহিত যাহার শত্রুতা আছে সে হইয়া যাইবে অন্তরংগ বন্ধুর মত।

৩৫. এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকে যাহারা ধৈর্যশীল; এই গুণের অধিকারী কেবল করা হয় তাহাদিগকেই, যাহারা মহাভাগ্যবান।

৩৬. যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র শরণ লইবে, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা আর কাহার? যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে।

وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ সে নিজে হিদায়াত গ্রহণ করেছে এবং অপরকে হিদায়াতের পথে আহ্বান করেছে। সে এমন নহে যে, অন্যকে সৎপথে চলার আদেশ করে উপদেশ দেয় কিন্তু নিজে গ্রহণ করে না এবং অন্যকে অন্যায় থেকে বিরত থাকার ওয়াজ করে কিন্তু নিজে তাহা মানিয়া চলে না। বরং নিজে সৎপথে চলে এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকে। আর অপরকেও সেই অনুযায়ী চলিতে আদেশ করে। এক কথায় আল্লাহ্র কর্তৃক আদিষ্ট পথে সে মানুষকে আহ্বান করে।

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতটি সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে এই আয়াতটি সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরে। এই কথা বলিয়াছেন মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন, সুদ্দী ও আব্দুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র)। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা মুয়াযযিনদেরকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। যেমন সহীহ্ মুসলিমের মধ্যে আসিয়াছে যে, "যাহারা আযান দেন কিয়ামতের দিন তাহাদিগের গর্দান সবার চেয়ে লম্বা হইবে।"

"সুনানের মধ্যে একটি মারফূ হাদীসে আসিয়াছে যে, ইমাম দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং মুয়াযিযন আমানতদার। আল্লাহ্ তা'আলা ইমামদিগকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়াছেন আর ক্ষমা করিয়াছেন মুয়াযযিনদিগকে।

ইব্ন আবূ হাতিম .... সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন মুয়যিযনরা আল্লাহ্র নিকট মুজাহিদদিগের সমপরিমাণ অংশ প্রাপ্ত হইবে। আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে কোন মুয়যযিনের মর্যাদা, আল্লাহ্র পথের সৈনিকের যুদ্ধের ময়দানে রক্তে সিক্ত হইয়া মাটিতে লুটিপুটি খাওয়ার মর্যাদার সমান।

ইব্ন মাসউদ (র) বলিয়াছেন, আমি যদি মুয়াযিযন হইতাম তাহা হইলে হজ্জ, উমরা ও জিহাদের প্রতি এতটা আগ্রহী হওয়ার প্রয়োজন হইত না।

ওমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন, আমি যদি মুয়াযিযন হইতাম তাহা হইলে আমি রাত জাগিয়া নফল সালাত আদায় এবং দিনের বেলা নফল সাওম পালনের প্রতি এতটা যত্নশীল হইতাম না। কেননা আমি শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার বলিয়াছেন "হে আল্লাহ্! মুয়যযিন দিগকে তুমি ক্ষমা করিয়া দাও।" তখন আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন না অথচ আমরা দ্বীনের জন্য আযানের সময়ও তরবারি লইয়া শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকি! জবাবে তিনি বলিলেন, উমর! নিকট ভবিষ্যতে এমন একটি সময় আসিবে

যখন সমাজের দুর্বল ও গরীবদিগের জন্য মুয়যযিন পদবী বরাদ্দ থাকিবে। অথচ মুয়যযিনরা সেই পর্যায়ের গণ্য যাহাদিগের মাংস স্পর্শ করাও জাহান্নামের জন্য হারাম।"

আয়েশা (র) বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ এই আয়াতটি মুয়যিযনদিগের উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে। তিনি বলেন, মুয়াযিযন দ্বারা লোকদিগকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করিয়া থাকে। ইব্ন ওমর (র) ও ইকরিমাও বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি মুয়যিযনদিগের সমন্ধে নাযিল হইয়াছে।

আর উসামাহ বাহিলী (র) হইতে বাগভী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, এর দ্বারা উহাদিগকে বুঝান হইয়াছে যাহারা আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করে।

অত:পর আব্দুল্লাহ ইব্ন মুগাফফালের হাদীসে বাগভী বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেনঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দুই রাকাআত রহিয়াছে। ইহা দুইবার বলিয়া তৃতীয়বার তিনি বলেন, যাহার ইচ্ছা হয় সে উহা আদায় করিবে।"

আব্দুল্লাহ ইব্ন বুরাইদার হাদীসকে সিহাহ সিত্তাহর সকল ইমামগণই তাহাদের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করিয়াছেন এবং সাওরী (র) এর হাদীস.... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাওরী বলেন (এই হাদীসটির প্রত্যেকটি সূত্র মারফু) বর্ণিত হইয়াছে যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়কালীন দু'আ কখনো রদ হয় না।"

আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী তাহাদের গ্রন্থে রেওয়াতে এই কথাও উল্লেখিত হইয়াছে যে, রাত ও দিনের প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী কালীন সময়ের দু'আ কখনো রদ হয় না। ইহা সাওরীর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তিরমিযী (র) বলেন, হাদিসটি হাসান। আনাস (র) হইতে একাধারে কাতাদাহ ও সুলায়মান তাইমীর হাদীসে নাসায়ীও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সঠিক কথা হইল আলোচ্য আয়াতটির বিষয় সম্পর্কে মুয়াযযিনসহ সকলেই সংশ্লিষ্ট। তবে কথা হইল এই আয়াতটি যখন নাযিল হয় তখন আযানের প্রচলন ছিল না। কেননা আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে। আর আযানের প্রচলন হইয়াছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের পর তাঁহার মাদানী জীবনে।

আযানের ব্যাপারটি আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন আব্দ রাবিবহী আল্ আনসারী (র) এর একটি স্বপ্নের সহিত সংশ্লিষ্ট। তিনি আযানের বাক্য সম্বলিত একটি স্বপ্ন দেখিলে

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট তাহার স্বপ্ন বর্ণনা করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আযানের জন্য তাহার স্বপ্নের বাক্যগুলি অনুমোদন করেন এবং আযান দেওয়ার জন্য বিলাল (রা) কে মনোনীত করেন। কেননা তাহার আওয়ায উচ্চ ছিল।

অতএব বুঝা যায় যে, আয়াতটি সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। যথা ইমাম বসরী হইতে একাধারে মা'মার ও আব্দুর রাযযাকের রেওয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হাসান বসরী (র) وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ। এই আয়াতটি তেলাওয়াত করার পর বলেন, এই আয়াতে যাহাদিগের কথা বলা হইয়াছে তাহারাই আল্লাহ্র প্রকৃত হাবীব, আল্লাহ্র অলী, ইহারাই আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত এবং ইহারাই উত্তম ব্যক্তি সকল।

পৃথিবীর সকল লোকদিগের মধ্যে ইহারাই আল্লাহ্র প্রিয় পাত্র। কেননা ইহারা আল্লাহ্র অনুশাসন মান্য করে এবং অন্যকেও ইহা মান্য করার জন্য আহ্বান করে। ইহারা নিজেরাও সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অন্যকেও সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য আহ্বান করে। আর দরাজ গলায় বলে, নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলমান— এরাই, আল্লাহ্র সর্বোত্তম প্রতিনিধি।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে বলেন, وَلاَتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ। অর্থাৎ ভাল এবং মন্দ সমান হইতে পারে না। কেননা এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রহিয়াছে।

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা। অর্থাৎ যে তোমার সহিত মন্দ ব্যবহার করিবে তাহার সহিত তুমি ঈমানের ব্যবহার করিবে।

যেমন হযরত ওমর (রা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি তোমার সহিত আল্লাহ্র অবাধ্যমূলক অন্যায় ব্যবহার করিবে তুমি তাহার সহিত আল্লাহ্র বাধ্যতামূলক সুন্দর ব্যবহার কর। (যাহার ফলে জীবনের শত্রু অন্তরের বন্ধুতে পরিণত হয়।)

فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ। ফলে তোমার সহিত যাহার শত্রুতা আছে সে হইয়া যাইবে অন্তরংগ বন্ধুর মত।

অর্থাৎ কেহ তোমার সহিত অন্যায় ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করিলে তাহার সহিত যদি সৌজন্য ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে বন্ধুতে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। তোমার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা সৃষ্টি হইবে। ফলে সৎব্যবহারের বদৌলতে এক সময়ের শত্রু হইয়া যাইবে বন্ধু।

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا। এই চরিত্রের অধিকারী কেবল তাহারাই হয় যাহারা ধৈর্যশীল।

অর্থাৎ এই উপদেশ কেবল তাহারাই গ্রহণ করে এবং ইহার উপর কেবল তাহারাই আমল করে যাহারা ধৈর্যশীল- যাহারা অন্যের অসৎব্যবহারের সময় নিজেদেরকে সংযত রাখতে সমর্থ হয়।

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ এই চরিত্রের অধিকারী কেবল তাহারাই হয় যাহারা মহাভাগ্যবান। অর্থাৎ ঐ সকল ভাগ্যবান ব্যক্তিরা যাহাদিগের জন্য রহিয়াছে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালের কল্যাণ।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইহার মধ্যে মু'মিনদিগকে ক্রোধের সময় ধৈর্য্য ধারণ করার, অজ্ঞের সামনে নম্রতা প্রকাশ করা এবং দুর্ব্যবহারকারীকে ক্ষমা করিয়া দেওয়ার আদেশ করিয়াছেন। এই সকল লোককে আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের প্ররোচনা হইতে হিফাযতে রাখেন এবং এই সকল লোকের শত্রুরা বন্ধুতে পরিণত হইয়া যায়।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র স্মরণ লইবে।

অর্থাৎ ইহার পূর্বে মানুষ শয়তানকে সৎব্যবহার দ্বারা কাবু করার কথা বলা হইয়াছে। এখন জিন শয়তানের কথা বলা হইতেছে যে, শয়তানের প্ররোচনার সময় একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট উহা হইতে পানাহই চাহিবে। কেননা তোমার মনকে কাবু করার ক্ষমতা তাহার রহিয়াছে। যখনই আল্লাহ্‌র নিকট উহার প্ররোচনা হইতে পানাহ চাহিবে তখনই সে তোমার উপর হইতে তাহার অশুভ হাত গুটাইয়া ফেলিবে।

তাই প্রত্যেক সালাতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দু'আটি পাঠ করিতেন ঃ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

আলোচ্য বিষয়ের উপর সূরা আরাফের মধ্যেও বলা হইয়াছে যে,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

অর্থাৎ তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা কর। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র শরণ লইবে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

এই সমন্ধে সূরা মু'মিনীনের মধ্যেও বলা হইয়াছে যে,

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ - وَقُلْ رَّبِّ أَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ - وَأَعُوْذُبِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنِ -

অর্থাৎ মন্দের মুকাবেলা কর উত্তম দ্বারা, উহারা যাহা বলে আমি সে সমন্ধে সবিশেষ অবহিত। বল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হইতে। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি উহাদিগের উপস্থিতি হইতে।

(٣٧) وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

(٣٨) فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ ○

(٣٩) وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৩৭. তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করিও না, চন্দ্রকেও নহে; সিজদা কর আল্লাহ্‌কে যিনি এইগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা তাঁহারই ইবাদাত কর।

৩৮. উহারা অহংকার করিলে যাহারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রহিয়াছে তাহারা তো দিবস ও রজনী তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাহারা ক্লান্তি বোধ করে না।

৩৯. এবং তাঁহার একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখিতে পাও শুষ্ক, উষর, অত:পর আমি উহাতে বারি বর্ষণ করিলে উহা শস্য-শ্যামলা হইয়া আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতকে জীবনদানকারী। তিনি তো সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

তাফসীর ঃ এই স্থানে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় আযীম শান ও কুদরতের উল্লেখ করিয়া বলেন, তাঁহার শক্তির কোন উপমা নাই এবং তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করিতে সক্ষম।

তাই বলা হইয়াছে ঃ وَمِنْ اٰيَاتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র।

অর্থাৎ তিনি রাত্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন অন্ধকার এবং দিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন আলোকময়-উজ্বল। উপরন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কখনো সংমিশ্রণ ঘটেনা। সরলভাবে তাহারা একেরপর অপরে আগমন করে।

এইভাবে তিনি সূর্য ও সূর্যের রশ্মি, চন্দ্র ও চন্দ্রের আলো সৃষ্টি করিয়াছেন। মহাকাশে ইহাদের প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র কক্ষ দিয়াছেন। ইহারা স্ব স্ব কক্ষে আবর্তিত হইতে থাকে। যে আবর্তনের ফলে চিহ্নিত করা হয় দিন, রাত, মাস ও বৎসর। আর ইহারই দ্বারা নির্ধারিত করা হয় ইবাদাত ও অনুষ্ঠানের দিন তারিখ ও সময়ক্ষণ।

আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য বিশেষ সৌন্দর্যে সুমন্ডিত। তাই ইহাদেরকে আলোচনায় আনা হইয়াছে। অথচ ইহারা মাখ্লূক বই নহে। অতএব-

لَاتَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ-

তোমরা সূর্যকে সিজ্দা করিও না, চন্দ্রকেও নহে; সিজ্দা কর আল্লাকে যিনি এইগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা তাহারই ইবাদাত কর।

অর্থাৎ তোমরা তাঁহার সহিত শিরক করিও না। কেননা উহাদিগের উপাসনা তোমাদিগের কোনই উপকার সাধন করিতে পারিবে না। উপরন্তু আল্লাহ্ শিরককারীকে রক্ষা দেন না।

তাই বলা হইয়াছে যে, فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا অর্থাৎ উহারা যদি আল্লাহ্কেসহ আরো অনেকের ইবাদত করে তবে তাহাতে তাহার কিছু আসেনা। কেননা فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ ফেরেশ্তারা যাহারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রহিয়াছে- يُسَبِّحُوْنَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايَسْئَمُوْنَ তাহার তো দিবস ও রজনী তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাহারা ক্লান্তিবোধ করে না।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاِنْ يَكْفُرْبِهَا هٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكَافِرِيْنَ

অর্থাৎ অত:পর যদি ইহারা এইগুলিকে প্রত্যাখ্যানও করে তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এইগুলির ভার অর্পণ করিয়াছি যাহারা এইগুলি প্রত্যাখ্যান করিবে না। হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) .... জাবির (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেনঃ "রজনী, দিবস, সূর্য, চন্দ্র ও হাওয়াকে তোমরা গালি দিওনা, কেনানা এইগুলি কোন কওমের জন্য রহমাত হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং কোন কওমের জন্য ব্যবহৃত হয় শাস্তি ও বেদনা হিসাবে।"

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ অর্থাৎ তাঁহার নিদর্শন সমূহের একটি মৃতকে জীবন্ত করা। যেমন- اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً তুমি ভূমিকে দেখিতে পাও শুষ্ক। আর যে ভূমি শুষ্ক-চাষাবাদের অযোগ্য তাহা মৃত বৎ।

فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ অত:পর আমি উহাতে বারি বর্ষণ করিলে. উহা শস্য-শ্যামলা হইয়া আন্দোলিত ও স্ফীত হয়।

اِنَّ الَّذِىْ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই জীবত করিবেন মৃতকে। তিনি তো সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

(٤٠) اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

(٤١) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ○ۙ

(٤٢) لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ○

(٤٣) مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ○

৪০. যাহারা আমার আয়াত সমূহকে বিকৃত করে তাহারা আমার অগোচর নহে। শ্রেষ্ঠকে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকিবে সে! তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা কর, তোমরা যাহা কর তিনি তাহার দ্রষ্টা।

৪১. যাহারা উহাদিগের নিকট কুরআন আসিবার পর উহা প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। ইহা অবশ্যই এক মহা গ্রন্থ—

৪২. কোন মিথ্যা ইহাতে অনুপ্রবেশ করিবেনা অগ্র হইতেও নহে, পশ্চাত হইতেও নহে। ইহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ।

**৪৩. তোমার সম্বন্ধে তো তাহাই বলা হয় যাহা বলা হইতো তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণ সম্পর্কে। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা।**

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا অর্থাৎ যাহারা আমার আয়াত সমূহকে বিকৃত করে।

ইব্ন আব্বাস (র) বলেন, اِلْحَادٌ অর্থ শব্দকে স্ব স্থান হইতে অন্য স্থানে অপসারিত করিয়া বাক্যের অর্থ বিকৃত করা।

কাতাদাহ (র) সহ অন্যান্যে বলেন, اِلْحَادٌ অর্থ কুফ্রী ও নাস্তিকতা।

অত:পর বলেন, لَايَخْفَوْنَ عَلَيْنَا তাহারা আমার অগোচর নহে। অর্থাৎ ইহা বলিয়া হুমকী দেওয়া হইয়াছে। যাহারা আল্লাহ্র আয়াত, নাম ও সিফাতসমূহ বিকৃত করে তাহদিগের সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত। ইহার পরিণাম হল অদূর ভবিষ্যতে তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِىْ النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِىْ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকিবে সে। মোট কথা এতদুভয়ের মধ্যে কোন তুলনা হইতে পারে কি? না, এতদুভয়ের মধ্যে কোন তুলনা হইতে পারে না।

পরবর্তী বাক্যে ধমকির সুরে কাফিরদিগকে বলা হইয়াছে ঃ اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ অর্থাৎ তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা কর।

মুজাহিদ, যাহ্হাক ও আতা খোরাসানী (র) বলেন, اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ তোমরা ভাল মন্দ যাহা কর আল্লাহ্ সবকিছুর ব্যাপারে সম্যক অবগত এবং তোমরা প্রকাশ্যে-গোপনে যাহা কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ অর্থাৎ তোমরা যাহা কর তিনি তাহার দ্রষ্টা।

অতপর বলিয়াছেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ অর্থাৎ যাহারা উহাদিগের নিকট কুরআন আসিবার পর উহা প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। যাহ্হাক, সুদ্দী ও কাতাদাহ (র) বলেন, ذِكْرٌ দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

وَاِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ ইহা অবশ্যই এক মহাগ্রন্থ। অর্থাৎ ইহা এমন এক মহাগ্রন্থ যাহার কোন উপমা নাই। ইহার মত রচনা করিতে কেহই সক্ষম নহে। لَايَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِه পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী কোন মিথ্যা ইহাতে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই।

অর্থাৎ ইহাতে কোন মিথ্যা সন্নিবেশিত করার সামর্থ্য কাহারো নাই। কেননা ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নাযিলকৃত।

তাই বলা হইয়াছে ঃ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ।

অর্থাৎ তিনি স্বীয় কথায় প্রাজ্ঞ এবং স্বীয় কর্মে প্রশংসার্হ। তাঁহার প্রত্যেকটি আদেশ ও নিষেধ পরিণাম ফলের বিচারে প্রশংসার দাবীদার।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَايُقَالُ لَكَ اِلاَّ مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ

অর্থাৎ তোমার সম্বন্ধে তো তাহাই বলা হয় যাহা বলা হইত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণ সম্পর্কে।

কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমার সম্বন্ধে উহারা যাহা বলে, তাহা সবই মিথ্যা। উহাদিগের এই মিথ্যা চর্চার অভ্যাস নতুন নহে। তোমার পূর্ববর্তী সকল নবী সম্বন্ধেও উহারা মিথ্যা প্রচার করিয়াছে। তবে তাহারা যেভাবে উহাদিগের যুলুম সহ্য করিয়াছে তুমিও তোমার কওমের যুলুম সহ্য কর।

ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা পছন্দ করিয়াছেন। কিন্তু ইব্‌ন আবূ হাতিমের নিকট এই ব্যাখ্যা পছন্দ নহে। اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ অর্থাৎ যে প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা করে তাহাকে প্রতিপালক আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমা করিয়া দেন।

وَذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ যে কুফরীর উপর দৃঢ় থাকিবে, সত্যের বিরোধীতা ও রাসূলের ব্যাপারে মিথ্যাচার প্রচার করিতে বিরত না হইবে তাহাকে আল্লাহ্ কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র).... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) বলেন, اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যদি মানুষকে ক্ষমা করিয়া না দিতেন তাহা হইলে একটি জীবনও রক্ষা পাইত না এবং যদি তিনি ভীতি প্রদর্শন মূলক শাস্তি আরোপিত না করিতেন তাহা হইলে প্রত্যেকটি মানুষ চরম স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাইত।"

(٤٤) وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ط قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ط وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ط اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ع

(٤٥) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ط وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ

৪৪. আমি যদি আজমী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করিতাম উহারা অবশ্যই বলিত, ইহার আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত হয় নাই কেন? কি আশ্চর্য যে, ইহার ভাষা আজমী অথচ রাসূল আরবীয়; বল, মু'মিনদিগের জন্য ইহা পথ-নির্দেশ ও ব্যাধিক প্রতিকার। কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদিগের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা এবং কুরআন হইবে ইহাদিগের জন্য অন্ধত্ব স্বরূপ। ইহারা এমন যে, যেন ইহাদিগকে আহ্বান করা হয় বহুদূর হইতে।

৪৫. আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম অত:পর ইহাতে মতভেদ ঘটিয়াছিল। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদিগের মীমাংসা হইয়া যাইত। উহারা অবশ্যই ইহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ কুরআনের উচু সাহিত্যমান, নিপুণ শব্দবিন্যাস, অলংকার ও যুক্তিপূর্ণ নির্দেশাবলী সত্বেও মুশরিকদিগের উহা ঔদ্ধত্বের সহিত অগ্রাহ্য করার কথা এইস্থানে বলা হইয়াছে।

যথা অন্যত্রও বলা হইয়াছে যে,

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوْا بِهِ مُؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ যদি ইহা কোন আজমীর প্রতি অবতীর্ণ করা হইত এবং উহা সে উহাদিগের নিকট পাঠ করিত তবে উহারা উহাতে বিশ্বাস করিত না।

আর এই স্থানেও বলা হইয়াছে যে, যদি পূর্ণ কুরআন আমি আজমী ভাষায় অবতীর্ণ করিতাম তবুও উহারা বলিত ঃ لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيَاتُهٗ ءَاَعْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ ইহার আয়াতগুলি বোধগম্য ভাষায় বিবৃত হয় নাই কেন ? কি আশ্চর্য যে, ইহার ভাষা আজমী অথচ রাসূল আরবীয়।

অর্থাৎ যদি কুরআন কোন অনারবীয় ভাষায় নাযিল করিতাম তাহা হইলে উহারা বাহানা করিয়া অবশ্যই বলিত, এই কুরআন যেহেতু আরবীয়দিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে সেহেতু উহার ভাষা অনারবীয় ভাষায় কিভাবে নাযিল হইতে পারে ? আর অনারবীয় ভাষার কিতাব আমাদিগের বোধগম্য নহে। এই অর্থ করিয়াছেন ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও সুদ্দী (র) প্রমুখ।

আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ কেহ এইভাবে করিয়াছেন যে, কুরআনের কিছু অংশ যদি আরবী হইত এবং কিছু অংশ যদি আজমী হইত তাহা হইলেও উহারা বলিত, কিভাবে একটি কিতাবে দুই ধরনের ভাষা হইতে পারে ? তবে কি ইহার একাংশ আরবীয়দিগের জন্য এবং অপর অংশ অনারবীয়দিগের জন্য ? অতএব ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের বোধগম্য নহে। এই অর্থ করিয়াছেন ইমাম বসরী (র)।

ইমাম বসরী (র) ءَاَعْجَمِىٌّ কে اَعْجَمِىٌّ হিসাবে জিজ্ঞাসা বোধক চিহ্ন ব্যতীত পাঠ করিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) এই অর্থ করিয়াছেন। যাহা কাফিরদিগের চরম ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্যের প্রমাণ বহন করে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ অর্থাৎ বল হে মুহাম্মদ! এই কুরআনের প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগের জন্য ইহা হিদায়াত স্বরূপ আর ইহা তাহার মনের সকল সন্দেহ ও পংকিলতা বিদূরীতকারী।

وَالَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ অর্থাৎ যাহারা ইহা বিশ্বাস করে না তাহারা ইহা বুঝে না। কেননা উহাদিগের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা।

وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى অর্থাৎ এই কুরআন উহাদিগকে হিদায়াত দান করিবে না এবং কুরআন হইবে উহাদিগের জন্য অন্ধকার স্বরূপ।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَايَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

অর্থাৎ আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যাহা বিশ্ববাসীদিগের জন্য শান্তি ও দয়া; কিন্তু উহা সীমালংঘনকারীদিগের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

اُولٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ অর্থাৎ ইহারা এমন যে, যেন ইহাদিগকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হইতে।

মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, ইহার আহ্বান উহাদিগের অন্তর হইতে বহু দূরে।

ইব্ন জারীর ইহার অর্থে বলেন যে, যেন উহাদিগকে বহুদূর হইতে ডাকিয়া বলা হইয়াছে, যে কারণে ডাকের সঠিক শব্দ উহাদিগের কর্ণে পৌঁছিতেছে না।

ইব্ন কাছীর (র) বলেন, আমার মতে ইহার অর্থ হইবে এইরূপ, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْنَ يَنْعِقُ بِمَا لاَيَسْمَعُ اِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَيَعْقِلُوْنَ-

অর্থাৎ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগের উপমা যেমন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে, যাহা ডাক-হাক ছাড়া আর কিছুই শ্রবণ করে না—বধির, মূক, অন্ধ। সুতরাং তাহারা বুঝিবে না ঃ

যাহ্হাক বলেন, ইহার অর্থ হইল, ইহাদিগকে কিয়ামতের দিন মন্দ নাম ধরিয়া ডাকা হইবে।

সুদ্দী (র) বলেন, একদা উমর (রা) মৃত্যু উপস্থিত একজন মুসলমান ব্যক্তির নিকট বসা ছিলেন। লোকটি অনাহুত লাব্বায়িক লাব্বায়িক বলিয়া কাহারো ডাকে সাড়া দিতেছিল। তাহাকে ওমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহাকে দেখিতেছ অথবা কেহ তোমাকে ডাকিতেছে ? লোকটি বলিল, কে যেন আমাকে নদীর ঐদিক হইতে ডাকিতেছে। অতঃপর ইহার প্রেক্ষিতে ওমর (রা) বলেন, اُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ অর্থাৎ ইহারা এমন যে, যেন ইহাদিগকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হইতে। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

পরবর্তী আয়াতে বলেন ঃ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ অর্থাৎ আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম। অতঃপর ইহাতে মতভেদ ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ ইহারা তাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাহাকে নির্যাতনের বিন্দুতে পরিণত করিয়াছিল।

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَاُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ অর্থাৎ অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন ধৈর্যধারণ করিয়াছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।

وَلَوْ لاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের যদি ঘোষণা না থাকিত। لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ তাহা হইলে উহাদিগের মীমাংসা হইয়া যাইত। অর্থাৎ উহাদিগের প্রতি কিয়ামতের পূর্বে আযাব আপতিত না করার ওয়াদা রহিয়াছে বলিয়া উহারা রেহাই পাইতেছে, না হয় উহাদিগকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করিতে সামান্য বিলম্ব করা হইত না।

وَاِنَّهُمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ উহারা অবশ্যই ইহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল। অর্থাৎ উহারা যে ইহাকে অস্বীকার করিত এই ব্যাপারেও উহারা সন্দেহাতীত বিশ্বাসী ছিল না, বরং অবিশ্বাস করার ব্যাপারেও উহারা শংসয়গ্রস্ত ছিল। এই ব্যাপারে উহারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিপতিত ছিল। ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (আল্লাহ্ ভাল জানেন)।

(٤٦) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاۤءَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○

(٤٧) اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ؕ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَاۤءِىْ ۙ قَالُوْۤا اٰذَنّٰكَ ۙ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ○

(٤٨) وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ○

৪৬. যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই উহা করে এবং মন্দ করিলে তাহার প্রতিফল সে-ই ভোগ করিবে। তোমার প্রতিপালক তাহার বান্দাদিগের প্রতি যুলুম করেন না।

৪৭. কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌তেই ন্যস্ত। তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ মুক্ত হয় না। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ্ উহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, আমার শরীকেরা কোথায় ? তখন উহারা বলিবে, আমরা আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি যে, এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।

৪৮. পূর্বে উহারা যাহাদিগকে আহ্বান করিত তাহারা অদৃশ্য হইয়া যাইবে এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করিবে যে, উহাদিগের নিষ্কৃতির কোন উপায় নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই উহা করে। অর্থাৎ উহার প্রতিদান সে-ই ভোগ করিবে।

وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا কেহ মন্দকর্ম করিলে তাহার প্রতিফল সে-ই ভোগ করিবে। অর্থাৎ তাহার কৃত মন্দকর্মের শাস্তি তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে।

وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيْدِ —তোমার প্রতিপালক তাঁহার বান্দাদিগের প্রতি কোন যুলুম করেন না। অর্থাৎ পাপ করা ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তিনি শাস্তি দেন না এবং স্বীয় অস্তিত্বের সত্যতার দলীল পেশ না করিয়াও তিনি কাউকে শাস্তি দেন না। আর শাস্তি দেন না রাসূল প্রেরণ করার আগ পর্যন্ত।

اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ। অর্থাৎ কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকটেই আছে। তিনি ব্যতীত উহার জ্ঞান কাহারো নিকট নাই।

যেমন কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে—রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জিবরাইল (আ) এর এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন, যাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে সে এই ব্যাপারে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী জানে না।

যেমন কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا। অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার চরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের নিকট।

অন্যস্থানে আরো বলিয়াছেন ঃ لاَيُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلاَّ هُوَ। অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্র আছে।

وَمَاتَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى-

তাহার অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না। কোন নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না।

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণও কিছু আল্লাহ্র দৃষ্টির অগোচরে নহে।

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না।

আর يَعْلَمُ مَاتَحْمِلُ كُلُّ اُنْثَى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْئٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ অর্থাৎ স্ত্রীজাতির প্রত্যেকের গর্ভে যাহা আছে এবং জরায়ুতে যাহা কিছু পরিবর্তন ঘটে আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং তাঁহার বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

অন্য স্থানে আরো বলা হইয়াছে যে,

وَمَايُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَّلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

অর্থাৎ কাহারো পরমায়ু বৃদ্ধি হইলে অথবা তাহার পরমায়ু হ্রাস পাইলে তাহা তো হয় সংরক্ষিত ফলক অনুসারে। ইহা আল্লাহ্র জন্য সহজ।

অতঃপর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِىْ যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, আমার শরীকেরা কোথায় ? অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সমুদয় সৃষ্টির সামনে মুশরিকদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, তোমরা আমার সহিত অংশীদার করিয়া যাহাদিগকে উপাসনা করিতে তাহারা আজ কোথায় ?

قَالُوْا اٰذَنَّاكَ অর্থাৎ তখন উহারা বলিবে, আমরা আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি যে, مَامِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ এই ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। অর্থাৎ আজ আমাদিগের কেহই বলিবে না যে, আপনার একত্ববাদে কোন শরীকদার রহিয়াছে।

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَاكَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ পূর্বে উহারা যাহাদিগকে আহ্বান করিত তাহারা অদৃশ্য হইয়া যাইবে। অর্থাৎ উপাসকরা উপাস্যদিগের দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ফলে উপাসকরা উপাস্যদিগের হইতে কোন রকমের উপকার লাভ করিতে ব্যর্থ থাকিবে।

وَظَنُّوْا مَالَهُمْ مِنْ مَحِيْصٍ এবং মুশরিকরা উপলব্ধি করিবে যে, উহাদিগের নিষ্কৃতির কোন উপায় নাই।

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুশরিকরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত হইবে যে, আল্লাহ্‌র আযাব হইতে তাহাদিগকে মুক্তি পাওয়ার আর কোন পথ নাই।

যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَرَاَى الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مُوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا

অর্থাৎ অপরাধীরা জাহান্নাম দেখিয়া বুঝিবে যে, উহারা তথায় পতিত হইতেছে এবং উহারা উহা হইতে কোন পরিত্রাণস্থল পাইবে না।

(৪৯) لَا يَسْـَٔمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ ۚ وَاِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَـُٔوْسٌ قَنُوْطٌ ○

(৫০) وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ ۙ وَمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْۤ اِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ۫ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ○

(৫১) وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ○

৪৯. মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তিবোধ করে না, কিন্তু যখন তাহাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ ও হতাশ হইয়া পড়ে;

৫০. দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর যদি আমি তাহাকে অনুগ্রহের স্বাদ দিই তখন সে বলিয়া থাকে ইহা আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করিনা যে, কিয়ামত সংঘটিত হইবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিতও হই, তাহার নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকিবে। আমি কাফিরদিগকে উহাদিগের কৃতকর্ম অবশ্যই অবহিত করিব এবং উহাদিগকে আস্বাদন করাইব কঠোর শাস্তি।

৫১. যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, সে মুখ ফিরাইয়া লয় ও দূরে সরিয়া যায় এবং তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করিলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, মানুষ কখনো তাহার প্রতিপালকের নিকট উন্নতি, সুস্বাস্থ্য ও ধন-সম্পদ প্রার্থনা করিতে ক্লান্তিবোধ করে না। যদি তাহাকে কখনো অমঙ্গল বা দারিদ্রতা স্পর্শ করে فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ তখন সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ তখন তাহাকে এই চিন্তায় পাইয়া বসে যে, তাহার জীবনে আর হয়ত মঙ্গল ও সুদিন আসিবে না।

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِى দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর যদি আমি তাহাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তখন সে বলিয়াই থাকে ইহা আমার প্রাপ্য।

অর্থাৎ দুঃখ-দৈন্যতা ও সংকটের পর যদি মানুষকে অর্থ-সম্পদ ও সুখ-শান্তি দেওয়া হয় তবে সে অবশ্যই এই কথা বলে, ইহা আমার —ইহাই প্রতিপালকের নিকট আমার প্রাপ্য ছিল।

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হইবে। অর্থাৎ তখন সে স্পষ্ট ভাষায় কুফরী প্রকাশ করিয়া থাকে। ধন-সম্পদ ও সুখ-শান্তি তাহার কুফরীর কারণ হইয়া দাড়ায়। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى অর্থাৎ বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করিয়াই থাকে। কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।

وَلَئِنْ رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِى عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হই তাহার নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকিবে।

অর্থাৎ ধরিয়া নিলাম **যে, যদি আমাকে কিয়ামতের দিন** উপস্থিত হইতে হয়, তাহা হইলে এই জগতে **প্রভু আমাকে যেমন সুখ**-স্বাচ্ছন্দ্যে **রাখিয়াছেন**, তিনি পরকালেও আমাকে তেমন সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে রাখিবেন। মোট কথা, পাপ করিয়াও তাহারা পরকালের শান্তির আশা করে।

উহাদিগকে সতর্ক করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ۔

অর্থাৎ আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে উহাদিগের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করিব এবং উহাদিগকে আস্বাদন করাইব কঠোর শাস্তি।

এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্তরূপ কামনাকারীদিগকে যাহাদিগের কামনা তাহাদিগের আমলের সম্পূর্ণ বিপরীত—উহাদিগকে তিরস্কার করিয়া পরবর্তী আয়াতে বলিয়াছেন ঃ وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰى بِجَانِبِه

অর্থাৎ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করিলে সে মুখ ফিরাইয়া লয় ও অহংকারে দূরে সরিয়া যায়। অর্থাৎ সে আল্লাহ্র আনুগত্যের পথ ত্যাগ করে এবং নব-সুখের অঘোর নিদ্রায় বেহুশ থাকে। যথা অন্যস্থানে বলিয়াছেন ঃ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ যখন তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে فَذُوْ دُعَاءٍ عَرِيْضٍ তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। অর্থাৎ এই বিষয়ের উপরই সে প্রার্থনা করিতে থাকে। বিনয়ের সাথে একই প্রার্থনা বারবার আবৃত্তি করিতে থাকে।

উল্লেখ্য যে, عَرِيْضٍ বলে স্বল্প অর্থবোধক দীর্ঘ বাক্যকে। আর وَجِيْزٌ বলে ব্যাপক অর্থবোধক ছোট বাক্যকে। যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِه اَوْقَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَا اِلٰى ضُرٍّ مَسَّهُ۔

অর্থাৎ মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুইয়া, বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিয়া থাকে। অতঃপর যখন আমি তাহার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করি সে তাহার পূর্ব পথ অবলম্বন করে, যেন তাহাকে যে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিয়াছিল তাহার জন্য সে আমাকে ডাকেই নাই।

(৫২) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ○

(٥٣) سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ۭ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ○

(٥٤) اَلَآ اِنَّهُمْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاۗءِ رَبِّهِمْ ۭ اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطٌ ○

৫২. বল, তোমারা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, যদি এই কুরআন আল্লাহ্র নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে এবং তোমরা ইহা প্রত্যাখ্যান কর তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে তাহার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে ?

৫৩. আমি উহাদিগের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিব বিশ্ব জগতে এবং ইহাদিগের নিজদিগের মধ্যে; ফলে উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, আল্-কুরআন সত্য। ইহা কি যথেষ্ট নহে যে, তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ে অবহিত ?

৫৪. জানিয়া রাখ, ইহারা ইহাদিগের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎকারে সন্দিহান। জানিয়া রাখ, সব কিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, قُلْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! বল, ঐ সকল মুশরিক ও কুরআন অস্বীকারকারীদিগকে যে, اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ যদি কুরআন আল্লাহ্র অবতীর্ণ কিতাব হইয়া থাকে مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ দেখিয়াছ কি যে, ইহা অস্বীকার করার পরিণতি কি হইবে ? অর্থাৎ যে খোদা তাহার রাসূলের উপর কুরআন নাযিল করিয়াছেন তিনি তোমাদিগের উপর কত রাগান্বিত হইবেন ?

তাই বলিয়াছেন ঃ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে তাহার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে ?

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুফরী করে এবং সত্য গ্রহণে গোড়ামি করে সে সত্য ও হিদায়াত হইতে সর্বাপেক্ষা বেশী দূরে থাকে।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ سَنُرِيهِمْ اٰيَاتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْ اَنْفُسِهِمْ আমি উহাদিগের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিব বিশ্ব জগতে এবং উহাদিগের নিজদিগের মধ্যে।

অর্থাৎ বাহ্যিক দলীল দ্বারা আমি প্রমাণ করিব যে, রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ আমার কুরআন সত্য।

আর فِى الْاٰفَاقِ অর্থ বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয়ের দ্বারা প্রমাণিত করিব যে, ইসলাম ও কুরআন সত্য।

وَفِىْ اَنْفُسِهِمْ এর অর্থে মুজাহিদ, হাসান ও সুদ্দী (র) বলেন, বদর যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রমাণিত করেন যে, মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণের সাথে আল্লাহ্ ও তাঁহার মদদ রহিয়াছে। যার ফলে বাতিল শক্তি তাহাদিগের নিকট পরাভূত হইয়াছে।

এই অর্থও হইতে পারে যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দর্শনীয়রূপে বিভিন্ন রং ও গড়নে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার কল্পনাতীত শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ বহন করে। দ্বিতীয়ত তিনি একই আকৃতির মানুষকে ভাল-মন্দ কত চরিত্রে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর এই মানুষ শৈশব, কৈশর, যৌবন ও বার্ধক্য ইত্যাদি কতটি কাল কতটি অবস্থা অতিক্রম করে। এই ধরনের বহু নিদর্শন আল্লাহ্ মানুষের সামনে ব্যক্ত করিয়াছেন; যাহার মাধ্যমে তিনি তাহার শক্তির অসীমত্বতা প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে কাফিরেরা তাহাকে চিনিতে পারে এবং তাহাকে ভয় করে।

যেমন শাইখ আবূ কুরাইশী হইতে ইব্‌ন আবূদ্ দুনিয়া স্বীয় কিতাব اَلتَّفَكُّرُ وَالاِعْتِبَارُ এর মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে,

وَاِذَا نَظَرْتَ تُرِيْدُ مُعْتَبِرًا * فَانْظُرْ اِلَيْكَ فَفِيْكَ مُعْتَبَرُ
اَنْتَ الَّذِىْ تُمْسِىْ وَتُصْبِحُ فِى الدُّ * نْيَا وَكُلُّ اُمُوْرِهِ عِبَرُ
اَنْتَ الْمُصَرِّفُ كَانَ فِىْ صَخْرٍ * ثُمَّ اسْتَقَلَّ شَخْصُكَ الكِبَرَ
اَنْتَ الَّذِىْ تَنْعَاهُ خَلْقَتُهُ * يَنْعَاهُ الشَّعْرُ وَالْبَشَرُ
اَنْتَ الَّذِىْ تُعْطِىْ وَتُسْلِبُ لاَ * يُنْجِيْهِ مِنْ اَنْ يَسْلُبَ الحَذَرَ
اَنْتَ الَّذِىْ لاَشَيْئَ مِنْهُ لَهُ * وَاَحَقُّ مِنْهُ بِمَلِهِ الْقَدَرُ

অর্থ ঃ তুমি যদি শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দৃষ্টি দিতে চাও তবে নিজের প্রতি দৃষ্টি দিও। ইহাতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। তুমি দুনিয়াতে সকাল বিকাল সময় অতিবাহিত করিতেছ, দুনিয়ার বিবর্তনের প্রতিটি বস্তুতেই শিক্ষা রহিয়াছে। তুমি শৈশবকালে পরের সাহায্যে নড়াচড়া করিতে এবং বড় হইয়া তুমি একজন শক্তিশালী ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছ। তুমি বহু মানুষের মৃত্যু সংবাদ দিয়া আস অথচ তোমাকে তোমার চুল ও চামড়া মৃত্যু সংবাদ বহন করিতেছে। তুমি ধারণ ও বারণ কর তবে সতর্কতা হইতে কেহ মুক্ত করিতে পারে না। তুমি এমন এক ব্যক্তি যাহার কোন কিছুই নাই। কেবলমাত্র তাকদীরে যাহা নির্ধারণ করা হইয়াছে তাহাই তোমার প্রাপ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ شَهِيْدٌ -

ফলে উহাদিগের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, আল-কুরআন সত্য। ইহা কি যথেষ্ট নহে যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে অবহিত।

অর্থাৎ যখন প্রমাণিত হইল যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগের কথা ও কর্মসমূহ সম্বন্ধে সম্যক অবগত তখন যদি তিনি সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, রাসূল হিসাবে মুহাম্মদ সত্য; তবে এই ব্যাপারে সন্দেহের আর অবকাশ থাকে কি ?

যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যস্থানে বলা হইয়াছে যে, لَٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ। অতঃপর বলেন, اَلَا اِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ জানিয়া রাখ, ইহারা ইহাদিগের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎকারে সন্দিহান। অর্থাৎ মূলত কিয়ামত কায়িম হইবে বলিয়া উহারা বিশ্বাসই করে না। এইজন্য উহারা পুণ্য সঞ্চয়ে উদাসীন এবং পাপ করিতে মোটেই ভাবে না। অথচ কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিতব্য।

ইব্ন আবূদ দুনিয়া (র) ....সাঈদ আনসারী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ওমর ইব্ন আব্দুল আযীয (র) একদিন মিম্বরে উঠিয়া আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠপূর্বক সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, আমি তোমাদিগকে কোন হাদীস শুনাইবার জন্য সমবেত করি নাই, বরং একটি ব্যাপারে আমি গভীর চিন্তা করিয়াছি; যাহার ফসল তোমাদিগকে শুনাইব। অর্থাৎ আমার চিন্তামতে যাহারা সেই বিষয়টি বিশ্বাস করে তাহারা আহম্মক। আর যাহারা উহা অবিশ্বাস করে তাহারা অবশ্যই বিপথগামী। অতঃপর তিনি মিম্বর হইতে অবতরণ করেন।

তাঁহার কথার অর্থ হইল, যাহারা কিয়ামতের উপর বিশ্বাস রাখিয়াও সেই অনুযায়ী আমল করে না, কিয়ামতের ভয় করে না এবং কিয়ামতের ভয়াবহতার ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করে না, তাহারা সত্য সত্যই আহাম্মক। যাহারা কিয়ামতকে সত্য জানিয়াও জীবনকে ভোগ-বিলাস, খেল-তামাসা ও পাপকর্মে নিয়োজিত রাখে তাহারা আহম্মক নহে তো কি ? আর যাহারা কিয়ামতকে অবিশ্বাস করে তাহারা যে বিপথগামী সে কথা বুঝাইবার জন্য ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। ইহার পর বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্বশীল এবং সমস্ত রহিয়াছে তাহার পরিবেষ্টনে আর কিয়ামত সংঘটিত করা তাহার জন্য খুবই সহজ ব্যাপার।

তাই বলা হইয়াছে اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ সব কিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন।

অর্থাৎ প্রত্যেকটি সৃষ্টি তাহার আয়ত্বাধীন এবং প্রত্যেকটি সৃষ্টি তাহার ইল্মের মধ্যে উপস্থিত। উহার প্রত্যেকটি তাহার হুকুমে পরিচালিত হয়। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা নিমিষে বাস্তবে রূপায়িত হয়। আর তিনি যাহা চাহেন না তাহা কখনো বাস্তবায়িত হয় না। তিনিই একমাত্র ইলাহ—তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ-এর অস্তিত্ব নাই।

ইফা—২০১৩-২০১৪—প্র/৩০২(উ)— ৫,২৫০